সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

যিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায়

সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন

তাঁহার করকমলে

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৩০-১৮৪০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

[পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

১৩৪৮

নির্ঘণ্ট

সমাজ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্র-সূচী

ভূমিকা

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডে 'সমাচার দর্পণ' হইতে ১৮১৮—১৮৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত সংবাদ সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও সঙ্কলন-রীতি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছিল, বর্ত্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, এ-খণ্ডেও তাহা দেওয়া হইল। বর্ত্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী অনুভূত হইবে।

১

প্রথম খণ্ডের মত এ-খণ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্ব্বযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহার পরিণতি হইল বলা চলে। হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহারা পর-জীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী ও কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি—তাঁহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। যে-দুই জন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা যায়, সেই ডিরোজিও এবং কাপ্তেন রিচার্ডসনও এই সময়েই শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দুকলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন ও ইহার কয়েক বৎসর পরে (জুন, ১৮৪২) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল—কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয়।

এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, যে-মধুসূদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের পরিচয় দেন, তাঁহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই গোলযোগের কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত হইবার

পর 'সমাচার চন্দ্রিকা' যে মন্তব্য করে, তাহা ৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই মন্তব্যে অন্যান্য কথার মধ্যে 'চন্দ্রিকা'তে লেখা হয়,—

> আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৮ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাঁহাদিগকে জেলা আদালতে কর্ম্মশিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখা হয়, নতুবা স্মার্ত্তদিগের প্রতি দেশীয় লোকের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা অর্জ্জনের আশা নাই। ১১-১২ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে। উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যিনি ১০ টাকা পুরস্কার পান, তিনি 'কাদম্বরী', 'রাসেলাস' প্রভৃতি রচয়িতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দুকলেজের কথা দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রথম সংবাদটি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে। হিন্দুকলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এই কলেজে শেক্সপীয়রের নাটকের অংশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ১৯-২০ পৃষ্ঠাতে এইরূপ আর একটি আবৃত্তির বিবরণে মধুসূদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে বলিয়া উল্লেখ আছে। ইনিই স্বনামধন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে তাঁহার হিন্দুকলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর তাহা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইবে।

২৬-২৮ পৃষ্ঠায় হিন্দুকলেজ সংযুক্ত পাঠশালার শিলান্যাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পাঠশালা স্থাপিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—

> এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৬ হইতে ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই পাঠশালা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

ইহার পর হিন্দুকলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য, এ-কথা ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কালেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার নিকট এই ঋণস্বীকার তাঁহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে। ১৮৩১ সনে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে বিরাট্ অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে পাঁচ শত পঁয়ষট্টি জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উহা ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত হয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন, এই সংবাদ ৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। কিছু দিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে যে, রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন। এই মত সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন মেজর বামনদাস বসু। কিন্তু যে-উপাদানের সাহায্যে মেজর বসু এই সিদ্ধান্ত করেন, তাহা যে তিনি সযত্নে পাঠ করেন নাই, তাহা গ্রন্থশেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইবে।

ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিদ্যালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ রহিত হইয়া যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোষিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোষিক দেন গবর্মেণ্ট এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। গবর্নর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড স্বয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ ৩৭-৪৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মফস্বলেও ইংরেজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কলিকাতার বাহিরে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে। চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪৯-৮৯ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফস্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে। যেমন রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরী, ডফ্ সাহেবের স্কুল প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ফ্রি স্কুল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক ; অপরটি হিন্দু

বেনেভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন। দুইটিই বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দু ফ্রি স্কুলের সাহায্য-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াসাঁকোর রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি উহার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণ। ৫২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন,—

> যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না।

অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হয়। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-যুগের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৩৩ পৃষ্ঠায় কলিকাতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-যুগে স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পাইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সেকালেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় যে-জিনিসের প্রচলন হইত, তাহা মফস্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদ, কি পোষাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই খাটে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বহু প্রমাণ আমরা পাই। কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ৬৩-৮৯ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে টাকী ও মুর্শিদাবাদ—এই দুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে আছে। ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, গবর্নর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭২ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধৃত করা হইল, উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্র-লেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, কারণ তিনি লিখিয়াছেন,—

> পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকুল গিয়াছে।

ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশালা স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়া পত্রলেখক বলিতেছেন,—

> বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক।

ইহার পর ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইবে। এই সংবাদগুলির সহিত পূর্ব্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে, দেশে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়া আসিতেছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

সে-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল, এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে ৯০-১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাদানুবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লেখক বলিতেছেন যে, শিক্ষাদ্বারা বাংলা দেশের স্ত্রীলোকদের ঐহিক পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না; কারণ, প্রথম, "এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়," দ্বিতীয়তঃ, "বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত [পারমার্থিক ও নীতি সম্বন্ধীয়] কোন জ্ঞানোদয় হয়।" লেখকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৯৫ পৃষ্ঠায় বৌবাজারে একটি নূতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং ৯৮ পৃষ্ঠায় দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে একটি সভা স্থাপনের সংবাদ পাই।

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে হল্‌হেড, কোল্‌ব্রুক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হল্‌হেড সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত হন। তাঁহার রচিত 'গ্রামার'ই ইংরেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। কেরী ও মার্শম্যানের মৃত্যু-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে ১০৮ ও ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই স্থানে দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে এক জনের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী। রামমোহন রায় ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইনি 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' সম্পাদন এবং 'কুলার্ণব' নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১০৪ পৃষ্ঠায় ইঁহার মৃত্যু-সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১১৬ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এটিই বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও অন্যান্য কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের বাঙালীরা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, কর্ম্মজীবনেও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন (১২১-১২৯ পৃষ্ঠা)। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইত। কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত। ১২৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গরঞ্জিনী সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' নামে আর একটি সভা বাংলা ভাষা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে (হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত) এই সভা স্থাপন করেন। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ রায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে (১৮৩৬) বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্দ্রোদয় নামে আর একটি সভা, ১৮৩৮ সনে ঢাকাতেও তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভা স্থাপিত হয় (পৃ. ১২৭-২৮)।

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে ধর্ম্মসভার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১২৫ পৃষ্ঠায় উহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। ধর্ম্মসভার একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা লওয়া। উদ্ধৃত বিবরণে আছে,—

> ৺মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক।

সে-যুগে অনেকেই যে বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্যত্রও পাই। ১৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এক পত্রে পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা মোটেই হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এ-দেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা আছে। উহা হইতে জানা যায়, রাজা বৈদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। ইনি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও অকাতরে দান করিতেন।

এই অংশের ১৩০ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে অক্সফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন প্রফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। এই পদটি এখনও অক্সফোর্ডে রহিয়াছে।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক। এখানে "সাহিত্য" কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রকৃত-প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহা খুব কমই ছিল। দু-চারিখানি পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিলে সে-যুগে মৌলিক সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্ত্তমান সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নূতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বঙ্গানুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ কিংবা শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সঙ্কলন ; (২) ছাত্রপাঠ্য পুস্তক—যেমন, ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য

ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি ; (৩) ইংরেজী হইতে অনুবাদ ; এবং (৪) এ-দেশীয় পুস্তকের ইংরেজীতে অনুবাদ। মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো প্রণীত 'দি পারসিকিউটেড' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (পৃ. ১৫৪) ; উহা ইংরেজী ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনূদিত পুস্তকের সংবাদ পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে মনে হয়, মহারাজা কালীকৃষ্ণ এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে—এই দুই প্রকার অনুবাদই করিয়াছিলেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ১৪৭)। ১৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন।

এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে করা যাইতে পারে। প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতা (পৃ. ১৪৫-৪৬)। এই দুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পাকরাজেশ্বর' নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুসলমানী উভয় প্রকার খাদ্য-প্রস্তুতের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই সকল ভোজ্য খাইয়া অজীর্ণ হইলে কি ঔষধ খাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল (পৃ. ১৫২)। ১৫৮ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ ও ১৬৩ পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের সুবিখ্যাত সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষার দুইটি অভিধানের সংবাদ ১৬৫ ও ১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়খানি জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'বঙ্গাভিধান', তিনি বলিতেছেন,—

> বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে…।

সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র-সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়, এই স্থলে সে-সকলই আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত হইল। এই যুগে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর,' 'এনকোয়েরার', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'রিফর্ম্মার', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। এত দিন আমরা জানিতাম, ১৮১৬ সনে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'বাঙ্গাল গেজেট' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায় প্রকাশ করেন, ইহাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ; 'সমাচার দর্পণ' তাহার দুই

বৎসর পরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ‘সমাচার দর্পণ’-সম্পাদকের দৃঢ় মন্তব্য, এবং এই গ্রন্থের “সম্পাদকীয়” মন্তব্য হইতে ইহাই মনে হইবে যে, বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সংবাদপত্র না হইলেও ‘সমাচার দর্পণ’ই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র ; ইহার কয়েক দিন পরে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়ের ‘বাঙ্গাল গেজেটি’র জন্ম।

এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ১৮৪ পৃষ্ঠায় যে-পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয় না। ১৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা রাজদ্রোহসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—

> বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্ম্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কি প্রকারে ভয় সম্ভাবনা।

সম্ভ্রান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা ছিল, তাহার পরিচয় ২০২-০৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি প্রথমে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয়। আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস-এর পরোয়ানা বাহির হইবার পরও রাজা রাজনারায়ণ ‘ভাস্কর’-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়া রাখেন। পরিশেষে ‘ভাস্কর’-সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক থাকিতে ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

১৯৭-২০০ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় তাহার সংবাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা। যে-পত্রিকা যেস্থানে প্রকাশিত হয়, সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়া

হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

২০৬-১৩ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের বর্ণমালা-সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইতেছে, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলন সম্বন্ধে আন্দোলন আধুনিক নহে—শত বর্ষ পূর্ব্বেই ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব কিন্তু মন্তব্য করেন—

> আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা…এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে…প্রতিকূল…।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চ্চা সম্বন্ধে। যে-যুগের কথা পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ডে বলা হইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া দিবার আদেশ হয়। গবর্মেণ্টের এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ২১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রটিতে পারস্য ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এ-বিষয়ে গবর্মেণ্ট যে আদেশ দেন, তাহা ২২০-২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ২২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ফার্সীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বাংলা দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয়।

শুধু আদালতে নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়, এ-বিষয়েও 'সমাচার দর্পণ' খুব আগ্রহশীল ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এ-দেশীয় লোকদের মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল। এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কৃত ও আর্বী পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয়, তাহা ২১৫-১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য কথার পর 'সমাচার দর্পণে' লেখা হইল যে, বোর্ডের সাহেবেরা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায়

> এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিত-বিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

৩

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশে দেশের নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে নূতন ও পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এ দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষাবলম্বী ছিল, কতকগুলি নূতনের। পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই 'সমাচার চন্দ্রিকাতে'ই প্রকাশিত হইত। 'সমাচার দর্পণে' এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধৃত হওয়াতে ঐতিহাসিকের খুব সুবিধা হইয়াছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পুরাতন সংখ্যাগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার সুযোগ হইত না।

'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে এইরূপ একটি উদ্ধৃত পত্র দিয়া এই পুস্তকের সামাজিক অংশ আরম্ভ করা হইয়াছে। পত্রখানি হিন্দুকলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে। হিন্দুকলেজের শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু পুরাতনপন্থীরা হিন্দুকলেজকে কি চক্ষে দেখিতেন, সে কাহিনী আমাদের নিকট অনেকটা অজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত পত্রখানিতে ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (পৃ. ২৩১-৪১) উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

২৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্রখানিতে হিন্দুকলেজে শিক্ষা পাইয়া পুত্রের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা হিন্দুকলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা করিতেছেন। উহার দু-একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

> চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে··· ।

২৩৭ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আর একজন হিন্দুকলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া—

উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝক্‌মারি করো তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল··· ।

এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায়, এ-বিষয়ে একজন 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে লিখিলেন (পৃ. ২৩৭)—

এ গোল নিবারণ করা রাজাভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতুক যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতিমালার এক কাছারী হয় এবং মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিহ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরিবোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম্ম রক্ষাকরণপূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন।

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিষ্ঠাবান্ করিবার জন্য হিন্দুকলেজের মেম্বরদের নিকট আবেদন করিলেন,—

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করো জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায়··· । (পৃ. ২৩৮)

বলা বাহুল্য হিন্দুকলেজের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে এক জন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' লিখিলেন,—

এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। (পৃ. ২৩৩)

শিক্ষা এবং দেবপূজার সম্পর্ক সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি বিচার ২৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা নহে।

শিক্ষার সহিত ঠিক সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহা ২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্ত্তৃক বালক-চুরির সংবাদ। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যে সকল সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এ-দেশীয় খ্রীষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই পৃষ্ঠায় পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পাদরি কৃষ্ণমোহনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞাসূচক 'কেষ্টা বান্দা' নামে অভিহিত করিত, তাহার উল্লেখ এখানে পাই। কৃষ্ণমোহন যে এ-দেশীয় ভদ্রসন্তানদিগকে যে-কোন প্রলোভনে খ্রীষ্টান করিতে পরমোৎসাহী ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও পাই।

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির পর এ-দেশের কৌলীন্য ও কৌলীন্য-প্রথার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে। কৌলীন্য ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যে-যে নৈতিক অনাচার হইত, তাহার কিছু কিছু আভাস ২৪৭ ও ২৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের সংবাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচলিত আচারের দ্বেষী ছিল। সুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দাসূচক সংবাদ প্রকাশিত হইত। নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর 'জ্ঞানান্বেষণে'র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। (পৃ. ২৫৬)

এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতূহলজনক। কয়েক জন কন্যা-বিক্রেতা এক বিপত্নীক ব্রাহ্মণের সহিত এক সুন্দরী মুসলমান-কন্যার বিবাহ দিয়া চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাহ্মণ এই কন্যার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর—

> এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন। (পৃ. ২৫৫)

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা স্বাভাবিক। ২৪৮-৪৯, ২৫৭ ও ২৬২ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে

আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রী-স্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ২৫৭ পৃষ্ঠায় "চুঁচুড়া স্ত্রীগণস্য" স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি করা হইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,—(১) সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের মত বিদ্যাধ্যয়নের অধিকার; (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আলাপ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের মত হস্তান্তরিত না-হওয়া; (৪) কন্যা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া; (৫) বহুবিবাহ রহিত করা; এবং (৬) বিধবার পুনর্ব্বিবাহ। এই পত্রখানি খুব সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখা নহে। তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুগেই যে বিধবা-বিবাহের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, তাহার প্রমাণ ২৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

সে-যুগের সমাজ-সংস্কারকদিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না, তাহা আমরা ২৭০-৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একখানি পত্রে পাই। লেখকের আপত্তি বাঙালী সমাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে। তিনি বলিতেছেন,—

> এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।

এই প্রসঙ্গে "সম্পাদকীয়" অংশে উদ্ধৃত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদকের আপত্তি আরও গুরুতর। তিনি লিখিতেছেন,—

> কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন,…।

তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানাধিপ তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন।

ইহার পর ২৭১ হইতে ২৭৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় মেলা প্রভৃতিতে জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাবের ও নিবারণের সংবাদ আছে।

এ-পর্য্যন্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে-সকলই দেশের ও সমাজের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। ২৭৯ হইতে ২৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত সংবাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের, এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদের উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয়—উহা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। এই নাট্যশালার বিবরণ ২৭৯ হইতে ২৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই অংশে আখড়া গান, দুর্গোৎসবে মুসলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ' শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বুলবুলির লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়ীতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় উহার শালিস

হন। ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় ছিল তাহার ধারণা করা যায়।

সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠায়, কি রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণে, কি দুর্ভিক্ষ ও দৈবদুর্ব্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্থাপনে,—সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার কয়েকটি এই,—টাকীর কালীনাথ রায় কর্ত্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসত পর্য্যন্ত ১৮ ক্রোশ রাস্তা-নির্ম্মাণ, কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িষ্যায় ঝড়ের জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহায্য-দান, মতিলাল শীল কর্ত্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাতাল স্থাপন, হাজী মহম্মদ মহসীনের দান। এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ ২৯৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই অংশের শেষ দিকে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন,—

> …আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা নিজং দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক। (পৃ. ৩২৫)

ইহার পরই বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলি বাংলা দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান। এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ৩২৬ পৃষ্ঠায় এক জন পত্রপ্রেরক এ-দেশে যন্ত্র-প্রবর্ত্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন। ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে আগত প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'দায়ানা'র সংবাদ আছে। ৩৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ৩৪০ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর এবং ৩৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে। ৩৫৭ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাশ্যভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠায় বাঙালীকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য। ৩২৮ পৃষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে।

সমাজ-বিভাগের ৩৫৯-৯৬ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে ইংরেজ-শাসনের পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয়

তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে। ১৮৩৩ সনে এ-দেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিস্ অফ্ দি পীসের কাজ এবং যে-সকল মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টানরা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ 'সমাচার দর্পণ' এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই মূল্যবান আলোচনাটি ৩৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রাজকার্য্যে এ-দেশীয় লোক নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে এ-দেশীয় লোকেরা খুব উচ্চপদে নিযুক্ত হইত। 'সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারা যায় যে তখন

> এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

দ্বিতীয় যুগে রাজকার্য্যে এ-দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং তৃতীয় যুগে আবার এ-দেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। 'সমাচার দর্পণে'র এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, বিচারকার্য্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এ-দেশের লোকে প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে'র বিবরণ এইরূপ,—

> পরন্তু আমরা এতদ্রূপ রীতিপরিবর্ত্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফঃসলের ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক সুগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দমা করিতে হইবে তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাঁহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে। কর্ম্মচারিরা ভারি বেতন পাইয়াও অন্যায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহাঁরা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রূপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাঁহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবম্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত হন আশুতোষ দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৭০-৭১ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জষ্টিস্ অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ৩৭১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম

এ-দেশীয় জষ্টিস্ অফ দি পীস দুই জন—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাধাকান্তদেব। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে না, এরূপ একটি অভিযোগ ৩৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, চাকরি-সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে।

ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবর্মেণ্টকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে ৩৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ কৌতূহল-জনক। এক জন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি-ভাবে স্বয়ং স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া পাল্কীতে বদ্ধ হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দমন করেন, তাহার কাহিনী এই সংবাদে বলা হইয়াছে।

সে-যুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ৩৭৬-৭৮ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে,—

> দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতি দাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ্তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ৩৬২ ও ৩৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। একটি অভিযোগের লেখক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতির সম্পাদক। গৌরীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ "সম্পাদকীয়" অংশে দেওয়া হইল।

৩৮১-৮২ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়া যাইবে। দণ্ড এইরূপ,—

> প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মাল্যস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চূণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি

চামরবৎ ঝাড়ু র বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁড়রাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখেং জয়বাদ্যের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরিং লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল…।

১৮৩৫ সনে সার্ চার্লস্ মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা ৩৮৬-৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক তথ্য আছে।

ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যসমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর ভূতপূর্ব্বক শিক্ষক খুদিরাম বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন সেখানে না যান, ও বৈদ্য-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঔষধ বিক্রয় না করেন তাহা দেখিবার জন্য এবং বৈদ্য জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈদ্যসমাজ স্থাপিত হয়। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য। এই ধরণের সভা-সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে। জমিদারদের সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়।

সমাজ-বিভাগের ৪০৯-১৪ পৃষ্ঠা স্বাস্থ্য-বিষয়ক। এই অংশে এ-দেশে মহামারী, ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে।

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে দেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাঁহার পালিত-পুত্র-রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাঁহার বিলাত-যাত্রার সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়-সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই অংশে যাঁহাদের কার্য্যকলাপ বা মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সে-যুগের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দু-এক জন ছাড়া ইঁহাদের কাহারও বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে এ-কথা বলা চলে না। সুতরাং এই অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে, তাহার বেশী মূল্য সেকালের সম্ভ্রান্ত লোকের জীবন-যাত্রার চিত্র হিসাবে,—কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান।

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪৩৬-৪৪ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধমানের বিখ্যাত জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে। ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য দক্ষিণানন্দন এককালে হিন্দুদ্বেষী 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক বলিয়া তাঁহার

খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কি ভাবে ঔষধ খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরে বর্দ্ধমানের মহারাণী বসন্তকুমারীর মোক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদ্বির করিতেন (পৃ. ৪৪৫, ৩৬৪-৬৬)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা লেখক ও সম্পাদক। তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথ্য ৪২৩-২৪ পৃষ্ঠায় ও "সম্পাদকীয়" অংশে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ-দেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ ৪৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বহু তথ্য ৪৪৭-৫০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। এই সকল সংবাদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদও আছে। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের চূড়া-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ৪২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। আরও দুই জনের মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (পৃ. ৪৫২), অপর জন লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ. ৪৫৬-৫৮)। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৪৫৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইহার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অংশের অধিকাংশ সংবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক। রামমোহনের বিলাত-যাত্রায় এ-দেশের কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচনা ৪৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে কতটা সফল হন, এ-সকল সংবাদ স্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। রামমোহনের মৃত্যু ও তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৪৮৯-৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বহু তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

রামমোহন-সম্পর্কিত সংবাদের পর ৫০৩-৫০৫ পৃষ্ঠায় রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজারাম যে রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায় (পৃ. ৬৭২-৭৬) এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "সম্পাদকীয়" অংশে রামমোহনের সহিত রাজারামের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা হইয়াছে। এই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় রামমোহনের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন।

এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই বিভাগটি ছয়টি অংশে বিভক্ত,—(১) ধর্ম্মকৃত্য, (২) ধর্ম্মব্যবস্থা, (৩) ধর্ম্মস্থান, (৪) ধর্ম্মসভা, (৫) ব্রহ্মসভা ও (৬) বিবিধ। প্রথম ভাগে নানা পূজাপার্ব্বণ, তুলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও সহমরণ সম্বন্ধে

সংবাদ আছে। এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই (পৃ. ৫১৩-১৮) আমরা চড়কপূজায় বাণফোঁড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চৈত্রোৎসবকে কিছু সংযত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৫৩১ পৃষ্ঠায় "দুর্গার দুর্দ্দশা" শীর্ষক একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। চুঁচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া হওয়াতে বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন হয় নাই। পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয়া মন্তব্য করিতেছেন,—

> এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা ৫৩০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্ত্তমান খণ্ডের ৫৩২-৩৪ পৃষ্ঠাতেও বর্দ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই নরবলি-সম্পর্কে বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের নাম উঠে। ৫৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় গঙ্গাযাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলা হইয়াছে।

এই অংশের ৫১৯ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একত্রভোজন ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন কেবল আমাদের কালেই আরব্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে উহার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। সংবাদটি এইরূপ,—

> ...কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন-পূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুস্তের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই...।

ধর্ম্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার পর ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে। এই অংশের ৫৭০-৭৪ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে

তীর্থস্থানের বিবরণের পর ধর্ম্মসভার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দু আচার-ব্যবহারকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার উদ্যোক্তা ও পোষক ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক ছিলেন। সতীদাহ-নিবারণের সমর্থকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে চেষ্টা হয়, তাহার সংবাদ ৫৯২ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্ম্মসভার কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন, তাহা ৫৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ৫৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মসভার অনুকরণে শাখা ধর্ম্মসভাতেও গান বাজনার আয়োজন হয়। ইহাকে লেখক "ছাতারের নৃত্য" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত সংবাদ ৫৯৪-৯৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মসভা-সম্বন্ধীয় দুইটি সংবাদ ৬০০-৬০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধর্ম্ম-বিভাগের শেষ অংশে ভূকৈলাসে এক যোগীর আগমনের সংবাদ আছে (পৃ. ৬০১)। এই ব্যাপারটি সে-যুগে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পুস্তকেও ভূকৈলাসের যোগীর কথা পাঠ করিয়াছি। ৬০২-৬০৪ পৃষ্ঠায় যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের দুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা ছিল।

এই কয় বিভাগের শেষে 'বিবিধ' শীর্ষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফস্বলে রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, পুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ-সংবাদ। এই অংশের ৬১১ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণের সংবাদ আছে।

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষের নানা স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে। বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম সমরু ও তাঁহার পোষ্যপুত্র ডাইস সোম্বার সম্বন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভানেগ শেষে বাংলা দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্যা (পৃ. ৬৫২), কলিকাতার শ্যামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ৬৫১-৫৩)।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৭ ও ১২৩৮ সালের কতকগুলি 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং ১৮৩৫ সনের কয়েক সংখ্যা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

শিক্ষা

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সংস্কৃত কলেজ

(৮ মে ১৮৩০ । ২৭ বৈশাখ ১২৩৭)

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে পূর্ব্বে চন্দ্রিকায় এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু মনোযোগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় যেহেতু ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের কোনমতেই বাঞ্ছা নাই তৎপ্রমাণ দেখুন বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে নিতান্ত বলপ্রকাশ করাতে তাঁহারা একেবারে সকলেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কেননা সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে তন্মধ্যে বৈদ্যক কেলাস এদেশের উপকারজনক ছিল যেহেতু এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুষ্প্রাপ্য এ জন্য পণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় সুচিকিৎসক না থাকিলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন নিষ্প্রয়োজনক অতএব ভরসা হইয়াছিল কালেজের দ্বারা অনেক উত্তম চিকিৎসক হইবেক কারণ বহুবিবেচকগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে অধ্যাপক তৎ কর্তৃক ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কালেজের কর্ম্মে রহিত হইয়াছেন সুতরাং সে আশা নিরাশা হইল যদি বল সেই অধ্যাপকের নিকট সেই সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিলে উত্তম চিকিৎসক হইতে পারিবেক তাহা সুদূরপরাহত কারণ ঐ অধ্যাপকের এক স্থানে বেতন স্থির ছিল জীবনোপায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অধ্যাপনা করিতেন ছাত্রেরাও দিনযাপনোপযোগি ব্যয়ে নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতেন এক্ষণে তাহার বিপরীতে কি প্রকারে সম্ভবে অতএব কালেজের দ্বারা দেশের উপকার যাহাতে হইত তাহা রহিত হইল যদ্যপি এমত কহ যে যাঁহারা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন ইহাতে কি দেশের উপকার নাই উত্তর কিছুমাত্র উপকার নাই এমত কহি না ইহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারি না কেননা যে সকল ছাত্র বিদ্বান হইয়া সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্ব্বক কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির কোন ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন আমারদিগের সে সকল গ্রন্থ পাঠ হয় নাই ইহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন কর্ম্ম তাঁহারদিগের দ্বারা হইতে পারিবেক না কেবল দায়াদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার তবে তাঁহারদের নিজের উপকার কিঞ্চিৎ স্বীকার করা যায় প্রথমতঃ যত দিবস কালেজে থাকেন যত টাকা বেতন পান এই এক উপকার। দ্বিতীয় যদ্যপি কোন স্থানে অর্থাৎ আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে

পারেন তবে উপকার হইবেক ইহাও অত্যল্প লোকের হওনের সম্ভাবনা আছে অতএব এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিতে পারি না···সং চং।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

···আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারদিগের শিষ্য যজমানেরা কহেন যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমারদিগের দ্বারা আমরা কোন কর্ম্ম করাইব না এতাবন্মাত্র শুনিয়াছি···। [সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১]

(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

সংস্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত।—আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ঐ ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর চর্চ্চা করিতে হইবেক না।

এই সুসম্বাদে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমরা ইহার প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্ত্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্ভঅবধি রহিত কালপর্য্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই বহুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইয়া পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু যাঁহারদিগের পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল তাঁহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকর্ত্তারা বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।

অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাঙ্ক্ষি মহাশয়দিগের উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রধান লোককে তৎকর্ম্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্ম্মে সুপ্রতুল হইতে পারে তৎপ্রমাণ

দেখুন যত দিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কি২ ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃ সদুরী কর্ম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজা প্রজার কি উপকার হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। পরন্তু এতন্নগরের নেটীব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের ভদ্রাভদ্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের যে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে সর্ব্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বর্ত্তমান এই এক বলবৎ প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সুফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাঁহার পরামর্শ দ্বারা ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে। যদ্যপি কেহ এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাঁহাকে এই অনুরোধও করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ব্বকৃত অখ্যাতি দূরীকৃত হইয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইতে পারে।—চন্দ্রিকা।

(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমরা কিয়দ্দিবস হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পরন্তু আহ্লাদপূর্ব্বক আপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের ঐ ছাত্রদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সন্তোষযুক্ত হইলাম কিন্তু ঐ ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্য আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মানুসারে ঐ কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অস্মদাদির এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ব্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন কেন না পরে তাহারদিগের সুভদ্র হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকেরা আকাঙ্ক্ষিত হইয়া যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু এ অতি দুঃখের বিষয় যে

ঐ সকল ছাত্রেরা তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি ঐ রীতি সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাঘাতে হানি নাই কেন না ঐ ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যা জ্ঞাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। ঐ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ ঘটনা না হইয়া ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যানুশীলনে ছাত্রদিগের পক্ষে উত্তম এবং ঐ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক।—[জ্ঞানান্বেষণ]

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।—সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপক কর্ম্মে রহিত হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে বৈদ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল ইহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাড়বার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ করেন নাই কেবল শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কর্ম্মে রহিত হইলে তৎপদে তাঁহার এক ছাত্র শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্ত নিযুক্ত হওয়াতে অন্য ছাত্রেরা সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন কিপ্রকারে রহিত হইল এবং ছাত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। উত্তর যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যেহেতুক একটী ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়া সমাধ্যায়িদিগকে কহেন ঐ ছাত্রের নিকট অধ্যয়ন করা ভাল জিজ্ঞাসা করি সে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিদ্যা তবে কাযে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে হইবেক তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যদ্যপি ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে পারিবেন যদ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ক্রটি সপ্রমাণ করিয়া কর্ম্মে রহিতকরণানন্তর তত্তুল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের ছাত্রেরা সুখ্যাতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপত্র প্রাপ্ত যোগ্য নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্তুল্য ব্যক্তি সকল কিকারণে সুখ্যাতিপত্র না পান যদ্যপি মধুসূদন গুপ্তের সহিত ইহারা বিচারে পরাজয় হন তবে একথা কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়েরা জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য ছাত্রেরা ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক

সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুসূদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।— সং চং।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।…আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়ন-করণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সাহেব তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই…। সংপ্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই ঐ ছাত্রেরা পারস্য বিদ্যা কি কারণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহা বুঝিতে পারি না। যদি বল নানা বিদ্যোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি সিরিশ্‌তাদার মীরমুন্সী পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না তজ্জন্য ক্লেশ স্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ঐ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবনা থাকে না এতদর্থই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় ঐ সকল ছাত্র-দিগের অভিলাষ পারসী ইঙ্গরেজী পড়িয়া সিরিশ্‌তাদারাদির কর্ম্ম করিবেন যদি এমত হয় তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে বিরত হইতে পারেন তাহা হইলেই সংস্কৃত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক।…৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ সাল। কস্যচিৎ কালেজ বহির্ভূত ছাত্রস্য।

আমরা এই পত্র পাইয়া চমৎকৃত হইলাম না যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরা কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ত্ম ছিল কিন্তু ডাং উইলসন সাহেব প্রভৃতি কএক জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মত হওয়াতে ঐ ছাত্রেরা কেহ২ ইঙ্গরেজী বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বা কি ক্ষতি। ইহাঁরদিগের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মাদি কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহা ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চয় হইয়াছে তৎপরে পারসী পড়াতে আর কি গর্হিত হইতে পারে। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অপাত্র ছাত্রেরা সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্য্যাদা বিবেচনা করিতে পারিলেক না তৎপ্রমাণ দেখ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবান্ এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাকেই সৎপাত্র জানিয়া দৈব পিতৃকর্ম্ম ও ফলজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহার-দিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান্ কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কৃত কালেজ স্থাপনহওয়াতে

আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরসা প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রের প্রাচুর্য্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপর্য্যন্ত প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয়েরা ঐ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে পারিবেক না তৎপরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইঙ্গরেজী পারসী অধ্যয়ন। অতএব বুঝা যায় যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট কালেজের বিষয়ে মনোযোগে বিরত হন তাহাতে সর্ব্বসাধারণের আহ্লাদই জন্মিবেক।—চন্দ্রিকা।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০)

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ।—এতদ্বিষয়ে আমরা যে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তদ্দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কালেজে ১২৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তন্মধ্যে ৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৫৫০ টাকা। এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের বেতন মাসে সর্ব্বসুদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটরী সাহেব ঐ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যার্থ নিযুক্ত আছেন তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা। এবং দুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা ৩০ টাকা করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা। মাসে সর্ব্বসুদ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার ন্যূন নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির অট্টালিকার ভাড়া ধরিতে হয় সেও মাসে ২০০ টাকার ন্যূন নহে অতএব অন্যূন দুই সহস্র টাকা ঐ বিদ্যালয়ে মাসে২ ব্যয় হইতেছে অথচ ঐ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য কহিতে পারি যে তদ্দ্বারা যদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড্যুকেসন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তথায় রাখিতেছেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ মার্চ ১৮৩৪। ১০ চৈত্র ১২৪০)

সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত।—শ্রীযুত এড়ুকেসন কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির নিকটে অতিবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০।১২ বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি।

কিন্তু তদ্রূপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসম্ভ্রান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে আমারদের বর্ত্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয় মহাশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাঁহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্যব্যতিরেকে স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা আমারদের অল্পোপকারমাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প-সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি নাই তাহাতেও অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান২ সাহেবেরদের অনুগ্রহব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতিসম্মানিত কমিটির নিকটে অতিবিনীতিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন এবং ঐ আদালতের সাহেবলোকেরদের হুকুমক্রমে আমলারদের কার্য্য নির্ব্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ আছি তাহা হইলে আমরা আইনের তাবদ্ব্যবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্যতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ পদ অর্পণার্থ মুক্ত আছে তৎপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং যেপর্য্যন্ত আমরা সদাচার ও পরিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা দর্শাইতে না পারি সেইপর্য্যন্ত আমারদিগকে কিঞ্চিৎ২ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পারস্য ভাষার লেখা পড়া আমরা জানি না বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গলা ভাষাতো আমারদের মা ভাষা এবং তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে সকল বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও চর্চ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে। একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরো বিদ্যা বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রার্থনা করি কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের ও যাঁহারদের প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি তাঁহারদের কৃপাবলোকন ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কার্য্যে অপটুতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু সন্দেহ জন্মে তাহা আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহে পটুতা হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগৌরবান্বিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্ত্তারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমরা আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে এমত দুর্দ্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে জানি না এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতদ্রূপ দুর্দশা ঘটিবে।

(স্বাক্ষরীকৃত) শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীতারানাথ শর্ম্মণঃ। শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ। শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। শ্রীআনন্দগোপাল শর্ম্মণঃ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ। শ্রীচতুর্ভুজ শর্ম্মণঃ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

সংস্কৃত কালেজ।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্ত্তন কর্ত্তন হইবে।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্বারা আমারদিগের নিগূঢ় বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা হইলে যাঁহারা আনন্দিত হয়েন তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।— [জ্ঞানান্বেষণ।]

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনারেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্ট্রকসন-হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদ্যপি আমরা প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহ্লাদিত হয়েন তাঁহারদিগের এবং ঐ সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি অন্যায় হয়। শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশ্বরের কার্য্য কি এই উভয় বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাঁহার রেবেরেণ্ড ইয়েট সাহেব পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই দুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত টাকা দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমরা পরমাহ্লাদিত পূর্ব্বক বলিতেছি যে এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল শর্ম্মা ও দিগম্বর শর্ম্মা এই উভয়ে তৎকার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক মান্যতা করি কেন না যে বিষয় পূর্ব্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের পূর্ব্ব২ পুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্বিষয়ে ঐ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক মধ্যে জানাইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিলেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০০ শত টাকা জেনরেল

কমিটি ও পবিলিক ইনষ্ট্রাকসন দিয়াছেন ইহা আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্তু ঐ ১০০ টাকা শ্রীযুক্ত মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত উত্তম বিষয়ে যে ব্যক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের দুরবস্থা।—দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।··· সংপ্রতি সংবাদ সৌদামিনী নামক অভিনব পত্রদৃষ্টে দৃষ্ট হইল যে ঐ সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কার্য্যান্তরানুরোধে ঐ পদ পরিত্যাগ করাতে অনেকে তৎকর্ম্মাভিলাষী আছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পক্ষপাতহীন বিবেচক কাপ্তান মার্শেল সাহেব এবং কলিকাতা নগরের প্রধান বংশ্য ও ইংরাজী পাবসী সংস্কৃত বাঙ্গলাতে বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র এবং সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং অন্য২ উপযুক্ত প্রধান লোক তৎকর্ম্মে চেষ্টা করিতেছেন তথাপি সংস্কৃত কালেজের কমিটির সাহেবেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরদিগের প্রতি অনবধান করিয়া ঐ কালেজের জনেক সামান্য বৈদ্যছাত্রকে ঐ ভারি কর্ম্মে পদস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতুক যে কর্ম্মে শ্রীযুক্ত কাপ্তান প্রাইশ সাহেব পরে শ্রীযুক্ত টাট সাহেব পরে শ্রীযুক্ত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব পরে শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন তৎ পরে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর নিযুক্ত হইয়া ঐ কালেজের নানা ঔন্নত্য ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন সে কর্ম্মে তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া ইতর লোক নিযুক্ত কবিয়া কালেজের পূর্ব্বৌন্নত্য ও সম্মান হানি করাতে কমিটি সাহেবেরদের কি লাভ হে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইহার অভিপ্রায় জানিতে প্রার্থনা করি···। কস্যচিৎ

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ।—পশ্চাল্লিখিত ইনতেহামে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজ যে ছাত্রেরদিগকে যে২ পারিতোষিক প্রদত্ত হইল তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।

শ্রীযুত মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য	২০০ টাকা
ঐ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮০
ঐ মদনমোহন ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য	১০০
ঐ রাজকৃষ্ণ গুপ্ত	১০০
ঐ বিশ্বনাথ গুপ্ত	১০০
ঐ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য	৯০
ঐ সীতানাথ ভট্টাচার্য্য	৮০
ঐ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য	৬০
ঐ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫০

শ্রীযুত	রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ	দেবদত্ত ভট্টাচার্য্য	৫০
ঐ	চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	৪০
ঐ	কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৩০
ঐ	রামহরি ভট্টাচার্য্য	১০
ঐ	দীননাথ ভট্টাচার্য্য	১০
ঐ	তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	১০

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯ । ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

মেষ্টর মোয়ের সাহেব যিনি অনেক বার দানশীলতা প্রযুক্ত সুখ্যাত আছেন তিনি সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিতা দ্বারা ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়া ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোষিক অঙ্গীকার করাতে আমরা সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি যে তাহারা এতদ্বিষয়ে সক্ষম হইবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৩ আগষ্ট ১৮৩৯ । ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টেণ্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহ্লাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্দেশীয় যে২ ব্যক্তি যখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন।—জ্ঞাং নাং।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ…।—জ্ঞানান্বেষণ।

হিন্দুকলেজ

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল। ১৮৩০ সাল। সেপ্তেম্বর ৩ [১৮৩০]। হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে কালেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত কি রাজসংক্রান্ত কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা কহিয়া তাহারদের গমন রহিত করেন।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

হিন্দু কালেজ।—হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ গত শনিবারে টৌন হালে হয় তাহার বিবরণ আমরা ইণ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা বিশেষতঃ শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত প্লৌডন সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্যান্য এতদ্দেশীয় যে২ লোক বালকেরদের বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন। অপর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহ্বান করিলে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কৃতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে কতক যুব ছাত্রেরা নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। সেই সকল প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই।

আলেকসান্দর ও দস্যু।

আলেকসান্দর	...	কমলকৃষ্ণ দেব
দস্যু	...	মাধবচন্দ্র সেন
কৃপণ ও পলুতস	...	পীতাম্বর মিত্র

লাকিলস উআর্নিং

লাখিল	...	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
ভাইন	...	হরনাথ মুখোপাধ্যায়

মর্চাণ্ট আফ বেনিস।

প্রথম আক্‌ট প্রথম সিন।

সৈলক	...	কৈলাসচন্দ্র দত্ত
টুবাল	...	রামগোপাল ঘোষ
সলানিয়ো	...	তারকনাথ ঘোষ
সলারিণো	...	ভুবনমোহন মিত্র
পিটরো	...	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
তীর্থযাত্রী ও মটর	...	হরিহর মুখোপাধ্যায়

ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর পিণ্ডরের কাব্য আবর্ত্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়া যে হিন্দু যুব লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে শ্রীরামতনু লাহুড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ পাঠ করিলেন ঐ মহাশয়েরা যে ইঙ্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

...কোম্পানিবাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল নানা বিদ্যাদ্বারা রাজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম করত সুখে কালযাপন করিতে পারিবেক ভরসা ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জ্জন করা দূরে গিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দূরে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহারাদি দেওয়া থাকুক মান্যও করে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ করেন না বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহার পর আর বা কি হয় কেননা এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অত্যল্প কাল আছে ইহার পর ইহাঁরা আর পাইবেন না আমরা এখনি প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধরম্ রাখ্২ ডাক ছাড়িতেছি পরে কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না করিলে আর নিস্তার নাই—

আমরা শুনিলাম হিন্দুকালেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তজ্জন্য কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তত্‌প্রকাশককে যে চিটী লিখিয়াছেন তদ্দারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ক্রোধিত হইয়া থাকিবেন যেহেতু সেক্রেটরী তাঁহারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত আমরা ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তাঁহারা সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ

রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতিদ্বারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি হয় অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কালেজের উত্তর২ উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ করিয়াছেন উত্তর। সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে যদি প্রভাকর প্রকাশক অপারক হইতেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাঁহারা কি অন্বেষণ করিবেন আমরা শুনিয়াছি ৪৫০। কিম্বা ৪৬০ জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুই শত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পরিত্যাগি দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবপ্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন অতএব তাঁহারা অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন যদি ক্রোধ করা উচিত হয় তবে উক্ত প্রধান লোকেরদিগের প্রতি কবিলে ভাল হয় কি না সংবাদ-প্রকাশকেরা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাহাতে দেশের ভাল হয় তাহাই লেখেন মিথ্যা কলঙ্ক করিলে তাঁহারদিগের লভ্য নাই—[সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১]

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

...হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব নামক একজন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্মহইতে রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটূ বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি পো ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমত কুকর্ম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর—

অপর কালেজের ছাত্রের দিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল এই কথার অনেক বিবেচনা হইয়াছিল ঐ ডাইরেক্টর মহাশয় দিগের মধ্যে ডাক্টর উইলসন সাহেব এমত কহিয়াছেন যে বালকেরা যেসকল পুস্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মান্য করিবেনা ইহাতে যাঁহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় পাঠাইবেননা—

আমরা এক্ষণে ডাকৃটর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অতি দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি তাঁহার দয়া আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে যাঁহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন কালেজের ছাত্রদিগকে কিম্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগ্যে আমরা আর কিছু কহিতে পারিবনা যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক। [সমাচার চন্দ্রিকা, ২৮ এপ্রিল ১৮৩১]

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাঙ্ক্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ লোকের-দিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কালেজে রাজস্বের তাবদ্ব্যাপার ও ব্যবস্থা বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের ঔৎকর্ষকরণ মহাকার্য্য দেশাধিপেরা যদ্রূপ সুগম করিতেছেন তদনুরূপ তাঁহারদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম।—রিফার্ম্মর।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

হিন্দু কালেজ।—ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এইক্ষণে কেপে বর্ত্তমান শ্রীযুত ডাক্তর আদম্‌সন সাহেবকে হিন্দু কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদম্‌সন সাহেব বিদ্যালয়ের যে কোন কর্ম্ম হউক তন্নির্ব্বাহ করিতে অতিযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্ব্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক নহেন আমারদের পরমাহ্লাদ যে তিনি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

হিন্দুকালেজ।—গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় হিন্দুকালেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক ঐ লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দুকালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেজ শ্রীভ্রষ্ট হইবেক। এ কথা সত্য বটে গবর্ণমেণ্টের উচিত সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা উপার্জনের প্রতি মনোযোগ করেন এ বিধায় করিতেছেন কিন্তু হিন্দুকালেজের প্রতি সংপ্রতি যে বিশেষ কৃপা

প্রকাশ পাইতেছে না তাহার কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন হিন্দুকালেজের কএক জন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে কেহ২ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে কেহ২ কখন হিন্দু কখন মুসলমান কখন বা খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বন করে ইহাতেই হিন্দু ভদ্র লোকমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন হিন্দুকালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার হইবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন না বরঞ্চ ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা বুঝিয়া অনুপকারক জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্রসকল শিষ্ট শান্তরূপে ভদ্র-সন্তানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত বা আপত্তি না করেন তবে ভদ্রলোক সকলেই গবর্ণমেণ্টনিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন যদিও গবর্ণমেণ্ট নিজহইতে টাকা আর না দেন অর্থাৎ যে তিন হাজার টাকার অকুলান হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন তথাচ এতদ্দেশীয় প্রধান লোকের দ্বারা ঐ টাকা চাঁদা করিয়াও আদায় করাইতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাহা হইতে পারিবেক না কেননা কতকগুলিন পাষণ্ড ছাত্রদ্বারা যে কলঙ্ক কালেজের হইয়াছে ইহা মোচন না হইলে কেহই কালেজের নামও কর্ণে শুনিবেন না। যদি বল যদি এমতি অখ্যাতি হইয়াছে তবে কি কারণ ভদ্র লোকের সন্তানেরা অদ্যাপি কালেজে পাঠার্থ গমন করিতেছে। উত্তর অনেকেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছে যাহারা আছে তাহারদিগের পিতা মাতা অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছেন কোনপ্রকারে কিছুই করিতে পারে না কেহ২ আপন সন্তানদিগকে ঘরে সংস্কৃতাভ্যাস করাইতেছেন ইত্যাদি প্রকারে স্ব২ সাবধান থাকেন যদি ইঙ্গরেজী পড়াইবার আর এক উত্তম স্থান থাকিত তবে হিন্দু কালেজে সন্তান পাঠাইতে প্রায় অনেকে সম্মত হইতেন না। পরন্তু যে সকল মহাশয়েরা কালেজ স্থাপনার্থ অর্থ সামর্থ্যাদিদ্বারা বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগের চেষ্টা হিন্দুকালেজ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করেন কেননা বাঙ্গালির ইঙ্গরেজী শিক্ষিবার এমত উত্তম স্থান আর নাই অতএব আপন২ সন্তান উঠাইয়া লইলেই কালেজ ছিন্নভিন্ন হয় এ নিমিত্ত রাখিয়াছেন ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।)

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজ।—ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের তত্ত্বাবধারকতাকর্ম্মে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

হিন্দুকালেজের সভা।—শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম মঙ্গল করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাযায় তদ্বিষয়ক

বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্ত্তমান ও পূর্ব্বকালীন ছাত্রেরদের পটোলডাঙ্গায় একত্র সমাগম হয়। তাঁহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাযায় এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তাঁহারদের স্থানে চাঁদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া ঐ গাড়ু নির্ম্মাণ করাযায় ঐ বৈঠকে যে ছাত্রেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল ঐ চাঁদার যে টাকা সহী হইবে তাহা বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে। তদনন্তর নিম্নে লিখিত মহাশয়েরা তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত লক্ষ্মণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর। শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মল্লিক। শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত উমাচরণ বসুজ। শ্রীযুত নীলমণি মতিলাল।

শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ সভার সেক্রেটরী হইলেন ঐ সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক সভাপতি ছিলেন।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব। হিন্দুকালেজের বৈঠক।—গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা ও হিন্দুকালেজের অন্যান্য ছাত্রেরা পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্ব্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনন্তর শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ শ্রীযুত রাস শ্রীযুত স্তং শ্রীযুত হের ও অন্যান্য সাহেবেরদের সমভি'্যাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদনপত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারসূচক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে ঐ সকল ছাত্রেরা তাঁহার নিকটে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিককে প্রধান স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন। কালেজের ছাত্রেরদের আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা ও সুবিবেচনা ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেকৃচর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুরদের

মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুরদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে প্রযোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রৌপ্যময় গাড়ু প্রদানের চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন।

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

হিন্দুকালেজ।—···কালেজের ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ক পারিপাট্য করাতে পরম তুষ্টি হয় যেহেতুক আমার বুদ্ধ্যনুসারে মাথিমাটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা ও ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যাতে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা তাহারদের অধিক নৈপুণ্য এবং ঐ ছাত্রেরদের অধিক জ্ঞান প্রাপণের সম্ভাবনা বটে যেহেতুক লা ও পেলিটিকাল ইকানোমিনামক বিদ্যা-শিক্ষকের পদে সুপ্রিম কোর্টের এক কৌন্সেলী সাহেব শ্রীযুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ছাত্রেরদের শিক্ষার্থ উক্ত সাহেবের উদ্যোগদ্বারা বোধ হয় যে তাঁহারা অল্পকালের মধ্যে লা অথবা ন্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্যায় পারগ হইবেন। অপর ক্ষেত্রমাপবিষয়ক কর্ম্মোপযোগি জ্ঞান ছাত্রেরদিগকে দেওনার্থ শ্রীযুত রো সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব কালেজের ছাত্রগণ যদি সুস্থিররূপে বিদ্যাভ্যাস করে তবে সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভবে যে সকলের নিকট বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরদের নিকটে তাঁহারা মান প্রাপ্ত হইবেন।··· কস্যচিৎ হিন্দোঃ। কলিকাতা ১৮৩৩। ৯ অক্তোবর।

(১২ মার্চ ১৮৩৪। ৩০ ফাল্গুন ১২৪০)

পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।···কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।···

উত্তম অনেক পুরস্কার দেওয়া গেল। পুরস্কার বিতরণ হইলে কৈলাশ দত্তনামক যুব এক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে এক প্রস্তাব আবৃত্তি করিলেন তাহাতে লেখকের অত্যন্ত সম্মান হইল। অত্যুত্তম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলেন।

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

*　　*　　*　　*

লার্ড রাণ্ডল্ফ ও গ্লিনালবন।

লার্ড রাণ্ডল্ফ।	···	···	কৈলাসনাথ বসু
নর্বল।	···	···	তারকনাথ ঠাকুর
গ্লিনালবন।	···	···	রাজনারায়ণ দত্ত।

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি।	...	...	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
।	...	...	✓ মধুসূদন দত্ত।

✓ (১৯ মার্চ ১৮৩৪। ৭ চৈত্র ১২৪০)

সংপ্রতি টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল...এইক্ষণেও তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ লিখন অনুপযুক্ত হয় না।

অপর এতদ্দেশীয় তিন বা চারিশত যুবজন ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাতে যেপর্য্যন্ত নৈপুণ্য হইয়াছেন তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারদের সম্মুখে এবং কলিকাতাস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরদের সমক্ষে দর্শিতার্থ যে একত্র হন এ অতি সুচারুদর্শনীয় বটে। তদ্দর্শনেতে মনের অত্যন্তোল্লাস হয় এবং সুতরাং এতদ্রূপ বিবেচনা হয় যে এই বিদ্যাধ্যায়ি প্রতিযোগি ছাত্রেরা উত্তরকালে সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনারদের প্রাপ্ত বিদ্যার দ্বারা স্বদেশীয় লোকেরদের নানা মহোপকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। এবং যে ছাত্রেরা এতদ্রূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চক্ষুঃসন্নিকর্ষে ও তাঁহারদের বিশেষ প্রতিপোষকতার দ্বারা প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছেন ইহাতে সুতরাং বিবেচনা হয় যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউসম্পর্কীয় কর্ম্ম মুক্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃতাধিকারী তাঁহারাই। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে নিয়মানুসারে কার্য্য চালাইতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ হিতাভিলাষ একেবারে শূন্য হয়। যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে অতিনৈপুণ্য এবং ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানা বিদ্যাতে অত্যন্ত পারগ হওয়াও সরকারীকার্য্যে নিযুক্তহওনের যোগ্যতার কারণ নহে। এবং এই যুবগণ যদ্যপি ইউরোপীয় বিদ্যাভ্যাসজাত মানসিক ভাব ও ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা একপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি বৎসরপর্য্যন্ত পারস্য ভাষাভ্যাসে মনোযোগ না করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অতিনীচ কর্ম্মও পাইতে পারিবেন না। ইউরোপীয় অতি গাঢ় বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে যে ছাত্রগণ এইক্ষণে রত আছেন তাঁহারদের অপেক্ষা যে অতিমূর্খ ব্যক্তি গোলেস্তাঁর দুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন বরং তাঁহাকেই এই মহারাজ্যের রাজশাসনকার্য্য চালায়নের উপযুক্ত বোধ করা যাইবে এবং যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কার্য্য নির্ব্বাহক্ষমহওনের প্রত্যাশায় কালেজের অত্যুৎসাহজনক বিদ্যাতে মনোভিনিবেশ করিতেছেন তাঁহার এক জন বিজ্ঞ মোল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ মোল্লা সাহেব স্বীয় গুণাকর দাড়ি ঘুরাইয়া কহেন যে তুমি লাকো [Locke] ও বেকেনের গ্রন্থে মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতেছ তাহাঅপেক্ষা বরং আলেপ বে পড়িলে ভাল হয় এবং এমনও হইতে পারে যে ঐ নিঃস্ব ছাত্র পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সময় উক্ত বিদ্যাভ্যাসে ক্ষেপণ করিলে পরে দেখিবেন যে মোল্লা সাহেবের কথাই প্রমাণ হইল এবং তাঁহার নিতান্তই উপজীবিকার উপায়হীন হইতে হইল!

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে উত্তম২ বিদ্যাধ্যয়নার্থ বালকেরদিগকে এমত মহাপ্রবোধ দেন এবং পরে তাঁহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে আশা কখনই সফলা করিবেন না সেই আশা ভরসা দিয়া তুলিয়া আছাড় মারাতে কি তাঁহারদের গৌরবের হানি নাই। এমত কর্ম্মকরণাপেক্ষা বরং যেপর্য্যন্ত পারস্য ভাষার প্রাদুর্ভাব থাকা কি যাওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট কিছু স্থির না করেন সেপর্য্যন্ত কালেজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলেই সোজাসুজি হয় বরং ছাত্রেরদিগকে ইহা কহা উচিত যে আমরা যে সকল বিদ্যা অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি সেই বিদ্যার প্রচুর পারিতোষিক ফল প্রদান করা যেপর্য্যন্ত স্থির না হইবে সেইপর্য্যন্ত তদ্বিদ্যাভ্যাসার্থ তোমারদিগকে প্ররোচনা করা যথার্থ বোধ হয় না। কেহ এমত না বুঝেন যে কেবল লাভের নিমিত্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় এমত আমারদের অভিপ্রায় তথাপি আমরা সুজ্ঞাত আছি যে অধিকাংশ ছাত্রেরা ধনহীন এবং পরিজনের ভরণ পোষণাদির নির্ভর কেবল তাঁহারদের উপরেই আছে অতএব ঐ বালকেরদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রাদি বান্ধবেরা কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ অর্পণ করিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কর্ত্তব্যই কি। কি পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনের দ্বারা বর্ত্তমান তাবৎ রীতি উত্থাপন করা এবং সরকারী তাবৎ কার্য্য একেবারে গোলমালের মধ্যে নিক্ষেপ করাই কি উচিত এমত কদাচ আমারদের অভিপ্রায় নহে আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করি যে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তারা সর্ব্বত্র এমত ঘোষণা করেন যে এতদ্দেশীয় প্রচুর ব্যক্তি যখন ইঙ্গরেজী ভাষায় সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ ক্ষম হইবেন তখন পারস্য ভাষা রহিত করিতে আমরা স্থির করিয়াছি এতদ্রূপ বিজ্ঞাপন করাতে গবর্ণমেণ্ট এমত কোন প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ থাকিবেন না যে উত্তরকালে ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কোন অনিষ্ট ঘটে যেহেতুক পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনই থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় আশু ব্যক্ত হইলে এই উপকার দর্শিবে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতিসাহসপূর্ব্বকই স্ব২ বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী পাঠশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আরো কহিতে পারি যে গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি সরকারী দপ্তরে ইঙ্গরেজী ভাষার দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে মানস না থাকে তবে যথাসাধ্য এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যে প্রবোধ দিতেছেন সে অনুচিত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি উক্তমত প্রতিজ্ঞা করেন এবং উত্তরকালে যে নানা জিলা কলিকাতারাজধানীর অধীনে থাকিবে যদি কেবল সেই২ জিলার মধ্যে এমত ঘোষণা করেন তবে দেশের মধ্যে শত২ ইঙ্গরেজী বিদ্যামন্দির তৎক্ষণাৎ দেদীপ্যমান হইবে।

আমারদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে সে এই যেপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এমত বিজ্ঞাপন না করিবেন সেপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ যত উদ্যোগ করুন না কেন সকলই বিফল হইবে। পার্লিমেণ্ট যে টাকা বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন তদধিক পাঁচ গুণ ব্যয় করিলেও মিথ্যা হইবে। কলিকাতার বাহিরে যে২ স্থানে ইঙ্গরেজী শিক্ষয়ণার্থ গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়াছেন সে সকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে।

আগ্রাতে ইঙ্গরেজী ভাষাশিক্ষার্থ যত ছাত্র নিযুক্ত তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছাত্রেরা পারস্যাভ্যাস করিতেছে। আলাহাবাদের বিদ্যালয় দিন২ অতিক্ষীণ হইতেছে যেহেতুক সেইস্থানে এমত কথিত হইতেছে যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে কিছু মাত্র লাভ নাই সম্ভ্রম ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য। বরিশাল ও ঢাকা ও রঙ্গপুরপ্রভৃতি যে২ স্থানে চাঁদার দ্বারা ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে সর্ব্বত্রই উক্তরূপ অনর্থক হইতেছে।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

হিন্দু কালেজ।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট [? Tytler] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটসম্পাদক শ্রীযুত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকৃশালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিয়ম [Curnin] সাহেবের মধ্যে বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই দুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে তাঁহারদের কিপর্য্যন্ত অনুরাগ।…২০ জুন ১৮৩৫। এস।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন্ সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [Aid-de-camp] হইয়াছেন ঐ সম্বাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কর্ম্ম হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন।—অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব হিন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

বর্দ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবর্নর্ ছিলেন আমরা শুনিতেছি শ্রীযুত যুব মহারাজও তাঁহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ অক্টোবর ১৮৩৫। ২৫ আশ্বিন ১২৪২)

হিন্দুকালেজ।—ব্যবস্থাপক কমিস্যন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্ব্যবসায়বিষয়ে শিক্ষা দিবেন তাহাতে আমরা পরমসন্তোষপূর্ব্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগ্য বোধ করিলাম। উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্ব্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দ্বারা বিশেষ ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে আমরা উচ্চতর বিশ্বাস্য পদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরাতে আমরা ইঙ্গলণ্ডদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ সুধারা স্থানবিষয়ে অত্যাবশ্যক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ব্বপ্রকারেই আপনারা প্রস্তুত থাকি কি জানি পাছে তদ্রূপ সুধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণে অযোগ্যহওয়াপ্রযুক্ত ঐ সুধারা স্থগিত করা উচিত।—রিফার্ম্মর।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

অদ্য [২৯ মার্চ, বুধবার] দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাতাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে এই পরীক্ষা দর্শন এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার মিত্রেরদের সুখজনক বটে অতএব তাঁহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমরা প্রতিবৎসর দেখিয়াছি বালকেরা যে ভঙ্গিপূর্ব্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহ্লাদিত হন এবং আমরা শুনিতেছি এবৎসর বালকেরা কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে ঐ বিষয় যেরূপ অভ্যাস করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে যাঁহারা এবৎসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন আমরা ঐ সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ তাঁহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথমত রাজা ও জাঁতাকরের বক্তৃতা।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাজা নরোত্তম দাস জাঁতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরূপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাস্পোটের বক্তৃতা।

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখয্যা টবিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব যে মনুষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা কহিবেন।

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা।

শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন।

ষষ্ঠ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা।

ডিউক।	রাজেন্দ্রনাথ সেন।
সায়লাক।	উমাচরণ মিত্র।
এণ্টোনীয়।	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।
পর্সীয়া।	অভয়াচরণ বসু।
গ্রেসীএন।	রাজনারায়ণ দত্ত।
বেশেনীয়	রাজেন্দ্র বসু।
নেরিসা	রাজেন্দ্র মিত্র।
সেলিরিণ	গোপাল মুখুয্যে।

সপ্তম নেলিগ্রে।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন।

অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু।

পেটণ্ট।	কালীকৃষ্ণ ঘোষ।
ডাউলাস।	গিরীশ ঘোষ।

নবম ইতিহাস।

ভুবনমোহন ঠাকুর তাহা করিবেন।

আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে যে কাল্লেজের পুরোবর্ত্তি পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ করিবে এ বিষয় লেখা অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্ত্তমান ছাত্র এবং পূর্ব্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা চাঁদার দ্বারা এই বাজীদাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চাঁদাতে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীসের লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

(কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে) হিন্দুকালেজ।—উক্ত বিদ্যাগারের বার্ষিকী পরীক্ষা এবং পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় টৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইঙ্গরেজ ও ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত আনরবল সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গল্‌ সাহেব ও শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সি সদরলণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত ডি হ্যার সাহেব

ও শ্রীযুত মেজর বরলণ্টন সাহেব ও কাপ্তানদ্বয় মার্সল সাহেব ও বিণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আদৌ সেক্রটরী সদরলণ্ড সাহেব কর্তৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান করিলেন

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধগ্রন্থধৃত প্রকরণ সুচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন। তদ্‌যথারূপক।

গুলাব পুষ্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর।

খদ্যোত কীট। শ্রীমোহন মুখয্যে।

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক।

বংশী। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

সর্‌বালাম। শ্রীশ্রীনারায়ণ বসু।

হেন্‌রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাঁহার সেনাপ্রতি। শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু।

কাটোর আত্মকথন। শ্রীহরিনারায়ণ পাল।

সর্‌ সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে।

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে। শ্রীঅভয়াচরণ বসু।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর্‌ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্গলস্‌ সাহেব ও শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব যে সকল কূটপ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাঁহারা প্রদান করেন।

পরিশেষে সর্‌ এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্তপূর্ব্বক কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূন হইবেক তথাপি জেনরেল কমিটি আফ্‌ পবলিক ইনষ্ট্রকসন হইতে তন্মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠার্থিগণ বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন।

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়।

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্নিহিত স্থানে অপূর্ব্ব অগ্নিক্রীড়া বর্ত্তমান এবং পূর্ব্বশিক্ষিত বালকগণকর্তৃক কেবল চাঁদার দ্বারা ব্যয় সঙ্কলনে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ও উত্তমরূপে পর্য্যবসান হইল।

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্য্যা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে বাঙ্গালা পাঠশালা হইবে এতচ্ছ্রবণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত সুখী হইবেন। এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়া নূতন নিয়মানুসারে চলিবে এবং মধুসূদন রায় নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালি যিনি বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে নিপুণতম তদধ্যক্ষতায় পঞ্চশত বালক পাঠ করণে সমর্থ হয়েন এমত এক বাটী উক্ত স্থানে নির্ম্মিত হইবে এই বাটী প্রস্তুত করণার্থ যে প্রায় ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে তাহা কালেজের মুদ্রা হইতে হইবে অবশিষ্ট ৩ হাজার মুদ্রা বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চাঁদা দ্বারা উত্থিত হইয়া নির্ব্বাহ হইবে ইহার প্রথমত শ্রীযুক্ত মেষ্টর হেয়ার সাহেবের দ্বারা ১৪ জুন অপরাহ্নে ৫॥ সাড়ে পাঁচ ঘটিকা সময়ে শিলান্যাস হইবে। অতঃপর বাঙ্গালা পাঠশালা হওনারম্ভে আমরা সুখি হইলাম বিশেষতঃ কালেজের অধ্যক্ষ দ্বারা নির্ব্বাহ হইবাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।...জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬, শনিবার)

এতদ্দেশীয় পাঠশালা।—গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে শিলান্যাস হইল। ঐ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির অন্যান্য অন্তঃপাতি মহাশয়েরা এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণাগ্রগণ্য মহানুভবেরা সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রায়ন সাহেব সমাগত মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার জনকের ন্যায় শিষ্টাচারকরতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের পরম সন্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রায়ন সাহেবের বক্তৃতানুরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। ঐ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং ঐ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্যাসের তাবদ্বিবরণ আমরা ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ঐ পাঠশালা নির্ম্মাণের তাবদ্ব্যয়ই দেশীয় মহাশয়রা প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে আপনারদের ভাষানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে

যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সন্তোষের বিষয়। যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে দেশীয় লোকেরা নিতান্ত সাহায্য করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল।

এই পাঠশালা নির্ম্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাঁহারা প্রস্তুত করেন তাহা হইলে পাঠশালা নির্ম্মাণের পর উত্তমরূপে কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

পাঠশালার শিলান্যাসের ব্যাপার।—কল্য সায়াহ্ন ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ওসাক্‌নেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্য অনেক মহাশয় ব্যক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন ইত্যাদি তাবদ্বিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভয় কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব সমাগত ব্যক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার সৌষ্ঠবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুবর্গকে ধন্যবাদ করিলেন এবং কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্যকতা হইয়াছে। পরে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় এবং তদ্দ্বারা যে জ্ঞান ইঙ্গলণ্ডীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহা দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যাপনের পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কীর্ত্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারূপে বর্ণনা করিলেন।

তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন।

কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আনুকূল্যে বিশেষতঃ

অধ্যক্ষ

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর

কর্ম্মনির্ব্বাহক

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসু

ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব

সেক্রেটরী

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এবং ঐ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত

হওনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালার

শিলান্যাস

অদ্য শুক্রবার বাঙ্গলা ১২৪৬ সাল ১ আষাঢ়

ইঙ্গরাজী ১৮৩৯ সাল ১৪ জুনে

কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন হইল

তিনি বঙ্গ দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত নিবাসী

বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ

তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্ভ্রম পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে অনুরক্ত। এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপ্যমানা করণার্থ অতি মহাযত্ন করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্তিও অনেক ব্যয় করিয়াছেন

শিবচন্দ্র বিশ্বাসকর্ত্তৃক খোদিত।

[ইংলিশ্‌ম্যান্‌, ১৭ জুন]

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নির্ম্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অনুমান করি যে ২।৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে। পাঠশালার উপস্থিত যে২ বিষয় তন্নিমিত্ত অনেক পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষার রীত্যনুসারে এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক বলি যে এই পাঠশালায় প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখা গণিত ইত্যাদি পুস্তক ঐ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদানার্থ প্রস্তুত হইতেছে। এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে।

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিম্বা সর্ব্বসাধারণের মহোপকার করণার্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে। [জ্ঞানান্বেষণ ?]

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

কলিকাতার নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার নূতন পাঠশালা স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল। তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে তাঁহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানন্তর বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যে তিন জন ছিলেন তাঁহারদের যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিবেচনা হইল। তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই। ঐ কর্ম্মের বেতন ১০ টাকার অধিক হইবে না। পরে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিশীঘ্র কমিটির উদ্যোগে নূতন পাঠশালা ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ প্রকাশ হইবেক। [ক্যালকাটা কুরিয়ার]

(৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কার্ত্তিক ১২৪৬)

নূতন পাঠশালার অনুষ্ঠান।—আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ হইবে ও যেং নিয়মেতে চলিবে তাহার একং পাণ্ডুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে। সেই পাণ্ডুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে বিশেষতঃ ঐ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহার প্রথম সম্প্রদায় অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা শিক্ষা পাইবে। বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে যথা ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা এবং শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র লিখনীয় রীতি। তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন যথা শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং অতি পূর্ব্বকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মোসলমানেরদের ব্যবস্থা।

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ্য হইবে না এবং দশ বর্ষ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত সুশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা করিতে পারেন তবে গ্রাহ্য হইবে।

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয়।

প্রথম	বর্গ	বার্ষিক	২	টাকা	ছয়মাসে	১	টাকা
দ্বিতীয়	বর্গ	ঐ	৪		ঐ	২	
তৃতীয়	বর্গ	ঐ	৮		ঐ	৪	

ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে।

যে পিত্রাদি বান্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাঁহারা হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাঁহারদের নাম লিখিয়া তাঁহারদের মধ্যে প্রধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী। [ক্যালকাটা কুরিয়ার, ৩১ অক্টোবর]

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে হিন্দু কালেজান্তর্গত নূতন পাঠশালায় পাঠাকাঙ্ক্ষিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যদি প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় তবে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো কএকটা গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপার্জ্জনে অত্যন্ত উৎসুক তাহা জানা যাইতেছে যদ্যপি ভারতবর্ষস্থ মনুষ্যেরা এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপার্জ্জনে উৎসুক না হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারম্ভ কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় মহৎ২ মনুষ্যের সমাগম হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত আছি শ্রীযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্নিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিড হেয়ার শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কালেজ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য জনগণ সমক্ষে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার তাৎপর্য্য সহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও ব্যাখ্যা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ দুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা হইলেই রায়েন সাহেব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহায্য করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা তাহা নহে এডুকেশন কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাঁহারা সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাৎপর্য্য এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা সুশিক্ষিত করাইলে তাহারা এই রীত্যনুসারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষমুভবহেতু এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত না উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উক্ত কমিটির প্রার্থিত সিদ্ধি এবং তাঁহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আর এই বিদ্যালয় এই সহরে প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পূর্ণ এইক্ষণে হইল না অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চাসরের কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা এইক্ষণে আছে। চাসার বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাচুর্য্য করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ প্রাচুর্য্য হইবে। পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন যে

এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এবং মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা ঐ স্থানের ছাত্রগণ উদ্র ভারাদ্বার চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

ডিরোজিও

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ দিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতি লিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব নামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্ম হইতে রহিত করিয়াছেন···। [সমাচার চন্দ্রিকা, ২৮ এপ্রিল ১৮৩১]

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ড্রোজুনামক এক জন এতদ্দেশজাত ফিরিঙ্গি হিন্দুকালেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি বালকদিগকে অসদুপদেশদ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম পথে গমন রোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথা রাষ্ট্র হওয়াতে কালেজাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তৎকর্ম্মচ্যুত করেন এমত শুনা গিয়াছে। তিনি এইক্ষণে ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন।···

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

ড্রোজু সাহেবের মরণ।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ইহাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক। তাঁহার অত্যল্প বয়স অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে ইহার মধ্যে তিনি অনেক কীর্ত্তি করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কিঞ্চিৎ লিখি।

ড্রোজু সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যদ্যপিও ইঙ্গরেজী তাঁহার জাতিবিদ্যা নহে এবং তিনি এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাঁহার লেখাপড়া শ্রবণাবলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজঙ্গিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাঁহার বিদ্যার নিপুণতা জানিয়া হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্তু বালকতা-

David Hare

ডিরোজিও

রাধাকান্ত দেব

আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)

হেতুকই হউক অথবা অসদুপদেশদ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নাস্তিকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশহওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহির্ভূত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্টইণ্ডিয়াননামক এক সমাচারের কাগজ করিয়া নিত্য প্রকাশ করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের ধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন তথাপি তাঁহার নিমিত্ত খেদ হয় যেহেতুক ড্রোজু পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং এমত হইয়াছিলেন ঈশ্বর এক জন আছেন ইহা প্রায় স্বীকার করিয়াছিলেন…।

ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহারা বড় বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক। ইহার মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যেই শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে…। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিদ্যানরূপে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের পাঠশালায় সুশিক্ষিত হইয়া হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি হইয়াছিল।

✓অপর ড্রোজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে (পারথিনননামক) এক সপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন তদনন্তর (হেসপিরস) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইষ্টিণ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।… সং রং [সম্বাদ রত্নাকর]

✓(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন।—গত ৫ জানুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মৃত ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেন্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন যে সরকারী চাঁদার দ্বারা যে মৃত ড্রজু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাঁহার চিরস্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নির্ম্মাণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌষ্টিকতা করিলেন এবং আর২ সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি

চাঁদার টাকা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা ড্রজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব করা যায়। তদনন্তর চাঁদার বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ টাকার স্বাক্ষর হইল।

(৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

মৃত ড্রোজু সাহেব।—মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাঁহার কবরস্থানোপরি এক স্তম্ভ গ্রন্থনার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তাঁহার কবরস্থানোপরি চণ্ডালগড়ের প্রস্তরনির্ম্মিত এক স্তম্ভ প্রস্তুতহওনার্থ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪॥৵।৮ হইবে। আমরা শুনিয়া কিঞ্চিচ্চমৎকৃত হইলাম যে ১৫৫৪ টাকার চাঁদা হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরা শীঘ্র ঐ টাকা প্রদান করিয়া আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণার্থ অনবধানতাজন্য দোষহইতে মুক্ত হইবেন।

ডেবিড হেয়ার

(৩ জুলাই ১৮৩০। ২০ আষাঢ় ১২৩৭)

হিন্দুকালেজ।—কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইণ্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত নাহওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ঐ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবো এতদ্বিষয়ে নিত্য স্মরণীয় বটেন যেহেতুক তিনি এতদ্বিষয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের

সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক বিশেষ চিহ্ন দ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমারদের বিবেচনা হয়।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

অন্যচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশস্থ ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতৎপ্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাত্রসকলে একত্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে অনেকানেক ছাত্রেরা চাঁদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের বোধ হইতেছে যে এবিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন হইবেক···।—সং প্রং

(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাঁহারদের সম্যক প্রকারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যেরূপ অকপটে মনোযোগ করিতেছেন তাহা কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার সূচনাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি প্রদান করিয়াছেন ঐ প্রশংসা লিপির অধোভাগে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অন্য পাঁচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকেরা দুই দিবস সভা করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেম্বরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটী সংস্থাপনের প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটীতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বসু শ্রীযুত বাবু তারাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জানুআরিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীদ্বারা প্রস্তুতীকৃত প্রশংসাপত্র পাঠান্তে গ্রাহ্য হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রীযুত পোট সাহেবের নিকট মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদনুযায়িকালে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার নিজের লিখিত অভিপ্রায়

লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনাস্তি হর্ষান্বিত হইলাম যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্যক ছিল।—সং কৌং।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

সুধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।—গত রবিবার প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের এক সমাজ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্য্য এই যে চাঁদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যূনাধিক এক সহস্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে কিন্তু তাহাতে প্রতিমূর্ত্তির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ব্বার চাঁদা করা যাইবেক। শুনা গেল যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন।—সং কৌং।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত মেষ্টর হের সাহেব।—উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থে যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই এবং ঐ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাবদৃষ্টে বোধ হইল সে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং প্রতিমূর্ত্তিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব ভরসা করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্রীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্ব্বাবয়বতুল্যরূপা হয় তবে অবিলম্বে তাহা নির্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল মহাশয়েরা বোধ করিয়াছেন এই চাঁদার টাকা আদায় হয় নাই তাঁহারা এইক্ষণে নিশ্চয় জানিবেন যে টাকার জন্যে প্রতিমূর্ত্তি লওনের কোন বাধা জন্মিবেক না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা নগরস্থ এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষাবর্দ্ধক অথচ সর্ব্বহিতৈষি শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনোদ্যত হইয়াছেন।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।—

১০ মার্চ।

শ্রীযুত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্‌স্যন পাইয়া কর্ম্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডেবিড হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের [Court of Requests] তৃতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন।

মেডিক্যাল কলেজ

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

সংস্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসাসম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের অপর এই এক উদ্যোগ।

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫।

* * * *

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইন্‌ষ্টিচুসেন রহিত হইবে।...

(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কার্য্যারম্ভ বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে না হইয়া দিবসান্তরাপেক্ষায় আছে।

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়।—এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত গত বৃহস্পতিবারে নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব যথোচিত বক্তৃতা করিলেন। ঐ শিক্ষালয়ে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২)

গত বৃহস্পতিবারে নূতন মেডিকেল কালেজ খোলা গিয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলাধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক সভা ও সেক্রেটরী এবং স্বদেশ বিদেশীয় অন্য প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন এই মহদ্বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শনার্থ যে সকল বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মনোযোগ দিয়াছেন ইহা মেডিকেল কালেজাধ্যক্ষদিগের উৎসাহের বিষয় বটে এবং এদেশে চিকিৎসা বিদ্যাপ্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যাবিষয়ে যে সকলের মনোযোগ হইতেছে ইহাতে এ দেশে বিদ্যা প্রচারের বন্ধুরাও আহ্লাদিত হইবেন আমারদিগের এরূপ লিখনের তাৎপর্য্য এই যে ১৮৩৫ সালের ৫ জানুআরি তারিখের ছাপাযন্ত্রবিষয়ক সভা এবং অন্যান্য দুই এক সভাব্যতীত কোন সভাতেই এত লোকের সমাগম হয় নাই।

শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আসিয়া আসনোপবিষ্ট হইলে পর শ্রীযুত ব্রমলি সাহেব নূতন কালেজে প্রথমবক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ঐ সাহেব মধুর বচনে সময়োপযুক্ত যে সকল কথা কহিলেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন শ্রীযুত ডাক্তর ব্রমলি সাহেব আপন বিদ্যার গৌরব করিয়া কঠিন শব্দ কিছুই বলেন নাই সভাস্থলোকেরা সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহার সকল কথাই বুঝিয়াছে বস্তুতঃ শ্রীযুত ডাক্তর ব্রমলি সাহেব অতিসুস্বরে স্পষ্টাক্ষরে শ্রেণীপূর্ব্বক যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সকলই ধন্যবাদ করিলেন…ঐ বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধ্যর্থ এতদ্দেশীয় বাবু সকলের মুখাবলোকন করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর ব্রমলি সাহেব যে নিবেদন করিয়াছেন আমারদিগের বোধ হয় তাঁহারা ঐ নিবেদনে অবশ্যই মনোযোগ করিবেন কেন না যাহাতে স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন এমত বিষয়ের সাহায্য না করিলে আপনারদিগেরই হানি করিবেন দেশস্থ বিজ্ঞ লোকেরদিগকে আমরা ইহার অধিক আর কি কহিব পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা প্রতিদিন দেখা যাইতেছে সমুচিত চিকিৎসা না হওয়াতে মূর্খ বৈদ্যেরদের বিদ্যায় ঘণ্টায়২ লোক মারা পড়িতেছে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার ফর্দ্দ পাইলে বোধ হয় আমরা যাহা মনে করি ভারতবর্ষের মৃতলোকের সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক হইবেক তবে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন হইয়াছে এদেশের লোকেরা তাহার সাহায্য করেন না কেন তাহা বলিতে পারি না…।

এই বিদ্যালয়ের কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যার্থি বালকদিগের উপর তাঁহারা পরিশ্রম করিলেই বিদ্যালয় স্থাপনকারি মহাশয়দিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে অনেকে বলেন এদেশে অস্ত্র চিকিৎসার চালনা হইতে পারে না কিন্তু বালকেরা এক প্রকার তাঁহারদিগের কর্ম্ম দেখাইয়াছেন আমরা ভরসা করি পরে ঐ বিদ্যা বৃদ্ধি হইলে মেডিকেলকালেজের মিত্রেরা আহ্লাদিত হইবেন শ্রীযুত ডাক্তর ব্রমলি সাহেব শ্রীযুক্ত ডাক্তর গুদেব সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওসানিসি সাহেব এই সকল ব্যক্তি শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন…।
[জ্ঞানান্বেষণ]

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকটে অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি ঐ টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থাভাবে স্ব২ বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের আবশ্যক হইত তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড আকলণ্ড সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে ঐ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে২ ছাত্রকে ঐ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তাঁহারদের নাম ও ঐ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দ্দে প্রকাশ করা গেল—বিশেষতঃ।

এক সুবর্ণ মুদ্রা	... ...	গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত
এক রৌপ্যময় মুদ্রা	... ...	
৩০০ টাকার এক পুরস্কার	...	শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত।
২২৫ ঐ ঐ	...	
১৫০ ঐ ঐ	...	
৭৫ ঐ ঐ	...	
শিবচন্দ্র কর্ম্মকার	... ...	পুরস্কার ২৬২॥
নবীনচন্দ্র পাল	... ...	ঐ ২৬২॥
জে সি সাইমন্স	... ...	সুবর্ণ মুদ্রা
ঈশান চন্দ্র গাঙ্গোলি	... ...	১৫০
ডবলিউ ফয়	... ...	রৌপ্যময় মুদ্রা

নাম			
ঈশানচন্দ্র দত্ত	...	...	৭৫ টাকার পুরস্কারগুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন।
রাজা কৃষ্ণ দেব	...	...	
অমরচরণ সেট	...	...	
শ্যামচরণ দাস	...	...	
দ্বারকানাথ গুপ্ত	...	...	
নবীনচন্দ্র মিত্র	...	...	অতি নিপুণতাসূচক সার্টিফিকট
রামকুমার দত্ত	...	...	
কালিদাস মুখুয্যে	...	...	
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	...	...	
মহেশচন্দ্র নান	...	...	নিপুণতাসূচক সার্টিফিকট
বেণীমাধব মজুমদার	...	...	
জেমস পাট	...	...	

যে ছাত্রেরদের গুলিবাঁট করিয়া ঐ পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ প্রতিজনকে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাকা করিয়া প্রদান করিয়াছেন।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জুন তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বিতরণ করা গেল। তৎসময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ পুরস্কার অতিবদান্যতাপূর্ব্বক স্বহস্তেই অর্পণ করিলেন।

প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র।

প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রত্যেক ২৭০ টাকা।

শ্যামাচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ১২০ টাকা লইলেন।

অন্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার।

রামনারায়ণ দাস ১২০ টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্যামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন।

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা।

উমাচরণ সেট ১২০ টাকা।

অন্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার।

যাদব ধর নবীনচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোয্যে প্রত্যেকে ৫০ টাকা।

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা।

দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র।

পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা।

উপরিউক্ত ছাত্রেরা কালেজে স্থিতির কালানুসারে সংপ্রদায়েং বিভক্ত হইলেন।

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র।

এবং তদুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল ছাত্রেরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না তাঁহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। বর্ত্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক বৈতনিক আছেন।

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা ঐ চিকিৎসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। ঐ বক্তৃতাতে এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ্বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত সময়ে যদ্রূপ হইতেছে তদ্রূপ ছাত্রসমূহেতে ঐ শিক্ষালয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রেরদিগকে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব গত শনিবারে উপাধি প্রদান করিলেন এবং তথায় শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ও কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত এবং এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। কৃতবিদ্য ছাত্রেরদের নাম এই বিশেষতঃ শ্রীযুত উমাচরণ সেট শ্রীযুত দ্বারকানাথ গুপ্ত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দে শ্রীযুত নবীনচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুত শ্যামাচরণ দত্ত। ইহাঁরা তিন বৎসর পর্য্যন্ত চিকিৎসা অভ্যাস করিয়া বিলক্ষণ সাবধানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত রূপে বিখ্যাত হইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব শিক্ষালয়ের তাবৎ ছাত্রেরদের সমক্ষে তাঁহারদিগকে উপাধি প্রদান করিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ব্যাপার হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যাপার অতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। অতএব ঐ শিক্ষালয়ের দ্বারা শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে মহোপকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে এতদ্দেশীয় তাবল্লোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

(১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা শুনিলাম লার্ড অকলণ্ড সাহেব মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রেরা অতি পরিশ্রম দ্বারা যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহা প্রকাশ করিবার কারণ যে ৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া কালেজ বহির্গত হইয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেটকে এক স্বর্ণ নির্ম্মিত ঘড়ী পারিতোষিক দিয়াছেন এই বিষয় মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদের প্রতি ও ঐ কালেজের সকলের প্রতি বড় সুখদায়ক আর ইহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে লার্ড সাহেব ঐ কালেজের বড় হিতকারী আর ছাত্রেরা এমন জ্ঞান করিতেছেন পরে আমরা উচ্চ পদস্থ হইব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬)

বাবু রাম গোপাল ঘোষ।—অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্ব্বকার একজন ছাত্র শ্রীযুত বাবু রাম গোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [মেডিক্যাল কলেজে] ৫০০ টাকা মূল্যের এক প্রস্থ অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা ঐ চিকিৎসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রদত্ত হইবে তৎপ্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাঙ্ক্ষি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীঘ্র এক পরীক্ষা লওয়া যাইবে। [হরকরা, জানুয়ারি ২০]

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়।—কলিকাতা কুরিয়র পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রস্তাব করা গিয়াছে যে কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে২ শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায় তাহার কারণ এই যে ঐ চিকিৎসালয় এইক্ষণে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে সরকারী বেতন দান রহিত হইলেও ছাত্রেরদের উপস্থিত হওনের ন্যূনতা হইবে না এমত বোধ হইয়াছে। কিন্তু আমারদের বোধ হয় যে এমত সময়ে ঐ বর্ত্তন লোপ করণ অতি অপরামর্শ হয়। ঐ কালেজে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাজন্য যে মহোপকার তাহাও তাঁহারা অনুভব করিতেছেন তথাপি আমারদের ইচ্ছা যে ঐ বিদ্যালয় দেশের মধ্যে আরো কিঞ্চিৎ মূলবদ্ধ না হইলে তদীয় নিয়মের উপর হস্ত ক্ষেপণ করা উচিত হয় না অতএব এই বিষয়ে চূড়ান্ত আজ্ঞা দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবেন এমত আমাদের ভরসা হয়।

(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

মেডিকেল কালেজের পার্শ্বে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটী হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮০ জন

রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন। এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে এক যাঁহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অনুভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন তাহারদিগকে সাধ্যানুসারে সুস্থ্য করণার্থ অন্যান্য সুশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য্য এই যে জোড়াসাঁকোর ডাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় অতি ক্ষুদ্র তাহাতে স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শান্তির নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাঙ্ক্ষি উক্ত ডাক্তর ঐ স্থানে স্থিতি করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস করিলেন ইহার কারণ আমরা কিছুই অনুমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অনুমান হয় যে গবরনর জেনরেল বাহাদুরের অশ্ব চিকিৎসা কার্য্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত্ত বা বাধিত হইয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে শাসন কর্ত্তারদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমরা নিরপরাধি হইব তাহা এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবর্ষীয় রাজধানীর উপযুক্ত এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলণ্ডীয় চিকিৎসকের অভাবে এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়া কুটুম্বের প্রতিপালনের ভারার্পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। তাহারদিগের মূর্খতার বিবরণ এক মান্য জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফঃসলস্থ তালুক হইতে সমাগত হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রজা যাহারা তাহারদিগের কৃপার অধীন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে ঐ সকল অজ্ঞ মফঃসল-বাসিদিগের চিরকাল ঐ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন তাহারদিগের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২ নবেম্বর ১৮৩৯। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪৬)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ভাষায় ইঙ্গরেজীমতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে চিকিৎসা শিক্ষার্থ আগামি মাসের প্রথমে কলিকাতাস্থ

চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সমীপে উপরি এক চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপিত হইবে। ঐ শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা পদে চিকিৎসা শিক্ষালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র কর্ম্মকার নিযুক্ত হইবেন। এই ব্যক্তি শ্রীযুত ডাক্তর ওসাগ্‌নেসি সাহেবের অবর্ত্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

হুগলী কলেজ

(২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩)

হুগলির নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার সম্বাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হুগলির নূতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আগামি আগস্ত মাসের ১ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যার্থি ছাত্রেরা ঐ পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইস সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে হুগলির কালেজের কার্য্য আরম্ভ হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক কালেজে ভর্ত্তি হইল।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণস্য অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি শহর চুঁচুড়াস্থ শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৺ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এতদ্বিদ্যালয়ের কার্য্যোপষ্টম্ভ হইয়াছে।...অধুনা ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যার্থি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্চ আরবি ও পারস্য ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ পাঠ করত অতি সুশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন। যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক অর্থাৎ মৌলবি অধ্যয়নানুকূল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানাধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত মৌলবি সোলেমান খাঁ ও পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইহাঁরদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য ও সৌজন্যতা দর্শনে ও শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণাগ্রগণ্য মান্য মহাশয়েরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন। যাহা হউক অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যূনাধিক ১৬০০ ষোল

শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে। অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্তুল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুই জন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্ব্বাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে পাঠানুকূল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর সুবিচক্ষণতা ও শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যতা ও বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে অজস্র পরিশ্রমের প্রাচুর্য্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশয্যতা দর্শনে আমরা কিপর্য্যন্ত বিনোদিত হইয়াছি। তদ্বর্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত কেলী সাহেব যিনি অধুনা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নানুকূল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। ইহাঁর বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরসা হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা ঐ ভাষায় অচিরে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যিনি পূর্ব্বে নিখিলগুণযুত শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নূতন কালেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহাঁর বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্য স্বরূপ শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই পাঠশালার কার্য্য ইঙ্গরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ্যাপনার্থ যে দুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরদিগের কার্য্যের উপষ্টম্ভ হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে এতৎসাহিত্যে সংবর্দ্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কৃপায় ঐ কৃত কল্পনা সফল হইয়া অস্মদ্দেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তা জনেক কবিরাজ মহাশয় যাঁহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্ব্বব্যাপি দর্পণে দেদীপ্যমান আছে। সংপ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব্ব বাগদানানুসারে উক্ত মহাশয় ঐ চিকিৎসালয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন। ইহাতে অস্মদ্দেশীয় মহাশয়েরা কিপর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘণ্টাপর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন এতন্মধ্যে আধ ঘণ্টা লিখিবেন। এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র। অপিচ পারস্য ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিদ্যার্থি বালকেরা ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্টা লিখিবেন। পরে তাবৎক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কার্য্য নিষ্পাদিত হইতেছে। পরে প্রধানাধ্যাপক

পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যাঁহার চীনহইতে আশু প্রত্যাগমনের অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ্যা বৃদ্ধিবিষয়ক কার্য্যের আর২ নিয়ম কিরূপ হয় বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব।···হুগলির কালেজ। কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—পবলিক ইনষ্ট্রকসন কমিটি অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার্থ সমাজ-হইতে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন শ্রীযুত সর বেঞ্জীমেন মালকিন শ্রীযুত সিক্সপিয়র শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন এবং শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব এই মহাশয়েরা শ্রীযুত হেয়র সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত কাপ্তান জনসন সাহেবপ্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া গত শনিবার হুগলির বিদ্যামন্দির দর্শনার্থ এবং তত্রস্থ ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক বণ্টনপূর্ব্বক প্রদানার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। পারিতোষিক বণ্টন সমাপনানন্তর তাঁহারা হুগলিতে গমন করত কিঞ্চিৎ কালপর্য্যন্ত ইমাম বাটী এবং তত্রস্থ কারাগারের নিকট দক্ষিণাংশে ঐ বাটীর যে ভূমি আছে তাহা দেখিলেন। ঐ ভূমিতে অত্যুত্তম এক বিদ্যালয় গ্রন্থনার্থ প্রস্তাবিত হইয়াছে এইক্ষণে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। এক সময়ে এমত আন্দোলন হইয়াছিল যে শ্রীযুত জেনরল পেরেন সাহেবের যে বাটী এইক্ষণে মাসিক ১৪০ টাকাতে ভাড়া দেওয়া গিয়াছে সেই বাটী ক্রয় করা যায় কিন্তু ঐ বাটীর কর্ত্তা মনে করিলেন যে উক্ত কমিটি এমত আর অন্য কোন বাটী পাইতে পারিবেন না। অতএব পূর্ব্বে ঐ বাটী বিক্রয়ার্থ যে মূল্যে সম্মত ছিলেন এইক্ষণে তাহার দ্বিগুণ চাহিয়াছেন।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

৵আমরা শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় শিশুদিগের হইতে ১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরম্ভ করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহার মধ্যে অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মে দাতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখিত প্রকারে বলি যে বেতন লইলে যাহাদিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর ছাত্রদিগের অতিশয় যত্ন হইবে তাহাতে তাহারা প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে

চলিতেছে ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তথাপি ঐ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০০ বালক অধ্যয়ন করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সরকার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতদ্রূপ হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম-দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২ মার্চ ১৮৩৯। ২০ ফাল্গুন ১২৪৫)

হুগলির কালেজ।—গত শনিবার সকালে সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির কোন২ সাহেব লোকেরা হুগলি ও চুঁচুড়ার বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা লওনার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবলোকেরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সর এড্‌ওয়ার্ড রায়ন সাহেব ও কৌন্সলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত বর্ড সাহেব এবং ব্যবস্থাপক কমিস্যনর শ্রীযুত কামরাণ সাহেব ও সদর বোর্ডের শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সদর্লণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুক্ত নওয়াব তহবর জঙ্গ বাহাদুর ও সেক্রেটরী শ্রীযুত ওয়াইজ সাহেব ইঁহারদের সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত হেলিডে সাহেব ও অন্য কতিপয় সাহেবেরা গমন করিয়াছিলেন। এবং তৎসময়ে হুগলি ও ঐ অঞ্চলস্থ যে সাহেবেরা সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই২। জজ শ্রীযুত বার্লো সাহেব ও কালেজের তত্ত্বাবধায়ক অথচ জিলার মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সামুয়েল্‌স্‌ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর এক্সডেল সাহেব ও চন্দন নগরস্থ শ্রীযুক্ত সেন পরসেন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা। ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এবং এতদ্দেশীয় দিদৃক্ষু মহাশয়েরা চুঁচুড়ার শ্রীযুত জেনরল পেরো সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষায় নানা ছাত্রেরদের পরীক্ষা গ্রহণোত্তর পুস্তকালয়ে গমন করিলেন ঐ স্থানে পারিতোষিক পুস্তকসকল প্রস্তুত ছিল। পরে অবস্থ সম্প্রদায়ের কতিপয় ছাত্রেরদিগকে ডাকিয়া তাহারদের আবৃত্তি শ্রবণ করত সাহেবেরা পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব শ্রীযুত আওলাদ হোসেন ও শ্রীযুত আকবর শাহের সম্প্রদায়ের প্রধান কএক ছাত্রেরদের যাবনিক শরা গ্রন্থের পরীক্ষা লইলেন এবং তাহারদের উত্তরে আপনার অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের মধ্যে মুদ্রা পুরস্কার বিতরণ করা গেল। অনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষিত ছাত্রেরদের অতিমনোযোগ পূর্ব্বক দেড়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত বিবরণ ও গণিত শাস্ত্রপ্রভৃতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রায়ন সাহেব কহিলেন যে আমি ও অন্যান্য উপস্থিত সাহেবেরা এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাতে ছাত্রেরা যে রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহারা যে রূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরদের অনেক প্রশংসা হয় ইত্যাদি ব্যাপার সমাপনের পর শ্রীযুক্ত সাহেবেরা ঐ বিদ্যালয়হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পুস্তকালয়স্থ মেজের উপরে ছাত্রেরা দেশীয় নকশা ও অন্যান্য কতক প্রকার নকশা দর্শাইলেন। বিশেষত দেশীয় নকশার মধ্যে কোন২টা অত্যুত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতি শ্রীযুত রামরত্ন সথার কৃত নকশা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। [হরকরা]

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

হুগলির কালেজ।—শুনা গেল যে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

হুগলির কালেজ।—আমরা অবগত হইলাম যে চুঁচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের যে বাটী পশ্চাৎ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটী সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি ঐ বাটীতে ছাত্রেরদের পাঠনারম্ভ হইয়াছে। কথিত আছে যে উক্ত বাটীর মূল্য ২২০০০ টাকা এবং ঐ বাটীর প্রশস্ততা ও নির্ম্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য অত্যল্প। ঐ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ব্বার স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই অতিবৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুঁচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্য বাটী নাই।

এই সম্বাদ আমরা হরকরা পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটী আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত

এক নূতন বাটী প্রস্তত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটী ক্রয়করণ ও বর্দ্ধিত করণের ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নূতন রাজ বাটী ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটী আর কুত্রাপি নাই।

বিদ্যালয়

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটীতে পূর্ব্বে হিন্দু কালেজ ছিল সেই বাটীতে [পাদরি ডফের] এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়…পাদরি সাহেব লোকেরা ঐ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলণ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি বালকদিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

কলিকাতা হাইস্কুল।—কিয়ন্মাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইস্ত্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঙ্গরেজী সমাচার-পত্রে উদিত হইয়াছিল…।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

কলিকাতা হাই স্কুল।—গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠার্থিগণের পরীক্ষা শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ সাহেবকর্ত্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযুত আর্চডিকান্‌দ্বারা সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে অনেক ভাগ্যবন্ত ও প্রধান২ ইঙ্গরাজ ও বিবি এবং বাঙ্গালী মহাশয়ের সমাগম হইয়াছিল…।

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

…আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রূপ প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাঁহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শতং বালক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের এতদ্রূপ বিরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

…শিমুলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়…।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—গত ৩১ আগস্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক এবং অপর দুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের অধীন হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রেরা বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ড্রাজু [ডিরোজিও] সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে ঐ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষাতে শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও তাঁহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল।

হিন্দুকালেজের পূর্ব্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনামক এতদ্দেশীয় এক যুব মহাশয়কর্ত্তৃক [জোড়াসাঁকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বাবু ও তাঁহার মিত্রেরা ঐ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ত্রুটি নাই। পূর্ব্বাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

এতদ্দেশীয় মহাশয়কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অত্যুত্তম লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ব্বে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের বদান্যতাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত। হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্ত্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—প্রভাকর পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন

করিয়া তাহার ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি ঐ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাঁহারদের উপকার যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে। ধনদাতৃগণের মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	৪০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।	...	১৬
শ্রীযুত আদাম সাহেব।	...	১০

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

নূতন পাঠশালা।—...সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জনা বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইঁহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্য কি শ্রম করিতেছেন...।—সং কৌং।

(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮)

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ বিদ্যালয়ের গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা সভা শোভা করিয়া বহুবিধ বিচার করণানন্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেম্বর হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসি কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না...।

উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম পুনর্ব্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক আছেন এবং তদ্ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাঁহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতেছেন ইহা প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলাম এবং ঐ পত্রাচারি-সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলাম না। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্টেম্বরে হিন্দু ফ্রি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে

সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্ম্মবিনাশাকাঙ্ক্ষি কতক২ মেম্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্ররূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে সুপরামর্শ দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্তু তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্ভ্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্ম্মের শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না। ঐ স্কুলের সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি অধ্যাপনাবস্থায় আছি। অপর আমি এই বিষয় সুজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এবং ঐ বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিদের সহকারিতায় ঐ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতান্তেচ্ছুক ছিলেন এবং যাঁহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত তাঁহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষ্নবুদ্ধি-দ্বারা এমত অনুমান করুন যে ঐ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষেরা ছাত্রেরদের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামঞ্জস্যের সপক্ষ অতএব তাবদ্ব্যক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্য্যকরণে কাহারু বাধা জন্মান তাঁহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। তাঁহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তদ্রূপ জ্ঞান যে সর্ব্বসাধারণের হয় ইহা তাঁহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদ পত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশকরাতে কি তিনি আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করা যে আমারদের অভিপ্রায়

ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কথাতে আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে না ইহা তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন। যে হিন্দুরদের চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে কি আমরা মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে।...মাধবচন্দ্র মল্লীকস্য। ৩০ সেপ্তেম্বর ১৮৩১।

(৭ নবেম্বর ১৮৩৫। ২২ কার্ত্তিক ১২৪২)

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দু ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব্ব দানশৌণ্ডতা প্রকাশকরত সম্পূর্ণ পঞ্চ মুদ্রা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় অসীম বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে বলিতেছি হিন্দু ফ্রিস্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা যাহা টাকার অভাবে গত দুই বৎসর হয় নাই ঐ পরীক্ষা অদ্য দশ ঘণ্টাসময়ে হিন্দুকালেজের হালেতে হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যাঁহারদিগের অনুরাগ আছে তাঁহারা ঐ কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দর্শন করেন তাঁহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে এবং শিক্ষক ছাত্রসকলেই বিদ্যা দান গ্রহণ বিষয়ে উৎসুক হইবেন বিশেষতঃ হিন্দু ফ্রিস্কুলেতে কি উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ে অধিক সাহায্য হইতে পারিবে।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জানেন প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যূনাধিক দুই শত বালক ঐ খানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপর্য্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন মিত্র যিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহার হস্তে এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষার্থ এডুকেসন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া এই বিদ্যালয় রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমারদিগের লজ্জা বোধ হয় কিন্তু হিন্দু ফ্রিস্কুলের সাহায্যকরণ যাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—গত শনিবারে টৌনহালে হিন্দু ফ্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল। তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ছিলেন। এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে শ্রীযুত

গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন করেন এইক্ষণে তৎকার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বসাকের দ্বারা সম্পাদন হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসুজ মহাশয় যে এক চেরিটি অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাক্কেল সাহেব ঐ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।—সং প্রং।

(২০ মে ১৮৩৮। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন।—১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্যামপুষ্করিণীস্থ ১৫ নং বাটীতে স্থাপিতা।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পাঠশালার কর্ম্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্বারা প্রস্তাবিত পাঠশালার নিয়মচয় তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে ধার্য্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।...

দর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।

পরীক্ষক।—শ্রীযুত এম সিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ।

স্থাপক।—শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু।...

অধ্যক্ষ।—শ্রীযুত রেবেরণ্ড জে বেটমান এম এ ও শ্রীযুত সি ই ট্রিবিলিয়ন সাহেব ও শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব ও শ্রীল নওয়াব তহব্বরজঙ্গ বাহাদুর ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু।

প্রধান সম্পাদক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু কালিদাস পালিত।

দ্বিতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় ঐ।—শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সরকার।

চতুর্থ ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ নন্দী।

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম ঐ।—শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস।

তন্নিয়ম।—১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।

২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন তাঁহারদিগের স্ব২ পিতা বা তত্ত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুম্বদ্বারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে তাঁহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্ষাবধি নববর্ষ বয়স্কপর্য্যন্ত বালকগণ সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপর্য্যন্ত হইলে এবং উপযুক্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে তাঁহারাও নিযুক্ত হইবেন।

৪। এই পাঠশালায় কোন বালক ষড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে পারিবেন না।

৫। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম্ম হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক।...

(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।—১ আপ্রেল ১৮৩৭ অবধি। ... ...

	মাসিক	বার্ষিক	দান
শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	০	২৫	০
শ্রীযুত বাবু মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর	১	০	০
শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস	০	৫০	০
শ্রীযুত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু পাঠশালার স্থাপক	০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	০	৫০	০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	০	১৬	০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর	০	০	৩২
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর	০	১০	০

শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু পাঠশালার মেনেজিং কমেটি	২	০	
শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ পাঠশালার ঐ	০	১০	
শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক	১	০	০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ বসু	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোয্যা	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর	০	১০	০
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু	০	৫	০
শ্রীযুত বাবু হরকালী ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ	১	০	০
শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মুখোয্যা	১	০	০
শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার	১	০	০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন	০	১২	০
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব	০	০	২৫
শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায়	০	০	১৬
শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত	০	০	১০
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়	০	০	৫
শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ দেব শ্রীরামপুর	০	০	৫

শ্রীকৃষ্ণহরি বসোঃ। প্রধান সম্পাদক।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।—শুনিয়া আহ্লাদ পুরঃসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি যে সংপ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় বাঙ্গলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানা স্থানে স্থাপিতা হওয়াতে কথিতা ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল তল্লোপে হিন্দুদিগের ভাষার অনেক ক্ষতি বোধ হইয়া থাকিবেক। এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বহুজনের উপকারক হউক।

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশালা ১৮৩১ সালে ১ জুন তারিখে শ্যামবাজারে ৩ঃ নং বাটীতে স্থাপিতা হয়।

উপরিদর্শক।—শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। সি, এম, আর, এস্,

স্থাপকদ্বয়।—শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বসু।

প্রধান তত্ত্বাবধারক।—শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণলাল দেব।

১ ও ৩ শ্রেণীর।

প্রথম শিক্ষক।—শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

২ ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর।

দ্বিতীয় ঐ শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সরকার।

পণ্ডিত। শ্রীযুত [নাম দেওয়া নাই]

পরীক্ষক। শ্রীযুত কালীদাস তর্কসরস্বতী।

—

উক্ত পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্টা পরাহ্নপর্য্যন্ত মুক্ত থাকিয়া সুদ্ধ বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা হয়।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

বেরুলিম একাডমী।—উক্ত দিনে [বুধবার ১৪ ডিসেম্বর] ও কালে [১০টার সময়] এইস্থানে [ফিমেল সেন্‌ট্রাল স্কুলে] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন।

•

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

ধর্ম্মতলা একডিমি।—১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্‌তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেবকর্তৃক নীত হইল। আর ছাত্রদিগের "একৃট ও স্পিচ" ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

অরিয়ণ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা।—গত ১৪ ফেব্রুআরি ৩ ফালগুণ মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের বিশেষ যত্নে পরীক্ষাসময়ে এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রায় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল তাহাতে কি

পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোষিক দ্রব্য প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এপর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র লোক ঐস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া থাকেন।—সং চং।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

অরিএণ্টল সিমিনেরির পরীক্ষা।—গত শুক্রবারে বধূবাজারে বেণেবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসনে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছিল কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তৎকালীন আমরা ঐ স্থানে বহুক্ষণ থাকিতে পারিলাম না কুরিয়র সম্পাদক লেখেন ছাত্রবর্গ পরীক্ষা দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উত্তর করিয়াছেন তাহাতে আপনারা যে শিক্ষিত পাঠ বুঝিয়া বিস্মৃত হন নাই তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ বালকেরা যে পঠিত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের পাঠেতেই সে বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে ঐ সম্পাদক বলেন ইঙ্গরেজী গদ্য পদ্যের বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে যে প্রকার ধারা মত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ইঙ্গরেজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রায় তুল্য বটেন ঐ বিদ্যালয় প্রায় আট বৎসর হইল প্রথমত শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য স্থাপিত করেন এইক্ষণে ঐ বাবু ও শ্রীযুত টরন্বুল সাহেব দুই জনের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া চলিতেছে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ন্যূনাধিক ২৫০ বালক শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই কলিকাতাস্থ ভাগ্যধর লোকের সন্তান ঐ বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী শিক্ষার আদিপুস্তকঅবধি ইতিহাস অঙ্ক বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা এইসকল শিক্ষা হয় এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা টাকা দিয়া শিক্ষা করেন ইহাতেও তথায় শিক্ষা করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ আছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।—প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইঙ্গরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অস্মৎ

পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্মলোপ হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।…কস্যচিৎ বড়বাজারস্থস্য।—সং চং।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত জি এ টরণবুল সাহেবকর্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে অরিএণ্টল সেমেনরিনামক পাঠশালার শিক্ষকতাপদে মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধ্যে ছাত্রেরদের বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধিতে তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশমান হইয়াছে। স্বীয় আত্মীয় ব্যক্তিরদের পরামর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ বাঞ্ছা করেন যে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্তানেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করাতে দয়াবান্ মহাশয়েরা অবশ্যই ঐ কার্য্যের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুত মধুসূদন নন্দী। কলিকাতা ২৪ অক্টোবর ১৮৩২।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৫ চৈত্র ১২৩৯)

সংপ্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীকৃষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু হলধর সেনকর্তৃক পৌর্ব্বাহ্ণিক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী ভাষাতে অত্যুত্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কার্য্য তিনি ও তাঁহার মিত্রগণ এমত নির্ব্বাহ করিতেছেন যে তদ্দ্বারা ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন।…ঐ পাঠশালায় ৬০ জন ছাত্র আছেন তাঁহারা ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত।…কস্যচিৎ হিন্দুবালকস্য। নিমতলা রাস্তা ১৮৩৩ ৩০ মার্চ।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুত হের সাহেবের পাঠশালা দগ্ধ।—শ্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গরেজী স্কুল বাটীর মধ্যস্থ বাঙ্গালা পাঠশালা গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম যেহেতুক ঐ বাঙ্গালা ঘর প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা কিঞ্চিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে

অগ্নি লাগে তাহা অদ্যাপি আমরা শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং নির্ব্বাণার্থ যে সকল উদ্যোগ করা গিয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত আছেন অতএব আমারদের ভরসা হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অগ্নিনির্ব্বাণের কোন উত্তম উপায় করা যায়।—সম্বাদ কৌমুদী।

(২২ মার্চ ১৮৩৪। ১০ চৈত্র ১২৪০)

The Minerva Academy.—Mr. Geo. Edward Mullins respectfully informs the Hindoo Community of Calcutta and its vicinity, that his interest has ceased in the Oriental Seminary at Burtolah, from Monday last the 17th March, and that he has established a School (designated The Minerva Academy) on his own account and responsibility at Sobha Bazar, Chitpore Road, No. 280, where he will be happy to receive Youth for instruction in English Literature:...The course of instruction pursued, is upon the most approved English principles, (that of Doctor Bell's)...

Terms moderate; viz. two rupees per month, each Pupil;...School hours from 10 a.m. to 4 p.m....*Calcutta 18th March,* 1834.

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

পারেণ্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অর্থাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব্ব বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন সাহেব ঐ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার তাবৎ কর্জ্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্যক নাই আমিই ঐ টাকা দিতেছি। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০০ টাকা প্রদান করিলেন।

(১১ জুলাই ১৮৩৫। ২৮ আষাঢ় ১২৪২)

বিজ্ঞাপন।—সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অদ্যাবধি আমার শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিমেণ্টেল একাডমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার হইলেন।

কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য

শ্রীকালাচাঁদ দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয়সমূহের বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহাকে এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে তাঁহার যথোচিত প্রণাম ও নমস্কার-পুরঃসর নিবেদন এই যে তাঁহার আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ও কথিত সাহেবের পারগ আশ্রয় দ্বারা তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন। এবং তাঁহার শ্রম ও সাহেবের আশ্রয়ে যদ্যপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিত্বরায়

ব্যুৎপত্তিহওনের সম্ভাবনা সুতরাং তাহারদিগের পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।

এই বিদ্যালয়ে কোন্২ বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবেক এবং তাহার ব্যয়ই বা কি হইবেক তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবতীকর্তৃক অঙ্কবিদ্যার কবিতা ভূগোল ও খগোল ইত্যাদি।

ছাত্রদিগের ভাষান্তরকরণ, বক্তৃতা ও অঙ্কবিদ্যা বিশেষরূপে শিক্ষা করাণ যাইবেক।

যে২ বালক কিছু পাঠ করিয়াছে তাহারদিগের স্থানে যুগল তঙ্কার হিসাবে মাসে বেতন দিতে হইবে এবং যাহারা আরম্ভ করিবে এক তঙ্কামাত্র। ইহাভিন্ন যদি কেহ অন্য কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞ্ছা করে তবে এক তঙ্কার হিসাবে দুই তঙ্কা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক।

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল। কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২)

বার্ষিক পরীক্ষা।—গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইণ্ডিয়ান আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।

(৩১ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৫ কার্ত্তিক ১২৪২)

আমরা অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে স্কটলণ্ডদেশীয় মণ্ডলীর জেনরল আসেম্‌লি এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযুক্ত এক বাটী প্রস্তুতকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা যায়। বোধ করি যে ভারতবর্ষস্থ নানা পাঠশালাপেক্ষা ঐ বিদ্যালয় বহুতর লোককর্তৃক সহকারিতা প্রাপণের উপযুক্ত। অতএব ভরসা করি যে জেনরল আসেম্‌লি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ করেন তাহা বৃদ্ধিকরণার্থ এতদ্দেশস্থ মহাশয়েরাও বদান্যতাপূর্ব্বক অনেক অর্থ প্রদান করিবেন। আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

...কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএন্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেন্ট-নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত

শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে এক দিবস স্বয়ং গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিশু পাঠার্থে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহ্লাদে উপদেশ করিতেছেন। এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দর্শিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়গণেরা স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কস্যচিৎ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পণপাঠকস্য।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।— প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসু কৃত স্থাপিত যোড়াসাঁকোর অরিএণ্টেল ফ্রি ইস্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া পাঠাইতেছি। ঐ পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযুত ৺ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের আলয়ে বেলা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্য ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্স তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন বসু শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বহুতর অন্য অগণনীয় মহাশয়েরা মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্ব্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে২ বালকেরা ঐ বৈঠকে স্পিচনাট করেন প্রথম কৈলাশচন্দ্রনামক এক বালক উঠিয়া ব্রটন সিজরকে হত করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিসুন্দররূপে কহিলেন তদনন্তর কালিকুমার মুখোপাধ্যায় যষ্ঠি হস্তে এক অন্ধবালকের বেশে সদ্বক্তৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় সুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও দুঃখ অতিউত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্ত্তারা উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি। এন সি এম কোণনগর।

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

হিন্দু চেরিটেবল ইনষ্টিটিউসন।

টৌনহাল।

১৪ জুন। ১৮৩৮।

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

এই স্কুলের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘণ্টার সময় আরম্ভ হয় তদুপলক্ষে অত্যল্প লোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত যথায় বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক প্রত্যহ পাঠ হইতেছে এবঞ্চ ইহা প্রাতঃকালিক পাঠাগাররূপে স্থাপিত।... ...

কতিপয় ছাত্র সেকসপিয়র রচিত গ্রন্থধৃত নাট্যক্রীড়া সম্পাদনে শ্রীযুত রাজা বাহাদুর দর্শক মহোদয় এবং সমাগত মহাশয় চয় আহ্লাদিত হইলেন।... ...

শ্রীযুত ডি হের সাহেব গাত্রোত্থান পুরঃসর পাঠশালার শিক্ষকদিগকে শিষ্টাচার আচার অন্তর বালক নিবহেরা তাঁহারদিগের বেতন অভাবে যে এতদ্রূপ শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দাতিশয় উপলব্ধে আর কাপ্তান পামর সাহেব যাহা স্কুলের স্রষ্টা শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্রজকে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া স্তুতিবাদ করিলেন ইহাতেও করধ্বনি হইল।

পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য হের সাহেব দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। এবং বেলা প্রায় ১২ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯)

টাকির বিদ্যালয়।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাঁহারদের পরিজনগণের আবাস তাঁহারা ঐ স্থানে বৃহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন অল্পকালের মধ্যে তিনিও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারম্ভ করিবেন।

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে গত ১৪ [জুন] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বারা ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা ভাষাভ্যাসক কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে ঐ সাহেবের পাঠশালার যদ্রূপ নিয়ম আছে তদ্রূপ নিয়মই এই পাঠশালায় চলিবে। এই স্থানের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে তিন দিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে।...

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা এই পাঠশালার ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারদের উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা দুঃসাধ্য যেহেতুক শুদ্ধ দেশোপকারার্থ তাঁহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। এবং তাঁহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি স্থানপর্য্যন্ত সংপ্রতি এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

টাকির বিদ্যালয়।—কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় ঐ বাবুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে ঐ বিদ্যালয়ে অন্যূন পাঁচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে যে দুর্গোৎসবের পর ঐ পাঠশালা বাটী আরো বাড়ান যাইবে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

টাকির পাঠশালা।—টাকির পাঠশালার শেষ পরীক্ষার বিবরণ আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। ঐ পাঠশালা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া বহুকালাবধি সুসম্পাদন করিতেছেন।

গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবারে ইঙ্গরেজী পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল। ঐ পাঠশালার নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বাগুণ্ডীর শ্রীযুত টেম্পেলর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুত শ্রীকান্ত বাবুপ্রভৃতি ও টাকিবাসি অন্যান্য অনেক মহাশয়েরদের সমক্ষে শ্রীযুত ইয়র্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন। তাবৎ সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণরূপই সুশিক্ষিত হইয়াছেন এমত বোধ হইল এবং যাঁহারা পাঠমাত্র করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনায়াসে তাহার ভাষান্তর করিলেন এবং যেরূপে নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতুর নানা পদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে পারিলেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহারা যে কেবল তোতার ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছেন এমত নহে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিসূক্ষ্মরূপ পরীক্ষা দিলেন। চতুর্থ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংপ্রদায়েরদের পরীক্ষা এইনিমিত্ত অতিশুশ্রূষণীয়া হইল যে তাঁহারা অনায়াসে ইঙ্গরেজী কথার মূলসম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে এবং ব্যাক্যাবলি ধারা বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে পারিলেন। তৃতীয় সংপ্রদায়িকেরা ইনস্ত্রাকটের বহীতে যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস ছিল তাহার মর্ম্ম ভালরূপে অবগত হইয়াছেন বোধ হইল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থ দুই সংপ্রদায়েরা পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা অত্যুত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এবং প্রথম দুই সংপ্রদায়িরা ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন। দ্বিতীয় সংপ্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা অতিপারিপাট্য-

রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং প্রথম সংপ্রদায় ঐ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড ভদ্ররূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় কাণ্ডেরও কতক২ বুঝাইতে পারিলেন।

অপর পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল এবং তৎসঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার অনুবাদ লিখিত ছিল। তৎপরে হিসাবের কতিপয় বহী দেখান গেল তাহাতে কতক গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপ লিখিত ছিল। ফলতঃ তিন ঘণ্টাব্যাপিয়া এতদ্রূপ পরীক্ষা লওনের পর এই বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে টাকিস্থ ছাত্রেরদের সঙ্গে কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে। তাঁহারা যেরূপ ইঙ্গরেজী ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক। ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালাভিন্ন পারস্য ও বাঙ্গলা পাঠশালাও আছে। ইঙ্গরেজী বিদ্যার পরীক্ষা সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী স্বয়ং পারস্যের পরীক্ষা লইলেন ঐ বাবুর পারস্য ভাষাতে যেমন নৈপুণ্য তাহা প্রকাশকরণ অতিরিক্ত সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশিত আছে। ছাত্রেরা পারস্য ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অনুবাদ করিলেন তাহাতে বাবুজী অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন যে প্রধান কএক জন ছাত্র পারস্য ভাষা উত্তম উচ্চারণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছেন।

বাঙ্গালা পাঠশালাতে এইক্ষণে অতিশিশু ছাত্রেরা আছে তাহারদের মধ্যে কেহ২ বর্ণ শিক্ষা করিতেছে কেহ২ অতিরিক্ত লেখাপড়াও করিতেছে তাহারদেরও পরীক্ষা লওয়াতে সন্তোষ জন্মিল।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত। টাকির পাঠশালা। বার্ষিক পঞ্চম পরীক্ষা।—গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল আসেমব্লি পাঠশালার ছাত্রেরদের বার্ষিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদ্যপিও তৎসময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বালকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফর্দ্দে নামাঙ্কিত ইঙ্গরেজী ও পারস্য ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮০ জন হইবে। ঐ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব লণ্ডন মিসনরি সোসৈটির ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত কাম্বেল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায় পারস্যের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সন্তোষ জন্মিল। ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষয়েরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণ্য ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে। যে ছাত্রেরা বহুকালাবধি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তাঁহারদের অতিসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদৃশ নৈপুণ্যাদি কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাঁহারা অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা করিয়াছেন।

ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রামে যদ্যপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে তাহারা বিদেশীয় দুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও

বীজগণিত ও অঙ্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য্য বোধ হইত কিন্তু এই বঙ্গদেশারণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো অত্যাশ্চর্য্য বিষয় কিন্তু সামান্য গ্রামস্থ বালকেরা যেমন তেমন টাকিস্থ বালকেরা নহেন তাঁহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের কুটুম্ব ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং তাঁহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়স্থ অগ্রগণ্য ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রান্তরূপ। এইক্ষণে ঐ পাঠশালাতে এমত কৃতকার্য্যতা হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এমত মানস করিয়াছেন যে স্কটলণ্ড দেশহইতে নূতন সাহেব লোকেরা পঁহুছিলে কেহ২ দুই এক মাসের নিমিত্ত ঐ পাঠশালা দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন।

অতএব এইক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। ঐ পাঠশালা এইক্ষণে পাঁচ বৎসরাবধি চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তদ্ভিন্ন ঐ বাবু বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ঐ বাবুরদের আদর্শে অন্য এক জন ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের প্রতি সম্ভ্রম করিয়া এমত কর্ম্মের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়েরাও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা প্রচলিত-করণার্থ এডুকেসন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১১ মাঘ ১২৪২)

পানীয়হাটির বাবু।—পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত চব্বিশ পরগনার জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপ-করণার্থ অতিবদান্যতাপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও কলিকাতার মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাঁহারা উপযুক্ত বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগডালননামক এক জন সাহেবকে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ সাহেব বঙ্গভাষাতে সুশিক্ষিত নায়েব এক জন পোর্ত্তুগীশের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ পাঠশালা অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই

প্রত্যহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষাণ ও জ্যোতিষ ও ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে। অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ ঐ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা নির্ব্বাহার্থ উত্তরকালে ঐ মহাশয়েরদের নিজহইতে দান করিতে হবে।

অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন।

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্য এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ ক্রটি করিবেন না।

তাঁহারা জ্ঞানি ব্যক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ এই অন্যতর উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলতঃ ইহাই প্রকৃত বদান্যতা এবং এতদ্রূপ বদান্যতাতেই প্রকৃত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাটা কুরিয়ার]

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—সুখচরগ্রামীয় বৌন্টীয়স সিমিনেরি নামক দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি…। যদবধি ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকেরা তাঁহারদের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ স্থানে২ ভ্রমণপূর্ব্বক কতকগুলিন বেতনগ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগের অর্পণ করিয়াছিলেন পরে কিছুকালানন্তর ঐ ছাত্রদিগের পরীক্ষা লওনেতে তাহারা বর্ণমালাও তখন শুদ্ধরূপে পাঠ করিতে পারে নাই। এইস্থানে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে অন্ধ কখন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না দেখাইলে উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হয়। এই বিবেচনায় তাহারা শ্রীযুত বাবু তারকনাথ সেনের নিকট ঐ অজ্ঞান তিমিরস্বরূপ বোঝাদ্বারা ভারগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া এমত উপায়ের নিমিত্ত জানাইল যাহাতে ঐ বালকেরা উক্ত ভারহইতে মুক্ত হয়। এতদর্থ উক্ত সেন বাবু এই দাতব্য চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছেন যাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গত রবিবার ১৮ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার বাবুজীর আলয়ে হইয়াছিল ইহাতে ঐ সকল গ্রামের অতিশয় মঙ্গল ও ভরসা হইয়াছে। ঘোরান্ধকারজনক অজ্ঞান মেঘ যাহা বহুকালাবধি সুখচর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসকল আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়াছিল তাহা গ্রামোপকারক ও মান্য শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা ও বিবিধ উপদেশস্বরূপ প্রবল বায়ুদ্বারা উড্ডীয়মান হইতেছে।…

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

নূতন পাঠশালা।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু তারকনাথ সেন সুখচর গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া গেল ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেব নিজ ব্যয়ে চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে ঐ বিদ্যাগার নির্ম্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয় পরে গত সোমবারে আরো বিংশতি বালক ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের আশাতে বালকেরা বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা উৎসাহপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিবে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল কালেজে অথবা হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়া দিবেন··· ।—জ্ঞানান্বেষণ

(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬)

বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।—কিয়ৎকাল হইল সম্বাদ পত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারেরা দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবশ্যক বোধ করিয়া ঐ অঞ্চলস্থ অতিদরিদ্র স্বদেশীয় লোকেরদের বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্য স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ বিদ্যালয় ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ইহাঁরদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা তাহার সাহায্য করেন

তবে এই নূতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

আন্দুল গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা।—বর্ত্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক স্থানের গৃহে ঐ আন্দুল এবং তন্নিকটবর্ত্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যানুসারে শতাধিক সম্ভ্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ সভাতে শ্রীযুত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়রা উপস্থিত ছিলেন।

১। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া···বঙ্গ সাধু ভাষায় স্বীয় বক্তৃতারম্ভ করিলেন যদ্দ্বারা আন্দুলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবস্থাত্রয়ের শুভাশুভ বার্ত্তা এবং বিদ্যা শিক্ষার ফলোদয় না শিক্ষার দোষ অতি উত্তম রূপে কথিত হইয়াছে তাহা এই যে।

• সভাপতি কর্ত্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।—অস্মদাদির বাস স্থান এই আন্দুল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদনুষ্ঠান এবং সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাতে অন্যান্য অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্ব্ব কালে এস্থলে ৺ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৺রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ৺কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ৺সাতুরাম তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য এবঞ্চ ৺রামমোহন বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের তুল্য সরস্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্বীপতুল্য দক্ষিণ নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাঁহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্ত্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় গণ যাঁহারা আছেন কাল সহকারে পূর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রাভ্যাসের ন্যূনতা এবং পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্ব্বতা তথা তদ্দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়দিগের উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এবঞ্চ অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে। অধিকন্তু ইংরাজি বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্ব্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু ঐ বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা ইদানীং প্রায়

সর্ব্বত্রই হইয়াছে অস্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্যা শিক্ষা না করাতে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সদ্বর্ত্ম অদৃষ্টিহেতুক কুপথাবলম্বী হইতেছে।

অদ্যকার এই সভা হওনের তাৎপর্য্য এই যে সংস্কৃত এবঞ্চ ইংরাজী বিদ্যাদ্বয় এস্থলে উত্তমরূপে অনুশীলন হয় তদ্বিশেষঃ সন্তোষ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীনা দৈববাণী কোন দেশভাষা নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কার্য্যে ব্যবহার্য্যা ছিলেন না পারস্য বিদ্যা সমাদৃতা ছিলেন এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতানুযায়িনী বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্য্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ঐ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদর্থে সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল। দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্যা বর্ত্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পর দ্বেষাদি বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্যকতা হইতেছে কিন্তু ঐ বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিনা কি প্রকারে সম্ভব হয় এবং ঐ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন যাঁহারা স্বীয় পৃথক উদ্যোগে অর্থব্যয় দ্বারা এ কর্ম্ম নির্ব্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের উৎসাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য ঐক্য দ্বারা যে অপূর্ব্ব ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যানুসারে উদ্যোগ করণে অংশী হইবেন। পরন্তু উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাজকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন।

২ দ্বিতীয় তৎপরে সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় ইস্কুলের নাম আন্দুল একেডিমি রক্ষিত হইল।

৩ তৃতীয় সভাপতি মহারাজের প্রস্তাবে হরচন্দ্র কবিরাজের পোষকতায় ঐ আন্দুল একেডিমি নামক বিদ্যালয়ে ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যাদ্বয় শিক্ষা হইবেক স্থির হইল।

৪ চতুর্থ বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের প্রস্তাবে বাবু ঠাকুরদাস রায়ের পোষকতায় গোলোকচন্দ্র চৌধুরি ঐ আন্দুল একেডিমি নামক বিদ্যালয়ের সেক্রেটরি অর্থাৎ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

... ...

৮ অষ্টম সভাপতি মহারাজের প্রস্তাবে রামচন্দ্র মাশ্চটকের পোষকতায় স্থির হইল যে একজন ইঙ্গলণ্ডীয় এবং একজন এতদ্দেশীয় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাণ্ডুলেখ্য মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় এবং হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সংশোধন করণার্থে উপযুক্ত পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন তদ্বিশেষঃ হীরারাম তর্কসরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ও আনন্দচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ তর্কবাগীশ ও পার্ব্বতীচরণ তর্কালঙ্কার।…

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

মহেশপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়েরা এক চাঁদা করিয়াছেন তাহা বারএআরি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার এই এক চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। [জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে]

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬)

বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরাহ্নে বারাসত গ্রামে ও নিকটবর্ত্তি অতিমান্য কএক জন মহাশয় ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ ঐ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাটীতে এক সভা হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুর্য্যে হরিনাথ বাঁড়ুয্যে শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বাঁড়ুয্যে শ্রীযুত বেণীমাধব চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুয্যে শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র চাটুয্যে শ্রীযুত চতুর্ভুজ চাটুর্য্যে শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়ুয্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুত রামকমল গুপ্ত শ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত ভোলানাথ বসু এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বসু।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে

শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ বাঁড়ুয্যের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা সাধারণ কমিটির অধীনে বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন।

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাণ্ডুলেখ্য এই জিলার জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে অর্পণ করা যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্রার্থনা করা যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে ও বাবু গিরীশচন্দ্র গুপ্তের পোষকতায় এই স্থির হইল যে ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ বাঁড়ুয্যে ও শ্রীযুত উদয়চন্দ্র ঘোষের দ্বারা ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিত হয়।

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে দয়ালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় এই স্থির হইল যে এই বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বারাসত নিবাসি মহাশয়েরা ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে উপস্থিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহা শ্রীযুত সাহেবের নিকটে অর্পণ করা যায়। তৎপরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের সম্মতি হইল এবং শ্রীযুত সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানন্তর সভ্যেরা স্বস্বাবাসে প্রস্থান করিলেন। রায় মোহনলাল মিত্র। নবীনচন্দ্র মিত্র সেক্রেটরী।

(৩ মার্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

চুঁচুড়ার পাঠশালাবিষয়ক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। কএক সপ্তাহহইতে জনরব হইয়াছে যে চুঁচুড়া শহরের এবং তদধীন স্থানসকলের বাঙ্গালা লেখা পড়ার যে কএকটা সরকারি পাঠশালা আছে তাহা উঠিয়া যাইবেক···আমি উক্ত স্থানে বাস করি ঐ সকল পাঠশালার বিষয় যথার্থ যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখিয়া পাঠাই···। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন তাহার অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরি মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে অধিক সংখ্যক বালক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা উচ্ছিন্না হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকূল্যে বাঙ্গালা পাঠশালার নিমিত্ত সরকার হইতে মাসিক ৬০০ শত টাকা দিতে হুকুম হয় তদ্দ্বারা মে সাহেব গরিহাটীঅবধি কৃষ্ণনগরপর্য্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্তু ইহার কর্ত্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে বহুকাল ব্যক্ত হইল না সুতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকেরা তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পাদরি সাহেব আপন পরিশ্রম ও আয়াস ন্যূন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট

বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোষিক পয়সা দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুনা যায় নাই এবং বোধ-গম্যও হয় না।

সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাদরি সাহেবের নিজের বেতন এবং তাঁহার পাল্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়।

পাদরি মে সাহেবের পরে পাং পীয়র্সন সাহেব ঐ কর্ম্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস [Higgs] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে ঐ পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইয়াছে। অপর পাদরি সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কর্ম্মসত্ত্বেও মধ্যে২ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন পরন্তু গুরুমহাশয় যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরি সাহেবের নিজের লোকের আত্মীয় এজন্য তাহারা পাদরি সাহেবের দওরা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সমাচার পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিয়া রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন ঐ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিব্যতীত আর কাহার কি উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে।

পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্ব্বে যেপ্রকার হইত ঐ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলি মুটে মজুর পোদ বাগ্‌দীর ছেল্যেরা পাদরি সাহেবের প্রসাদাৎ দোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের দুইকূল গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সন্তানমধ্যে যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিদ্যা মনুষ্যত্ব না হইলে সাধারণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা হয় মাত্র।

এতদ্দেশে বিদ্যাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে তাবৎ নির্ব্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখা পড়া পূর্ব্বে হইত এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখা পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখা

পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্যাদান অনাবশ্যক এই বিবেচনাবিধায় ঐ পাঠশালা কোন মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাঁচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না। কস্যচিৎ চুঁচুড়ানিবাসিনঃ।—সং চং।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—···আমারদিগের মানস এই যে চুঁচুড়ার ফ্রি স্কুলের বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিল্লিপি সানুকূলপূর্ব্বক আপনকার দর্পণপ্রকাশক যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিলেই মহাশয়ের দর্পণপাঠক মহাশয়েরা আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইতে পারেন। কারণ আমারদিগের এই স্থানে বহুকালাবধি বাসপ্রযুক্ত আমরা উক্ত পাঠশালার পূর্ব্বের এবং এইক্ষণের সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছি কেন না পূর্ব্বের ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত সে কেবল বিহঙ্গের ন্যায় কারণ তাহারদিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না কিন্তু এইক্ষণে পূজনীয় শ্রীযুক্ত মণ্ডী সাহেবের অধিক যত্নপ্রযুক্ত এবং উপদেশ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ডিক্রুশ সাহেবের অতিশয় পরিশ্রমের দ্বারা ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা উত্তমোত্তম সভাতে এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য মতের ছাত্রগণ ও কলিকাতানিবাসি ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পাঠশালার বালক সকল যদ্যপি মনোযোগপূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জনে মনোর্পণ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন তবে অনায়াসে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতে পারেন। আর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় আমরা অতিশয় খেদান্বিত হই কারণ উক্ত ছাত্রালয়ে এক উপদেশকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় ষষ্টিতম বালককে উপদেশ দেন কিন্তু যদ্যপি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কোম্পানি বাহাদুর এই বিদ্যালয়ে আর কিঞ্চিদর্থ ব্যয় করিয়া অন্য এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন তবে পূর্ব্বোক্ত মাষ্টর ডিক্রুশ আরো অত্যুত্তমরূপে নানাপ্রকার জ্ঞানোপদেশ অধিকরূপে অভ্যাস করাইতে পারেন কারণ আমরা শ্রুত আছি যে মাষ্টর ডিক্রুশ মহাশয়ের অত্যন্ত যত্ন যে হিন্দুলোকসকলের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তিনি এক নিয়ম সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস সায়ংসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন তদ্দ্বারা পাঠশালার ছাত্রগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা কোন ছাত্রালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া অনেক প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন ইহাতে মাষ্টর মহাশয়ের লাভালাভ নাই কেবল উপকারার্থে করিয়াছেন মাত্র ইতি নিবেদন। সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৩ মাঘ।

(৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আষাঢ় ১২৪৩)

হুগলির পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত ২ তারিখের দর্পণ পাঠ করিয়া এই বিষয় আশ্চর্য্য বোধ হইল যে জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয় হুগলিতে বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবকর্ত্তৃক যে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা জ্ঞাত নহেন···।

ঐ পাঠশালার কার্য্য গত ৫ আপ্রিল তারিখে আরম্ভ হয় তৎসময়ে কেবল ৫ জন ছাত্র ছিল এইক্ষণে ২৩ জনপর্য্যন্ত হইয়াছে এবং বোধ করি যদি তাহাতে টাকা না দিতে হইত ও স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত। অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা কিপর্য্যন্ত উৎসাহ হীন তাহা আপনি অবগত আছেন অতএব এইস্থানে দুইটা অবৈতনিক পাঠশালা থাকিতে যে তাঁহারা বেতন দিতে ইচ্ছুক হইবেন না ইহা সুতরাংই বোধ হইবে।

কিন্তু এক বিশেষ কারণে ঐ সকল লোক এই পাঠশালাতে পুত্রাদিকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ বিমুখ হইয়াছেন সেই কারণ এই যে এই পাঠশালাতে কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষক শিক্ষা দেন। আপনি অবগত আছেন যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ণ ও জাতীয় ও পোশাক পরিচ্ছদাদি দেখিয়া নৈপুণ্য ও ক্ষমতা নির্ণয় করেন কিন্তু বিদ্যা দেখিয়া নহে অতএব সাধারণ্যে কহি যদি ইউরোপীয় বা ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যক্তি কিঞ্চিৎ জানেন এমত কোন শিক্ষক থাকিতেন তবে তাঁহাকেই মহাবিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া বালকেরদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইতেন কিন্তু বাঙ্গালি যদিও অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকর্ম্মা থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেয় বোধ করেন।

হে সম্পাদক মহাশয় এ অতিমন্দ বিবেচনা অতএব যদ্যপি আপনি এতদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ না করেন তবে এই ভ্রমাত্মক বিবেচনা বহুকালাবধিই চলিবে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরদের মান হানি হইবে কেবল নহে এতদ্দেশীয় অনেক পাঠশালার মঙ্গল হানিও হইতে পারে। আপনি মনে করিলে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারেন যে এইক্ষণে হিন্দুকালেজেও পাঁচ ছয় জন এতদ্দেশীয় শিক্ষক আছেন এবং পটল ডাঙ্গাতে হের সাহেবের পাঠশালাতেও বুঝি কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে এবং এইস্থানে ইহাও মন্তব্য যে ঐ পটল ডাঙ্গার পাঠশালার এক জন শিক্ষকের কএক মাস হইল ছোট নাগপুরের কৃষাণপুর স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষকতা নিমিত্ত একাধিপত্য ছিল এবং তিনি এতদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করেন যে তথাকার রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতবিষয় লিখি যে কলিকাতার জেনরল আসেম্‌লি অর্থাৎ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাধ্যক্ষেরা যেমন নিয়মানুসারে ছাত্রেরদিগকে শিক্ষা দেন তদনুসারে এই পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক শিক্ষাণ যায় এবং যে দুই জন সাহেব এই পাঠশালায় কার্য্যানুরক্ত তাঁহারা এই নিয়মে অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণপ্রযুক্ত ঐ সাহেবেরদের নাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না কিন্তু ঐ সাহেবলোকেরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে ঐ নিয়মানুসারেই শিক্ষা দিতে তাঁহারদিগকে পরামর্শ দিয়াছে।...—এক্স। চুঁচুড়াহইতে এক ক্রোশ অন্তরিত।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল মহামহিম ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব সদ্বিচারাধিপতির বিশেষানুধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় ব্যসনে এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্রীনাথ সোমাদ্দার সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়দ্বয়ের অধ্যয়নানুকূল্যার্থে এতৎ পাঠশালার শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তদবধি ইঁহারদিগের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় ধন্যমান্য মহাশয়েরা স্ব২ বালকগণে তত্তৎ সন্নিধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে…।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩৮। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫)

আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক যাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে জেনেরল কমিটি আব পবলিক্ ইনিকষ্ট্রকসন্ শিশুগণকে বিদ্যাদানার্থ হুগলিতে এক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কালেজের অধ্যক্ষ যে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব তিনি এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন যে তিনি ঐ অঞ্চলস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে মাষ্টর পরকিন সাহেব তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া এক্ষণে সংস্থাপিত হইবে যে বিদ্যালয় তাহাতে এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নির্দ্ধার্য্য করেন। যে সময় পর্য্যন্ত হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল তদবধি এতদ্দেশীয় শিশুদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করা যায় নাই। সম্প্রতি বর্ত্তমান শাসনাধিকারিরা এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী হইতেছেন এবং ইহারদিগকে সভ্য করাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতেছেন ইহা আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদের জন্যই হইয়াছে। আমরা ভরসা করি যে এক বর্ষ গতহইতে না হইতে আমরা প্রধান২ স্থানে অকর্ম্মণ্য পাঠশালার পরিবর্ত্তে বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…কালীকিঙ্কর বাবুর সাহায্যে হুগলিহইতে এক ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃস্ব ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি।…এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্পকালের মধ্যে বালকেরা নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন।

…শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন। যদি এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়রাও এতাদৃশ ব্যাপারে আসক্ত হইতেন তবে এই সভ্য ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত। আরো শুনা গেল যে উক্ত বাবু হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে তাহার ব্যয়ার্থ ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

জে আর এম

(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

চন্দননগরে বিদ্যালয়।—সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এবং তাহাতে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অত্যাবশ্যক আছে। এবং কলিকাতার সম্বাদ পত্রে ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপনদ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে কিন্তু এইক্ষণপর্য্যন্ত কেহই তাহাতে অগ্রসর হন নাই। অপর কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় বা ইঙ্গলণ্ডীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হইয়াছে। ফুডচেরির গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের চাঁদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালার নিয়ম এই যে সর্ব্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এনিমিত্ত ঐ পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন নিয়ম আছে তদনুসারে কার্য্য চলিবে। ঐ কমিটির মধ্যে শ্রীযুত রিসি সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ এমত সকলের অপেক্ষা ছিল এবং তদ্রূপই বটেন।

(১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬)

ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন।—জিলা হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি জমীদার মহাশয়েরা ঐ স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ের তাবদ্ব্যয় তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিবেন।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫)

ত্রিবেণীর স্কুল।—প্রভাকর পত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।—হরকরা।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

বৰ্দ্ধমানে নূতন বিদ্যালয়।—আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বৰ্দ্ধমানে শ্রীযুত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বৰ্দ্ধমানের শ্রীযুত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবী এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য দুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে তন্নগরের প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বৰ্দ্ধমান নগরে যে২ সাহেবলোক বাস করেন তাঁহারদের তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে এবং সকলেই আনুকূল্য করিবেন এমত গতিক বটে বৰ্দ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্য স্থলে যদিও উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।—সং কৌং।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

…১৮১৭ সালের রাজা প্রতাপচন্দ্রের ৺প্রাপ্ত পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বৰ্দ্ধমানে যে কালেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকালপৰ্য্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম অতএব ইদানীং ঐ রাজ্যার্থ উদিত যিনি তিনি প্রতাপচন্দ্র কিনা ইহার সাক্ষ্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি…। চার্লস ডু বোর্ড্যু। [Charles Du Bordieux.] গয়া ৩১ মে ১৮৩৬।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

শান্তিপুরের আকাদিমি।—…বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষি শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ব্বাহ্নে দশ ঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।…ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর

খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে। অপর শ্রীযুত জর্জ এড্‌বার্ড মলিন্স সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে দুইবার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন…। কেষাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্তিপুর ১৮৩২ সাল ২৯ জানুআরি।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—…জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মূর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলশ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কালেজের ফাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে ঐ কালেজের পাঠের দাঁড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস করিয়াছেন ৺শারদীয় পূজার পর ঐ স্কুলের একজামিন হইবেক। অনুমান করি তাঁহাতে দেশস্থ ধনি ব্যক্তি সকল এবং জিলাস্থ শ্রীলশ্রীযুত হাকিম সাহেবেরা শান্তিপুরস্থ হইয়া বালকেরদিগের একজামিন করেন ইহা হইলে ভাল হয়। শ্রীযুত বাবুজি মহাশয় একজামিনে উত্তীর্ণ বালকেরদিগকে কেতাবপ্রভৃতি পারিতোষিক দিলেন। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় অত্যল্পকালের মধ্যে এত বালক হইয়াছে পর২ অধিক হইয়া তিন চারি শত বালক হওন সম্ভাবনা। ইহাতে করিয়া এক জনে টিচরী কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। এবং বাঙ্গলা ও পারস্য বিদ্যাভ্যাস হইতেছে না। এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনি বাঙ্গালি এবং ইউরোপীয় এবং শ্রীলশ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা সকলে মনোযোগী হইয়া চাঁদার দ্বারা এমত স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয়। ভরসা করি আমারদিগের নিবেদন পত্র দৃষ্টে সকলেই মনোযোগ করিবেন। এবং ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কণ সম্পাদক মহাশয়রা দেশের উপকারার্থে সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচরার্থে আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদাস সেন কবিরাজ শ্রীরামধন চক্রবর্ত্তী শ্রীদুর্গাচরণ সরকার শ্রীজগন্মোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীমধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাচাঁদ মল্লিক শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩)

এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।—সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে শান্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ঐ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রেরা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আমি অতিআহ্লাদপূর্ব্বক নিবেদিতেছি যে চেরেটী স্কুল শান্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত মেং ডবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল ইষ্টার্থে আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পরীক্ষা লইলেন তদ্দ্বারা ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তমপ্রকার ইস্পীচ এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লাসের বালকসকল ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া যায়। উক্ত সাহেব তদ্দৃষ্টে অতি সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে এবং স্কুল হেড মাষ্টার মেং এণ্ডরূ সেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের বালকেরদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং তৎকালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ প্রাইজ দেওয়া স্থির করিলেন এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৺ ইচ্ছা ত্বরায় নির্ব্বাহ হইবেক এবং ভরসা করি তৎকালীন জিলাস্থ হাকিম সকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরা অবশ্যই আগমন করিয়া বালকদিগের পরীক্ষা লইয়া স্কুলসম্পাদকের প্রীতি জন্মাইবেন। তাহার এক মাস পূর্ব্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।...শ্রীমতিলাল রায়স্য।

(১ মার্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

মুরশিদাবাদে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এই নিয়মের মূল শ্রীযুত কাপ্তান থোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ কমিটিতে দুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ব্যক্তি তৎকর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হন কিন্তু কালেজের দুই জন ছাত্র তৎকর্ম্মে মনোনীত হইয়া এইক্ষণে কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

মুরশিদাবাদে নিজামতের কালেজের বিবরণ।—মুরশিদাবাদে গবর্ণমেণ্টকর্তৃক শ্রীযুত নিজামের মদরসা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় তাহার অভিপ্রায় নিজামের বংশ্যেরদের

বিদ্যাভ্যাসার্থ নিজহইতে কোন ব্যয় না লাগে এবং তাঁহারদের উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয়। ঐ পাঠশালার দ্বারা অন্যান্যের উপকারার্থ নওয়াবের বংশ্য ব্যতিরিক্ত আর২ ব্যক্তিরদিগকেও শিক্ষার্থ অনুমতি হইয়াছে। এবং যাঁহারা ৭ বৎসরব্যাপিয়া পারস্য ও আরবীয় শিক্ষা করিবেন এমত ভরসা ছিল এমত কএক ব্যক্তিরদিগকে ৬।৮।১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে।...

১৮৩৩ সালে হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য দুই জন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ কলিকাতাহইতে প্রেরিত হইয়া এক জন তথায় উত্তীর্ণহওনের কিঞ্চিৎ পরেই পরলোকগত হইলেন অন্য জন অধ্যাপনারম্ভ করিলেন। তিনি গুণগণাধার হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না। কিন্তু ঐ মদরসা কেবল মোসলমানেরদের উপকারার্থ স্থাপিত হইয়াছে অতএব গত মে মাসে তিনি ঐ পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

ঐ বিদ্যালয় এইক্ষণে শ্রীযুত জোন্সসাহেবের অধীনে আছে। ঐ সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যার শিক্ষাদায়ক এবং তাঁহার অধীনে এতদ্দেশীয় দুই জন শিক্ষকও আছেন।... ...

(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭। ১৩ কার্ত্তিক ১২৪৪)

মুরশিদাবাদের নূতন পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।...কএক সপ্তাহ হইল বহরমপুরে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল সাহেবের বাটীতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা একত্র হইয়া সয়দাবাদের নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্যকার্য্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন কিন্তু এইপর্য্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জ্জনার্থ সামান্যরূপও কোন উপায় ছিল না অতএব ঐ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক আছে। তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যেপর্য্যন্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বারা শিশুরদের বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে কোন্ ব্যক্তির আহ্লাদ না জন্মে। এই বিষয়ে ৺প্রাপ্ত রাজা হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় স্বীয় সংবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষরূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন সুতরাং তাঁহার নিতান্ত এমত বোধ হইতেছে যে আপনারদের দেশীয় বালকেরদিগকে ঐ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে।

অপর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণপূর্ব্বক এই স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে এবং ছাত্রেরদের স্ব২ জাতীয় ধর্ম্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। শ্রীযুত ষ্টুয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ

যিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইবে। এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্ত্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল।

শ্রীযুত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায়	...	২০০০
শ্রীযুত বাবু নরসিংহ রায়	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ	...	৫০০
শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু পুলীন বিহারী	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রায় হরি সিংহ	...	৩০০
শ্রীযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র	...	১০০
শ্রীযুত বাবু জগমোহন মহাত্মা	...	১০০
শ্রীযুত বাবু মহিমান গোস্বামী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী	...	১০০
শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী	...	১০১
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ কাটমা	...	৮০
শ্রীযুত বাবু রাধানাথ শীল	...	৮০
শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর সেন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ মজুমদার	...	৩০
শ্রীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন	...	৫০
শ্রীযুত বাবু নৌনিধি দাস	...	২০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য্য	...	৪০
শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসাদ সরকার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু রামকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	৩২
শ্রীযুত বাবু উমানাথ সরকার	...	৫০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণনাথ	...	১৬
শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়	...	৫০

শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দরাম	...	২০
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মথুর হালদার	...	১৬
শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায়	...	২৫
শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ সেন	...	২৫
শ্রীযুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র	...	৫১
শ্রীযুত জাল বাবু	...	৫০
	কোম্পানির টাকা	৬৯৩৪

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা।—কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিতকরণের তাৎপর্য্য এই যে এই গ্রামের এবং জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য।

অধ্যায় প্রকরণ।

১। ১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা।

২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি।

৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্ত্র বাঙ্গালা দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ।

২। ৪। কালেক্‌টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কুলের খাজাঞ্চি হইবেন।

৫। যদ্যপিস্যাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাতে টিচর অর্থাৎ শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক।

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ এবং অন্যান্য লোককে মিনতিপূর্ব্বক জানান যাইবেক যে তাঁহারা স্কুলের পুঁজির জন্য তাঁহারা কিছুং টাকা প্রদান করুন।

৩। ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোলা থাকিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান কি হিন্দু কি মুসলমান।

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড়ুয়াব্যতিরেক হিন্দুলোক অন্য ছাত্রবর্গকে বিদ্যা শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে হইবেক।

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ মাস অন্তর এন্‌তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি।

(২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে। উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপাদ্বারা চলিবেক এবং তজ্জন্য চাঁদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অস্মদাদির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরা পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম কেবল এই শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ছাত্রগণেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন ঐ জিলায় কতকগুলিন খ্যাত্যাপন্ন লোক ও কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টান্ত যাহা ঐ জিলাস্থ প্রধান২ লোককর্তৃক রচনা হইয়াছে তাহা অন্যান্য লোকেরা মনোনীত করিয়া তাঁহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদ্যা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বৰ্দ্ধমানের মহারাজা।—মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার কল্প আছে তাহার চাঁদাতে বর্দ্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌণ্ডতাপূর্ব্বক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই বার্ত্তা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহ্লাদ জন্মিল। এবং গত বৎসরে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ বর্দ্ধমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষাভ্যাসার্থ যে বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুদ্র ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মুর্জাপুর গমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকদিগের সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা মহৎ উপকারজনক হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মূর্খদিগের মৌর্খাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং সুখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে এমত যত্ন পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শ্রবণ করিলাম যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

মহামহিম শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।—অশেষ গুণাকর সর্ব্বজন-হিতৈষি দয়াসাগর এ জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত নাথনিএল স্মিথ সাহেব এক কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী স্থাপন করিলেন মনে করি চিরস্মরণীয়া হইবেক কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি অর্থাৎ উক্ত সাহেব এতদ্রাজধানীর তাবৎ জমীদারদিগকে পত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ সন ১৮৩১ সালের ৩ আগস্ত ও সন ১২৩৮ সালের ১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কোচবেহারের শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ি ও পরগনে মন্থনার জমীদার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও পরগনে কুণ্ডীর সরিক জমীদার শ্রীযুত রাজমোহন রায়চৌধুরীইত্যাদি নীচের লিখিত মহাশয়েরা সভাতে আগমন করিবাতে উক্ত সাহেব সকলকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সভাতে অধিষ্ঠান করাইয়া এই আলাপারম্ভ করিলেন যে তাবৎ লোকের হিতার্থে এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত করার আমার মানস কিন্তু একা কোন কর্ম্ম সাধন হইতে পারে না মহাশয়েরা যদি কিঞ্চিৎ২ আনুকূল্য করেন তবে অনায়াসে সমাপন হইতে পারে ইহাতে নীচের লিখিত তাবৎ মহাশয়েরা স্বীকৃত হইয়া বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থে যিনি যত টাকা স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ।

আসামী		সালিয়ানা টাকা।
পরগণে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত।	...	৩১০
মৌজে মুশাপোয়ালী ঘাটের জমীদার শ্রীপ্রাণকুঙার বর্ম্মণী।	...	৩০০
পাঙ্গার রাজা শ্রীকালীপ্রসাদ ইশর।	...	২০০
পরগণে কুণ্ডীর জমীদারান।	...	২০০
শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরি।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরইত্যাদি।	...	১৫০
শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর।	...	১৫০
শ্রীযুত বাবু জয়রাম সেন।	...	১২০
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু।	...	১২০
শ্রীযুত বাবু কালিমোহন চৌধুরী।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রতাপ সিংহ দগড়া।	...	১০০
শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।	...	১০০
জমীদারান পরগণে ভিতরবন্দ।	...	১০০
শ্রীজমীরুদ্দীন চৌধুরী।	...	১০০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী।	...	১০০
শ্রীকালীপ্রসাদ চৌধুরী।		১০০

উপরের উক্ত লোকসকলের মধ্যে কেহ স্বয়ং কেহবা আপন২ কারপরদাজকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাঁহার ধাপ মোকামের এক দোতালা অত্যুত্তম দালান পাঠশালার নিমিত্ত প্রদান করিয়া তাহার মেরামত খরচ ২০০০ টাকা ও পাঠশালার আনুকূল্যার্থ এক কালে ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন আর২ সকলেই যৎকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিয়াছেন।......

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

আমরা অবগত হইলাম যে বারাণসীর গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শ্রীযুত কাপ্তান ফোসবি [Thoresby] সাহেব শ্রীযুত কর্ণল কব সাহেবের অবর্ত্তমানতায় মুরশিদাবাদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত কাপ্তান ফোসবি সাহেবের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির প্রতি হুকুমহওয়া না দেখিয়া বোধ হয় যে ঐ পদ শূন্য রাখিতে এবং ঐ বিদ্যালয় ক্রমে২ ক্ষীণ হইতে গবর্ণমেণ্টের মানস হইয়াছে। অতএব খরচের এই অত্যন্ত আঁটাআঁটিসময়ে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত হয় না যে সংস্কৃত বিদ্যাধ্যাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে ব্যয় করিতেছেন তাহা তদপেক্ষা অন্যান্য হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না। এবং বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে তাহার অধিক সাফল্যকরণার্থ আরো উত্তম২ নিয়ম হইতে পারে কি না।

গবর্ণমেণ্ট যে নিজব্যয়েতে সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার কালেজ সংস্থাপন করেন তাহার দুই কারণ উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি এতদ্দেশীয় প্রজারদের অনুরাগ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার ক্ষয় না হইতে পায়। কিন্তু অস্মদাদির বিবেচনায় ইহার সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কেবল এই দুই কারণেতেই সরকারী ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের ঐ বিদ্যালয় রাখা পরামর্শ বোধ হয় না। কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর বালকেরদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ও আরবীয়বিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবদ্ভারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গবর্ণমেণ্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়। এবং রাজস্ববন্ধনের পেঁচ কিঞ্চিৎ আলগা করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেমন স্নেহ ও ধন্যবাদ করেন বেদ ও কোরাণের ভাষা শিক্ষাকরায়ণার্থ শত২ কালেজ সংস্থাপনেতেও তাঁহারদের তাদৃশ অনুরাগাদি জন্মে না।

পুনশ্চ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার অক্ষয়ার্থই যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের আবশ্যক এই কথাও যুক্তিসহ নহে ঐ দুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে এবং ঐ বিদ্যাতে নৈপুণ্য জন্মিলে যত কাল মান ও ধন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তত কালপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহার্য্যব্যতিরেকেও বিদ্যার্থি লোকেরদের ব্যগ্রতা থাকিবে এইক্ষণে ঐ বিদ্যা লোকেরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধা এবং সহস্র২ ব্যক্তিও গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র

সাহায্য না পাইয়াও তদ্বিদ্যাভ্যাসে রত আছেন। অতএব যে কএকটি ছাত্রেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দৃষ্ট হইতেছে তদুপলক্ষে তাহা অনাবশ্যকই বোধ হয়। যদি কহ যে সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে ঐ সকল বিদ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে না তবে উত্তর এই যে গবর্ণমেণ্টের অবৃত্তিভোগি পূর্ব্ব২ পণ্ডিতেরদের অপেক্ষা এইক্ষণকার বৃত্তিভোগি কএক জন উত্তম পণ্ডিত পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যেপ্রকার সাহায্য করিতেছেন তাহাতে পণ্ডিতেরা অল্পায়াসেই স্বচ্ছন্দে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেছেন। যে কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে সুপাণ্ডিত্য হয় না গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেতে তত্তুল্য পরিশ্রম না হইয়া বরং কম হয়। আরো এতদ্বিষয়ে মন্তব্য যে এতদ্দেশীয় হিন্দুরদের মধ্যে যে সকল অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি গ্রহণ করিতে কদাচ স্বীকার করেন না বরং ধনি ব্যবহার্য্য জাতীয়েরদের স্থানে অনিয়মিত প্রাপ্তার্থের দ্বারাই আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন যেহেতুক ঐ পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহারদের যেমন প্রশংসা তেমনি তাঁহারদের সম্মান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়। পুনশ্চ লিখি যে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্ত্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে। সে যে হউক উত্তরকালে তদ্রূপ বৃত্তি নিয়ত না দেওনের এক প্রধান কারণ এই যে কএক জন বৃত্তিভোগি ব্যতিরেকে অন্যান্য এতদ্দেশীয় লক্ষ২ লোকের তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষাদি নাই। কএক মাস হইল কলিকাতার সংস্কৃতকালেজের ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অভ্যাসবিষয়ে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় হিন্দুর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ লেখেন যে ঐ কালেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্রিয়া করিতে অনর্হ যেহেতুক বিজাতীয় ভাষাভ্যাসিরদের মন্ত্রাদি পাঠ সময়ে তদ্ভাষার কোন অংশ অবশ্য উপস্থিত হয় তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়া পণ্ড অতএব এতদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মনাশক অবদ্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের যত অল্প টাকা ব্যয় হয় ততই ভাল। তথাচ ঐ বিদ্যালয় যে একেবারে রহিত হয় এমত আমারদের কদাচ মানস নহে কিন্তু হিন্দুগণ বিনাবেতনে যে সকল বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রস্তুত তাহাতে বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্টের তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের ক্রমে২ কার্য্য করিলে ভদ্রতা আছে।

ইত্যাদি প্রসঙ্গ দৃঢ়করণার্থ লিখি যে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করিতে ক্ষম আছেন তত টাকা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ এবং মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ঐ বিদ্যা নিজ ভাষা অর্থাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ পাঠশালা স্থাপন করাতে ব্যয় করা আবশ্যক এবং অতিপরিমিতরূপে ব্যয় না করিলে ঐ কর্ম্মে যত টাকার আবশ্যক তাহা কুলাইবে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ নিয়মে এইক্ষণে সরকারী যত ব্যয় হইতেছে ঐ সকল নিয়ম পুনঃসংশোধিত করিলে ভাল হয়। ঐ নিয়মসকল কেবল

সংপ্রতিকার এইপ্রযুক্ত অপক্ক অতএব চেষ্টায় তাহার নানা প্রকারে সৌষ্ঠব হইতে পারে। এবং আমরা যদি তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পরামর্শ প্রদান করি তবে বিদ্যা দানের উদ্যোগ যাঁহারদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে তাঁহারা এমত বোধ না করুন যে আমরা তাঁহারদের কিছু অবোধতাসূচক উক্তি প্রকাশ করিলাম। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্ম্মণ্য হয় এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই দুই নিয়মের আবশ্যক। প্রথমতঃ কমিটির একই অভিপ্রায় হয় দ্বিতীয়তঃ অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়। দেখুন যখন সংস্কৃত বিদ্যা পটুতর সাহেব লোকেরদের পরামর্শ কমিটিতে অতিপ্রবল হয় তখন কমিটির অভিপ্রেত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ক্ষীণ করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার পৌষ্টিকতা হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ মহাট্টালিকা ও চতুষ্পাঠীপ্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ ভূরি২ মুদ্রা ব্যয় হয়। তৎপরে আরবীয় বিদ্যাবিষয়েও তত্তুল্য পৌষ্টিকতা হইতেছে এবং আরবীয় ও পারস্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিতকরণে অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ অল্পকালের মধ্যেই এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে ঐ সকল গ্রন্থে কিছু উপযোগিতা থাকিবে না। এতদ্রূপে কমিটির অন্তঃপাতি বিশেষ২ লোকেরদের ভাব কমিটির কার্য্যে দেদীপ্যমান হইতেছে এবং প্রকৃত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবৃতই থাকে এইপ্রযুক্ত ঐ কমিটির তাবন্নিয়মের সংশোধন করা উচিত। এবং অনেক বিবেচনানন্তর কার্য্য নির্ব্বাহকরণের একই প্রকার হিতজনক নিয়ম অবধারিত হইয়া কমিটির অন্তঃপাতি সাহেবেরা পরিবর্ত্তিত হইলেও ঐ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয়।

বিদ্যাধ্যাপনের বোর্ড সংস্থাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে সরকারী টাকা অতিপরিমিতরূপেই ব্যয় করা যায় এবং ঐ টাকা লইয়া যত সাধ্য তত কার্য্য সিদ্ধ করা যায় এবং কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদেরও সেই অভিপ্রায় আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সরকারী অন্যান্য তাবৎ কার্য্য যে নিয়মানুসারে চলিতেছে সেই নিয়মে এই বোর্ডের কার্য্য চলিলে ভাল হয় কি না। পরিমিতরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হওনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত প্রতিযোগিতারূপে তাবৎ কার্য্য সাধন করেন। অন্যান্য বোর্ডের জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানার্থ ইশতেহার দেন। তাহাতে এক টুকরা লা কিম্বা এক গজ লাল ফিতাও বিক্রেতারদের প্রতিযোগিতাচরণ ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না। কেবল বিদ্যাধ্যাপনার কমিটির কার্য্যই এতদ্রূপে চলিছে না এইপ্রযুক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা অল্প মূল্যে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের উদ্যোগ মাত্র না করিয়া সহস্র২ মুদ্রা পুস্তকাদি বিশেষতঃ পারস্য আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণার্থ ব্যয় হইতেছে। তবে ঐ বিদ্যাধ্যাপনার বোর্ডের সাহেবেরা যখন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তখন তাঁহারা কি নিমিত্ত এমত ঘোষণা না করেন যে কলিকাতার মধ্যে যে কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রস্তাব করেন। তাহাতে যাঁহার প্রস্তাবেতে সর্ব্বপ্রকারে সরকারের উপকার বোধ হইবে তাহাই গ্রাহ্য করা যাইবে।

দেখুন ইষ্টাম্প আপীস এতদ্রূপ প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য করাতে পূর্ব্বে যে মূল্যে সরকারের নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিতেন এইক্ষণে তদপেক্ষা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রালয় কম ছিল এবং ছাপার কর্ম্মও অতিকদর্য্য ছিল তখন এমত প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য না করণই তাহার একপ্রকার কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের অপূর্ব্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতানগরে ভূরি২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন। অতএব এইক্ষণে কমিটির প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তনকরণ এবং ছাপার কর্ম্মের বৃদ্ধিহওনের দ্বারা সরকারের উপকারহওনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত বোধ হয়। ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে। আমরা কোন এক বিশেষ গ্রন্থ ছাপানের মূল ধরিয়া কহি না কিন্তু সাধারণ ও অতিনিঃসন্দিগ্ধ রীত্যনুসারে কহিতে পারি যে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির সাহেবেরা অন্যান্য তাবৎ বোর্ডের অনুযায়ি কার্য্য করিয়া যদি এই নির্দ্ধার্য্য করেন যে প্রতিযোগিতারূপে পুস্তকাদি মুদ্রিতকরণবিষয়ে প্রস্তাব করিতে কলিকাতার তাবৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষেরদিগকে যদি আহ্বান করেন তবে অবশ্যই তাঁহারদের গ্রন্থ ছাপানের ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।

চতুষ্পাঠী

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

নূতন চতুষ্পাঠী।—হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌষাবধি নূতন চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ন্যায়াদিশাস্ত্রাধ্যা-পনারম্ভ করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাবংশপ্রসূত অতিখ্যাত্যাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান ইহাঁরদিগের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহা বহু পণ্ডিতাজ্ঞানুসারে আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্ত্বিক ধার্ম্মিক ধনি মহাশয়েরা অবশ্যই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনাশূন্য কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্ম্মশীল মহাশয়েরা কর্ম্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচার্য্যকে কেহ বিস্মৃত না হন।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

নূতন চতুষ্পাঠী।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুপণ্ডিত নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য

প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারম্ভ হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং ঐ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ঐ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণাদির তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্যকমতে করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতাবনিতালতাঃ।—সং চং।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।···প্রায় দুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা মহানগরে আসিয়া কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্বারা মোং হাতির বাগানে একখান চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায় অনেকে একত্র হইয়া নিত্য নূতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে সর্ব্বোপরি স্থখোদিতা যে এক কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরূপে গুরু হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ শব্দ দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তৎপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রহ্মসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টৌ। তৃতীয় ব্যক্তি কহেন যদ্যপি ঐ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাঁহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ। কস্যচিৎ কুমার-হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জনৈষিণঃ।

স্ত্রীশিক্ষা

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

বঙ্গদূতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্য্যন্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অনুপযুক্ত তৎপ্রযুক্ত অস্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি।

স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবর্জ্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।

এবং কেবল বাঙ্গলা কথ ফলা বানান আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। যেহেতুক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিদ্যা বৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়।

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারতপ্রভৃতি পাঁচালি গ্রন্থ যে আছে অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অনুশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে যথার্থ কিন্তু রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহারকরণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে তৎপ্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকানুশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবলা হইতে পারেন।

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে পারে কিন্তু সে অতিদুর্ঘট যেহেতুক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শন যাহা প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।

ইহার প্রমাণ অন্যত্র অন্বেষণকরার আবশ্যকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই ইহার প্রমাণ যেহেতুক তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও ষত্বণত্বের তত্ত্ব করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ দুরাশামাত্র।

অপর মিসিনরি সাহেবেরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্ব্বক বাগ্দী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের

বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানানপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধনের ন্যায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তাঁহারদের প্রেরণাতে প্রাণপণ পর্য্যন্ত প্রযত্ন করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক না কিন্তু ইহাতে ইষ্টসম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং বিস্তরেণ। ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮)

স্ত্রীবিদ্যাভ্যাস। চন্দ্রিকা ও প্রভাকর।—...বিশেষতঃ দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম্ম। উত্তর ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম্ম তবে যে বিবাহিতা স্ত্রীকে পশুভাবহইতে মোচনকরা সে কেবল বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম্ম।

অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতিসুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই...।

...এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন। উত্তর উক্ত রাজবাটীর পুরুষ মাত্রেরি লেখা পড়া বিদিত আছে এ যথার্থ বটে রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরীপ্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্যার বিদ্যা বিষয়ের উপাখ্যান আমারদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই এবং তাঁহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন তৎকালীন দর্পণসম্পাদক মহাশয় জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হন নাই তবে কি স্কুল্ড স্কুলবুক সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গনা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না যদি কোন২ বাবুরা আপন২ বিবিরদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রি কালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।

পুনশ্চ শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজবাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান এবং যাঁহারা নির্দ্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই। উত্তর দর্পণসম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ের জন্যে ব্যঙ্গ এবং অনুরোধ করিতে হইবেক

না কারণ উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমারদিগের কএক জন নির্লজ্জ বাবুরা যত্নবান হইয়াছেন। সং প্রং।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

গুণিগণাগ্রগণ্য পরোপকারক শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।...আমি হিন্দু আপনি খ্রীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে অস্মদাদির ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি না বরং চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়া থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আষাঢ়ের প্রভাকরেতে তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাশয়েরা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম...।

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক না এমত লিখিয়া মহাশয় সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রার্থনা করুন ইত্যাদি কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অনুত্তরই উত্তর।

অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণা পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নানা প্রমাণ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ পাইতেন তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে) এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তাঁহার এ অনুমান যে তাহা এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মসভাতে তবলার চাটী শুনিয়া জবন বাদ্যকর থাকা অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্রূপ জানিবেন।

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর। দীক্ষাবিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে।

স্ত্রিয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণাঃস্মৃতাঃ।
মন্ত্রতন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা।

এবঞ্চ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে।

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাত গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
পত্নীং বা সড্‌গুণোপেতাং পুত্রং বা জ্ঞান সংযুতং।

ইত্যাদি অতএব চন্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য যে স্ত্রীলোক্ যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইতে পারে আর আমারদের হিন্দুর

ধর্ম্মে (সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ) ইত্যাদি বচনানুসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্ম্মপত্নীব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় এই সকল প্রমাণানুসারে মহারাষ্ট্রাদি হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে এবং মহারাষ্ট্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধর্ম্ম পত্নীকে স্বচ্ছন্দে জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদি স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর যে তিনি লেখেন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরমধর্ম্ম ইহা কে না স্বীকার করেন বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘোচে বরং স্ত্রীরদিগের এই ধর্ম্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া তদ্বিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা।

প্রভাকরপ্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রাণী ভবানীপ্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রূপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭।৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এইস্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে ৭।৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্হ্য কর্ম্ম হইত না। আর দেখুন সামান্যতঃ জীবহত্যাকরণ মনুষ্যের পাপজনক যজ্ঞেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা পশুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাহ্মণের মদ্যপান সর্ব্বথা নিষেধ যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণো নচহন্তব্যঃ সুরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি যাগপ্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরা সুরাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তাঁহারা মহাপাতকী হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম যদ্রূপ বিশেষ বিধিদ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়েরা করিয়া থাকেন তদ্রূপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানন্তর অন্য পতি করিয়া থাকেন। তাহা বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দুশাস্ত্রে তাহার নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শাস্ত্রাভ্যাসকরণেতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অনুচিত।

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা পড়িবেন তথায় তিনি রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ কেবল কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রূপ পরীক্ষা লওয়াতে শেষে তাঁহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রৌঢ়াস্ত্রীকে পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপর্য্যন্ত বয়স্থা না হয় সেপর্য্যন্ত দোষসম্ভাবনা নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায়

পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকর্ম্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে তাঁহার আকাশতরু প্রসূনের ন্যায়।

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে বারাঙ্গনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সে সর্ব্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়।...তাং ২৫ জুলাই মাসস্য। কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮)

নূতন বালিকা বিদ্যালয়।—আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্য শ্রীযুত রিবেরণ্ড মেকফরসন সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে।—সং কৌং।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

ফিমেল সেন্ট্রেল স্কুল।—গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে বালিকাদিগের পাঠারম্ভ হইল এবং রেবরেণ্ড রাইকার্ড সাহেবকর্তৃক পরীক্ষা নীত হইলে তদ্দিদৃক্ষু অনেক মান্যা বিবি ও এর্চডিকান্ কারী সাহেব এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তুষ্ট হওনানন্তর উপরিস্থ ঘরে "ফেন্সী এর্টিকেল" ক্রয় করিয়া সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে দেখ এই এক অশৌচ পালন যাহাতে শূদ্রের প্রতি এক মাস ক্লেশ ভোগ লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের প্রতিও তাহার বিধান প্রায় সমান যেহেতুক সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ শূদ্র সাধারণ তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতিই অশৌচের বিধান সমান হইয়াছে পুত্র্ প্রসব করিয়াও তাঁহারা বহুদিনব্যতিরেকে দেব পিতৃ-কর্ম্মের কোন সামগ্রী স্পর্শ করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরদের প্রধান শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূদ্রের অনধিকার যদি বা বেদের সারার্থ শ্রবণেও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়ের সম্ভব তাহাতেও শূদ্রেরদিগকে মহান্ ভয় দেখাইয়াছেন যেহেতুক বেদার্থ শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণ শুষ্কলী বন্ধ করিয়া দিতে হয় স্ত্রীলোকের প্রতিও এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না যেহেতুক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মকরণে স্ত্রী শূদ্রের সমানাধিকার ইহাতে কোন গ্রন্থকার এই লেখেন যদ্যপি ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা হন

তবে তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক এই আপত্তি দর্শাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়াছেন যে কেবল যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা কিন্তু পাকাদি কর্ম্মে নহেন অতএব তাঁহারা যে অন্ন পাক করিবেন তদ্ভোজনে শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হয় না। এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম্ম যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি তদর্থে বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষুজ্বালা হস্তদাহপ্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমসুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কি এতই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্রেরাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণাদি তিন জাতির দাসত্ব করিবেন ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন এ সকল কথা তথাপি বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে যদ্যপি হিন্দুরদের প্রধান শাস্ত্র বেদের কোন স্থলে স্ত্রী শূদ্রের প্রতি ঐরূপ লেখা থাকিত কিন্তু বেদের কোন স্থলেই তাহা নাই কেবল পুরাণাদি বক্তারা আপন২ পক্ষ টানিয়া স্ত্রী শূদ্রকে শাসনে রাখিয়াছেন যাহা হউক এইক্ষণে অনেকানেক ভদ্র শূদ্র সন্তানেরা অন্যান্য শাস্ত্রে সুবিদ্য হইয়া বোধ করিতেছেন যে পুরাণবক্তারা তাঁহারদের নিতান্ত বিপক্ষ ছিলেন এবং বেদপাঠে যে শূদ্রের অধিকার নাই ইহাও যুক্তিদ্বারা তাঁহারদের মিথ্যা বোধ হইতেছে কারণ মনুষ্য সকলই সমান এবং জ্ঞান পাওনের বাঞ্ছা সকলেরই আছে তবে যে জ্ঞানোপযোগি শাস্ত্রপাঠে শূদ্র জাতীয়ের অধিকার না থাকা ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব অতএব অনুমান হয় অনেক ভব্য নব্য শূদ্রেরা বেদের অনুশীলন অবশ্য করিবেন সংপ্রতি যে চুপ করিয়া রহিয়াছেন তাহার কারণ এই যে যদিও ইঁহারদের মনের মধ্যে পুরাণাদির লিখিত বহুতর বিষয়ে অবিশ্বাস হইয়াছে তথাপি সকলে হঠাৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না কেননা পূর্ব্বরীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের নাম লইতেই তাঁহারা স্বস্ব পরিবারস্থ প্রাচীন লোকের দ্বারা মহান্ বাধা পান এবং রাজার দ্বারাও এমত বিশেষ শক্তি পান নাই যে পরিবারের বা জ্ঞাতি কুটুম্বের বাধাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন সুতরাং জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারদের জড়সড় হইয়া থাকিতে হইয়াছে কিন্তু সময় পাইলে যে তাঁহারা স্ব স্ব মানস প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই সংপ্রতি এই যে এক রাজাজ্ঞা হইয়াছে যে কেহ পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও পৈতৃকবিষয়ে অনধিকারী হইবেন না ইহা এক মহান্ মঙ্গলের চিহ্ন এইরূপ বিবাহের আদান প্রদানবিষয়ে যগুপি কোন এক সুপথ হয় তবেই কেহ কাহারও বাধা শুনিবেক না নতুবা অনেকেই ভীত আছেন যে যদ্যপি প্রকাশরূপে পূর্ব্বের ব্যবহারাতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার করেন তবে বিবাহ করিতে পারিবেন না অথবা কন্যা পুত্রের বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার হইবেক যাহা হউক. বুদ্ধিশালি পুরুষেরা আপন২ সুপথ চিন্তা অবশ্য করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দূরহওনের কোন সুযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা

অন্তঃপুরের ভিতরে গৃহ মার্জনাদি কর্ম্মে আবৃত থাকেন সুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণপরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারেন যদি বা এই নগরের ও তৎপার্শ্বস্থ কএক গ্রামের স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে বাহির হন বটে কিন্তু সে বাহির হওয়া তাঁহারদের কোন উপকারের নহে যেহেতুক ভাগ্যবন্ত লোকের স্ত্রীলোকেরা প্রায় রাত্রি থাকিতেই গঙ্গাস্নানে যান তাহাতে গঙ্গার ঘাটে বা রাস্তাতে অনেক জ্ঞানি পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাঁহারদের সহিত কোন আলাপাদি হয় না এবং যাঁহারা দিবাভাগেও গঙ্গাস্নানে যান তাঁহারাও কোন জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপাদি করেন না কেবল ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের সাক্ষাতে গঙ্গায় সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া যান গঙ্গাস্নানে যে শত সহস্র পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্ত্রীলোকেরদের দুঃখ স্মরণ করিতে আমরা খেদিত হই ইতি। —জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ মে ১৮৩৪। ২৯ বৈশাখ ১২৪১)

স্ত্রীর বিদ্যা শিক্ষা।—…এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের মনে অত্যন্ত ভ্রম চলিতেছে অদ্যপর্য্যন্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্বাদপত্রের দ্বারা আমি সকল শাস্ত্রিরদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল এমত এক বচন তাঁহারা যদি সমর্থ হন তবে তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন গ্রন্থহইতে বাহির করুন। স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবেন না কিন্তু স্ত্রীর বিদ্যাধ্যয়নাদিবিষয়ক যে অনুমতি আছে তাহা আমি নীচে লিখিত কএক বিবরণের দ্বারা প্রমাণ দিতেছি।

১। মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতী সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কুমারসম্ভব।

২। নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তী লিখন পঠন করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ নৈষধ গ্রন্থ।

৩। রুক্মিণী স্বীয় বিবাহার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্বহস্তেই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয় অতিপ্রশংস্য বোধ হয় যদ্যপি তিনি লেখা পড়া না জানিতেন তবে তিনি কি প্রকারে পত্র লিখিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত।

৪। ভবভূতি লিখিয়াছেন যে বাল্মীকি আত্রেয়ী স্ত্রীকে এবং রামের পুত্রকে বেদান্ত অধ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ণ।

পুরাণহইতে এমত অসংখ্যক প্রমাণ আমি দিতে পারি কিন্তু তাহা না দিয়া আধুনিক কএক প্রমাণ দিতেছি।

শাস্ত্রিরদের মধ্যে অনেকেই শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা কাব্য অবগত

থাকিবেন। তদ্বিষয়ে আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন যে শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা এবং অন্যান্য স্ত্রীরাও উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যোতির্জ্ঞ মাত্রই ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীকে অবগত আছেন তৎকর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থের মধ্যে যত প্রশ্ন আছে সে সকলই লীলাবতীর প্রতি হয় এবং ধারাবাহিক এমত জনশ্রুতি আছে যে ঐ বিদ্যাবতী লীলাবতী কন্যা পিতৃকর্তৃক গণিত গ্রন্থ রচনা সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

অস্মৎকালেও সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে অতিমান্য শিষ্ট বিশিষ্ট স্ত্রীগণও সংস্কৃত লিখন পঠনাদি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং যদ্যপি এমত স্ত্রী লোকের সংখ্যা অল্প হয় তথাপি তাহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে যে স্ত্রী লোকের মনেতেও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে নির্লজ্জা হইবে এমত নহে বরং তাহাতে সাত্ত্বিকী ও সাধ্বী হইতে পারে। এবং উপরিউক্ত যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল তাহাতে শাস্ত্রের কোন স্থানেই স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষাতে নিষেধ নাই দেখা যাইতেছে। কস্যচিৎ হিন্দোঃ। দক্ষিণ দেশ ৬ আপ্রিল।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শেতে শিশু-কালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ যাঁহারা দোষের আকরসুদ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন তাঁহারদিগের ন্যায় নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণ যাঁহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলে তাহারদিগের সঙ্গেও তুল্যাস্পর্দ্ধ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি ঐ বাবুরা জগতের আমূল কোমলস্বভাব সুন্দরীদিগের সুশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন কিন্তু ঐ বাবু দ্বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকর্ম্মের পারিতোষিক না পাইলেও মন

তাঁহারদিগকে পারিতোষিক দিবেন কেননা যে দেশের লোকেরা মূর্খতাপ্রযুক্ত অন্যকৃত উপকার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহারদিগের উপকারকর্ত্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্ম্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্ম্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাঁহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্ব্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—গত কএক বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যানুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংপ্রদায় আহ্লাদিত হইতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়েরা যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ করি যে আরো বিদ্যার মহানুশীলন হইতে পারিবে। কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত হইলাম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কএক জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রী লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। যদ্যপি পুরুষেরদের সঙ্গে২ স্ত্রীরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্ব্বকালেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকেরা যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যে সময়ে লোকেরা দিবা রাত্রি গণ্ডগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি নানা আশু সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু ঐ সকল অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার ঐক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অন্ধকার। কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্য্যে রত হইবেন। বাণিজ্য বা বিদ্যার্থ তাঁহারা ভিন্ন দেশেও গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাঁহারা আপনারদের ধন ব্যয় করিবেন অতএব পুরুষেরদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে

শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন। আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীত্যনুসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়া থাকিবেন অধিকন্তু প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে বিবাদ জন্মায় এবং ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থ পুরুষেরদের কি পর্য্যন্ত সময় হরণ না হয়। সকলই অবগত আছেন যে ঐ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তদ্দারা ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্খতা তাহারদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্তু সকল দর্শাউন তবে মূর্খতা দূর হইবে অতএব আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুঁচুড়া শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রূপ টাল মাটাল আর কতকাল পর্য্যন্ত করিবেন। অতএব অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কর্ম্ম উত্তম বটে এবং শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সুফল দর্শিতে পারিবে।···কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য। চুঁচুড়া ২৪ ফেব্রুআরি ১৮৩৮।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

দর্পণ প্রকাশক সমীপেষু।—আপনকার ১১৮১ সংখ্যক দর্পণে কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসি গুপ্ত নামধারি ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণে দৃষ্ট মাত্রই লেখকের ভ্রান্তি শান্ত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম সুধীর মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। লেখক মহাশয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আন্তরিক খেদিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়গো লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস নাহওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। ইহাতে লেখক মহাশয় এইক্ষণে দেশের সৌষ্ঠব হওনে স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মাত্র তিনি কি আশ্চর্য্য দেশহিতৈষী যে দেশের

মঙ্গলার্থ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ প্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়। সম্পাদক মহাশয় একি অকথ্য কথা কহা সম্ভবে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি অনেক জমীদারের ঘরে স্ত্রীরা অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল ঘরেই অধিকন্তু স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিচ্ছেদ জন্মাইয়া নানা স্থানী করিতেছে। লেখক আরো লেখেন যে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাঁহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হায় লেখক কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না যে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কহে। অপর স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দফল জন্মে। যথা গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। এপক্ষে আরো অনেক২ প্রমাণ আছে বিশেষতঃ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসে যে অনিষ্ট স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতেছি। উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীর ব্যবহারানুসারে সর্ব্ব লোকই বালিকারদিগকে স্নানে গমন ইত্যাদি আবশ্যক কর্ম্মে কখন একা ঘরহইতে বাহিরে যাইতে দেন না সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন। এ অবস্থাতে তাহারা কিরূপে নানা লোকের সহিত পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবে এবং স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই তদ্দৃষ্টে অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে এবং সময়ানুসারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নানা কুবচনও বলিয়া থাকে। অতএব অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া। ইহাতে কি প্রকারে তাহারদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া সুস্থির থাকিবেন। যদি ধনি ব্যক্তিরা যানবাহনে স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন তাহাতে বক্তব্য যে এসকল কেবল ধনবান মহাশয়েরদের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষক পুরুষব্যতিরেকে স্ত্রী নিযুক্তা হয় না যেহেতু এতদ্দেশে স্ত্রী সুপণ্ডিতা প্রায় নাই এবং পুরুষেরা অতি ধার্ম্মিক হইলেও বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি এবং ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্ ইত্যাদি প্রমাণে এবং লৌকিক ব্যবহারে পরস্ত্রী পর পুরুষের একত্র অবস্থান দূরে থাকুক মনুর বচন গুরুপত্নী প্রভৃতি যুবতি হইলে শিষ্য তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে না এবং মাতা ভগিনী কন্যা যুবতি হইলে একত্র নির্জ্জনে তাঁহারদের সঙ্গে অবস্থান করিবে না। পুরুষের মন অতিমত্ত এবং স্ত্রীরও তাদৃশ যথা সুবেশং পুরুষং দৃষ্টা ভ্রাতরং যদিবা সুতং ইত্যাদি প্রমাণ আছে। অতএব পুরুষের নিকটে স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব।

কৈলাসচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ।

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—···অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক বিশিষ্ট শিষ্ট মহামহিম মহাশয়েরা যাহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া স্ব২ পরিবারদিগকে শিক্ষা না দিয়া তাহারদিগের ঐ মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান করিতেছেন আমি অকুতোভয়ে কহিতেছি যে তাঁহারা অত্যন্তানভিনিবেশবশতঃ

বা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে বদ্ধ হইয়া মাত্র তাহারদিগকে শিক্ষা না দিয়া যাবজ্জীবন জন্য দুঃখিনী করিতেছেন যেহেতুক অজ্ঞানতাবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে রতা হইয়া দুঃখ পায় অতএব অবিদ্যাই তাহারদিগের দুঃখের প্রতি কারণ। বিচক্ষণ পত্রপ্রেরক [কৈলাসচন্দ্র সেন] লেখেন যে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যোপার্জনে বরং মন্দফলই জন্মে যথা গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়। উত্তর শাস্ত্র বিদ্যা যে অসৎ ফলার্পিকা ইহা এক নূতন বার্ত্তা কেন না বিদ্যা যে জ্ঞান ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলার্পিকা নহেন যথা বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং। অতএব বিদ্যোপার্জনে এই সকল অর্জন হয় বিদ্যার অভাবে ইহারদিগের অভাব হইলে সুতরাং নানা মন্দ ফল দর্শে বিদ্যাবতী বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়া যে দোষ হইয়াছিল হইয়া অস্বীকর্ত্তব্য দুষ ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে তবে উক্তস্থলে ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্তুতঃ এক প্রকার অনন্বয় ইহাই স্বীকার করিলে এস্থলে বিবাদ বিরহ কেন না বিদ্যা সুন্দরের ইতিহাস দ্রষ্টা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়েরা যদি ঐ উভয়ের সংমেলনের প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করেন তবে বিদ্যার বিদ্যায় যে গুণ হইয়া দোষ হইয়াছিল কদাচ এমত বোধ হইবেক না তবে অপবাদ প্রভৃতি দেবীর লীলার কারণ মাত্র অতএব বিদ্যার দ্বারা অর্জ্জিত গুণ কদাপি অগুণ কারক নহে। দর্পণ সম্পাদক মহাশয় স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই বরং নীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুমতি আছে যথা কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়েতি যত্নত ইত্যাদি অর্থাৎ কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক। আর যদি স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে কস্যচিন্মতে কোন দোষোল্লেখ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীরা কদাচ অধ্যয়ন করিতেন না দেখুন মৈত্রেয়ী শকুন্তলা অনুসূয়া বাহুবটকন্যা দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী মালতী কর্ণাট রাজাঙ্গনা খনা এবং লক্ষণসেনের স্ত্রী প্রভৃতি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তচ্ছাস্ত্রে পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাত ছিলেন অতএব আমি পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি তাঁহারদের ধর্ম্ম নষ্ট না অখ্যাতি হইয়াছিল বরং তাঁহারদের সুখ্যাতিই চির জীবিনী হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় উক্ত স্ত্রীদিগের প্রত্যেকের অপূর্ব্বানির্ব্বচনীয়া বিদ্যা বুদ্ধির প্রমাণ সমূহ দেদীপ্যমান আছে আবশ্যক হইলে প্রকাশ হইবেক যদি পত্রপ্রেরক ঐ স্ত্রীরা দেবাংশে জাতা বলিয়া আপত্তির উৎপত্তি করেন তবে আমি এই কহিতেছি যে একালে রাণীভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অনেকেই করিতেছেন তাহাতে তাহারদের প্রতি কি দোষ স্পর্শিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব পূর্ব্বাবধি এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিতা আছে এবং তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যাহাহউক পত্রপ্রেরক সন্দেহসাগরে নিমগ্ন হইয়া তদনন্তর লেখেন যে উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীগণের ব্যবহারানুসারে তেবাং তাবল্লোকেই স্ব২ বালিকারদিগকে ও আবশ্যক কর্ম্মার্থে বহির্গমন করিতে দেন না এতাবস্তা এতদবস্থায় তাহারা কিরূপে পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া শিক্ষা করিবেক যদ্দেতুক তদ্দৃষ্টে অশিষ্ট

অর্থাৎ পারস্পরেণেয় জনগণ তত্ত্বল্লোলুপ হইয়া বিদ্রূপাদি করিবেক। উত্তর ভদ্র লোকের এক পক্ষে মান সম্ভ্রম স্ত্রীদিগের ব্যবহারানুসারে এ কথা মান্য বটে কিন্তু এই ভদ্র কর্ম্মের উপষ্টম্ভ হইলেই যে ভদ্র লোকের বালিকারা পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবেন যদি পত্রপ্রেরক এমত ভাবিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাঁহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বীকার করিতে হইবেক তবে যেমতে তাঁহারদের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা অস্মদ্বিবেচনায় এই বোধ হইতেছে প্রথমতঃ স্থানে২ পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই অনুমতি করা যায় যে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় সামান্য লোকের বালিকারা অর্থাৎ যাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া যায় ইহার তত্ত্বাবধারণার্থে কেবল ইংলণ্ডীয় বিবিরা নিযুক্তা থাকেন ঐ বালিকারা যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎপর্য্যন্ত তাহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞান প্রাপ্তির অপেক্ষা বটে যথা বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়ো ভবেৎ যদি পত্রপ্রেরক আরো কহেন যে স্ত্রীজাতির বিদ্যা হইবার সম্ভাবনা কি উত্তর অসম্ভাবনাভাব যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী বুদ্ধি অধিক জ্ঞাপন করিয়াছেন যথা আহারো দ্বিগুণশ্চৈব বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা ইত্যাদি। অতএব আমি বলি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক শ্রম ও অল্পে বিদ্যোপার্জন করিতে পারেন যাহাহউক কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত ঐ বালিকারা এইপ্রকারে সুশিক্ষিতা হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাঁহারদিগের পরিজনকে শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক তাহাতে প্রত্যেক বাটীর মধ্যে যদি একজন স্ত্রীলোক নানা প্রকার পুস্তকাদি দর্শনে ও পরস্পর আলোচনা কারণ বিদ্যাবতী হন তবে বোধ করি যে তত্তদ্বাটীর তাবদজ্ঞ নারীরাই তৎ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইতে পারিবেন তাহাতে কিছু কাল এইরূপ হইলে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্না অবলারা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ইহা আপনকার পত্রপ্রেরক যদি একবার ভ্রম সিন্ধুহইতে মাথা তুলিয়া বিবেচনা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন এত ভাবনার বিষয় কি…ইতি। লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্য উন বিংশতি দিনজা হুগলি।

বঙ্গবালাহিতৈষি কেষাংচিৎ হুগলি নিবাসিনাং।

পুং নিং। মহাশয় ২১ ফাল্গুণের ১১৮১ সংখ্যার দর্পণে প্রতিবাসি চুঁচুড়া নিবাসি ব্রাহ্মণ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের মতের স্থূলার্থের সহিত আমি নিতান্ত ঐক্য ফলতঃ এই স্ত্রী শিক্ষা যেরূপে দেওন কর্ত্তব্যা তাহাতে তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমি নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহার মানস যে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিতা পাঠশালায় আসিয়া ভদ্রলোকের বালিকারা শিক্ষা করেন কিন্তু ইহা অসম্ভব যেহেতুক যাহারা বাহিরে গমন দূরে থাকুক বরং পরপুরুষাননাবলোকনাশঙ্কায় সতত পটাবগুণ্ঠন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে বাস করেন তাঁহারা কিমতে ঐ পাঠশালায় আসিয়া পাঠ করিবেন আমি বোধ করি এরূপে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা পাইলে ইহার

উপষ্টম্ভ হওয়া সুদূরে দূর হউক বরং অনেকেই আশু ঐ আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চলচিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেক···ইতি।

পণ্ডিত

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭)

···ত্রিবেণীনিবাসি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ধর্ম্মদবহির্গাছি নিবাসি নবদ্বীপের রাজগুরু ভট্টাচার্য্য ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুর্ভুজন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পিতামহ কলিকাতানিবাসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগকে পূর্ব্বের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপণ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল এবং তত্তুল্য বা ন্যূনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে কুলীনকে কন্যাদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তৎসন্তানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত তবে তাঁহারাই যথাশাস্ত্র লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন···। [সমাচার চন্দ্রিকা]

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন···।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে কুণ্ডরহট্ট গ্রামে নীলমণি আচার্য্যনামে এক জন দৈবজ্ঞ পরলোকগত হইবাতে···।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

শুনা গেল যে মোকাম আহিরিটোলার ৺কাশীনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের···।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ

গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সম্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্তমান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাঁর মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।)

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

ঐ গ্রাম [পুঁড়া] নিবাসী ৺কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি যদ্যপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য এবং অনেক বড় লোকের বাটীতে কর্ম্মকাণ্ডসময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেষীহওয়াতে তাঁহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষতা করিতে পারেন না তথাচ মুন্সী বাবুর বাটীতে অধ্যক্ষ বটেন…। কস্যচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্য।—সং চং।

(১৭ মার্চ ১৮৩২। ৬ চৈত্র ১২৩৮)

প্রেরিতপত্র।—…যশোহর জিলার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কারণ তথাকার পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিজীবি ও কৃতি মনুষ্য প্রায় পাওয়া দুর্লভ। সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থবিষয়ে ঐ কর্ম্ম [প্রধান সদর আমীনী] প্রাপ্ত হইল না। এ কি চমৎকার ব্যাপার। ঐ পণ্ডিত মহাশয় বিংশতি বৎসরের অধিককালাবধি ঐ আদালতের কর্ম্ম সুচারু বিচারমতে নির্ব্বাহ করেন। তেঁহ অদ্যাপি দেনদার ইহাতে কি নিমিত্ত বিবেচনা না হইল যে ঐ মহাশয় অবৈহিত ধন ও উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই যৎকর্তৃক ঋণগ্রস্থহওনের কারণ। আর যদিস্যাৎ ঋণ হইলে রাজকর্ম্মে অযোগ্য হয়

তবে কিপ্রকার মহা২ ঋণী ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা স্থানে২ প্রধান২ আদালতের কর্ম্ম সুখ্যাতিরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন।

(৯ নবেম্বর ১৮৩৩। ২৫ কার্ত্তিক ১২৪০)

ফোর্ট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্ব্বস্থলীনিবাসি ৺ কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় কৌন্সেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত করিবাতে হুজুরের সাহেবেরা অনুগ্রহ করিয়া পেন্স্যনের হুকুম দেন ভট্টাচার্য্য সেই হুকুমানুসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি ১২৪০ সাল ১৯ কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় ৺ তীরে ৺ নামস্মরণপূর্ব্বক ৺ ধাম গমন করেন ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির খেদ না জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কার্ত্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শর্ম্মণঃ।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

…কোন্নগরবাসি প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুত রাজচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য…। …নৈহাটীর শ্রীযুত রামকমল ন্যায়রত্ন…।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ৩ আশ্বিন ১২৪৩)

…মোং খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইনি অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু এবং ইহাঁর পুরুষানুক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্যবসায় অতএব অতিশয় মান্য ঐ ব্যক্তি এইক্ষণে কোম্পানিস্থাপিত সংস্কৃত পাঠশালাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ব্যাকরণ এবং সাহিত্য-শাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে এবং কবিতাশক্তিও আছে এমত উত্তম হইয়া কাল-প্রযুক্ত কিম্বা সংসর্গপ্রযুক্ত ঐ পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এই সকল লোকেরা ইঙ্গরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রায় নাস্তিক হয়।…

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে সেই খানে শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তদবধি ঐ ধর্ম্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্ত্তারাও তাঁহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ

বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তমরূপেই চলিয়াছিল অনন্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশকরণের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া দুই তিন মাসপর্য্যন্ত বিসাপ কালেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন যাঁহারা অন্তরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা অতিশয় কটুকাটব্য কহিবেন।

তাঁহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পাদরিরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই।

পাদরি কৃষ্ণ মোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

প্রেরিত পত্র।—...পরম্পরা শুনিতেছি যে সুখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত আছে ঐ মুন্সেফ ২০ বৎসরপর্য্যন্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির সপ্রেণ্টেণ্ডেন্টী কার্য্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া তদুভয় সভায় সেক্রেটরি ও মেম্বর ও প্রসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজা রঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ আমারদিগের লিখা আবশ্যক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্সেফের সচ্চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত হইলে এদেশীয় প্রাড় বিবাকবর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহকরত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতনমাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদৃশ কার্য্য প্রায় কোন কর্ম্মকারকের প্রতি হয় নাই তাঁহার সমুদয় মাস সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহা সাম্বৎসরিক রিপোর্ট দ্বারা সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর

হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্ম্মে তাহার দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব লোকেরা নিযুক্ত করেন নাই।...পূরণীয়া জিলা নিবাসি যথার্থবাদিনাং।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

হালহেড সাহেব।—অপর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডদেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স সাহেবঁ আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স সাহেব পঞ্চাননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তদ্দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

পাদরি পিয়েরসন।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে চুঁচড়ার পাদরি জি ডি পিয়েরসন সাহেব ৮ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন সেই দিবসের বৈকালেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডে গমন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অত্যল্প দিনে যাইবেন এই মত কল্প ছিল পিয়েরসন সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়েরা যৎপরোনাস্তি খেদ করিতেছেন এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তিনি নিতান্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং বালকেরদের পাঠজন্য তাঁহারকর্তৃক নানা পুস্তক রচিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন তাঁহার অধ্যক্ষতাতে চুঁচড়ার স্কুলে বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। সং কৌং

(১১ জুন ১৮৩৪। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

অদ্য আমারদের যে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোক কেবল নহে কিন্তু তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন। ডাক্তর কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে বিনা যন্ত্রণায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। কএক

বৎসরঅবধি তিনি অসুস্থ হইয়া ক্রমে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত নহে কেবল দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ সালের অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া গত সেপ্তেম্বর মাসে একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিয়ৎকালপর্য্যন্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে লাগিল যে অদ্যই মৃত্যু হইবে কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং গত শীতঋতুতে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে বায়ুসেবনার্থ পাল্কিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্শ্ব অবলম্বনেতে গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলতঃ মৃত্যুতে তাঁহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাঁহার অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মনুষ্যের ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন তথাপি তাঁহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই আহ্লাদের বিষয়।

ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কীর্ত্তির প্রণালী তাহা অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বকই স্মরণীয়। একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তাঁহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ লোকেরদের চক্রে তাঁহাকে চিরস্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি অতিদরিদ্র ব্যক্তির সন্তান এবং যৌবনাবস্থাপর্য্যন্তও তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতদ্দেশে অত্যন্তাপমাননীয় অর্থাৎ চর্ম্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কোন কীর্ত্তিকর ব্যাপারের অনুপায়ী হইয়াও তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব্ব হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইল যে তিনি যে ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত ৺ তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাঁহার মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার তদ্রূপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল। স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ মর্ম্ম জ্ঞাতহওনবিষয়ে তাঁহার পরমোৎসুকতাপ্রযুক্ত যে প্রাচীন ভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত ছিল ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ন পাইতেছিলেন তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃতযত্ন হইলেন এবং যেপর্য্যন্ত তাঁহার নিজরচিত কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সর্ব্ববাদি সম্মতিতে পরম মান্যরূপে গণিত হইল সেই পর্য্যন্ত তিনি অন্যান্য কোষাদি গ্রন্থাভ্যাসে বিরত হইলেন না কিঞ্চিৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন।

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পর্য্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা

জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়া দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অত্যন্তানুতাপী হইলেন। ফলতঃ তদ্বিষয়ে তিনি এমত খেদান্বিত হইলেন যে তাঁহারদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাঁহার মিত্রগণের মধ্যে তাঁহারই অনুরোধক্রমে এক সৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পঁহুছিলেন।

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্মার্কীয় এক জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবর্ষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি চেষ্টা করিলেও অনর্থক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আপনারদের ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে আইসেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার অনেক দুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নূতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অডনি সাহেবের অনুগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট স্থানে তিনি অনুমতি পাইলেন। ১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষা পরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ন করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিকটে ও দূরে খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম প্রকাশ ও নানা পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন।

১৮০০ সালের ১০ জানুআরিতে ডাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর মার্সমন ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়া যে মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্‌নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্ব্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ স্বদেশীয় লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট ও দেন্মার্কীয় বাদশাহ প্রথমাবধি অদ্যপর্য্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাঁহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি সাহেব বাস করিলেন সেই বৎসরে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনূদিত হইয়া প্রায়. তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন এবং তৎসময়ে যে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়া আরম্ভ হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে নানা স্থানে ২৪ মণ্ডলী হইয়াছে।

১৮০১ সালে ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে বঙ্গভাষার এবং একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতদ্রূপে ভারতবর্ষের নানা স্থানহইতে আগত অতিসুধী পণ্ডিতেরদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল এবং তাঁহারদের দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধান২ ভাষায় ক্রমশঃ ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি যে ভাষা শিক্ষাইতে লাগিলেন তাঁহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইল। এবং বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া অতিবৃহৎ বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ডিক্স্যনরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রায় জগৎব্যাপিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্যায় অগ্রগণ্য হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যূন ছিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে প্রস্থিতহওনের অনেকালপূর্ব্বেই উদ্ভিদ্বিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন এবং ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ত্বা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন। এবম্বিধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা তিনি রক্সবরা ও ভ্যুকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান্ ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাঁহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং তাঁহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বারা নূতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন।

কিন্তু হিতৈষিতাকার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঙ্গাসাগরে বালকহত্যা নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকার্য্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহারি উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযুত মারকুইস উএলেস্লি সাহেব ভারতবর্ষের রাজশাসনকার্য্যে তাঁহার পর যিনি নিযুক্ত হইবেন তাঁহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত লিখিয়া গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি সাহেব বড়সাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন। কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটির সংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্ব্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত হিতার্থ প্রায় কোন উদ্যোগই এতদ্দেশে হয় নাই।

বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান ও মিসনরি ও ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদকরণ কার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই দেদীপ্যমান ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকেরদের তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কি পর্য্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয় তাহা অদ্যাপি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহার পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বঙ্গ দেশস্থ লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাঁহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাধু

ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র ছিল না ! পণ্ডিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা ঐ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণা ও সংস্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বসাধারণই উত্তমরূপ ঐ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎসুক বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতেরা তাঁহারদের প্রযত্নেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রূপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে।

ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগস্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম সময়েতে পরিপূর্ণ হইয়া ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন।

(২৮ জুন ১৮৩৪। ১৫ আষাঢ় ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—সংপ্রতি পরলোকান্তরিত ৺ডাক্তর কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান্ করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু তাহার বিশেষ অনেকে জ্ঞাত নহেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি।···

৺ ডাক্তর কেরি সাহেবের পরলোকগমনে অস্মদাদির মনে যে খেদ জন্মিয়াছে তন্নিবারণার্থ কোন উপায় দেখি না যেহেতুক তৎসমান কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না যে তদ্দৃষ্টে সে শোকাপনোদন করিতে পারি। ডাক্তর কেরি সাহেবের দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত লিখিব তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেও আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করি। তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও অল্পদিনে অতিসুকঠিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন অন্য২ লোকের বাল্যকালে আরম্ভ করিয়াও এত শীঘ্র সংস্কৃতবিদ্যা হওয়া দুর্ঘট তিনি কিছুকাল এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কৃত রচনাদি করিতেন কিন্তু ইদানীং তিনি পরাপেক্ষা না করিয়াই ইঙ্গরেজীহইতে সংস্কৃত অনুবাদ অর্থাৎ তর্জ্জমা করিতেন এবং সংস্কৃতহইতে ইঙ্গরেজী অথবা বঙ্গভাষা অনুবাদ করিতেন ইহাতে তাঁহার বিন্দুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না। অপর তিনি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতিতে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের কতক অংশ আপনি ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিয়া উভয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও তৈলিঙ্গী ও কার্ণাটী ও ঐৎকলীপ্রভৃতি ঊনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জ্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন যদ্যপি তত্তদ্দেশীয় এক২ জন বেতনভুক্ পণ্ডিত স্বীয়২ ভাষায় তর্জ্জমা করিতেন বটে তথাপি ঐ সাহেব সে সকল ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহাতে হিন্দুস্থানীয় তত্তদ্ভাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাঁহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল। এবং কার্ণাটী ও পাঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় ও তৈলিঙ্গী ভাষার এক২ ব্যাকরণ ইঙ্গরেজীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লোক তত্তদ্ব্যাকরণদৃষ্টে

Your affect. Bro. W. Carey.

উইলিয়াম কেরী

তত্তদ্ভাষায় অনায়াসে প্রবেশ করিতেছেন এবং বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুগম সোপান করিয়াছেন। অপর পরস্পর পত্রাদি লিখন পঠনব্যতিরেকে ইতিহাস কি প্রাচীন কোন বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় গদ্য রচনা করিয়া কোন গ্রন্থ করা এতদ্দেশীয় লোকের প্রথা ছিল না কিন্তু ডাক্তর কেরী সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধীন পণ্ডিতেরদের প্রতি উপদেশদ্বারা হিতোপদেশ ও বত্রিশসিংহাসন ও রাজাবলি ও পুরুষপরীক্ষাপ্রভৃতি নানা পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন ইদানীং তদ্দৃষ্টে শত২ লোক স্বীয়২ জীবিকার নিমিত্ত শত২ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বৃতি করিতেছে এবং তদবধি বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। এবং তিনি অকারাদিক্রমে এতদ্দেশীয় সংস্কৃতপ্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেক আয়ুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে আয়ুঃশেষপর্য্যন্ত তিনি ক্রটি করেন নাই। অতএব এই অল্প আয়ুর মধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন যদি পরমেশ্বর ইহাঁকে অধিক আয়ুষ্মান্ করিতেন তবে ইহাঁহইতে কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপণীয় ইত্যলং বিস্তরেণ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠক বিপ্রস্য।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

কোলবোরোক সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইঙ্গলণ্ডহইতে যে শেষ সম্বাদ পঁহুছিয়াছে তদ্দ্বারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শব্দপরিচিত আছেন। ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন তিনি সর্ব্ববিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই। কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। লণ্ডননগরের রায়েল আসিয়াটিক সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ সোসৈটি স্থাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অনুসন্ধানকরণ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরকরণ।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

ডাক্তর মিল।—সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই।... তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন পারগ তদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয় অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং ঐ সোসৈটি এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে শ্রীযুত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করা যায় এবং ঐ ছবি সোসৈটির অট্টালিকায় নিত্য দৃশ্যমান থাকে। ঐ সোসৈটির বৈঠকে যখন এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উত্থাপনপূর্ব্বক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে কি পর্য্যন্ত বিবেচনা করেন।

শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কৃত শাস্ত্রে কিপর্য্যন্ত পারদর্শী তদ্বিষয়ে পণ্ডিতেরদের অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাদ্বারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না। অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাহেবের পাণ্ডিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন যে তদ্বিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ণন আপনাকে এক শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি ঐ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ। তাহাতে ঐ পণ্ডিত লিখেন যে আমারদের সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ এমত এক জন কোথায় দৃষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিত্বানু-শীলনীয় অতিপূর্ব্বকালীন মহাকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ডাক্তর মার্শমন সাহেবের লোকান্তর।—আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ৺প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্শমন সাহেবের কাল হইয়াছে। এতদ্দেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত সুজ্ঞাত আছেন যে তাঁহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্তভাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই। যে তিন মহানুভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইয়াছে তাঁহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্ব্বে সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অক্টোবর মাসে তাঁহার পরিবারঘটিত একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য

হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ রোগে ও বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানন্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আয়ুর্ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

ডাং মার্সম্যান সাহেবের মৃত্যু।—…বহুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নানা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্ম্মের সৃজন করেন তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা হয় নাই এবং ঐ সুযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢ়জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎপরেই ক্রমে২ এতদ্দেশে বাঙ্গালা সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারম্ভ হইল ফলতঃ নিশ্চয় অনুমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উৎসাহ না থাকিলে এতদ্দেশে অদ্যাবধি আমারদিগের ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা ঐ ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন অন্য দ্বারা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে ঐ মহাশয়দিগের ন্যায় বিদ্বান জ্ঞানি ও পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়া এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের এমত সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন…।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪)

শ্রীযুত আদাম সাহেব।—সংপ্রতি শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির ক্লেশকর কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্যনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্ছা ছিল যে ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্ম্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে ঐ কমিস্যনরী কর্ম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত। আমরাও কহি যে এই বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রীযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ব্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধায়কতা কর্ম্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের ন্যায় ছোট আদালতের কমিস্যনরী কর্ম্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া যায়।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

অত্যুত্তম জ্ঞানী সর্ব্বসাধারণে সুজ্ঞাত ও সুখ্যাত সতত এতদ্দেশীয় জনসমূহের সভ্যতা সংপ্রাপ্ত্যর্থ সংচেষ্টিত এবং আসিএটিক্ সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিএটিক সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে কিন্তু আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষবর্গীয়ানুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত মেষ্টর বীচি সাহেব কর্তৃক যে ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া হিন্দু কালেজে সংস্থাপিত আছে তদ্দর্শনে আমারদিগের বোধ হয় যে সেই সুধীর সুভব্য শাহেব সহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে উক্ত সুধীর সমূহের মানস সরোরুহ সুপ্রকাশ সূর্য্য সম যে উক্ত সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাত গমন করিয়াছেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক এবং শ্রীযুত মেষ্টর চেলট্রু[Chantry]দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে তাহা অতি গৌরব করণার্হ বটে কিন্তু উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা হেয় বোধ হইতেছে আর তিনি যে সকল বিদ্যালয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন তাহাতে কবিতাকারক যদ্রূপ বলিয়াছেন আমরাও তদ্রূপ বলি যথা। বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়। সাক্ষাতেতে এই মুখে যেন কথা কয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

পুস্তকালয়

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২১ ভাদ্র ১২৪২)

কলিকাতার পুস্তকালয়।—গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। ঐ সমাজে শ্রীযুত সর জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল তাঁহারা ঐ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দ্ধার্য্য করিয়া টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

সাধারণ পুস্তকালয়।—কলিকাতার যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে তদ্বিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে। এক শত জন সাহেব ঐ পুস্তকালয়ে

তিন২ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। এবং অতি শীঘ্র২ সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া ঐ আলয়ে প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২)

সর্ব্বসাধারণ পুস্তকালয়।—সর্ব্বলোকেরাই অনবরত নূতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ পুস্তক দান করিতেছেন। আমরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। যে মহাশয়েরা ঐ পুস্তকালয়ে অর্থ দানদ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে। এ অতিখেদের বিষয় যেহেতুক ঐ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তদ্দ্বারা বহুতর পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।—গত শনিবারে কলিকাতার টৌনহালে নূতন পুস্তকালয় পক্ষীয় মহাশয়েরা সভাস্থ হইলেন। তাহাতে ঐ পুস্তকালয় সুনিয়মপূর্ব্বকই স্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্ত্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত হইলে পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহবিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয় এবং আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে উক্ত পুস্তকালয়ের ৬০ জন অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোধ হয় যে আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই সুধারামত চলিবে। শেষ বৈঠকে গ্রাহ্য যে সকল প্রস্তাব কলিকাতার সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৮৩৫ সালের ৭ নবেম্বর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল তাহা এই।

প্রথম নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগস্ত তারিখে যে সভা হয় সেই সভাতে মনোনীত প্রস্তাবানুসারে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করা উচিত যেহেতুক তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণেরই অনুরাগ জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয়। নিশ্চয় করা গেল যে প্রথমে কমিটিকর্তৃক উপযুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্যক হইলে আরো এক জনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা তাঁহারদের থাকে।

তৃতীয়। প্রবিসনল কমিটির রিপোর্টের যে সকল পরামর্শ এইক্ষণে পাঠ হইল তাহা এবং উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহ্য হয়।

চতুর্থ। এই পুস্তকালয়ের কার্য্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অর্পণ করা যায় এবং তাঁহারা অংশিরদের এবং যে প্রথম শ্রেণির স্বাক্ষরকারিরা এক বৎসরঅবধি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা প্রতি বৎসরে ফেব্রুআরি মাসের বার্ষিক বৈঠকে মনোনীত হইবেন। এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহারা ইশতেহারের দ্বারা বৈঠকে অংশিদিগকে আগমনার্থ আহ্বান করিবেন।

পঞ্চম। ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল বিধান স্থির হইয়াছে তদনুসারে ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি মাসের সাধারণ বৈঠকের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ বিধান প্রকাশ করিবেন। এবং তাঁহারা গ্রন্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্য আগামি ১ দিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ষষ্ঠ। ঐ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষেরা এক কালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সপ্তাহপর্য্যন্ত মেজের উপরি রাখণের পর তাহা ব্যয় করিতে পারেন।

সপ্তম। অধ্যক্ষেরদের কার্য্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা যাইবে এবং ঐ গ্রন্থ অংশি ও স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি নিত্যই থাকিবে।

অষ্টম। এইক্ষণে যে নিয়ম প্রকাশ হইল তাহা এই সমাজের মূলবিধানের ন্যায় গণ্য হইবে এবং কেবল বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতান্তর হইতে পারিবে অথবা তাহা মতান্তরকরণার্থ সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা ইশ্‌তেহার দেওয়া গেলে এবং ঐ ইশ্‌তেহারে প্রস্তাবিত মতান্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর কোন মতান্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

নবম। অধ্যক্ষ সাহেবেরা উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধারাতে যে বিজ্ঞাপনের বিষয় লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং যদ্যপি কোন পাঁচ জন অংশী অথবা কোন দশ জন অংশী এবং এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রথম সংপ্রদায়ের স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ আজ্ঞাপত্রের দ্বারা ঐ বৈঠককরণের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা প্রাপণের পর যদ্যপি দুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষেরা

বৈঠকহওনবিষয়ে এত্তেলা না দেন তবে কোন তিন জন অংশী ঐ সাত দিবসের এত্তেলা দিলে পর তদ্রূপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে পারিবেন।

দশম। নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকেরা প্রথম সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব।

শ্রীযুত চার্লস কামরণ সাহেব।

শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব।

শ্রীযুত পার্কর সাহেব।

শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব।

শ্রীযুত মার্সমন সাহেব।

শ্রীযুত কলবিন সাহেব।

একাদশ। আগামি সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের সম্ভ্রান্ত সেক্রেটরীর কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের গ্রন্থসকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা ঐ শ্রীলশ্রীযুত সাহেবের নিকটে সামাজিক ভাবলোকের অতিবাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

ত্রয়োদশ। যে সাধারণ ব্যক্তিরা পুস্তক দানের দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে এই পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তাঁহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যতা স্বীকার করা যাইবে।

চতুর্দ্দশ। প্রবিজনল কমিটির সাহেবেরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে এবং এই সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুতকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত এই বৈঠকে তাঁহারদের নিকটে বাধ্যতা স্বীকর্ত্তব্য।
কলিকাতা ১০ নবেম্বর। জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

মেটকাফ ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীঘির নিকটে ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান করিয়াছেন যে ঐ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

মেটকাফ পুস্তকালয়।—কলিকাতা শহরে মেটকাফনামক পুস্তকালয়ের অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ নক্সা প্রস্তুত করিতে ও তাহার বরাওর্দের ফর্দ দিতে মিস্ত্রিরদিগকে আহ্বানকরা

গিয়াছে ঐ অট্টালিকা একতালা হইবেক এবং তাহা বারিকের নিজ সম্মুখে লাল দীঘির ধারে গ্রথিত হইবেক। ঐ বরাওর্দের ফর্দ্দ এমন করিতে হইবেক যে তাহাতে ১৫০০০ টাকার অধিক ব্যয় না হয়।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়।—সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ধনি মহাশয়েরা স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত সহস্র গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনার্থ ইমারৎ করণের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করণের অপেক্ষা মাত্র আছে।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

কলিকাতা মহানগরী মধ্যে বঙ্গ দেশীয় জনপদ সন্নিধি এতদ্দেশীয় মনুষ্যের উপকারার্থে ইতিমধ্যে এক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন হইবেক এতৎ শ্রবণে পাঠকবর্গ সন্তোষযুক্ত হইবেন এইক্ষণে আমরা ঐ পুস্তকালয়ের পরসপেকটর প্রকাশ করিতেছি কেননা আমারদিগের দেশস্থ যে সমস্ত লোকেরা এবিষয়ের ব্যওরা জ্ঞাত নহেন তাহারদিগের জ্ঞাতকারণ লিখিতেছি। পরন্তু ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপনের বন্ধু ও কর্ত্তাসকল তাহারা সদ্বিবেচনা নিমিত্ত এক সভা করেন আমরা তাহারদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তাহার কারণ ঐ যে কোন বিদ্যালয় অথবা পুস্তকালয় সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে কদাপি চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ নহে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

গত সাপ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন বিষয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকালয় ৫ [মার্চ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক ঐ লাইবরিতে প্রস্তুত দৃষ্ট করিতেছি এবং উত্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যার্থ সমূহের পাঠজন্য প্রায়শো ২০০০ হাজার সঞ্চিত হইয়াছে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬)

আমারদিগের এতদ্দেশীয় সাধারণের ব্যবহার করণার্থ যে এক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গরা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা তাঁহারদিগকে অবগত করণার্থ বাঞ্ছা করিয়া বলি যে এইক্ষণে ঐ পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক চাঁদা হইয়া অনেক আপাতত দান ও বার্ষিক মাসে২ দান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই

পুস্তকালয়ে এইক্ষণে ১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে এবং যে মুদ্রা সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ক্রমশঃ ইহার পুস্তকাদি বৃদ্ধি হইবে প্রাতঃকালিক বিদ্যালয় তাহারদিগের ইচ্ছায় প্রথম সংস্থাপিত হয় অতএব ইহা আমারদিগের পাঠকবর্গের আহ্লাদার্থ হইবে এবং উত্তম সময়ের লক্ষণ বটে কারণ এতদ্দেশীয়দিগের পুস্তকালয় সংস্থাপন দ্বারা সুধারা করণের যে ইচ্ছা তাহা এইক্ষণে হইয়াছে ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তৎ সময়ে দ্বাদশ জনও সাহায্য করেন নাই। এইক্ষণে এতদ্বিষয়ে অধিক সাহায্য সংদর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি অনুমান করি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদ্বিষয়ে উৎসাহী হইবেন।…জ্ঞানাং

সভা-সমিতি

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কলিকাতাহইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজসম্বন্ধীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা কএক ছাত্র মিলিয়া বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি ঐ সভাতে কিছু দিন পূর্ব্বে যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি…প্রথমতঃ কোন ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ দুঃখী হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্ম্মূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্ত্তা হইল।…

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

নবীন সভাস্থাপন।—যদিও আমরা পূর্ব্ব হইতেই শ্রুত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিমলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলডাঙ্গাস্থ হিন্দুকালেজের কতিপয় ন্যূনবর্গীয় ছাত্র আর শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিস্তারিত বার্ত্তা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত না হইবাতে কৌমুদীতে স্থানার্পণ করা যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় উক্ত বালকেরা কেবল বিদ্যানুশীলন বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকেন ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি কোন কটাক্ষ করা তাঁহারদের নির্দ্ধারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল দুইবার অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন যে বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকর্তৃক হইয়া থাকে তাঁহারা পত্রাবলোকনে

যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশ-বিশিষ্ট হই নাই কিন্তু এমত কখন শুনি নাই যে ছাত্রেরা যে২ প্রস্তাব করেন তদ্বিষয়ের জন-পদের গুণোদয়ের সম্ভাবনা না হয় অপর কোন অধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে গমনব্যতিত উক্ত সভাতে প্রবেশ হইবার রীতি নাই কোন জন সভ্যপদে সম্ভাবিত হইবার প্রত্যাশা করিলে প্রথমতঃ সভাকর্ম্মনির্ব্বাহককে জ্ঞাপন করা আবশ্যক করে তিনি সভার তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে সভ্যদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় পরে মেজরাটী অর্থাৎ মতাধিক্যবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না উইলংটন স্ত্রীটের পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত বসুজার ভবনে উক্ত ব্যাপারের পরিযাপন হইয়া থাকে··· ।—সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

জ্ঞানসন্দীপন সভা।—বিশিষ্টশিষ্ট সমূহমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরান্তঃপাতি পাথুরাঘাটায় শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে ঐ সভা প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্গরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইবেক ঐ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়েরা আগমন করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি করেন কিন্তু ঐ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক কিন্তু অন্যবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না সভার নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ সভ্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্য্যানুরোধে ঐ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়মপত্রহইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাঁহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়মপত্রে তাঁহার নাম লেখা যাইবেক ইতি। জ্ঞানসন্দীপন সভাসম্পাদকস্য।

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমরা পরম্পরা শুনিতেছি যে চোরবাগান-নিবাসি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটীং ক্লব নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশা যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণেরা অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন্ এবং দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কর্ম্মসম্পাদকের পরিবর্ত্তন হইবেক

বিজিটর অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে সভ্যগণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন। ফলতঃ ইহার বিবরণ-পত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত সারদীয় পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার সভ্যেরা আগমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্ত্তা আমরা এইরূপে শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্তু কি২ কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা কহিতে আমরা অক্ষম ইতি। শ্রীধরশর্ম্মণঃ।—সং কৌং।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।··· পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনদ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্ব্বক বঙ্গরঞ্জিনীনামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াসপূর্ব্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত জনেরদের গমনাভাব-প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতাবলম্বী মান্যান্যান্য বিবেচনা শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্ব্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।—বং দূং।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

বঙ্গরঞ্জিনী সভা।—কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আর কোন সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব। প্রভাকর।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯)

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা।—১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলনামক বিদ্যালয়ে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।

প্রথমতঃ ঐ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানন্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের এই অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহারদিগকে সরলতা কহা উচিতকার্য্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুত জয়গোপাল বসু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপদে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে উত্তমরূপে ইহার নির্ব্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্টকরা কর্ত্তব্য ইহাতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা রাখা আমার ন্যায্য বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে দুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতিমাসে সভাপতির পরিবর্ত্ত হইবেক কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাঁহাকে রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলস্য না করিয়া সম্পাদনকর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন তবে তাঁহার সম্পাদনকর্ম্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্যকে ঐ পদাভিষিক্ত করিতে হইবেক কিন্তু সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক এক মাসের মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্ত হইবেক

না। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি বা সম্পাদক যদ্যপি কোন প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না পারেন তবে তাবৎ সভ্যগণকে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগতা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকার সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন যে অদ্যকার সভার তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া উত্তরোত্তর লোকেরদের মহদুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়া প্রায় দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে সভ্যগণেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে "আমারদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি।"—কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বসু।

(২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২)

ধর্ম্মসভা।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে এক জন ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্য আবশ্যক কর্ম্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্যান্য কর্ম্ম আগামি বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই।

এই পত্রসম্বলিত শ্রীযুত গীর্ব্বাণনাথ ন্যায়রত্ন যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন তদবিকল এই।

এই আবেদনপত্র পাঠানন্তর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কর্তৃক উক্ত হইল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য ইত্যনুমত্যনুসারে তৎক্ষণাৎ

পুস্তক উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ঐ পুস্তকের মধ্যে শলাকাদ্বারা এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি হইলে উক্ত ন্যায়রত্ন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া অনুমতি গ্রহণপুরঃসর গ্রন্থ ব্যাখ্যারম্ভ করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি করিলেন ন্যায়রত্ন তাহার সদুত্তর দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য হয় না ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ্রবণে ইহাঁর পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ করিয়াছেন আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর এই বৈঠকে লিখিয়া দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দায় প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই।

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ করা গেল তৎশ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত সন্তুষ্টিপূর্ব্বক কহিলেন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপনা করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইঁহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোষিক এবং বিদ্যাবিদ্যোতন পত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানুসারে করিবেন ইত্যাদি স্থির হইলে ঐ দিবসীয় সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি স্বাক্ষরকরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুখসময়ে শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী পণ্ডিত সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর্ম্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতু ধর্ম্মসভার এই এক প্রধান কর্ম্ম অদ্যারম্ভ হইল ৺ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যদ্যপিও ধনবান ধার্ম্মিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মোপলক্ষে বহু ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজ্বল্যমান আছে নচেৎ এককালে ম্রিয়মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়া যথাকর্ত্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক।

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকান্ত

বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত্তা ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় বাক্যে সমাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা পত্রে কি লিখিত হয় এবং পারিতোষিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল।—চন্দ্রিকা।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

বঙ্গভাষা আলোচনার সভা।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গভাষা উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্নগরীয় ঠনঠনিয়ার কালেজ স্ত্রীটে জ্ঞানচন্দ্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে সন্ধ্যার পরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়া সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর শ্রীযুত শ্যামচরণ শর্ম্মণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সম্পাদকতা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্যান্য সভাসদ মহাশয়েরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপর্য্যন্ত এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—পূং চং, ২০ সেপ্টেম্বর।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে [১৬ই মে] হিন্দু কালেজে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তানুসারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন এই পাঠানন্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহা সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভার যাহা রীতি নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে সভা স্থাপনার্থ পূর্ব্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবন্ধ তাহা রহিত করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদনুসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নির্দ্ধার্য্য হইল। আমরা অতি আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক দুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন অতিশয় দুর্য্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমরা ভরসা করি যে তাহারদিগের ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক

তাহারদিগের স্নেহের আধিক্য হইবে। আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ পশ্চাদ্গামি হইবেন না।—[জ্ঞানান্বেষণ]

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

তিমির নাশক সভা।—আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় ঢাকানিবাসি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ ঢাকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ঐ নগরস্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যার্থি ব্যক্তিরা সভ্য এবং শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বসু সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। [হরকরা]

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভাদ্র ১২৪৬)

গত বুধবার মেকানিকস্ ইনিষ্টিটিউসনের ষান্মাসিক সভা হইয়াছিল। ঐ সভার রিপোর্ট ও কার্য্য সকল পাঠ হওনানন্তর সভ্যদিগের আকাঙ্ক্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ্য হইল।

ইস্কুল য়াবারটের [স্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। উক্তকার্য্যার্থ অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন। মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্য্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা উপকৃত হইবেন কিন্তু ঐ সভায় নানা বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবান্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের ভাবান্তর হইয়া উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু ঐ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্ব্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশা করিতে পারিব যে আমারদিগের এতদ্দেশীয় জনগণ স্বীয়২ ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা পাইতেছেন। এবং যদ্দ্বারা সুখের হানি জন্মে এমত যে অধীনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ নানা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কার্য্য করিতেন তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়া সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মনুষ্যেরদিগের বিস্তার কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কার্য্যে কিছুই হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমরা উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন না তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় মনুষ্যের ত্বরায় সুধারা হইবে।—জ্ঞাং নাং।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমরা ঐ সভার নিয়ম সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ব্বার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদ্দেশে হয় এমত বাসনা ছিল। আর তাহাতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।—জ্ঞানাং।

শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা

(১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

কালা বোবার বিদ্যাভ্যাস।—বধির ও মূক ব্যক্তিরদিগকে :বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকল্‌স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা দর্পণের একাংশে স্থান দান করিলাম তাহাতে আমাদের এই প্রার্থনা যে পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করেন। যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এমত সুশিক্ষিত হইয়াছে যে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্ম্মক্ষম হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিরাও আপন২ জীবনোপায়ী হইতেছে। লণ্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় প্রায় দুই শত মূক ও বধির ত্রিশ বৎসরাবধি বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দপ্তরখানায় মুহরির কর্ম্ম করিতেছে। ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্‌স সাহেবব্যতিরেকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কেহ নাই এবং বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে যদি কোন ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরা বালকেরদিগকে তাঁহার নিকটে নিযুক্ত করেন তবে তাহারদের উত্তম বিদ্যাপ্রাপ্তিতে তাঁহারা অত্যন্ত তুষ্ট ও আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৭ আগষ্ট ১৮৩০। ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭)

যদিও পূর্ব্ব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে বিদ্যার চর্চ্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে কিন্তু ব্রিটিস রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক

না কোন গ্রন্থেই দৃশ্য হয় না কোন ইতিহাসেই শুনা যায় আমারদের দেশের পূর্ব্বাবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয় অপর কলিকাতা রাজধানী এবং তদন্তঃপাতি স্থানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারদের সংখ্যা দশ সহস্র হইতেও অধিক হইবেক আর তাঁহারদের পাঠের জন্য যাঁহারা প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা তদ্‌বৃদ্ধিজন্য নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ সুলভ করিতেছেন ইহাও তদ্‌বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ হয় বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতুক বিদ্যা না দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইতে পারে না ব্যয়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধিদ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে বরং বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং অন্য২ নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা ও তদ্দ্বারা পরিবারাদির ভরণাদি ও নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় হইয়া থাকে অতএব যখন এক বিদ্যার অন্তঃপাতি এতাবৎ লাভের এবং উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমত স্বীকার কদাপি করা যাইতে পারে না সুতরাং তদ্দাতা কিপর্য্যন্ত যশস্বী হইবে তাহা কথন প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিসূচক যে পত্রপ্রাপ্তহওয়া গিয়াছিল রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্রপ্রাপ্তহওয়া যাইতেছে না সুতরাং লেখক পুনরায় প্রেরণ করিলে প্রচার করা যাইবেক। সং কৌং

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন।—ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত সে জি সাহেব সংপ্রতি অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভায়াতে অনুবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব সর উলিয়ম জোন্স সাহেব ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটর্স বর্গ নগরে আদিলংনামক এক জন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ ভাষার নাম কিংমূলক ও তন্নামের কি অর্থ এবং তদ্ভাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যৈকদেশ আছে পরে অন্য২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঐক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে২ অনুবাদ হইয়াছে তাহার এক ফর্দ্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত কর্ণল বোডন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ডদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের ন্যূন না হয় ও প্রতিবৎসরে ছাত্রেরদের স্থানহইতে

কিছু না লইয়া বর্ষমধ্যে বেয়াল্লিশ দিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে ক্রুটি করেন তাহাতে তাঁহার এক শত টাকা দণ্ড হইবে এবং যদি অকারণেতে বৎসরের নিয়মিত পাঠ প্রদান করিতে ন্যূনতা করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন তাঁহার বেতন বার্ষিক দশ হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে। অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগণো ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনেতে তাঁহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। ঐ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাঁহারা তদ্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল হইবে।

এইক্ষণে আমরা চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে স্বদেশীয় বালকদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদের হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে হিন্দুরা ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না কেন না তিনি শ্রুতিপাত করিলে এতদিনে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাণ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয় রাজার অধিকারের প্রায়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত কহিতে পারি না যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতি বৎসর কিছু না দিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটীই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আজ্ঞা দেন নাই যে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি কর্ম্মে ব্যয় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সোসৈটির বিবেচনাতে যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন্ তদর্থেই খরচ করিতেছেন কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই ঐ কমিটির দ্বারা এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় চলিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তাহাতে শহরসম্পর্কীয় কতক লোকেরই উপকার দর্শে এবং এখনও পল্লীগ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইরূপই

রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গবর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না যখন গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে২ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্ব্বাহ হইত আর এখনও দেশে২ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দানভিন্ন শাসনাদি কর্ম্মেরও কোন উপকার নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্ম্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম্ম কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অধিকারভিন্ন কোন অন্য দেশীয় লোক যদ্যপি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমারদের রাজা দেশে২ গ্রামে২ নানাবিধ বিদ্যা সংস্থাপিত করিয়াছেন কি না তাহার উত্তরে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদিগকে অবশ্যই কহিতে হইবেক যে না, অতএব আমারদিগের রাজার এই অখ্যাতি দূর করা অত্যাবশ্যক কিন্তু গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত না করিলেও তাহা দূর হইবেক না যদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত করা অনেক ব্যয় সাধ্য তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন তবে তাহার এই এক উপায় আমরা দেখিতেছি বোধ হয় এরূপে গবর্ণমেণ্টের অল্প খরচেই তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারিবেক তাহা এই যে গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার অধিকারের প্রতিগ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রানুসারে এক২ চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদনুসারে ঐ চাঁদাতে অবশ্যই দিবেন এবং তাহাতে দুই আনা, চারি আনা, এক আনা-পর্য্যন্তও থাকে পরে ঐ চাঁদার দ্বারা গ্রামে২ ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ের যত সাহায্য হয় তাহার অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটিহইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক এবং তাহাতে এডুকেশন কমিটিরও অনেক ভার সহিতে হইবেক না নতুবা আমরা যে দেখিব কেবল গবর্ণমেণ্টর খরচে প্রতিগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই ইতি।—সুধাকর।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪। ১২ বৈশাখ ১২৪১)

এডুকসন কমিটি।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রে লেখেন যে বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি আরবীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর না হয় এবং ইঙ্গরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আনুকূল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক বৈঠক হইয়া তদ্বিষয়ক আন্দোলন হইল।

(১২ জুলাই ১৮৩৪। ২৯ আষাঢ় ১২৪১)

কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয়।—ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই।

১	হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা	...	...	৩৩৮
২	কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নানা পাঠশালাতে	...	...	৩০০
৩	পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে	...	...	৩৫০
৪	চর্চ মিশনরি পাঠশালাতে	...	...	২০০
৫	অরিয়েণ্টল সেমিনরিতে	...	..	২০০
৬	ইউনিয়ন স্কুলে	...	...	১২০
৭	জুবিনিল স্কুলে	...	...	৭০
৮	হিন্দু ফ্রি স্কুলে	...	...	১৬০
৯	হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্কুলে	...	...	৯০
১০	নূতন হিন্দু স্কুলে	...	...	৪০

(১ নবেম্বর ১৮৩৪। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্নবান হইয়াছেন যেহেতুক শ্রীশ্রীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আনুকূল্যে ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপার্জ্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ মিসিনরিরাও আছেন। তৎপ্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএন্টেল সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল বেনিবোলেণ্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরানহাটা একিডিমি এবং কবরডাঙ্গা ও মির্জাপুর ইঙ্গলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশালা ভদ্রসন্তানের ও দীন দরিদ্রের বালকগণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচার্য্য ও গুরু মহাশয় যাঁহারা স্বীয় ভরণপোষণার্থ উক্ত ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমালা অক্ষর পরিচয় এবং শুভঙ্করকৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্তু ইহাতে অনুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির পূর্ব্ব বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই না কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ

ইঙ্গরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা গণিত ও তর্জমাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বালকেরা প্রায় কর্ম্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলণ্ড হইতে বৃষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্ জন ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠী পত্রাদিও লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক হইতে ত্রিহুত কতদূর পাণ্ডব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ্যে প্রধান বলবান্ কে ছিল শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি নিমিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক না করেন এবং চারি পুত্র বর্ত্তমানে দশরথ রাজা কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় দেখিয়াছি। কোন২ বালক যাঁহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদর্শী হইয়াছেন তাঁহারদিগকে কাগ ক্রান্তিসম্বলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এণ্ড পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা হইলেই সূক্ষ্মমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহ্য করেন সুতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক্ক হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না কেন সর্ব্বসাধারণের যত্ন না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী বিদ্যার চর্চা পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না লোকের অনুরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া স্বভাষায় অনুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই এদেশস্থ স্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন। কস্যচিৎ হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ।—চন্দ্রিকা।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

বিদ্যাধ্যাপন।—যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কার্য্য নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে যে তাঁহারা নীচে লিখিতব্য কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক ঐ সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকর্তৃক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাঁহারা নিজে কিরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায়-কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং

গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদির যে পর্য্যন্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন তাহা দরখাস্তে লিখিবেন।

যাঁহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন তাঁহারা ঐরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয় সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ত্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ আপ্রিল ১৮৩৫।

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধিকার হওয়াতে প্রজারদের সুখ জন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিদ্যাদান করিতেছেন ভূরি২ সিবিলসম্পর্কীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন সৃজন করিতেছেন যাহাতে করিয়া ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন২ পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে২ ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বৎসরে২ পুরস্কার করিতেছেন। ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ঈর্ষা জন্মিয়াছে যে তাঁহারা পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। এবং বার্ষিক পুরস্কার গ্রন্থ পাইবার জন্যে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ করিতেছেন। কেন না তাঁহারা তাহা মর্য্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেননা ঐ সকল ছাত্রেরা অতুল্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা শিল্প বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাঁহারদের হস্তহইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্টহইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তাঁহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না। কালেজ আরম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত অনেক ধীর যুবা প্রশংসা পত্রের সহিত কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এবং অন্য২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারদের মধ্যে অত্যল্প উচ্চপদ ধারণ করিয়া উচ্চবেতন গ্রহণ করিয়া শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছেন আমি জ্ঞাত আছি যে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগ্য পদ ধারণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তাঁহারদের পিতা ও বন্ধুগণের দ্বারা হইয়াছে যাহাহউক আমি তাঁহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্ছা করি বিশেষতঃ বাবু হরিমোহন সেন মিণ্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং বাবু নীলমণি মতিলাল সরিফ আপীসের দেওয়ান এতদ্ভিন্ন অনেকে কোং আপীসে অত্যল্প

বেতনে এবং সামান্য কেরাণিরদের সহিত তুল্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল কেরাণিরা কেবল কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবেরা অনায়াসে ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন কর্ম্মে উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি দ্বেষ করিতেই দীনহীন কালেজের ছাত্রসব স্বভাবের প্রয়োজনাভাবে এই নীচ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। হায় তাঁহারদের মধ্যে অনেকও কর্ম্মচ্যুত আছেন।

এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্ম্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন। জুদিসিয়াল ও রেবিনিউসম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কালেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়। আমি মনে করি তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলে প্রজাদের কিছু অসুখ না হইয়া বরং সুখ-জনক হইবেক কেননা তাঁহারদের সুখ বিবেচনা ও স্মরণ ও যথার্থতা আছে। ... ইতি ৬ বৈশাখ।

কলিকাতা ১৮ আপ্রিল ১৮৩৫। কালেজিনাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটির সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লোকসকলের উদ্যোগদৃষ্টে তাহার পৌষ্টিকতা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত পাটনা ঢাকা হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্যান্য যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২)

রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ।—জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান কর্ত্তা শ্রীযুত রাজা বেণুয়ারিলাল নহেন কিন্তু পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ। সংপ্রতি ঐ রাজা অনেক টাকার এক মোকদ্দমা বিলাতে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করাতে জয়ী হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ত মধ্যে২ যত টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্দ্দ জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা প্রকাশ করিলাম তাঁহারদের নাম এই২।

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়	৫০,০০০
শ্রীযুত নরসিংচন্দ্র রায়	২০,০০০
শ্রীযুত কালীশঙ্কর রায়	২০,০০০
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রায়	৩০,০০০
শ্রীযুত গুরুপ্রদাস রায়	১০,০০০
শ্রীযুত হরিনাথ রায়	২০,০০০
শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায়	২০,০০০

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ৩ আশ্বিন ১২৪৩)

রাজশাহী।—কিয়ৎকালাবধি শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব গবর্ণমেণ্টকর্তৃক মফঃসলনিবাসি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষাবস্থার তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার কৃতকার্য্যতাবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জিলা রাজশাহীর বিশেষতঃ নাটুর পরগনার তাবদ্বিবরণ লিখিত আছে।…

হিন্দু চতুষ্পাঠী অর্থাৎ যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন হয় তাহা অধিক। নাটুরে অন্যূন ৩৮ চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করেন। নাটুরের থানার শামিলে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের যে এতদ্রূপ প্রাচুর্য্য আছে তাহার কারণ এই যে ৫০ বৎসর হইল ঐ স্থানে ৺ প্রাপ্তা রাণী ভবানীর দরবার ছিল। ঐ রাণী অশেষ ধনশালিনী এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে অধিক প্রতিপোষিণী ছিলেন কিন্তু শ্রীযুত আদম সাহেব লেখেন যে এইক্ষণে ঐ তাবৎ জিলাতেই বিদ্যার হ্রাস হইতেছে অতএব ঐ সকল লোকের অজ্ঞানতার আর বৃদ্ধি না হয় তদর্থ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য।…

নাটুরের থানার শামিলে বালিকারদের নিমিত্ত পাঠশালামাত্র নাই অতএব কহা যাইতে পারে তাহারা নিতান্তই অবিদ্যার মধ্যে। ঐ জিলায় প্রায় ৫০।৬০ ঘর ভারি২ জমিদার আছেন তাঁহারদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ত্রীও বিধবা কথিত আছে যে তাঁহারদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীমতী রাণী সূর্য্যমণি ও শ্রীমতী কমলমণি দাসীর বাঙ্গালা লেখাপড়া ও হিসাব-কিতাবে বিলক্ষণ নিপুণতা আছে অবশিষ্টারদের মধ্যে কেহ২ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ২ জানেন আর সকল কেবল অজ্ঞানা অতএব ঐ জিলার লোকেরা কি দুর্দ্দশাজনক অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ দৃষ্ট হইতেছে।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—সংপ্রতি অনেক দিবসের পর ঘোর অচৈতন্যতা-হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা মন উত্থাপন করিতেছেন ও শোধনার্থে বহুকালাবধি চলিত কোন আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে তৎকর্ম্মে পূর্ব্ববৎ কুৎসা ও ঘৃণা এই মহানগরের মধ্যে প্রায় কেহই করেন না এবং সভ্যতা ক্রমে প্রায় তাবৎ লোকের উত্তর২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এমত বিশিষ্টকালে কস্মিন্‌চিৎ আলোক নার্হ বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ অর্পণ করাইতে অহংযু অপবাদ বিনা মহাশয়কে অনুরোধ করিতে পারি। বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কপিরাজের চিকিৎসাতে যে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহা এইক্ষণে পরিভাষায় উক্ত হইয়া থাকে আর আমারদিগের মধ্যে যাঁহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা জ্বর ও অন্যান্য সামান্য রোগে ইউরোপীয়ানেরদিগের চিকিৎসার গুণ অল্প২ বুঝিতেছেন অতএব কেবল কালের গতির দ্বারা মূর্খ কপিরাজেরদিগের ব্যবসায় শেষ হইতে পারে। কিন্তু প্রসবানন্তর স্ত্রীলোকেরদের ও তদ্‌গর্ভজাত সন্তানগণের চিকিৎসাশোধন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই এবম্ভূত অসুস্থতাসময়ে অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও চেষ্টা কেহ করেন না সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এই স্ত্রৈণ পীড়া উপস্থিত হইলে সকলে কেবল দুই এক জন নির্বোধ নারীকে কর্ম্ম সমর্পণে পারগা জ্ঞান করেন। আমি বৈদ্য শাস্ত্রের বও জানি না এবং এই নিমিত্তে শাস্ত্র সিদ্ধ কোন উক্তি করিবার যোগ্য নহি বটে কিন্তু তথাপি প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা এতাবৎ নির্দয়া ও অসঙ্গত্যন্বিতা যে অনেক মতে অনিষ্টজনক বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে আমার সংকোচ নাই ভূরি২ নারী ঐ কালের কর্ম্মকর্ত্রীর মৌঢ্যতাতে নষ্ট হইয়াছে অনেক২ নিরাশ্রয় শিশুও ঐ কারণ দুই তিন দিন মাত্র ইহ জগতে বাঁচিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে আর এতদ্দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে যখন আমারদিগের গৃহিণীরা রন্ধনাদি হেয় কর্ম্মে পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতর কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ইহাতে সুতরাং যখন তাহারদের সর্ব্বদা কষ্ট সহ্য অভ্যাস অভাবে শরীর কিঞ্চিৎ সুখী হইবেক তখন ঐ রূপ মূর্খ চিকিৎসাতে আরো অনেকের মৃত্যু হইবেক। কি আশ্চর্য্য যে অনেক জ্ঞানবান লোকেও বলিয়া থাকেন যে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ ও রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ও তীব্র রৌদ্র এসকল আমারদিগের শরীরের হিতকারক কেন না আমরা কেবল শাক মৎস্য খাইয়া থাকি ইউরোপীয়ানদিগের চিকিৎসার বিষয়ে ইহাঁরা স্বীকার করেন বটে যে দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণদ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই এবং ইউরোপীয়ান স্ত্রীবিষয়ে ইউরোপীয়ান চিকিৎসাতে ইহাঁরদের কোন অসম্মতি নাই কিন্তু মানব দেহের প্রকৃতিতে ঐক্যতাপ্রযুক্ত সকলের শারীরিক ধর্ম্ম যদ্যপি স্বভাবতঃ সমান হয় তবে আহারে কিঞ্চিৎ ভেদহেতুক শারীরিক ধর্ম্মে এমত বৈলক্ষণ্য কখন হইতে পারে না যে যাহাতে এক জনের মৃত্যু হইতে পারে তাহাই অন্যের জীবনের মূল্য হইবেক এতন্নিমিত্ত আমারদিগের স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি না করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসাতে সম্মত হওনে যুক্তি নাই।

আর কেবল তর্কদ্বারাতেই যে আমি স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি করিতেছি এমত নহে অনেকে যে মীমাংসা সিদ্ধান্ত বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস করেন না তাহা আমি জানি এবং আমারদিগের নারীরদের প্রসবসময়ে ঝাল ও তাপের বারণে কোন হানি হইতে পারে কি না এবিষয়ে আপনি স্বয়ং অনেকবার মনে সন্দেহ করিতাম কিন্তু নিজ পরিবারে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা যে এবিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিতেছি ইহাতে আনন্দিত আছি।. অতএব মহাশয়ের এতদ্দেশীয় পাঠকগণকে তাঁহারদের নিজ পরিবারের ভদ্রতার জন্য বিনীতি করি যে তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন আমারদিগের কোন স্ত্রী লোকের সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসা কখন শুনি নাই বটে তথাপি কএক দিবস হইল আমার ভার্য্যার অপত্য প্রসবকাল প্রাপ্তে কি কর্ত্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী ও তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা যথার্থ নৈয়ায়িক বিচার বিনা কোন মত স্থাপন করেন না ইহা জানিতাম আর বহুকালের রচিত গ্রন্থের বচন দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা যে অন্ধবৎ চালিত হইয়া প্রাচীনেরদের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে আশংসা করিলে মহাপাপ জ্ঞান করেন ইহাও জানিতাম। অতএব যাহা কেবল প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তারদের আখ্যাত বুদ্ধি সিদ্ধ বচনমাত্র তদপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধমত যে সত্য হইবেক ইহা আমার সম্ভব্য বোধ হইল এপ্রযুক্ত ঐ উক্ত বিষয়ে প্রসব পীড়া উপস্থিত হইলে আমি ডাং মাকষ্টন সাহেবের পরামর্শানুযায়ি হইতে মনস্থির করিলাম ইহার কএক মাস পূর্ব্বে আপনার জ্বর সময়ে এই ডাক্তরের চিকিৎসাতে আরোগ্য প্রাপ্তে তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল আর প্রসব পীড়ার কয় দণ্ড পরে সন্তানের জন্ম হইবেক এবিষয়ে তাঁহার বাক্য সত্য হওনে তাঁহার পরামর্শ পালনে আমি আরো সাহস প্রাপ্ত হইলাম সামান্যরূপে অস্মদীয় স্ত্রীগণের যে চিকিৎসা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই চিকিৎসা সূক্ষ্মতাতে ও অক্লেশদতাতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ প্রসূতিকা ও প্রসূতি বহিস্থিত বায়ুর হিম হইতে আবৃত হইলে দগ্ধকরণার্থ আর কোন অগ্নিকুণ্ড করা যায় নাই উত্তপ্তকরণার্থ তাপ কি উষ্ণ করণার্থ মসালা কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম কি শরীর দুস্পৃশ্য ও দুর্ঘ্রেয়করণার্থ রসুন তৈল এসকলের কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেহের প্রকৃতিপ্রযুক্ত সভাবতো যাহা ভবিতব্য তাহাতেই ডাং সাহেবের সম্মতি ছিল কেবল যাহাতে ক্বচিত হানি হইতে পারিত না অথচ কোন২ প্রকারে ভাল হইতে পারিত এমত ঔষধের প্রলেপ হইয়াছিল এইরূপে দশ দিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি সুস্থ হইয়াছিল এবং যে২ অনিষ্টকারক ঔষধের ব্যবহার চলিত আছে তদ্ব্যতিরেকে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অবস্থার উত্তরণ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয় ডাং মাকষ্টন সাহেবের চিকিৎসাতে ইউরোপীয় বৈদ্যশাস্ত্রহইতে আমার পরিবারের যে হীত হইয়াছে তাহাতে আমার এমত চমৎকার বোধ হইয়াছে যে স্বদেশিরদিগকে তাহা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ইহাতে আমার বাসনা এই যে ইহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হন এবং রোগ উপস্থিত হইলে যথার্থাভিজ্ঞ লোককে আমন্ত্রণ করেন দরিদ্রেরা অর্থাভাবে ইহা করিতে পারে না কিন্তু ভাগ্যবান ও

মধ্যবীত লোকেরা যাঁহারদের অনটন নাই তাঁহারা অল্প ব্যয়ে প্রাপ্তব্য অভিজ্ঞ ডাক্তর থাকাতেও যদ্যপি মূর্খ কপিরাজেরদের হস্তে আপনারদিগের নিজ পরিবারের জীবন সমর্পণ করেন তবে তাঁহারদের দোষের কোন মার্জ্জন নাই যাবৎ ইহাঁরা মূর্খ কপিরাজের আদর করেন তাবৎ বিদ্যার পক্ষে অনেক হানি হইতেছে সুতরাং মনুষ্যেরদের অনিষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ধনীরা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন তবে দরিদ্রেরও ভাল হইবেক কেন না যখন তাহারা বারম্বার ডাক্তরের আদর করিবেন তখন ইহারা বিনা বেতনে দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪)

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।—জমিদারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে পুত্রেরা পিতার অবর্ত্তমানতায় গবর্ণমেণ্টের অধীন হন তাঁহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের মনোযোগ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের ভূম্যধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুম্বের অধীনে মূর্খ করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভূরি২ পারিষদ্ ব্যক্তির দ্বারা তাঁহারা বাল্যাবধি বেষ্টিত থাকেন তাঁহারা ঐ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন পরে যখন তাঁহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি অপকার্য্যে আসক্ত হইয়া পুত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দস্যু আমলারদের হস্তে পতিত করেন। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদৃশ জমিদারেরা স্বীয় অধিকারের মঙ্গল করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাঁহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেজহইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে তাঁহারদের আত্মীয় স্বজনেরা এমত কল্পে নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহারা কহিলেন যে সামান্যতঃ কলিকাতা শহর অস্বাস্থ্যজনক স্থান অধিকন্তু যাহারা কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধর্ম্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের ঐ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয় পুনরুত্থাপন করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবকে এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল স্থানে২ যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাঁহারদের কুটুম্বেরা সম্মত না হন তবে ঐ বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন···।

(২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৮ ভাদ্র ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নীচে লিখিত কএক পংক্তি দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

দেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বালকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ যে নানা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বালকেরদের অত্যুত্তম রীতি ও বিদ্যা ও আচার ব্যবহার হইতেছে এবং তাঁহারদের বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ফলতঃ ছাত্রেরদের মধ্যে অনেকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু আমারদের খেদের বিষয় এই যে বঙ্গভাষার অনুশীলনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই ঐ ভাষা এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলিপ্রভৃতি নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বহুতর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু যদ্যপি এতদ্দেশীয় বালকেরদের নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো উত্তম হয়। বালকেরদের নিয়ত ইঙ্গরেজী পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্গভাষাভ্যাসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র না জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।—W. C. G.

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—সংপ্রতি এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক সোসাইটির সাহেবেরা শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করাতে তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ মাসিক ৫০০ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক আমারদের নিয়ত এমত বোধ আছে যে সংস্কৃত উত্তম গ্রন্থ সকল লোপ না হয় এবং ঐ সকল গ্রন্থ শুদ্ধ ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

…শুনিতে পাই যে সদরলেণ্ড সাহেব জেনেরল ইনিকষ্ট্রিকসেন কমিটির সেক্রেটরি পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার ঐ কর্ম্মে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেজের কর্ম্মের প্রেন্সেপেল আছেন তিনি ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

পরন্তু ঐ পাঠশালাতে অন্য এক কর্ম্ম খালি হইবে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের সাপেক্ষা করিবে কারণ এই তদ্বিষয়ে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিবে প্রধান পাঠশালার ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতে হইবেক।

এতদ্রূপ প্রকাশিত আছে যে সদরলেণ্ড সাহেব তাহার ঐ সেক্রেটরির কর্ম্ম অত্যন্ত পরিশ্রম এবং উৎসাহ দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাতে ঐ কমিটির সাহেবেরা সদরলেণ্ড সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিবেন ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমরা বোধ করি যে সদ্বিবেচনা হইয়াছে পরিবর্ত্তের কারণ এই যে ঐ কর্ম্মে উক্ত সাহেব প্রবর্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা নৈপুণ্যরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন পরন্তু এই প্রতিজ্ঞাতে আমরা প্রশংসা করি কারণ এই প্রকার বিধান করাতে নিঃসন্দেহে হুগলির ঐ কর্ম্ম প্রাপ্তি

তদর্থক অনেকে উৎসাহযুক্ত হইবেন তদ্দেশস্থ লোক সকল এতদ্রূপ ইচ্ছা করিবেন যে এই বিষয়ে উত্তম বিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নিযুক্ত করেন এতদ্বিষয়ে যাহাতে পক্ষপাত না হয়।

আমরা শ্রুত হইতেছি যে গবর্ণরমেণ্ট কর্তৃক এই কর্ম্মে হুগলির এক জন সিবিল সারজনকে অর্পণ করিবেন আমরা বোধ করিতেছি যে অত্যন্ত মন্দ প্রথমত ঐ কর্ম্মের রীতি পরিবর্ত্তের যে সমস্ত সম্ভাবনা তাহা নিবারণ হয় আমরা এই প্রকার জ্ঞাত আছি যে সর্ব্বদাপরিবর্ত্তন বিষয় ভালো নহে কারণ যে ব্যক্তি নূতন অধ্যক্ষ হইবেন তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার স্বীয় বাঞ্ছিত রীতি সংস্থাপন করিবেন সিবিল সারজনকে নিযুক্ত করিলে শতবার রীতিপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা হয় বালকদিগের উপদেশ বিষয়ে যে প্রকার সুরীতি আছে তৎ পরিবর্ত্তের অভদ্র উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু সকল বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক রীতি থাকিলে সুমঙ্গল হয় এতদ্বিষয়ে অপর এক বিবেচনা আছে যে দুই কর্ম্ম একব্যক্তির নির্ব্বাহ করা অতি সুকঠিন এবং কোন সময়ে এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের সহিত সংযোগ হইতে পারে না ঐ সারজন স্থির করিতে পারিবেন না যে তাহার চিকিৎসার বিষয় কোন সময় প্রয়োজন যে স্থানে অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তি আছেন সেই স্থানে তাহার গমন করিতে হইবেক অতএব বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য হইবেক অপর বোধ করি এই দেশের ঘটনা নিবারণ হইবেক যদ্যপি ডাক্তর ওয়াইজ দৃষ্টান্তে বক্তব্য করা যায় যে তিনি উভয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন কিন্তু অন্য২ কর্ম্ম সুভদ্র রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই কালেজের কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইবার যে সম্ভাবনা হয় তাহা নিবারণ করিলে ভাল হইতে পারে না অস্মদাদি জ্ঞাত আছি যে এতদ্বিষয় করিলে ভাল হইতে পারে আমারদিগের এই ইচ্ছা যে গবর্ণরমেণ্ট এই বিষয়ে মধ্যস্থ না হয়েন ঐ প্রতিজ্ঞানুসারে আজ্ঞা প্রকাশকরতঃ বহুতর মন্দ হইতে পারে কারণ ঐ পাঠশালাতে নানাবিধ রীতি উপস্থিত হইতে পারে কেননা নূতন অধ্যক্ষ ঐ প্রকার আত্মসম্মত আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন।

উক্ত কর্ম্মব্যতিরেক এডুকেসন কমিটির অধীনে ঐ কর্ম্ম খালি হইয়াছে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন মৃজাপুর গমন করাতে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি কর্ম্ম প্রস্তুত আছে ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের হইতে নিষ্পন্ন হইত তাহাদিগের সুরীতিপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম বিষয়ে উত্তম বিবেচনা হইত আমরা শুনিতে পাই যে পণ্ডিতদিগের এই স্বেচ্ছা যে ঐ কর্ম্মে পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি প্রবর্ত্ত হইলে ভাল হইতে পারে তাহারা এই প্রকার ব্যক্ত করেন যে ঐ কর্ম্ম ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ হয় এবং উক্ত বিষয়ের সপ্রমাণ তদর্থক উলিসেন প্রাইশ ট্রয়র সাহেবদিগের নাম সর্ব্বদা করেন এডুকেসন কমিটি নিরূপণ করিতেছেন যে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে দিবেন কিন্তু যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয় নিযুক্ত করিলে ইহারদিগের আহ্লাদজনক হয় তজ্জন্য এবিষয়ে নিবর্ত্ত হইবেন না।

এইক্ষণে অস্মদাদি নিশ্চয় রূপে বোধ করি যে সভার এতদ্রূপ করা কর্ত্তব্য যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিদিগের সন্তোষজনক হয় এবং পাঠশালা সংস্থাপিত থাকে। [জ্ঞানান্বেষণ]

সাহিত্য

নূতন পুস্তক

(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

নূতন গ্রন্থ।—নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষতঃ ডার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংপ্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম কিন্তু কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আমারদের অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার আমরা উল্লঙ্ঘন করিতেও পারিব না।

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা টীকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া তিন বৎসরেতে প্রস্তুত হয় তাহার মূল শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং টীকার শ্লোকের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নেরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়া লওনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।

(১০ জুলাই ১৮৩০ । ২৭ আষাঢ় ১২৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবত।—শ্রীমহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১৮ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক এবং শ্রীধর স্বামির টীকা চব্বিশ সহস্র এই ৪২০০০ সহস্র শ্লোক বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে টীকা তুলাত কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত পত্র করিয়া ১৭৪৯ শকের বৈশাখে মুদ্রাঙ্কিতারম্ভ হয় বর্ত্তমান ১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখে অর্থাৎ তিন বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে তদ্গ্রন্থ গ্রাহকাগ্রগণ্য অর্থাৎ যাঁহারা গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইতেছে কিন্তু কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকের মূল্য টাকা এবং যেপ্রকারে প্রেরণ হইবেক তাহার বাহকের ব্যয় সহিত যে স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।

অপর পূর্ব্বে অনুমান হইয়াছিল গ্রন্থ পাঁচ শত পত্র হইবেক কিন্তু যে পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক অঙ্কিত হইয়াছে তাহারি টীকা সেই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা গিয়াছে ইহা পাঁচ শত ত্রিশ পত্র হইয়াছে তথাচ স্বাক্ষরকারিদিগের নিমিত্তে মূল্য অধিক হইবেক না।

স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নিমিত্ত। এক পুস্তকের মূল্য।..... ... .৩২

ঐ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয়।..................................১

স্বাক্ষরকারিভিন্ন এক্ষণে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারদিগের জন্য।......৪০

এই মূল্য স্থির করা গিয়াছে।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

...সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে।...

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

পুরুষপরীক্ষা।—শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

(২৪ জুলাই ১৮৩০। ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

নীতিকথা [মর‍্যাল ম্যাকসিম]।—শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নীতিকথা সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন...।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

আমরা মোদমানে সর্ব্বজন সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত রাইট্ রেবেরেণ্ড লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্ নামকৈক ইঙ্গরাজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর চাণক্য মুণিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঞ্চ পঞ্চ ও নবরত্ন কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পুরা মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয়ে সর্ব্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর···সংপ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্নের ৫ শ্লোক নবরত্নের ৯ শ্লোক বানর্য্যষ্টক বানরাষ্টক মোহমুদ্গরের ১৩ শ্লোক শান্তিশতকের ১০৭ শ্লোক সর্ব্বসুদ্ধা ২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্ব্বক তন্নিম্নে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপিও কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয় এবং তাঁহার পিতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি তাঁহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য তাহার ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব২ অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

···শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর···এইক্ষণে লোকেরদের অতি শুশ্রূষণীয় যে বেতাল পঁচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর পুস্তক শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রূষণীয়। এবং যাঁহারা ঐ নায়ক নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাঁহারদের অতিসুশ্রাব্য।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুস্তক।—অস্মদাদির গোচর হইল যে শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙ্গরেজী প্লোইট লিটেরিটিউর (অর্থাৎ উত্তমা বিদ্যাচয়) নামৈক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ তৎপাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঐ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উভয়বাণীসম্পৃক্তসহিত যন্ত্রিতপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন

অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক অনেক সম্ভাবনা।

অপরঞ্চাবগত হইলাম যে পূর্ব্বোক্ত সাহেবদ্বারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরানুবাদিত রাসেলাস্‌নামা কাব্যগ্রন্থ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে এমত নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০)

কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমরা এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের নাম এই। "সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ।" গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য ঐ গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে যে তাহার অনুবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যদি ঐ ভাষান্তর আরো কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে ভাষিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে আরো অধিক উপকার জন্মিত।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দুরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ বেতাল পঁচিশনামক গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] লক্ষ্ণৌ।—সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্তৃক প্রেরিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রন্থপ্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলায়ৎ প্রদান করেন। অপর মহারাজের পিতৃষ্বস্রীয় শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়া তদ্রূপ মর্য্যাদান্বিত হইয়াছেন।

ঐ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চ স্থান নির্ম্মাণবিষয়ে ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া ঐ মহতীবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রযুক্ত নানা বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট কাপ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

নূতন গ্রন্থ।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ

বাহাদুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ভাষাভাষিত মজময়ল্ লতায়েফ অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বানুবাদিত গ্রন্থ…মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাতুরিয়া ছাপাখানায় গ্রহাদির ছবি প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কতিপয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা তাদৃশ বুঝিতে পারিবেন না এবং তদ্দ্বারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্ত্তৃক পয়ার ছন্দে [বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায়] অনুবাদিত হইয়া ঐ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এবং ঐ পুস্তকের একখান আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন…।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আপন মিত্রদিগের বিশেষতঃ সংস্কৃত গবর্ণমেণ্ট কালেজের পূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমান পারিস নগরস্থ শ্রীযুত কাপ্তান ট্রাএর সাহেব অনুরোধে বহুপরিশ্রামক ব্যাপারে অর্থাৎ হিন্দুদিগের আদি নাটক পুস্তক মহানাটক গ্রন্থের ইঙ্গরাজী ভাষায় রূপান্তর করণে প্রবর্ত্ত হইয়া ইহার মূল দেবনাগরাক্ষরে সত মুদ্রাঙ্কিত হওনে মানস করিয়াছেন।

এই পুস্তকে হাস্য ও খেদ এবং বীর রসযুক্ত প্রায় ৭০০ শ্লোক রচিত আর পণ্ডিত সমাজে অতি আদৃত হেতু বোধ হয় যে তাবত কালেজ এবং পাঠশালার প্রধান শ্রেণীর যোগ্য।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন।—সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রে ["মোকাম বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরির বাটীতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে"] মরিস এবরূজমেণ্ট [গ্রামার] গৌড়ীয় সাধু ভাষায় তাৎপর্য্যার্থ সমূল মুদ্রিত হইবেক ও বিবিবিলাস ও ভর্ত্তৃহরিত্রিশতক যন্ত্রিত হইবে এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ করিবেন গ্রামার মূল্য ৩৲ ভর্ত্তৃহরিত্রিশতক ২৲ বিবিবিলাস ১৲ ইতি।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ২০ ভাদ্র ১২৩৭)

অবোধ বৈদ্যবোধোদয়।—কাঁচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্নবিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী ঐ প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দোষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রানুসারে যথার্থ অম্বষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্ত্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ্‌গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকর্ত্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে ঐ পুস্তক চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক।—সং চং।

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

…অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এতদ্বিষয়ক এক অত্যুত্তম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যে দায়ভাগ এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএব তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত এবং এতদ্বিষয়ে ঐ বাবু যে মহাপরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাঘ ১২৩৭)

মহাভারত।—আমরা সকলকে সম্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার নিজ মুদ্রাযন্ত্রে কাশীরাজকর্ত্তৃক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দপ্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেবনাগর অক্ষরেতে ক্বাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ এক শত টাকা স্থির করা গিয়াছে শ্রীযুত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবেরা এবং অন্য২ পাঠশালার সাহেবেরা গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্চ ঐ পণ্ডিত পূর্ব্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষায় সংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্ব্বে২ ১২ বার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্মূল্য স্থির করিয়াছেন যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

মনুসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ।—মনুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভগবান কুল্লূকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের কৃত ঐ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার

মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। ডিওডেসিমো পরিমাণের ৪৮ পৃষ্ঠসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

মনু।—কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তিকর্তৃক মনুসংহিতা যে নূতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়াপ্রযুক্ত আমরা কেবল ঐ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গলা ইঙ্গরেজীতে মুদ্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাষান্তর যাহা সর উলিয়ম জোন্স সাহেবকর্তৃক হইয়াছে তাহাই পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় মহাশয়েরা তাহাতে অনেক টীকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তৎকর্ম্মের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি সাহেবেরা তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে।

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

অথানুষ্ঠানপত্র।—...শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই দুই শাস্ত্রের সর্ব্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অনুশীলনাভাবে পরম ধর্ম্মের চর্চার প্রায় লোপ হইতেছে এবং শ্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচুর্য্যহেতুক শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনঃপীড়া জন্মিতেছে...ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদ্বাদশী শ্রীজন্মাষ্টম্যাদি শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ব্বাহ হয় সংপ্রতি ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুর্য্যাভাবে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানুসারে কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্ত্তমান নগর মধ্যে এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে সুন্দররূপে বোধ্য হইতে পারে...।

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র।—সং প্রং।

(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮)

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—আসামদেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুকনকৃত ইঙ্গরেজী পত্রের বাঙ্গলা পত্রেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ

করিলাম। ঐ অনুবাদেতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং ঐ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনের এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ পাঠক মহাশয়েরা ইহার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থ। পাক রাজেশ্বর।...এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ব্বোপভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ব্বক অম্ল তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড়্‌রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদাসূপনামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণ বোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎ কর্ম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্ মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে জবনাধিকারে ঐ সকল সূপশাস্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত সূপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহানুভব শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সূপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুত ক্ষেম শর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতূহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্ত্তমান অনেকানেক সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তিসকলের সুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাকবিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণমঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি।—সং চং।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান।—ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ৺ গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ এবং অনেকানেক দিগ্‌দেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি একোদ্দিষ্ট

ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্ব্বেতে কামরূপদেশ কোন্ দিগে কিরূপ ইহাও অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্মৎকৃত বুরঞ্জি পুস্তকদ্বারা তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে।

অপর ঐ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রীঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহাঁর ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্র ও কালিকা পুরাণাদিতে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

যোগিনীতন্ত্রের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুঞ্জয়সংহিতাপ্রভৃতি মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তদ্দ্বারা যাত্রিকের কর্ম্ম করা সুদূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক ঐ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দেখিয়া কি কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ভাগ্যবান্ লোকের ঘরেতেই থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরন্তু দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য তাহা কালীঘাট জগন্নাথের পাণ্ডাদ্বারা সর্ব্বত্র বিদিত আছে অতএব তাঁহারদের দ্বারা যে যাত্রানুক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে আগত নানা ধার্ম্মিক যাত্রিক মহাশয়েরা হঠাৎ অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে অক্ষম হইয়া মনোদুঃখী হন।

একারণ ধার্ম্মিক যাত্রিক ও অন্যান্য মহানুভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে (কামরূপ-যাত্রাপদ্ধতিনামক) এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ করিতে মানস করি তাহা যদ্রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাষ লিখিতেছি···।

১। ঐ পুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থহইতে সঙ্কলন করা যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে।

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো নানা রাজার অধিকার পরিবর্ত্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা নির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য। মধ্যকালে এতদ্দেশে ম্লেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক সুপণ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়েরা যে বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। যোগিনীতন্ত্রে লেখে। তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। ঐ মঙ্গল চণ্ডিকা পীঠের পূর্ব্বনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বারা

নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্ব্বাচীন শূদ্রকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়া অনেকেই মান্য করে না। অতএব যে সকল দেবালয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মনুষ্যের গম্যস্থানে আছেন তাহারি অনুক্রম লেখা যাইবে।

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমুখাভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়া প্রত্যেক২ পীঠের পৃথক্২ যাত্রাবিধি ও যেং স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য তাহা লেখা যাইবে।

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যানপূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। পরন্তু পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপূজা মন্ত্রাদি যাত্রাঙ্গানুরূপে প্রচার করা যায় অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র লিখিয়া সমাপন করা যাইবে।

৫। যদ্যপিও ধ্যানমন্ত্র লেখায় সকলের মত স্থির হয় তথাচ মহাবিদ্যারি পূজাবিষয়ে তন্ত্রসার ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে।

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইহাতে ধার্ম্মিক মহাশয়েরদের মতান্তর-করণাভিপ্রায় যদি জানা যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ কিম্বা নূতন বসান আবশ্যক বুঝা যায় তাহা করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থূলাভিপ্রায় লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন। মুলুক আসাম।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

তাড়িত [The Persecuted] নামক এক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতি-নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমারদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাকি দিয়াও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান্-লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণকরা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

অপর আসল সংস্কৃত এক অমরকোষ সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ক্ষুদ্রপরিমাণে ১১৫ পৃষ্ঠামাত্র।

এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ ইতিহাস গত ১ জানুআরিতে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় তাহা দুই বালমে প্রস্তুত হয় প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠপরিমিত হইবে। এই মূলগ্রন্থে যাঁহারদের আবশ্যক তাঁহারদের ইহাতে মহোপকার হইবে। ঐ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অনুমতিতে শ্রীযুত রামোদয় বিদ্যালঙ্কারকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বাবু অতিসুকঠিন কএক বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন তাহা প্রস্তুত হইলেই মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।

(১৬ মে ১৮৩২ । ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ।—শ্রীযুত বকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত আর্নটনামক যে সাহেব কলিকাতার জর্নল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাঁহাকর্তৃক ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।—বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাষার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে প্রদান করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য শূদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চাননতলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের

ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধাবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে এবং ঐ আপীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে···। ইতি ১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর। শ্রীযোগধ্যান মিশ্র।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

ব্রাহ্মণ্যচন্দ্রিকা।—বিলাত হইতে এসাইটীক জর্ণেলনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি যে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সদুত্তর চন্দ্রিকা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্ব্বক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ন করেন অর্থাৎ তাহা মুদ্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকারপূর্ব্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন আমরা তাঁহার অনুজ্ঞামত পাঁচ শত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছি তিনি ব্যক্তিবিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বিনা মূল্যে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে ব্রাহ্মণঠাকুর মহাশয়েরা আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—চন্দ্রিকা।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

বৈষ্ণবভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি···।

(১৩ মার্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯)

মারিচ [Murray's] গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিতপূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ টাকা।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয়ঃযুব মহাশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অব হিস্ত্রি ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর। ঐ অনুবাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব তন্নির্ব্বাহক মহাশয়েরা অতিপ্রশংসনীয় বটেন। এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ব্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাতা নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা অতিপ্রচররূপই হইতেছে অতএব সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই করা উচিত।

(২২ জুন ১৮৩৩। ১০ আষাঢ় ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সংসারপরিহারার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্ত্তব্যতাবিধায়ক :শ্রীভবানীচরণ তর্কভূষণকর্তৃক নানাবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃতসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে তদীয়ার্থ এতদুভয়সম্বলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ ১৬ পেজ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া ১০০ এক শত প্রস্তুত আছে···প্রত্যেকের মূল্য ১ তঙ্কা।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধার্থে নির্ঘণ্ট ছাপাইয়া দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়াছেন যদি এখনও কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন সমাচার পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন গ্রন্থের মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির হইয়াছে যাঁহার লওনের বাঞ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে লোক পাঠাইলে পাইবেন ইহা জ্ঞাপন মিতি।

(৩১ আগষ্ট ১৮৩৩। ১৬ ভাদ্র ১২৪০)

কিয়ৎকাল হইল আমরা এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বঙ্গাদি প্রদেশীয় জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩৩ সালের ১৬ জুন তারিখের রিফার্মর সম্বাদ পত্রহইতে গৃহীত গৌড়ীয় ভাষাভাষান্তরীকৃত হইয়া কলিকাতার রিফার্মর মুদ্রা যন্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। অতএব অনেককাল পর্য্যন্ত আমারদের কর্তৃক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপণবিষয়ক স্বীকার দর্পণে প্রকাশ না হওয়াতে ত্রুটি হইয়াছে।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া দুই গ্রন্থ এক জেলদে বাইণ্ড হইয়াছে ছাপার মূল্য ॥০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ :লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ সাংসারিক ব্যবস্থা নানা পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া মূল্য ॥০ আট আনা স্থির করা গিয়াছে···।

(১০ মে ১৮৩৪ । ২৯ বৈশাখ ১২৪১)

...বঙ্গদেশীয় বালকগণ আমার অতিপ্রিয় এইজন্যে তাহারা যেন ইঙ্গরেজ বালকের সদৃশ জ্ঞানবান্ ও সুখী হয় এই আশয়ে শ্রীযুক্ত ডব সাহেবদ্বারা যে ক্ষুদ্র পুস্তক ইঙ্গরেজীতে প্রস্তুত ছিল এবং শ্রীযুক্ত এলিস সাহেবদ্বারা বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত হইল তাহা আমি তোমারদের হিতার্থে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি। তোমরা যদি তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর তবে তদ্দ্বারা তোমারদের যথেষ্ট উপকার হইবে।...সি ই ত্রিবিলিয়ন।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

সটীক মনুঃ।—সর্ব্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুল্লুকভট্টটীকাসহিত মনুসংহিতা। শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়া অদ্য প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে।... শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

On the 19th May will be published from the Serampore Press,

An

English and Oordoo

SCHOOL DICTIONARY,

In Roman characters, with the accentuation of the Oordoo words, calculated to facilitate their pronunciation by Europeans. By J. T. Thompson, of Delhi.

Price, at Calcutta, 3 Sicca Rupees ; and at Delhi, 4 Sonat Rupees.

(৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

তত্ত্ব।—অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যবিরচিত হিন্দু ধর্ম্মের বিধায়ক যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীঘ্র ব্যক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঙ্কিতকরণে অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন যাঁহারা এতদ্রূপ বিবেচনা করেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই অস্মদাদির অতিমান্য এবং উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি।

তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্ব্বাপর সংস্কৃত ভাষা ঐ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব ঐ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তদুত্তর এই দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীমা এবং কুমারিকা অন্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্য্যন্ত ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্রা করা অযুক্ত বোধ হয় না।

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ অক্ষরে স্ব২ লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চলিতকরণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্মের নিয়ম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে যে এতদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাহা চলিতেছে।

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত সর গ্রেবস্ হৌটন সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে নূতন এক ডিক্সানরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪। ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

Just published, at the Serampore Press ;

Part I. of

An

Interlinear Translation

of

Esop's Fables.

In Bengalee and English

Price 4 Annas

Specimen of the work

Fable XV.

The Man and his Goose.

মানুষ ও তাহার রাজহংস।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪। ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

বঙ্গ ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি রাজা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র বিবরণ এই সপ্তাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত ৺ প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত হইয়া ৩২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। বহু দিবস হইল ঐ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে অতএব ইদানীং ঐ পুস্তকের প্রতি গ্রাহকের কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়া সুমূল্যেতে তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করা গিয়াছে। প্রথম ঐ গ্রন্থের মূল্য ৫ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে ঐ মূল্যেও মুদ্রাঙ্কিত করণের ব্যয় পোষাইয়া ছিল না এইক্ষণকার মুদ্রাঙ্কিত ঐ গ্রন্থের মূল্য ॥০ মাত্র স্থির করা গিয়াছে। যে রাজা বঙ্গদেশে ইউরোপীয়েরদের রাজ্য সংস্থাপন কার্য্যে অতিনিপুণ প্রয়োজক ছিলেন। এবং যে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষা ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক বৃত্তি প্রদান করেন এই গ্রন্থে তাঁহার রীতি চরিত্রবিষয়ক অশেষ বিশেষ রূপ বর্ণন আছে এইপ্রযুক্ত বোধ

হয় যে এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে। এতদ্রূপ বৃত্তিদাতৃত্বগুণপ্রযুক্ত ঐ রাজা বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঐ রাজবংশ্যেরা এইক্ষণে অতিনিঃস্ব হইয়াছেন তাঁহারদের পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার ঐক্য করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা একেবারে উদাসীন প্রায় হইয়াছেন। ফলতঃ আমরা শুনিয়াছি এইক্ষণে ঐ বংশে যিনি রাজা নামধারী আছেন তিনি অতিবিখ্যাত স্বীয় পূর্ব্বপুরুষেরদের কৃত বৃত্তির দ্বারাই প্রাণধারণ করিতেছেন। যে রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার সভা বঙ্গ দেশীয় নানা দিগ্‌ হইতে আগত পণ্ডিতগণেতে সদা দেদীপ্যমানা থাকিত। পূর্ব্বে আমারদের কল্প ছিল যে নবদ্বীপাধিপ রাজার বিরাজমান সময়ে যে সকল রহস্যসম্পাদক কথা জন্মিয়া অদ্যপর্য্যন্ত চলিতেছে তাহা এই গ্রন্থের শেষে প্রকাশ করি কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল তাহা এমত আদিরসাদিঘটিত যে প্রকাশ যোগ্য হয় না।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ঐ গ্রন্থানুবাদকেরদের নিকটে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। ঐ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষান্তরকরণের গুণাদিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই। ফলতঃ ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সম্পাদকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকর্তৃক তাঁহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।

(১ নবেম্বর ১৮৩৪। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেসে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাহার প্রথম পৃষ্ঠে গ্রন্থের দুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব ঐ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বুঝা গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে। প্রথম ভাগে ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহাহইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থসম্পাদক বাবু শারাদা-প্রসাদ বাস ঐ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে কিন্তু তাঁহার এই সম্পাদকতাব্যাপারে এইরূপ বিদ্যা দর্শান হইয়াছে যে ঐ মহাশয় শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন ঐ পদের কার্য্য বাবু যে অতিসংশোধনপূর্ব্বকই করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ঐ নূতন নিয়মের বিষয়ে তাঁহার

যে অত্যন্ত অনুরাগ আছে তাহা ইহাতেই দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ নিয়ম তিনি শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নামের উপরিই খাটাইয়াছেন এবং ঐ আধুনিক নিয়মক্রমে তাঁহার নাম *Trivilian* লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ছবির ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের মহারাজের রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকর্তৃক তাহা খোদিত বা ছবি হইয়াছে তাহা ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চার্লস ডাইলি সাহেবও ঐ ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন··· ।

(২৮ মার্চ ১৮৩৫ । ১৬ চৈত্র ১২৪১)

কল্পিত নূতন গ্রন্থ প্রকাশমান ।—শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ নূতন রোমানাজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। ঐ গ্রন্থ আকৃটবো ৫০০ পৃষ্ঠ সংখ্যক হইবে। তাহার মূল্য ৬॥০ টাকা স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্স্যনরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপ্‌টিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

বিজ্ঞাপন ।—সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানে২ বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্যে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতার জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

(৪ জুন ১৮৩৬ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

ভুবন প্রকাশ ।—পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত ভুবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস আছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যবর্ত্তি চতুর্দ্দশভুবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে ও ঐ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ দুই শত মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বৈদ্যক পাঠশালায় যে উপদেশ শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব কর্ত্তৃক বক্তৃতা হইয়াছিল…ঐ উপদেশ শ্রীযুত উদয়চন্দ্র আঢ্যকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হওনান্তর বিতরণার্থ এবং শ্রীযুত ষ্টকিউলর সাহেবের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছে।…

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহা ভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। ঐ কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। কাশীদাসকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

কলিকাতার মেডিকেল টোপগ্রাফি।—এই বিষয় ডাক্তর মার্টিন সাহেব বিরচিত পুস্তক আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি টৌন ইম্প্রুবমেণ্ট কমিটিহইতে যে লিপির অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক কলিকাতার পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধিজনক অবস্থাসম্বন্ধীয় জ্ঞান এই গ্রন্থহইতে প্রাপ্ত হইলে পর সম্পূর্ণতররূপে অন্য কোন সামান্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারিবেক…। ইনি [ডাঃ মার্টিন] কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন পূর্ব্বকালের বন জঙ্গলাবস্থার বার্ত্তা প্রথমে লেখেন এ সময়ে জাব চারণক সাহেব এক পূর্ব্বপিতৃবৎ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে বসিয়া এক মহারাজ্য স্থাপনের উপরে স্থির করেন ইহার পরে গবর্নর্ ফ্রিক বারওএল হলওএল ক্লাইব হেষ্টিংস ওএলেসলি কর্ণওয়ালিস ময়রা ইত্যাদি সাহেবেরা রাজত্ব করেন পরে আমারদিগের সময়ের নিয়ম স্থির হয়—যে২ শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে আর ইউরোপের এক ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় এ স্থানের সম্পত্তি নহে ইহাতেই যে২ শোধন এখন আবশ্যক আছে তাহা বোধ হইবেক এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে ইহা না দেখিলে আমরা জ্ঞান করিতাম যে বিখ্যাত ব্যয়বিষয়ে ইহার অধিক অংশ ডাং সাহেবের বিবেচনাতে অর্পণ

করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব আছে আর অবকাশাভাবে এরূপ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত আছে এই২ দোষব্যতীত এ পুস্তকে অনেক উত্তম২ বিষয় লিখিত আছে আর ইহাতে পরে যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা অনেক সহায় পাইবেন আমারদিগের শরীরাবস্থার বিষয়ে যে মহা প্রবল বিষয় তাহা পূর্ব্বে এত দিবস জানিতাম না এইক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে বর্ত্তমান বার্ষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদ্বন্মোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা২ লিখনের আবশ্য[ক]তা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনানুসারে যদ্রূপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কার্য্যে অনায়াসে সক্ষম হন পূর্ব্বে নবদ্বীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও বালির পণ্ডিতগণ মতানুসারে যে সকল পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতেরা আদর করিতেন তন্মরণান্তর ঐ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সেই সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যায় না।—জ্ঞাং অং।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

আমরা বর্ত্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কর্ত্তৃক এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশালা হইয়াছে তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে। গত মালিস্ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফস্বলস্থ যে সকল পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহ-নামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যা-মন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।...কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহাকে সর্ব্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্ব্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকর্তৃক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহার্য্য হইতেছে সেই অভিধান যাঁহারা অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান।—আদালতের কার্য্যে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে। এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালাপেক্ষা এইক্ষণে ঐ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয়ক যত্ন অধিক হইবে যাঁহারা প্রথমে পারস্য ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারদের উপকারার্থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্য-ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের

মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা স'ক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন-পূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সূচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রন্থাবলোকনে বঙ্গভাষা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্দ এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না।

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে তন্নিমিত্ত ঐ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

বঙ্গাভিধান।

অংশ	*s.*	a share, a part.
অংশী	*s.*	a partner.
অকথ্য	*a.*	unutterable.
অকথ্য কথা	*s.*	unutterable word
অকর্ত্তব্য	*a.*	improper.
অকর্ম্মণ্য	*a.*	useless.
অকল্যাণ	*s.*	misfortune.
অকূল	*a.*	boundless.
অকৃত্রিম	*a.*	inartificial.
অক্রূর	*a.*	open-hearted.
অক্রোধ	*a.*	dispassionate.

...

(১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

শ্রীযুত হরিমোহন সেন এবং তাঁহার অন্য২ বন্ধু কর্তৃক এরেবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমরা গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।... [জ্ঞানান্বেষণ]

(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।—পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং তদ্দারা শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অন্যান্য সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র দাস নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষীয় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বাবু শিবচন্দ্র বঙ্গ ভাষাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে তাহাতে অনেক উপকার দর্শিবে।

(১২ অক্টোবর ১৮৩৯। ২৭ আশ্বিন ১২৪৬)

বিজ্ঞাপন।—উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথা কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন ঐ গ্রন্থে যে২ বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বল্প সাধ্য দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ্ গুণবর্ণনা পূর্ব্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবর মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য্য বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে উল্লেখিত কবিতা কদম্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অপহৃত হইল ঐ কবিতার প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও

রহিয়াছে অতএব সুপণ্ডিত জন সমূহ পূর্ব্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত বোধ করিবেন না আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নূতন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

অস্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্ত্তৃক ভাস্বরী কৃত নূতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদের এমত এক প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় এতদুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সূচনা কাহারও হয় না আমরা স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষা করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষান্তর সাধু সুললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন।

অনুষ্ঠান পত্রিকা।...কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত গ্রন্থ সুললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রাঙ্কিত হইলে বর্ত্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রবোধ জনক হয়...। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৩০ নবেম্বর ১৮৩৯। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বঙ্গাভিধানের ভূমিকা।—স্বস্তি সকল কলা কুলাগার মহামহিমাধার মহাশয়েরদিগের প্রতি মদীয় নিবেদন মিদং। অস্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল ভাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষা অভেদরূপে মিলিতা হইয়া আছে সেই সকল ভাষা পরিশ্রম পূর্ব্বক পৃথক করিয়া পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি এই বঙ্গভাষার অন্তর্গতা যে সকল সংস্কৃতভাষা সর্ব্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জানান উচিত হয় তন্নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ।

এই বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু ঐ সকল শব্দ

শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দসকল সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গাভিধান নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। এই পুস্তকে ছয় হাজার দুই শত চৌষট্টি শব্দ আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক শত পৃষ্ঠ আছে। এবং যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যেরূপ লেখা গেল সেই শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক না এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসায়িরদিগেরও উপকার আছে বিশেষতো বর্গীয় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন২ করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে।

অপিচ। অন্য২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শব্দের অর্থ লেখা গেল না আমার এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না যেহেতুক ইহাতে যে২ শব্দ লিখা গেল সেই২ শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার হয় ইতি। শ্রীহলধর ন্যায়রত্নস্য।

বঙ্গাভিধান।

বঙ্গাভিধান গ্রন্থ শ্রীরামপুরস্থ মুদ্রাযন্ত্রে উত্তম কাগজে উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে পুস্তকের পত্র পৃষ্ঠ সংখ্যা একশত চারি হইয়াছে সুতরাং মুল্য ১ টাকার ন্যূন করিতে পারা গেল না। গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে গ্রাহক মহাশয়েরা শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পটল ডাঙ্গার বাসা বাটীতে উপস্থিত মতে প্রাপ্ত হইবেন।

(২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬)

বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ।—কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অনুবাদ করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে অনেক টেবল আছে তদ্দ্বারা মহোপকার হওণের সম্ভাবনা আমরা তাহা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি অতএব আমরা পরম সন্তোষ পূর্ব্বক কহিতে পারি যে ঐ গ্রন্থ যাঁহারা কেবল বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাঁহারদেরই উপকারজনক এমত নহে কিন্তু এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে। এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় যে

পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্য হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহার ঐ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা।—সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রানুশীলনপর ধর্ম্মবর্ম্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু।

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম্ম তাহা আধুনিক সামান্যকর্তৃক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে রাম-নারায়ণপুর মথুরা নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোক পরম্পরাকর্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করণ এবং এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমূহকর্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যথার্থান্বেষণে কৃতযত্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা বহু যত্নে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে তাঁহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

...তেলিনীপাড়া নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের পূর্ব্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক প্রকাশিত হইবেক অতএব আমরা উক্ত বাবুকে এই এক সংপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি মূলে জল দান করুন অর্থাৎ স্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্নপূর্ব্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানন্তর তথায় সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ অধ্যাপন করাইলে তাঁহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল···। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

খোস গল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক একগ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে। [হরকরা, ১২ মার্চ]

সাময়িক পত্র

(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

ষষ্ঠ সম্বাদপত্র।—এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় পাঁচ সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই সপ্তাহের চন্দ্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গলা সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্নাকর।

(২৬ জুন ১৮৩০। ১৩ আষাঢ় ১২৩৭)

নূতন সম্বাদপত্র।—কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি।

(২৬ মার্চ ১৮৩১ । ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাতহওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকসকল তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন।—সং চং।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০ । ১৩ ভাদ্র ১২৩৭)

সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি।…গত জ্যৈষ্ঠের দর্পণে সম্বাদ রত্নাকরনামক সম্বাদপত্র প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপত্রিকা প্রস্তুতা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র নির্ব্বাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮)

সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—…সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে…। ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।—পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দুর ধর্ম্ম নাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন।—যদ্যপি নানাদেশীয় বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বহুবিধ সংবাদপত্রিকা প্রকাশ-দ্বারা নানা দিগন্তবাসি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশয়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অস্মৎ প্রয়াসের বিফলতাবোধে অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং

বর্ণার্থগত দোষে দুষ্ট হইলেও সজ্জনসন্নিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে অতএব এতাদৃশালোচনাদ্বারা নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে সাহসী হইলাম। এই সংবাদ প্রভাকর পত্রে কলিকাতা রাজধানীস্থ গবর্নর্ কৌন্সেল ও সুপ্রিম কোর্ট ও পোলীস ও সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ডের সমাচার ও ইঙ্গলণ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষস্থ মান্দ্রাজ বোম্বে চীনাদি অন্যান্য দেশের এবং সুবে বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যা ও বারাণস্যাদি কোম্পানির স্বাধীন রাজ্যের ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থাৎ রাজকর্ম্মে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও যুদ্ধবিষয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয়ইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে তাহা প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যপি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রার্থর্য্য সুতরাং সিদ্ধ ইতি। সং প্রং

(২ জুন ১৮৩২। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।...সং চং।

(২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভাদ্র ১২৪৩)

আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাতে প্রভাকর নামক সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্ছা যে ঐ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হউন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

দৈনিক সম্বাদ পত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদিত করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন।… ঐ পত্রসম্পাদক মফঃসলের গ্রাহক ব্যক্তিরদের উপরে তাদৃশ ভরসা করিতে পারেন না যেহেতুক তিনি অতি বদান্যতা পূর্ব্বক ঐ সম্বাদ পত্রের মাসিক মূল্য ১ টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন অথচ তাহার মাস্থল মাসিক ৩ টাকা লাগিবে… ।

(৫ মার্চ ১৮৩১। ২৩ ফাল্গুন ১২৩৭)

সম্বাদ সুধাকর।—আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদ সুধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ হইয়াছে।·· এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

…সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায়…।

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

জামজাঁহানুমানামক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল… ।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮)

চন্দ্রিকা প্রকাশক…লেখেন যে (ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঙ্গলা সমাচারপত্র প্রকাশ হয় নাই) তাহাতে আমার অনুমান হয় যে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ত্ম ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন যে (বাঙ্গলা ভাষার পত্রসৃজন হইবার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অনুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি ঐ লেখকের স্মরণে নাই) উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথা স্বীকার করি কেননা তাঁহার অনুষ্ঠান পত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলাস ভ্রমতি গগণমধ্যে কচ্ছপী পক্ষহীনা

ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আমার স্মরণে ছিল না।··· ১১ আপ্রিল ১৮৩১ সাল। প্রাচীন বিপ্রস্য।

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

নূতন সংবাদপত্র।—আড়পুলি নিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হ্যার সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাঁহার পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 'ইন্‌কোয়েরর' নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন ঐ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি···।—সমাচার চন্দ্রিকা, ১৬ মে ১৮৩১।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।—সং কৌং।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

ইনকোয়েরর।—সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েররনামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ঐ অনুপম বিদ্যালয়েতে যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহৃষ্ট চিত্ত হইলাম। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন তদ্রূপ ঐ বাবু যে তদ্ভাষাবিন্যাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র। এবং তাঁহার লিখিত সদ্ভাববিশিষ্ট অতএব তদ্দ্বারা যে তাঁহার অধিক কৃতকার্য্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের সতত এতদ্রূপ বাঞ্ছা।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।—চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোরনামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

প্রভাকরসম্পাদককর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।—··শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দুইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এপর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে ভায়া সামাল২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুবুতি টুপি কেড়েনিয়ে ফুবুতি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।···

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

দর্পণগ্রাহক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন।···গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে তাঁহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম।···

এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি। ঐ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্যক না হইলে আমরা কোন ইশ্‌তেহার বা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রহইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে

ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব্ববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন সর্ব্বসাধারণ সম্বাদ অপর পৃষ্ঠদ্বয়ে টাট্কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে।···

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল···।

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুআরি বুধবার প্রকাশ পাইবে।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ্দ পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহা প্রতি বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তাঁহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার মূল্যও পূর্ব্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্ব্বার অনুসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রূপ দর্পণের মূল্যের ন্যূনতা দেখিয়া পূর্ব্ববৎ আমারদের সাহায্য করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল।

(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১)

সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু

অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ···। মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তর কেরি সাহেব ঐ কাগজের স্রষ্টা···। দর্পণকার মহাশয় গত ৫ নবেম্বর ২১ কার্ত্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক···।—চন্দ্রিকা।

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের সম্বাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ উদ্বেগ শান্তি হইল।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

…শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার···কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩ কার্ত্তিক ১২৪৬)

সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক।

(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার সূচনা পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই গত শনিবার ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল·····।—সং কৌং।

(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণ।—কএক বিজ্ঞতম যুব মহাশয়েরদেরকর্তৃক কলিকাতা নগরে প্রকাশিত অত্যুত্তম জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অনুষ্ঠান আমরা এই সপ্তাহে অনুবাদ করিলাম। তাঁহারদের এই প্রশংসনীয় ব্যাপারে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হন এবং তৎপ্রকাশিত পত্রে তাঁহারদের সম্ভ্রম ও দেশের উপকার হয় এমত আমারদের আকাঙ্ক্ষা। মধ্যে২ জ্ঞানান্বেষণের উক্তি দর্পণে অর্পণ করিতে আমারদের মানস আছে।

অপর তৎপত্রসম্পাদক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয়কো কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞানসম্পর্কীয় পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদৃশ পরিপক্ব নয় সকলিই নূতন২ সম্বাদ শুশ্রূষায় অনুরক্ত। বিশেষতঃ ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম্ম হইতেছে অতএব সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা ব্যগ্র কিন্তু যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থির রাখিয়া সম্বাদ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাঁহার প্রতি আমারদের এই পরামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিকা কি রাধার সহস্র নাম তাহার একটাও না ছাড়েন। অতিগুরুতর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে। এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকো যন্ত্রালয় আছে তাহাতে প্রতিমাসে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা প্রায় সম্পাদক ও অন্য২ লোকের বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে যে এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এমত কদাচ অনুমেয় নহে।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি-হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম⋯বর্ত্তমান মাসাবধি পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হইল।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮)

…এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক এতদ্ব্যাপারে তন্মানস সাফল্য ত্বরায় হইয়া অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।—সং কৌং।

(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

রিফার্ম্মর।—রিফার্ম্মরনামক সম্বাদপত্র একালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকালে তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে…।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

…রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতুক জানবুল এডিটর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর কি না তখন ঐ রিফার্ম্মর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে ঐ কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্মাত্র ঐ কাগজের সহিত ঐ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি ঐ কাগজের কর্ত্তা নহেন ঐ রিফার্ম্মর কাগজের কর্ত্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর।…কস্যচিৎসত্যবাদিনঃ।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩১। ১২ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু।—এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় বিশেষ শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা ইনফার্ম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র

প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের সঙ্কল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ নিয়ত পাঠকস্য।—সং কৌং।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

নূতন সম্বাদপত্র।—দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদপত্র [সারসংগ্রহ] সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাঁহার তাদৃশ গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সম্বাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি…।—সং চং।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত।—এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহানুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে দলবৃত্তান্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদা প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাণ্ডুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তুত হইলে তাবতেরি সুগোচর হইতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন

তৎপত্রপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক…। এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ২ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ যাঁহারা বিশেষ বুঝেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবৃত্তান্ত পত্র কি উপকারক হইবে। [সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ আশ্বিন ১২৩৮]

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাদিপত্রে প্রকাশ পাইবেক…। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল।—চন্দ্রিকা।

(২১ জুলাই ১৮৩২। ৭ শ্রাবণ ১২৩৯)

…দল বৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে তৎপাঠে ভাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন তিনিও ঐ দলবৃত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ করিবেন না।… সং চং

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)।

অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ-নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন…নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে ঐ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।…[সং চং]

(১২ নবেম্বর ১৮৩১ । ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সৌদামিনী।— ···এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেকং বিজ্ঞ মহাশয়েরা বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানা· বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশা করি যে যদ্যপি মহাশয়েরা স্বীয়২ সহজ নানাগুণে ও বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না।

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতনির্ব্বাহকরণানুকূল্যার্থ মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।—সং রং।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থোদয়।—আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়-সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম···।

(১০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

বাঙ্গালি মাগজিন।—শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৫। রিফার্ম্মরনামক এক লিবরাল সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।

জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি।—কলিকাতা রাজধানীতে এইক্ষণে যে সকল সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্রহইতে আমরা গ্রহণ করিয়া ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিলাম।...ঐ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই।...

"পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্রবিষয়ের আপীল।

এপ্রদেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন হইল কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না পরে অনেককালাবসানে কোন২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল-নামক কাগজের সৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেণ্টের কৃত কর্ম্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে তদ্বিপক্ষ জানবুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিদ্যানলোক সমাচারকাগজ পড়িতে বড় রত হইলেন যাঁহারা ইঙ্গরেজী না জানেন তাঁহারাও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলেন অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে ব্যগ্র হইলেন।

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছু দিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজন-সময়ে জেম্‌স কাল্‌ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন ঐ কাগজের গ্রাহকদ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন

ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজপ্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্‌গুনে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যেং এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন ঐ নাম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই দুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমেং উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত ধর্ম্ম স্তোতোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল।

অপর সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে পাঠকবর্গের কৃপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে এই সকল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন।

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না কেননা সুপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার কাহিনি কত লিখিব।

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীআনা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক-দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা।

ঐ সনের ৫ ফাল্‌গুণে সুধাকর সৃজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায় তিনিও

ঐ ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষারম্ভ করিলেন তাহাতেই তাঁহার দফা রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কখন কহেন প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না তাঁহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেষ ও কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কর্ম্ম চলিতেছে আর কিছু দিন এই প্রকারে চলিবেক।

ঐ ফাল্‌গুন মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম্মপক্ষে আছেন।

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

বর্ত্তমান সনের গত ৭ ভাদ্রে রত্নাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্যকর্ত্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন যাহা হউক তাঁহার গুণ পশ্চাৎ লিখিব।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র সৃজন হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্রলোকের অপমানসূচক কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ প্রকাশকেরা মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্য তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মহানি হইবেক তজ্জন্যই অনেকের যত্ন অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্ত্তা তদ্‌গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে পারে

যদি বল অনুবাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা হইবেক না কেননা শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অস্মান নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অনুবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূল্য নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি দেশের ভদ্র মহাশয়েরা দেশের ভদ্র আকাঙ্ক্ষি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করুন ইতি। তিং নাং।"

(৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।—সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় এক সম্বাদপত্র অর্ফান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে। ঐ গেজেটে গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশ্‌তেহার প্রকাশ পাইবে।

এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্ত্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে।

(১১ এপ্রিল ১৮৩২। ৩১ চৈত্র ১২৩৮)

কলিকাতা গেজেট।—কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [৭ই এপ্রিল] কলিকাতায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশ্‌তেহার প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে।

(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯)

বিজ্ঞান শেবধি।—ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ব্রুম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্ত্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহারদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ

গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে···।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয়া প্রচার করুন মনে করি যাঁহারা উভয় ভাষাজ্ঞ তাঁহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই।···সুধাকর।

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯)

রত্নাবলি।—রত্নাবলিনামক নূতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদককর্ত্ত্ক আমার-দিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কর্ত্ত্ক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে ত্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ঐ রত্নাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ রত্নাবলির কিরণাবলিতে দিগ্‌ দেদীপ্যমানা হইতেছে।

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

মফঃসল আকবার।—আগরাহইতে মফঃসল আকবারনামে ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক এক সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পত্রের উত্তরোত্তর সর্ব্বপ্রকারে সৌষ্ঠব হইতে পারে তাহা কাযে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে। মফঃসল স্থানসকলে এমত নূতন২ সম্বাদপত্র প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি···।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্মহইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন।···কৌমুদী।

(৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩)

১৮৩২ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টইণ্ডিয়ান লোককর্তৃক ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরনামক সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।

জুন, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান।

আগস্ত, ২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর রত্নাবলী নামক এতদ্দেশীয় এক বাঙ্গালা পত্র উদিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। চন্দ্রিকাতে লেখেন যে ঐ পত্র অতিশুশ্রূষণীয়।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২০ পৌষ ১২৩৯)

দিল্লী নগরে এক নূতন সম্বাদপত্র।—দিল্লীতে নূতন এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি আরম্ভ হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে তাহার নাম দিল্লী আকবর অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থানীয় সম্বাদপত্র। শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি ও অতিমান্য সাহেবেরা সমাদরে ঐ সম্বাদপত্রের পৌষ্টিকতা করিতেছেন। তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের ব্যয় পোষাইবে তদুপরি যত লাভ হইবে তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে।

(৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯)

কলিকাতা কুরিয়র।—গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল অন্যান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য ঐ পত্রেরও তন্মূল্য।

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্খ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তিকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৸০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।…

জানবুলের নাম পরিবর্ত্তন।—জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ অক্টোবরঅবধি ঐ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রূপ

নাম পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০)

ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর।—আমরা খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তাঁহারদের এ পত্র রহিত করিতে হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব আইন সম্পর্কীয় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের নাম রিপোর্টর হইবে। গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ও সাধারণ জজ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে।…

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট বিক্রয়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ ইনশালবেণ্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে। কোন২ ব্যক্তি শ্যারপ্রতি ৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যূন মূল্য কিন্তু যদি ইহাঅপেক্ষা

অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে। ঐ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা ২০,০০০ টাকা এতদ্ভিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ টাকা ধরা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে ঐ পত্রগ্রাহক ৪০০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে যদবধি ঐ কর্ম্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ব্বকই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।

(১ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৬ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস।—গত শনিবারে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম হইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্ব্বে ঐ বাবু যন্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপই হইল।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট।—ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে যে ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে না এবং ঐ দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। যে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাঁহাকর্তৃকই পূর্ব্ববৎ প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪। ১০ কার্ত্তিক ১২৪১)

পশ্বাবলি।—শ্রীযুত রামচন্দ্র [মিত্র] বাবু কর্তৃক কৃত এক পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।··· —জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪। ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

ন্যূনাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [এশিয়াটিক মিরার] সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রধান ঐ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রপ সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা লিখিয়াছিলেন

এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ ডেলা ফেলিয়াও মারেন্ তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাপি ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তাঁহারা সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপার-সূচক বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে ঐ পত্রসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি ঐ সম্পাদক ডাক্তর স্লব্রেট ও ব্রুস সাহেব ছিলেন। পরে ঐ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন ছাপাইব না তাহাতে ঐ সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল। এবং ঐ পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ব্ববৎকার্য্য করিতেও অনুমতি হইল।

গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ব্ব২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ঐ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়িস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ রিফার্ম্মরের উক্তি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ করিয়াছেন সে প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক ঐ উক্তিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে পূর্ব্বতনকাল ও ইদানীন্তন কাল এবং লার্ড উএলেসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্য্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবম্বিধ উক্তি ইহার ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত তবে ঐ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না এবং এবম্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ দুই জনও পাওয়া ভার ছিল কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই ঐ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্গা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলণ্ড-দেশীয় লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ

হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্ম্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কি প্রকারে ভয় সম্ভাবনা। কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাঁহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ হয় না। তৎসময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্য বিধায় ঐ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাঁহারা ঐ শ্লোকের তাদৃশ রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেঁট।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সম্বাদপত্র।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু। বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার যদ্রূপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় এতন্নগরে প্রচার হইতেছে তদ্দ্বারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাবি সমাচার পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।...কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রুটি হইয়াছিল যে পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নূতন সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে তদ্রূপ না হইয়া ঐ সম্বাদপত্র আকৃটেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে। এই পূর্ণচন্দ্রোদয় চন্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের এইরূপ চৈতন্য দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। হইতে পারে যে ঐ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসম্ভাবনা। তথাপি আমারদের সংবাদ পত্রচক্রের মধ্যে নূতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিসূচকনামক এক [সাপ্তাহিক] সম্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে ঐ পত্র প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিসূচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে ঐ পত্র কেবল বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরদের স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্ম্মের পোষকতাকরণ মাত্র।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।—ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় যে নামার্থানুরূপই ঐ সম্বাদপত্র হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য স্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয় ততই বলবৎ হইবে। আমারদের ভরসা আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই সফল হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র।—ব্যক্তিদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে ব্যগ্রতা হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের মন নিগূঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয়২ অধ্যক্ষেরা দেশস্থ লোকের বিদ্যাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি সংপ্রতি

সকলেরি নিকটে বাঙ্গলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নূতন এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইহার আবশ্যকতা সকলেরি বোধহওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক কাগজ নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম।

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি এবং অন্য২ কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয়ক তর্ক হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যনুসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ক্রটি হইবেক না।

ইহার মূল্য মাসে ১ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইল।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২)

কলিকাতার সম্বাদ পত্র।—বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নানা সম্বাদপত্রের নিবর্ত্ত পরিবর্ত্তনাদি হইয়াছে। বিশেষতঃ রিফার্ম্মর ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্‌ডভুক্ত হইল। কিন্তু দুই সম্বাদপত্রসম্পাদক স্বাতন্ত্র্যেই আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়ণ্টল অবজর [বর] পত্রসম্পাদকতা ভার পুনর্ব্বার শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানান্বেষণপ্রভৃতি অত্যুত্তম শুশ্রূষণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে। তন্মধ্যে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত স্পষ্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ ঐ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সদুপদেশ ও নানা-প্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপূরিতা হইবায় স্থানশূন্যতাপ্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। তন্নিমিত্তে সম্পাদক মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের মনোরম্যতার বিম্নতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে। আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক সম্পাদক মহাশয় ফাল্‌গুণস্থ অষ্টাদশদিবসীয় চন্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি এতদ্বিষয়ের এক প্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া

কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়সকল অর্থাৎ শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধস্ত হিতোপদেশ ও নানাবিধ ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় আমরা ইহার এই উত্তর করি যদ্যপি ঐ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়া কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কস্মিন্‌কালেও কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ্চ সম্বাদ পত্র নাম দিয়া অত্যল্প সম্বাদ লিখিয়া ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও সদ্যুক্তির স্বযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন। সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিত্যে প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের কাগজভিন্ন অন্য কি কহা যাইতে পারে। তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও কোন্ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই আছে সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি থাকিত তবে তদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত। সে যাহা হউক এইক্ষণে অস্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎসম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে।...ইতি চৈত্রস্যাষ্টমদিনজা। কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু। বিনয়পূর্ব্বকাবেদনমেতৎ। গত ২০ কার্ত্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারিতরূপে প্রতিবিম্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তঙ্কা কাগজ প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্‌যোগ দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি যদিস্যাৎ মহাশয় এবিষয়ের কিছু

তথানুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক···। জিলা হুগলীস্থ কস্যচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পাঠকস্য।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—সম্বাদ সুধাসিন্ধু নামক এতদ্দেশীয় এক নূতন সম্বাদপত্রের এক প্রতিবিম্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ সুধাসিন্ধু বটতলানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর দত্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুল্য মাসিক অর্দ্ধেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানবিবরণ সর্ব্বত্র প্রেরণ হইতেছে।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

ডাকের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ।—নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ্দ গত সপ্তাহের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে। তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খান সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং ডাকের দ্বারা কত প্রেরিত হয় তাহার ফর্দ্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ উপকার নাই কিন্তু তাঁহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্য রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি তদ্দ্বারা কত সম্বাদ-পত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে কত বিক্রয় হয় তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বারা প্রেরিত অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক হইবে।···

শ্রীরামপুর ···	সমাচার দর্পণ ···	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী ···	১৩৭
বোম্বাই ···	দর্পণ ···	মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গরেজী···	৬১
আগ্রা ···	আগ্রা আকবার ···	পারস্য ···	৩৭
লুধিয়ানা ···	লুধিয়ানা আকবার ···	পারস্য ···	২৯
কলিকাতা ···	সুলতানউল আকবার ···	পারস্য ···	২৭
দিল্লী ···	দিল্লী আকবার ···	পারস্য ···	২৫
কলিকাতা ···	জামজাঁহানামা ···	পারস্য ···	২২

বোম্বাই	..	চাবুক	পারস্য	...	১৭
কলিকাতা	...	মখে আলম আফরোজ	পারস্য	...	১৫
কলিকাতা	...	জ্ঞানান্বেষণ	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	...	১১
কলিকাতা	...	সমাচার চন্দ্রিকা	বাঙ্গলা	...	১১
মান্দ্রাজ	...	চিনেপটম বরটাণ্টা	জেণ্টু	...	১০
বোম্বাই	...	সমাচার	...	...	১০
বোম্বাই	...	জেমিজমসিদ	পারস্য	...	৫
কলিকাতা	...	আইন সেকন্দর	পারস্য	...	৫২

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ইঙ্গরাজী নূতন পত্র।—কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ষ্টারইনদিইষ্ট রেইনবো আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হণ্ড [*The Khyr Khahend*] এই পত্রের পূর্ব্বোক্ত তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে যে তদ্বিবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমরা শুনিয়াছি যে ঐ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হয়। তৎ পত্র যে সকল অল্পবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহা শুনিয়া আমরা ঐ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জ্জন শীঘ্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদ দিই...। তৃতীয়োক্ত পত্রের কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতুক ঐ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নূতন বলিয়া অথবা যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও হইল না অতএব অতিন্যূন মূল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল না। এবং শুনা গিয়াছে যে ঐ পত্রের যে ১ সংখ্যা ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রাঙ্কন হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন দুর্ল্লভ। চতুর্থোক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটি যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষরে উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি

আছে তাহারা ঐ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে রোমান অক্ষর চিনাইয়া পড়াইলেই অনায়াসে ঐ ধর্ম্মের আলোচনা হইবে...।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪)

সম্বাদ গুণাকর।—বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্বাদপত্র শ্যামপুকুরিয়া-নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বসুকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ হইতেছে। ঐ সম্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে। ঐ অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন। [ক্যালকাটা কুরিয়র]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।—জ্ঞানান্বেষণ।

/ (১০ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

সম্বাদ পত্র চালান।—কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জানুআরি মাসের ১ তারিখে এবং বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ডাকের দ্বারা প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা আমরা ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্ সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ন্যূন হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নিজ-নগরের মধ্যে কত সম্বাদ পত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।

			জানুআরি ১৮৩৭	ফেব্রুআরি ১৮৩৮
সমাচার দর্পণ	বাঙ্গলা ইঙ্গরেজি	...	১৩২	১৩৬
বোম্বাই দর্পণ	মারহাট্টা ও ইঙ্গরেজি	...	৪৩	৫৪
দিল্লী আখবর	পারস্য	...	২৫	৩০
লুধিআনা আখবর	ঐ	...	২৭	২৮
মুলতান আখবর	ঐ	...	৩০	২৭

জান জেহান নামা	ঐ	...	২০	২৬
বোম্বাই চাবুক	ঐ	...	১২	২৫
মাহালেম আক্রোজ	ঐ	.	১৫	২৪
জ্ঞানান্বেষণ	বাঙ্গালা ইঙ্গরেজি	...	৭	২১
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত	তৈলঙ্গ ভাষায়	...	২	১৯
বোম্বাই সমাচার		...	১৩	১৫
চন্দ্রিকা	বাঙ্গলা	...	১২	১২
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়		...	০	৮
দাসানবিনামী	তামল ভাষায়	...	০	৭
জামি জামসীদ	পারস্য	...	৫	০

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ৎকাল ম্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঙ্গালা ভাষার সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চন্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ সুধাসিন্ধু বঙ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমরূপ চলিতেছে ইহাতে অস্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের একপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। যাহাহউক এবংপ্রকার রীত্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য-দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলণ্ড দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থা বুঝিয়া যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্তু কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক গ্রহণ করেন যদিস্যাৎ পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বীয়২ সম্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিকা প্রকাশ করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহায্য প্রদান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা...। তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের

যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি সুদৃশ্য হইয়াছে আর ইহার এক অতি মনোহর নাম [*The Anna Magazine*] প্রদান করিয়াছেন।

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমরা অনুমান করি যে কেবল অন্যের উপকারার্থ লইবেন এমত নহে সকলের আহ্লাদজনকও হইবে। আমরা বাঞ্ছা করি যে ঐ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্য্য হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহার্য্য হয়। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র।—জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই দুই সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা অপর এক ইঙ্গরেজী বঙ্গ ভাষাতে সম্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন। [হরকরা, ১ আগষ্ট]

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।—মৎসুহৃদ্‌বর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়-দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন…।

…এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন অতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব ভরসা হয় তদ্দ্বারা প্রাপ্তেচ্ছা সংখ্যক গ্রাহক প্রাপণান্তে পত্র নিয়মিত প্রকটিত করিতে শক্য হইব…। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ] ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি সুপরামর্শ

বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সংবাদ কাগজে সাহায্য করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬)

রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।—ভাস্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনারায়ণ রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই দৃক্‌পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন ঐ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম্ম করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মান্বিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারিপিট করিয়া লইয়া যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ঐ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম তজবীজ হইবেক এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার। এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের গ্লানি সূচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাঁহার পত্র দ্বারা তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা না জন্মিবে।

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম।

কল্য অপরাহ্নে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পস নামক পরওয়ানা পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে ঐ অভাগা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে শপথপূর্ব্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং ঐ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই মারিপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে ঐ শ্রীনাথের মুণ্ড-চ্ছেদন করিয়া আইস। ঐ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটীতে রাজার সম্মুখেই তাঁহার দূতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দোহাই২ করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা তাহাই হইবে।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা।—শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা বিষয়ে নীচে লিখিত বিবরণ আমরা নানা সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। বহুবাজার নিবাসি রামচাঁদ ঘটক ও চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসি তারাচাঁদ চাটুয্যে ইহাঁরা আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের কর্ম্মকারক ১০ তারিখে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষ্য দিলেন যে ৯ তারিখে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হুকুমক্রমে ভৈরবচন্দ্র চাটুয্যে ও কালীপ্রসাদ নন্দী ও বারকত সিংহ ও হর খানসামা ও শীতল সিংহ ও জগমোহন শ্রীনাথ রায়কে মারপিট করিয়া শুকেশের রাস্তার নিকটস্থ বাটী হইতে ধৃতকরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রহার করত আন্দুলের বাটীতে লইয়া গেল। এবং শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচৈতন্য প্রায় ছিলেন তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে হইয়াছিল।

এইপ্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করণার্থ এক পরওয়ানা বাহির হইল এই বিষয় আসামীরা অবগত হইয়া ১৭ জানুআরি তারিখে শীতল সিংহ ও জগমোহন ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওনের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার তাইনে জামীন দিলেন এবং প্রত্যেক জন জামীনের জামীন দুই জনের প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া জামীন দিতে হইল।

রাজা রাজনারায়ণ রায়ের শ্যালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং বৈদ্যনাথ দে সরকার ইহাঁরা আসামীর জামীন হইলেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬)

রাজা রাজনারায়ণ রায় ।

২৭ জানুআরি সোমবার ।

উক্ত আসামী অদ্য আটচমেণ্ট অনুসারে আদালতে হাজির হইলেন ।...

আসামীর স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে মুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি আমার জিম্মায় নাই । পক্ষান্তরে স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার লোক সমূহেতে বেষ্টিত আছেন এমত অদ্য পূর্ব্বাহ্নে দৃষ্ট হইয়াছে ।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীনাথ রায় ।—কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে পূর্ব্বকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্য্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন । এই বিষয়ে ইহা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাঁহার উদ্যান বাটী তাঁহার কারাগার হইয়াছে ইঁহারা উভয়ই ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয় । [কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজার]

———•———

অভাগা ভাস্করসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গূঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমলা নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটীতে কএদ আছেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে তাহা হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাঁহাকে অনেক টাকার লোভ দর্শাইয়া যত্ন করা যাইতেছে । অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন । এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়া এই মোকদ্দমা অতি ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন । সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয় । [কুরিয়ার, ২২ জানুয়ারি]

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং ঐ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবেন ।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত

হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্ত্তারদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দণ্ডনীয় হইয়াছেন নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফঃস্বলস্থ দুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টে কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

ভাস্কর সম্পাদক।—ভাস্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অনুরাগ নিবৃত্তি প্রায় হইয়া আসিতেছে। তিনি রাজা রাজনারায়ণ রায় কর্তৃক আর কএদ নহেন এমত সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন তবে আর কিনিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অনুমান করেন যে তিনি এইক্ষণে আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি লোকের যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা জন্মিবে।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল।...

জ্যৈষ্ঠ।...শ্রীযুত গ্রেহম সাহেবকর্ত্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া পুলিটিকেল নামক এক সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।

ভাদ্র। সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গালা প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা।

আশ্বিন।...মুর্শিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।

পৌষ। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।...—সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়।

চৈত্র। সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ হয়।...সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহাহউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি এবং সতত এই বাঞ্ছা করি যে ঐ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি উক্ত সম্পাদক উক্ত

পত্র কিং রীতি নীতি দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যেং রীত্যনুসারে এই পত্র নির্ব্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যাঁহারা এতদ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাঁহারাও উদ্যোগী হইবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

[ধর্ম্মতলার একাডিমিক্ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব অধ্যক্ষ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।···জ্ঞানান্বেষণ।

অক্ষর-সমস্যা

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

···সংপ্রতি সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষা একবর্ণ অর্থাৎ ইঙ্গরাজী রোমান্ অক্ষরে প্রকৃতরূপে তত্তচ্ছব্দোচ্চারণ মতে লিখনের এক সহজ ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ইহাতে প্রতি ভাষার প্রত্যেক বর্ণাদি বিদিত হওনে যে বহু সময় ব্যয় হয় তাহাতে অন্য কার্য্য সাধনা হইতে পারে অতএব মদ্‌বুদ্ধ্যনুসারে এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয় আপনি এতৎপ্রকরণ ঘটিত স্বীয় মত উদিত করিয়া সংস্কৃতবাণীর লোপাশঙ্কা দূরীকরণ পুরঃসর বাধিত করিবেন ইতি। কস্যচিৎ হিন্দু জনস্য।—চন্দ্রিকা।

(১৮ জুন ১৮৩৪। ৫ আষাঢ় ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেটে আলফা ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা অদ্যকার দর্পণে প্রকাশ করিলাম। বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশকরণে কল্পিত দোষোদ্ধারকরণোদ্যোগ করিয়াছিলাম যে বঙ্গাক্ষর এতদ্দেশে এমত মূলীভূত হইয়াছে যে তৎপরিবর্ত্তে এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী অক্ষর প্রচলিত করা দুঃসাধ্য ইহা বাঙ্গোক্তিতে জ্ঞাপন করা যে আমারদের অভিপ্রায় ছিল ঐ লেখকের এই অনুভব নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আমারদের কেবল ইহা দর্শাইতেমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশস্থ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং ঐ রীতিপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিতকরণবিষয়ক গবর্ণমেণ্টকর্তৃক যে উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা বিফল দৃষ্ট হইয়াছে।

এইপ্রযুক্ত আমরা কহিয়াছিলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হওয়াই যুক্তিসহ বটে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বীয় ভাষাসকল ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের যে মহোদ্যোগ হইতেছে তদ্বিষয় যদি আমারদের দর্পণে লিখিতে মানস থাকিত তবে কখন ব্যঙ্গরূপে না লিখিয়া একেবারে যুক্তিসহ সুস্পষ্টরূপই লিখিতাম কিন্তু তদ্বিষয় আমরা দর্পণে কিছু উল্লেখ করিব না অস্বীকার করিয়াছি অতএব তদনুসারেই চলিতে হইবে।

সে যে হউক তত্ত্ব গ্রন্থের বিষয়ে সম্প্রতি যাহা দর্পণে প্রকাশ করা গিয়াছে তৎপরেই সংস্কৃত পুস্তক নানা প্রদেশের চলিত অক্ষরে প্রকাশকরণবিষয়ে আমরা নূতন এক বলবৎ প্রমাণ পাইয়াছি বিশেষতঃ সে সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার এক পুস্তক এতন্নগরস্থ কালেজের পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তাবৎ সংস্কৃত কথা তামল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে অতএব এই ব্যবহার নব্য নহে এতদ্রূপ ব্যবহারকরণের অতিপ্রবল প্রমাণই আছে।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বিশেষ অনুরোধক্রমে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।••• আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা যদ্যপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে ঐ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি ঐ নিয়মের পক্ষে যে অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে যাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমারদের পরমানন্দ আছে ফলতঃ এই নূতন নিয়মের দোষসূচক দুই এক পত্র পূর্ব্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐ পত্র যদ্যপিও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইল। যদ্যপি এই নূতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রচলিত অক্ষরের সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়া যে ঐ নিয়ম নিষ্ফল হইবে এমত কহা যাইতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে।

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্য২ ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবার উপায় সকলকে নিবেদন করা গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের সুগোচর জন্য সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে অতএব এই নিবেদন যে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।

প্রথম ঐ নিবেদনের মর্ম্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও শ্লোক অথবা গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী

অক্ষরে লেখা যায় যথা কিস্নী এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যায় (Kisi)··· পারস্য অক্ষর লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লিখিত হয় (Bapse) ও "পিতাকে" বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Pita'ke) এই প্রকারে অন্য সমুদায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয়। এইরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় তাবৎ বর্ণমালায় যে কার্য্য হয় তাহা হইবে।

অতএব ইহার ভাব কি যে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহারা কি বহুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহার চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথা লিখিত হয় এবং উরদু ভাষা অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিজন্য এতদ্দেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চন্দ্রিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অন্য২ বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিরা সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে তাঁহারা কিজন্য সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা জন্মিলে মনুষ্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং ক্ষমতাপন্ন হয়।

যেরূপ অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার দুই এক দৃষ্টান্ত এস্থানে লিখিলাম।

সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত।

নাগরী অক্ষরে।

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं।

सर्व्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सः॥

বাঙ্গলা অক্ষরে।

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।

সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

রোমান অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক

Aneka sanshay ochchhedi paroksharthasya darshakang

Sarvasya lochanong shástrang yasyánástyandha eva sah.

••• ••• •••

দ্বিতীয় ঐ নিবেদনকরণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা মনুষ্যদিগের উপকারক হয়।

কেহ২ বা অজ্ঞানতার দ্বারা এবং কেহ২ বা কুটিলতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিবাতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্বদেশীয় ভাষা বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিলে ঐ ভাষা রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা প্রবল হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা লভ্য প্রাপ্ত হন বর্ণমালা সমূহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমালা স্থির হইলেই মনুষ্য দিগের অন্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাঁহাদের তাবৎ বৈরক্তির নিবারণ হয়।

যদি এক ব্যক্তি উদ্যানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবাসী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা অবশ্য ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিবৎসর বহুফলদায়ক একটি উত্তম আম্র বৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে। তাহা কখনো নহে বরং সকলে ঐক্যপূর্ব্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জানিবেন। এমত ইচ্ছা নহে যে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবৃত্তকরণের দ্বারা অন্য সমস্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাঞ্ছা এই যে বর্ণমালার দ্বারা অসংখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি বর্ণমালা নিরূপণ করণের দ্বারা অন্য সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয়। যে অন্য সমস্ত বর্ণমালা একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না এমত লভ্যজনক যে বস্তু তাহাকে অবশ্য উত্তম বলিয়া মান্য করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলায় এ কারণ ঐ প্রার্থনা-হইতে যে লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। আমরা জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা শ্রবণ করিয়া ইহার বিচার করুন।

১ এতদ্দেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে শিক্ষকদের অতিশয় বৈরক্তি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে।

২ যাঁহারা কর্ম্মোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদিগের ইঙ্গরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। ইহাতে যদি তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গরেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাঁহারা অত্যল্প কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।

৩ ইঙ্গরাজী বিদ্যা উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা

হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্যক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে যে নূতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্যায় সেই নূতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্ব্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে বহু কালীন নিষ্ফল পরিশ্রম করিতে হইবে না।

৪ এতদ্দেশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথক্২ আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অনুমান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ এমত প্রকারে তাহারা পরস্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উমী জ্ঞান করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিদেশীয় উমী নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও এক এবং যে প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য আমরা এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্ন২ জাতীয় বর্ণের সত্তা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য এ রূপে হইবে।

৫ সংস্কৃতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইলে অন্য২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব যদি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত কিম্বা মুন্‌সি কেবল এক কিম্বা দুই তিন বিদ্যা বর্ত্তমান কালের ন্যায় উপার্জ্জন না করিয়া অনায়াসে তাবৎ হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। যে প্রার্থনাদ্বারা এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণযোগ হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে।

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা যথার্থরূপে পড়িবার এবং নামাদি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের স্বভাব ও আকারহেতুক ইহা তদ্ভাষাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরাজী বর্ণে ঐ সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বারা সহস্র২ হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন২ ভাষা শিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই কিম্বা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্থৈর্য্য কিম্বা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে।

৭ ইহা বাস্তবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে পারে তদ্রূপ হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকেরি যুক্ততাপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে

মুদ্রাঙ্কিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ জেল্‌দ বাঁধিবার শ্রম ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিতা মাতারা কি সন্তুষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বারা তাঁহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য কেবল অর্দ্ধেক মূল্যে গ্রন্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎসরে এত টাকা বাঁচিবে সে মত কি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন হওয়াতে তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বর্ত্তে তাহা অগোচর হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীয় মনুষ্যদিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে জানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে বিখ্যাত তিনিও যেপর্য্যন্ত এতদ্বহুবিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপর্য্যন্ত কখন আপন পূর্ব্ব-পুরুষের লিখিত শাস্ত্রের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য্য ইতিহাস ও অলঙ্কার শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকেরা কি সন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই। তাহারা অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে পারে এবং সকল দেশের মনুষ্যদিগকে কিপ্রকারে জানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশি২ শাস্ত্র লিখিত আছে। কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন স্বরূপ বহুবিধ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিদিত আছে। এইক্ষণে এইমত কল্পনা করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছা হয় তবে তাহারদিগের সমুদায় শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন২ বিশেষ২ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইঙ্গরেজ লোকের সদৃশ কর্ম্ম করিবেন। তাহার প্রমাণ এই যে সাক্সেন ও জর্ম্মণটেক্স্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্য২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা গেল তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্ত্তনে কি ইঙ্গরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমত বোধ কর তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল সেই অক্ষরে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশিত হওনপ্রযুক্ত তাহা আরও সুন্দররূপে বিখ্যাত হইল

এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে যে কোন লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহারা রোমাণ অক্ষরে পরিবর্ত্তন করে তাহাতে প্রায় জগতের সীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণ যদি কেহ এই পরামর্শানুসারে অক্ষরে পরিবর্ত্তনের দোষ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই জগতের মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ব্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন। পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞানি লোকেরদের বিচার কি কর্ম্মের ভদ্রাভদ্র স্থির করা যায় না।

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নক্শার ব্যবহার হইলে হিন্দুশাস্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্‌গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্তু ইহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তৎশাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের উচিত সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা হইবে। অক্ষরের পরিবর্ত্ত হইলে কথার কিম্বা তারিখের অথবা নামের পরিবর্ত্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাসসম্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ মনুষ্যের ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ত্ত হইবে না এবং যেপর্য্যন্ত এই নক্শার ব্যবহার হইবে সেপর্য্যন্ত তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। যদি হিন্দুরা যথার্থরূপ প্রার্থনা করেন যে তাঁহারা আর অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যই জানেন যে তাঁহারদিগের এত আশ্চর্য্য রাশি২ গ্রন্থ আছে তবে তাঁহারদিগের উচিত হয় যে তাঁহারা শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাঁহারদিগের গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তাঁহারা ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎপ্রযুক্ত কোয়ার্টলি রিবিউ নাম গ্রন্থ যাহা গত অক্তোবর মাসে লণ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রয়োগ আমরা এ স্থানে করিতেছি। অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অতিশ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন "যদি সংস্কৃত ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নূতন বর্ণের কাঠিন্যদর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ ভঙ্গ হয়" এইক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা২ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত তাঁহারদিগের এই অভিলাষের এই উত্তম পথ খোলা আছে। যদি তাঁহারা তাঁহারদিগের সকল গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন তবে তাঁহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ইউরোপে এবং অন্য তাবৎ শিষ্ট দেশে বিখ্যাত হইবে।

তবে এমত অন্ধ কে আছে যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নক্শার আশ্চর্য্য গুণ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুদিগের বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে

তাহার কিয়দংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে।

১ ইঙ্গরেজী বর্ণে লিখনের দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের যথেষ্ট সুগম হইবে।

২ তদ্দ্বারা তাহার ইঙ্গরেজী শিখিবারও যথেষ্ট সুগম হইবে।

৩ তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহার্য্য অনেক অন্য২ দেশীয় বিদ্যোপার্জন সুগম হইবে।

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইয়া তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে ঐক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও আপন২ ইচ্ছা প্রকাশ সমুদায় দেশে হইবে।

৫ তদ্দ্বারা সামান্য ক্ষমতাপন্ন ধৈর্য্যাবলম্বি হিন্দুরা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে।

৬ তদ্দ্বারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তিরা কোন ভাষা যথার্থরূপে লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ পারগ হইবেন।

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কমহওয়াতে প্রত্যেকের পিতা মাতার অধিক লভ্য হইবে।

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্ব্বকালীন হিন্দু লোকেরদের কি২ শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত হইবে এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানি গ্রন্থকর্ত্তারদের জ্ঞান কত দূর পর্য্যন্ত তাহা জগৎসীমা-পর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না এবং তদ্দ্বারা যে এদেশীয় মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত বিবরণকর্তৃক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে যাঁহারা ইহাতে প্রতিবাদী আছেন তাঁহারা বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এদেশীয় মনুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং যাঁহারা ইহাতে উদ্যোগী তাঁহারা কি তাঁহারদিগের মিত্র নহেন।

আমরা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়া নিবেদন করিলাম মহাশয়েরা ইহার বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের পরমবন্ধু।

*** বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাঁহারদিগকে জানান যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্বকোণে পুস্তকালয়কর্ত্তা অষ্টেল সাহেবের নিকট চিঠী লিখিলে কিম্বা তাঁহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে।

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮)

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—…আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশ-প্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট হয় নাই কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রসম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন হইবে। বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে সুফল দর্শিবে এমত সম্ভাবনা যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০)

দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষাহইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ক কোন অনুরোধ না করিয়া ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অনায়াসে প্রাপণীয় হয় তবে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতে পারে। যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্য তাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য এই ব্যবস্থা গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের আবশ্যক থাকিবেক না।

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কেন না পণ্ডিত-ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থের মীমাংসা হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে

অর্থাৎ মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের সংহিতা অপর ঐ সকল সংহিতা হইতে উত্থিত করিয়া দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দায়তত্ত্ব ও বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি এবং জৈনশাস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জমা করা সুদূর পরাহত এবং ভাষান্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ গ্রন্থ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে যেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যে সকল ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নানা গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া ব্যবস্থা দেন ইহা কি ভাষা গ্রন্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন ও কোলব্রুক সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় ভাষায় দায়প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র সুকঠিন ইহা লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্ব্বের পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়া গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিয়াও অর্থ করিতে পারেন না অতএব ইহা ভাষা হইলেই পণ্ডিতব্যতিরেকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক এমত কদাচ নহে। অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে তাহা পাঠ করিয়া কেন তাবৎ ইঙ্গরাজ লা বুঝিতে না পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয় তাঁহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তৎপ্রমাণ মহাশয়ই সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষা হইলে ছাপাখানার উপকার আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৪ মাঘ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ।—ইহার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানিবাহাদুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার্টর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পার্লিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক এমত হুকুম করিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও তাঁহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এবং যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করস্বরূপ সংগৃহীত যত টাকা তাহার সঙ্গে খতিয়া দেখা গেল যে ঐ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং যে লোকেরদের উপকারার্থ ঐ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ লোকসংখ্যা ও ঐ টাকার সংখ্যার ঐক্য করিয়া দেখা গেল ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিন্ধু অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ হিতৈষি ব্যক্তিরা তাহা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপহইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহারদের বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম সৃজন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্টের ঐ পরমহিতৈষিতাবিষয়ক কিছু মানস সফলকরণার্থ

অনেককালপর্য্যন্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া ঐ লক্ষ টাকা তাঁহারদের হস্তে অর্পিত হইল কিন্তু ঐ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অনুরাগ দৃষ্টে এই বোধ হইল যে ঐ সকল টাকা যদ্যপিও অতিযথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্য্যে ব্যয় হইবে না ফলতঃ তাঁহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কিতকরণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্যক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। এবং তাঁহার ঐ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইণ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের ঐ উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয়. অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ পার্লিমেণ্ট যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্দ্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫,৬০০ পারস্য ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্ব্বসুদ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোন এক গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো অবগত হইলাম যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিত-করণে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার ন্যূন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ ঐ টাকা যদি বিবেচনা-পূর্ব্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান হইতে পারিত।

এতদ্বিষয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে দুই এক উক্তিমাত্র

লিখিতে পারি। আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে তাঁহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পার্লিমেণ্ট কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ত্রুটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে কর্ত্তা মহাশয়েরা এতন্নিমিত্ত মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ টাকা মহাবিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিরদের বিশেষানুরাগ গ্রন্থার্থই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারণোপকার হয় এমত গ্রন্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পার্লিমেণ্ট যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যদ্যপি কিছু উপকার নাই তথাপি ঐ টাকা যে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে ইহা ঐ অনুপকারের কারণ তাঁহারা বোধ না করুন বরং ঐ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে মেলা ঢালা গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণেতেই ব্যয় হইয়াছে। তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজার অধীন না হইয়া পারসীয় বাদশাহের অথবা তুরুকীয় রাজার অধীনে আছে। তন্মধ্যে কতক টাকা বরং অধিক টাকা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতার্থ ব্যয় হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয়কর্ত্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের যাহাতে কদাচ উপকার না হইতে পারে এমত কার্য্যেই ঐ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে ফলতঃ তদ্রূপই হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ অক্ষর প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকেরা পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না। ইহা তাঁহারদের নিকটে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নানা মুদ্রাযন্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে। পর্য্যবসানে তাহার এই উত্তর করা যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরভিন্ন অন্যাক্ষরে মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের ন্যায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি ঐ অক্ষর পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহা শিক্ষা করুন। এতদ্রূপে অতিবিজ্ঞানের সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে অথচ ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যল্প লোকে পড়িতে পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতাকরণ।—কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্ট প্রধান২ সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত হইল ইহাতে সুতরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তাঁহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়। অতএব

ঐ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার আনুকূল্য করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির এইমাত্র উপায় থাকিল যে তাঁহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না।

(১৬ মে ১৮৩৫। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—···হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার তাৎপর্য্য কিছুই বোধগম্য হয় না। কেননা যে সকল কর্ম্মকারক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর যাঁহারা রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সকলে পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা উত্তমরূপ সকলের হয় না এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দৃঢ়তর। দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং সমুদয় বর্ণের পৃথক্২ সংস্থাপন কিন্তু এ দুরন্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তি এবং বর্ণসকল বর্ণান্তরে মিশ্রিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরদিগকে সম্যক্‌প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকারহইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে।

পূর্ব্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাঁহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় বাঙ্গলা ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম বৃদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা কি করিতে পারে সুতরাং তাহাই প্রচলিত আছে। কিন্তু সে জবনদিগের সম্যক্‌প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন ইহা দেশাধিপতির ধর্ম্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধর্ম্ম। অতএব প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা অতিদুরন্ত ধর্ম্মসংহারক পাপাত্মা জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে এ ধর্ম্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর ঐ জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন। তাঁহারা কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্ত্তন হয় না বরং ঐ দুর্বৃত্ত জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে রাজকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকর্ম্মকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাঁহারা স্ব২ জাতীয় ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরেরাও অত্যল্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান করিয়া সুবর্ণতুল্য পরিষ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম

হইবেন। কেননা বাঙ্গলা অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার ন্যায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কর্ম্মাধ্যক্ষ বাহাদুরেরা অতিসুলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া রাজকর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিউত্তমরূপে করিতে পারিবেন।

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর প্রত্যুত্তরনিমিত্ত অর্থাৎ মুদ্দৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান প্রদান করেন পুনরায় তাহার প্রতিলিপি ভাষান্তরে অর্থাৎ পারস্যেতে তরজমা করিবার ফল কি কেননা কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষা এতদুভয়ই তাঁহারদিগের স্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারস্য বিজাতীয় ভাষা হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ত্রুটি জন্মে যদ্যপি বাঙ্গলা অক্ষর কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গলা অক্ষরের পরিষ্কারতাপ্রযুক্ত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রখরতাজন্য কোন বিষয়ের মর্ম্মবোধে পরাধীন না হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারাদিদ্বারা বাদী প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা নাই অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের সুলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা অনেক বাঙ্গলা লেখক যাহা ১০ মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন সুলভ ভাষা প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে গৌণকল্প করেন যদ্দারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলম্ব হয় কেননা এক ভাষা অন্য ভাষায় লিখিতে সুতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক ব্যয়ও বটে।

যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত না করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে তদবধি পূর্ব্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে পারেন এবং যে২ বিষয়সকল পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও অতিউত্তমরূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্ম্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্যের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত্ত হইয়া প্রচলিত ভাষান্তরে তৎকর্ম্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্ব২ আদেশাদির যথার্থ বিচারদ্বারা মনের সমূহ সন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্য অসীম মহিমাপ্রকাশে অগণ্য ধন্যবাদে পরমেশ্বরের নিকট ধর্ম্মরাজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর

চার্লস মেটকাফ একটিং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথা প্রজাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সুগম বাঙ্গলা প্রচলিত করেন তবে প্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেননা বাঙ্গালির বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিবেক।

ঐ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ হিন্দুদিগের কেননা তাঁহারদিগের নিজ ভাষা সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্যক্‌প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন না। এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীযুত সর চার্লস থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যাঁহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই অবশিষ্ট সুখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহা সুখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন যদ্দ্বারা প্রজারা সুখসিন্ধুর হিল্ললে পারস্যীয় জলাতনহইতে স্নিগ্ধ হইয়া দেশাধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদনুযায়ি শ্রীযুত আনরবল উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গবর্নর্ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘা বোধ করিয়া ইহাতে মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থানপ্রদেশে কঠিন পারস্যের পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা যাহা হিন্দুস্থান সমাজে অতিসুচলিত আছে তাহা প্রচলিত করিয়া দেশের মঙ্গলসূচক রীতি নীতি প্রবর্ত্তের দ্বারা মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন ইহার বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত হইলে সুলভ হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উর্দ্দু যাহা দেশ ভাষা ইহা চলিত করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হইবেক কিমধিকং নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্ব্বজন মনরঞ্জনকরণকারণ কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসিনঃ।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওন।—আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওনের এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কার্য্যে প্রজা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কার্য্য কেবল তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্বাহ হয় এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত আরো এই বিবেচনা করিয়াছেন যে তাবদ্দেশীয় কার্য্য দেশীয় ভাষাতেই নির্ব্বাহ করা নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সর্ব্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রূপ ভাষা পরিবর্ত্তন অতিশীঘ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে। অতএব বৎসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্যের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতদ্বিষয়ক লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল।

অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্তনর সাহেব বরাবরেষু।

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কার্য্যে পারস্য ভাষার উত্থান বিষয়ে যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের ৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি।

২। তদ্দ্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর সরকারী কার্য্যবিষয়ে যে সকল লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখা যায় না কেবল সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না লিখিয়া ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে। এবং অন্যান্য তাবৎকার্য্যে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে।

৩। অতএব আপনকার এলাকার তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবর্ত্তন কিপর্য্যন্ত হইতেছে তাহা সমাপন না হওনপর্য্যন্ত মধ্যে২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা হইলে শ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণানুসারে আমরা তদ্বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি।

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপ ইঙ্গরেজী জানেন তিনি কর্ম্ম পাইতে পারিবেন।

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না তাঁহারা যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউ
ফোর্ট উলিয়ম ১১ জুলাই।

সি ই ত্রিবিলয়ন
উপরি সেক্রেটরী।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা।—পারস্যভাষা উঠায়নবিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নীচে লিখিতব্য চরমাজ্ঞা আমরা প্রকাশ করিলাম এই হুকুমের দ্বারা ঐ বিষয়ের একেবারে শেষ হইল তাহাতে এই আজ্ঞা হয় যে ১২ মাসের মধ্যে তাবৎ আদালতে ও কালেকটরী কাছারীতে ঐ বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলিত হইবে। ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইয়াছে যে এই ভাষা পরিবর্ত্তনেতে কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত তাঁহারা সুনিয়ম করিতে পারেন কিন্তু ঐ পারস্য ভাষা একেবারে চূড়ান্তরূপে উঠাইয়া দেওন ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের পর আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। এই অশুভ ভাষার পরিবর্ত্তনেতে দেশীয় তাবল্লোকের অতিশুভ

সম্ভাবনা বিষয়ে আমারদের পরম লালসা। বহুকালাবধি দেশীয় তাবল্লোকের অতিব্যগ্রতা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের সঙ্গে তাঁহারদের যে সকল নিজ কর্ম্ম তাহা আপনারদের ভাষার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং তাঁহারা এই বিষয় বারম্বার গবর্ণমেণ্টকে নিবেদনও করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিশেষে ১৮৩৮ সালে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে তাঁহারদের ঐ ইষ্টসিদ্ধ হইল অতএব ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাকিল না অতএব আমারদের ভরসা হয় যে বঙ্গভাষাতে বিদ্যাদানার্থ বঙ্গদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষস্থ কৌন্সলের শ্রীযুক্ত প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে ঐ আক্টের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেবকে অর্পণ করাতে ঐ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনকরণার্থ ১ জানুআরি তারিখঅবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীলশ্রীযুক্তের এমত বোধ আছে যে এই পরম মাঙ্গলিক সুনিয়মেতে অতিপ্রাচীন ও দেশীয় মূলবদ্ধ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে অতএব তাহা অতিসাবধানে নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

এইপ্রযুক্ত শ্রীলশ্রীযুত নানা কর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমতা দিতেছেন যে এই সুনিয়ম তাঁহারা আপন২ দপ্তরে এবং আপনারদের অধীন নানা দপ্তরে তাঁহারদের সদ্বিবেচনা-পূর্ব্বক ক্রমে২ প্রবিষ্ট করান্। কেবল ইহাই নিতান্ত হুকুম হইল যে উক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিতে হইবে।

শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানুআরি তারিখে দিতে হইবে।

হুকুম হইল যে উক্ত বিজ্ঞাপনের এক নকল জেনরল ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হয় এবং ঐ দপ্তরের অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরদিগকে তদনুযায়ি হুকুম দেওয়া যায়।

জুদিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট — এফ জে হালিডে

২৩ জানুআরি ১৮৩৮ সাল। — বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট দুই কারণ বশতঃ পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন প্রথম এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশে

আগমনানন্তর দুই তিন ভাষা শিক্ষাকরণে বহুপরিশ্রম এবং স্বকার্য্যোদ্ধারে গতি ক্রিয়া হয় দ্বিতীয় এদেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞবিধায় তদ্বোধে অশক্ত থাকেন।

প্রথম কারণের উত্তরে আমরা এই বলি যে প্রায় ১০০ এক শত বৎসরের নৈকট্য হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ রাজ্যের অধিপতি হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় কার্য্যকারকেরদিগের কর্তৃক পারস্য ভাষা ইত্যাদি শিক্ষানন্তর রাজকর্ম্ম যে রূপ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন্ কর্ম্ম মন্দ হয় নাই এবং কাহারো বাচনিক নিন্দা প্রকাশ হয় নাই।

দ্বিতীয় কথার উত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে বিষয়াংশের লিখন পড়ন যে কোন ভাষাতেই হউক বিদ্বানের সাহায্যাভাবে সর্ব্বদাই বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাকিবেন।

এস্থানে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে আদালতসম্পর্কীয় লিপ্যাদি বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছলা ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর কোন ভাষায় লিখনে সুলভ ও পারিপাট্য ছিল প্রাচীন সাহেব লোকের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুত আলকজাণ্ডর রাশ সাহেব ও তৎপরে ডবলিউ এচ মেকনাটন সাহেব ও টোবি প্রেন্সিফ সাহেব এফ জি হলিডে সাহেব ও জান রছল কালবীন সাহেব ও সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব ও হেনরী মোর সাহেব ও উলিএম কেরিকেরাপট সাহেব তথা বহুকাল কর্ম্মকারী জিমিস পাটল সাহেব ও জান বার্ড এলিয়ট সাহেব ইঁহারা পারস্য ও বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষাতে বিজ্ঞোত্তম আমরা বোধ করি অন্যান্য যে সকল সাহেব লোক বেহার ও বাঙ্গলা দেশে কার্য্য করিতেছেন ইঁহারদিগের তুল্য অন্য কেহ ঐ তিন ভাষাতে সুশিক্ষিত না হবেন অতএব আমরা উপরিউক্ত সাহেবদিগকে এই কথার শালিশ মন্যত করি যে আদালত-সম্পর্কীয় লিখন পড়ন ইঁহারা পারসী কি বঙ্গীয় ভাষাতে উত্তম ও সুলভ বোধ করেন নচেৎ গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় সূতার ও তাঁতী ও তেলি ও তাম্বুলী ও বেণ্যে ও সদ্গোপ অর্থাৎ চাষাগোওয়ালা আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী চিনাওয়ারীর দোকানদার চর্ম্মপাদুকা ও মুরগীইত্যাদির বাণিজ্যকারী তথা বাণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার যাঁহারা হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি দুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস করিয়াছেন ও যাঁহারদিগের সভ্যতা এই যে প্রায় বেশ্যালয়ে বাস করেন ও বেশ্যারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান করেন না ও যাঁহারা পথে২ নৃত্যগীত নগরকীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়ান ও কবিতাইত্যাদি সকার বকার আপন স্ত্রীলোক পরম্পরাকে অর্থব্যয় করিয়া শ্রবণ করান তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন না ঐ সকল বাবুরা সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারস্য প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট হইতেছে ঐ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবর্ণমেণ্ট আদালত হইতে পারসী পরিবর্ত্তন করেন নিতান্তই দুখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্য ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিন্মাত্র রসজ্ঞ যিনি হবেন তেঁহ ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কদাচ সম্মত

হইবেন না কলিকাতা নিবাসির মধ্যে প্রাচীন বিষয়ী ও মান্য ৺ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ঘর এবং ৺ দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের সন্তানেরা যদি ঐ মহাশয়রা নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কহেন যে আদালতের রোবকারি ও ফয়সলা ও উত্তর প্রত্যুত্তরের লিখনাদি পারস্য ভাষা-হইতে বঙ্গীয় ভাষায় উত্তম হইবেক অবশ্যই মান্য বটে যদ্যপিও কলিকাতার মধ্যে ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের ঘর মান্য বটে কিন্তু ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের লোকান্তর হওয়াতে আমরা ভরসা করি না যে ঐ পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ এবিষয়ের বিচার যোগ্য হইবেন বরঞ্চ তন্মধ্যে কোন২ বাবু প্রাচীন নিয়ম ও প্রথাকে সর্ব্বদাই হেয় বোধ করিয়া নবীন মতাবলম্বী হইয়াছেন তবে ঐ বংশে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন যেহেতু যৎকালীন তেঁহ ২৪ পরগনার কালেকটরীর শিরিস্তাদারী কর্ম্মে ছিলেন পারসীতে আপন নাম দস্তখৎ করিতেন ৺ ইচ্ছায় ঐ বাবু এইক্ষণে কলিকাতায় বিপুল সম্ভ্রান্ত যদি তাঁহার নিকটও কেবল এইমাত্র প্রশ্ন হয় যে আদালতের রোবকারি ও ফয়ছলা লিখনে পারসী কি বঙ্গ ভাষা সুলভ ও উত্তম আমরা বোধ করি যে উক্ত বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষ হইয়া উত্তর দিবেন যদবধি পারসী পরিবর্ত্তনে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হওনের অনুজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে বেহার প্রদেশে কি হইতেছে অর্থাৎ হিন্দী ভাষা পারস্য অক্ষরে লিখিত হয় তাহা সাধারণের পড়িবার সাধ্য হয় না এবং যদি পারস্য অক্ষর চলিত রহিল তবে ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কি লাভ জনক হইবেক যদি বলেন উক্ত দেশের চলিত হিন্দী অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইবেক তদুত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে ঐ দেশের হিন্দী অক্ষর যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে ক্য ক্‌ ইত্যাদি ফলা ও যুক্তাক্ষর নাস্তি এবং কোন বিষয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইলে কিছু দিন পরে পুনরায় ঐ লিখন তাহার পাঠের আবশ্যক হইলে তৎপাঠে অশক্ত হইয়া বলে যে কউন ছছুরা লেখাহায় অতএব এরূপ অক্ষর প্রচলিত হইলে কি ফলদায়ক হইবেক তবে যদি গবর্ণমেণ্ট হিন্দী ভাষা রাখিয়া বঙ্গীয় অক্ষর প্রচলিত করিতে অনুজ্ঞা করেন তবে কর্ম্ম একপ্রকার নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষা প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ করিয়া থাকেন তবে সুপ্রিমক্রোর্ট যে প্রধান আদালত বলিয়া মান্য সেখানে কিরূপে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপর্য্যন্ত এদেশস্থ মনুষ্য মাত্রের বোধ গম্য নহে বরং ঐ সুপ্রিমক্রোর্ট সম্পর্ক ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য কারক সাহেবেরাও তদ্বোধে অশক্ত যাহাহউক আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে পারস্য পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাবত জিলার জজ সাহেবেরদের নামে হুকুম প্রকাশ করেন যে তাঁহারা মফঃস্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন এবং আমারদিগের অভিলাষ এই যে আদালতের এলাম ইশ্‌তেহার ও সাক্ষির জোবানবন্দি দেশীয় ভাষাতে লিখিত হইয়া কেবল রোবকারি ও বিচার পত্র লেখা বিচারপতির মতের সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তেঁহ

যে ভাষায় লিখনে উত্তম বোধ করিবেন ঐ ভাষাতে লিখাইয়া দেন ও উভয় বিবাদী আপন২ স্বেচ্ছাধীন যে ভাষাতে সুগম বোধ করে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখে আমরা নিশ্চিত জানি যে দর্পণকার মহাশয় পারসী শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বিধায় তৎপরিবর্ত্তনে নিতান্ত ইচ্ছুক কিন্তু ঐ মহাশয়কে আমারদিগের দুই কথা জিজ্ঞাস্য প্রথম এই যে তাঁহার দর্পণ যাহা অতিশুলভ ও নির্ম্মল বঙ্গীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত হইয়া থাকে তাহা কি সর্ব্ব সাধারণেরই বোধগম্য হয় এবং উক্ত মহাশয় কি কহিতে পারিবেন। যে পারস্যেতে যেরূপ রোবকারি ও ফয়সলা লিখিত হইত এইক্ষণে বঙ্গীয় ভাষাতে কি ঐরূপ হইয়া থাকে আমরা দর্পণকার মহাশয়কে নিবেদন করি যে তেঁহ অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন আদালত অথবা রিবিনিউ কাছারিহইতে এক বিষয়ের ও এক অর্থের রোবকারি পারসী ও বঙ্গীয় ভাষাতে লেখা আনয়ন করিয়া কোন বিজ্ঞোত্তম ব্যক্তিকে এবং বিষয় জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে দৃষ্টি করাইয়া জিজ্ঞাসা করুন যে ঐ ভাষাদ্বয়ের মধ্যে কোন ভাষায় লিখিত রোবকারি উত্তম ও প্রণালী সুদ্ধ বোধ হয় অথবা কোন মোকদ্দমার রোবকারি লিখিতে সহজ কোন পারসী জ্ঞাতাব্যক্তিকে আদেশ করুন এবং ঐ বিষয়ের রোবকারী বঙ্গীয় ভাষাতে লিখিতে ও উত্তম বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষক ব্যক্তিকে ভারার্পণ করুন ও উভয় ব্যক্তি এক কালীন লিখিতে প্রবর্ত্ত হউন তখন দেখা যাবে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ রোবকারি অগ্রে লিখিত হয় ও কাহার লিখনে অধিক কাগজ ব্যয় হয় দর্পণকার মহাশয় যদি পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎও অবগত থাকিতেন তবে আমরা এত অধিক লিখিতাম না আমারদিগের অধিক খেদের বিষয় যাঁহারা পারস্য ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাঁহারা ঐ ভাষা নিন্দা করেন যেমত অমৃত ভক্ষণ না করিয়া ও তাহার আস্বাদন না পাইয়া অমৃত নিন্দা করা। ইহা ভিন্ন আমরা দর্পণকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি শিশিয়ন জজ সাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমা তজবীজান্তে তাজীর ও আকুবত ও ছেয়াছৎ ও দীয়ৎকৎলেআমদ ও সেবেঃআমদ ইত্যাদি শব্দ যেং স্থানে লিখনের আবশ্যক হইবেক তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গীয় ভাষাতে কি২ শব্দ লিখিবেন যদ্যপি ঐ সকল শব্দব্যতিরেক অন্যান্য অনেক শব্দ আছে যাহার বঙ্গীয় ভাষা প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ তথাপি আমরা স্বীকার করি যে সেই২ স্থানে পারসী ভাষাই বঙ্গীয় অক্ষরে লিখা যাইতে পারে যে হেতু আদালতে প্রচলিত অনেক২ পারসী শব্দ প্রায় অনেকে বুঝিয়া থাকেন জেমন জোবানবন্দি কিন্তু উপরে আমরা যে কএক শব্দ লিখিলাম তাহার অর্থ বিশেষ২ ব্যক্তিরা ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না বোধ করি দর্পণকার মহাশয়ের মৈত্র কলিকাতা নিবাসী বাবুদিগের কর্ণকুহরেও কখন এসকল শব্দ না গিয়া থাকিবেক দর্পণকার মহাশয়কে উচিত হয় না এত পক্ষপাত করা যেহেতু ঐ মহাশয়কে প্রায় অনেক লোকে নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করে যদি তেঁহ পারস্য ভাষা অবগত হইয়া ঐ ভাষাতে দোষার্পণ করিতেন তবে অস্মদাদির অধিক খেদের কারণ ছিল না ইতি।

যশহর জিলা নিবাসী।
কতিপয় জনানাং।

(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

হিন্দুস্থানীয় ভাষা।—কথিত আছে যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠাইয়া যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিতেছেন পারস্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা কোন্ ভাষা চলন করিবেন এবং উক্ত আছে যে ঐ আদালত হিন্দুস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে তাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। এই আদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও আমলারা সকলই হিন্দুস্থানীয় ভাষা জানেন এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় যত জিলা তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষা চলন আছে। বোধ হয় এই আদালতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষণ রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয় শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইবেন যে অত্যল্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ কর্ম্ম হইতে পারস্য ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবে।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

পারস্যভাষা।—বঙ্গভাষার পক্ষে আমরা অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন বটে তথাপি ঐ ভাষা রহিত করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদনুরূপ হিতৈষিতাও বোধ হয় দেশীয় লোকেরা আদালতের মধ্যে আপনারদের যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার হওয়াতে তাহা যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথার সত্যতা বিষয়ে কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বটে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারদের এই অপটুতা বিষয় এইক্ষণে দিন২ ক্ষীণ হইতেছে এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলারা যে রূপ পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রূপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত হইবে এবং ঐ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এই ক্ষণে দুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে। অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্তু এই আপত্তি তাদৃশ কঠিন নহে যেহেতুক ঐ সকল কথা বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি চলিত আছে যে তাহা

বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই ঐ সকল ভাষা আদালতের কার্য্যে ব্যবহার হইবে। যেমন অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাজিস্ত্রেট কালেকটর কমিশ্যনর আপীল ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরন্তরই ব্যবহার হইবে। বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা সংস্কৃতমূলক কথাঅপেক্ষা উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পবিবর্ত্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা জজের পরিবর্ত্তে প্রাড্‌বিবাক লিখিলে কে বুঝিতে পারিবে এবং যে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথা বঙ্গদেশীয় কথার অন্তঃপাতি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তনও এতদ্রূপ বোধ করিতে হইবে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

...এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গালা বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাঁহারা এতচ্ছ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রাচুর্য্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষেরা ঐ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দী স্থাপন করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথানুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদা সকল কার্য্যই বাঙ্গলার দ্বারা চলিবে অতএব সুতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরসা করি যে ফিরিঙ্গি ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার প্রাচুর্য্যহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্ব্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদ্বিষয়ে আমরা বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অপ্রশংসনীয় যে ঐ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্য্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল কার্য্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের [পেরেণ্টাল একাডেমিক ইন্‌সটিটিউশন্] অধ্যক্ষদিগের রীত্যনুসারে বাঙ্গলা বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষা সংস্থাপন করিবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯। ১ বৈশাখ ১২৪৬)

সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ দেশীয়ভাষা ব্যবহার।—সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ করা গেল। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলামঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা প্রায় প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা

স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস সাহেব এক হুকুম প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ ও ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করণেতে কি পর্য্যন্ত সাফল্য হয় তদ্বিষয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব ঐ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গতবৎসরের পরীক্ষা এমত সফলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের মাভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তি নিতান্ত আহ্লাদিত হইবেন।

যেং জিলাতে বঙ্গ ভাষা অধিক চলে সেই সকল জিলায় ঐ ভাষা ও অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিলা সকলে পারস্য অক্ষরে উর্দু ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের পরিবর্ত্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষা দেশীয় ভাষা বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষা হইলেও তাঁহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও পারেন।

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্নিমিত্তে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম্ম নির্ব্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি নানা প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে ঐ সকল ক্লেশ হইতে লোকেরা মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি যে তাঁহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৩০ ভাদ্র ১২৪৬)

বঙ্গভাষাভ্যাস।—আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওণের নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম্ম করি শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই কিন্তু আমার মত লোভাকৃষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে।

আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীয় বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে ইত্যাদি ব্যবহারদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেক্‌চর শুনেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গলা বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠাখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে Nonsence ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা Painting অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য্যঅক্ষরই লেখে

অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে আমার নিকটে আসিয়া বসিতে চাহে না কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংগুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা কোথা পাইবে সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্যহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহে সত্যবাদির ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্য ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী কিন্তু যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদিগের বাঙ্গলা কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত তরজমা পরন্তু রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্ব্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্দ্ধমান কলিকাতার কোন্‌দিগে শোণ নদী ও রাজমহলের পর্ব্বত কোথা তাহা জানে না স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্দ্বারা উপকার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চন্দ্রিকাদ্বারা প্রশংসা-কারিদিগকে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিনা আর তাঁহারা কি আশাতে এক্ষণ বিদ্যা দান করাইতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ব্বক সুদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র এমত পাঠ করাইলেই ভাবি যে অনুপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করেন কি না যদি ইহার উত্তর প্রকাশ করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতিবিস্তরেণ। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ।—সং চং।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

…হিন্দুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে সর্ব্বশাস্ত্রে অতিসুপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাঁহার এবং তত্তুল্য অন্যান্য লোকেরদের মানের অন্যথা হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় পূর্ব্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে মহাবুদ্ধিমান এবং পরাক্রান্ত ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে অস্মদ্দেশীয়-দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন্২ অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি২রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়া-ছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব্ব এই রাজধানীতে কএকটা দল হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য-হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন্২ অসৎকর্ম্ম না করিয়াছেন এবং কি২রূপে তাঁহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কএক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাঁহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা কি সকলেই মন্দ সর্ব্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রে বলেন যথা সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য্য কি চন্দ্রিকাকার

মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপণাদিতে মনুষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যারত্নং মহাধনং ইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ন তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশের ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে তৎস্থানস্থদিগের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্ম্মিক ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু-কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।

অপর আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে যাঁহারদিগের দ্বারা চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ লভ্য হইয়া থাকে তাঁহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথা সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকেন ইহাতে চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহা তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন একথা আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাঁহারা চন্দ্রিকাপাঠে যত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাঁহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহা তিনিও জানেন ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়েরা যদি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়া চন্দ্রিকা গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ এই অনুরোধে কেহ২ ঐ কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ ধনি লোকের বাটীতে চন্দ্রিকাকার সর্ব্বদা যাতায়াতকরণপূর্ব্বক নানামতে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্ব্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চন্দ্রিকার মূল্যোপলক্ষে তাঁহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এবং তদ্ভিন্ন মধ্যে২ প্রকারান্তরেতেও তাঁহার উপকার করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অনুগতপ্রতিপালক হয়েন

বিশেষতঃ অনুগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ২ বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহ২ আছেন পূর্ব্ব হরু ঠাকুরনামক এক ব্রাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাঁহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ব্বকালীন ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্ব্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্ত্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়েরা যে শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চন্দ্রিকা-পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক।—কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।—শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতানগরে তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক ইহাতে ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠাশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাঁহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন তাঁহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা অতি যথার্থ ধর্ম্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়রা প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক হইবেক হিন্দুর ধর্ম্মলোপের যত্ন করিতেছেন এপর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব আমরা এমত মনে করি না যে এ ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে বারম্বার এ বিষয় লিখিয়া দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যে যদি গোপনে কোন বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ব্বার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবেক না আর যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশা ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিণ্ডস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ-বশতঃ যত্ন করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্তু ধার্ম্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও অনেক মোছলমান ইংরেজ ইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমরা বরঞ্চ এমত বিবেচনা করিব যে কএকজন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত

করিতেছি তাঁহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় নাহইলে কেবল হাস্যাস্পদের পাত্র হইবেন মাত্র।—সমাচার চন্দ্রিকা, ৫ই মে ১৮৩১।

এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কোন চর্চাপেক্ষা যে কএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহারদিগের কথোপকথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম্মকর্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব জাতির উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দুর কি মুসলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণপূর্ব্বক আপনি সুখ বোধ করেন অথবা যিনি২ বাঙ্গলা পার্সিইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনবশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গলা বাক্য ব্যবহার করে না ইহারদিগের বাঞ্ছা এমনি হইয়াছে যে ঐ প্রকার পোসাক পরে তাহা পারে না ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি সুন্দর দেখায় না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাঁহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়া মনে করিবেক যে এক জন মেটে ফিরিঙ্গি ইহারদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ অবিকল করিতে পারে না কিন্তু ইহারদিগের ইচ্ছা বটে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণ শব্দের অর্থাৎ জাতি ইঙ্গরেজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতাশ্বেত ইত্যাদি বর্ণ ৺ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখখানি শ্বেত হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখখানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রবীণ লোক সকল ভাবি দুঃখ বিবেচনা করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয়কর্ম্মের এবং অন্যান্য সুখ ইচ্ছা রাগ-রঙ্গাদির চেষ্টা সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পশুদিগের সম্বাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয় এইক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজাভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতুক যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতিমালার এক কাছারী হয় এবং মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপনার আচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিহ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরিবোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম্ম রক্ষাকরণপূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন। [সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ মে ১৮৩১]

(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যাডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝক্‌মারি কর্য়ে তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘর্য়ে হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে

করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য।—সং প্রঃ।

(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

হিন্দুকালেজ।—মেষ্টর ডেমস্লের [D'Anselme] সাহেব যিনি অতিখ্যাত্যাপন্ন বিদ্বান্ এবং প্রায় আরম্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে মেষ্টর ইস্পিলিট্ [Mr. Speed] সাহেবকে মেম্বর মহাশয়রা নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ কর্য়ে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্য়ে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে যায় অতএব মেম্বর মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্ত্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের সুরীতির শাসন উল্লঙ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন দেখি কিপর্য্যন্ত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকদিগের ঐহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি এবং তজ্জন্য যে সদুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়েরা রাগভাগ ত্যাগ করিয়া সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।—সং প্রঃ [সংবাদ প্রভাকর]

(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০)

পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদং। আমি শুনিয়াছিলাম ইঙ্গলণ্ডাধিপতির রাজ্যাধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার জ্ঞানোদয়াবধি যেং বিষয় অনুভূত আছি তদ্দ্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার স্বজাতি মন্ত্রিবর্গও রাজতুল্য সুবিচারক বটেন কিন্তু সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি

নানা বিষয়ে মন্ত্রিবর্গের অমনোযোগে দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রজাপালনার্থ রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে ধার্ম্মিকের সন্তান কুল ধর্ম্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্ব্বলকে প্রহার করে দস্যুভয়ে সকলে ভীত হয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নির্ধন হইয়া যায় অন্নচিন্তায় লোক সর্ব্বদা হাহাকার রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্ অরাজকে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসার্থ হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম ঐ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিলে পর আমার বোধ হইল ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এজন্য ঐ কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্যার্থী হইয়া নানা স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে কএক মাস ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকে কোন্‌স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎপরে আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা-নামক পাতিফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলির বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না কিন্তু যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সম্বাদ দিবা আমাকে কেষ্টা বান্দা ধরিয়া লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্ত্বকরত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটীমধ্যে প্রবিষ্টহওনের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে নালিস করিলাম মাজিস্ত্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না ঐ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক থাকাতে সুতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অস্মদাদির অনুপাস্য উপাসনা করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ ধর্ম্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া অবশ্যই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে।

এতদর্থে অস্মদ্দেশীয় হিন্দু ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি এতন্নগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে ইহারা পূর্ব্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ব্বক বালক

ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইবা না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কৃষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটীহইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা করিয়া হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজাসত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আষাঢ়। পুত্রশোকে কাতরস্য।—চন্দ্রিকা।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রী৺ শারদীয় মহাপূজার পূর্ব্বে যে২ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত মহাশয়েরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক দিয়া থাকেন তাঁহারা সংপ্রতি অতি সতর্ক হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উলা ও বাঁশবেড়িয়া সমাজের চারি পাঁচ জন অধ্যাপক শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমরা সতীর বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা উচিত তাহা করুন এবং এমত প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাজা বাহাদুর ঐ মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপণ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব না।

আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক বার্ষিক দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব্বরীত্যনুসারে সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক্ জন ছোঁড়া উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺ অম্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং ঐ পত্রেও মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব সে সকল পত্র-লেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজর বাটীতে গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি।

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীয় আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺ দুর্গোৎসব ৺ শ্যামাপূজা ৺ জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০। ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

ব্রাহ্মণাদির বিবাহ।—দর্পণপত্রের স্থানান্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় ব্যবহার বিষয়ে যাঁহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাঁহারা তল্লিখিত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এতদ্দেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে যাদৃশ দুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ দুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয় না। শ্রুত আছি যে ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজা বল্লালসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্ত্যনুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন এবং ষট্‌কর্ম্মশালিত্বাদি গুণ যে ব্রাহ্মণেরদের ছিল তাঁহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ করেন এবং যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তাঁহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদা শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল। কিন্তু ঐ বল্লালসেনকৃত নির্দ্ধারিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল যে ঐ মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদের ইদানীং তত্তৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্য২ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ক অত্যন্ত চেষ্টা ও তাহাতে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অনুরাগপ্রযুক্ত ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলহইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয়২ মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। এবং ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থানুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহ ১০ বা ২০ বা ৩০ বা ৪০ বা ৫০ বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্যা গ্রহণ করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয়২ পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন।

অপর ঐ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীনভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক টাকা দিতে হয় এবং ঐ বিবাহ করণেতে তাঁহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্জ্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই জন্মে।

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ-বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্ত্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেরদের যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকার প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত বর্ত্তমান ব্যবহারেতে যে অনুপকার ও তদনুপকার যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত যদি গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

যদ্যপি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজারদিগের দুঃখ রহিত ও সুখের বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি এক পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে পারা যায়।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের অত্যনুপযুক্ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধরূপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল নাই উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ যাঁহারা গোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত গোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহহওয়া অতিদুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা গোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহহওয়া ভার কত শত গোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা-পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাঁহারদিগের ঘরের কন্যা সন্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে তাঁহার-দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যে২ কন্যাকে তাঁহারা পাত্রস্থা করেন ঐ২ কন্যার এবং সন্তানসন্ততি এবং তাহার স্বামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্যাকর্ত্তাকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে যিনি যখন বাতি

দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যূনতা করিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তদ্ভিন্ন উক্ত ব্যক্তির ঔরসে যে২ কন্যাসন্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সহিত দিতে হয় এবং পূর্ব্বরীতিক্রমে ঐ২ কন্যাসন্তানদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষানুক্রমে করিতে হয় অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিপুরুষে আপন২ বংশের কন্যাসন্ততিদিগকে কুলীন পাত্রস্থা করিয়াছেন পুরুষানুক্রমে তাঁহারদিগকে ঐ দাঁড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ আপন অসঙ্গতিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ক্রটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন সুতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা অন্য২ সহস্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত কুলীন প্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্দ্ধনহওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ যাঁহারদিগের কুলমর্য্যাদা আছে তাঁহারা বা তাঁহারদিগের সন্তানেরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাসকরণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তাঁহারা জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ বিষয়ে তাঁহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ ব্যয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি পরিবারের ভরণপোষণের ভার হইতে ও তাঁহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বা তাঁহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাঁহারা বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব-গুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুরপ্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতিসাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটীহইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ

দিয়াছেন পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা ঐ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্তৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে ও তাঁহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন * * * ।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

[গত সপ্তাহে প্রকাশিত প্রেরিত পত্রের শেষ ।]

কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় যোত্রহীন শ্রোত্রিয় বা কুলভ্রাস্ত বংশজ ব্রাহ্মণেরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধারা অনিবার্য্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়েরা পূর্ব্বের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়াও সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাঁহারা কুলীন কিন্তু অন্য লোকেরা যদি ঐ প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা সাধারণ দস্যুর ন্যায় দণ্ডনীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলিজ্ঞাত স্তুতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা যাচ্ঞাকরত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যখন কোন ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকেরা ঐ বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণীত রাত্রিতে তাঁহারা আপন২ দলবল সমভিব্যাহারে উক্ত কন্যাকর্ত্তার বাটীতে আসিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক ঐ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানদ্বারা তুষ্ট করা কন্যাকর্ত্তার অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা আপন২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব্বে কলিকাতানিবাসি এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোক আপন কন্যার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মনে এতদ্রূপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন ভদ্রাসন বাটী এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করিলেন

অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাস করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্ব্ব চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার মহাশয়ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন জিলা চব্বিশপরগনার অন্তঃপাতি বড়িস্যানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ চৌধুরি গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা এবং জিলা হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাঁহারদিগের কুলকর্ম্ম তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না সুতরাং সহস্র২ প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও আপন২ কুলকর্ম্ম বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সানুকূল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যনুপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অসহ্য যে গর্ব্ব আছে তাহা খর্ব্ব করেন অর্থাৎ তাঁহারদিগের যে যে অন্যায় প্রাধান্য আছে তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং ঐ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে উক্ত কুলীনেরা শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারের ভরণপোষণবিষয়ে কোন ক্রটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন সুতরাং বিদ্যার প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইলে দেশের যে কিপর্য্যন্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে। যদি কেহ বলেন গবর্ণমেণ্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেরা মনঃপীড়া পাইবেন। উত্তর এতদ্রূপ মনঃপীড়াতে গবর্ণমেণ্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্নিপাতিক রোগী সদাসর্ব্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যেপর্য্যন্ত তাহাকে ঐ রোগ ত্যাগ না করে সেপর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতদ্রূপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন্ না তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এবিষয়ও তদ্রূপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের স্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত হইলে তাঁহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতুক তাঁহারদিগের এবং এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ সুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যত্ন এবং শ্রম করিতেছি ইহা তাঁহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু পরে ইহা তাঁহারদিগের বোধগম্য অবশ্য হইবেক কিমধিকং বিজ্ঞবরেম্বিতি তাং ৫ ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।—কস্যচিৎ হিতৈষি ব্রয়স্য।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

শ্রীযুত কৌমুদীসম্পাদকেষু।—এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনেরদের মর্য্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ

করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিয়মে আমরা যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়া জানাইতেছি আমার পিতা স্বকৃতভঙ্গ ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাঁহার নিজের বাসগৃহ থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্য্যটনে কাল গত হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাঁচ বৎসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ-হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুই শত ক্রোশ অন্তরে হইবেক সুতরাং এদেশে যেরূপ শীঘ্র২ আসিতেন তাহা কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার মাতামহ তাঁহাকে দেশহইতে আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার এক২ কন্যা হইয়াছিল আমরা যখন দশ বার বৎসরবয়স্ক হইলাম সে কালপর্য্যন্ত পিতা অথবা বিমাতা পুত্র কোন তত্ত্ব করিতেন না কিন্তু যখন তাঁহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে আমারদের মাতারা কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছয় জন ষণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে বিবাহ দিলেন সেইঅবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কি না তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি নূতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্দ্বারা আমারদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী অমুকী দেবী।—সং কৌং।

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

কস্যচিৎ "চেতো পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসন্তানস্য" ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। ··· চেতো পরগনানিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্ত্তা তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইঁহারা একে২ তাবতেই বাটী-হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটীর দুই জন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর ঐ বিপ্রসন্তানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাবশ্যক নহে। যদিও উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠকরণানন্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে২ হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহারদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না তথাচ ঐরূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্নবান না হন ইহা যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়া থাকেন) তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্ব্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।...কিন্তু ইহাও জানিয়া যদি পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া উপপত্নীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত হন তবে স্বস্ব পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা ঐ অবোধ পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অর্হিতে পারে। বাস্তবিক এই যে তাঁহারাই কুরীতির মূলাধার অতএব তাঁহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি।

যদিও হিন্দুদিগের বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহা সত্য বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ সূর্য্য যদ্দ্বারা সৎপুরুষের মানসিক তমো দূর হইয়া ক্ষমতাসমূহ উজ্জ্বল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই সুতরাং তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্ম্মে রত হইতেছে এবং কুকর্ম্মকেও কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাঁহারা স্বস্ব পত্নীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে যে ঐ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত সুখাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিত্তও বোধ হইতে পারে না ইহারা কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাঁহারাই ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করি না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাঁহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই

হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত। কিন্তু যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ঐ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শক্র মহাশয়েরা অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখন ভরসা করি না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা তাঁহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাঁহারদিগের অপেক্ষা আমরা জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ইহা করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক।—সং সুং [সম্বাদ সুধাকর]

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা সে সর্ব্বসাধারণ দেশেই আছে যাহার লক্ষণ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং। এই নবগুণবিশিষ্ট যে সেই কুলীন বল্লাল সেন কুমারিকা খণ্ডাধিপতি হইয়া আধুনিক কৌলীন্য উপাধি বিশেষ দিয়া পূর্ব্বকথিত রীতির বৈপরীত্যে নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক বীজ রোপন করিয়া বংশ ধ্বংসের ও নানাপ্রকার পাপ সঞ্চারের সুচারু পথ করিয়া গিয়াছেন যাহাতে ক্রমিক অসীম অমঙ্গল হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় এই আধুনিক কৌলীন্য রীতি কোন শাস্ত্রসম্মত নয় কেবল রাজ্যাধিকারির শাসনবিশেষ অত্যল্প স্থানে প্রচলিত যাহার সীমা পূর্ব্ব বিক্রমপুর পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ মণ্ডলঘাট উত্তর রঙ্গপুর এই চতুঃসীমাবর্ত্তি স্থানমধ্যে ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও কায়স্থ অতিবিশিষ্ট সন্তানসকল আছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতি সকলি সৎসন্তানেরদের নিমিত্ত বল্লাল আত্মপ্রভুত্বের নিমিত্ত যে দুর্গম নিয়ম করিয়া যান সে কেবল যে ধর্ম্মক্ষয়জন্য তাহা নয় বংশলোপের এমত সোপান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে কালক্রমে এককালীন জগৎ হইতে সদ্বংশরূপ মূলের উৎপাটন হইবেক। দেখুন আমারদের যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তুল্যাংশ উৎপত্তি করিতেছেন তাহাতে যদ্যপি এক কুলীনসন্তান আপন মেলানুসারে এক শত দারা পরিগ্রহ করিলেন তবে কি ৯৯ জন পুরুষকে নিঃসন্তান বলিতে পারি না। এবং মেলবদ্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন। ইহাতে প্রজ্ঞাবুদ্ধি যত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তিহইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম্ম করে

কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায়প্রযুক্ত ঐ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।...সংপ্রতি কন্যাবিক্রয়েতে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে নাতিদূরে সমাপেচ নাচার্য্যে নচ দুর্ব্বলে বৃত্তিহীনেচ মূর্খেচ ষড্ভ্যঃ কন্যা ন দীয়তে। এই ছয় বর্জ্জিত করিয়া কন্যা দান করিবেক এমত বিধি আছে সেই বিধি সমূলে নাশ করিয়া কন্যার জনক যে স্থলে প্রচুর অর্থলাভ সেইখানেই কন্যাকে জলাঞ্জলি দেয় তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটে পিতার ধন নিয়া উদ্দেশ বহু ধন যে স্থলে লব্ধ হয় তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি। এই গুরুতর খেদের বিষয়ে আমারদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করা যাইতেছে দৃষ্টি করিবেন। তদ্দেশং পতিতংমন্যে যদ্দেশে শুক্রবিক্রয়ী। ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতির বহু বচন বিদিত আছে।...ব্রাহ্মণকুলে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দুই শাখা বিশেষ তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণিতে মেলবন্ধ না থাকাপ্রযুক্ত পরস্পর কন্যাদানাদি করিতে কোন আপত্তি কলহ নাই রাঢ়ীয়ের মেলবন্ধ থাকাতে তাহা না ঘটিয়া অসীম অসীম অমঙ্গল যাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ঘটিতেছে। সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি এক বৃক্ষের শাখাদ্বয়ে ফলের পৃথকত্ব না হইত তবে আমারদের কোন আপত্তি করার সম্ভব ছিল না। অতএব মানস এই কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবন্ধ না থাকে অর্থাৎ কুলীনের কন্যা কুলীনে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় না হয় আর কন্যাবিক্রয় না হয়।...যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত এই বিষয়ে দৃক্পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কীর্ত্তির ঘোষণা থাকিবেক নতুবা ধর্ম্মক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তা কেবল দেশাধিপতির অমনোযোগই জানিব।...বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহের নিবেদন।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ ভারতবর্ষস্থ হিন্দুমধ্যে মহামান্য ভূদেবতা ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণী খ্যাত কতক আছেন আর কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের যে সকল সন্তান তাঁহারদিগকে বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী বদ্ধ করেন অপিচ রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুলীন বংশজ শ্রোত্রিয় ত্রিবিধা এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কুলীন কাপ শ্রোত্রীয় ত্রিবিধা করেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের উভয় শ্রেণীতে পরস্পর প্রীতি ভোজন আছে অন্ন ব্যবহার করেন কন্যা আদান প্রদান করেন না বিশেষতঃ রাঢ়ি শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও প্রধান বংশজ মহাশয়রা কিঞ্চিৎ২ অর্থ লভ্য হইলে শতাবধিও বিবাহ করেন কিন্তু ভার্য্যাগণকে অন্ন বস্ত্র দেন না তাঁহারা আপন২ পিতৃগৃহে থাকিয়া উদর পরিতোষ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো২ বৃত্তি আদায় করার মত ঐ সকল ভার্য্যার নিকট গিয়া থাকেন যদ্যপি কিছু২ অর্থ লভ্য হয় তবে এক২ স্থানে দুই এক

দিবস বাসও করেন নতুবা অবজ্ঞারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া রাগ ভরে সেস্থান পরিত্যাগ করেন আর কখনো তত্ত্বাবধারণ করেন না এইরূপ ব্যবহারে ঐ সকল ঘরে প্রায়ই ক্ষেত্রজ কুলীন কুলোদ্ভব কুলাঙ্গার অনেক হয় তাঁহারা কুল গৌরবে বিদ্যাউপার্জ্জনে মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া পরে বিবাহ ব্যবসা করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। আর সমতুল্য ঘর অভাবে স্থানে২ কতো কুলীনদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ হয় না তাঁহারা প্রাচীনা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা ভ্রান্তি প্রযুক্ত কুলীন কুলোদ্ভব অকাল কুষ্মাণ্ডদিগকে মহা পূজনীয় করিয়া নানারত্ন যৌতুক সহিত কন্যারত্ন প্রদান করেন তথাপি কুলীন মহাশয়েরা তাঁহাকে কিছু আপন সমান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়কে বালকের বিবাহে কন্যার পণ অধিক টাকা দিতেই হয় এপ্রকারে অর্থহীন অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ না হওয়াতে বংশই লোপ হইতেছে তবে শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা কুলীন মহাশয়েরদিগের কোন্ গুণ দৃষ্ট করিয়া এতো খোশামদ করেন বুঝিতে পারি না যদ্যপি কুলীনে কন্যাদান না করিয়া সমতুল্য ঘরে আদান প্রদান করেন তাহাতে আপনারাই স্বস্ব প্রধান হইতে পারেন তাহা না করিয়া এবং শাস্ত্র সম্মত যেসকল ঈশ্বরের বাক্য কন্যাবিক্রয় করিলে পতিত হয় এবং অদত্তা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতৃলোক নরকগামী হয় তাহা হেলন করিয়া মিথ্যা বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্লভ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুণ কিপর্য্যন্ত অন্যায় যদ্যপি কহেন বল্লালসেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেই কুলীন করিয়াছেন এইক্ষণে সেই বংশে উদ্ভব হইয়া যদি কুকর্ম্মও করেন তথাপি সদ্বংশোদ্ভব কারণ পূজনীয় বলি। আর উক্ত সেন যাহাকে কুকর্ম্মান্বিত দেখিয়াছেন তাহাকেই শ্রোত্রিয় করিয়াছেন। অতএব তাহার সন্তানের সুনীতি হইলেও বংশদোষে নিন্দনীয় বলি তবে আদিশূর আনীত যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সকলেই সৎক্রিয়াবান তাঁহারদিগের সন্তান সকলই সমান যদিস্যাৎ কহেন যে সৎক্রিয়াবান সেই শ্রেষ্ঠ তবে কুলীন সন্তান মধ্যে সন্ধ্যা আদি জানেন না এমত মহামূর্খেরা শতাধিক বিবাহ করিতেও ক্ষম হএন শ্রোত্রিয় বংশে নবগুণ বিশিষ্ট ঋষিতুল্য কতো লোক বিবাহ না হওয়াতে নির্ব্বংশ হইয়া যায় কেন। অপর বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও কাপ মহাশয়েরা কন্যার বিবাহ জন্য পাত্র সুস্থির করিয়া করণ করেন তদনন্তরে যদ্যপি ঐ পাত্রের মৃত্যু হয় তবে ঐ কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়া পশ্চাৎ এক শ্রোত্রিয়কে সম্প্রদান করেন এবং তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য করেন ইহাতে কন্যার পিতামাতার কুলভঙ্গ হয় না এ অতি আশ্চর্য্য নিয়োগ। যদি কহেন করণে বিবাহ সিদ্ধি হয় না তবে তাহারদিগকে করণ কলঙ্কের অলঙ্কার দেওয়া অনুচিত যদ্যপি কহেন বিবাহ সিদ্ধি হয় তবে আর বিবাহ দেওয়াই অনুচিত অপিচ যদিই বিবাহ সিদ্ধি হয় আর পুনরায় বিবাহ দিতেই কোন বিধি থাকে যে তাহাতে পিতামাতার কুলে দোষ হয় না তবে যেসকল কন্যার বিবাহ হওনানন্তর স্বামির লোকান্তর হইয়াছে তাহারদিগকেও পুনরায় বিবাহ দিলে পিতামাতার কুলে দোষ হইতো

না ও সেই কন্যাগণ চিরদিনের কারণ বিরহানলে দগ্ধ হইতো না এবং ভূরি২ ভ্রূণ হত্যা হইতো না এসকল কুনীতি এইক্ষণে রাজা ব্যতিরেক অন্য নিবারণ করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় আমার এই খেদ উক্তি কএক পংক্তি যত্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন তবে দেশাধিপতির কর্ণগোচর হইলে এপ্রকার কুনীতি স্থগিত করিয়া অবশ্যই সুনীতি সংস্থাপন করিতে পারেন ইহাতে দেশের মহোপকার এবং আমার শ্রম সফল হয় নিবেদন মিতি সন ১২৪৬ শাল বাঙ্গলা ৫ অগ্রহায়ণ।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মণঃ।

নিবাস মাণিকডিহি—মোকাম রংপুর।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

কুলীনেরদের বহুবিবাহ।—কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কিপর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণহইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।

আমরা এ স্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত২ স্ত্রীলোকের সুখের কণ্টক হয়।

ধাম	নাম	বিবাহ
ময়াপাড়া	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২
জয়রামপুর	নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
আড়ুয়া	রামকান্ত বন্দ্য	৬০
মালগ্রাম	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নগর	খুদিরাম মুখ	৫৪
বলুটী	দর্পনারায়ণ মুখ	৫২
	নয়কড়ী বন্দ্য	১৮
সিঙ্গী	কৃষ্ণদাস বন্দ্য	৪৭
ফতেজঙ্গপুর	শম্ভু চট্টোপাধ্যায়	৪০
পাঁচন্দি	রামনারায়ণ মুখ	৩৭
বিল্লগ্রাম	রাধাকান্ত বন্দ্য	৩০

কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
	গোকুল মুখ	২৭
হালদামহেশপুর	রাধাকান্ত চট্ট	২৭
হাজরাপুরমথুরা	যজ্ঞেশ্বর মুখ	২৬
	গঙ্গানন্দ মুখ	২৫
কাশীপুর	ভগবান মুখ	২২
	শম্ভু মুখোপাধ্যায়	১৭
বালী	রামজয় চট্টোপাধ্যায়	২২
পানিহাটী	রামধন মুখোপাধ্যায়	১৮
পারহাট	তারাচাঁদ মুখ	১৫
চন্দ্রহাট	রাধাকান্ত চট্ট	১৫
কইকালা	জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	১৪
কুরুম্বা	কাশীনাথ বন্দ্য	১৩
ওআড়ী	রামকানাই চট্ট	১২
খিরগ্রাম	ত্রিলোচন মুখ	১০
পতসপুর	গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮

-জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফ ১২৪৩

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…যৎকালীন হিন্দুরদিগের দুরদৃষ্ট হইল তৎসময়ে বল্লালসেন বৈদ্যরাজ রাজা হইয়া রাজার নীতি এমত কোন চির স্মরণীয় কার্য্য না করিয়া কেবল এই কীর্ত্তি করিয়াছেন যে কতক গুলিন ব্রাহ্মণ সন্তানের জাতি নষ্ট করিয়াছেন পরমেশ্বরেচ্ছায় তদবধি হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া দুর্বৃত্ত জবনাধিকার হইলেও তাহারাও তদ্রূপ আচরণ করাতে তাঁহারদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া অতি ধার্ম্মিক দুষ্টদমন শিষ্ট পালন ইষ্ট ইণ্ডিয়া শ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি মহাশয়দিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন তাঁহারদিগের প্রশংসার লক্ষাংশর একাংশ বর্ণিতে বর্ণ হারে…বিশেষতঃ সম্প্রতি হিন্দুদিগের পক্ষে এক সদুপায় করিয়াছেন যে অনেক২ হিন্দুর বিধবাসকল স্ব২ স্বামির লোকান্তর পর তৎপরিবারের পরামর্শ ক্রমে সতীনাম প্রকাশার্থ ভর্ত্তৃশবসহিত দাহ হইতেছিল। এই প্রকারে প্রতিবৎসর সহস্র২ স্ত্রীহত্যা হইতেছিল পরে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সন ১৮২৯ সালের ১৭ আইন নির্দ্ধার্য্য করাতে ঐ অনিষ্ট ব্যাপার একেবারে স্থগিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন বিবেচকবর্গেই করিতেছেন কিন্তু শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা

হইতেছে। যদি ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কোন নূতন চার্টর করেন তবে ভূরি২ স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্ব্বাদে নিযুক্ত থাকেন বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺ রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপে গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এসকল বিষয় শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হজুরে প্রস্তাব করিবেন কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কুলীন ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কন্যারি ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে কোন স্ত্রী ভর্ত্তার পিতামহীর বয়সী হন সে যে হউক। কন্যাগণের জনক একটি কুলীন আনিয়া আপনার বংশের মধ্যে যার যত কন্যা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়া দেন তাহাতেও কুলীন মহাশয়দিগের আশা পূর্ণ না হইয়া মত্ত হস্তির ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী হইয়া নানা স্থানে এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন। ৫।৭ বৎসরের মধ্যেও স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন না যদিও ভাগ্য বশতঃ কস্মিন কালে আগমন করেন তৎকালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে দস্যুর ন্যায় টাকা না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন না। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন যে ঐ হতভাগা স্ত্রীরদিগের কিপর্য্যন্ত ক্লেশ ও মনস্তাপ বিশেষ কুলীন মহাশয়রা দর্প পূর্ব্বক গল্প করিয়া থাকেন যে আমারদিগের সহস্র বিবাহ করণেরো বিধি আছে। পরন্তু নলডাঙ্গা নিবাসি কোন ভদ্র এতদ্রূপ কুলীনের কন্যাদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি অপকীর্ত্তি বিবরণ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম অতএব সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণের অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রার্থনা এই যে ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমত কোন নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন যে কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক২ বিবাহের অধিক করিতে না পারেন ইহা হইলে শ্রীলশ্রীযুতের কীর্ত্তি চন্দ্র সূর্য্যের চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে ইতি।

কস্যচিৎ পাবনাজিলার দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বালি।—সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪)

৺ শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েষু।—অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানা বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহাঁরদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন

বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যাপর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদ্দু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি —মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা পরে তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাকে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্ব্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্বের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মার্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীনব্রাহ্মণের কন্যা। পতিঅভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে২ ভূপতির শ্রবণ গোচরহওনের অসম্ভাবনাভাব।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থা ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপপত্নী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধান২ পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি অভাবে পুনঃস্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধ

হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিতা হইয়া অহরহঃ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষসকল উপস্ত্রী বর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।

(২১ মার্চ ১৮৩৫। ৯ চৈত্র ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নিবাসি স্ত্রীগণ আপনারদের দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরমসন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া

আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ কি ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষবয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমারদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপারে সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কত কাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জন করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃগণ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।...১৫ মার্চ ১৮৩৫। চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্য।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথা অনেক

শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুন নির্গুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্ব্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্শ্বে অর্পণব্যতীত হইতে পারে না।

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্ব্বক নানাবিধ ভর্ৎসনা করেন সে তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্ম্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্ম্মসভাসম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। শেষাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্ম্মপুত্রদিগের অধর্ম্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ি দেশাধিপতিকে মর্ম্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্য্যোগি ধর্ম্মপুত্র প্রতিবাদী। ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্ম্মশালিনীর ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মের ছালা বাঁধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিম্বা তুলসীপত্রও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর স্বীয়২ মনোরঞ্জনানুযায়ি মূলধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জিত হন কেননা স্ত্রীলোককে কুলটা-করণের কর্ত্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাসুরের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। ভেজে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার

গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি বিধি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগূঢ়ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনাকরণে কি তাৎপর্য্য। রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ধার্য্য করিয়া সুবিচার্য্যমতে আজ্ঞা করেন যেহেতুক বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত করান্। যেহেতুক আপনারা ধর্ম্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদানুবাদে বিরহযন্ত্রণা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ২ প্রণতিপূর্ব্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখহইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কাসাং শান্তিপুরনিবাস্যনেক বিরহিণীনাং।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কতক গুলিন বঙ্গ দেশস্থ হিন্দু জমিদারের ও ধনির কুলবালা দুর্ব্বলা বহুকালাবধি আন্তরিক অসহিষ্ণু যন্ত্রণা ভোগ করতঃ অতি ব্যাকুলা হইয়া মহাশয়ের নিকটে আপন২ অবস্থার কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি যাহাতে ইঙ্গলণ্ড বাসিনী আমারদিগের মহারাণীর এবং কলিকাতাস্থ সুপ্রেম কৌন্সেলিগণের কর্ণগোচর হইয়া আমরা যে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া ত্রাহি২ করিতেছি তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন সদুপায় হয় এমত মনোযোগ করেন।

প্রথম। আমারদিগের দায়ভাগ আদিগ্রন্থে পিতৃধনে কন্যার অংশ না থাকাতে বর্ত্তমান রাজগণেরা সুতরাং কন্যার অংশ একেবারে লোপ করিয়াছেন কিন্তু এই নির্দয় নির্ম্মায়িক ব্যবস্থা প্রচলিতা থাকাতে আমারদিগের নৃপতি অবশ্যই ভূরি২ পাপের ভাগী হইতেছেন তদ্বিস্তারিত নিম্নে লিখিতেছি। পূর্ব্বকালে আমারদিগের যখন কোন রাজকন্যা কি ধনির কন্যারা পাত্রস্থ হইতেন তখন কন্যার পিতা যৌতুক স্বরূপ আপন২ কন্যাকে এত ধন রত্ন ও গ্রামাদি দিতেন যে পরমসুখে কাল যাপন হইত বরং কেহ২ রাজ্যের ও ধনের অর্দ্ধেকাংশ

কেহবা কিয়দংশ কন্যাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ আছে। এইক্ষণে আমারদিগের বিবাহকালীন পাত্রকে যৎকিঞ্চিৎ কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়া উৎসর্গ করিয়া দেন পাত্রগণ প্রায় কুলীনের সন্তান যে পাত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে স্বালয়ে লইয়া যান কোন মতে সুখেদুঃখে কালহরণ হয় যতদিন মাতাপিতা জীবিত থাকেন মধ্যে২ তত্ত্বাবধারণ করেন যাঁহারা নিজালয়ে লইয়া যাওনে অশক্ত তাঁহারদিগের পিতৃগৃহে বাস করিতে হয়। পিতামাতার জীবদ্দশায় বসন ভূষণাদির কোন ক্লেশ থাকে না তত্রাপি পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন না তাহার তাৎপর্য্য পরের ঘরে ধন যাইবে। পিতার স্বর্গলাভ হইলে যদ্যপি পিতায় কিঞ্চিৎ ধন কি এক আদ খানি গ্রাম কিম্বা কিছু মাসিক নিয়মিত দিয়া যান তবেই দিনপাতের সম্বল হয় নতুবা ভ্রাতার হস্তে পড়িতে হয় ভ্রাতাগণ পিতার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পাইয়াও আমারদিগকে একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা করিয়া স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া আমারদিগকে তাড়না করিতে থাকেন এবং আমারদিগের সন্তান সন্ততির প্রতি নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন বরং আহার ও বস্ত্রাদির ক্লেশ হয়। অধিকন্তু ভ্রাতৃবধূগণ দিবারাত্রি বিষতুল্য অসহ্য বাকবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন যে তাহা ব্যক্ত করিতে বক্তৃ ও লেখনী অশক্ত বিষ খাইয়া মরণের যে উপায় আছে তাহাতেও সন্দেহ হয় যে এই কালকুট বিষের জ্বালায় প্রাণ বাহির হয় না তাহাতে যে সামান্য বিষ খাইয়া মরিব তাহারি বা নিশ্চয় কি বিশেষতঃ স্বামী ও পুত্রগণের মায়াতে ও অপমৃত্যুজন্য পাপ-শঙ্কায় আবদ্ধ রাখে কেবল রোদন করিয়া আপন২ অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও নির্ম্মায়িক দায়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ এবং বর্ত্তমান রাজার নির্দয়াচরণের প্রতি আক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জীবন মৃত্যুবৎ হইয়া থাকি সম্পাদক মহাশয় এক ঔরসে ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমরা এত ক্লেশের ভাগী কেন হইলাম রাজা কি আমারদিগের রাজা নহেন আমরা কি তৎপ্রজা নহি যে আমারদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছেন। অপর ভ্রাতৃগণের অবসানান্তে আমারদিগের দুর্গতির কথা শুনুন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণেরা যখন ধনাধিকারি হইয়া কর্ত্তা হন তৎকালীন তাহারদিগের মাতৃগণ আরো প্রবলা হইয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করে দণ্ডের মধ্যে চারিবার বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যতা হন ভ্রাতুষ্পুত্র কহেন কথকগুলা বাজেলোক বাটী হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই পরেই আমার সর্ব্বনাশ করিল। হা বিধাতা আমারদিগের পিতৃধনে আমরা এমত বঞ্চিত। যদি বলেন ইহাতে রাজার দোষ কি দেশাচার ব্যবস্থামতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহার উত্তর আমারদিগের মনু মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থ সত্যযুগে প্রস্তুতা হয় তখন মনুষ্য সকল ধার্ম্মিক ছিলেন কন্যা ভগ্নী আদিকে আত্যন্তিক স্নেহ করিতেন এইক্ষণকার মত স্ত্রী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মত্ত অধার্ম্মিক হইলে এমত অযুক্তি শাস্ত্র কদাচ করিতেন না বর্ত্তমান ভূপাল আমারদিগের শাস্ত্রের মত কথক২ অযুক্তি বোধে ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই প্রথমতঃ আমারদিগের মনু ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রজাশাসন ও দণ্ড

অতি কঠিন প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করিয়া ফৌজদারিতে জবনমত যুক্তি সিদ্ধ করিয়া হিন্দুরদিগকে তন্মতে দণ্ডাদি দিতেছে।

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূম্যাদি ছল বল করিয়া রাজা কি অন্য কাহাকে লইতে নিষেধ সে মত হেয় করিয়া নূতন মত আমারদিগের স্থাপন হইয়াছেন।

তৃতীয় আমারদিগের পতির সহমরণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা অযুক্তি বিবেচনা করিয়া সুনীতি করিয়াছেন।

চতুর্থ মনুতে যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ তাহা ব্রাহ্মণআদি বর্ণ চতুষ্টয় উর্লঙ্ঘন করিয়া অনেকানেক নূতন মত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যে স্থানে প্রাচীন মতের বহুতর বিপরীত মতাচরণ হইতেছে অভাগীরদিগের কপালে যথার্থ বিপরীত মত যাহা তাহাও রাজা বিপরীত বোধ করেন না ফলে ইহা অপেক্ষা গর্হিত কুরীতি আর নাই যাহাহউক যদি আমারদিগের রাজা উক্ত বিষয়ের প্রতি কোন উপযুক্ত আজ্ঞা অচিরাৎ না করেন তবে আমারদিগের সনাতন মত যে আছে অর্থাৎ পতির সহ মরণ তাহা পুনরায় সংস্থাপন করুন যে পতিসঙ্গে মরিয়া ঐহিকের দুঃখ হইতে নিস্তার পাই পরকালেও ভাল হওয়ার সম্ভব আছে···। আমারদিগের স্ব২ নাম সঙ্কেতে লিখিলাম পরমেশ্বর কৃপা করিলে ও রাজার কিঞ্চিৎ দয়া হইলে ব্যক্ত করিব সন ১২৪৬ তারিখ ২৯ পৌষ। শ্রী তা বি হ ক গ শ জ ম গৌ ইত্যাদি।

(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪)

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক ঐ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। ঐ ঘৃণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্য্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত তাঁহারদিগের মনকে দাস্যাবস্থায় রাখে ঐ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার চেষ্টা আমরা পাইতেছি কিন্তু স্ত্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে উঁহারা কদাচ ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ করি এই দাসত্ব শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং যে সুফলের আশা করা গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে মানিতে হইতেছে কিন্তু এব্যবহার অতি কদর্য্য। জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্য জনের দাস হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল

বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদিগের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারদের অবস্থা এপ্রকার নীচ করাতে তাঁহারা যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাঁহারদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদ্যপি কেহ ইহা কহেন যে স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাঁহারদের অত্যল্প কুমর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি না স্ত্রীলোকেরা কিছু মাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অযথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে তাঁহারদিগের মন সৎপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্ব্বে আমরা যেমত কহিলাম ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্যক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয় আমারদিগের ভালমন্দ উভয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য কোন পথে চলা আমারদিগের আবশ্যক তাহা উপদেশ দ্বারা জানা যায় এবং নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া থাকে উচিত কারণ আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুমান করি যে বিদ্যাদ্বারা মনের দৃঢ়তা ও মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তদ্দ্বারা আমারদিগের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকরদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক আমারদিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে যাহারা বিদ্যা দ্বারা দাসত্বাবস্থাহইতে মুক্ত হইয়াছিল। যত স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যল্প এরূপ হইয়াছে। এপ্রকার বিদ্যা পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকেরা নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ব্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যাদ্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও পক্ষে লজ্জাকর হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—৩।৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র

পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্ত্রীলোকেরদের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাহারা ঐ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানি না আমি বোধ করি তাঁহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভেতেই ভঙ্গ হইয়াছে।

আমি স্বয়ংও এবিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া স্মরণ হইল যে বোম্বের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে ঐ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহারা পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্ব্বক এবিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফর্ম্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েরা ইহাঁরাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি। আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ দিবেন কিন্তু ঐ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যায্য বিচারে থাকিতে পারিবে না স্ত্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্তু ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারদের প্রথম স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহান্তর করিতে পারিবেক না স্ত্রীলোকেরদিগকে এমত সুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন এবং চন্দ্রিকাসম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি অগ্রসর হইব। জ্ঞানান্বেষণপাঠকস্য।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

…দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার অতি-প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোএয়ারি

পূজার প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল না যে বারোএয়ারির ঢোলের গোল ঢাকের ঝাঁক পাঁঠার ডাক গোঁয়ারের হাঁক না হইয়াছিল তাহাতে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা৮ কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া প্রধান২ অল্প স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত হইল নামসংকীর্ত্তনের বায়ু কেমন এতদ্দেশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে কি শহরে কি গণ্ডগ্রামে প্রতিপল্লীতে হিরাবলী ও নামাবলী অগ্রে খুন্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল কাহারো কেবল করতাল গলে লম্বিত তুলসীমাল পঙ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহরপর্য্যন্ত নানা রাস্তা ও নানা গলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছলে পরিণাম কর্ত্তন করিয়া ফিরিত কিন্তু এখন সে নাম কীর্ত্তনের নামমাত্র আছে। এবং কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্ব্বে ছিল এইক্ষণে তাহার অতিঅল্পতা হইয়াছে এবং ঝকমারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্ কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না ইত্যাদি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ কতক দিন প্রাচুর্য্যরূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়।···ধর্ম্মদত্তস্য।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

···লেখক অপর জিজ্ঞাসা করেন যে রাজা উপাধি বংশের তাবৎ সন্তান কি রূপে প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদের উত্তর এই যে দেশের এতদ্রূপ রীতি দৃষ্ট হইতেছে ভট্টাচার্য্যের সন্তানমাত্রই ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার তাবৎ পুত্রেরাই তদুপাধিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এইক্রমে ৺জয়নারায়ণ ঘোষালের তাবৎ পুত্রেরাই আপনারদের পূর্ব্বোপাধি রায় লিখিয়া থাকেন ইহা যথার্থ বটে।···

বাবু উপাধির বিষয়ে কি কহা যাইবে ইঙ্গলণ্ডীয় উপাধি ইসকৈর যাঁহারদের বিপুল ধন থাকে তাঁহারদেরি হয় এমত দৃষ্ট হইতেছে কলিকাতার মধ্যে যিনি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করেন বিশেষতঃ ঐ অট্টালিকা যদি দোতালা হয় তিনিই বাবু খ্যাতি পান। অতএব বাবু খ্যাতি প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু অনুগম নিয়ম নাই···।

(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—যাহারা অনেক দোষ করিয়া গোপনে রাখিতে চেষ্টা পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়া ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি

নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্ম্মসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু বাবুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুল্লঙ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহার্য্য না করেন হইতে পারে যে তাঁহারা সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন ঐ ধনের দ্বারা তাঁহার চক্ষু একেবারে আবৃত :হইয়াছে অতএব ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়েরা দুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধ করেন তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কি না। গোমাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন্ চপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরিইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনয়ন করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন ব্যক্তি কি ধর্ম্মসভান্তঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত দুর্গোৎসবসময়ে কাহার বাটীতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি-সুস্বাদু মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর সাহেবেরদের স্থানে ভূরি২ খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল২ অতিধার্ম্মিক শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে।

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক ঐ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু কহেন না ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পর্কেরা পাথুরিয়া ঘাটাতে স্ব২ বাটীতে তদ্রূপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মৌনাবলম্বী আছেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত।—···শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহের দলের এক বৃত্তান্ত লিখি আপন পত্রে স্থানদান করিয়া স্বীয় বক্তব্য যাহা তাহাও ব্যক্ত করিবেন।

সিংহ বাবুদিগের দলভুক্ত এতন্নগরের তিলিজাতি প্রায় তাবততেই আছেন ইহাঁরা অতিধনী ও মধ্যবিত্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অনুমান ১১৭ ঘর হইবেন ইহাঁরদিগের ক্রিয়াকলাপের শৃঙ্খলা কি লিখিব মেছুয়াবাজারের মল্লিকদিগকে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা জানেন অর্থাৎ ইহাঁরা আপন ব্যবসায়করত যে উপার্জ্জন করেন তাহ'তে সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মকরত কালযাপন করিতেছেন সংপ্রতি ঐ অবিরোধি ব্যক্তিদিগের জাত্যংশের বিষয়ে এক গোলোযোগ উঠিয়াছিল অর্থাৎ শিমলাগ্রামের ষষ্ঠীতলানিবাসি শ্রীরামনারায়ণ শ্রীমাণি নামক এক ব্যক্তির ভাদ্রবধূ বিধবা হইয়া গত বৈশাখ মাসে আপন গৃহহইতে পলায়ন করিয়া এক জাহাজে গিয়া তিন দিবস ছিল পুনর্ব্বার তাহার আত্মীয়বর্গ তত্ত্ব করিয়া তথাহইতে আনয়ন করিবাতে কোন

কারণবশত সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি শ্রীযুত টর্টন সাহেবপ্রভৃতি তাহার নিকট আসিয়া জোবানবন্দি করাতে ঐ অভাগিনী আপন জাতি নষ্টহওনের বিষয় তাবৎ স্বীকার করে পরে তাহার ভাসুরকে সকলে স্থগিত রাখিল এবং তৎসমভিব্যাহারে 'আর ২০।২৫ ঘরও রহিত হইল কিছুকাল পরে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গেরা তজ্জন্য সমন্বয়াদি কিছু করেন নাই এ কারণ স্বজাতিতে চলিত ছিলেন না সংপ্রতি গত ২৮ অগ্রহায়ণ সোমবার যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত মধুসূদন পালের মাতার আদ্যকৃত্য হইয়াছে সিংহ বাবুর দলভুক্ত এ জন্য তদ্দলস্থ তাবৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দোষিদিগের নিমন্ত্রণহওয়াতে তিলি জাতির মধ্যে।

শ্রীযুত রামকান্ত মল্লিক শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ সেঠ শ্রীযুত বৃন্দাবন পাল শ্রীযুত বলরাম পাল শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ পাল শ্রীযুত গোবিন্দরাম পাল শ্রীযুত মধুসূদন শ্রীমাণি শ্রীযুত রামজয় সেঠ শ্রীযুত পঞ্চানন সেট শ্রীযুত হলধর শ্রীমাণি শ্রীযুত বৃন্দাবন কুণ্ড শ্রীযুত রামনারায়ণ কুণ্ডপ্রভৃতি ন্যূনাধিক এক শত ঘর তিলি ঐ মধুসূদন পালের বাটীতে গমন করেন নাই।

অপর উক্ত দলস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেক যান নাই যদ্যপিও তাঁহারদিগের তাবতের নাম লেখা লিপি বাহুল্য তথাপি অগ্রগণ্য মহাশয়দিগের নাম লিখি শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৺সুখদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত ঠাকুরদাস সিকদার শ্রীযুত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মাণিক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামলোচন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামরত্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল শ্রীযুত জয়গোপাল ঘোষালপ্রভৃতি প্রায় ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ঐ সভায় গমন করেন নাই অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মিত্রপ্রভৃতি কএক জনের গমন হয় নাই সিংহ বাবুরদিগের দলে কায়স্থ জাতি অল্প তাঁহারদিগের নিজ কুটুম্ব শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গুরু পুরোহিতের গমন হয় নাই অধিক লিখিলে লিপি বাহুল্য হয় এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন সিংহ বাবু কি এই কর্ম্ম উত্তম করিয়াছেন আপন দলের এত লোকের অমতে কর্ম্ম করা কি দলপতির উচিত। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল।

কস্যচিৎ উক্ত দলস্থব্যক্তি ত্রয়স্য।—চন্দ্রিকা।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

লোকের উচিত যেমন বাহিরে লোকের নিকটে প্রকাশ করেন যে আপনে ধার্ম্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন তদ্রূপ মনের কাছেও প্রকাশ করা কেননা অন্যান্য লোক ও মন উভয়ের নিকটে সমান থাকিলে কোন উদ্বেগ থাকে না নতুবা মনের নিকটে অধার্ম্মিক হইলে লোকের সাক্ষাতে সেই অধর্ম্মকে গোপন করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার এই এক প্রমাণ প্রায় সকলেই জানিতেছেন অনেক২ প্রধানেরা গোপনে পরস্ত্রীঘটিত সুখে

সর্ব্বদাই আসক্ত আছেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে যেপ্রকারে তাহা প্রকাশ না পায় ইহারি চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কারণ লোকেতে ঐ দুষ্কর্ম্ম রাষ্ট্র হইলে আপনার অধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইবেক এজন্যে অনেক২ মহাশয়েরা বিড়াল ব্রহ্মচারির ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ২ স্নান করেন কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিব্য২ গরদপ্রভৃতি শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিতে বসেন তাহাতে পুষ্প নৈবেদ্যাদির আয়োজনও প্রচুর করিয়া বাহিরে ঘটা বিলক্ষণ করেন কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে পরস্ত্রীর সহিতে যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তাহারি উদ্রেক হয় কিন্তু বাসনা এই যে লোকে জানুক আমি পরম ধার্ম্মিক। তৎপরে চাকরকে কহেন ঐ নৈবেদ্য অমুকের বাড়ী নিয়া যা সেই আজ্ঞানুসারে চাকরে ঐ নৈবেদ্য মস্তকে লইয়া শহরে বেড়ায় লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কহে অমুক বাবুর পূজার নৈবেদ্য এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতেই বিশ্বাস করে যে হাঁ অমুক বাবু পরম ধার্ম্মিক বটে নহিলে পূজাতে এপ্রকার ভক্তি কিজন্যে হইবেক। এবং বাহিরে আপন শিষ্টতা প্রকাশের নিমিত্তে বাবুরা ধিরে২ কথাটি কহেন আর বিস্তর কথা কহেন না অন্যে দশ কথা কহিলে দুই এক কথার প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে জানে যে বড়ই ভারিলোক সামান্য লোকের ন্যায় পচাল পাড়া নাই। আর যদ্যপি কোনখানে চলিয়া যাইতে হয় তবে ধিরে২ পাও ফেলেন অর্থাৎ এদেশের ব্যবহার শীঘ্র চলিলেই সে লোক অশিষ্ট হয় এজন্যে ধিরে চলিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করেন অপর আপনার বিজ্ঞতা রক্ষার্থ লোকের সাক্ষাৎ বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশ করেন বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে তাহা প্রায় অনেকেই জানেন যে এ সংসার মিথ্যা ধন ও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কোন সম্পর্ক নাই চক্ষু মুদিলেই অন্ধকাময় লোকের সাক্ষাৎ এইরূপ ঔদাস্যের বাক্য কহিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন পরস্ত্রী সংসর্গি মহাশয়েরা বাহিরে যে কএকটি ব্যবহার করেন সে কেবল আপনার দোষকে ঢাকিবার নিমিত্তে কি না। যদি কহেন পূর্ব্বোক্ত পূজাদি করিতেছেন অতএব তাঁহারা ধার্ম্মিক। উত্তর ধার্ম্মিক হইলে ঐ কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি কি জন্যে হইবেক আর লোকের নিকটে দোষ ঢাকিবার নিমিত্তেই বা প্রতারণার পূজা কি কারণ করিবেন। যদি কহেন লোক সর্ব্বজ্ঞ নহে তবে অন্যের মনে যে প্রতারণা কি যথার্থ ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে। উত্তর আকার ও ব্যবহারের দ্বারা অনুমান করিতে হয় লোক যথার্থবাদী কি প্রতারক ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র সিদ্ধ। অতএব অনুমান হয় এপ্রকার দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের পূজাদিবিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না তবে যে পূজাদি করেন সে কেবল দোষাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত যদি কহেন লোকের স্বভাবসিদ্ধ এক২ দোষ থাকে ইহাতেই প্রপঞ্চক হয় এমত নহে। উত্তর তাঁহারা যদ্যপি প্রতারক না হইবেন তবে ঐ দোষের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা লোকের নিকটে স্বীকার না করিবার কারণ কি। ঐ কথা অন্যে জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি লোকের সাক্ষাৎ আপনার দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতেন তবে জানিতাম যে হাঁ ইনি সত্যাবলম্বী নতুবা ঐ পূজা কেবলি প্রতারণার কারণ যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম ভ্রান্তিক্রমে

হইয়াছে কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় উত্তর এমত লজ্জাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও অজ্ঞানাবৃত হয় মন উদ্বিগ্ন হইবার কারণ এই যে ঐ দোষ কি জানি প্রকাশ হয় এ জন্যে প্রায় সন্ধানে থাকেন যাহাতে প্রকাশ না পায় সুতরাং ঐ ভাবনাতেই কাল যায় ইহাতে মনের স্থৈর্য্য কদাপি হয় না। অজ্ঞানাবৃত থাকিবার কারণ এই যে ঐ দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিলে যদ্যপি ভ্রান্তিক্রমে হইয়া থাকে তবে জ্ঞানি লোকেরা সদুপদেশ প্রদান করেন যে ঐ কর্ম্ম পাপজনক অতএব ইহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে এইপ্রকার ক্রমে উপদেশ পাইয়া আপনার মনে ধিক্কার জ্ঞান হয় যে জ্ঞানি লোকেরা নিবারণ করিতেছেন অতএব এমত মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা আমার কর্ত্তব্য নহে সুতরাং মনের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিলেই দুষ্কর্ম্মহইতে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মে জ্ঞানের উদ্রেক হয়। যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম আপনি প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানি লোকেরা অন্যের উপলক্ষে কেন সদুপদেশ না করেন। উত্তর প্রায় পণ্ডিতেরা ধনহীনপ্রযুক্ত ভাগ্যবন্তের অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই যদি বা কাহারো কিঞ্চিৎ২ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাও বাবুরদিগের উপরে পড়ে এমত কথা কহিতে অপারগ হন কারণ বাবুরদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিলে রাগান্বিত হইয়া মন্দ করিবার সম্ভাবনা অতএব জানিলেও ক্ষান্ত হইতে হয় কিন্তু বাবুরা ঐ সকল কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারদিগের রাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং উপদেশ যাহা ভাল জানেন তাহা করিতে পারেন অতএব বাহিরে যেপ্রকার ব্যবহার করেন মনের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিলেই সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় ইতি। জ্ঞাং নাং

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১)

…চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধর্ম্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রীশ্রীযুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দু-দিগের আর কাগজ থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্‌ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে

আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি ঐ কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই…।—চন্দ্রিকা।

(১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে অনেকানেক আন্দোলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্বিষয়ে সমুদয় প্রধান হিন্দু মহাশয়দিগের সম্মতির ঐক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রপ্রকাশক মহাশয়েরা ও সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সম্ভ্রম ও সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সূক্ষ্ম সাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে

মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ সকলই বহুমূল্যের বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন। এবং পূজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দুষ্য হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে। যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্যক নাই অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ ধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। কশ্চিৎ বিদেশিনঃ।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

সামাজিকতার নূতন দল।—আমরা অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন স্বজ্জনসহিত নবশাক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্র ঐক্য হইয়া এক দল করিবাতে ঐক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাকে দলপতিত্ব মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাঁহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের প্রথা আছে। এই নূতন দলহওয়াতে আমরা মহাহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্যক হয় পূর্ব্বে এই নগরমধ্যে দুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল আর বৈকুণ্ঠবাসি বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই দুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ হইতেছে। কিন্তু যত দল হইতেছে ঐ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক

এক্ষণকার দলপতি মহাশয়েরা উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্তু যিনি যখন কোন দলহইতে নিঃসৃত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্ হন নির্ধন ব্যক্তি অন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তৎপ্রমাণ দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজর দলহইতে পৃথক্ হইয়া নূতন দল করিলেন কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নূতন দলপতিরা তাঁহারদিগের পূর্ব্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর দত্ত বাবুর সহিত অনাত্মীয়তা বা অস্বজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই…।

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কেননা বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আঁটা আঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্ম্মবিষয়ে সকল দল ঐক্য আছে এক দলপতি এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্ম্মসভার এই নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্ম্মসভার রীত্যনুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া সুখে উচ্চ মর্য্যাদান্বিত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।—চন্দ্রিকা।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—ধর্ম্মসভাদলস্থ কস্যচিজ্জনস্য নিবেদনং। কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভা সংস্থাপন করিয়া দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অনুগ্রাহ্য একৈক জন অধ্যক্ষ আছেন। ইহাঁরা দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ করিলে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া তাঁহারদিগের শাসন করেন কিম্বা রহিত করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়রা আপনারা যে কর্ম্ম করেন তাহাতে কোন দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ। বাচস্পতি পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে আগোরপাড়া সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন এই দুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া সভা করেন এবং শ্রীযুত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযুত নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাচাঁদ বাবুর দলস্থ শ্রীযুত শ্যাম তর্কভূষণ ইহাঁরদের নিমন্ত্রণ করেন। শ্যাম তর্কভূষণ বাচস্পতির বাটী গিয়াছেন এ কথা শুনিয়া শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তর্কভূষণকে রহিত করেন। আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের প্রিয়পাত্র

এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ ও শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইঁহারা দুই জনে অধ্যক্ষতা করিয়া সকল দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সভা করিয়াছেন এবং হাটখোলার শ্রীযুত গোকুল গাঙ্গুলি মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রামধন তর্কবাগীশ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে ঐ দলস্থ শ্রীযুত রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহাঁরদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া সভা করেন তাঁহারদের বিদায় করিয়া এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহূত হইয়া বিদায় হন। ইহাতে তাঁহারদের কোন দোষ নাই। কারণ তাঁহারা দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্যায়ালঙ্কার ইহাঁরা ব্রতী থাকিয়া সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ বিদায় হন তাহাতে তাঁহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীযুত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেবের গুরুপুত্রের অধ্যাপক। কিন্তু এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতির আগমন শুনিয়া বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৺ রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের শ্রাদ্ধে কালীনাথ মুনসীর দলস্থ নৈহাটী সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়া সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শম্ভু বাচস্পতি শ্রীযুত রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে ঐ বিদ্যাভূষণকে নিমন্ত্রণপত্র দেন ইহাতেও তাঁহারদের দোষ নাই। দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্ব্বজন হিতৈষী একারণ লিখিতেছি দর্পণে কএকটি পংক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের গোচর করেন তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইতে পারে। চন্দ্রিকাকার মহাশয় চন্দ্রিকাতে ইহা দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংস্রব করিবেন না এই নিয়ম আছে। কেবল বাচস্পতির খাতিরে ও বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের খাতিরে শ্রীযুত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ লোক লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গত ২৬ আষাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে কস্যচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদিত হয়। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই মতিলাল বাবুর দলভুক্ত কতক গুলিন কায়স্থ দত্তদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া রাজকর্ত্তৃক স্থগিত হন ইত্যাদি নানা ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লিখিয়া পত্র আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমরা দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী স্বল্প ভাগের কিঞ্চিদুত্তর ১ শ্রাবণে প্রদান করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির জ্ঞানত নহে

এ বিষয়ে গত ১৫ শ্রাবণের দর্পণে আরবার দ ব কত গুলিন কটূক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত তাহার সদুত্তর দিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ভৃত্যতুল্য যে কৈবর্ত্ত দত্ত তাহারদিগের প্রভুত্ব আর সহ্য হয় না।'

সম্পাদক মহাশয় আমরা ষাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপর্য্যন্ত বাস করিতেছি আমারদিগের পল্লিমধ্যে ৺তিলকরাম পাকড়াশির ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺কালীচরণ হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও ঐ তিন দলভুক্ত ছিলাম এইক্ষণেও কিয়দংশ ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভুক্ত আছি। হালদার ও পাকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যেও আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্গা ডিঙ্গাভাঙ্গা জানবাজার বহুবাজার নেবুতলা শাঁখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাহ্মণের দলভুক্ত আছি। কায়স্থ দলপতি আমারদিগের পূর্ব্বে স্বীকার ছিল না। সংপ্রতি রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে যৎকালীন সমুদায় দল ঐক্য হয় তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব২ দলপতির দলসহ রাজবাটীতে সভাস্থ হইয়াছিলাম এবং জলপানের দিবসে অক্রূর সারেঙ্গের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি এই অপরাধে যদ্যপি লেখক আমারদিগের দোষী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে রাধাকান্ত দেব ও কালাচাঁদ দত্ত এই দুই গোষ্ঠীপতিও দোষী হইয়াছেন। উচিত চরণ ভায়ার ইহাঁরদিগের সমন্বয় করিয়া জাতি দিউন। আমারদিগের দোষে তাঁহারদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধর্ম্ম সভাসম্পাদক মহাশয় পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা দেউন তাঁহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে ভুশূরপোকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না।

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথা আমরা স্বীকার করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ত্ত আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিম্ন ভাগে লিখিতেছি দলপতি মহাশয়েরা জাতি নির্ণয় করিয়া লইবেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি কৈবর্ত্ত ছিল তাহার পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ দুলাল সদ্দার ধুনাকিস্তির দোকানদার। মধ্যম সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দর্পদাস পঞ্চম কণ্ঠিরাম খুস্কি। এই পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয়। কান্তমাড় এই বংশে ৺প্রীতিরাম মাড় ও ৺রাজচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দাসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিয়াছেন ইহাঁরা অতিধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর অপেক্ষা ভাল গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন।

চতুর্থ। কন্দর্পদাস ইহার সন্তানেরা না কায়স্থ না কৈবর্ত্ত যথা ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গ অর্থাৎ না স্বর্গ না ভূমি।

মধ্যম সদাশিব তৌলদার ইহার সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহারা মথুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামতনু তর্ককে লইয়া গাঙ্গুলি কৈবর্ত্তের যে দল বিচ্ছেদ সে ঐ পর্ব্বে জানিবেন।

পঞ্চম। কণ্ঠিরাম খুস্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূর্ব্বক কুলীন হইতে চাহিয়াছিলেন সে অতি সুদূর পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে সুতরাং সে আশা ত্যাগ করিয়া গোয়ালা হইয়া রহিলেন।

জ্যেষ্ঠ দুলাল সদ্দারের পুত্রকে অখল অথচ অক্রূর অতিধার্ম্মিক দেখিয়া রামকৃষ্ণ হাজরা আপন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিত্তির দোকান ছিল। কএক বৎসর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদগোপের সমাজে ঐ ব্যক্তিকে হাজরা বাবুরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজরা বাবুরা অবসন্ন হইলে কালীচরণ হালদারের দলভুক্ত হন কিন্তু আমরা উহারদিগের বাটীতে কখন পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয়া কাশীযোড়ার ব্রাহ্মণেরা যাইতেন। বংশ দোষপ্রযুক্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে দলহইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থ কি কৈবর্ত্ত কি সদগোপ তাহার জাতি নির্দ্দিষ্ট কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কার্ত্তিকে ঐ বৃদ্ধ দলিতাঞ্জন কালীয় কলুষ সারেঙ্গের মৃত্যু হয় ঐ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুরা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাজার টাকা ঘুস দিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গণ্ডূষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। ধর্ম্মসভার বৈঠকে এই কথা উত্থাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাঁহার পিতার আমলে এটাকা জমা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিনে ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির তহবিল হইতে হাওলাৎ লইয়া বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু রামচন্দ্র দত্ত এই দুই জনে একত্র ঐ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র ঐ টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভায়া একথা অন্যথা করিতে পারিবেন না। যেহেতু ভায়া ঐ সারেঙ্গের পুত্র ও পুত্রবধূদিগের টর্ণি হইয়াছেন সর্ব্বদা সদর মফঃসলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সমন্বয়ের খরচ দেখিতে পাইবেন। এইক্ষণে ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি আমরা তাঁহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় দুই শত ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি হর বাবুর বড় ভাই ইতি।

শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ শ্রীরামগোপাল ঘোষ শ্রীরামরত্ন বসু শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র। সর্ব্ব সাং মলঙ্গা।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ। সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় যে মহাশয়রা এইদেশে চিনি প্রস্তুত করণের বাণিজ্যোৎসাহী হইয়া নানা স্থানে তাহার কারখানা করিয়া ঐ বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ তাঁহারদিগের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। ঐ মহাশয়রা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ব্বক স্থূললাভ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য বৃক্ষমূলে অস্মদাদির ধর্ম্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুরদিগের অনুচ্চার্য্য দ্রব্যের দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্যের পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় এতদ্দেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিরা শর্করোদ্ভব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এইপ্রযুক্ত অত্রস্থ নিস্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকারি মহাশয়েরদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব নহে যে হেতুক তাঁহারা রাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন বটে কিন্তু অস্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রূপ দৌরাত্ম্য দূর না করা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ হয় তৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাঁহারদিগের দোর্দণ্ড প্রচণ্ডপ্রতাপ মার্ত্তণ্ড প্রখর প্রতিভা এরূপ ছিল না যে অন্য কোন দেশাধিপতি তাহা নিবারণপূর্ব্বক এদেশের কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের হিন্দু ধর্ম্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্ম্মভূষণ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও মহারাজ রাজবল্লভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্যে স্বীয়২ ধর্ম্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই সুবিস্তার সুসমৃদ্ধ রাজ্য এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাঁহারা এই দেশের রাজা হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে শাস্ত্রসিদ্ধ জবনেরদের বিরুদ্ধাচারী হইয়া ছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা হিন্দুরদের প্রতি সে স্নেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিশ্রিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞা করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্পণে চিরবাধিত

করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন। বহুবাজার নিবাসি কতিপয় দর্পণপাঠকস্য।

(১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কার্ত্তিক ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েষু।—চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেটের সরহদ্দের মধ্যে খড়দহ গ্রামের হিন্দুরদিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবৎসর যে অন্যায় কর্ম্মসকল হয় তদ্বিষয়ক মল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিষ্ণুমতাবলম্বি যাঁহারা তাঁহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাঁহারা এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাঁহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে সেই স্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্যামসুন্দর বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের রাসলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া যান যে কএক দিবস রাস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে অনেক আহ্লাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলারা যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইঁহারা নকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্ম্মকারিরা মহোৎসবের কএক দিবস ক্রমাগত জুয়াখেলা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের ঐ খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রূপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য্য এই যে বিচারপতিরা এই সকল কুকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ। চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে।

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

খড়দহের জুয়াখেলা।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাসযাত্রা সময়ে জুয়াখেলা নিবারণার্থ চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ আমার-

দিগকে কহিয়াছেন যে ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঢেঁড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ত্রেট সাহেব জুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞা যে উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী আমলারা বরকন্দাজ লইয়া রাস্তায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ হুকুমক্রমে যে গোস্বামিরা সামান্যতঃ ঐ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ২ অংশ পাইয়া থাকেন তাঁহারাও তাহা বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে২ ঐ স্থানে রীতিমত মেজ সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের্ বাক্স বন্দ করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুনা গেল যে বাটীর মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব এই কুকর্ম্মের সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বৎসরে আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণার্থ আমরাও কিছু মাত্র ক্রটি করিব না।

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় নানা দিক্‌হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। ঐ বার্ষিক উৎসবে এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্ব্বে কলিকাতারাজধানীহইতে বহুতর লোক আসিত কিন্তু যদবধি ৺ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের জাঁক ভাঙ্গিয়াছে।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীযুত মহাবংশ্য গোস্বামিদিগের ৺শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের রাস যাত্রা মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দ্দিক ন্যূনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নানা স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ সাধারণ বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অতএব ঐ মহোৎসব এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্তু মহা খেদের বিষয় এই তাহাতে যে দুইটা মহানিষ্ট ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতুক ঐ মহোৎসবের জাঁকের প্রধানাঙ্গই ফড়খেলা। তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্ব্বনাশ হইয়া যায় ইতোর লোকের

বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় ঐ উৎসবের সময়ে এবং তাহা সমাপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশেষতঃ অধিকাংশই স্ত্রীলোক এক২ খান পারাবারের পানসিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ ত্রিগুণ নাবিকেরা লইয়া পার করে। তাহাতে প্রতিবৎসরেই দুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্তু এই মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্রীযুত সম্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের সম্বাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদের দৃক্‌পাত হইয়া এই বৎসরে প্রায় রহিত হইয়াছে। প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সম্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত হইবে এমত দৃঢ় তর ভরসা আছে। যেহেতুক আপনারা যখন যে বিষয় ধরেন তাহা তখনই হউক বা কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেয় করিয়াই থাকেন।…কেষাঞ্চিৎ জুয়ারি পুত্রাপহৃত সার্ব্বস্বনাং।

আমোদ-প্রমোদ

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্ব২ বুধবারে হিন্দুর নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োৎসুক এক মহাশয়কর্তৃক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল।

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়িকর্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল।

ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হরকরা পত্রে লেখে শ্রুত হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—…গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১] রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি একূট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার অনেক আত্মীয় ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম…রামলীলা নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাষাভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।…এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহাঁরা ধনিলোকের সন্তান ইহাঁরদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আদুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।

ইহাঁরা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এক জন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল•থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যে২ সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।…১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত

ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত তাবল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় দ্রূস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকেরা নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়র কোন কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলের সিজর বা সেক্সপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্ম্মি ও স্বমতযাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্যসকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন সে যাহউক অস্মদ্দেশীয়কর্তৃক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারি মহাশয়েরদের কর্ম্ম যে সফল হইবে এমত আমারদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীশ্রী ৺ শিবনগরীতে শ্রীশ্রী ৺ শারদীয় পূজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শ্রীযুত

তারিণীচরণ কবিরাজের বাটীতে সর্ব্ব মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ব্বশর্ব্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাপন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে শ্রীযুত রামরতন দ্বিজবিচক্ষণ মহাশয়ের বাটীতে যাত্রাহওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে ঐ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত সুধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ বাবুর ৫০০০ পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্বিষয়ে পাঁচ পয়সাও খরচ হয় নাই অনুভব হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নবঅনুরাগে নির্ভর করিয়া স্ব২ অভিলাষ পূর্ণার্থে ঐ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে কাবু করিতে না পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার মা বাপ কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র।... কস্যচিৎ তীর্থযাত্রিণঃ।

✓ (২১ এপ্রিল ১৮৩২। ১০ বৈশাখ ১২৩৯)

জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রূপ।—এতন্নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায়২ সখের যাত্রার দল হইয়াছিল তৎপরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে, পল্লিগ্রামে গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় রাষ্ট্রহওয়াতে কোন সুরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ঐ বাবুরা যদি উক্ত নাটক মত যাত্রা করেন তবে লোকের আশু আনন্দ জন্মিতে পারে।...

✓ (৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫)

যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া দিগকে অপকার করিতেছে। বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখা যাইতেছে যে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়া রাম লীলা নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে তাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল লোক সাহষ [যাহারা] বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

আখড়া সংগ্রামবিষয়ক।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ রবিবার বুল্ বুল্ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি না যদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিয়া দিবেন।

আমরা ঠাকুর বাবুর কৃত যাত্রার সম্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ ঐ বিষয় এদেশে নূতন হইয়াছে বুল্‌বুল্ লড়াই মনিয়া লড়াই আখড়াগান এতন্নগরে বহুকালাবধি হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে ঐ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন ও স্বকর্ণেতে শ্রবণ করেন তাঁহারি সুখানুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের অনুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি [শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক আপন বাটীতে তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিতা ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী৺ সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন] শুনিলাম নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাকা আর রবাহূতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি ঐ সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন [ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরসিক গায়কদিগকে আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয়দলে সসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতানুসারে বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ব্ব সুস্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল] কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহারদিগের গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও সুস্বরের প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনচাঁদ বসু প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়াসাঁকোনিবাসিরা আর এক গীত অতিউচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায়২ বেড়াইয়া স্বস্থানে গমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিলাম।—চন্দ্রিকা।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না।...[এতন্নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে শ্রীশ্রীমহামায়ার মহাপূজা মহাঘটাপূর্ব্বক সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না হইয়াছে এই পূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপর্য্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ্‌দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদবধি নবমীপর্য্যন্ত নাচ হয় তথায় নেক্কীপ্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর শ্রীশ্রী৺ পূজার সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অম্বিকার্চ্চন করিয়াছেন যদ্যপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্ম্মের কোন প্রকারেই ত্রুটি হয় নাই]কেননা তিনি অতিধার্ম্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাংদেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ইত্যবধানে অপূর্ব্বরূপে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক এবং নানা শাস্ত্রবিশারদ সুব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার ধর্ম্মসভামতাবলম্বি প্রায় যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং [এতাদৃশ বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসর্জ্জনকালে ৺ গঙ্গার উপরে নৌকা শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল তাহাতে যাহারা২ অসুখী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺ পূজার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপ্রভৃতি ইহাঁরা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল] যেহেতুক ইঙ্গরেজপ্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূন হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার পালা আট অংশ হইল তাঁহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বৎসরই পূর্ব্বরীতি মত কর্ম্ম করেন তথাচ[রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা এবং শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং যোড়াসাঁকোর সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে] এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি যাহা হউক ইদানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ

রায় বাহাদুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া চারি পাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়া এই মহানগরে বাসকরত দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম করিয়া এপ্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউন।... চন্দ্রিকা।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতপ্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এবৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহাঁরদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তয়ফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাহাঁরা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ছিল এবৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্যহওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের স্ফূর্ত্তি থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছা হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ব্বদা পরিবারের ও আপনার ভরণপোষণ এবং অন্ন বস্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্তু আর তাহা না থাকিলে কিরূপ যাতনা পাইতে হয় তাহা এতদ্দেশীয় প্রায় ভাগ্যবন্ত সন্তানেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্ম্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দ্রিয়প্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্ব২ ভবনে তাঁহারদিগের শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে ধনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ এরূপও কহেন যে বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে একারণ লোকেরদের তাদৃক চাকচক্য নাই ইহা সত্য বটে যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমরা সাহসপূর্ব্বক ইহা কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্যায়হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাক্স ইষ্টাম্প পরমিট ইত্যাদির দ্বারা অনেক ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজারদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদর্য্য ছিল যে লোকেরা

তাহাতে বিস্তর ভয় পাইত এবং দস্যুকর্তৃক হত হইত কোন২ পথে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকেরদের মহাক্লেশ ভোগ হইত এইক্ষণে বর্ত্তমানাধিকারিরা প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে২ জলাশয় করাতে লোকেরা জল পান করিয়া পরম সন্তুষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত সুধারা করিয়াছেন যে দরিদ্র লোকেরদের চিকিৎসাতে কপর্দক মাত্রও লাগে না এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত সুগম করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয়েরা যে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুঝিতে পারিতেন না তাঁহারা এইক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ বিস্তর ধনোপার্জন করিতেছেন অতএব রাজ্যাধিপতিরা যে ধন লন তাহার সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহা কিপ্রকারে কহা যায়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা অতিপ্রফুল্লমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানে২ পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধুমেই কএক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহারদিগের জিনিসপত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্তু যেমতে চলাতে যখন তাঁহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। [অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন] অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত এবং [নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি২ বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল

বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্ব্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করিতে হয়]আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দুঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে তাহা কি২ বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন২ অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেন না ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে স্থান সংকীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬)

বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাঁহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য যাঁহারা নৃত্য বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাঁহারা এইক্ষণে ঐ নৃত্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম সভায় নিন্দিত এবং জ্ঞানি বিদ্বিষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাঁহারা উৎসবোপলক্ষে উৎসাহই করেন তবে তাঁহারা ঐ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উৎসাহ করেন কেননা মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০)

বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।—বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি

পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।—চন্দ্রিকা।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

নবীন কুস্তিগীর।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু। বিহিত বিনয়পুরঃসর নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৺ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তি বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক যাঁহার ভোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ঐ কুস্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তার বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ এসকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎপ্রদেশস্থ অতিবিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীরি কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিরদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে২ কার্য্য নিষেধ এবং যে সকল কর্ম্ম বিধেয় তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি ঐ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্বৃত্তান্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্থ তাবদৈশ্বর্য্যশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মদাদির বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই যে যে কোন মহাশয় স্বীয়২ বহির্দ্বারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বালি গ্রামের দক্ষিণপল্লীস্থ শ্রীযুক্ত

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব।...কেষাঞ্চিৎ বালিনিবাসি দ্বিজাদি সমূহ সজ্জনগণানাং।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(৭ আগষ্ট ১৮৩০। ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে যে পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন তদ্দারা যদিও আমরা তাঁহারদের দ্বারা শ্রুত হই নাই কিন্তু পরম্পরা শুনিতেছি যে বর্ষাজন্য তন্নির্ম্মাণকরণ রহিত হইয়াছে হেমন্তকালাবধি পুনরারম্ভ হইবেক এবং আগামি বৎসরে সমাধার কল্প আছে। [কৌমুদী]

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

✓ টাকি নিবাসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী। উক্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপর্য্যন্ত প্রায় ১৮ ক্রোশ এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এরাস্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রার ব্যাপার হইয়াছে এবং ঐ বাবু এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন সুশিক্ষিত ইংলণ্ডীয় অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত আছেন ইহার অধীনে ছাত্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন। এবং ঐ অঞ্চলস্থ দীনহীন গণের উপকারার্থে বিনা বেতনে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করণে মানস করিয়াছেন। এবং এই চিকিৎসালয়ে এক জন উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ লোকেরদিগের মহোপকার হইবে। উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল কার্য্য করিয়াছেন এখনপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমরা বোধ করি যে তাঁহারা শ্রবণ মাত্রেই সাহায্য করিবেন। – জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

নূতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট।—আমরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ সালে শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম কেবেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রভুত্ব সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব্যয়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগ্বর্ত্তিনী অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী সুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিম্বতলার ঘাটে সকল জন মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্ত্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শোভা অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত

সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত হইয়াছে তদ্বিধায় ঐ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ পাইতেছে ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের স্নানাদি ও অন্য পার্শ্বে পুরুষের স্নান পূজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। [চন্দ্রিকা]

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান।—ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাকা দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্তেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্রেটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখরচে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাপণে অনুমতি প্রাপ্ত হন যে আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিরদের ঐ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদিরূপ উপকার হয়। এবং এই অতিহিতজনক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে যে অত্যল্পকালের মধ্যেই ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহাতে ঐ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে। অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণনিষ্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।...পরমকারুণিক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড বেন্টীঙ্ক বাহাদুর যে এক "হিন্দু হাসপিতাল্" পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেননা বিচক্ষণ ডাক্তর নিযুক্ত ও গুণকারি ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষা হইবেক।...

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।—এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জ্বরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা-ভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবর্ত্তি কোন এক স্থানে জ্বররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে

তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য সাহায্য করিবেন। এতদ্দেশের মধ্যে যে সকল রোগে লোক মারা পড়ে তন্মধ্যে জ্বররোগেই অধিক।

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল। তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের আধিক্যপ্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কলিকাতার নক্‌শা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরানহাটার ঔষধালয়ব্যতিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং ঐ ঔষধালয়ও মধ্যবর্ত্তি স্থানে নহে যদ্যপিও তাহা মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বারা ঔষধ যোগান কঠিন।

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে ২২৯।৯ উদ্বৃত্ত থাকে। এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহা হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা সর্ব্বসুদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এবং এই প্রস্তাবিত জ্বররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ ঐ টাকা হইলে চলিতে পারে কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্যক। তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র২ দুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়েরা কদাচ শৈথিল্য করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্ব্বক যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকারসম্ভাবনা এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই ঐক্য হইয়া সাহায্য করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না।

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিবে এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি।

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচনা যে কলিকাতা শহরে দেশীয় লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবর্ত্তিস্থানে জ্বরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত।

দ্বিতীয়। নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না।

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত।

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়।

ষষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা সবকমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষেরা পরে বিহিত বিবেচনাপূর্ব্বক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ।

সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন।

সপ্তম। অদ্যকার কার্য্যসকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়।

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে ঐ নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা।—বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্বররোগের যে নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্দ্ধমানের শ্রীযুত যুবরাজ জ্বরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাঁদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত করেন

নাই পরন্তু আমরা তাঁহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন।

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম ঐ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহস্র [৭,০০০] টাকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা করিয়াছেন।...জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।—টৌনহালে সংপ্রতি জ্বররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চাঁদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০০০ টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রায় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর জাক্‌সন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চণ্ড সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে ঐ ভ্রান্তি ভ্রান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্নব্যক্তি তথাহইতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া যাইতেছে। অতএব হুকুম হইল যে এতদ্বিষয়জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে জ্বররোগের নূতন চিকিৎসালয়েতে যাঁহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক তাঁহারদের কোন ধর্ম্মের কি আচার বিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অতঃপরে তাঁহারা এই বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কার্পণ্যরূপ আঘাতে ঐ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া না ফেলেন।—ইঙ্গলিশমেন।

(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

কটকে দুঃখি লোকেরদের উপকার।—সংপ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে যাঁহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের উপকারার্থ চাঁদার টাকা রাখিতে শ্রীযুত মাকিণ্টস কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা অনুমান করি অদ্যপর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ষোল শত টাকার চাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। ... ৫০০

শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। ... ১০০

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	...	৫০
শ্রীযুত জে সি ষ্টুআর্ট সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত জন ষ্টর্ম সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত ডবলিউ আদাম সাহেব।	...	৫০
শ্রীযুত আর সি জিন্‌কিন্স সাহেব।	...	২০
শ্রীযুত এ টকর সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াস্‌জি।	...	১০০
শ্রীযুত জি জে গর্ডন সাহেব।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু।	...	১০
শ্রীযুত টর্টন সাহেব।	...	১০০
		১৬৩০

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

কটকের ঝট্‌কায় ক্ষতি।—...গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নূতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ।

শ্রীযুত রাধমাধব বন্দ্য।	...	১০০
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	...	১০
শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি।	...	১০০
শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুর।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গোপীচন্দ্র শীল।	...	১০
শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ মুখ।	...	৫০

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

কর্ম্মনাশার শাঁকো।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতাহইতে বারাণসের রাজপথে নবাৎপুরের নিকটে কর্ম্মনাশা নদীর উপরি সংপ্রতি অতিদৃঢ় এক প্রস্তরময় সাঁকো নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুলাই মাসে তাহা পথিক লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত মুক্ত করা গেল।...

...১৮২৯ সালের ৯ জুনে মথুরা ও বৃন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণে অতিবিখ্যাত কাশীধামের রাজা রায় পটনিমাল নানা ফরনবীসের আরব্ধ সেতুর সমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক

হইলেন এবং যদ্যপি তৎকর্ম্মকরণে আমারদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং অনেক টাকা একেবারে মিথ্যা যাইবে এই ভয়ে তাঁহার পরিজনেরা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তৎকর্ম্ম আরম্ভ সময়ে রাজ্ঞীর লোকান্তর গমনহওয়াতে লোকেরা তাহা অশুভাবহ জ্ঞান করিল বটে তথাপি রাজার দৃঢ় সন্ধতার ত্রুটি হইল না তাঁহার ঐ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট পৌষ্টিকতা করিলেন…।

…রায় পটনিমাল লোকহিতার্থ এবং ধর্ম্মার্থ যে সকল উপকারক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহার শেষ মহাকর্ম্ম কর্ম্মনাশার সেতু। অতএব তাঁহার বিষয়ে যথার্থ কহিতে হইলে অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করা উচিত যাহাতে স্বদেশস্থেরদের নিকটে তাঁহাকে আদর্শের ন্যায় বোধ হয়।

১৮০২ সালে মথুরাপুরীতে ৭০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া দিরাগ বিষ্ণুর মন্দির পুনর্ব্বার গ্রন্থন করেন। ঐ বৎসরাবধি কএক বৎসরে মথুরাধামে সিতুয়াল প্রস্তরবদ্ধ এক বৃহৎ পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন তাহাতে ৩০০০০০ টাকার ন্যূন ব্যয় হয় নাই।

১৮০৩ সালে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনর্গ্রন্থন করেন।

১৮০৪ সালে তিনি অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জ্বালামুখি স্থানে নির্ম্মাণ করেন। সেইস্থানে যাত্রিরদের জলাহরণ করাতে অনেক কষ্ট হইত। ঐ চৌবাচ্চা গ্রন্থন করিতে দুই বৎসর লাগে ব্যয় ৯০০০০ টাকা হয়।

১৮০৫ সালে কুরুক্ষেত্রে এবং পাটিয়ালার নিকটে লক্ষ্মীকুণ্ডে তিনি ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনটা ঘাট বাঁধেন।

১৮০৬ সালে তিনি হরিদ্বারের অঞ্চলে কতক ঘাট ও মন্দির প্রস্তুত করাতে ৯০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

বৃন্দাবনে ৺রাধারাম ঠাকুরের মন্দিরের নিকটে যাত্রিরদের উপকারার্থ একটা প্রস্তরময় সরাই নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ৬০০০০ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়।

১৮১০ সালে দিল্লীনিবাসি হিন্দুলোকেরদের গমনীয় কাল্‌কাজীনামক স্থানের অতিশয় শোভাকরণার্থে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

১৮২১ সালে গয়াধামে গমন করিয়া তথাকার নানা ধর্ম্মস্থানের মেরামৎকরণার্থ ৭০০০ টাকা ব্যয় করেন।

পরিশেষে ১৮৩১ সালে তিনি কর্ম্মনাশার সেতু বন্ধন করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত ভূরি২ কর্ম্মাপেক্ষা এই কর্ম্মনাশার বন্ধনকর্ম্ম অতিহিত ও যশস্কারক।

আমরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর পটনিমালকে প্রদত্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ঐ রাজা ১৫ অক্তোবরে কাশী-ধামে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবকর্তৃক তদুপাধিনিমিত্ত খেলয়াৎ প্রাপ্ত হইলেন। এবম্বিধ প্রশংসনীয় কর্ম্মে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক স্বীয় সন্তোষজ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ আজ্ঞা করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের

ব্যয়েতে নূতন সাঁকোর এক নক্সা করা যাইবে এবং তাহা অতিউপযুক্ত বিজ্ঞ লোকতৃর্ক প্রস্তরাধারে মুদ্রাঙ্কিতহওনার্থ বিলায়তে প্রেরিত হইবে। পরে রাজার মিত্রেরদের এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ মান্য লোকেরদের মধ্যে তাহার নক্সাসকল বিতরণ হইবে।

(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯)

হুগলির কালেজ।—১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহাসিননামক এক জন এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিলা যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে তালুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরলোকানন্তর তাঁহারা কএক বৎসর তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখা গেল বাস্তবিক তাঁহারা দানপত্রের বিপরীত অনেক কার্য্য করেন এবং জিলা হুগলির সাহেবেরাও তদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত কর্ম্মের তজবীজ হওয়াতে তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্ম্ম তৎস্থান-নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খাঁর হস্তে অর্পণ হয়।

এতদ্রূপ দানকরা সম্পত্তির উপস্বত্বের দ্বারা এই সকল কর্ম্ম হইয়াছে। বিশেষতঃ

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক শরাই। ৪। এক মদরসা। ৫। ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা। ৬। এবং এই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশ্‌তা এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া যাইতেছে।

কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাকা প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপস্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্য্যন্ত টাকা জমিয়াছে এতদ্ব্যতিরেকে ঐ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বার্ষিক উৎপন্ন ৫০,০০০ টাকার ন্যূন নহে।

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়া যান।

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাঁহার এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে।

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালাপ্রভৃতির ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে।

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাঁহার চাকর ও মুসাহেরাভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে।

এই সম্পত্তির এতদ্রূপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াতে তাঁহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য
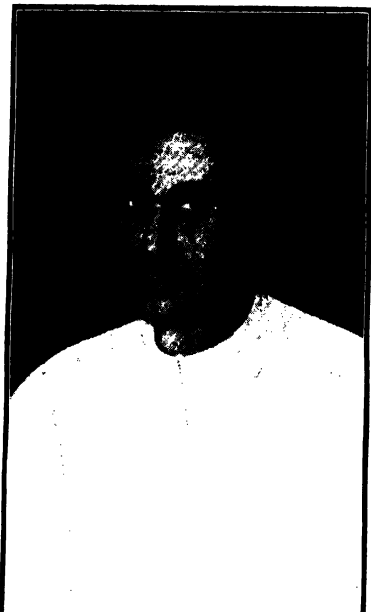
হাজী মহম্মদ মহসীন

রুস্তমজী কওয়াসজী

মতিলাল শীল

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হইতেছে না এবং ঐ টাকার উপস্বত্বহইতে যে পাঠশালা শরাইপ্রভৃতির খরচ চলিতেছে সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যস্তধনের বার্ষিক উপস্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা। অপর পূর্ব্বের শরবরাহকারেরা এবং হাজির আত্মীয় কুটুম্বেরা এতদ্রূপ ডিক্রীকরণে অসম্মত হইয়া শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করিলেন। পরন্তু শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত না পঁহুছিল সেইপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরা সুতরাং তদ্বিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। ঐ আপীল সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিসমিস হইয়াছে।

ঐ সকল ন্যস্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং ঐ জমীদারীর বার্ষিক উপস্বত্বের কিঞ্চিদংশ দেশের উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে ঐ ন্যস্ত ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্চিৎ রাজস্ব এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় গ্রন্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রূপ তদ্রূপ মুসলমানেরদের বিদ্যাশিক্ষায়নার্থ এক মদরসা এবং ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা নিযুক্তকরণেতে ঐ মৃত হাজির বদান্যতা যেমন চিরস্মরণীয় হইবে তন্মত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্টরসাহেব ইহার তত্ত্বাবধারক কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার মালিক যিনি কমিটির মধ্যে গণিত আছেন তিনি ঐ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্ত্বাবধারক হইবেন।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসান হইল ৺এমামবাটীর বিষয়সমুদায়ের কর্ত্তা ৺ আগা মতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্নুজান বেগমনামক এক কন্যা সন্ততি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৺ হাজি মহম্মদ মহসন খাঁ উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খাঁ তাঁহার স্বামী ছিলেন যাঁহার নামে ৺এমামবাটীর জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতন্নগরে বিশেষ বিখ্যাত আছে। পরে কিয়ৎকালাতীত হইলে উক্ত খাঁ বাহাদুর নিঃসন্তান লোকান্তর গমন করিলে হাজি বাহাদুর তৎসহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত বেগম

স্বামির মরণান্তর ৺ বন্দালি খাঁকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে উক্ত বেগম ঐ ভ্রাতা ৺ হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বহুযত্নবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্তপর্য্যন্ত তুমি ৺এমামবাটীর বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর ঐ মতে অভিমত হইয়া ৺ এমামবাটীর কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তরে বেগম মজকুরা ঐ বন্দালিনামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ আপন মাতৃবিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলাতপর্য্যন্তও মোকদ্দমা করিয়া ঐ বেগমকৃত পোষ্যপুত্র ৺ মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে কোন স্থানেই গ্রাহ্য না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া নিষ্কণ্টকে ৺ এমামবাটীর সমুদায়ের পূর্ব্ববৎ কর্ত্তা থাকিয়া এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ৺ রজব আলী খাঁ ও ৺ শাকের আলী খাঁ দুই জন তাঁহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাঁহারদিগকে অতিপ্রত্যয়ান্বিত জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। আর ৺ হাজি মহম্মদ খাঁ বাহাদুর অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসরপূর্ব্বে এই এক বিবেচনা স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৺ এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিয়া বিষয়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহা ভাবিয়া ৺ এমামবাটীর সমস্ত জমিদারী ৺ এমামের নামে রাখিয়া এক ওলিএতনামা লিখিয়া উক্ত দুই জন প্রধান মোসাহেবকে ৺ এমামবাটীর মতবল্লী নিযুক্ত করিলেন। ঐ তওলীএতনামায় ৺ এমামবাটীর জমিদারী সমস্তের আয় ব্যয় নির্দ্ধার্য্য করিয়া এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাকা রাজস্ব বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৺ এমামবাটীর মহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে আমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিরদিগকে প্রদান ও দুই অংশে দুই জনা মতবল্লীর মেহনতয়ানা নির্দ্ধারিত করিয়া উক্ত দুই জনা মতবল্লীর কর্ম্মকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৺ সাকেরআলী খাঁ ও ৺ রজবআলী খাঁ ইঁহারা ৺ এমামবাটীর বিষয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে পরমেশ্বর ক্রোধিত হইয়া সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৺ সাকেরালি খাঁকে প্রচণ্ড যমদণ্ডদ্বারা খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খাঁ আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া ৺ রজবআলী খাঁর সহিত এমামবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ রজবআলী খাঁও বৃদ্ধতায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র শ্রী ওআসেকআলী খাঁকে শ্রীযুক্ত গবরনর কৌন্সেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্রী ওআসেকআলী খাঁ ও শ্রীবাকেরআলী খাঁ আপন২ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া ঐ বাটীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সুদূরে দূর

করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাব বাইনাচ গীতবাদ্যপ্রভৃতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উহারদের ঐরূপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবর্নর্ কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে দুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া গবর্নর্ কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে রেবিনিউ বোর্ডহইতে এমামবাটীতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খাঁ ফৌত করেন ও বাকেরআলী খাঁ পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া ঐ এমামবাটীর কর্ম্মসকল সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবর্নর্ কৌন্সেল তুষ্ট হইয়া দুই মতবল্লীর কর্ম্মে উহাঁকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবল্লী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি ঐ বাটীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন।...

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ঐ ৺ বাটীতে পূর্ব্বে চিকিৎসালয় ছিল না সাহেবান লোকেল এজেণ্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ব্বাবধিই স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে ঐ দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি বিমোচন হেতুক নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন জ্ঞাত হইলে অবশ্যই লিখিতেন যাহা হউক। উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত স্থানে অধুনাও একটী ইঙ্গরেজী স্কুল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরজের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কর্ম্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাজিবাহাদুরের উইলের মতানুসারে ঐ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পর্য্যাপ্ত হয় গবর্নর্ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রসক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহেবান লোকের এমত অভিমত হইয়াছে যে সংবর্দ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক...। কেষাঞ্চিৎ প্রতাপপুরনিবাসী ছাত্রাণাং। তারিখ ১৭ ভাদ্র।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

হুগলির এমামবাটী।— ঐ এমামবাটী মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিয়া যান। ঐ সম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈয়দপুর পরগনা ঐ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতদ্ভিন্নও নিকটবর্ত্তি জিলাতে কতক ক্ষুদ্র২ জমিদারী প্রদান করেন। পরে তিনি স্বীয় দান পত্রে এমত নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান যে জমিদারীর বার্ষিক উৎপন্ন টাকার নয় আনার মধ্যে সাত আনা ধর্ম্মকর্ম্মার্থ এবং যে কএক ব্যক্তিরদিগকে মুশাহেরা দিতেন তাহারদিগকে দানার্থ এবং ঐ এমামবাটীর ব্যয়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট

দুই অংশ দুই মতওল্লিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক মতওল্লির জিম্মায় এমামবাটী ও তন্নিকটবর্ত্তি বিদ্যালয় থাকে। অপর মতওল্লি ঐ সকল জমিদারীর তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওল্লি ১০০০ টাকা করিয়া মেহনত আনা পাইতেন অর্থাৎ ঐ বেতন জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেক্‌টরের তুল্য। কিন্তু ঐ বেতনেতেও ঐ মতওল্লি তৃপ্ত হন নাই। সৈয়দপুর পরগনা যে মতওল্লির জিম্মায় ছিল তাঁহার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস না হওয়াতে তাঁহাকে ঐ কর্ম্মহইতে বিদায় করিয়া ঐ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পত্তনিদারের নিকটে পত্তনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্যস্ত করিলেন এবং যশোহরের কালেক্‌টর সাহেবকে পত্তনিদারেরদের স্থানে ঐ জমিদারীর রাজস্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন।…

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০)

কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার।—কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকারার্থ যে এক সব্‌কমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে পুরাতন গির্জাঘরে তাঁহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুসকল শ্রীযুত রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত গোপীনাথ সেন ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলিও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ। অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্য এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্ব্বসুদ্ধ ষোল জন মহাশয়।

পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন বর্দ্ধিত হইয়া প্রত্যেক পল্লীর তত্ত্বাবধারণার্থ দুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং ঐ প্রস্তাব সফলহওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে।

অপর ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ন্যূনাধিক এতদ্দেশীয় দুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা পাইতেছে। ঐ সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্ মহাশয়েরা চাঁদার দ্বারা ধন বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা ঐ সমাজের পৌষ্টিকতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।—কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের কার্য্যের বিষয় কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই কিন্তু ঐ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা সংপ্রতি চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্দ্বারা আরো অবগত হওয়া গেল যে গত আপ্রিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় তাহারদের সংখ্যা ১৫৭।

বার্ষিক স্বাক্ষরকারি।		টাকা
বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি।	...	২০০
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	১০০
বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	১০০
বাবু রামকমল সেন।	...	৫০
দানকর্ত্তা		
বাবু মথুরানাথ মল্লিক।	...	১০০
বাবু শ্যামলাল ঠাকুর।	...	১০০
বাবু গোপাললাল ঠাকুর।	...	১০০
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি।	..	১০০
বাবু মতিলাল শীল।	...	১০০
বাবু কালীকিঙ্কর পালিত।	...	১০০
বাবু রসময় দত্ত।	...	৫০
বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	...	৫০

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—কিয়ৎকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি লোকেরদের দুঃখ নিবারণার্থ দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা না করিয়া দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ঐ মুদ্রাসকল প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সং-পরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাঁহার জনকের [রামমণি ঠাকুরের] ৺ পদ প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০ টাকা ঐ সোসৈটিতে উক্ত কার্য্যার্থ প্রদান করিয়াছেন।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটবল সোসৈটি।—সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছে ইহা প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন।

ঐ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারি পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন।

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবেরা নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবেরা ও সুপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা ও নানাপল্লীয় কমিটির অন্তঃপাতি লোকেরা। এবং যে মহাশয়েরা বর্ষে২ ঐ সোসৈটিতে ১০৲ টাকা করিয়া প্রদান করেন তাঁহারা।

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৺ প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন সাহেবের ও ৺ প্রাপ্ত বারাটো সাহেবের ও ৺ প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার উপস্বত্ব এবং গবর্ণমেণ্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্তর প্রাপ্ত মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০০ টাকা ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকা প্রদান করেন।

গত বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা ঐ সোসৈটির দ্বারা বিলি হয় ঐ টাকা প্রায় তাবৎ অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি। গত আপ্রিল মাসে ঐ সাধারণ কমিটি এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকের-দিগকে মুশাহেরা দেওয়া বা উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাঁচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্‌স সাহেব সেক্রেটরী ও শ্রীযুত মরিসাহেব খাজাঞ্চী হইলেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ অতিবদান্যতা পূর্ব্বক ঐ চাঁদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহারদের এই অতিপ্রশংস্য কার্য্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এই চাঁদার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঞ্জ ও অতিজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিরদের উপকার হয়।

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব্যক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়া

অতিসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারো উপকার করা যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ কমিটি বুধবারান্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত হন। ঐ কমিটি দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা নিযুক্ত হইয়াছে।

ঐ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোয়ান মর্দ্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহারদের দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে।

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্তি কমিটির স্থানে টাকা লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দ্দহইতে উঠান যাইবে যেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে।

এতদ্দেশীয় কুষ্ঠরোগিরদেয় নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় কোন কুষ্টিব্যক্তি গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কার্য্যের এলাকার যে২ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং যে ব্যক্তি মুশাহেরা পাইবে সে যদি ঐ সীমার বাহিরে বাস করে তবে ঐ এলাকার সীমার মধ্যে না আসাপর্য্যন্ত তাহার মুশাহেরা বন্দ হইবে।

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন না কিন্তু দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে তাহাতে ঐ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

মুশাহেরা দেওনের এই রীতি স্থির হইল।

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের মুহুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আয়ুর বিবরণাদি সংক্ষেপে লিখিয়া তৎপল্লীর তত্ত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি ঐ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া ঐ ফর্দ্দের উপরে আপন নাম সহী করিয়া ঐ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবেন এবং ঐ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের দুই দিন পূর্ব্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং ঐ বৈঠকে ঐ ভিক্ষুক ব্যক্তির উপস্থিত হইতে হইবে।

সোসৈটির অন্তঃপাতি যে২ মহাশয়েরা নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তাঁহারদের নাম এই২।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রস্তমজী

কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু হরলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চন্দ্র। শ্রীযুত বাবু শ্যামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র।

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া তত্তৎপল্লীর তত্ত্বাবধারণকার্য্যার্থে নিযুক্ত আছেন।

সরক্যুলর রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ব্বদিকে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া শ্রীযুত জক্সন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগি সকল সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থ্যজনক যথোচিত আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহারা নিষ্কণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ নিয়ত হইতেছে। নানা জাতীয়েরা ভিন্ন২ কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত ঔষধদায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। এবং তাহারদের পরিবারেরও ঐ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও আহারাদিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং সূতা ও রজ্জুপ্রভৃতি প্রস্তুতকরণরূপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সদুপায় থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে ঐ অভাগা ব্যক্তিরদের কেবল অত্যল্প লোক ঐ চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্তু কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির কমিটির সাহেবেরা ঐ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ত্রুটি করেন নাই তাহারা রাস্তায়২ ভিক্ষা করিয়া বেড়ানও শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিঘৃণ্য কুষ্ঠরোগিরা বাজারে২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট হয় তাহা লিখন অনাবশ্যক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ আশ্রয়ে তাহারদের আবশ্যকমত সকলই দেওয়া যায় ইহা সর্ব্বসাধারণ লোক অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন না।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক এইক্ষণে লিখিতেছে যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টীঙ্ক দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহা প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানেরদিগকে মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুষ্ঠী আছে।

সদ্‌গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুশোভক পুষ্প অতএব দীন দুঃখি লোকেরদের বিষয় আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।—পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।—এই বহুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এইক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ লোকের প্রতি ঐ সমাজস্থেরদের পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বিলক্ষণরূপই তাঁহারদের সাহায্য হইয়াছে। ৪৬০০ টাকা অদ্যপর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বার্ষিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টীঙ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল দৃষ্ট হইল।

বাবু	বিশ্বম্ভর সেন	...	২০০
—	রামকৃষ্ণ মিত্র	...	৫০
—	দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	১০০
—	মদনমোহন আঢ্য	...	১০০
—	রামকমল সেন	..	৫০
—	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	৫০
—	রমানাথ ঠাকুর	...	৫০
—	গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	৫০
—	মাধব দত্ত	...	৩২
—	কালীশঙ্কর পালিত	...	২৫
—	হরিশ্চন্দ্র বসু	...	২৫

(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩)

দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রীযুত বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযুত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও আবেদন পত্র প্রস্তুতকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিষয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না।

(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩)

দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রুত হওয়া গেল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক এই সোসৈটির উপকারার্থ প্রতিবৎসরে যে টাকা দান করিয়া থাকেন তদতিরিক্ত বর্ত্তমান বৎসরে আরো ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।—সংপ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উদ্যোগকরণবিষয়ে দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে ঐ সোসৈটির বিশেষ বৈঠক হইয়া যে কার্য্য হয় তদ্বিবরণ।...

অনন্তর ৪ তারিখের বৈঠকে সোসৈটির এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা নীচে লিখিত যে পরামর্শ স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচনা করিতে লাগিলেন।...

৪। শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী মহাশয় অতিগুরুতরবিষয়ক যে লিপি বৈঠকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে সভ্যেরা অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ লিপি সাধারণ ও চিরকালীন আইনসম্পর্কীয় এই নিমিত্ত তদ্বিষয়ে জ্বরের চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ ও নগরীয় কমিটির বিবেচনাকরণার্থ বৈঠকে বিনীতি করেন।... ...

কলিকাতা ৪ মে ১৮৩৭।

সংপ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভস্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি নিকটে ছিলাম তৎপ্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্নি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থলে জলের অত্যন্তাভাব ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্দ্বারা কোন ফল হইল না নিকটে প্রায় পুষ্করিণীমাত্র ছিল না তৎপ্রযুক্ত নির্ব্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্নি অবাধে চলিয়া অতিবেগে সম্মুখবর্ত্তি যে খড়ুয়াঘর বা অট্টালিকা পাইল সকলই ভস্ম করিল।

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেণ্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুষ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে এমত উপায় পরে আর হইবে না এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ ঐ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই কএক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নূতন খড়ুয়া ঘরকরণের পূর্ব্বে অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকখানা মৃজাপুর

মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চারিটা বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়েরাও তত্তুল্য ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সুযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্নিতে যাহারদের ঘরদ্বার পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। এই বেচারারদের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্তুতকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি তাহারদিগকে অবশ্যই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকেরই এই বিষয়ে উপকার করা উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি নিযুক্ত হন এবং তাঁহারদের নিকটে যাহারা দুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া প্রকৃত দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবত্তথ্যবিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও ঐ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন।

গবর্ণমেণ্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক তাবৎ খড়ুয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে। গড়ে অনুমান করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে। কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তৎপ্রযুক্ত পীড়া জন্মে কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই।

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই ঐক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীঘ্র কোন উপকার না করিলেই নয়।—র

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেম্বর আমরা এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহারা দরমার বেড়ার খড়ুয়া ঘরে বাস করে তাহারা তাহা খাপরেল ঘর অপেক্ষা অধিক ভাল বোধ করে না কিন্তু খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব

তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হয় তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে তাহারা প্রায়ই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে।

শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক। শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীযুত আনরবল সর এড্‌বার্ড রয়ন	...	৫০০
শ্রীযুত ডি মাকফার্লন	...	২০০
শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র	...	১০০
শ্রীযুত অনরবল সর বি এচ মালকিন	...	৫০০
শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস	...	১০০
শ্রীযুত এচ উয়ান্টর্স	...	১০০
শ্রীযুত এফ জে হালিডে	...	১০০
শ্রীযুত কাপ্তান জি বিণ্ট	...	১০০
শ্রীযুত সি টকর	...	১০০
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	৫০০
শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজী	...	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু	...	১০০০
শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর	...	১০০
শ্রীযুত এ ডবস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র মুখুয্যে	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মিত্র	...	২৫
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যে	...	৫০
	সর্ব্বসুদ্ধ	৫,০৭৫

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্যতা।—গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল

সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ডনামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।

(১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কাঁঙ্গালির প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল সুসাইটিতে যে মুদ্রা আছে তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া ঐ সভার অধ্যক্ষেরা এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন ঐ সভা শুভ করণ জন্য মেম্বরেরা কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবেন ঐ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয়২ অংশে তলব ঐ দীন ব্যক্তিদিগের বাঁটিয়া দিবেন পূর্ব্বে যাদৃশ গরিবেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইত তদপেক্ষা ইদানী কেবল ন্যূনতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্নিধানে ঐ তলব প্রাপ্ত হইবেন ঐ অধ্যক্ষেরা সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য আমরা তাহারদিগকে প্রশংসা করি কিন্তু ইহাতে ঐ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে অপর এতদ্দেশীয় লোকেরা এতৎ বিষয় আনুকূল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ দিবেন তাহা তাহারা স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরন্তু স্বহস্তে দানকরণে সুতরাং প্রবৃত্তি হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোস্তমজি কায়াসজি ঐ নিমিত্ত খোলার ঘর নির্ম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন ঐ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্য সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিলে ধর্ম্ম হয় এতৎ বিবেচনা পূর্ব্বক দেশস্থ লোকেরা অর্থদান করতঃ আনুকূল্য করিবেন। ঐ রোগী দীন ব্যক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মৃতের ন্যায় রহিয়াছে এ অতি লজ্জাকর। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

...বর্দ্ধমানের শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের ব্যাপারবিষয়ক সম্বাদ আপনার বহুমূল্য দর্পণে মধ্যে২ প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহারদের অতুল সম্পত্তি ও দয়ার্দ্র-চিত্ততার বিষয়ে বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আমারো অবশ্য বক্তব্য যে তাঁহারা সর্ব্বত্র সকলেরই প্রশংস্য বটেন। ঈশ্বরকর্তৃক ধনি প্রধান ব্যক্তিরা অনুগৃহীত হইয়া উপযুক্ত কার্য্যকরত যে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহারাই প্রাপণের যোগ্য বোধ হয় অতএব শ্রীযুক্ত মহারাজ ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু ও তাঁহার পুত্রেরা তদনুরূপই বটেন যেহেতুক এই

স্থানের প্রত্যেক জন তাঁহারদের দানশৌণ্ডতা দেখিতেছেন এবং অনেকে তাঁহারদের দয়াতে সুখে কালযাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতিদিন শত২ কাঙ্গালিরদিগকে ভক্ষণীয় তণ্ডুলাদি এবং তদ্ভিন্ন বিদেশীয় অতিথিরদিগকে উৎকৃষ্ট ভোজনার্থ তণ্ডুল ডাইল ঘৃত লবণ তৈলাদি প্রদান করিতেছেন।

অপর সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ অর্থাৎ রাস্তার মেরামৎ ও সংক্রম গ্রন্থন এবং অন্যান্য ফলজনক কার্য্য সম্পাদনার্থ সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন।

লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদানবিষয়ে মহারাজের যে মহোৎসুকতা আছে তাহার প্রমাণ এই স্থানে তাঁহাকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পারস্য ও ইঙ্গরেজীর বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়া তাহাতে ভূরি২ বালক অমূল্যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রাপ্ত হইতেছে।

তাঁহারদের দানশীলতার বিষয়ে আরো এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতব্য। এই স্থাননিবাসি মিসনরিসাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়া শ্রীযুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্র বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করাতে রাজবাটীতে চাঁদা হইয়া ঐ পাঠশালা স্থাপনার্থ সহস্র মুদ্রা ঐ মিসনরিসাহেবের নিকটে অর্পিত হইল। অতএব দুই শত ছাত্রধারি অত্যুত্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধ্যে অবিলম্বেই দৃষ্ট হইবে।

কএক বৎসরাবধি মিশনরি সাহেবকর্ত্তৃক ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে কিন্তু উত্তম স্থান ও উপযুক্ত গৃহের অভাবে তাহার তাদৃশ সাফল্য হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের অনুগ্রহে ঐ সকল বাধকবিষয় দূরীকৃত হইয়াছে এবং ভরসা করি যে তত্রস্থ ও সর্ব্বত্রস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরাও এতদ্রূপ প্রশংস্য কার্য্যের অনুগামী হইবেন। বঙ্গদেশান্তঃপাতি তাবদাঢ্য মহাশয়েরা যদি এতদ্রূপ সাহায্য করিতেন তবে যুবজনের বিদ্যা ও সদাচার বৃদ্ধিকরণের উপায় কি পর্য্যন্ত না হইত। অতএব অস্মদাদির এতদ্রূপ কার্য্যকরণ নিতান্তই উচিত। যেহেতুক সকলের সাহায্য প্রাপণের উপযুক্ত বিষয় এতদ্ভিন্ন অপর কি আছে। নিবেদন মিদং। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ। ২৯ আগস্ত ১৮৩৩।

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

বর্দ্ধমান।—অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী ও শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু যুবরাজের নামে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত ৪৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাষ্পীয় চাঁদাতে তাঁহারা যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখা গেল যে তদ্দ্বারা দেশে মঙ্গলার্থ যুবরাজের সংসারাধ্যক্ষেরা অন্যূন ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।

অতএব এই বদান্যতাসূচক প্রস্তাব দর্পণে অর্পণসময়ে তাঁহারদিগকে অসংখ্যক ধন্যবাদ

করা আমারদের অত্যাবশ্যক। বর্দ্ধমানের জমীদারী যাদৃশ ভাবি কি বঙ্গদেশ কি সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাজাব্যতিরেকে অন্য কোন রাজার তদ্রূপ জমীদারী নাই।

অতএব যখন দেখা গেল যে এতদ্রূপে যুবরাজের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতে পরের মঙ্গলার্থ ঐ মহানুভব মহামহিম বংশের অশেষ ধনের কিয়দংশ এতদ্রূপে ব্যয় হইতেছে এবং যুবরাজকে উত্তম রীতির আদর্শ দর্শিত হইতেছে তখন উত্তরকালীনবিষয়ক অস্মদাদির অতিগুরুতর আশাই জন্মিতেছে। দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু এইক্ষণে যুবরাজের মনে পরিহিতাকাঙ্ক্ষার যে বীজ বপন করিতেছেন তাহাতে যুবরাজ যখন স্বীয় সাংসারিক ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন তখনই তাহার মধুর ফল দৃষ্ট হইবে। এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা বঙ্গদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিলার অধিকাংশের অধিকারী হইয়া যদি পরহিতৈষিতাস্বভাব হন তবে কিপর্য্যন্ত ভদ্রতা না করিতে পারিবেন। এবং শ্রীযুত দেওয়ানজী যুবরাজের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যেরূপ মহোদ্যোগী হইয়া ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা তাঁহাকে অভ্যাস করাইতে যত্ন করিতেছেন ইহাও ঐ ভাবি সুমঙ্গলের এক প্রধান কারণ। এবং যাঁহার আচারে প্রজারদের মঙ্গলামঙ্গল নিবদ্ধ এমত যুবরাজের সদাচার ব্যবহারকরণ বিষয়ে দেওয়ানজী যে প্রকার সচেষ্ট আছেন ইহাতে তিনি তাবৎ প্রজাগণের যে অত্যন্ত ধন্যবাদাস্পদ হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি।

পুনশ্চ শুনা গেল যে শ্রীমতী মহারাণী ঐ এলাকার একটিং কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত দিয়াছেন যে ৺ প্রাপ্ত মহারাজের যে সকল উপাধি ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক যুবরাজকে অর্পণ করেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এতাদৃশ কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল প্রসাদনীয় খেলয়াৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বাবু আশুতোষ দেব।—কলিকাতার বাহিররাস্তার [সার্কুলার রোডের] ধারে অনেক দরিদ্র লোকের গৃহদাহ হইয়াছে ঐ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব। আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু ঐ সকল প্রজারদের ছয় মাসের খাজানা ক্ষমা করিয়া প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্তুতকরণার্থ ৫ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

(৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১)

ফোর্ট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেণ্ট। ৫ মার্চ ১৮৩৫।—

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন২ লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর

ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

ভিন্ন২ লোকের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্ম্মের বিবরণ পত্র।...

শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বাঞ্ছা ছিল যে যাঁহারা এতদ্রূপে সর্ব্বসাধারণের হিতজনক কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিরাজমান হন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের সন্তোষজনক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের জানুআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকেরা নিজব্যয়েতে সর্ব্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

ঐ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কার্য্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কার্য্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর কার্য্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বারা আরো বৃদ্ধি হইল।

উক্ত প্রধান২ কার্য্যের সংখ্যা বিবরণ এই।

প্রথম।—৪ লৌহময় সাঁকো।

দ্বিতীয়।—৮৬ ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো।

তৃতীয়।—৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা
১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ।

চতুর্থ।—৪১২ পুষ্করিণী।

পঞ্চম।—১১৩ চৌবাচ্চা।

ষষ্ঠ।—১০৭ ঘাট।

সপ্তম।—পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ। এবং পথিকের উপকারক ও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা ব্যাপার।

যে মহানুভব মহাশয়েরা স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াছেন উচিত হয় যে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত তফসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাঁহার ত্রুটি হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ৺প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর।

৺প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই।

শ্রীমতী বেগম সমরু।

৺ প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়।

রাজা পটনি মল।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

রাজা নৃসিংহ রায়।

হাকিম মেন্দীআলী খাঁ।

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ।

রাজা জয়প্রকাশ সিংহ।

রাজা গোপালেন্দ্র।

পূরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা।

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [পোদ্দার]।

এতএব যে মহানুভব মহাশয়েরা আত্মসম্ভ্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক কার্য্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাঁহারদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন। ভরসা হয় যে তাঁহারা এতদ্রূপ সম্বন্ধে নিয়তই চলিবেন তাহাতে তাঁহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহারদের মহানুভবের এক চিহ্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রীলশ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদর্শস্বরূপ তাঁহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্যেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ মহামহোপকারক কর্ম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও ভিন্ন২ লোকেরদের বদান্যতা ঐক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রূপ অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই।

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত ডেবিড কারমাইকল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু।—আমরা হুগলি জিলানিবাসি জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন করিতেছি। আপনি তের বৎসরপর্য্যন্ত এই জিলাতে থাকিয়া অতিসম্ভ্রান্ত ও বদান্যতাপূর্ব্বক যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমরা বিশেষ বাধ্য হইয়াছি এবং মাজিস্ট্রেট জজপ্রভৃতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমকৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর

কার্য্য অতিসতর্কতা ও নৈপুণ্যরূপে নির্ব্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্ব্বে যে সকল অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া প্রজারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে।

এবং নানাবিধ উপকারার্হ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নির্ম্মাণকরণ দ্বারা গমনাগমনের সুগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর পুষ্করিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কার্য্যেতে অস্মদাদির ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকার নিকটে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে এই জিলার মহোন্নতি ও চিরকালীন সম্ভ্রম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধ্যতা স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক উপকারের দ্বারা চিরস্মরণ থাকিবে যে আমরা কিপর্য্যন্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে সুপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহা২ গুণ বিষয় অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থ্যপূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপর্য্যন্ত অতিসম্ভ্রান্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি উপকারের দ্বারা অন্যান্যস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন।

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বাঁড়ুয্যে। প্রতাপনারায়ণ রায়। শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানারায়ণ রায়। যুগলকিশোর বাঁড়ুয্যে। নরেন্দ্রনাথ বাবু। ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল। কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী। দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রামধন বাঁড়ুয্যে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে। নবকৃষ্ণ সিংহ। ইন্দ্রকুমারী দেবী। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর। নীলমাধব পালিত।

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রায় ২০০ জনের নিবেদন।

অস্যোত্তরং। হুগলি জিলা নিবাসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে।—

আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বারা পাইয়া আমি পরমসন্তুষ্ট হইলাম। এই সর্ব্বসাধারণ সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই পরমাহ্লাদক অনুভব হইল যে বহুকালপর্য্যন্ত আমি ঐ জিলাতে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলাম তাহা লোকের সন্তোষজনক হইয়াছে এবং ঐ সকল নিয়ম ঐ স্থানীয়েরদের কিঞ্চিৎ উপকারক

হইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসা করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংসা হইতে পারে যে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য যে কার্য্য তাহা প্রাণপণে নির্ব্বাহ করা গিয়াছে। যদ্যপি আমার আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্যান্য মান্য মহানুভব অর্থাৎ প্রজালোকের স্বাভাবিক প্রভু মহাশয়েরদের নিয়ত সাহায্যক্রমেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ জিলার উন্নতি ও তন্নিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি নিয়তই ইচ্ছা করি।

আপনারদের পরম মিত্র। ডেবিড কারমাইকল স্মিথ।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

কুষ্ঠির চিকিৎসালয়।—নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জ্বররোগির নূতন চিকিৎসালয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের প্রস্তাব করিতেছেন কিন্তু এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যক বিষয়। অতএব গত সোমবারের দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ্ঞ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় হইতেছে যে এত টাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি ঐ মহাদুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতস্ততঃ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ না করে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৫ মার্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাঁদা।—শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে যে মহাশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত মতে আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্যতা দেখিয়া পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহারাও ঐ আদর্শদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম	দাতা	বার্ষিক	মাসিক
শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট		৫০০	
আনরবল কর্ণল জে রিলিং		১২০	
ডাক্তর মার্শ্‌মেন	৫০		৫

স্বাক্ষরকারিরদের নাম	দাতা	বার্ষিক	মাসিক
জে সি মার্স্‌মেন		৫০	
...			
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়	৫০	২৪	
বাবু পেয়ারিমোহন রায়	৫০	২৪	
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী	৫০	২৪	
বাবু গৌরমোহন গোস্বামী	১৫০	৫০	
বাবু গুরুপ্রসাদ বসু	৫০	২৪	
বাবু গুরুদাস দে		১২	
বাবু রঘুরাম গোস্বামী ১।২ বা ৩ বৎসরের নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় এক বাটী দিয়াছেন			
বাবু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়		১২	
বাবু পীতাম্বর রায়		১২	
বাবু আনন্দচন্দ্র রায়		১২	
বাবু বিশ্বম্ভর দত্ত ও জগমোহন দত্ত		১২	
বাবু তারকনাথ চৌধুরী		১২	
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী	১৬	১২	
বাবু রাজকৃষ্ণ দে	২০০	৩৬	

(১৯ নবেম্বর ১৮৩৬। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

মৃত মিটফোর্ট সাহেবের দান।—কথিত আছে উক্ত সাহেব মরণকালীন ঢাকা শহরের শোভাকরণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে তাঁহার সকল সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন ঐ সাহেবের অনেক লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল ইহাতে বোধ হয় তাঁহার উইলের বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইবে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৬ মে ১৮৩৭। ২৫ বৈশাখ ১২৪৪)

আশ্চর্য্য বদান্যতা।—শ্রুত হওয়া গেল যে পাটনার মহারাজ শ্রীযুক্ত চতুর্ধুরীণ সাহ সংপ্রতি বিদ্যাবর্দ্ধন সাধারণ কমিটিকে ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়বর্গও স্ব২ সাধ্যানুসারে বিদ্যাধ্যয়নার্থ ধন দান করিবেন। এতাদৃশ ধনি বদান্য মহাশয়েরদিগকেই রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রদান করা অতি পরামর্শসিদ্ধ। আরো শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ১৮৩৪ সালে ২০ বুরুল পরিমিত অতিসুচারু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতীকৃত বর্ত্তুলাকার খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।

তৎপরে শুনিলাম যে উক্ত বাবু এমত বদান্যতাপ্রযুক্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হন ।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—জিলা হুগলির বালিগ্রামের মধ্যে বহুমান্য বহু দিনের প্রাচীন বাসী ৺ জগৎরাম পাল তাঁহারদিগের ব্যয়ের দ্বারা ঐ স্থানে শ্রীশ্রী৺ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নীরে যুগদ্বয় সুদৃষ্ট সোপান সহিত দিব্য পাকা ঘাট নির্ম্মাণ আছে ঐ ঘাটের উপরি স্থাপিত স্বদেশী বিদেশী গঙ্গাযাত্রিকদিগের তিষ্ঠনার্থ এক পাকা বাসগৃহ ছিল। পরে ঐ ঘর পুরাতন হওয়াতে দৈবাৎ পবনোৎপাতে পতিত হয় তাহাতে কতিপয় লোকের ক্লেশ জানিয়া ঐ স্থানাধিপতি বিচারক প্রহারক পরোপকারক মাজিস্ত্রেট শ্রীলশ্রীযুত সামুএল্‌স সাহেব মহাশয় পরক্লেশ নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে কিম্বা অন্যের দ্বারা সে যাহা হউক এইক্ষণে তাঁহার সাহায্যের দ্বারা ঐ স্থানের পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন গঙ্গাযাত্রিকের ঘর পুনস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্বদেশী ও ভিন্ন দেশীয় শত২ ব্যক্তি স্বর্গস্থ পিতার স্থানে তাঁহার এই রাজ্য চিররাজ্য কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।…কস্যচিৎ বালিনিবাসি প্রকাশকস্য।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ৪ পৌষ ১২৪৩)

বীরভূমের অন্তঃপাতি কিউগ্রামনিবাসি শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল।—অতিবিখ্যাত শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল যে সাধারণের বিদ্যাভ্যাসার্থ বহুসংখ্যক ধন বিতরণ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের অগোচর নাই এবং এই কারণ আমি পূর্ব্বাবধিই তাঁহাকে অত্যুত্তম ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম পরে বীরভূমে গিয়া আরো শুনিলাম ঐ মহাশয় সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে সিয়ুরিঅবধি কাটয়াপর্য্যন্ত বিংশতি ক্রোশ ব্যাপক এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবেন এনিমিত্ত বীরভূমের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মণি সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন এই রাস্তার মধ্যে যদ্যপি নদী খাল পতিত হয় তবে রাজার মানস তাহার উপরেও সাঁকো করিয়া দিবেন এইক্ষণে মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ সাহেব কয়েদি লোকেরদিগকে আজ্ঞা করেন তাহারা যত দিবস কর্ম্ম করিবে রাজাই তাহারদিগের আহারাদি প্রদান করিবেন।

এই বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবের মত জানিবার নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়ালটর সাহেব আহ্লাদপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ পত্র লিখিয়াছেন।

আমার বোধ হয় রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ক্রমিক চলিতেছে এবং ভরসা করি শীঘ্রই শেষ হইবে।

আমি আরো এক বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক এক আইন করিয়াছিলেন যাঁহারা খাল রাস্তা সাঁকো ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহার-

দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত মফঃসলের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থার পুস্তকেই লেখা রহিয়াছে মফঃসলের সাহেবেরা এপর্য্যন্তও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—একবৎসর গত হইল রেবিনিউ বোর্ডের এক সাধারণ বিজ্ঞাপন পত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ দান করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে রাজা বাহাদুর উপাধি দিবেন তাহাতে আরো লেখা ছিল রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের যে২ কারণ হইবে উপাধি প্রদানকালীন তাহাও প্রকাশ করা যাইবেক। তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি ঐ উপাধি পাইয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের উপাধি প্রাপ্তির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন কারণ প্রকাশ করিবেন তাহা না করণেতে অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়। এবং লোকেরা মহা সম্ভ্রমের পদ প্রাপ্তির কারণ জানিয়া যে ঐরূপ কর্ম্মে অর্থ দান করিতেন তাহার বাধা জন্মে অতএব গবর্ণমেণ্টের ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করা উচিত আর ইহাও জানিতে বাঞ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কেবল কুকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন তবে কি তিনিও রাজা বাহাদুর উপাধির যোগ্য হইবেন। যাহা হউক এবিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর পদ প্রাপ্তির পাত্র হয়েন তবে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন।

ঐ বাবু পূর্ব্বে কিরূপ সৎকর্ম্মেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানি না কিন্তু হিন্দুকালেজের সৃষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫ মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্ব্বাগ্রে অধিক দিয়া বসিয়া থাকেন বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁহার পশ্চিম যাত্রা দিনে দিস্ত্রিক্ত চেরিটেবল সোসৈটিকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছেন আমার বোধ হয় এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এরূপ মহা দান কস্মিন কালে করেন নাই।

আমি ঐ বাবুর সততার কার্য্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত হইতে সতী দাহ নিবারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিলে পর যে দিবস ব্রহ্ম সভাগৃহে এতদ্দেশীয় লোকেরা সভা করেন সেই দিবস বাবু কটকের দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং চাঁদার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এবং যে কয়েক সহস্র টাকার চাঁদা হইল আপন ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া পর দিনেই তাহা কটকে পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পরে ঐ টাকা সকলও আদায় হয় নাই।

ধর্ম্ম সভা নিয়তই ব্রহ্মসভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে গোময় লিপ্ত পবিত্র স্থানে ভোজন পাত্র রাখিয়া পীড়িতে বসিয়া ভোজন করেন আর পুষ্পবিল্বপত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধার্ম্মিক

কিন্তু ধর্ম্মসভা প্রকৃত ধর্ম্মার্থ কিঞ্চিদ্বিত্তব্যয় করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি কহেন সতী ভিক্ষার চাঁদায় তাঁহারা অনেক ধন দিয়াছেন একথা যথার্থ বটে কিন্তু সে টাকা বেথি সাহেবের ও চন্দ্রিকাকারের উদরায় স্বাহা হইয়াছে। তাহার এক মুদ্রাও প্রকৃত ধর্ম্মার্থে ব্যয় হয় নাই। গত বৎসর আমার অনেক মিত্রেরা বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৌস আর থাকে না অল্পদিনের মধ্যেই দেউলিয়া হইবে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই এইক্ষণে ঐ বন্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই বাবু হৌসকে স্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়া দিস্ত্রিক্ত চেরিটেবেল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা দিয়া বাষ্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন করিলেন আমি শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণৌতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন। বর্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্য।

(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

পশ্চিম দেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রতিকার।—সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্নে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও এতদ্দেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনি মহাশয়েরা সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব সভাপতি হন।···

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর···কহিলেন যে আমার একজন মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব ঐ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ ৫০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা করিয়া যান যে ঐ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া যাইবে।··· শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ্দ দেখাইলেন। ঐ ফর্দ্দে এই সকল ভারি টাকার সহী ছিল।

গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদিতরাম হিম্মত বাহাদুর		···	২০০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি	···	···	১০০০
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত্র	··	···	৫০০
কাণ্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি	···	···	৫০০
শ্রীযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনজি	···	···	৫০০
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস	···	···	২৫০
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর	···	···	১০০

(১৭ মার্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।—২৪ ফেব্রুআরির দর্পণে

বৰ্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্থ ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুল্য দাতা এতদ্দেশে আর কেহ জন্মে নাই পরোপকার অনেক করিয়াছেন তথাচ তাঁহার রাজা উপাধি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেন হইল না। দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সভাস্থ ব্যক্তি সকল কেবল পবিত্র স্থানে পবিত্রান্ন ভোজন মাত্র করেন দেবদেবীকে ফুল বিল্বপত্র দেন আর সাধারণোপকার ইহাঁরা কিছুই করেন না ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন ঐ কথা যদি কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্যক থাকিত না কেননা এতদ্দেশে বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বৰ্দ্ধমানাধিপতি নাটোরের রাজা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর দেওয়ান রামচরণ রায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যশোহর নিবাসী মহারাজ শ্রীকণ্ঠ রায় বাহাদুর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুজ বাবু মদনমোহন দত্তজ ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্ব শক্তি ও কীৰ্ত্তি সকলেই জানেন গয়াধামের রামশিলা প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পৰ্ব্বতের সোপান এবং কলিকাতাবধি শ্রীশ্রীক্ষেত্রধাম পর্য্যন্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় ইহার ইতিহাস কি ঐ পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। যদি বল বহুকাল গত হইয়াছে ইহা সত্য কিন্তু তাঁহার উচিত ছিল না যে কস্মিনকালে কেহ করেন নাই এমত লেখেন অতএব পূৰ্ব্বের সঙ্গে তুল্য না হউক পরের কথা দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় এক২ কর্ম্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মনুষ্যও অনেক হইয়া গিয়াছেন এইক্ষণে লক্ষ বা ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা তত্ত্ব করিলে অনেক পাইবেন। অপর ইঙ্গরাজদিগের ধারা মতে যে সকল চাঁদা হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু ভিন্ন অনেক হিন্দু ধাৰ্ম্মিক টাকা দান করিয়াছেন পত্রপ্রেরক সেই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন। অপর ডিষ্ট্রিকৃট চেরিটেবিল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে নগর মধ্যে অন্ধ অতুর সহায়হীন দীন দুঃখীদিগের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র তাঁহার বিষয় নিৰ্ব্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাঁহারা দিবেন কিন্তু কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা খোঁড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রামদুলাল সরকার দুই লক্ষ টাকা পুত্রদিগের নিকট স্বতন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন ঐ ধনের বৃদ্ধি হইতে দীন দরিদ্রগণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর বা পল্লীগ্রামস্থের বিশেষ নাই আমি ক্ষুধাৰ্ত্ত বলিয়া বেলগেছিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেন ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি ঐ মহাশয় জানেন না তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখা উচিত ছিল না।···চন্দ্রিকা।

(২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় লোকের বদান্যতা।—আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ধনাঢ্য দুই মহাশয় শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নূতন রাস্তার নর্দ্দমা কলুটোলার রাস্তা দিয়া মাঝের রাস্তাপর্য্যন্ত প্রস্তুতকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

আমরা কোন বিজ্ঞ ও বিশ্বাসি বন্ধুদ্বারা অবগত হইয়াছি যে জেনরল কমিটি অব পবলিক ইনিষ্টিটিউসন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক কোম্পানিকে দত্ত যে ৫০০০০ টাকা সেই টাকা দ্বারা চাপরায় আগামী ডিসেম্বরে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। আমারদিগের এতদ্বিষয় লিখিবার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় ধনিগণ বিদ্যাবিষয়ে যে ব্যয়াদি করেন কিম্বা চেষ্টা করেন আমরা তাহা প্রকাশ করণে ক্ষান্ত থাকিব না এবং অলসও করিব না। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫)

সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় তেমন অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাঁহার সভ্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণরমেণ্টকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই কার্য্য মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি অর্থ দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। তিনি প্রত্যহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন যদি কোন রুগিকে বা দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তির এই প্রকার প্রকাশিত গুণ ও কীর্ত্তি কি মনুষ্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি লুপ্ত হইবে। [জ্ঞানান্বেষণ।]

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

৺প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে।—বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাতে অতি বদান্যতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তিনি মুমূর্ষুকালে যে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যূন ১৬ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

৺প্রাপ্ত নীলমণি দের বদান্যতা।—সম্প্রতি যে নীলমণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোষণার্থ পেনসিয়নের চাঁদাতে ১০১২॥০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ মহাশয় নিজে আক্কোণ্টাণ্ট জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিতেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অতি কীর্ত্তিমন্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত্যু হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমরা এক প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করি কিন্তু বোধ করি যে সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদনুরূপ হউন।

উক্ত বাবু সিক্কা ১৬॥০ সাড়ে ষোল হাজার টাকার মূল্যের বাটী ঘর দীন হীন উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে ঐ বাটী দ্বয়ের যে উপস্বত্ব তাহাকে থিটেরাল সোসাইটির অধ্যক্ষ [vestry of the Cathedral] দ্বারা দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে। আরো নিয়ম করেন যে ঐ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিম্বা বিষয় বিক্রয় করিয়া তাহারা কোম্পানির কাগজ করিয়া আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার উপস্বত্ব পশ্চাদ্বর্ত্তি লিখিত প্রকারে ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথা দীন দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে অপর দীন হীন সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইবে। আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গয়া প্রয়াগ কাশী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতদ্ভিন্ন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বীয় ভার্য্যার ব্যয় উদ্দেশে রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলার্থ শ্রীবৃন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

বিবিধ সম্বাদ।—সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

নূতন রাস্থা।—শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত নূতন এক রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লোকেরদের মহোপকার হইবে। ঐ রাস্তা ছয় ক্রোশ দীর্ঘ হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [কয়েদীরা] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম্ম করিতেছে আমরা

শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] উক্ত রাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্যূন ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায় হিন্দুকালেজের ন্যায় ১॥০ শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। জেনরল কমিটি ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ উক্ত পাঠশালার সুসিদ্ধতা সন্দর্শনে ঐ পাটশালা কমিটির অধীনস্থ করত এক সেক্রেটরি নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত পাঠশালা সংস্থাপনে আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে অতি প্রধান জিলা হুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্তু এইক্ষণে সাধারণ চাঁদার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

আমারদিগের পাঠকবর্গেরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ভবানীপুরনিবাসি এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজার২ লোকেরদিগের জল কষ্ট দেখিয়া এক দীর্ঘিকা প্রস্তুত করণার্থ মানস করিয়াছেন এবং ঐ দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিগকে সোপান করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ বাবু এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্ন্যাসি ও জাপক পূজার্থি ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাঁহার এই সততা সন্দর্শনে ঐ অঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবেক আর আমরা অনুমান করি যে এমত কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবেক। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

যশোহর।—...গত ২২ জুলাই তারিখে যশোহর নিবাসি লোকেরদের এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় যে ঐ স্থানের সৌষ্ঠব করণার্থ এবং ঐ অত্যাবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ করণের উপায় নিশ্চয় করেন।

তাহাতে শ্রীযুত শাণ্ডিস সাহেব সভাপতি হইলে এই প্রস্তাব হইল যে জিলা যশোহরের সদর স্থানের সুপ্রতিষ্ঠা করণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ।

শ্রীযুত ই ডিড্‌স সাহেব। শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব।
শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব। শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়।
শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেব। শ্রীযুত কালী পোদ্দার।
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব। শ্রীযুত হরিনারায়ণ রায় ও
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন।

এবং ডাক্তর শ্রীযুত আন্দর্সন সাহেব এই কমিটির সেক্রেটরী ও শ্রীযুত টেরেনো সাহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আরো এই স্থির হইল যে এই সদর স্থান বা অঞ্চলে প্রস্তাবিত সৌষ্ঠব কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয় বিবেচনা করণার্থ শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব কমিটির সাহেবেরদিগকে বৈঠকে আহ্বান করেন এবং প্রতি মাসীয় কার্য্যের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে ইহার সম্বাদ গ্রহণার্থ তৎপর মাসের প্রথম সোমবারে ধনদাতারদের বৈঠক হয়।

তৎ পরে নানা প্রকার সৌষ্ঠবের পাণ্ডুলেখ্য ও প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বিশেষতঃ এই সদর স্থানস্থিত নানা ভূম্যধিকারিরদের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। এই স্থানস্থ তাবদ্ব্যক্তির স্বাস্থ্য জনক জল প্রাপণার্থ এক স্থানে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে স্থানে খড়ুয়া ঘর থাকাতে লোকের উৎপাত জন্মে সেই স্থান হইতে তাহা উঠিয়া লওয়া যায়। এই সদর স্থানে রাস্তা নর্দমাদি করণ বিশেষতঃ যে স্থানে সাধ্য হয় পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা যায়। এবং রাজপথ সকল মেরামৎ ইত্যাদি হয়। এই সকল বিষয় প্রস্তাব হইলে পর এক চাঁদা হইল। আমরা দেখিয়া অতি খেদিত হইলাম যে ঐ চাঁদাতে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির নামও নাই।

	দান	মাস২
	কোং টাকা	কোং টাকা
শ্রীযুত টি সণ্ডিস সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেব	১০০	১৬
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত ডাক্তর এণ্ডরসন সাহেব	৫০	৫
শ্রীযুত জে এ টেরেনো সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জে এচ রেলি সাহেব	১০	২
শ্রীযুত জি হরক্লাট্‌স সাহেব	১৫	২
শ্রীযুত জে এম সদরলেণ্ড সাহেব	৩২	১০
শ্রীযুত ডবলিউ সি ইষ্টাফোর্ড সাহেব	১৬	২
শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জি ডিড্‌স সাহেব	১০০	২০

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬)

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্যত্ব।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে সেতারার নূতন রাজা বোম্বাইর নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতের মধ্যস্থ মহাবলেশ্বর নামক অতি· সুখদ স্থানে এক পুষ্করিণী খনন করণেতে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবেন। সেই স্থানে ইউরোপীয় সাহেব লোকেরা স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়া থাকেন।

রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাহ্মণী নাম্নী এতদ্দেশীয় এক জন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সাঁকো নির্ম্মাণার্থ অতি বদান্যতা পূর্ব্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২৭ মাঘ ১২৪৬)

এদেশের হিতকারি লোককে বড় পদবী দেওন।—মনুষ্যে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন সত্‌পথেই ধায় ইহা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্ত্তব্য যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা বিদ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াও তদ্ধারানুসারে কর্ম্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত্ত হইতে সঙ্কোচ আছেন কিন্তু ইঙ্গরাজ মহানুভব যাহাঁরা আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পূর্ণতার অভাব ভাল জানিয়াছেন তাঁহারা স্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় করিতেছেন তদ্দ্বারা দেশে বিদ্যা ব্যবসায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্তু যাঁহারদের দেশে বিদ্যা চলিবেক তাঁহারা শিথিল হইলে কত দূরপর্য্যন্ত ইঙ্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে তাঁহারদিগের ঐ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও যে হইবেক তাহা আমারদিগের অনুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাঁহারা কেবল আপন নাম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাঁহারা বিদ্যার্থ টাকা দান করিলে সেরূপ সুখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি যাঁহারদের হস্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের লোককে অতি মহৎ২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাঁহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যে২ ধনি ব্যক্তিরা নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক। [পূর্ণচন্দ্রোদয়]

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তর ওসাগ্নসী. সাহেবের অধীনে

গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে।

পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্থূলাকার এবং অতি মান্য জমীদারেরা পিত্রাদি শ্রাদ্ধে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের দুরবস্থার ন্যূনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জনমণ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে। অনেক বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সৎকর্ম্ম অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিণী স্ত্রীগণের মহোপকার এবং তদ্ভিন্ন স্ত্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুম্বাদির অতি অপমান হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। [জ্ঞানান্বেষণ]

আর্থিক অবস্থা

(৮ মে ১৮৩০। ২৭ বৈশাখ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূতসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।...আমি কোন কর্ম্মক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম কিন্তু গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনীজন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিমতীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দূরহইতে এমত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না হইবেক যেহেতুক অত্যুত্তম উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক অনন্তর বিশেষাবগত হইবার জন্যে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা বাটী হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বারা অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট গ্লাষ্টর কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে অথবা বাউড়্যা কহিয়া থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মিং জেমস স্কাট কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডহইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্রঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্তু

কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও ঐরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে ঐ যন্ত্রদ্বয় প্রস্তুত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে বস্ত্রাদি অতি সুলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাতে কেহ২ কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক সুতরাং দ্রব্যাদি সুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক যাঁহারা সকল জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং দুঃখদায়ক হয় যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কহেন যে মেঞ্চেষ্টর গ্লাসগো এবং অন্যান্য অনেক দেশ যে২ স্থানে কলের দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদানুবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া আপনকার নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছে তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকস্য। বং দূং [বঙ্গদূত]

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—···প্রথমতঃ আমারদের দেশহইতে অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে ব্যয়াধিক্য হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা কিপর্য্যন্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা সীমা করা যায় না যদি কহেন ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বেই বা কি ব্যয় করিতেন আর এক্ষণেই বা তাঁহারদের কি ব্যয়াধিক্যের প্রয়োজন হইয়াছে উত্তর একখানি গ্রাম অধিকার করিবার মানস করিলে প্রথমে মূল্যাধিক্যে ক্রয় করিতে হয় গ্রামে দুই জন কর্ম্মচারি ভিন্ন কর্ম্ম চলে না তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন অন্য জন রাত্রে গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করেন গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতেই হয় আদালতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয় তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয় অভাব পক্ষে তাহার বেতন পাঁচ মুদ্রার ন্যূন হয় না কিম্বা জনেক পরিবারকে স্বতন্ত্র ব্যয়ে জিলাতে বাস করিতে প্রয়োজন করে সুতরাং ইহাকে ব্যয়াধিক্যভিন্ন কি কহা যাইতে পারে। অপর কোন প্রজা অঙ্গীকৃত কর না দিলে প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিনা বিচারপতিকে জানান যাইতে পারে না যদিও বা তাহার সঙ্গতি হয় পরে করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা

বন্দিগৃহে যায় কিম্বা বিভবহীন হইলে শপথপূর্ব্বক জানাইয়া কিছু কাল বন্দিগৃহে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ করে। প্রজারা পূর্ব্বের সদৃশ সবল হয় না পরিশ্রমও করিতে পারে না সময়ে জলেরও অত্যন্ত অভাব এমতে পূর্ব্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে সুতরাং প্রজারা সাচিবা মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না পূর্ব্বে স্বদেশ উৎপাদিত শস্য ভিন্ন দেশে এতাদৃক প্রেরিত হইত না দেশেই অধিকাংশ থাকিত অস্মদ্ দেশে এ তাবৎ ভিন্ন দেশীয়েরদের বসতি থাকে নাই অধিক লোক জন্যে অধিক শস্যাবশ্যক করে কিন্তু শস্য উৎপন্নের একে এই ন্যূনতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই আধিক্যতা সুতরাং দুর্ম্মূল্যের অভাব কি পূর্ব্বহইতে লোকেরদের সুখেচ্ছা অধিক হইয়াছে তাহাতে ব্যয়াধিক্য করে কিন্তু আয় অল্প সুতরাং দুঃখের অধিক কারণ হয় যদি কেহ কহেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখেচ্ছা অধিক কিমতে হইয়াছে উত্তর এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত পরিপাটী হইয়াছে পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য এক মুদ্রা যথেষ্ট ছিল এক্ষণে দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না পূর্ব্বে কেবল শঙ্খালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল এক্ষণে রজতের শঙ্খেও মনোমালিন্য সংপ্রতি বিবেচনা করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন এক্ষণে বিষয়ি লোক অধিক কিন্তু কর্ম্ম স্বল্প সুতরাং সকলের দিনপাত দুষ্কর অধিক লিপি বাহুল্য অপর যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবেক কৌমুদীতে প্রেরণ না হইবেক এমত নহে নিবেদন মিতি।

কস্যচিত বঙ্গহিত সভাধ্যক্ষচ্ছাত্রস্য

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [টাউন-হলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থনা করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথা লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি এবং ঐ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রূপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্ম্মাদির উপলক্ষে তাঁহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে হইতে পারে তাহারা স্ব২ বাটী ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কখন২ কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক বা দুই রাত্রিপর্য্যন্ত বহুকষ্টে বসিয়া২ কখন বা মেষ পশুর ন্যায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বসিয়া যে উপার্জন করিতে পারিত তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া কখন বা তদপেক্ষা ন্যূন অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিন্মাত্র পাইয়া বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে

কহা যাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর্ম্মে বসিয়া২ দান ভোজ্যাদি খান্ যদ্যপি তাঁহারা কোন উত্তম স্বীয় ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত কিন্তু এতদ্রূপ অপব্যয়েতে যাঁহারা ধন পান তাঁহারদের উপকার নাই কিন্তু যাঁহারা উক্তরূপ দান করেন তাঁহারদের বংশ্যের অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রূপ অপব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইয়াছেন তখন তাঁহার ঐ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে। এতদ্দেশীয় এক জন সম্বাদ পত্রসম্পাদক মহাশয় স্বীয় পত্রে সংপ্রতি লিখিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্তান্তর হইয়াছে। ফলতঃ এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আমরা এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া কিঞ্চিন্নাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন। যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ধরা আছে এবং যে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে কর অল্প সেই স্থলে জমীদারের অনবধান না থাকিলে কখন রাজস্ব বাকি পড়িতে পারে না। কখন২ অকারণ দুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমরা অপহ্নব করিতে পারি না কিন্তু অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কহিতে পারি যেস্থানে তদ্রূপ দৈবঘটনাতে এক জমীদারী নীলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতেও পারিবেন না। কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ বুভুক্ষু ভৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় করিতে তাঁহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাঁহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরন্তর শুনাইতে থাকেন অতএব তাঁহারদের ঐ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান। ঐ সকল উৎসব কর্ম্মে যত টাকা বরাওর্দ্দ থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। যেহেতুক ধনিব্যক্তি একবার ঐ সকল উৎসবাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে খরচের সীমা থাকে না। স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরব্ধ এক কর্ম্মের মধ্যেই কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কিস্তির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাণ্ডার শূন্য সুতরাং কিস্তির দাওয়া শামলাইতে ভারি সুদ দিয়া কর্জ করিতে হয়। তৎপরেও পূজা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কর্ম্মের ন্যূনতা হয় না তাহাতে আরো কর্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাত্র পরিপূর্ণ হয় তখন তাঁহার জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়। এবং যে অমাত্যেরা তাঁহাকে নিরর্থক ব্যয় করিতে প্রবোধ দিয়া তদুপলক্ষ

আপনারা বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তাঁহারাই ঐ জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় করেন।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ১ পৌষ ১২৪০)

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালিদিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ আপন২ এলাকার কমিস্যনরসাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেছেন বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি কোন সরকারী আফীসে কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য এবং সর্ব্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না উত্তর উক্ত ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করিয়া থাকে কিম্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্য কারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন এ'হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎ লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারেন না আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও ইণ্ডিয়া [গেজেট] হরকরাপ্রভৃতি সম্বাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্যান্য জাতির কোন কর্ম্ম পাইতে নিষেধ নাই ইহা হইলে আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার নিকট পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন তাহাও আপনার দয়া প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীকমলাপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোং কলিকাতা।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণে যেরূপ ব্যবহার করেন তদ্দারা পরে তাহারদিগের যে উত্তমতা হইবে ইহা আমারদিগের বোধ হয় না বলিয়া এই সময়ে আমরা তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ কহিবার নিমিত্ত মানস করি বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন।

আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্য দেশীয়দিগের যাহাতে ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়রা তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে২ নানা কার্য্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি যে ঐ ব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন

আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতদ্রূপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ধন নাই আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ঘৃণাই ভাল। তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর ঐ সাহেব আপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই কুঠীর মান রাখেন না এবং ঐ মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহি তাঁহারা জানে না যে আমার টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রূপ কৃতকার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করুন যে সেইসকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে ইহাতে তাঁহারা সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্ব্বসাধারণের সুখ সৌভাগ্য হইবে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২০ নবেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

রেজকী পয়সা কড়িবিষয়ক।—এতদ্দেশে পূর্ব্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনীপ্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর। পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৮ গণ্ডা কখন ১৫॥ গণ্ডা কখন বা ১৫। গণ্ডা হয় ইহাতে আনা দুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেনা দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে হয় যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে অত্যল্প লোকের পাওনা হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পরমিটের হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মাসুলে প্রায় সর্ব্বদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরন্তু পূর্ব্বে কড়ির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক কর্ম্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ব্বদেশে কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিতেন এবং দ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন অর্থাৎ

১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যূন এক পণের মৎস্য ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচা দশ কড়ার রম্ভা আট কড়ার চূর্ণইত্যাদি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার ন্যূন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যূন কহিলে তাহা গ্রাহ্য করে না যদ্যপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক পয়সা দিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক কি লিখিব এক কড়ার ভিক্ষারিরা এক পয়সা চাহে সুতরাং কড়ি না থাকিলে কাযে২ পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট কমিটীর অর্থাৎ টাক্সালের বিবেচক সাহেবেরা বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় আমারদিগের মতে পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসাইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই প্রস্তুত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুণিতে অতিসামান্য বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সং চং

(৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৪ শ্রাবণ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় মুদ্রা।—কলিকাতার টাকার উপরে·· হামিয়েদিনে মহম্মদ অর্থাৎ মহম্মদের ধর্ম্মপোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে। অতএব ইহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়া লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান কি খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। বোম্বাইর নূতন টাকার উপরে যে কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহার অর্থ এই যে এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম বাদশাহের শুভ সিংহাসন প্রাপ্তির ৪৬ বৎসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে ঐ মুদ্রা বোম্বাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদ্দশায় কয়েদ থাকিয়া বহুদিন লোকান্তরগত হইয়াছেন। অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের মুদ্রার উপরি এতদ্রূপ কথা মুদ্রাঙ্কিত করেন এ অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিয়ত সত্যবাদিত্বরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহা অপ্রকৃতও নহে।—বোম্বাই দর্পণ

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৬ আশ্বিন ১২৪০)

পয়সা।—১৭ তারিখের হরকরা পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বঙ্গদেশে চলিত নানা-প্রকার পয়সাবিষয়ক বৃত্তান্ত লেখেন তাহা পাঠক মহাশয়েরদের মনোরঞ্জক বোধে প্রকাশ করা গেল। সর্ব্বসুদ্ধ নয় প্রকার পয়সা চলিতেছে। প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা তাহা

মাত্রারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। দ্বিতীয় নূতন সিকা পাই পয়সা যাহা বিট্ বলিয়া খ্যাত। বিট কথা কেবল ইঙ্গরেজী 'মুদ্রিত' এই শব্দের অনুবাদ। এবং তাহা বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।

তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি অর্থাৎ ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক অর্থাৎ মহাদেবের পূজাধারের চিহ্ন এই পয়সার জরব বারাণসীতে হয়। ঐ ত্রিশূলি পয়সার মধ্যে এক প্রকার বড় ত্রিশূলি পয়সা আছে তাহা মাত্রারহিত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। চতুর্থপ্রকার গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোট ত্রিশূলি পয়সা। গুটলি এই তুচ্ছ নামে খ্যাতির কারণ এই যে ফলের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় তাহার আকার। তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত। পঞ্চমপ্রকার পয়সা গুটলি পয়সার ন্যায় মাত্রাব্যতিরেকে দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। ষষ্ঠপ্রকার পাটনাই পয়সা অর্থাৎ যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। এই ছয়প্রকার পয়সাতেই এই কথা মুদ্রিত আছে যে পৃথিবীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের ৩৭ বৎসরে এই ছয়প্রকার পয়সার জরব হয়।

সপ্তমপ্রকার ত্রিশূলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে অথচ ঐ বাদশাহের রাজত্বের ৯ বৎসরে তাহার জরব হয়।

অষ্টমপ্রকার কমারিয়া ত্রিশূলি পয়সা। কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারজাতীয় কর্তৃক নির্ম্মিত হয় তাহারা এক ছিলিম তামাকু খাওয়া যেমন সহজ তেমনি কৃত্রিম পয়সা প্রস্তুত করার অপরাধ সহজ বোধ করে এই পয়সা কৃত্রিমহওয়াতে অন্যান্যপ্রকারাপেক্ষা পাতলা ও ওজনে কম আছে। এবং তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত এবং সে সকল অতিকদক্ষর অথচ অতিক্ষুদ্র যেহেতুক ঐ পয়সা প্রস্তুতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে। নবমপ্রকার কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারের নির্ম্মিত কৃত্রিম পয়সা তাহা ওজনে কম এবং পারস্য বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

নূতন টাকশাল।—...ক্লাইব স্ট্রিটনামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকশালের মেজের ২৬৷৷০ ফুট নীচে গঙ্গাহইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে।

তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ থান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।

গত বৎসরের ৩০ আপ্রিল লাগাইদ নূতন টাকশালের সমুদয় খরচ ২৪ লক্ষ টাকা

হইয়াছে তন্মধ্যে কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নির্ম্মাণবিষয়ে ১৩ লক্ষ। সম্পূর্ণরূপে কল চলিলে প্রতিমাসে ১৮,০০০ টাকা খরচ হয়।—গত জানুআরি মাসের আসিয়াটিক [সোসাইটির] জর্নলহইতে গৃহীত।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

নূতন মুদ্রা।—নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আক্ট অর্থাৎ আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্ব্বে জবনেরা রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন ঐ মুদ্রাতে থাকিবে না।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

পয়সা।—বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্য্যন্ত যাইতেছে। পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্ম্মের নহে। কল্য আমারদের এক জন বেহারাকে ॥০ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা লুড়ি তুল্য মুল্যই। কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন।

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রূপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে।

(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭)

দায়ানানামক বাষ্পের জাহাজ।—গত সপ্তাহের অবসানে দায়ানানামক বাষ্পের জাহাজ পূর্ব্বদেশ হইতে এই নদীতে পঁহুছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বাষ্পের জাহাজ প্রথম আগত হয়। বর্ম্মার যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্রীত হইয়া ঐরাবতী নদী দিয়া গমনাগমন করে এবং ঐ জাহাজের দ্বারা বর্ম্মার যুদ্ধে মহোপকার হয় অতএব ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম ঐ বাষ্পের জাহাজ দৃষ্ট হয় কেবল ইহা নহে কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ বাষ্পের জাহাজ প্রথম যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হয় ইহা বলিয়া লোকসকল তাহার উল্লেখেতে উল্লসিত হয়।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

এণ্টর প্রায়িজ জাহাজ।—যে বাষ্পীয় জাহাজ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভারতবর্ষে পঁহুছে সে এণ্টর প্রায়িজ জাহাজ কিন্তু ঐ জাহাজ এইক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে অতএব তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সফল হয় নাই প্রথমত ঐ জাহাজ ২০ হাজার টাকায় ধরা গিয়াছিল তাহাতে কেহ ডাকে নাই তৎপরে ১৩ হাজার টাকায় ধরা গেল তথাপি কেহ ডাকিল না এইক্ষণে এই নিশ্চয় হইয়াছে ঐ জাহাজ খণ্ড২ করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি পৃথক রূপে বিক্রয় করা যায়।

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা।—ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীযুত ওআণ্টর্স সাহেব··· লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স-নিযুক্তহওনকালে ঐ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়া গেল এবং ঘরপ্রতি ৵ করিয়া লওয়াতে আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩০ সালে কেবল ১০,৭০৮ ঘরের উপর টাক্স নির্দ্ধার্য্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্দ্ধেক ন্যূন হইয়াছে। ইহার কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অনুপম অতিসুন্দর তুলাসূত্রের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে। ১৮০১ সালের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন২ বণিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে টাকা দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো ঊর্দ্ধ কিন্তু ১৮০৭ সালে তাহার অর্দ্ধেকো ছিল না। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনেরা ঐ বস্ত্রের ব্যবসায়ি লোকেরদিগকে ২,০৫,৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্তুল্যমাত্র। পরে ১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা রকমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয় তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বস্ত্র প্রস্তুতকরণের আবশ্যক থাকিবে না।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

ঢাকার বিবরণ।—···উক্ত শহরের···তুলার উত্তম শিল্পকর্ম্ম যাহাতে ঢাকা শহর জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্প্রাপ্য ঢাকার কারবারের প্রথম পত্তন ১৮০১ সাল ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত কোম্পানির বার্ষিক দাদন এবং সাধারণ মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে মহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ

অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলণ্ডীয় কারবারসম্বন্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং ওলেন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্তুতকরণে ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকসকল পোলাতনির্ম্মিত টেকুয়ার দ্বারা সূতা কাটে তাহার সময় কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে। এরূপ সে সূতা সূক্ষ্ম যে সূর্য্যোদয়ে কাটা যায় না।

এক রতি তূলাতে এরূপ কাটা যায় যে তাহাতে আশী হাত লম্বা সূতা হয় যাহা কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত রিফুকরসকল শিল্প বিদ্যায় এমত পারদর্শী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই সূতা বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সেই সূতাখেই থানে লাগাইত। এই উত্তম সূতা জন্মিবার স্থান ঢাকার অন্তঃপাতি বিশেষতঃ সোণার গাঁ এমত আশ্চর্য্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষয় অতিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যা লোপ হইল এবং ঐ সকল সূত্র নির্ম্মাণকারি স্ত্রীগণের এবং উক্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি বা কি হইবে। কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।—সং চং

(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ক্রস ও শ্রীযুত কলন্ ও শ্রীযুত হরি ও শ্রীযুত সটন্ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে অতএব তাঁহারদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ব্রৌণ ও শ্রীযুত আর এচ্ ব্রৌণ ও শ্রীযুত সাণ্ড ও শ্রীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১২ মাঘ ১২৩৯)

কমরস্যল বাঙ্ক।—শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে কমরস্যল বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ বাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জানুআরি।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

এতন্মহানগরস্থ ব্যাঙ্ক [অফ বেঙ্গল] শাখা ব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মৃজাপুরহইতে এতন্নগরে আগমন করিতেছেন দিন দ্বয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহস্র মুদ্রা লভ্য থাকে।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

মাকিণ্টস কোম্পানির কুঠী বন্দ।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা রাজধানীর অন্য এক মহাকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকিণ্টস কোম্পানি শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে [৫ই জানুয়ারি] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন…।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২৯ মাঘ ১২৩৯)

বাণিজ্যবিষয়ক।—এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকর্ম্ম ইহা অবশ্যই সর্ব্বজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক পূর্ব্বে অর্থাৎ জবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন ছিল না ইঙ্গরেজ রাজার অধিকারহওনাবধি অথবা কহ টুপিওয়ালা এদেশে আসিয়াছেনঅবধি সওদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেননা ইঁহারদিগের আগমনেই জাহাজ দেখা গেল যে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হয় অতএব সওদাগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। ঐ ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা সওদাগরি কর্ম্মের কুঠীর বাহুল্য আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়েরা আপন২ জমীদারীর মধ্যে যে২ দ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল সেই সকল দ্রব্যের কুঠী করিয়া বাণিজ্যকর্ম্ম করুন তাহাতে তাঁহারদিগের মহোপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল কাপ্তান লোক এদেশে নানা দ্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়া থাকেন তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে পূর্ব্বমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাঁহারা অবশ্যই আগমন করিবেন। যদি জমীদার মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গরেজ লোক সওদাগরি করিয়া দেউলিয়া হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় জমীদার লোক ঐপ্রকার বাণিজ্যকুঠী করিলে তাঁহারদিগের ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্ম্মের গতিকে কখন ন্যূন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক তৎ প্রমাণ যে সকল জমীদারেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদাচ ক্ষতি হয় নাই যে বৎসর তাঁহারদিগের নীল অল্প জন্মে অথবা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন ইঙ্গরেজ লোকের কুঠীতে যে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেইমত তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের…। যদি তাঁহারা ঔদাস্য বা আলস্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাঁহারদিগের কর আদায়হওনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল পূর্ব্বে কি রাজকর আদায় হইত না। উত্তর বর্ত্তমান সময়ে যেপ্রকার ভূমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্ব্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি

পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল দেখাইতে পারিবেন না তাহার এক প্রধান প্রমাণ পত্তুনে তালুক। দেখ জমীদারের মুনাফাসুদ্ধ তাবৎ মালগুজারী সন২ আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যূন নহে পণদিয়া পত্তুনে তালুক লয় তার পর দরপত্তুনে সে পত্তুনে চাহার পঞ্চম পত্তুনেপর্য্যন্ত তালুকদার হইয়াছে ইহার কারণ কেবল ভূমি হাসিলহওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তুনে উঠিয়া গিয়া পুনর্ব্বার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পত্তন করিতে হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগ্‌দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস করিবেক এবং জমীদার হইবেক অধিক কি লিখিব।—চন্দ্রিকা।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪। ৩ মাঘ ১২৪০)

ক্রুটিণ্ডন কোং।—অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ কুঠীর যে শেষ এক কুঠী ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে। গত শুক্রবারে ক্রুটেণ্ডন মেকিলপের ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পত্রপ্রেরকের স্থান হইতে প্রাপ্ত।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্য্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি [Tagore and Company] নামে ঐ কুঠীর কার্য্য চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্য্যাদাশালী করিবে যাঁহারা প্রথম ২ নম্বরের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা কতকতবার লিখিয়াছি অভাগা অনিচ্ছাপ্রযুক্তই এদেশের ধনি লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত্ত হন না কিন্তু এইক্ষণে বড় আহ্লাদিত হইলাম ঐ লোকেরা যে অবশ বুদ্ধিতে এবিষয়ে নিদ্রিতের ন্যায় ছিলেন তাহা সারিয়া আপনারদের কর্ত্তব্য অথচ উপকার জনক কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন একর্ম্ম যে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করাতে সৎ লোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের শিল্পাদি নির্ম্মিত বস্তু ক্রয় বিক্রয় করাতে আপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন হিন্দুরদের উচিত আর উপকারজনক বলিবার কারণ এই যে অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্যকারি লোকেরদের সহিত সমান ভাবে কর্ম্ম করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হিন্দুস্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হয় না এবং আর২

দেশাপেক্ষা আমারদিগের দেশের যে উর্ব্বরতা গুণ তাহাতে অন্য দেশীয়ের সহিত বাণিজ্য করাতে বিস্তর উপকারের সম্ভব আছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপার্জনার্থ এদেশে আসিয়া অত্যল্পকাল বাস করেন কিন্তু যাহাতে তাঁহারা দেশে গিয়া পরিবারের সহিত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন তদুপযুক্ত ধন ঐ অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই প্রকারে এদেশের ধনের কূপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্য দশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের জমীর উপস্বত্ব নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলঙ্ক ছিল তাঁহারা নির্ব্বোধ ও নিষ্কর্ম্মা তাহা দূর করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

কার ঠাকুর কোং।—কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্ব্বে সাল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্য্য ও এজেন্টী কার্য্যে প্রবর্ত্তহওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেককালাবধি করিতেছেন। সাল্ট বোর্ডের দেওয়ানী কার্য্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

টগ সমাজের মুনাফা।—আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিছে। ঐ জাহাজ মাকিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওনঅবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ আপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে

অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে যে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে।

(২৫ মার্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

ষ্টিম টগ সমাজ অর্থাৎ বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা সামান্য জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—বাষ্পাকর্ষক জাহাজীয় সমাজের প্রথম বার্ষিক বৈঠক গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তরখানায় হইয়া সমাজের হিসাবপত্রসকল অংশিরদিগকে দর্শান গেল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে গত ছয় মাসের মধ্যে মূলধনের উপরে শতকরা ১৫॥০ টাকা করিয়া লভ্য হইয়াছে। কিন্তু সামাজিকেরা স্থির করিলেন যে ছয় মাসের নিমিত্ত শতকরা ৭ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট লভ্য কলিকাতাবন্দরে সামান্য জাহাজের উপরকার নিমিত্ত নূতন বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয়করণার্থ ন্যস্ত থাকিবে। তাহাতে সমাজ প্রথমঅবধি যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবেন অর্থাৎ জাহাজাকর্ষণের ভাড়া ন্যূন করিবেন। ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির হইল গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক দরখাস্ত করা যায় যে তাঁহারদের ঐরাবতীনামক বাষ্পীয় জাহাজ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করেন কি না।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—গত সোমবারে বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজের অংশিরদের এক বৈঠক সেক্রেটরী শ্রীযুত কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তর খানায় হইল। তাহার অভিপ্রায় যে ঐ সমাজের গত ছয় মাসের কার্য্যের রিপোর্ট পাঠ হয় তাহাতে বার্ষিক শতকরা ২০ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওনার্থ স্থির হইল।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

জন পামর।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে পূর্ব্বে কলিকাতার মহাজন সাহেবেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য যে জন পামর সাহেব তিনি গত শুক্রবারে [২২ জানুয়ারি] কলিকাতা নগরে ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গত হইয়াছেন। সাহেব ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরেরো অধিক বাস করেন তন্মধ্যে অধিককাল পামর কোম্পানির কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবেরদের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয়াদি ছিল। পূর্ব্বে এমত সময় গিয়াছে যে পামর সাহেব স্বাক্ষর করিলেই বাজারে যত টাকা চাহিতেন তাহাই পাইতেন কিন্তু নিরন্তর ক্ষতির উপর ক্ষতি হওয়াতে ১৮৩০ সালে তাঁহার কুঠী দেউলিয়া হইল এবং ঐ কুঠী দেউলিয়া হওনের পরে কলিকাতাস্থ অন্যান্য কুঠীসকলও দেউলিয়া হইল। পামর সাহেবের ধনবত্তা সময়ে এমত দানশৌণ্ডতা ছিল যে তদ্রূপ অপর দুর্লভ ফলতঃ তাদৃশ বদান্যতাতে তাঁহার ক্ষতিই হইয়াছে

কহিতে হইবে ঐ বিতরণীয় টাকাসকল একত্র করিলে এইক্ষণে পর্ব্বতাকার টাকা হইত। অনন্তর বিভ্রাট সময়ে তিনি ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত সঙ্কটাবস্থাতেও তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই। অপর দেউলিয়া হওনের দুই তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন তাহাতে লাভের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ রাখিয়া অবশিষ্ট কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ কিছু২ করিয়া দিলেন। ঐ বিপদসময়েও তাঁহার এতদ্রূপ বদান্যতা প্রকাশ হইল। এতদ্দেশীয় অনেক ও ইউরোপীয় সাহেবেরা তাঁহার দ্বারা ধনবান হইয়াছেন কিন্তু তিনি চরমাবস্থাতে অতিবিপন্ন হইয়া নিঃস্বতাতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বহু সংখ্যক মিত্রগণ এবং তাঁহার গুণগণেতে আকৃষ্টান্তঃকরণ এমত বহুতর মহাশয় ব্যক্তি তদীয় কবরের সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

গত ৬ ফেব্রুআরি তারিখে মৃত জান পামর সাহেবের সম্ভ্রমার্থে এবং তাঁহাকে চিরস্মরণ রাখিবার নিমিত্তে তাঁহার সুহৃদ অমাত্যবর্গ এতন্মহানগরের টৌনহালে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল বিটসন সাহেব সভাপতি হওনান্তর এই নির্দ্ধারিত হইল যে ৵ প্রাপ্ত সাহেবের বন্ধুবর্গকর্তৃক একটা চাঁদা হইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কোন এক নির্দ্ধারিত স্থানে সংস্থাপন হয় এই কথা সভাস্থ সর্ব্বজনকর্তৃক গ্রাহ্য হইলে…। অবশেষে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় এবং কতিপয় মান্য ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে একটা চাঁদা হইয়া মোং কলিকাতা কিম্বা ইহার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে যে স্থানে দরিদ্র প্রজাগণ জলের নিমিত্তে অত্যন্ত কষ্ট পায় সেই স্থানে উক্ত সাহেবের পুণ্যে একটা পুষ্করিণী খনন হয় তাহাতে উক্ত বাবুরা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে সিক্কা ১০০ টাকার হিসাবে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।…১৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৪৩ সাল। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মজুমদার।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারায়ণ পাল ও কাশীনাথ পাল যাঁহারা কলিকাতায় ৭০ বৎসরাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছিলেন তাঁহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হইয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহারা ২৫ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারদিগের দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবৎসর আফীন বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটীন অংশি কাশীনাথের উপর তাঁহার ভ্রাতা বিবাদ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। —জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২০ ভাদ্র ১২৪০)

বাষ্পীয় সভার নিয়মপত্র।—ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে টৌনহালে নিউ বেঙ্গাল ষ্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাষ্পের জাহাজবিষয়ক ধন ব্যয়কারণ চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে যে কথোপকথন হয় তাহার তাৎপর্য্যের বাঙ্গলা তরজমা।

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার লার্ড পাদরি সাহেব সকলের ঐক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্দ্ধার্য্য করেন।

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাষ্পের জাহাজদ্বারা ইঙ্গলণ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজন্য এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোকের নিকট নিবেদনকরণার্থে কলিকাতানিবাসি লোকেরদিগের এক সমাজ হয় ঐ সমাজে যে২ নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এই বর্ত্তমান সমাজ সে সকলের পোষকতা করিবেক এবং অন্য২ উপায় যাহা ঐ বিষয়ের সফলজন্য আবশ্যক হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক।

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাঁদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত ভদ্র লোকেরা কমিটীতে নিযুক্ত হইবেন এই কমিটীর নাম নিউ বেঙ্গাল ষ্টিম ফণ্ড কমিটী রাখা যাইবেক।

মেং ডি মেকফার্লন। কাপ্তান ফার্বস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাঁকুর। মেং ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। মেং জেম্‌স প্রিন্সেপ। মেং সি বি গ্রীনলা। মেং বি হেরডিং। মেং জে উইলিস। মেং সি জে মিদণ্টন। মেং টি ই এম টার্টন। মেং জেম্‌স কিড। কাপ্তান ষ্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এস তামসন।

৩। চাঁদার টাকা প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা হইবেক এবং পনরশত মুদ্রা হস্তগত হইলে তাহার এক সহস্র মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক ঐ ব্যাঙ্কেতে কখনও পাঁচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না।···

৫। হিউলিণ্ডসেনামক জাহাজের স্থগিতপ্রযুক্ত বাষ্পের জাহাজে ইঙ্গলণ্ড গমনাগমন রুদ্ধ হইয়াছে ঐ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বারা পুনর্ব্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটীর অন্তঃপাতি লোকেরা অতি শীঘ্র করিবেন। এবং তাঁহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল কৌন্সেলের এবং ইঙ্গলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কমিটীর আনুকূল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাঁহারা স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ চাঁদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন।······

এতদ্দেশীয় এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল ষ্টিম ফণ্ডের চাঁদায় প্রদত্ত মুদ্রার ফর্দ্দ।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	১০০

শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	২০০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর সেন।	৫০০
শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল।	৫০০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও	
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু ও	
শ্রীযুত বাবু গদাধর মিত্র	২০০
শ্রীযুত বাবু রোস্তম্‌জী কাওস্‌জী।	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।	৫০
শ্রীযুত বাবু আর জি জি [রামগোপাল ঘোষ ?]	১০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী।	২৫০
শ্রীযুত বাবু হরিহর দত্ত।	২৫
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী।	৩০০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ।	৫০
শ্রীযুত রাজা অযোধ্যালাল খাঁ।	১৬
শ্রীযুত রাজা রামচাঁদ খাঁ।	১৬
শ্রীযুত কাজি গুল মহম্মদ।	১৬
শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বসু।	১৬
শ্রীযুত মহবুব খাঁ।	১০
শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন।	১৬
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন চৌধুরী।	১৬
শ্রীযুত মহম্মদ আসকরী।	১০
শ্রীযুত জগন্নাথ ভঞ্জ।	১২
শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত আগাকরবলাই মহম্মদ।	৫০০
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক।	৪
শ্রীযুত ক্লিমিশা সাহেবের চাকরেরা।	১২
শ্রীযুত বাবু এস সি জি	১০০

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

নূতন লাইফ অস্থরেন্স সমাজ।—গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদ-পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় এক লাইফ আস্থরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তানুপযুক্ততার বিবেচনাপূর্ব্বক রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ ঐ কমিটির অন্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডব্‌স সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কাপ্তান হেণ্ডর্সন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।

বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং লাডবল সোসৈটির অতিঘৃণার্হবিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেরও এমত মানস হইয়াছে যে এতদ্রূপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এমত দৃঢ়নির্ব্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রত্যয় জন্মে। এতৎসময়ে লাডবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভ-হওয়াতে ঐ মানস আরো দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং আমারদের ভরসা হয় যে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অত্যুৎসাহপূর্ব্বক মনোযোগ করেন তদ্রূপ এতদ্বিষয়কও করিবেন। অপর ঐ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযুত বেগসা সাহেবের নাম দেখিয়া আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ব্বে তিনি এক জাইণ্ট ষ্টক সোসৈটির পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতএব তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে স্থাপন করিয়া কমিটির কার্য্যের অনেক স্থগম করিতে পারিবেন।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ হইবে।

(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা অবগত হইলাম যে কএক ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দু-দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্‌স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং অত্যল্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তদ্দৃষ্টে উক্ত সভাদ্বারা অস্মদাদির যে লভ্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬। ৪ মাঘ ১২৪২)

ফসল।—বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গদেশীয় ধান্যের ফসলসকলই এইক্ষণে প্রায় কাটা গিয়াছে এবং সকলই অবগত আছেন যে এই বৎসরে যেমন বাহুল্যরূপে ফসল জন্মিয়াছে প্রায় এমন বহুবৎসরাবধি হয় নাই। লোকের প্রাণধারণের এই প্রধান উপায় শস্য দূর২ দেশে কিরূপ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত ইতস্ততঃ প্রদেশে টাকায় ধান্য ৪ মোন এবং তণ্ডুল ২ মোন করিয়া বিক্রয় হইতেছে ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরেও এতাদৃশ সুমূল্য হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের এই দয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অল্পকালীন রাজশাসনের সঙ্গে ঐক্য করিয়া এতদ্রূপে সাহেবের রাজ্যসময় চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। এতদ্রূপে তাঁহার নাম ও চরিত্র বর্ণনকরণ অত্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে যেহেতুক কি দুঃখি কি সামাজিক লোকেরদিগকে ঐ শ্রীলশ্রীযুক্ত সাহেব যেমত টাকা বিতরণ করিয়াছেন সে রাজারই অনুরূপ বরং অতিরিক্তও কহিতে পারা যায় অতএব তাঁহার রাজ্যসময়ের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত উপযুক্ত কি কহা যাইতে পারে যে তাঁহার রাজ্যশাসন যে বৎসরে সে বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা জীবের জীবন শস্য অতিসুমূল্য ছিল। ঢাকার এক জন নবাবের বিষয়ে এমত কথিত হইয়াছিল যে শস্য সুমূল্য করিয়া তিনি একটা দ্বার বন্দ করিয়া এই হুকুম দিলেন যে আমার আমলের পর ইহাঅপেক্ষা যে নবাব আপন আমলে শস্য অধিক সুমূল্য করিতে পারিবেন কেবল তিনিই এই দ্বার খুলিতে ক্ষম :হইবেন এ অত্যুত্তম কথা বটে এবং ইহার ভাবও নিয়ত লোকের স্মরণ রাখা উচিত।

(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩)

বাণিজ্য কার্য্যের রীতি পরিবর্ত্তন।—শুনিয়া আপ্যায়িত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ বণিক ও মহাজনেরা আপনারদের তাবৎ হিসাব কোম্পানির টাকাতে রাখিতে স্থির করিয়াছেন তেমনি ওজনের বিষয়ে আশী তোলার সেরের চল্লিশ সেরী যে নূতন মোন হইয়াছে ঐ মোন ব্যবহার করিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে অপর যে এক প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমরা ভদ্র কহিতে পারি না। সকলই অবগত আছেন যে বহুকালাবধি এমত ব্যবহার আছে যে ভারি বিক্রয় হইলে নগদ টাকাতে হয়। তাহার বিলের উপরে তিন চারি মাসের মিয়াদ দেওয়া যায় কিন্তু সে নামমাত্র যেহেতুক ক্রেতাব্যক্তি সম্ভ্রম থাকুক বা না থাকুক জিনিস লওনসময়ে বিল ডিসকৌণ্ট করিয়া টাকা দেয়। তাহার এই ফল দৃষ্ট হইয়াছে যদ্যপি জিনিসের মূল্যের অনেক ন্যূনাধিক্য হইয়াছে তথাপি বোম্বাই ও শিঙ্গাপুর অঞ্চলে ধাতু ও কাপড়প্রভৃতি ব্যবসায়িরদের মধ্যে যেমন দেউলিয়া হইয়াছে তদ্রূপ কলিকাতায় হয় নাই অতএব কলিকাতার বাণিজ্য স্থির নিয়মানুসারেই হইতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রূপ হিসাব কিতাব বিলের ডিসকৌণ্ট ইত্যাদি অনর্থক করিতে হইত। সংপ্রতি এই নূতন নিয়ম হইয়াছে যে নীল

ও অন্যান্য দুই এক দ্রব্য ডিসকৌণ্ট ব্যতিরেকে নগদ টাকাতেই বিক্রয় হইতে লাগিল। সকলেই বোধ করিতেন যে এমত সুনিয়মেতে সকলের সম্মতি হইবে। কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হওয়া গেল যে কোন২ কুঠী পূর্ব্বকার নাম মাত্র বিক্রয়েতে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবর্ত্তহইতে চাহেন কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য ইচ্ছা করেন যে তিন মাস মুদ্দত ও ডিসকৌণ্ট শতকরা ৮ টাকার অধিক না হয়।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩)

গতবৎসরের কলিকাতার বাণিজ্য।—কলিকাতার বন্দরে যত দ্রব্য আমদানী হয় তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ কষ্টম হৌসের শ্রীযুত বেল সাহেব প্রতি বৎসর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আমরা গত বৎসরের বাণিজ্য কার্য্যবিষয়ক তাঁহার রচিত হিসাবের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ দর্পণস্থ করিলাম…।

কলিকাতার বাণিজ্য পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমদানী ও রফ্‌তানীতে ন্যূনাধিক এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ও বড়২ বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে বাণিজ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবেক ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ অনিষ্ট বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে। এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বাহুল্যরূপে চলিতেছে এমন কখন দৃষ্ট হয় নাই। এবং পূর্ব্বে কেবল ৬।৭ কুঠী বড়২ ছিল কিন্তু সংপ্রতি ন্যূনাধিক ৫০।৬০ কুঠী হইয়াছে সুতরাং তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক কর্ম্ম পাইতেছেন। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডহইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য ও বোম্বাইহইতে ন্যূনাধিক ৯।১০ লক্ষ টাকার অধিক লবণ আমদানী হয় কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে পশমী বস্ত্রের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এবং ইঙ্গলণ্ডদেশজাত কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী কএক বৎসরাবধি ক্রমেই ন্যূনই হইতেছে কিন্তু তদনুক্রমে সূতার আমদানীরও বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কার্পাসীয় সূতার আমদানী হয়। এতদ্দেশে সূতার আমদানী হইলেই তন্তুবায়েরা তাহাতে কর্ম্ম পায়। কিন্তু কাপড়ের আমদানী হইলে তন্তুবায় ও সূতাকাটনীয়ারা উভয় কর্ম্ম শূন্য হয়। আরো দেখা যাইতেছে যে এক্ষণে অনেকেই ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁত ব্যবহার করিতে অনুরাগী। তন্তুবায়েরা কহে যে আমারদের দেশীয় তাঁতে যত কর্ম্ম হয় ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁতে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়।

আমরা খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে গত দুই বৎসরের মধ্যে উগ্র সরাপ দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক আমদানী হইতেছে। গত বৎসরে সমুদ্রপথে যত টাকার উগ্র সরাপ আমদানী হয় তাহার সংখ্যা ৫,৫৭,৮৪৫। ইহাতে শঙ্কা হয় যে ঐ সরাপের অধিকাংশ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার হইতেছে।

গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার রপ্তানী দ্রব্যেতে দেড় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে এতদ্দেশের কিপর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে। গত বৎসরের রপ্তানী আফীন পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। গত বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার আফীন রপ্তানী হয় তৎসংখ্যা ২ কোটি টাকার ন্যূন নহে। রেশমী বস্ত্রের রপ্তানীরও অনেক বৃদ্ধি হইতেছে। এই রাজধানীর অধীন দেশে যত টাকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া রপ্তানী হয় তৎসংখ্যাও ৩২॥০ লক্ষ ইহাতে এই দেশে কত দরিদ্র লোকেরা কর্ম্ম পাইতেছে বিবেচনা করুন। কেহ২ অনুভব করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর রেশমের বাণিজ্য ত্যাগকরাতে ঐ বাণিজ্যের ন্যূনতা হইবে কিন্তু বোধ হয় না যে তদ্রূপ হইয়াছে। ১৮৩৪ সালে কোম্পানি বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ৯ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত বৎসরে কোম্পানি বাহাদুর ১১॥০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ২০ লক্ষ টাকার অধিকও রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত দুই বৎসরে রপ্তানী প্রায় তুল্যই হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়। চিনির বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ২ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। পূর্ব্ববৎসরে ইঙ্গলণ্ডে ২২ লক্ষ টাকার ও গত বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার চিনী রপ্ত হয়।

পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে এই রাজধানীর অধীন দেশস্থ কার্পাসের বাণিজ্য পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি ঐ বাণিজ্যের উন্নতিই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ১৮৩৪ সালে সাধারণ মহাজনেরা চীন দেশে ২৭॥০ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্ত করেন গত বৎসরে যত রপ্ত হয় তাহার মূল্য ৪৪ লক্ষ টাকা।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩)

কলিকাতায় নূতন গুদামবাটী নির্ম্মাণ।—বহুকালাবধি কলিকাতাস্থ বাণিজ্যকারিরদের এমত বাসনা আছে যে কলিকাতার বন্দরে দ্রব্য ন্যস্ত রাখণার্থ গুদাম বাটী নির্ম্মিত হয়। এবং যে সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার রফ্‌তানী হওন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা বিনা মাস্থলে ঐ গুদামযাতকরণ ও তাহাহইতে বহিষ্করণার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। ইহাতে কলিকাতার বাণিজ্যবিষয়ে অবশ্যই অধিক উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু তদ্বিষয় সফল করণার্থ ইহা আবশ্যক হইবে যে পুনশ্চ রফ্‌তানী হওনার্থ যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্ম্মকারকের অধীন থাকে। তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্ট হইবে যে এতদ্রূপে বিনা মাস্থলে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয় তাহা বাজারে গোপনে বিক্রয় হইতে পারিবে না। অতএব তৎপ্রযুক্ত বড় এক গুদাম বাটী প্রস্তুতকরণ আবশ্যক হইবে। কিয়ৎকালাবধি এই বিষয় বাণিজ্যসমাজের বিবেচনাধীন আছে। সংপ্রতি ঐ গুদাম গাঁথানের যে প্রকার নকশার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা এই যে ঐ গুদাম বাটী ক্লাইব স্ট্রিটনামক

রাস্তাবধি গ্রথিত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ রাস্তাপর্য্যন্ত ৫৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং গঙ্গার সম্মুখ দিগে ২০০ ফুট প্রস্থ হইয়া তন্মধ্যে পঞ্চ শ্রেণী গুদাম এমত হইবে যে প্রত্যেক গুদাম ৪৮ ফুট চৌড়া হইতে পারে। অধিকন্তু তাহা দোতালা করণার্থ প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার নীচের তালা ১৯ ফুট উপর তালা ২৪ ফুট উচ্চ হইবে এবং তাহার স্তম্ভ ও কড়ি সকল লৌহময় করা যাইবে। ঐ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪ লক্ষ টাকারো বরং অধিক লাগিবে এমত অনুমিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ মোনেরো অধিক মাল থাকিতে পারিবে।

(২৬ নবেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

কার্পাসের কৃষি।—বোম্বাইর শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পুণ্যনগর জিলা ও সোলাপুরের ডেপুটি কালেক্টরের এলাকার মধ্যে ও আহম্মদনগর জিলার মধ্যে কার্পাসের কৃষির বাহুল্যকরণেচ্ছু হইয়া এমত হুকুম দিয়াছেন যত ভূমিতে জলসেচন হউক বা না হউক বর্ত্তমান বৎসরে এবং তৎপরে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৫১ সালপর্য্যন্ত তাহার রাজস্ব লওয়া যাইবে না।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩)

এতদ্দেশীয় উত্তম কার্পাস জন্মান।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট আমেরিকীয় কার্পাস উৎপাদনার্থ শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে এইপর্য্যন্ত কার্পাস জন্মানের যে সকল উদ্যোগ ও পরীক্ষাদি হইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ ভরসা ছিল না যেহেতুক সাধারণ ব্যক্তিরদের বোধ ছিল যে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ এতদ্দেশে বপন করিলে ক্রমে এমত মন্দ হইয়া যাইবে যে পরিশেষে তাহা অত্যপকৃষ্ট কার্পাসের তুল্য হইবে। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত কালবিন সাহেব আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটিকে আমেরিকাহইতে আমদানী করা বীজজাত পঞ্চমবর্ষীয় কার্পাস প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ কার্পাস সোসৈটির কএক জন সুবিজ্ঞ মেম্বরেরদের নিকটে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনার্থ প্রেরণ করা গিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র [Dr. Speirs] সাহেব সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে এতদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা তাহার আঁশ কিছু লম্বা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ২ ছোট আঁশের কার্পাসও আছে তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব কহিলেন যে এই কার্পাস যাহারা তুলিয়া থাকে তাহারা কিছু২ দেশীয় কার্পাসও ইহাতে মিশ্রিত করিয়াছিল। ফলতঃ শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র সাহেব কহিলেন যে ক্ষুদ্র আঁশের কার্পাস ব্যতিরেকে আর২ কার্পাসের আঁশ আমেরিকীয় কার্পাসের আঁশের তুল্য লম্বা সূক্ষ্মাংশও তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ কম জোর। শ্রীযুত উলিস সাহেব লেখেন যে ইহা নিতান্ত অপ্রাপ্ত জর্জিয়া কার্পাস এবং উত্তরামেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষাও উত্তম এবং তাঁহার বোধ হয় যে পশ্চিম প্রদেশে যে সামান্য কার্পাস জন্মে তদপেক্ষা এই কার্পাসের শতকরা ২০।২৫ টাকা অধিক মূল্য ইঙ্গলণ্ড দেশে হইতে পারে।

ওটাহিটার অত্যাশ্চর্য্য বৃহৎ ইক্ষু শ্রীযুত শ্লিমন সাহেবের উদ্যোগে জবলপুরে উত্তমরূপ জন্মিয়াছে এবং এইক্ষণে পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া ক্রমে২ তাহার কৃষি হইতেছে। এতদ্দেশীয় কৃষাণেরা তাহা বহুমূল্য জ্ঞান করে যেহেতুক দেশীয় সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা তাহাতে অধিক প্রাপ্তি হয় অতএব ভরসা করি যে এইক্ষণে এই অত্যুৎকৃষ্ট ইক্ষু তাবৎ পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপ্ত হইবে। এবং এতদ্দেশীয় চিনির উপরে ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ভারি মাস্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা উঠিয়া যাওনেতে এতদ্দেশজাত চিনি অত্যাধিক্যরূপে ইঙ্গলণ্ড দেশে বিক্রয় হইতে পারিবে।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—ইঙ্গরাজ কোম্পানি বাহাতুরের রাজ্যে লবণের ব্যবসা একচেটিয়া না রাখিলে মুলুকের খাজনা হয় না রাজ্যের শাসন ও প্রজার পালন আবশ্যক এজন্য একচেটিয়া রাখা উচিত। শুনিতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক সাহেবেরা এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন সে ভালুই। পূর্ব্বে শালিয়ানা পঞ্চাশ লক্ষ মোন নীলামে বিক্রী হইয়াও ব্যাপারির আড়ঙ্গে অকুলান হইত। তখন ব্যাপারের নানা সুখ ছিল লবণ নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট পাইয়া বিক্রী হইত এমত তুই তিন হাত ফিরিলে সকলে কিছু২ পাইত। যে সকল ব্যক্তি লবণ ভাঙ্গিয়া লইয়া আড়ঙ্গে বিক্রী করিত তাহারা ওজন সরফা দরের তফাতি ওগয়রহ ব্যাপারে মুনাফা করিত। এখন সে সকল ব্যাপার তাবৎ লোপ হইয়া ভারি ব্যাপারির লাভের বিস্তর কমতা হইয়াছে দালালের রোজগার বন্দ হইয়াছে। নিরিকদর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল। কারণ যাহারদিগের ১০০০৴ মোন খরিদ করিবার সামর্থ্য নাহি তাহারা অনায়াসে ২৫০৴ মোন খরিদ করিয়া লইয়া মফঃসলে মুনাফা করে কিন্তু যাহারা তাহা অপেক্ষা গরিব তাহারদিগের কোন ভরসা নাই। অনেকে এমত আছে ৫০৴ মোন হইলে খরিদ করিতে পারে কিন্তু তাহা কোম্পানির হুকুম নাই। এজন্য পারে না। হিজলি তমলুকের নেমক মহলে এমত কটকিনা হইয়াছে যে সেখানে সরফা ওজন পূর্ব্বমত পাওয়া যায় না। ২৪ পরগনার ও যশোহরের অনেক ঘাট উঠিয়া গিয়াছে পরে ভাল কি মন্দ হয় বলা যায় না। ভলু চট্টগ্রাম এদেশী ব্যাপারির পৈটমত লবণ ভাঙ্গিবার আড়ঙ্গ নহে। সালিখা অতিভারি ঘাট এখানে হরেক রকম নমক মেলে কিন্তু যেপ্রকার দর চড়তা তাহাতে মুনাফা করা ভার এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রকম আছে। কিন্তু বলা উচিত নহে গায়ের জালায় না বলিলেও চলে না। কটক বালেশ্বর ও খোরদায় পাঙ্গার ভাও ৪৬৪।৪৬৫। ৪৬৯। মান্দ্রাজে করকচের দর ৪০৫ টাকা নিরিক করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকল নমক এওল দম সেম চাহরেম পঞ্চম আছে। গোলায় ছাড় রওয়ানা লইয়া গেলে ঐ সকল নমকের উপর প্রধান কর্ম্মকারকেরদের আলাহিদা দর অগ্রে অমুক বাবুর মারফত রফা হইলে তবে ওজন পাওয়া যায় নচেৎ ৫।৭ দিন ছাড় পড়িয়া থাকে। কিস্তির গহরিতে অনেক নোকসান হয় যে

যেমন নমক তাহার মত বাট্টা না দিলে অতিময়লা নমক পাওয়া যায়। প্রধান কর্ম্মকারকেরদের বন্দবস্তি আলাহিদা২ দিতে হয় মুনাফা তফাত থাকুক উল্টা ক্ষতি হয়। ইহা ভিন্ন আর২ অনেক আমলাকে যে যেমন যোগ্য তাহাকে তেমনি দিতে হয়। করকচ ও পাঙ্গা নমকের পূর্ব্ব ও হালি আমদানির রকম পশ্চাৎ অবকাশমতে পরিষ্কার লেখা যাইবেক। কোন ব্যক্তি সৈন্ধব নমক তৌল হইলে বড় আহ্লাদিত হন। শুনা যায় তিনি যৎকিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইয়া প্রধানকর্ম্মকারক ও অমুক বাবুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন এখন তাঁহার প্রতি দিন২ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে ব্যাপারির প্রতি কড়া নজর রাখিলে তাঁহার কখন ভাল হইবেক না। বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাল লোকদ্বারা শুনা আছে যে সন ১৮২৬ সালের জুন মাহায় বোর্ডের ও কৌন্সলের হুকুম আছে যে ময়লা ফরসা জুদা বিক্রী হইবেক সুতরাং তাহার দর আলাহিদা হইবেক তবে সে হুকুম রদ হইয়া গোলার আমলারদিগের নূতন হুকুম বাহির হয় কেন। অতএব যদ্যপি ফরসা ময়লার নিরিক জুদা করিয়া দেন আর আড়াই শত মোনহইতে কম মেকদার করেন এবং আমলা লোকের জুলুমহইতে বাঁচান তবে গরীব ব্যাপারিরা কিছু কাল ব্যবসা করিতে পারে। ঘুসড়ির শীলন নমক সস্তা বটে কিন্তু আমলা লোকের খরচায় সস্তা ঘুচিয়া উল্টা উৎপত্তি হয়। জুলাই মাহায় সাল বিবেচনায় দর কমিবেক কিন্তু এক গুদামে তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে যে যেমত বাট্টা দিবেক তাহাকে তেমনি লবণ দিবেন এবং হালের লবণ ৮০ সিক্কার ওজন পাইলে কি সস্তা পড়িবেক লাটেকে ২৫৴ মোন কমতা।—পূর্ব্বে মহাজন এইক্ষণে দালাল।

(১৪ জুলাই ১৮৩৮। ৩১ আষাঢ় ১২৪৫)

বঙ্গদেশের বাণিজ্য।—বঙ্গদেশের সমুদ্রপথে আমদানী রপ্তানীর বিবরণের এক২ ফর্দ প্রতিবৎসরে শ্রীযুত বেল সাহেব প্রকাশ করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বাণিজ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি। উক্ত সাহেব ১৮৩৭।৩৮ সালের বাণিজ্য বিষয় এইক্ষণে বার্ষিক এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে প্রায় অনেকই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত এই প্রযুক্ত ঐ সাহেবের দ্বারা যে সকল বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি।

গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা মাল ও নগদ টাকাতে আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এই বৃদ্ধি টাকার আমদানীতেই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক গত বৎসরে নগদ কোটি টাকা এই দেশে আমদানী হয় বিশেষতঃ গত বৎসরে নগদে ও নিসে সর্ব্বসুদ্ধ আমদানী বাণিজ্য ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা হয়।

কিন্তু গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ২০ লক্ষ টাকা কম রপ্ত হইয়াছে। এই ন্যূনতা-হওনের কারণ এই যে ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আবশ্যকের অতিরিক্ত মাল এতদ্দেশহইতে দ্বৈধভাবে প্রেরিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা ভিন্ন দেশের বাজার মালেতে পরিপূর্ণ হইল তাহাতে

মহাজনেরদেরও অত্যন্ত ক্ষতি হইল গতবৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ নগদে ও মালে যত টাকা এই দেশহইতে প্রেরিত হয় তৎসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি টাকা।

আমদানী ও রপ্তানীতে কোন২ জিনিসের উপর বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন অতএব তাহা নীচে জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

ইঙ্গলণ্ডহইতে গতবৎসরে তূলার কাপড় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা কম আমদানী হয় বনাত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা এবং কোন২ ধাতু ৩ লক্ষ টাকা সরাপ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।

অন্যপক্ষে তামা দস্তা সীসা লোহাতে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে সুপারি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সূতা ৩ লক্ষ টাকা চা ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং সেগুন কাষ্ঠ লক্ষ টাকা।

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে এই সকল জিনিস কম হইয়াছে রেশম ২৯ লক্ষ টাকা কার্পাস ১৯ লক্ষ টাকা রেশমী কাপড় ১১ লক্ষ টাকা তণ্ডুল পৌনে ৪ লক্ষ টাকা সোরা সওয়া ২ লক্ষ টাকা কার্পাস সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় ২ লক্ষ টাকা। চামড়া ও জুথ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তিল ও তিলতৈল ২ লক্ষ টাকা।

রপ্তানীর বৃদ্ধি প্রায় দুই দ্রব্যেতে হইয়াছে আফীণ ৩২ লক্ষ টাকা চিনি ১৬ লক্ষ টাকা এবং বাউড়িয়ার কলেতে যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার রপ্ত হয়।

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে প্রতি বৎসরেই চিনির রপ্তানী অধিক হইতেছে। ১৮৩৬।৩৭ সালে যত টাকার চিনি এই দেশ হইতে রপ্ত হয় তৎসংখ্যা ৫১ লক্ষ কিন্তু গত বৎসরে তাহা ৬৭ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় এই চিনির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইঙ্গলণ্ড :দেশে রপ্ত হয়। অতএব ভরসা করি যে ইঙ্গলণ্ডদেশে যত চিনির খরচ হয় তাহার অধিকাংশ এই দেশহইতে প্রেরিত হইতে পারে তাহা হইলে এতদ্দেশের মহোপকারক হইবে।

আমরা শ্রীযুত বেল সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা অবগত হইলাম আমদানী রপ্তানী জিনিসের দ্বারা সমুদ্র পথে গবর্ণমেণ্ট যে মাসুল প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা এমত ভারি যে এই দেশের রাহাদারি মাসুল রহিত করাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধি।—মহানগর কলিকাতার মধ্যে ইঙ্গরাজেরদিগের পরম প্রযত্নে যে কৃষি বিষয়ক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবিরণ ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জাতীয় মহাশয়দিগের বিশেষ বিদিত হয় নাই কিন্তু আমরা তদ্বিষয় সর্ব্বদাই অবগত হইয়া থাকি। ঐ সভা কর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্ম বিষয়ে যেমত মঙ্গল হইতেছে তাহাতে কৃতজ্ঞতা সূচক অন্তরাভিপ্রায় কেবল লিখন দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশাসাধ্য কিন্তু এমত বিষয়ে অনভিজ্ঞতাজন্য যে লোকেরা তদুপকার লভিতে উদ্যোগী হইতেছেন না এই মহা খেদের বিষয় অতএব এ খেদ নিবারণোপায় এই বোধ

হয় ঐ সকলের গুণ লোককে বিদিত করিলে তাহাতে মনাকর্ষণ হইবেক এ কারণ ঐ সভায় জুন মাসে কৃত কার্য্যের বিবরণ পুস্তক হইতে চুম্বক গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নে প্রকাশ করিলাম···।

ইঙ্গরাজি ১৮২০ সালে যখন এগ্রিকলটুরেল ও হার্টিকলটুরেল সোসৈটি নামে ঐ সভা সংস্থাপিত হয় তদবধিই সভার প্রধান উদ্যোগ এই আছে যে চিনি রেশম তামুক তুলা ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য যে কোন অন্য দেশে উত্তম জন্মে তাহাই ভারতবর্ষে জন্মাইয়া এদেশের ধন বৃদ্ধি করেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিলে রাজারও লভ্য আছে এমত রাজমন্ত্রিরদিগের অবগতি করাইলে এসভা নির্ব্বাহার্থ রাজ্যাধিপ সভাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন ও তাহাতেই ঐ সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের পরীক্ষার্থ এক চাষ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪৫০০০ টাকা ও তাহার কর্ম্ম নিয়মিত নির্ব্বাহহেতু বার্ষিক দশ সহস্র টাকা দানাঙ্গীকার করেন। এই ধন সভার হস্তগত হওয়াতে তত্রাধ্যক্ষেরা এমত এক তালিকা প্রকাশ করেন যে যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি উত্তম জন্মাইয়া সভায় কৃতকার্য্যতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে ১৮৩০ সালে যখন এই বিষয়ক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল তাহার দুই বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই সভার পূর্ব্বোক্ত ধন যাহা এক প্রধান বাণিজ্যালয়ে লিপ্ত ছিল তাহা দেউলিয়া হওয়াতে সভাও ধনহীন হইলেন তন্নিমিত্ত সভা যেমত আশা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না এবং চাষ পরীক্ষা স্থানের কর্ম্ম অগত্যা রহিত করিতে হইল।

এই সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের যখন উত্তমালোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা আমেরিকা দেশীয় অর্থাৎ অকলণ্ড জিয়র্জিয়া সি আইলেণ্ড এবং ডেমরেরা নামক স্থানস্থ তূলার বীচ তূলা পরিষ্কারের এক যন্ত্র সম্বলিত কলিকাতার চাষ বাটীতে ঐ সভার অধীনে প্রেরণ করেন অপিচ ১৮৩১ সালে তদ্রূপ বীচ আরো প্রেরণ করেন ঐ তূলার বীচ নানা দেশে রোপণার্থ কলিকাতার কৃষি সমাজ স্থানে২ প্রেরণ করেন তাহাই নানা দেশে রোপিত হইয়া যেমত ফলিয়া যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ১৮৩২ সালের আগষ্ট মাসের ঐ সভার বৈঠকে বিজ্ঞাপ্তি হয় যে তূলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকার শ্রীযুত উইলিস সাহেব এইমত কহেন যে কলিকাতার নিকটে শ্রীযুত হেষ্টি সাহেব পরনেম্বুকো নামক আসল বীচ যাহার মূল্য ৭৷৷ পেনি তাহাই পূর্ব্বোক্ত বীচের দ্বারা উৎপত্তিতে ৬৷৷ পেনী পর্য্যন্ত মূল্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীযুত হগিন্স সাহেব লেখেন যে আমেরিকা দেশীয় তূলার বীচ হইতে যে গাছ তদ্দেশে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার শিম মূল্য বীচের শিমাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ এবং তাহাতে যেমত উত্তম তূলা জন্মিয়াছিল তাহা সভাতে পাঠাইয়া নিবেদন করেন যে সভ্যেরাই তদ্‌গুণে চাক্ষুস হইবেন। তৃতীয়তঃ টেবর দেশ হইতে তথাকার কমিস্যনর সাহেব লেখেন যে পরনেম্বুকা যাহা তিনি স্বাধীনেই তদ্দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থ লোকেরদের এত মনোরম্য হইয়াছে যে তাহাতে পুনর্ব্বার যে বীচ জন্মে তাহা যত কুড়াইতে পারিয়াছিল সে সমুদয়ই পুনর্ব্বার রোপণ করিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা যে ইহা এত প্রেরণ করিয়াছে তাহার কারণ এই কহে যে ইহাতে সার অধিক থাকে এবং

তূলা শিম হইতে অবহেলেই ভিন্ন২ করা যায় এবং চারা শক্ত ও সবল ও বারমাস স্থায়ী হয়। চতুর্থত আমেরিকা দেশ হইতে আনীত সাগর উপদ্বীপে উৎপন্ন বীচ যাহা সিআই লেণ্ড নামক উপদ্বীপে জন্মান যায় তাহার নমুনা শ্রীযুত জেমস কিড সাহেব সভায় উপস্থিত করেন এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা কহিলেক যে বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত যে তূলা জন্মিয়া সভার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদয়াপেক্ষা ইহা উত্তম এবং এই সময়ে বরদেশে উৎপন্ন উত্তম তূলার যে তূলা ছিল তাহাপেক্ষা ইহার মূল্য তিনগুণ অর্থাৎ ১ সিলিং অবধি এক সিলিং দুই পেন্সি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়। পঞ্চমত সভায় চাষে ও তৎকালে বিদেশীয় বীচে তূলা জন্মাওনার্থে মহানুদ্যোগ হইতেছিল এবং ১৮৩২।৩৩ সালে তথায় ৪৭০০ পোন তূলা ও ১৪৪০০ পোন বীচ উৎপন্ন হয় তাহা উইলিস আষল কোংদ্বারা লিবরপুল নগরে প্রেরণ করা যায় তৎকালে সভ্যেরা এমত অনুমান করেন যে ঐ তূলা ন্যূনাধিক ৭ পেনির হিং পোন বিক্রয় হইতে পারিবেক ফলতঃ ও গড়ে প্রায় ৭ পেনির হিসাবেই পোন বিক্রয় হইয়াছে কারণ সেই সময়ে তূলার মূল্য তদ্দেশে অতি সুলভ ছিল নচেৎ এক্ষণকার ভাওয়ে তাহার প্রত্যেক পোন ৯ পেন্সি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারিত এমত সুখজনক সম্বাদ এদেশে আসিবামাত্রে অবশিষ্ট যে তূলা এখানে ছিল তাহা শ্রীযুত কোর্ট অফ ডাইরেকটরদিগকে সভা প্রেরণ করেন তাহা তন্মহাশয়েরা প্রাপ্ত্যনন্তর তদ্বিষয়ক যে সম্বাদ পাঠান তদ্দ্বারা আমারদের দৃষ্টি হইল যে অপলেণ্ড জিয়রজিয়ার সিটির তূলা প্রত্যেক পোন ২৫ পেন্স পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

ঐ রূপ বীচ ভারতবর্ষের স্থানে২ রোপিত হইয়া ক্রমে২ আরো মূল্যবান ও উত্তম হইয়াছে তাহা দর্শাইতে আমারদের পত্রে স্থান সঙ্কীর্ণ হওনাশঙ্কায় তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইলাম কিন্তু তদ্বিষয়ক ক্রমে২ যে উন্নতিপূর্ব্বক দর্শিত হইল বিবেচক লোকেরা তদ্দ্বারাই অনুভব করিতে পারিবেন যে তৎপরে ক্রমে২ অবশ্যই তূলা উত্তম উৎপন্ন ও তাহা মূল্যবান হইয়াছে। অপরন্তু অদ্যাপিও যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এবিষয়ে যথা সাধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা দর্শাওনার্থ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ক্ষণৈক মনোযোগ প্রার্থনা করি।

গত ফেব্রুআরি মাসের শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরদিগের এক পত্র যাহা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট সংপ্রতি আসিয়াছে তাহার প্রতিলিপি তত্রস্থ সেক্রেটরি শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব কৃষি বিষয়ক সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাং স্প্রাই সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন তদ্দ্বারা অবগতি হইল যে কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে বিলাতের ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দেশের দুর্ল্লভ ও আশ্চর্য্য চারা ও বীচ সকল ভারতবর্ষে রোপণার্থ প্রেরণ করিবেন এবং সংপ্রতি তাদৃশ কতক চারা ও বীচ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা শীঘ্র এইদেশে উত্তীর্ণ হওন প্রত্যাশা আছে যদ্যপিও সে সমুদয়ের নাম আমরা ঐ লিপির মধ্যে দৃষ্টি করি নাই তথাচ এই জানিলাম ঐ চারা ও বীচ আহারে এবং ঔষধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মিবে এরং আরো ঐ পত্রে উল্লেখিত আছে যে ১৬ প্রকার বীচ শ্রীযুক্তেরা বোম্বাইর গবর্ণমেণ্টের অধীনে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহা সাহরণপুরের উদ্ভিদ্বিদ্যার উদ্যানে

রোপিত হয়। অপরন্তু কহিয়াছেন যে এদেশের যে সকল দুষ্প্রাপ্য চারা ও বীচ তদ্দেশে জন্মিতে পারে তাহা বিলাতে প্রেরণ করা যায়।

ভারতবর্ষের কৃষি কর্ম্মের প্রতি কোম্পানি বাহাদুর ও তাহারদের বিলাতীয় কর্ত্তারদের যে রূপ উদ্যম উপরে উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি ও সাহস পূর্ব্বক কহিতেছি যে তাহারা ভবিষ্যতে অল্প দিবসের মধ্যে বিলাতীয় দ্রব্য যাহা এদেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা এখানে জন্মাইবেন এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য যাহা তদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা তথায় জন্মাইবেন ইহাতে উভয় দেশের মহোপকার স্বীকার্য্য এই মহোপকার জনক কর্ম্মে ইংরাজ মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ ও সংস্রব আছে অতএব ইহার চারা যে লভ্য সম্ভব্য তাহার অংশী তন্মহাশয়েরাই হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি ফলতঃ তাদৃশ হইলে প্রাণ ধারণের যাহা প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধ যাহার অধিকার কেবল ইংরাজেরাই হইবেন তাহারদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু যদ্যপি ভারতবর্ষের লোকেরা ঐ সকল দ্রব্যের অংশি হইয়া তদ্বিষয়ে লাভাকাঙ্ক্ষা করেন তবে এক্ষণাবধিই কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করুন অপরন্তু স্পষ্ট কথনাবশ্যক যে এই কৃষি কর্ম্ম কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের প্রথমত মনোযোগ হওয়া দুরূহ বোধ হইতেছে কেন না তাহারদের কর্ম্ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাঁহারা কেবল চাকুরি ও ধনের ব্যাজই উত্তম বুঝিয়া তত্তৎ প্রতিই নির্ভরে অন্য বিষয়ে নিঃসম্পর্ক আছেন কিন্তু প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারি যাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনেক নির্ভর রাখেন তাঁহারা কৃষি বিষয়ক সভার সভ্য হউন তবে অনায়াসে ঐ ভর্সার মধ্যে নানা দেশ হইতে আনীত বীচ ও চারা প্রাপ্ত হইয়া আপন২ ভূমিতে তাহাই উৎপন্ন করাইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

নীলকর সাহেবেরদের সমাজ।—কলিকাতাস্থ বাণিজ্য সম্পর্কীয় কুঠি ও বাণিজ্য-কারিরদের সমাজ ও ভূম্যধিকারি সমাজের ন্যায় কলিকাতায় নীলকর সাহেবেরদের এক সমাজ স্থাপন করণের কল্প হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্যান্য সমাজস্থ ব্যক্তিরদের ন্যায় তাঁহারা ঐক্য হইয়া আপনারদের নিজ বিষয় রক্ষা করেন। এবং ঐ কল্পনাকারিরদিগকে এমত পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে যে এতদ্রূপ সমাজ স্থাপিত হইলে ভূমি ও নীলগাছের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তি নীলকুঠিপতি সাহেবেরদের পরস্পর যে বিবাদ হইয়া রক্তপাতাদি হয় সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থ সালিসি কমিটি স্থাপন করা যায়। এতদ্রূপ কমিটি স্থাপিত হইলে যেমন উক্ত সমাজস্থ লোকেরদের উপকার তেমন সাধারণ দেশস্থ লোকেরদেরও উপকার।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন গোলাম ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোম্বাইতে

ঐ ব্যাপার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাঠ করিয়া নিতান্ত সাবধান থাকিবেন যে ঐ অপরাধেতে কিপর্য্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু সংপ্রতি ঐ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে নিষেধিত হইয়াছে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে না। বোম্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই যে।

মহম্মদ আমীন আবদুল রহিম এবং পীর খাঁ হাজি খাঁর নামে এই নালিস হয় যে বোম্বাই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। এই মোকদ্দমাবিষয়ে অনেক লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল যেহেতুক উভয় আসামী বিদেশীয় লোক এবং ঐ বালক বালিকা বিক্রয় হওনার্থ বোম্বাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল।

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি ঐ বালিকা পীর খাঁ হাজি খাঁকে এই নিমিত্তে বিক্রয় করিলাম যে তাঁহার নিকটে যে এক ছোকরা কাফ্রি থাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে।

পীর খাঁ হাজি খাঁ উত্তর করিলেন যে কান্দহার দেশীয় এক জন বাণিজ্যব্যবসায়ী আমি অশ্ব বিক্রয়ার্থ বোম্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পঁহুছনের কিঞ্চিৎ পরে ঐ মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি ঐ বালিকাকে ক্রয় করিয়া নির্দ্ধার্য্য মূল্য দিলাম। আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে অশ্বক্রয়বিক্রয় যেমন এক ব্যবসায় তদ্রূপই গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়। আমি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ ইহার পূর্ব্বে আর কখন বোম্বাইতে আসি নাই। আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডদেশীয় ব্যবহার ও আইন অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে।

পরে অতিবিশিষ্ট দুই জন আরবীয় বণিক উপস্থিত হইয়া পীর খাঁ হাজি খাঁর শিষ্টতা বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল সংপ্রতি বোম্বাইতে আসিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই স্বদেশে ইনি এক জন ওমরা অতি প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাঁহার ঐ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন অনুমতি তদ্রূপ গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়েও আছে। তাঁহারা শপথ করিয়া কহিলেন যে ইনি অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি।

পরে জুষ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের দ্বারা উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্থ হইল তাহার অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গুরুত্বলঘুত্বের মীমাংসা করিয়া জুরীরদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে ইহারদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার আপনারদের প্রতি।

তাহাতে জুরীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন যে উভয় আসামীই দোষী।

পরে শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি ৭ বৎসরপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং পীর খাঁ হাজি খাঁ ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রম যুক্ত হরিণ বাটীতে কয়েদ থাকুন। [গেজেট, জুলাই ১৫]

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার এক জন জমীদার বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০।২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২)

রাণীগঞ্জের কয়লার আকর।—আলেকজান্দর কোম্পানির ইষ্টেটসম্পর্কীয় রাণীগঞ্জের কয়লার আকর গত শনিবারে নীলামহওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ আকর পূর্ব্বে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল। ঐ সাহেব প্রথমেই এতদ্দেশে কয়লা বাহিরকরাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

চুঁচুড়ায় বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপর্য্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩)

ধন প্রাপণার্থ মৃত্তিকাখনন।—সকলই অবগত আছেন দিল্লীনগরের আট অংশের একাংশ লোকেরদের এতদ্রূপে দিনপাত হয় যে ঐ সকল লোক স্ব২ গৃহহইতে অতিপ্রত্যুষে গিয়া দিল্লীর প্রাচীন২ ভগ্ন অট্টালিকা স্থান খনন করিয়া যাহা পায় তাহা লইয়া দিবাবসানে গৃহে আইসে এবং যদ্যপি তাহারা তাহাতে ধনী না হউক তথাপি অনায়াসে গুজরান করিতে পারে কিন্তু কখন২ এমত বহুমূল্য বস্তুও পায় যে তদ্দ্বারা একেবারে ধনী হয়। [দিল্লী গেজেট]

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

বাবু প্রসন্নকুমার।—…মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হুদ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া যায়।…

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

কলিকাতাস্থ ঠিকা বেহারা।—সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা আছে তাহার এক হিসাব হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ১১ হাজার কএক শত বেহারা আছে তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে নগরের মধ্যে কত ঠিকা পালকি আছে তাহার সংখ্যাও অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা দুই হাজার ৫ শতেরো অধিক। এই বেহারারা প্রায় সকলই উড়িয়া ইহারা উপার্জন করণার্থ কলিকাতায় আইসে এবং প্রচুর টাকা লইয়া দেশে ফিরে যায়। কএক বৎসর হইল হিসাব করা গিয়াছিল যে উক্ত বেহারারা প্রতিবৎসরে যত টাকা কলিকাতাহইতে লইয়া যায় তাহা ৩ লক্ষের ন্যূন নহে অতএব যদি প্রত্যেক জন বেহারা মাসে ২ টাকা করিয়া রোজকার করে তবে এই হিসাব প্রকৃত বোধ হয়।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র।—উক্ত বাবু মেডিকেল কালেজের নিপুণতম সুশিক্ষিত ছাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ইনি ১ শত মুদ্রা বেতনে ও পথ খরচে মহিষাদলের রাজবাটীতে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা কিছু দিন গত হইল হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল উক্ত যুবক ব্যক্তিকে তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু অধিক ব্যয় ভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন। [ইংলিশম্যান]

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

নূতন ঔষধাগার।—যাঁহার বিদ্যা ও চিকিৎসা নৈপুণ্য বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের একজন পূর্ব্বকার ছাত্র শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং ঐ কালেজের ইদানীন্তন ছাত্র বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্র অনেক কালপর্য্যন্ত যে ঔষধালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা এইক্ষণে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং উক্ত মহাশয়েরা কাম্বেল কোম্পানির সাহেবেরদের সাহায্যে উইঞ্চর নামক জাহাজের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডদেশ হইতে নানাবিধ উত্তমৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় নিঃস্ব লোকেরা যে ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তমৌষধ অনায়াসে প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাঁহারা কলিকাতাস্থ অন্যান্য ঔষধালয়ে ঔষধের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অল্প মূল্য স্থির করিবেন।

(২৮ মার্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

আমরা শ্রুত হইয়াছি চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এতদ্দেশীয় এক ঔষধালয় স্থাপন করাতে এবং ঐ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় হইয়াছে তদ্দ্বারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য দুই জন ছাত্র তদ্রূপ বাহুল্যমতে অপর এক স্বতন্ত্র ঔষধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নূতন ব্যাপার শ্রীযুত বাবু রামকুমার দত্ত

ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কর্তৃক নির্ব্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাকার চিকিৎসালয়ে ঔষধ প্রস্তুত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ঐ কর্ম্মে অতি নৈপুণ্য ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আরম্ভ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। তাঁহারদের ঐ ঔষধালয়ে নানা প্রকার ঔষধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাঁহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় দ্রব্যের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে ঐ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ঔষধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের মধ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের এমত যে নানা চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের দ্বারা প্রবৃত্ত ব্যক্তিরদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগ আরম্ভ হওনের সোপান হইতেছে। কলিকাতার মধ্যে দুই ঔষধালয়ের কার্য্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ তাবৎ ঔষধালয় অপেক্ষা নির্ভাজ ও প্রকৃতৌষধ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাঁহারা এতদ্দেশীয় অতি দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা এইক্ষণে বারম্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ঔষধ দেশীয় ঔষধাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্বান হইয়াছেন তাঁহারা দেশীয় যমোপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা ঐ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান করিবেন। ['ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা]

শাসন
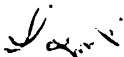
(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দুদিগের দুরদৃষ্ট বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি পাঠকবর্গ অবশ্যই পাঠ করিবেন প্রথম হিন্দুরাজা রাজ্যচ্যুত হওয়াতে রাজনীতির ব্যতিক্রমে ধর্ম্ম[কর্ম্ম] রীতি বর্ত্ম সকল ছিন্নভিন্ন হইল পরে যবনরাজার অধীন হইয়া কালযাপন করেন তাহাতে যে প্রকার দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কতকত পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে এবং অস্মদাদিকর্ত্তৃকও বহুতর বর্ণনা হইয়াছে তাহা প্রায় তাবতেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে প্রায় শাস্ত্র লোপ পায় বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ ছিল বিষয়ি লোক কিতাবৎ আর পারসী ব্যবসায়ী হন এবং হাকিমের কদনবোসী অর্থাৎ পদচুম্বন করিয়াছেন হিন্দুদিগকে দীন হীন ক্ষীণ করিলে পর তাঁহারদিগের রাজ্য অবসান কালে একেবারে ধর্ম্ম কণ্টক হইয়াছিলেন তজ্জন্য এতদ্দেশীয়েরা পরস্পর কহিতেন ধন মান যায় যাউক ধর্ম্ম রক্ষা কর২ হিন্দুস্থানের লোকেরা কহিত বাবা ধরম্ রাখ্২।—

এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তি ইংলণ্ডাধিপতির এপ্রদেশ অধিকার হইবায় কেমন হইল যেমন তৃণকাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহদাহ হইতেছে এমত সময়ে ঐ গৃহোপরি মুষলধারে বারি বর্ষণ হইলে ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের যেপ্রকার আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে কালযাপন হয়। রাজা কে কখন কেহ দেখে নাই লোকেরদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল রাজার নাম শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পল্লীগ্রামে অদ্যাপি অনেক লোকের এমত বোধ আছে এজন্য সদ্বিচারাদিতে সুখপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং ধার্ম্মিক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের উচিত কর্ম্ম প্রতিদিন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা অদ্যাপিও কহিয়া থাকেন কোম্পানি দীর্ঘায়ু হউন আমারদিগের দেশে কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন রাজত্ব করুন—

যদ্যপিও কোম্পানি ইজারাদার বটেন কিন্তু রাজার ন্যায় প্রজাদিগের পালনের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন কাহারও ধর্ম্ম হানি না হয় স্বস্বধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম বা রাজাদি দত্ত বিত্তভূমি ভোগ করত কালযাপনের কোন বাধা জন্মান নাই এবং বিদ্যাচর্চ্চা যাহাতে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে সকলেই সুখী অপর বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের এপ্রদেশে শুভাগমন হইলে জনরব হইল যে এ বড় সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে পরম দয়ালু যাহাতে ইহারদিগের ধন মানের বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন তাহার প্রমাণো কতক২ দেখা [শুনা] গিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকাশ হয় যাহার ইচ্ছা বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতি কঠিন ছিল অর্থাৎ অত্যল্প লোকের সহিত বড়সাহেবের দেখা হইত এবং ইংরাজের অধিকারাবধি নিষেধ ছিল এতদ্দেশীয় হিন্দু কিম্বা মোছলমান পালকী ইত্যাদি যানারূঢ় হইয়া গড়ের মধ্যে গমন করিতে পারিতেন না শ্রীশ্রীযুতের অনুজ্ঞামতে এক্ষণে অনায়াসে যানবাহনারোহণপূর্ব্বক সকলেই গমনাগমন করিতেছেন। অপর শুনা গিয়াছে যে এতদ্দেশীয়দিগকে জজের কর্ম্মে ভারার্পণ করিবেন বিশেষ বেতনও দিবেন ইত্যাদিরূপ কত প্রকার দয়ার কথা উত্থিত হইয়াছে—

অভাগা হিন্দুদিগের ভাগ্যহেতুক ঐ পরম দয়ালু কোম্পানি বাহাদুর একেবারে নির্দ্দয় হইয়া নিষ্কর ভূমির উপর করস্থাপনের আইন করিলেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্য্যন্ত ধনহানি হইবেক তাহা বিবেচনা কে না করিতে পারিবেন ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্ম্মহানির সূত্রপাত করিলেন অর্থাৎ সতীধর্ম্ম একেবারে লোপ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—···

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

লাখেরাজ ভূমি।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তর কালে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার

উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না। অতএব ভূম্যধিকারিরদের সনন্দ কৃত্রিম হইলেও যদি তাঁহারা অর্দ্ধেক উপস্বত্ব ভোগী হন তবে বোধ করি যে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণেতে তাঁহারদের প্রতি যে নির্দয়াচরণের ভয় ছিল তাহা দূর হইবেক।

কিন্তু এই আজ্ঞা প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিরদের ভূমিতে অধিক কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের বিষয়ে কি করিতে হইবে। আমরা বিলক্ষণরূপে জানি যে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত দরখাস্ত করিবেন যে এইক্ষণে অন্যান্য ভূম্যধিকারিরা যেরূপ ভোগবান হইবেন তদ্রূপ অনুগ্রহ আমরাও পাইতে পারি। গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি তাঁহারদের প্রার্থনা সফলা করেন তবে আমারদের পরম সন্তোষ জন্মিবে। এইক্ষণে ভূমির কর ন্যূন করণ বিষয়ক আজ্ঞা আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম।

"আমার প্রতি নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসাওন বিষয়ক এই আজ্ঞা প্রকাশ করণের হুকুম হইয়াছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কৌন্সলের প্রসিডেণ্ট সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও বিহার ও উড়িষ্যার দেশের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করণের হুকুম অনুসারে যে সকল নিষ্কর ভূমি কর বসাওনের যোগ্য এবং চিরকালীন বন্দোবস্তের উপযুক্ত হয় সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত যদ্যপি পূর্ব্বকার লাখেরাজ-দারেরদের সঙ্গে হয় তবে রায়তেরা যে খাজনা দেয় তাহার অর্দ্ধেক কর স্বরূপ বসান যাইবে কিন্তু যদি পূর্ব্বকার লাখেরাজদার অপনি ঐ ভূমিতে কৃষি করেন তবে তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে।

"কৌন্সলের শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রসিডেণ্ট সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে গত জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আমার যে পত্র তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এমত হুকুম ছিল যে যেপর্য্যন্ত এই কল্প সম্পন্ন না হয় সেই পর্য্যন্ত এই২ প্রকার ভূমির উপরে উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না সেই পত্র তোমারদের প্রাপ্ত হওনের তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব কর্ত্তৃক যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত মঞ্জুর হয় নাই সেই ভূমির বিষয়ে উপরি লিখিত হুকুম চলিবেক।"

(১৮ জানুয়ারি ১৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬)

নিষ্কর ভূমি।—কিয়ৎকাল হইল পাঠকমহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট অতি বদান্যতা পূর্ব্বক এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের পর অবধি যত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার উপর কেবল অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে। এই অনুগ্রহেতে যে সকল লোকের ভূমির উপরে কোন কর স্থাপন হয় নাই তাঁহারদের মহা সন্তোষ জন্মিল এইক্ষণে শুনা গেল যে ঐ সন্তোষ সর্ব্বসাধারণের হয় এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৩ আইন ক্রমে যত নিষ্কর ভূমির উপর কর নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই তাবৎ ভূমির উপর অর্দ্ধ কর নিরূপিত হইবে। ইহা হওয়াতে আমারদের বোধ হয় যে

নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যাপার অতি শীঘ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে। যেহেতুক বোধ হয় যে প্রায় সকল লাখেরাজদারেরা নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া বরং লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্দ্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন।

(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

মফঃসলে দারোগার সুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা লিখি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা হঙ্গামের সুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাসার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি লিখিয়া হুজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্মহইতে দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক সুনিয়ম হইলে ভাল হয়। —চন্দ্রিকা।

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই সে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।

দ্বিতীয়। রাহাজানির জ্বালা কি কেহ কখন জানিতেন এইক্ষণে টাকা লইয়া রাস্তা দিয়া দিবসে যাওয়া কি ভয়ানক হইয়াছে তাহা তাবৎ ধনী লোক অনুভূত আছেন কতশত লোকের স্থানে রাস্তায় টাকা কাড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে বেণিয়ারা টাকার দোকান করে রাস্তার ধারে ঘরের দ্বারে টাকার তোড়া এবং কতক ছড়াইয়া রাখিয়া কারবার করে কোন কালে কাহারো টাকা কেহ কাড়িয়া লয় নাই এইক্ষণে তাদৃশ ডাকাইতীর সংবাদ মাসের মধ্যে কত শুনা যায়।

তৃতীয়। রাস্তা ঘাট গলি ঘুজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে বিশেষতঃ শীতকালে এক জন বা দুই জন গমন করিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র
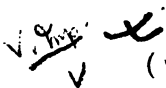
হরণ করে তাহাতে শাল রুমাল হউক আর স্থতার কাপড়ই বা হউক তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লয় এমত প্রায় প্রতি দিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সম্বাদ পাওয়া যায় এসকল সমাচার পোলীসে বড় রিপোর্ট হয় না যেহেতু পথিক উদাসীন বা ভদ্রলোক এপ্রকারে দায়গ্রস্ত হইলে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন ক্ষান্ত না হইলেই বা কি হইতে পারে কেন না কাহারো বাটীতে চুরি হইয়াছে সিঁধ মহানায় বাটীর মধ্যে চোর ধরা পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের আইন মতে তাহারা নিরপরাধী হইয়া খালাস পায় এমত শত২ লোক খালাস হইয়াছে ও হইতেছে অতএব রাহাজানি যাহারা করে এআইন মতে তাহারা পরম সাধু সর্টিফিকট পাইয়া খালাস পাইবেক ইহার সন্দেহ কি ইত্যবধানে কেহ কোন স্থানে বস্ত্রাদি অপহারককে ধৃত করিতে পারিলেও ক্ষান্ত হন।

চতুর্থ। পথিক বা দীন ক্ষীণ ব্যক্তির উপর বলবান লোক দৌরাত্ম্য করিলে তাহার নিস্তারের কোন উপায় নাই যেহেতু কেহ কাহাকে মারিপিট করিলে পোলীসে যাইয়া নালিশ করিতে হয় উদাসীন লোক তাহাতে পারক হয় না এই সাহসে যে যাহাকে মনে করে অনায়াসে মারিপিট করে ইহাতে রক্ত পাত হইলেও প্রহারিত ব্যক্তির পক্ষে কেহই কথাটি কয় না এজন্য কত লোক রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হয় তাহা কি পোলীসের মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা জ্ঞাত নহেন।

পঞ্চম। গোরা বা ইহুদি আরবাদি জাহাজি খালাসি ও বাবুর্চি সোকনিপ্রভৃতি মূর্খ ফিরিঙ্গি লোক রাস্তায় কি কি দৌরাত্ম্য না করে ভদ্রলোকের জানানা সোয়ারি যাইবার সময় কতবার দুর্ঘট ঘটনার সম্বাদ পোলীসে হইয়া মোকদ্দমা হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন তদ্ভিন্ন রিপোর্ট হয় নাই এমত কত আছে অনেকেই আপন মানরক্ষার্থ তাহাতে নিরস্ত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ। খুন বিষয় পূর্ব্বে কি এত খুন খারাবী হইত এবিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগকে সাক্ষি মানি তাঁহারাই যথার্থ কহুন যদি তাঁহারা না কহেন তথাপি রিপোর্ট বহী দেখিলেই সকলেই জানিতে পারিবেন। এসকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না লিখিয়া অনুমান সিদ্ধ কথাই লিখিলাম আপত্তি উৎপত্তি হইলে সপ্রমাণের আটক কি।

এইসকল উৎপাত ঘটিয়াছে কেবল নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে ইহা কি হরকরার লেখক অস্বীকার করিতে পারিবেন যদি স্বীকার করেন তবে রাজা বাহাদুরের পরামর্শ অপরামর্শ বলায় বালকত্ব প্রকাশ করা হয় কি না।—চন্দ্রিকা।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞাপ্রামাণিক তদারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের লেখা প্রমাণে আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ হয়

মফঃসলের পোলীসের যে নূতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক।

দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে……………………………………………৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকীদারপ্রতি……………………………………………১
দোলের পার্ব্বণি…… ……………ঐ……………………………………………ঐ
দুর্গোৎসবে……………………… ঐ…………… … ……… …ঐ
আড়াইশত চৌকীদারপ্রতি গড়ে বৎসরে……………………………………১৫০
এক স্থানহইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজাপ্রতি… ……………… ১ অবধি ৩
বৎসরে এইরূপে দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে…… ……………………………৪০০
জমিদারেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারেরদের ষাণ্মাসিক
রিপোর্টপ্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে………………………৮০০
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে…২০০

২৪৫০

—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি মফঃসলের পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ সুতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে তদুপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল "আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব" কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে।

অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরবানানুরূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ::আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজা তাঁহার অধিকারের মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাস করিতে পারি তাহাতে পার্লিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে ঐ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণে লেখে। পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে ঐ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই।

কোন২ আমলা অত্যন্ত দুরাচার বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে ঐ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং ঐ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার দুষ্কর্ম্মের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য জ্ঞাত করিব।—শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—অদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্দ্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি উক্ত দারোগার প্রতি সুদ্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে। যেহেতুক ঐ দারোগা বাবুর

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে অতএব তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষ উদ্ধার করা আমার উচিত। এবং ঐ দারোগা বাবুর নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব যে তাঁহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে ঐ সাহেব যে আইনমত কর্ম্ম করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না। যেহেতুক বাবু ঐ নগরের মধ্যে আগন্তুক লোক বটেন এবং দারোগা তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের বোধে আরো তাঁহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমন অবগত তেমন ঐ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন। কিন্তু ইউরোপীয় মাজিস্ত্রেট সাহেব দারোগার প্রতি যেরূপ হুকুম করিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত না হইয়াই করিয়া থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্ব্বক টাকা ঘুস লইতেছেন তাহা এতদ্রূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও ঐ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল কিন্তু তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাকা লইয়াছে। আমি জানি যে তাঁহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাঁহার উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না।

কথিত আছে যে বাবু ঐ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপক্ষ হইয়াছেন। যদ্যপি ঐ পত্রলেখক ঐ সকল গুপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে আমি করিব তিনি তাহা অপহ্নব করিতে পারেন করুন। সে যা হউক লেখক আপনাকে তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদূরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সম্বাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন-প্রকারেই তাঁহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিতেন তবে তাঁহার মঙ্গল হইত ও সম্ভ্রম বজায় থাকিত। এবং আমারো এই বিষয়ে এপর্য্যন্ত লিখন আবশ্যক হইত না।

✓(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

…আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক আমলারদের কর্ম্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্ত্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন।— কস্যচিৎ বর্দ্ধমানবাসিন।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯)

আমরা শুনিয়া অত্যান্তাহ্লাদিত হইলাম যে ইণ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহ অনুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর কার্য্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্য্য এবং যে মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টীয়ানেরা লিপ্ত এমত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে পার্লিমেণ্টের এই ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকর্তৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত পরাক্রম অর্পিত হইয়াছে তত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত ঐ সকল মহাশয়েরা কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়া দেশ হিতার্থে খাটান।

(২ মার্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯)

গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের কর্ম্মে নিয়োগ।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ এবং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় খ্রীষ্টীয়ান লোক পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচারকরণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পার্লিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় ঐ ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা যথাসাধ্য তদ্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থাতে তাঁহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চার্লস গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত ঐ ব্যবস্থা পার্লিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত্ত এই নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না। যে২ মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাঁহারা অবশ্য গ্রান্দজুরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় যে নূতন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন সম্ভ্রম বা বিশ্বাসের কর্ম্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ব্বকার অবিবেচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই ঈদৃশ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে।

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কার্য্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান নিয়ম তৃতীয়।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রূপ পরাক্রম ও বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। তৎকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ত্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের স্থৈর্য্যসম্ভাবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকর্ম্ম কৌন্সেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই অর্পণ হইল। তিন সুবাসম্পর্কীয় তাবৎ আদালতের কার্য্য বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে ঐ নিয়মের সমূল পরিবর্ত্তন হইল এবং গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্য ও ঝুঁকির সমুদায় কার্য্যহইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন। তৎসময়ে কর্ত্তা মহাশয়েরদের মনে এমত জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন তদনুসারে প্রজাগণের দুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দানশৌণ্ডতার পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অতিসঙ্কুচিত কার্পণ্যবর্ত্মাবলম্বী হইয়া সম্ভ্রম ও লাভজনক সমগ্র কর্ম্মহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্ম্মকারক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ তাঁহাকে ৫০০ টাকার ন্যূন বেতন নির্দ্ধার্য্য করিলেন। এতদ্রূপে দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পর্কীয় সাহেবেরদের অপূর্ব্ব রূপ বেতন বৃদ্ধি হইল ঐ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত কোর্টনি স্মিথ সাহেব পার্লিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে অন্যায়রূপে টাকা লণ্ডনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত্ত বেতন বৃদ্ধি হয়।

এইক্ষণে সরকারীকার্য্যের নিয়মের পুনর্ব্বার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্পর্শ করিতেও না দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল যে তাঁহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত। অতএব এই বিবেচনা সফলকরণার্থ তাঁহারা বিচারাসনে উপবেশন করিতে এবং ইউরোপীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগুরুতর মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেন। নিয়মের এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনহওয়াতে আমারদের পরমাহ্লাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমমঙ্গল হইবে এমত প্রত্যয় আছে। আমারদের আরো এই প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ বিরুদ্ধবর্ত্মাবলম্বন করিয়া

যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কার্য্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন এবং সম্ভ্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য যে হয় নাই এমত অবশ্য কহা যাইতে পারিত। ঐ মহানুভবকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ত্তে এমত আমারদের নিতান্তই বোধ আছে। যে মোকদ্দমায় কোন স্বার্থ নাই এমত মোকদ্দমা যদি এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞবর সুশিক্ষিতের হস্তে অর্পণ করা যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় জজসাহেবেরা যদ্রূপ ন্যায় ও বিধ্যনুসারে তৎকার্য্যের নির্ব্বাহনিষ্পত্তি করিতেন তদ্রূপে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই।

পরন্তু আমরা এতদ্রূপ রীতিপরিবর্ত্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফঃসলের ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক সুগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দমা করিতে হইবে তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাঁহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে। কর্ম্মকারিরা ভারি বেতন পাইয়াও অন্যায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহাঁরা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রূপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাঁহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবম্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

ডাকের দ্বারা ঈদৃশ আর্ত্তনাদসূচক লিপি আমরা নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাঁহারা ঐ মুনসিফপ্রভৃতি পদাকাঙ্ক্ষ নহেন তাঁহারদের দ্বারা এমত আক্ষেপসূচক উক্তি প্রায়ই আমারদের শ্রবণগোচর হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি এতদ্বিষয়ে আমারদের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা সুকঠিন তথাপি কহি যে আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতি বিষয়ক আইন যে দিবসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক জারী করেন তদ্দিবসপর্য্যন্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্যায়রূপে ধনোপার্জনের লালসাতেই সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যত লোকের হস্তে পরাক্রম ছিল তাঁহারা তৎপরাক্রমই কেবল ধনোপার্জনের উপায়বিনা আর কোনরূপ জ্ঞান করিতেন না এবং যাঁহার যে কর্ম্ম তিনি তৎকর্ম্মের দ্বারা অন্যায়রূপে যত উপার্জন করিতে পারিতেন তত উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে এমত তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান এবং যে ব্যক্তি উভয়

পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে ত্রুটি বা বিস্মৃত হইতেন কেবল এবম্বিধ ব্যক্তিরই মানহানি হইত। কার্য্যের এই গতিক আমরা যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ ছিল যে এতদ্রূপ ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তির আয়ুঃপর্য্যন্ত তাহা উৎপাটন হওয়া দুঃসাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা যে কি সুফল জন্মিবে তাহা কালে প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তিরা সরকারীকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা অন্যায় লাভ গ্রহণ কখন অনুপযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি যে ভারি বেতন পাইয়া অথবা অপমানের ভয়ে যে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত।

কিন্তু যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা ঐ কুৎসিত নিয়মের সুধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লোককে কর্ম্মে বহিষ্কৃত রাখণের পূর্ব্ব নিয়ম যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সন্তোষ আছে যদি লোকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় এবং তাহারদের প্রতি খুব্ চৌকী দেওয়া যায় তবে সারল্যরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহের সম্ভাবনা বটে কিন্তু তাঁহারদের প্রতি যদি নিত্যই অবিশ্বাস করা যায় তবে তাঁহারদের দ্বারা যথার্থ কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া ভার হইবে। কালক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ও স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবে। এই নূতন যে কর্ম্মকারকসাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের উপর গবর্ণমেণ্টের নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাঁহারা যদি দোষ করেন তবে সম্বাদ পত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়া তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্ব্বসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমে২ সুনীতির পক্ষেই হইয়া আসিবে। পরে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসৌষ্ঠব হইয়া এবং ইউরোপীয়েরদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়া এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের স্বভাবের নৈর্ম্মল্য ও মানবৃদ্ধি হইবে। ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডদেশীয় জজেরাও উৎকোচামিষচক্রের বহির্ভূত ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যেমন উপাসক তেমন ইঙ্গলণ্ড দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জজসাহেবও ছিলেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে অতএব যে নানা উপায়ে ইঙ্গলণ্ডীয় জজসাহেবেরা সম্ভ্রম ও ন্যায্য বিচারের বিষয়ে অপূর্ব্বরূপ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন তদুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তত্তুল্য ফল কিনিমিত্ত হইতে পারে না।

✓(৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪০)

সুপ্রিম কোর্ট।—এই বৎসরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং গ্রান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু

বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্তহওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্য্যসকল অতিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ইউরোপীয় প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া যাঁহারা অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্য্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্রজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন তদ্বিষয়ে আমার খেদ পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি এইক্ষণে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়াতে যথেষ্ট আহ্লাদ যেহেতুক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহযোগহওয়াতে দেশের উন্নতি ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সদুপায়সম্ভাবনা…।

বর্ত্তমান গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত সাত জনের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর দুর্লভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ইহাঁর প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা প্রথম গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অস্মদাদির মহাসন্তোষ আছে।

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্ত্রেট সম্ভ্রমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ শ্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত হইয়াছেন। ইহাঁরদিগকে এতদ্রূপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পীসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন ঐ আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্রেটেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

কলিকাতার মাজিস্ত্রেট।—এতদ্দেশীয় ও ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পার্লিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কলিকাতার মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে স্বকৃতিকরণপূর্ব্বক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্‌স স্কিড সাহেব।

(৮ মার্চ ১৮৩৪ । ২৬ ফাল্গুন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...পূর্ব্বে এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে লোকসকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে মনুষ্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে পারিত না পরে যদবধি শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাদুর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও শাসনকরাতে অনেক নিবারণ হইয়া যদ্যপিস্যাৎ গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্কা প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিলা মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তি পলাসিনামক প্রচরদ্রূপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তৎস্থানস্থ দস্যুভয় ব্যাপককালপর্য্যন্ত সম্যক্‌প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদনুরূপ জিলা কৃষ্ণনগরের শামিল বাগের খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কলিকাতার সান্নিধ্য কোন্নগর আঁড়িয়াদহ টিটেগড় এবং চাঁপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে২ শঙ্কা ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককালপর্য্যন্ত জিলা হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরদ্রূপ স্থান ঐ স্থানঅবধি গুপ্তিপাড়াপর্য্যন্ত ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ ঐ দুরাত্মা নির্দ্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজার প্রাক্‌কালে দুরাত্মাদিগের কুকর্ম্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থূল লিখিলাম। যদি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাষান্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দুষ্টদিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার স্বগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় তবে গ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন।

তদ্বিশেষ ঐ দুরাত্মাসকলে শূন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ রাজশাসনের দ্বারা অবশ্য নিবারণ হওয়া কোন্ বিচিত্রকথা পূর্ব্বে যেমত অত্যন্ত অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতদ্বর্ষে উভয় পার্শ্বে রাজধানীঅবধি স্থানে২ ঐ সকল কুকর্ম্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত

বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই সকল স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রুহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর মধ্যে চর আছে উভয় পার্শ্বে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর দুই পান্সি নিযুক্ত দুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্শ্বের চৌকীর পান্সি আপন২ সরহদ্দপর্য্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন ঐ কুকর্ম্মশালিদিগের স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না এবং ঐ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরাদ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে দুষ্ট লোকসকল বাস করে অবশ্য তদ্‌গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব রাজসম্পর্কীয় অথবা জমীদারসম্পর্কীয় লোকদ্বারা ঐ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়া সুরতহাল করিয়া দুষ্ট লোক যে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত্র তলবার ছড় বল্লম এবং তির ধনুকপ্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইবেক এবং তাহার বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণী অথবা ডোবা কিম্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অনুসন্ধানের দ্বারা যদি কোন অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পর্কীয় লোকের নিকট কিম্বা জমীদারের তরফ লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লওয়া উচিত যে সেই সকল ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্থানান্তরে গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া যেস্থানে এবং যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়া দিয়া যাইবেক এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত দুষ্ট লোক গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুকর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয় তবে মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিম্বা স্থলে কোন মনুষ্যাদির দুষ্ট লোকের দ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত হইতে হইবেক আর চৌকীর পান্সি বেশীঃ রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে যদ্যপি ইহাতে রাজার কিছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীকৃত হইবেন এমত বোধ হয় না যদি হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক আর ঐ চৌকির পান্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনানুসারে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্যপি কোন মনুষ্যাদি হিংসা অথবা আঘাত কিম্বা কাহার ক্ষতি

ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রতি অর্পিত হইবেক এবং ঐ গমনাগমনের কোনস্থানে যদ্যপি কোন লোকের প্রতি আঘাত হয় তবে তাহাতে ঐ জলপথের চৌকীর পান্সির নিযুক্তকরা লোকসমস্ত এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকপ্রভৃতি এমত কুকর্ম্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর আপন২ সীমা সরহদ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থ শহর কলিকাতার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমরূপ নিয়মসকল তাঁহার মন্ত্রণাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্ব্বে এতদ্রূপ দৌরাত্ম্য ঐ সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত হইয়াছিল আর পূর্ব্বে এই রাজধানীস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান লোকসকল ছিলেন তাঁহারা অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা এবং জিজ্ঞাস্য প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন ইহাঁরদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও নিয়ম অবধারিতের বিষয় সুন্দররূপ ধার্য্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাব্দা ১৭৫৫। কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসি পথিকস্য।

✓ (৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

জিলা হুগলি। সরদার ডাকাইত গ্রেফ্তার। শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। সকলে জ্ঞাত আছেন যে রাধা চঙ্গনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থানা বেণীপুরের মোতালক এক্তারপুর মুশরিয়া গ্রামে পূর্ব্বে বসবাস করিত তৎকালে তিন চারি ডাকাইতি অপরাধে গ্রেফ্তার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়াছিল একালপর্য্যন্ত যে সকল মাজিস্ত্রেটসাহেব এ জিলাতে শুভাগমন করিয়াছেন ঐ রাধার গ্রেফ্তারির বিধিমত সুচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া এ জিলা ও জিলা নদীয়া ও বর্দ্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল ও অনেকানেক প্রাণি হিংসা করিয়া ইতস্ততো দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্যান্য ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফ্তার হইয়া সমুচিত সাজা পাইয়াছে ঐ সকল ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা বর্দ্ধমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়া তাহাকে গ্রেফ্তার করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশ্তেহার আছে তদ্ভিন্ন শ্রীযুত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই দুষ্কর তস্কর গ্রেফ্তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর

মাসে থানা বাঁশবেড়িয়ার সরহদ্দে কবিরহাটীর গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বল্লমের খোঁচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্জিমন বেরাওনলু মাজিস্ত্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানানুসন্ধানে নিশ্চিত এই ডাকাইতী রাধাকৃত জানিয়া অশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ নাজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে দুই জনকে আনাইয়া অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী হইয়া রাধা সরদারকে থানা পাণ্ডুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাঁদ চঙ্গ মণ্ডলের বাটীতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সালের ৯ জানুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পঁহুছিয়া রূপচাঁদ চঙ্গের ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়া নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামান্যজ্ঞানি হিন্দুস্থানি মন্নু খাঁনামক মহাবলপরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসিরা বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক হুগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে ধন্য২ শব্দপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের শুভাগমনে দুষ্কর তস্করদমনে দেশ রক্ষা হইল কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইক্ষণে এ দেশস্থ তাবল্লোকে রাত্রিকালে কুতূহলে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। যে রাধাকে পূর্ব্বে ১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগা প্রায় চারি শত লোক সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুষ্করিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধা সরদার কাতান ধরিয়া পরাক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ঐ ব্যূহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া নদী সন্তরণ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়া পক্ষির ন্যায় ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছে পরে ঐ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাজিপুর-নিবাসি সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্ব্বকার সঙ্কেতানুসারে ঐ মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ব্বকৃত তাবৎ দুশ্চরিত্র বিবরিয়া অর্থাৎ একরার করিয়া কহিবাতে জানা গেল যে অদ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে রাধানাথ বাবু বলাইয়া জিলা গাজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিতা স্ত্রী দ্বিতীয়া পরস্ত্রী লইয়া থাকিয়া প্রতিবৎসর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা বহুধনাপহরণপূর্ব্বক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত কালযাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন জজসাহেব সুবিচারক প্রজাপালক দুষ্টনাশক ধর্ম্মাবতারের বিচারে দুষ্টের দমন ও প্রজার

রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য। মোকাম হুগলি।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৯ ভাদ্র ১২৪১)

…শ্রীযুত ডেবিড ক্রেমিকেল স্মিথ সাহেব সাবেক সেসন জজ ধর্ম্মাবতারের বিচারে রাধা সরদারের বিধিমত দুশ্চরিত্র বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিরহাটীর গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতী করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বধকরা মোকদ্দমা রাধার উপর নিশ্চিত সাব্যস্ত হইয়া চূড়ান্ত হুকুম সাদের জন্য সন হালের ৭ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত হাকেমান আলিসান সদর নিজামতের হুজুরে মিছিল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে হাকেমান ধর্ম্মাবতারেরদের স্থক্ষ্মবিচারে সেসন জজসাহেবের রায় এক্য হইয়া দুষ্টের দমন ও প্রজাবর্গের আপদ্ নিবারণজন্য রাধা সরদারের প্রাণদণ্ডকরণ ও তৎসঙ্গিগণের মধ্যে মঙ্গরু ও সেবক চামারকে দ্বীপান্তর প্রেরণ এবং মধু মালা ও গোপাল চঙ্গকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধরাখণ ও রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাঁশবেড়ের দারোগা গোলাম আলীকে ১০০ এবং তৎসমভিব্যাহারি বরকন্দাজপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব পারিতোষিকে পুরস্কৃতকরণের হুকুম আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ আগস্ত মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভাদ্র সোমবারে দশ ঘণ্টাসময়ে উদ্বন্ধনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সকলের আনন্দজনক দুষ্ট দুরাত্মার প্রাণদণ্ডদর্শনে যাদৃশ লোকের সমৃদ্ধি হইয়াছিল বোধ হয় মহা২ বারুণীযোগে ত্রিবেণীতে ৺ ভাগীরথীস্নানে এবং ৺ দফর খাঁ গাজী পীরের মেলাতেও তাদৃশ সমারোহ হয় না।……

(১৪ জুন ১৮৩৪। ১ আষাঢ় ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্রেটসাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও রোঁদগস্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধনুক ও বল্লম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং জমীদারের আমলা ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্তি করিতে এবং সকল ঘাটীতে এক২ ঘর করিতে দফা২ পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম মাফিক জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা ঘাটী ও রোঁদগস্তি করিয়া রাত্রিজাগরণে প্রাণান্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্যুভয়নিবারণ ও প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্যুরা সঙ্গোপনে ডাকাইতি করে না অকুতোভয়ে মশাল জ্বালাইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকারশব্দে গ্রামস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইয়া কি করিতে পারে তৎকালে দস্যুরদিগের নিকটে যাওয়া যমালয় গমনকরা সমান সহস্র ছাগল এক ব্যাঘ্রকে কি

দমন করিতে পারে। দস্যুরা দায়মলহবস হইয়া লৌহযুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তৎসময়ে সহস্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অস্ত্রধারণে অপারগ বৃথা রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুদের খলল সপরিবারে অন্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিশিরে জলে আর্দ্র ও পীড়িত হইয়া হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কর্ম্মে থানার আমলা ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা মালের কর্ম্মে নিযুক্ত পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কর্ম্ম এক ব্যক্তিহইতে সুশৃংখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে উভয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় থানার আমলারা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় পারগ চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহা পায় তাহারা ডাকাইতি-হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎপরদিনে থানার আমলা তদারকের নিমিত্তে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া ধন হরণ করে থানার আমলারা প্রজার সর্ব্বনাশ করে দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবারে নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতি দাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফ্তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার থানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং নাজিরের উৎপাতে জমিদারানের জেরবারী নানা প্রকারে হইতেছে তাহার এক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাতে চৌকি পহরার তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের নামে ৩৬০০ কেতা পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওয়ানায় নাজীরের পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার অধিক এক মাসে নাজীরের লাভ ইহাতে নাজীরের ধনবৃদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার বিষয় কি। জিলার কাছারিহইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পঁহুছাইতে দুই দণ্ডের

অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিঅসঙ্গত কাছারিতে জমীদারের মোক্‌তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ানা দিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় না ডাকাইতদিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমলা ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমলা অপাত্রপ্রযুক্ত তৎকালে ভয়ে পলায়ন করে দস্যুরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পল্টনের সারজন সিপাই রোঁদগস্তি করিলে দস্যুরদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা হিন্দুস্থানি বলবান্ সাহসি জোয়ান জমাদার ও বরকন্দাজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহরার ও রোঁদগস্তির বিহিত তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমধিকং বিজ্ঞেষ্বিতি।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—···জিলা নদীয়ায় ইহার পূর্ব্বে ১৮৩৪ সালে সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমরা নদীয়া জিলাস্থ তাবল্লোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দস্যুভয়ে এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ সপরিবারে রাত্রিযোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আত্ম গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্র লোকের কুটীরঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্ব্বদা পথে ঘাটে বিশেষতঃ রাত্রিযোগে গ্রামান্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ হুজুরের প্রধান২ আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে সম্যক্‌প্রকারে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালব্ধজন্যই এমত ঘটনা হইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়া জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্যজন্য অতিসুপণ্ডিত পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযুত রার্বর্ট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্যুভয় এককালে রহিত হইয়াছে। দস্যুভয় কি ক্ষুদ্র২ চৌর্য্যভয় যাহা কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি ঐ জিলায় হইলে এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌসুফের এক প্রধান গুণ এই যে কোন আমলার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার হুকুম দেন ইহাতেই এমত সুশৃঙ্খলরূপে দস্যুভয় নিবারণ হইতেছে। পরন্তু উক্ত বিচারকর্ত্তার কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা ও গোবরডাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা ও পন্থা ও পুলসকল বান্ধাইয়া দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত সুযোগ হইয়া দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার দিন২ লাঘবতা ও হাট বাজার গোলা গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত

লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়া জিলার পর২ উন্নতিজন্যই এমত হাকিমের আগমন হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পণ কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ও তস্য কৌন্সেলি মহাশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিস্ত্রেটী ও কালেক্টরীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে দুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়া আমরা উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়া দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

নিবেদনপত্র শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ ওলদে ৺ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাকলে কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়া ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে। কলিকাতা ১১ নবেম্বর।

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—…সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমিরনামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবর ডাঙ্গানিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর২ হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার মাজিস্ত্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেল বাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে মাজিস্ত্রেট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতাহইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এক কালীন নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লানামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটি দেশে চর্ম্মের রজ্জু বৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি করিলে এক জন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে।…আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক

জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ত্রুটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ত্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই…। আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যেপ্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।

জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।—বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্য সাবর্ণ মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন তাঁহারদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পাল্কীতে গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত অন্যায় দেখিয়া পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন অনন্তর ঐ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডুলি আরোহণপূর্ব্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন তাহারা বলে ঐ ডুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবা মাত্র বারোএয়ারি পাণ্ডারা পূর্ব্বাবধি যে রূপ করিয়া

আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হইয়া ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্ত্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাঁহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহারা টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমরা জানি ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব যে বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে২ স্থলে দস্যু চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধর্ম্মানুসারে চলা হইবে এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরাও তাঁহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়া সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন।—ভাস্কর।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রাজদণ্ড।—আমরা অবগত হইয়া সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি যে গত বুধবারে দুই জন খিদিরপুরনিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাস সরকার ইহারা ইষ্টাম্প কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধজন্য শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব তজবিজ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে ইহারা সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [গর্দ্দভের] পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবৎকে অবলোকন করান পরে তদাজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা ঐ দুই জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিরপুরপ্রভৃতি গ্রামে২ বেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

দণ্ড।—গত সপ্তাহে দুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া গেল।

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে

চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মাল্যস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চূণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময়ে গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুই জন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁড়রাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখে২ জয়বাদ্যের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নানা কটুকাটব্য বলিয়া গালি দিল। স্ত্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদিরপুরপর্য্যন্ত গেল পরে খিদিরপুরের সাঁকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পঁহুছিল পরিশেষে জেহেলে গিয়া বিশ্রাম করিল।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক সভাস্থাপন হইয়াছে ঐ সভাধ্যক্ষ মর্য্যাদাবন্ত পাঁচ জন ভদ্র সন্তান তাঁহারদিগকে ঐ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রজাবর্গেই মান্য করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক লোকদিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ ঐ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রার্থনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা ঐ বিবাদিদিগকে স্বস্থানে আনিয়া প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি ব্যক্ত হইয়া সর্ব্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় অর্থাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি করে এবং ঐ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিদিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা করে যদিস্যাৎ সামান্য অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্তু গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শাস্তি দেন যে অপরাধি ব্যক্তি যেন কোন স্থানে হুকা খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে অতিশয় শান্তি বোধ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত পঞ্চ জনের নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর উক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংসা হয় কিন্তু যদি কেহ ঐ পঞ্চাএত গ্রাহ্য করে তবে যে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকর্ত্তার কর্ণগোচর হয় তাহা ঐ পঞ্চজন করেন তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নানা প্রকার ব্যয় ব্যসন হয় আর পঞ্চাএত মহাশয়গণ কোন২ সাংসারিক বিবাদও ভঞ্জন করেন তাহাতে ভদ্র কন্যারা উক্ত মহাশয়দিগকে অতিশয় মান্য করেন যাহা হউক যদি এই প্রকার পঞ্চজনের পঞ্চাএত পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রীলশ্রীযুত বিচারকর্ত্তা মাজিস্ত্রেট সাহেবের এতাদৃশ ক্লেশ কদাচ হইত না ও প্রজাগণের এতাদৃশ অর্থব্যয়ও হইত না কেন না তাহাতে যাহা হবার তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে ঐ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ ঠাকুরের

বিচার স্বাভাবিক লোকে পাঁচ ঠাকুরের দলও বলিয়া থাকে নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা।—সম্বাদপত্রের দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় সর চার্লস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুত্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না। বোধ হয় যে শ্রীযুত চীফ্ জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য ডিক্রীর উপর নির্ভর রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্দমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী ও তাঁহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে ফম্বেল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে ঐ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা আপন পুত্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী ও বাতিল। উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দিলেন তদ্দৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে এবং তাহা লইয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল করিলে তাহা বেআইনী হয়।

এতদ্রূপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুত্রেরদিগকে এতদ্রূপে পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর: রাখিয়া ভূম্যাদির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ বিভাগকরণ বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অতিবিজ্ঞ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে।

যে দুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাঁহারদের নাম চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় বিশেষতঃ যে মোকদ্দমায় রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি ফরিয়াদী ও কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ আসামী সেই মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতেরা দিয়া কহিয়াছিলেন যে পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুত্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের লোকান্তর গমন হইল। পরে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি প্রথম যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অপ্রকৃত।

শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর।

হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে মান্দ্রাজের চীফ জুষ্টিস শ্রীযুত সর তামস স্ট্রেঞ্জ সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন তাহাতে শ্রীযুত কোলবোরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে হিন্দুব্যক্তিরা সোপার্জিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত পৈতৃকবিষয় দান করিতে পারেন না। তৎপরে ঐ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে অধিক অপর২ পুত্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুনা যায় যে স্বোপার্জিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যক্তির স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণসূচক অনেক উইল সুপ্রিম কোর্টে গ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে ঐ পত্রে লেখেন যে বঙ্গ-দেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি তাঁহার সম্পত্তির এতদ্রূপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি তাহা আদালতে গ্রাহ্য।

অতএব পূর্ব্বোক্ত উক্তিদ্বারা অনুমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির বিভাগকরা যদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ সম্পত্তির হস্তান্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে মঞ্জুর হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্ঞতম শ্রীযুত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং ঐ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার ঐ ব্যবস্থা প্রকৃত নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাঁহার যাবজ্জীবনমাত্র ঐ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত তবে এতদ্রূপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান্ ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক রাখিতে পারেন এবং তৎপরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রেরদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না এ বড় অসম্ভব।

✓ (১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

শ্রীশ্রীযুতের শেষ ঘোষণা।—সুপ্রিম কৌন্সেলে সম্প্রতিকার এক ঘোষণার দ্বারা এই হুকুম হয় যে উত্তর কালে সৈন্যেরদের গমনাগমনে যখন কোন শস্যাদির হানি হয় তখন সেনাপতি সাহেব তৎক্ষণাৎ যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়া পরে সরকারী হিসাবে তাহা তুলিয়া দিবেন।

✓ (৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

জিলা চব্বিশপরগণা।—শ্রীযুত আনরবিল বৈসপ্রসীডেণ্ট হজুর কৌন্সেলে গত ২০ নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিয়া তাহাতে এই আজ্ঞা করেন যে কলিকাতার শহরতলী অর্থাৎ

হাওয়ালি জিলা এবং চব্বিশপরগনা জিলা এই দুই জিলা স্বতন্ত্রের ন্যায় গণ্য হইবে না কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার থানা চব্বিশ-পরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যে জিলা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা উত্তর কালে চব্বিশপরগনা জিলা নামে খ্যাত হইবে।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয়েষু।—নিবেদনমিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগনা যাহা পূর্ব্বে লোঅর আসামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্ত্তমান কমিশ্যনরসাহেবের আজ্ঞানুসারে জিলা রঙ্গপুরের মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছে···ইতি ২২ দিসেম্বর সন ১৮৩২। J. S. গুয়াহাটী আসাম।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

ঢাকা জলালপুর জিলা ঢাকা জিলার শামিল হইল।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্লেশমোচন।—এতন্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংস্কারক ব্রাহ্মণ ও মর্দ্দারফরাশপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অধিক মূল্য গ্রহণজন্য অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহা সর্ব্বজনহিতৈষি পরমদয়ালু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ষ্টিল সাহেবের দ্বারা উক্ত ক্লেশনিবারণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রুআরি তারিখে বেলা তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে সুগোচর করা গেল ইহাতে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত মনুষ্যের সহী আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

এতদ্দেশীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক।—অতিবিশ্বাস ও সম্ভ্রম ও লাভের পদ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে প্রদানকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ কি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা আছে তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন। সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ডেপুটি কালেক্টর ও প্রধান সদর আমিনপ্রভৃতির কর্ম্মে নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের সুমানসের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। এইক্ষণে আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক আমারদের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের পরমশিষ্ট ও দয়ালু পরমহিতৈষিতার অন্য এক চিহ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি। সৈন্যেরদের প্রতি সংপ্রতি যে এক আজ্ঞা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত হুকুম দিয়াছেন যে

চিকিৎসাসম্পর্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তম সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ৫০ অবধি ১০০ টাকাপর্য্যন্ত করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইবেন এবং বেতনের বৃদ্ধিও তাঁহারদের সদ্‌গুণানুসারে হইবেক।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

অচিহ্নিত কর্ম্মকারিদিগকে প্রধান২ রাজকীয় পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বাবু দুর্গাচরণ রায় যিনি পশ্চিম বর্দ্ধমানে সদরঃসদুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ২৫ অক্টোবরে সিবিল শেষণ জজের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যেপর্য্যন্ত না অন্য হুকুম আইসে সেপর্য্যন্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের স্নেহ পাইবেন কারণ তাঁহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবার এবং গুণ অবজ্ঞেয় বস্তু নহে ইহা দর্শাইবার এই যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ বুঝিলে পর অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিবেন যাহাতে তাঁহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

কটকের ডেপুটি কালেকটর।—গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি যে সকল ব্যক্তি তৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় সুশিক্ষিত যুবজন এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাতানিবাসি লোকেরদের নিবেদনপত্রের বিষয়ে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের উত্তর।—টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের প্রতি আবেদন। হে মহাশয়েরা আমারদের কার্য্যবিষয়ে আপনারদের সন্তোষের চিহ্নরূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সকল মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্সেলি সাহেবেরদের বাধ্যতা স্বীকার করি কিন্তু আমি যদ্যপি আপনারদের স্নেহ ও সম্ভ্রম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি আপনারদের ঐ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা ঐ পত্রে সর্ব্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে এবং উক্ত বিষয়ের আইন অত্যল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অনুরাগ তেমন আমারও আছে।

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের নিকটে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি খণ্ডনের আবশ্যক বোধ হয় না কিন্তু হইতে পারে যে কেহ২ এই আইন অনাবশ্যক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিঘ্ন সম্ভাবনা আছে এমত বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্য বোধ হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই সুসময়ে ব্যক্ত করি।

যাঁহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অনুচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে আমি কহি যে তাঁহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিঘ্ন হইবে যে এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিঘ্ন উপযুক্ত আইনের দ্বারাও দূরীকৃত হইতে পারে না যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় সকলকে কহা প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং ঐ স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই।

যদ্যপি তাঁহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্য্য এই যে লোকের মন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কর্ম্ম এবং লোকেরদিগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা প্রদানকরণের আর কোন্ বলবৎ উপায় আছে ঐ অনুমতি দ্বারাই লোকের তাবৎ মানসিক শক্তি সতেজ হয়।

যদ্যপি তাঁহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক কিন্তু বিদ্যারত্ন লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কর্ম্মই। যদি লোকেরদিগকে অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য থাকনের সম্ভাবনা না থাকে তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল।

কিন্তু আমি বোধ করি যে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের রাজ্যের অধিক বিঘ্ন এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদনুসারে বিদ্যার প্রাচুর্য্য হয় তদনুসারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্য স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং ঐক্যের দ্বারা রাজা ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে তাহা ক্রমে২ হ্রাস হইয়া পরিশেষে লুপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির

করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত নাই কিন্তু আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য লোকের মঙ্গলার্থ ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবাধে মুদ্রাকরণের অনুমতি দেওয়া বিদ্যা বৃদ্ধিকরণের এক মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের নিতান্ত উচিত কর্ম্মের মধ্যে। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাঁহারা দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল কর্ম্মকারকের আবশ্যক তাঁহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদিগকে এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন যে ইউরোপের নানা প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রাকরণ ক্ষমতা দেওয়াই এক প্রধানোপায়।

যাঁহারা এই বিষয়ে আপত্তি করেন তাঁহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে অবাধে মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরদের অপকর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া কেবল আইনের শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা করা ভাল কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না।

ইহার পুর্ব্বে লোকেরা বোধ করিত যে মুদ্রাযন্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে অনুমতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না কিন্তু সেই অনুভব দূরীকৃত হইয়াছে এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা বোধ করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে তত্তুল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম্ম করা হয়। মুদ্রাযন্ত্র নিত্যই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নূতন আইনের আবশ্যক হয় তবে করা যাইবে। এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের কোন বিঘ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতা থাকাতে পুর্ব্বে যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকৃত হইল।

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুমতি থাকাতে যে সকল কারণ দৃষ্ট হইল তদ্ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কার্য্য যদ্রূপ অবস্থায় ছিল তদ্দৃষ্টে এই প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল। বহুকালাবধি মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি ছিল ফলতঃ সংপ্রতিকার গবর্ণর্ জেনরল লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্ম্মের প্রতিবন্ধক আইন

বঙ্গদেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদ্যপি তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা সকলের ঘৃণার্হই ছিল ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মকরণের অনুমতি ছিল এবং গবর্ণমেণ্টের এমত পরাক্রম থাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বস্থানেই ঘৃণ্যাবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতেন তবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম্ম করাই হইত। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক কার্য্যবশতঃ ছাপার কর্ম্মে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হাস্যাস্পদ ও অপমান হওনের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পারিতেন। অতএব যদ্যপি ঐ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহা অকর্ম্মণ্য এবং ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কেবল ঘৃণাপাত্র হইতেন এইপ্রযুক্ত ঐ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্মত্ততা।

এইক্ষণে ঐ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব ঐ আইন নির্দ্ধার্য্যকরণ সময়ে গবর্নর্ জেনরল ছিলেন অর্থাৎ আদম সাহেব তাঁহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য ঐ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি দোষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলান্তঃকরণ ও হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার আয়ুর মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল নির্ম্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ থাকিতেন তবে ঐ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন ঐ আইন তৎসময়ে অত্যাবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্ত্তমান থাকিলে দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। ঐ আইনের বিষয়ে কিপর্য্যন্ত লোকের ঘৃণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে তদ্দ্বারা ৺ প্রাপ্ত ঐ আদম সাহেব অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। ঐ সাহেব সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অত্যন্ত গুণশালী এবং সরকারী কার্য্যেতেও অতিসম্ভ্রান্ত হওয়াতে তিনি সম্ভ্রম ও সদ্‌গুণের আধার ছিলেন যত লোক তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই স্নেহ ও প্রশংসা ও সমাদর করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁহার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া কেবল এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব ঐ আইনের বিষয়ে যত ঘৃণা সে সকলই তাঁহার উপরে পড়িল।

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য হইল যে ঐ আইন রাখি কি রদ করি ঐ আইন সকলের এমত ঘৃণার্হ যে তাহা জারী করা অসাধ্য। ফলতঃ ঐ আইন অব্যবহার্য্যই ছিল। বোম্বাইর অন্তঃপাতি প্রদেশেও ঐ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে তদ্রূপ ছিল না অতএব আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে ঐ আইন যে২ প্রদেশে চলন নাই সেই সকল প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে

তাহার প্রতিবন্ধকতা কর্ত্তব্য কি না। এবং আইনের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কি না অথবা ছাপাকরণবিষয়ে এমত অনুমতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন না থাকে। দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্ম্ম বিষয়ে কোন আইন নাই এবং সেই স্থানে যে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা ছাপাইলে তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় নাই। বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন আইন নির্দ্ধার্য্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক স্থাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রূপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্তু তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না অতএব সেইস্থানে কোন ব্যবস্থা করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন করা অনুচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে এই সিদ্ধ হইল যে আমরা তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তদ্দ্বারা ছাপা কর্ম্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে এবং ঐ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন আমরা নির্দ্ধার্য্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্ত্তারা পরাঙ্মুখ হইয়া বর্ত্তমান সময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন।

ছাপা কর্ম্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তাহা নিবারণার্থ আইন করা যে সুকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার। যদ্যপি মুদ্রাকরণ বিষয়ের স্বচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপকার জন্মে তাহা যদি আমরা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহার সহগামি যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক স্বচ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রাকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহা আমরা কার্য্যদৃষ্টে পৃথক্ বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বারা তদ্গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দ্দিষ্টকরণের উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্য্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা যে অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের দ্বারাও অদ্যপর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে নাই অথচ ইঙ্গলণ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কার্য্যের স্বচ্ছন্দতা একেবারে নিবৃত্ত হয় অতএব ছাপা কার্য্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে ঐ পরাক্রম যাঁহারদের হস্তে থাকে কেবল তাঁহারদের সদ্বিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাঁহারাই ঐ ছাপা কর্ম্মের পরম শত্রু। যখন গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যথার্থরূপে

আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্তু যখন লোকেরা ইহা দেখে যে সরকারী কার্য্যে লিপ্ত না থাকিলেও তাঁহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্বাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তাঁহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিতা কর্ম্ম করা যাঁহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন যে তাঁহারদের অতিবড় শত্রু আছে ঐ শত্রু গোপনে থাকিয়া তাঁহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের শত্রুতাচরণের কারণ তাঁহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরণের কোন উপায় দেখেন না তখন সুতরাং তাঁহারা খেদিত হন কিন্তু যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার দ্বারা তাঁহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাঁহারা সুতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। তাঁহারা অবশ্য বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্ষাপ্রযুক্ত এবং তাঁহারদের কর্ম্ম ও আচার ব্যবহার অত্যুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে না। এইরূপে ছাপা কর্ম্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহা বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত ঘটনা ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরূপে হইলে লোকের মান্য হইত এবং যদ্দ্বারা লোকের ভয় জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অযথার্থ দূষণও তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের উপস্থিত বিঘ্ন দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও নিবৃত্তকরণের আবশ্যক হয় তবে কেবল আবশ্যকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল তাহা রহিত করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত মুদ্রাঙ্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রূপ চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন। আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ মতের ঐক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য তাহা সম্ভাবানুসারেই করা যায়।

আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্য্যন্ত আমি গবর্নর্ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তদ্রূপ বাঞ্ছা আছে তাহার দুই কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মনুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভাবনা তাহা সিদ্ধকরণের অংশী হইতে সুতরাং আমার ইচ্ছা আছেই। এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি থাকিয়া এই আইন যে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই থাকে নূতন গবর্নর্ জেনরলের উপর না থাকে এমত আমার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে আরো এক বিবেচনা আছে তাহাতে যে মহানুভব সাহেব গবর্নর্ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়া আমারও মানস। ইঙ্গলণ্ডদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকর্ম্মকারকেরা সকলই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্যের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে মুদ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুৎকৃষ্ট ইহা জানিয়া তিনি এই বিষয়ে অধিক

সপক্ষই হইবেন। অতএব এতদ্দেশে পঁহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে ঐক্য হইবে। সি টি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগস্ত তারিখে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক নূতন আইন কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অনুগ্রহেতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা এই অতিশুভাবহ ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাঁহাকে অতিপ্রশংসাসূচক এক পত্র প্রদান করিবেন। ঐ আইন ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ২ আপনারদের ভয়ও জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীলশ্রীযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া ঐ নূতন আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ হয় না।

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক।—শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব ও তাঁহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওন উপকার যেরূপে চিরস্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের ঐক্য হইল। শ্রীযুত পার্কর সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক চাঁদা হয় এবং ঐ চাঁদায় সংগৃহীত অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায় এবং ঐ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ পুস্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে মহোপায় হইল ইহা চিরস্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন উচিত তেমন অন্য কোন কার্য্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা করা এবং আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ করা একই কথা।

ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা জারী হইবে

অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনো সাহেবেরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন এবং ঐ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানের শরা ৭০ বৎসরঅবধি ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড করিতে হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে সমুদয় ঐ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে।

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নূতন মুদ্রা চলিত হইবে এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের মুদ্রা।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

লেজিসলেটিব কৌন্সেলের অতিস্মরণীয় কার্য্য অর্থাৎ রাহাদারি মাসুল উত্থাপনের চিরস্মরণার্থ গত বৃহস্পতিবার সায়ংকালে এতদ্দেশীয় কতিপয় বরিষ্ঠ যবিষ্ঠ কর্তৃক [চোরবাগানে] জ্ঞানান্বেষণ ব্যাপারালয়ে এক ভোজ সম্পন্ন হয়।

(২৯ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৪ কার্ত্তিক ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহারা হিন্দুদিগের পূজা সময়ে নাচ দেখিবার আহ্বানে তদ্‌ভবনে গমন করিবেন না অনুমান করি এনিয়ম বৃথা নহে যেহেতু এ বৎসরে প্রায় ইংরাজেরা কোন স্থানে যান নাই···। ···পূর্ব্বে চিরকাল রীতি ছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগকে বড় দিনের সময়ে এবং অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে ডালি বা সওগত দিতেন লার্ড বেণ্টীঙ্ক বাহাদুরের আইন হইয়া তাহা রহিত হইয়াছে যদি বল সে আইন কেবল সিবিল মিলেটরীর উপর মাত্র এস্থলে আমারদিগের সেইমাত্র প্রার্থনা কেননা উকীল কৌন্সেলীকে বাটীতে লইয়া যাওয়া কাহারো দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে আর সওদাগর সাহেবেরা বাটীতে গেলেও কেহ আপনার শ্লাঘা জ্ঞান করেন না আর আইন হইলে একটা ধারা পড়িয়া যায় সেইমতে সকলে চলে তাহারও প্রমাণ ডালি দেওয়ার বিষয়ে দেখা যাইতেছে। [চন্দ্রিকা]

(২৬ নবেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

বোম্বাইস্থ গর্ভিণী স্ত্রীরদের মাসুল উঠান।—সংপ্রতি মফঃসলের এক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে বোম্বাইতে গর্ভিণী স্ত্রীরদের উপর মাসুল আছে বোধ হয় ইহা সত্য না হইবে। ফলতঃ ঐ রাজধানীর মাসুল অতিঅসঙ্গত বটে। সংপ্রতি পুণ্যনগরে এক ইশতেহার জারী হইয়াছে তাহাতে ঐ শহরের মধ্যে এইপর্য্যন্ত যে কএক ক্ষুদ্র বিষয়ে মাসুল লাগিত তাহা রহিত হইয়াছে এমত লেখে। তদ্দ্বারা কোন২ বিষয়ের উপর মাসুল ছিল তাহা অবগম হইল। যাহার২ মাসুল উঠিয়াছে সে এই চাউল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণে এবং বিবাহে বাদ্যাদি লইয়া পথে২ গাড়েলনামক এক প্রকার গীত গাওয়াতে এবং ডাকনামক পূজা অর্থাৎ প্রেতেরদিগকে গুহ্যবিষয় প্রকাশকরণার্থ উৎসবকরণে এবং ত্বক্‌ছেদে ও বিবাহে ও রাত্রি-জাগরণে ও মেষচ্ছেদন ইত্যাদি বিষয়ে এবং আর২ যে বিষয়ে মাসুল লাগে তাহা লিখনের যোগ্য নহে তাহার মাসুল উঠেও নাই। কিন্তু ইহা মনে করিতে হইবে যে পূর্ব্বকার মহারাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়সকলে মাসুল বসাইয়াছিলেন এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলেও এইপর্য্যন্ত বজায় ছিল। কেবল এইপ্রকার ক্লেশজনক ২৬টা বিষয়ের মাসুল রহিতহওয়াতে তত্রস্থ লোকেরদের পরম সুখ হইয়াছে।

(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪)

গৃহ নির্ম্মাণবিষয়ক নূতন আইন।—উত্তরকালে কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ অর্থাৎ অদহনীয় দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে ঐ আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য সপ্তাহদ্বয় হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছি তাহা এইক্ষণে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে জারী হইয়া চলিত হইয়াছে। এবং নবেম্বর মাসের পরঅবধি করিয়া কোন ব্যক্তি ঘর বাটী বা উপবাটী নির্ম্মাণ করিবে তাহা যাহাতে শীঘ্র অগ্নি না ধরিতে পারে এমত বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫)

প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ।—আমরা অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্নানার্থ বৎসরে২ যে সকল যাত্রিরা যাত্রা করেন তাঁহারদের স্থানে এই বৎসরাবধি কোন কর লইবেন না। আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ শ্রবণে দেশীয় তাবৎলোক অতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্নেহের এই এক মুখ্য চিহ্ন হইল।

(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

যাত্রিরদের কর।—সম্প্রতি এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা একেবারে উঠিয়া

গেল। পুরীর মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাঁহার প্রতি এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ব্বক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন তদ্ব্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই যে নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্দেশীয় লোকের পরম সন্তোষ জন্মিবে।

(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

বন্দুয়ানেরদের আহার।—কিয়ৎকাল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচনা করণার্থ ও তাহার সুনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এক কমিটি স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবেরা নানা সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন ঐ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ করেন নাই কিন্তু শুনা গেল যে গবর্ণমেণ্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে একসের তণ্ডুল এক কাঁচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দ্দক মাত্র যাইতে দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই হুকুম অতিশীঘ্র জারি হইবে।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

এতদ্দেশের তত্ত্ব। শ্রীযুত দায়েরসায়েরী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।—ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি প্রদেশের মধ্যে দেশীয় তত্ত্বনির্ণায়ক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে সরকারী অন্যান্য কর্ম্মকারকের-দের ন্যায় আপনি এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন।

২। এতদ্রূপে দেশীয় তত্ত্ব নির্ণয়ের ভার চিকিৎসক সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল অতএব আপনার অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরা ঐ সাহেবেরদের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

৩। রেবিনিউ ও মাজিস্ত্রেটী সম্পর্কীয় সাহেবেরদের বহুতর কার্য্য থাকিতে যে তাঁহারা উক্ত অভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থ কিঞ্চিৎ২ সময় দিতে পারিবেন শ্রীলশ্রীযুত এমত অপেক্ষা করেন না কিন্তু শ্রীযুক্তের এই মাত্র ইচ্ছা যে যে সাহেবেরা দেশীয় তত্ত্ব লওনে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাগজপত্র দেখিতে দেন এবং এতদ্দেশীয় আমলারদের কর্তৃক সাহায্য প্রাপণার্থ তাঁহারদের প্রতি পরওয়ানা দেন এবং জমিদার ও এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি ব্যক্তিরদের প্রতি সোপারিশ লেখেন যে তাঁহারা ঐ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিষয়ে শীঘ্র সুফল হয় এতদর্থ তাঁহারদিগকে সুপরামর্শ দেন। শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বঙ্গাদি প্রদেশে এতদ্রূপ দেশীয় তত্ত্ববিষয়ক সম্বাদ পাওয়া অতিদুষ্কর কিন্তু তিনি এমত বিবেচনা করেন যে অতিবিজ্ঞ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন২ আমলারদের স্থানে এমত সম্বাদ প্রাপ্তিসম্ভাবনা

যে তদ্দ্বারা এই অভিপ্রায় সিদ্ধির স্থযোগ হইতে পারে। জমিদারেরদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিতে হইবে যে এতদ্রূপ তত্ত্ব লওন দেশের পরম মঙ্গল ও হিতজনক হইবে। এবং তাহার এক মুখ্যাভিপ্রায় এই দেশের মধ্যে রোগের ন্যূনতা হয় জমিদারেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় বিশেষ না জানাইলে কি জানি তাঁহারা এইরূপ তত্ত্ব লওনের বরং ব্যাঘাতকও হইতে পারেন।

৪। এতদ্দেশের তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যা এইক্ষণে প্রায় দুর্লভ স্থতরাং তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান ক্রমে২ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এমত বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র অন্বেষণ করিলে এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে এবং গ্রাম্য হিসাব ও বাজার হারের রেজিষ্টর ও চৌকিদারের টাক্সের হিসাবপ্রভৃতি তজবীজ করিলে তদ্দ্বারা এমত উপায় পাওয়া যাইবে যে নীচে লিখিতব্য হারের অনুসন্ধান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে।

১। লোকসংখ্যা।

২। লোকের আহারের অপ্রতুল বা স্থপ্রতুলের কারণ ও ফল।

৩। দরিদ্র লোকেরদের আহওয়াল অর্থাৎ উপজীবিকা প্রভৃতি।

৪। মজুরেরদের বেতন।

৫। অপরাধের নিমিত্ত কারণ।

৬। লোকসংখ্যানুসারে মৃত্যুসংখ্যা।

৭। সামান্যতঃ বিবাহেতে কত সন্তানোৎপত্তি। জিলার পরিমাণ ও ভূমির উর্ব্বরানুর্ব্বরাত্ব। লোকের আচার ব্যবহার। হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতির জাতীয় সংখ্যা।

৮। এই সকল বিষয়ে আপনি ও আপনার অধীন কর্ম্মকারকেরা মনোযোগ না করিলে কিছু স্থিরহওনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি অবশ্য অবগত হইতে পারিবেন যে আপনার অধীন যে সকল প্রজালোক আছে উক্তপ্রকার দেশীয় নানা তত্ত্ববিষয়ক বিবেচনার দ্বারা তাহারদের নিতান্ত মঙ্গল হইবে। অতএব শ্রীলশ্রীযুত নিঃসন্দেহই এমত বিবেচনা করিতেছেন যে এতদ্রূপ হিতজনক গুরুতরবিষয়ক তত্ত্ব লওনে আপনি সাধ্যানুসারে উদ্যোগী হইবেন।

ফোর্ট উলিয়ম ২৫ আপ্রিল ১৮৩৭। স্বাক্ষরীকৃত রস ডি মাঙ্গল্‌স্

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সভা-সমিতি

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

বহুবিধ সভা স্থাপনবিষয়ক।—…ধর্ম্মসভা স্থাপন বঙ্গবাগ্‌বিচার সভা বঙ্গহিত সভা জ্ঞানসন্দীপননাম্নী সভা ইত্যাদি কএক সমাজ স্থাপন হইয়াছে ইহা কালে প্রবল হইতে পারে ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবেক তৎস্থাপকেরা এই অভিপ্রায়ে স্থাপন করিয়াছেন…।

(৬ আগষ্ট ১৮৩১ । ২২ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজ।—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান্ হইয়া ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজের দরুণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন···। [চন্দ্রিকা ১৭ শ্রাবণ]

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১ । ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজবিষয়।—গত ১৭ শ্রাবণের চন্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার প্রচার হইয়াছে ঐ সুসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে তদ্বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম।

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকর্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন কিন্তু তাঁহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাম্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগহইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না।

এই সমাজবিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করিবেন। চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ

ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাস্ত্রে এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঔষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে আর সেই রোগে মুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা ঔষধসহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয় ইত্যাদি অনেক দোষ দর্শান যাইতে পারে। যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা। ঔষধার্থে সুরাং পিবেং ইত্যাদি কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এমত নহে যে পীড়া হইলে ব্রাণ্ডি কেলারটআদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় ঔষধার্থে নিষিদ্ধ দ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত ব্যবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ঔষধ কোন মতেই গ্রাহ্য নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য ধার্ম্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সুগন্ধা গঠর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাঁহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্ কিন্তু তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত ঔষধের ব্যবস্থা বিবেচনা করাইতেন।

যদি কেহ এমত কহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে সুপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেঁতের বৈদ্যই অনেক তাঁহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্যজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে সুতরাং লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের মহামান কিন্তু দীন দুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা ঐ হাতুড়িয়া বা পেঁতের বৈদ্যদ্বারাই হইতেছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাঁহারদিগের চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল ঐক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়েরা কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে ঐ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকমহাশয়েষু।—এই রাজধানীর মধ্যে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিকানামক সভা হইয়া থাকে আমার বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই পূর্ব্বে

এই সভার লোক সংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবারে দেখিলাম তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনান্তর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর সম্পাদকপ্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কার্য্যারম্ভ হইল অনন্তর সভাপতি শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ব্বক পূর্ব্ব সপ্তাহে স্থিরীকৃত প্রস্তাব সকলকে জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে দুঃখ হইতে সুখ জন্মে কি সুখহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পর্য্যন্ত মানিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব ঘটিত বিচার না করিয়া নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বারা স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা করিবেন ইহাতে সকল সভ্য ঐ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব২ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনন্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বস্থিরীকৃত নিয়মাদি পাঠ করিয়া ঐ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন।

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন ইঙ্গলণ্ডীয় লোকেরদের সভাতে সভ্যেরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি কহিলেন এই সভার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নির্দ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ অতি সদ্বক্তৃতাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কার্য্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহু সভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্ত্তারা নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ উচিত কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতানুসারে সকল সভ্যই সম্মত হইলেন এবং সভার

নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভঙ্গ করিলেন।—জ্ঞানান্বেষণ। দর্শক।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সমাজের প্রস্তাবিত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষজ মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর যে প্রত্যুত্তর পত্রী প্রেরিতা করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশকরণে আমারদিগের অদ্যকার প্রভাকরের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান করিলেও স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে। তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে সঙ্কলনপূর্ব্বক উদিত না করিয়া সমুদয় উদয় করত হর্ষপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। রামলোচন বাবু অতিসচ্চরিত্র কর্ম্মক্ষম বিচক্ষণ বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং আমরা অবশ্যই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি যে ঘোষজ বাবু সর্ব্ববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী কিন্তু এইক্ষণে এতদ্বিষয়োপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল যেহেতু তিনি ভূপালের অধীন এতন্নিমিত্ত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণকে অন্যায় জানিয়াও ভয় মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন যাহা হউক ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ দুষ্য করিতে পারি না কেন না প্রতিপালকের বিরুদ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা।

রামলোচন বাবু লিখেন যে অন্য২রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে।

উত্তর। আমরা অনুমান করি যে বিশেষ লাভের অভাব অথবা অপর কোন নিগূঢ় হেতু বশত এদেশে মাসুলাদির বিষয় ভূপতিকর্ত্তৃক রহিত হইয়া থাকিবেক। অতএব তদ্দ্বারা রাজ্যের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা কদাচ ছিল না। জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন এবং সংপূর্ণরূপে মাসুলাদির প্রথা বর্জ্জনীয় কিরূপে হইয়াছে যেহেতু লবণ ও বাটী এবং ইষ্টাম্পপ্রভৃতির মাসুল অদ্যাপিও প্রজাদিগের বক্ষে শূলের স্বরূপ রহিয়াছে ইহাতে কি লোচন বাবু একবারো লোচন বিস্তার করেন নাই পরন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এতদ্দেশের উৎপন্ন হইতে ইউরোপীয় পাদ্রি সাহেবেরা বৎসরে ১০।১২ লক্ষ টাকা কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদিগের কি উপকার হইতে পারে ইহার বিনিময়ে সেই টাকা দেশের কোন হিতজনক কর্ম্মে কিম্বা রাজার ঋণ পরিশোধে ব্যয় করিলে অনেক ভাল হইতে পারে যদি নৃপতির ধর্ম্মশাসক বলিয়া এদেশের উপস্বত্ব হইতে পাদ্রিদিগের বেতন দেওয়া শ্রেয় হয় তবে আমারদিগের ধর্ম্মোপদেশকসমূহের অশনবসনার্থে প্রাচীন নৃপতিদিগের কর্ত্তৃক চিরোপকারস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির কর নির্দ্ধারিত কিরূপে ধার্য্য হইতে পারে।

অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে যে ২০ বৎসরের অধিককাল হইলে স্থাবরাদি বিভবের অধিকারিরা কদাচ আপন অধিকারীয় সত্বে বর্জ্জিত হইতে পারেন না অতএব এই ক্ষণে পুরুষানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ বিষয়ে বঞ্চিত হন যদি তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পত্রের প্রত্যাশা করেন তবে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে কেন না এদেশে অনেক বার অনেক রাজবিদ্রোহি দ্বারা এবং বহুকাল গত জন্য অন্য২ কারণে সে নিদর্শন পত্রসকল নষ্ট হইয়াছে অতএব বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল প্রমাণ জানিবেন।

দ্বিতীয় প্রকরণে বেতন কর্ত্তনের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এবিষয়ে লক্ষ্য করিলে অনেক আগুন উঠিবে।

তৃতীয় প্রকরণে লেখেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতীত নিষ্করন্নপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগ করায় স্বত্বাধিকারী নহেন উত্তর। নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বাদির বলবৎ স্বত্বের শব্দার্থ বোধে আমরা অশক্ত হইলাম অতএব তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

অপর লেখেন যে দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব। উত্তর পৃথিবীতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব যথার্থ বটে কিন্তু সে ভৌতিক লক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের প্রভেদ প্রকরণ সামান্য স্থাবর বিষয়ে অধিকার এবং ফলের অনেক তারতম্য আছে।

চতুর্থ প্রকরণে ইং ১৭৬৫ সালের পূর্ব্বে দত্ত নিষ্কর ভূমির উপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপণে সন্ধিপত্রের বিষয় যাহা লেখেন তাহার উত্তর নিরুত্তরই সদুত্তর কেন না দিল্লীর রাজা এবং মুরশিদাবাদের নবারের সহিত সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার বিষয়ে পরিশেষ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা কি এপর্য্যন্ত বিচক্ষণগণের অবিদিত আছে এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রূপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে।

অপর লেখেন যে জবনেরা বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ আক্রমণ করিয়াছেন অতএব ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না উত্তর। জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন এ অতিঅযুক্তি কেন না যুদ্ধকালীন বিপক্ষদমনে কোন্ রাজা বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ না করেন অতএব তাহাকে কিরূপে দস্যুবৃত্তি বলা যাইবেক এবং তাহার সহিত দানের অসিদ্ধতার পোষকতাই বা কিরূপে হইবেক ইহাতে বোধ হয় যে ঐ বাবু বুঝি আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।

পঞ্চম প্রকরণের অভিপ্রায় বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় লোকেরা যেরূপ অসভ্য তাহাতে তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব কর্ত্তৃক অশনবসনের উপায় থাকিলে কদাচ দেশের মঙ্গলেচ্ছু হইবেন না বরং পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত থাকিবেক।

উত্তর। এতদ্দেশীয়েরা কিরূপ অসভ্য গুরুপরম্পরা প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে এবং দেশের মঙ্গলেচ্ছু তাঁহারা নহেন এমত নহে যেহেতু

নিষ্কর ভোগি ব্রাহ্মণেরা প্রত্যূষে প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভূপতির মঙ্গলেচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আতপভোগি ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ বিষয়ে তীর ধনুক তলওয়ার বন্দুক ইত্যাদি ধরিয়া রাজার সহায়তা করিতে সংপূর্ণরূপে অক্ষম সুতরাং ইহাতে তাঁহারা অসভ্য হইলেও হইতে পারেন।

পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি সুখের বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ন্যূনাধিক জানিবেন অনেক সাহেব লোকেরাও তাহাতে আচ্ছন্ন আছেন। যদি ইন্দ্রিয়েরা বশজন্য তাঁহারদের স্থাবরাদি বলপূর্ব্বক হরণ করা শ্রেয় হয় তবে এদেশের মধ্যে ধনি ও মহাজন এবং অপরাপর জমিদার মাত্রেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত অতএব তাঁহারদিগের বিভব সমুদয় বলদ্বারা হরণ করিলে ভূপতির দেনা পরিষ্কার হইয়া রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকিতে পারিবেক এইক্ষণে রামলোচন বাবু তাঁহারদিগের সেই পরামর্শ দেউন ইহাতে ভূপালের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইতে পারিবেন এবং এতদ্ভিন্ন নৃপতির ঋণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় দেখি না।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত বঙ্গভাষাপ্রকাশিকাসম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

প্রশ্ন। রাজকর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করা উচিত কি না।

বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরকর্ত্তৃক যে সন ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় তথা সন ১৮২৮ সালের তৃতীয় আইনানুসারে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণার্থে মহান উদ্যোগ হইতেছে এ অকিঞ্চনের বিবেচনায় অন্যায় অবিচার বোধ হয় না যেহেতু তাবৎ রাজ্য যুক্তিসিদ্ধ চিরকালের নিয়ম এই যে দেশের উৎপন্ন দেশ রক্ষার্থ ব্যয় হইয়া থাকে অতএব আদৌ জানা কর্ত্তব্য যে অস্মদাদির রাজ্যের উপস্বত্ব রাজ্য রক্ষার্থ ব্যয়ে সঙ্কলন হয় কি না যদ্যপি আমি রাজ্যের আয় ব্যয়ের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে কহিতে অশক্ত কিন্তু সকলেই সুন্দর অবগত আছেন যে দেশরক্ষা জন্য অনেক তঙ্কা ঋণ হইয়াছে এবং দেশের উপস্বত্বহইতে ব্যয় অধিক হইতেছে এস্থলে অবশ্য প্রণিধান কর্ত্তব্য যখন অন্য২রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশ রক্ষার্থে পূর্ব্বে অনেক তঙ্কা নিজহইতে ব্যয় করিয়াছেন ঐ টাকা তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য তাহা কিরূপে পরিশোধ হইবেক যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মকারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন এমতে ব্যয়ের বাহুল্য হইতেছে একথা প্রমাণ বটে কিন্তু ইহার উত্তর আমাকে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া বলিতে হইল যে যদি অস্মদাদির দেশের মনুষ্য অসভ্য এবং রাজকর্ম্মে রাজশাসনে তথা যুদ্ধ বিগ্রহে অনভিজ্ঞ না হইতেন ও পরস্পর দ্বেষমৎসরতারহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইতেন ও আমারদিগের কর্ত্তৃক উক্ত ব্যাপারাদি যথোচিত সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইত সুতরাং ইঙ্গলণ্ডীয়দিগকে অধিক বেতন দিয়া ব্যয় বাহুল্যকরণের প্রয়োজনাভাব ছিল।

যদি বলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারিদিগের বেতনের লাঘব করিলে ব্যয়ের অল্পতা হইতে পারে আমার জানিত যেপর্য্যন্ত অল্পকরণ সম্ভব তাহার উদ্যোগের ও অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিতেছি না কিন্তু ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ঐ বিজ্ঞবরেরা বিপুলধন ব্যয়পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হইয়া কেবল ধন লোভে মহাঘোর সমুদ্র ও দুর্গম পথ অতুল ক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনানন্তর অস্মদাদির দেশ রক্ষার্থে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষতারূপে পরিশ্রম করেন ইহাতে তাঁহারদিগকে প্রচুর বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ নচেৎ অল্প বেতন প্রদানে নানারূপ বিপরীত মন্দাচরণের সম্ভাবনা।

আমার বোধে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতিরেকে নিষ্করররূপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগকরার স্বত্বাধিকারী নহেন যেহেতু বিবেচনা করুন যে দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্ত্তৃক দস্যু ও তস্করাদি অন্য২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত ও বিচারিত হইতেছেন তবে কি বিশেষ কারণে কাহারো স্থানে ভূমির কর গ্রহণ করা ও কাহাকে নিষ্কররূপে দেওয়া যাইবেক যুক্তিসিদ্ধ সাধারণের মঙ্গলার্থে যাঁহারা স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন অথবা দেশের শুভার্থে বিশেষ সংগ্রামাদিতে যাঁহারা স্বার্থ বিহীন হওত ক্লিষ্ট হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন জন নিষ্কররূপে ভূমি প্রাপ্ত হওনের কদাচ যোগ্য নহে এবং কোন রাজা কোন ব্যক্তিকে উক্ত কারণবিশিষ্ট নহিলে নিষ্কররূপে ভূমি প্রদান করার ক্ষমতাপন্ন নহেন যেহেতু দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব রাজা কেবল সদসদ্বিবেচনা ও বিচারের অধিকারী মাত্র।

যদি কথিত হয় যে জবনেরা যুদ্ধ বিগ্রহেতে এদেশ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া স্বাধীনত্বরূপে তাবৎ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা নিষ্কররূপে ভূমি প্রদানে অবশ্য২ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে দিল্লীর বাদশাহের নিকট এরাজ্যের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হন তাহাতে অনেকরূপ প্রতিজ্ঞাদি আছে তদনুসারেও জবন বাদশাহের দত্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ করা উচিত হয় না এ আপত্তি ভঞ্জনার্থে আমার নিজাভিপ্রায় বক্তব্যের পূর্ব্বে এই বলিতেছি যে বর্ত্তমান রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ বা চলিতাইনানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী প্রাপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ ইং সন ১৭৬৫ সালের অগ্রে যে সকল নিষ্করভূমি দত্ত হইয়াছে যাহার যথার্থ নিদর্শন পত্রাদি নিঃসন্দেহরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা কর গ্রহণ হইতে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন ফলিতার্থ এ অকিঞ্চনের বোধে জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশাধিকার করেন অতএব যথার্থ বিচার করিলে ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না যেমন কোন নিয়মানুসারেই দস্যুবৃত্তির ধনের দান প্রসিদ্ধ হয় না বিশেষতঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন অর্থাৎ স্থানে২ অনেক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎ অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া তৎকালীন রাজবিদ্রোহিদিগের ক্ষান্ত ও নিবারণার্থে এরূপ সন্ধিপত্র করেন নচেৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বুদ্ধির কৌশলে তথা চতুরতাপ্রযুক্তই এদেশ হস্তগত হয়।

বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় মনুষ্যেরা যেরূপ অসভ্য ও উৎসাহ রহিত তাহাতে যদি তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বকর্ত্তৃক অশন বসনের উপায় হয় কদাচ তাঁহারা দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না বরঞ্চ প্রায় অসভ্য সন্তানেরা ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত হইয়া পশ্বাদির ন্যায় কাল যাপন করিবে তৎপ্রমাণ দেখুন যে সকল প্রাচীন ধনী ও ভূম্যধিকারী এদেশেতে বিখ্যাত তাঁহারদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির সভ্যতা ও সুধারা দেখাইতে পারিবেন যদি বলেন যাঁহারদিগের একালপর্য্যন্ত নিষ্কর ভূমি জীবন উপায়ের কারণ ছিল এইক্ষণে তাঁহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক আমি অনুভব করি যে উক্ত উপায়াভাবে ঐ সকল জনেরা ধন উপার্জনার্থে অধিক উৎসাহী ও পরিশ্রমী হইয়া নানাবিধ উপায়ের চেষ্টা করিবেন যে তৎ কর্ত্তৃক দেশের পরস্পর শুভজনক হইবেক যদ্যপি আশঙ্কা করেন নিষ্কর ভূমি অভাবে তস্য ভোগি ব্যক্তিরা দস্যু বৃত্তি ইত্যাদি মন্দ কর্ম্ম করিতে পারেন তৎপ্রতিবন্ধকার্থে স্থানে২ বিদ্যালয় ও পোলীসাদি রাজশাসন প্রবলরূপে চলিতেছে ও উত্তর২ বাহুল্যহওনের যথেষ্ট উদ্যোগাদি হইতেছে।

যদিস্যাৎ আমি জানিতেছি যে অস্মদাদির দেশীয় প্রায় তাবৎ লোকই নিষ্কর ভূমির বিষয়ে যে আমার মতের বিপরীত কহিবেন এবং আশ্চর্য্য বোধ করি না যে আমি তাঁহারদিগের সমীপে অত্যন্ত নিন্দিত হইব কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে উপরি উক্ত বিশেষ প্রবল কারণের বিরহে অন্য কি হেতু বাদে কোন ব্যক্তি নিষ্কররূপে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারেন।

শ্রীরামলোচন ঘোষস্য।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

গত রবিবারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমরা পাইয়াছি ঐ সভার প্রতিজ্ঞাসকল অত্যুত্তম ও অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতদ্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেতে লিপ্ত আছেন অথবা নিষ্করভূমির করগ্রহণে যাঁহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তাঁহারাই বলেন গবর্ণমেণ্ট নিষ্করভূমির করগ্রহণকরত উচিত কার্য্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরাই কহেন রাজারা এ বিষয়ে অন্যায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সদুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।

গত রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক অন্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

শ্রীযুত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বসু শ্রীযুত মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসু ইত্যাদি বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজারা নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহস্র লোকের নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগস্থ এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাঁহারা এক দিবস কোন স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক অনুষ্ঠানপত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন।

অনুষ্ঠানপত্র।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণের যে মহান্ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভাবনা অতএব তন্নিবারণার্থ কোন বিশেষ সদুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট মান্যাগ্রগণ্য মহাশয়-দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া বিশেষ পরামর্শ করা উচিত।

এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎসাহি মহাশয়েরা এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্ব২ নাম স্বাক্ষর করিলে পশ্চাৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪)

নূতন সমাজ।—কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্ম্মে বঙ্গভাষা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

জমিদারেরদের সমাজ।—রিফার্ম্মর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ স্থাপনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিতস্থানীয় প্রধান২ জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ এই সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে ঐ বৈঠকে অনেক

কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হইল এবং নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্তের যে ব্যাপার হইতেছে তদ্বিষয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই স্থির হইল যে ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সমুদায়ে ঐক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক পাণ্ডুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ব্বন্ধ-করণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্তুতকরণসময়ে ইহা স্মরণ করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন। এই কমিটির কার্য্য সমাপন হইলে পর ঐ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে।

(২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪)

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবানুসারে জমিদারেরদের এক সভা স্থাপনার্থ গত সোমবারে অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টাসময়ে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য জমিদারেরদের এক বৈঠক হয়। ঐ সভাতে উপস্থিত মান্যবরেরা বিশেষতঃ

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ বসাক শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ চৌধুরী শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত মুনশী আমীর শ্রীযুত বাবু ভগবতী-চরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী।

তদ্ব্যতিরেকে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডেবিড হের এবং অন্যান্য কতিপয় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

পরে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন যে এই সভাধিপত্য সম্ভ্রম নবদ্বীপাধিপতি মহারাজকে দেওয়া উচিত হয় যেহেতুক তিনি বঙ্গদেশের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জমিদার বংশ্য ঐ রাজার এই সভাতে সমাগমের অপেক্ষা ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত পরে লক্ষণীয় যশোহরের রাজা শ্রীযুত বরদাকণ্ঠ রায় যেহেতুক তিনি তৎপর কালীন প্রাচীন জমিদার বংশ্য পরন্তু সভাস্থ মহাশয়েরা আমাকে এই সম্ভ্রম প্রদান করিলেন অতএব আমি অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। পরে রাজা কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তবে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উস্থল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রায় নিয়তই দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্তে কোন বৈলক্ষণ্য করিয়া থাকে তবে এই সমাজের দ্বারা তাহা সংশোধন হইতে পারে এবং এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজা লোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে ভূম্যধিকারি সভা নাম্নী এক সভা হইয়া তাহার নিয়ম সকল নির্দ্ধার্য্য করা যাউক তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত সভাপভির অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভার নির্ব্বন্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় পাঠ করিলেন তৎপরে শ্রীযুত সভাপতি ঐ নির্ব্বন্ধ পত্র বঙ্গভাষাতে পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন যে প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই এইক্ষণে যে সকল নির্ব্বন্ধ পাঠ করা গেল তাহা এই সভার নিয়মস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হউক।

অনন্তর শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভাতে যে বক্তৃতা করিলেন তদ্বিষয়ে আমরা এইক্ষণে

এইমাত্র কহিতে পারি যে ঐ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমরা যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই বক্তৃতা উত্তম। তিনি উপস্থিত এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অতি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যরূপে কহিলেন যে এইরূপে আপনকারদিগের সমাজে একত্র হওয়াতে মহোপকার হইবেক এবং তৎপরে এইরূপ ঐক্য বাক্য হওনেতে যে পরাক্রম জন্মিবে সেই পরাক্রমানুসারে বিবেচনা সিদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ঐ শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর সাহেবের সদ্বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমারদের এমত লালসা হইল যে শ্রোতারদের অন্তঃকরণের মধ্যেও শ্রীযুত সাহেবের তুল্য উৎসাহ জন্মে। তাঁহার বক্তৃতা স্মরণীয় বটে আমরা তাঁহার বক্তৃতার স্থূলাংশ স্মরণ পূর্ব্বক যথাসাধ্য আহরণ করিয়া কল্য মুদ্রাঙ্কিত করিব।

অপর শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে উক্ত সাহেবের বক্তৃতা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহাতে অবশ্য তাঁহারদের সন্তোষ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ করিতে আমারদের কল্প আছে এই প্রযুক্ত তদ্বিবরণ কথনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তৎপরে শ্রীযুত দেওয়ান এই প্রস্তাব করিলেন যে কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত মুনশী আমীর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী পোষকতা করাতে সকলই সম্মত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল তৃতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে সকল মহাশয়রা এই সভার অন্তঃপাতী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারদের নাম লিখিবার নিমিত্ত এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা যায়।

অপর সায়াহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি কর্তৃক সর্ব্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সভা সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন যে সম্ভাবিত নূতন সভার অধ্যক্ষ মহাশয়রা মহাজাত্যভিমানী ইহাঁরা যে দলাদলি ব্যতিরেকে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুরা নূতন সভা সংস্থাপনার্থ যখন যত্ন পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্ব্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে আর এইক্ষণে পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্ব্বসাধারণের মহোপকারার্থ উত্তম২ সভাপ্রভৃতি

হইতেছে আর মনুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ও জ্ঞানি ও পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এই নূতন সভায় দলাদলি ও জাতি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিকা হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর নিশ্চয় করিয়া বলেন যে কেবল দলাদলির নিমিত্তই সভা হইবে ইহা অন্যায় অতএব তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া যাইবে যে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি সুসভ্য আর দৃষ্টও হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে। [জ্ঞানান্বেষণ]

স্বাস্থ্য

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—অতীত মাসাবধি এই কলিকাতা মহানগরে এক প্রকার জ্বররোগ কোথাহইতে আসিয়া প্রায় সর্ব্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে কিন্তু আহ্লাদের প্রকরণ যে কোন প্রাণির তাদৃশ হানী হয় নাই আর কালাধিক্য স্থিতি করে না ৩।৪ দিবসমাত্র আর শরীরে অতিশয় দৌর্ব্বলতাকারক এই জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করাণ তাহা অনভিজ্ঞ কিন্তু কিয়দ্দিবস হইল শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ঐ পীড়া হইয়াছিল শুনিলাম যে নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেণ্ট সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন কেহ বা স্নানদ্বারা আরোগ্য করিতেছেন…।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের আরোগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জন্য অনেক২ প্রধান লোকেরা কমিটি ও পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি করিয়াছেন। গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ঐ বিষয়ক উদ্যোগে টৌনহালে এক মহাসভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। তৎকালীন ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ডাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন সাহেব এবং শ্রীযুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন ও সর চার্লস গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লর্ড বিসব ও শ্রীযুত আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব প্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরা অনেকেই উপস্থিত হন তদ্ভিন্ন এদেশস্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও বাবু রাধাকান্ত দেবপ্রভৃতি অনেক মহাশয়েরা ঐ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইঙ্গলণ্ডীয় প্রধান২ মহাশয়েরা ঐ চিকিৎসালয় হইলে যে রূপ উপকারদায়ক হইবেক

তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন। ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করাতে তাবৎ মহাশয়েরদিগের অভিপ্রায় ও বক্তৃতার সারভাগ নীচে লিখিত হইল।

সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মতানুসারে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থে ধন দান ও সাহায্য করা যে গুরুতর পুণ্য ও লৌকিক এক মহা প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীকৃতৎ নহেন প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জানা যাইতেছে যে অনেক দীন দুঃখি লোক কম্পজ্বর ইত্যাদি নানা রোগে পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও যত্নাভাবে নষ্ট হইতেছে। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে দুই চিকিৎসালয় এক চাঁদনি চকে দ্বিতীয় গরানহাটা স্থানে স্থাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় চাঁদনিচকের আরোগ্যালয়-হইতে ক্ষুদ্র আর গরানহাটা ও চাঁদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের অধিক ব্যবধান ইতি মধ্যে ও ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূরি২ লোকের বসতির স্থান ঐ মধ্যবর্ত্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিসকল পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় দ্বয় বহু দূরস্থ বিধায় ও সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত নিমিত্তে উক্ত দুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে অশক্ত হয়। সুতরাং তাহারদিগের নিরাময়ার্থে কোন যত্ন ও চিকিৎসা হইতে পারে না অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে ঐ দুই স্থানের মধ্যে মেছুয়া বাজারের নিকটবর্ত্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং ঐ চিকিৎসালয়েতে এরূপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তিরা যে কেহ অভিলাষ করে ও অশক্তপর হয় অক্লেশে অনায়াসে ঐ স্থানে থাকিয়া আপন২ পীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করায় এবং ঐ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্যে পৃথক২ স্থান নির্ণয় ও চিহ্নিত থাকিবেক। যে কোন বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে পরন্তু এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভবপর নহে ও এদেশস্থ প্রধান মহাশয়দিগের স্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মে নানা রূপ সাহায্য করা অত্যন্ত শ্রেয় এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ না করিবেন। কিন্তু যখন জানা যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়েরদিগের কর্তৃক কিপর্য্যন্ত ধনের আনুকূল্য হইবেক তখন এবিষয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধনদাতাদিগের সহিত সভা করিয়া সকলের পরামর্শ মতে ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যেমত উচিত কর্ত্তব্য হইবেক করিবেন।

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক ধন প্রদান করিবেন তাঁহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবার জন্যে ঐ চিকিৎসালয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া ঐ ধনদাতার নামে চিহ্নিত করিয়া দেন।

এদেশস্থ মহামহিম মহাশয়দিগের মনোযোগপূর্ব্বক প্রবিধান করা কর্ত্তব্য যে ঐহিক পারমার্থিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ধন দান করার এই এক উত্তম পথ বটে।

শ্রীযুত ডাক্তর মারটিন সাহেবের মাসিক হিসাব দৃষ্টে জানা গেল যে সর্ব্বদা অধিক লোক পীড়িত হওয়াতে চাঁদনি চকের চিকিৎসালয়ের ব্যয়ানন্তর অতিঅল্প টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সংক্ষেপকালে ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক। অতএব চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ঐ অল্প ধনে হস্তক্ষেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩)

ইঙ্গরেজী টিকা।—শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়া ইঙ্গরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রস্তুতকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটীতে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক সপ্তাহের মধ্যে দুই২ দিন ঐ ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

বসন্তরোগ।—কলিকাতায় বসন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া টীকা দেওনের স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্র সম্পাদকের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরা প্রকাশ করিলাম। এবং তদ্দৃষ্টে আহ্লাদিত হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়া গিয়াছে এই সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ অধিক। ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব লেখেন অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে আপনকার সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসন্তরোগের অতি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্য বৎসরে এই রোগ যত হয় এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে ঐ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজারে কিম্বা কোন প্রধান থানার এলাকায় ঐ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং যদ্যপি আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টীকা দেওনব্যবহার দেশীয় টীকা দেওনব্যবহারাপেক্ষা স্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টীকাদায়কেরা বসন্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

ওলাউঠা।—প্রায় দুই মাসাবধি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি প্রদেশে ওলাউঠা রোগেতে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ঐ রোগোপলক্ষে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিশেষতঃ

সন ১৮৩৮

মাস	হিন্দু	মুসলমান
জান্নুআরি	৬১	১৫
ফেব্রুআরি	৭৪	৩৬
মার্চ	৬৫৭	২২৬
আপ্রেল	১২৬৭	১৩০
মে	৬৬০	৫৮
জুন	১২২	১৩
জুলাই	৪৩	১১
আগষ্ট	৬৭	৮
সেপ্তেম্বর	১৫০	১১
অক্তোবর	৩৯	১৬
নবেম্বর	৫৬	২০
দিসেম্বর	১২৬	২৪
	৩৩২২	৫৬৮

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

আমরা ১৮৩৫ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে লিখিত মেদিনীপুরের এক পত্রহইতে নীচে লিখিত বিষয় প্রকাশ করিলাম।

…বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে মেদিনীপুরনিবাসি ও ইউরোপীয় লোকেরা এক সভা করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের অভিপ্রায় পীড়িত লোকেরদের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাঁদা করিবেন। প্রথমতঃ কোন্ মহাশয় এবিষয় উপস্থিত করেন তাহা আমি জানি না কিন্তু মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেব সভা ডাকিয়াছিলেন তৎপরে এবিষয় সম্পন্নকরণার্থ এক কমিটি মনোনীত হইলেন এবং চাঁদাপত্রে সাত শত টাকার অঙ্কপাত হইল। আর সভার মধ্যস্থ কএক মহাশয় এমত স্বাক্ষর করিলেন যে তাহাতে প্রতিমাসে ৭০ টাকা স্থিত হইল শ্রীযুত আর মার্টিন সাহেব শ্রীযুত কর্ণেল জি কুপর সাহেব শ্রীযুত কাপ্তান ক্রাপ্‌ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর চেম্বর্লে সাহেব এই কএক জন কমিটি হইয়াছেন এবং বোধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই চিকিৎসালয়ের কর্ত্তা হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ নবেম্বর ১৮৩৫। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

ভগবানগোলায় মহামারী। [হরকরার পত্রপ্রেরকহইতে] সংপ্রতি এপ্রদেশে অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্য শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ শুনা যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্তু মরকের কিছু ন্যূনতা হয় নাই বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জ্বরপীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্ব্বস্থানে ঐ পীড়া এমত সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক যে তাহা হইলে রোগী পাঁচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জ্বরের ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে অপাক হইয়া পরে জ্বর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয় না বাঙ্গালি কবিরাজেরা জোলাপ না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জ্বরের দমন হয় বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল করে এবং তাহাতে জ্বর ত্যাগ হয় না রোগিরা বাহিরে জ্বরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে সুতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়া মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—…এই অঞ্চলে বহুকালাবধি এতদ্দেশীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যক ছিল এইক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। হুগলি শহরের মধ্যস্থলেই অর্থাৎ পোলীস থানার চৌকির নিকটে নিরূপিত ঐ চিকিৎসালয়ে সর্ব্বজাতীয় রোগিব্যক্তিরা বিনা ব্যয়েতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত স্থানে উত্তম বৃহৎ এক বাটী কেরায়া হইয়া তাহাতে হিন্দু মোসলমান রোগিরদিগকে স্বতন্ত্র২ কুঠরী দেওয়া গিয়াছে ঐ চিকিৎসালয়ের কর্ম্মকারক ও তদ্বিষয়ে ব্যয়ের ফর্দ্দ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনায়াসে বোধ হইবে যে রোগিরদের জাতীয় মানবিচের বিষয়েও কোন হানি সম্ভাবনা নাই। গত ফেব্রুআরি মাসে তথায় কত রোগির চিকিৎসা হয় তাহার সংখ্যা নীচে লিখিতেছি তৎদৃষ্টে পরমসন্তোষ জন্মে। মৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যা দৃষ্টি করিলে অনুভব হয় রোগিরা অন্যত্র চিকিৎসাবিষয়ে ভগ্নাশ না হইয়া প্রায় এ স্থলে আইসে নাই।

এই চিকিৎসালয়ের খরচ অতিপ্রসিদ্ধ ইমামবাটীর যে জমিদারী ৺ প্রাপ্ত হাজি মহম্মদ-হুসেন দান করিয়া যান তাহার উপস্বত্বহইতে চলিতেছে। এবং শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের উদ্যোগেতে এই অতিপ্রশংস্য ব্যাপার নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুক্ত সাহেব উদ্যোগ ও প্রযোজকতাবিষয়ে নিতান্ত অশ্রান্ত উৎসাহী। এই চিকিৎসালয় স্থাপন এবং হুগলির বিদ্যালয় স্থাপন ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি স্থাপনে শ্রীযুত সাহেব যেরূপ মহোদ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তিনি অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদযোগ্য হন। কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাং।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কর্ম্মকারকবর্গ।

১	মোসলমান হকিম	মাসিক	...	৭৫
১	হিন্দু কবিরাজ ...	ঐ	...	৩০
১	তদধীন কবিরাজ ...	ঐ	...	৮
২	ঔষধ প্রস্তুতকারক ...	ঐ	...	১২
১	মুহুরীর ...	ঐ		
১	পাচক ব্রাহ্মণ ...	ঐ		৫
২	পাচক মোসলমান	ঐ		৭
১	ভিস্তিওয়ালা ...	ঐ		৪
১	মেহতর ...	ঐ		৪
৩	দরওয়ান ও হরকরা	ঐ		১৪
				১৬৪

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

বর্দ্ধমান।—অসহ্য গ্রীষ্মপ্রযুক্ত সংপ্রতি বর্দ্ধমানে ওলাউঠা রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় হইতেছে। প্রতিদিন ৩০।৪০ জন করিয়া মরিতেছে। যেহেতুক ১৮ তারিখপর্য্যন্ত বৃষ্টিমাত্র না হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে না পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

সম্ভ্রান্ত লোক

(১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

[কালীনাথ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরো অধিক মান্য বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাঁহারদের মধ্যে দুই জন জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্ত্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু ঐ উপরে উক্ত দুই জন রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা কি উৎকোচ প্রদানেতে ঐ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ ঐ রায় চৌধুরীর পূর্ব্ব পুরুষ প্রতাপাদিত্য-নামক এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকস্থপ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং আকবরশাহা তাঁহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে বহুকালপর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন…।

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

এইক্ষণে ১৮৩০ সাল সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল ইহার মধ্যে এই নগরের কত লোক কাঙ্গাল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না যেহেতুক যাহারদিগের মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে গিয়াছে সে সংসার প্রায় ছারখার রাজা আমারদিগের মঙ্গলার্থে কোর্ট স্থাপন করিয়াছেন এবং অতিবিজ্ঞ ধার্ম্মিক বিচারক বিচারকর্ত্তা তাহাতে নিযুক্ত করিয়া থাকেন হতভাগারদিগের ভাগ্যে সূক্ষ্ম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে যেহেতুক খরচার দায় প্রায় ধনের শেষ হয় এবং সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে বাদী বিবাদী অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারে না সুতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিয়া ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয় যদি বল ধনী সকল আপন ধন মৃত্যুকালে যথাশাস্ত্র বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিরদিগের দেয় না এই কারণে বিবাদ হয় সুতরাং সুপ্রিম কোর্টে সূক্ষ্ম বিচারপ্রাপ্ত হইতে যায় ইহা সত্য কথা কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই নগর মধ্যে ধনী ও বিবেচকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচরণ মল্লিক খ্যাত ছিলেন এবং সুপ্রিমকোর্টের রীতি বিলক্ষণ জানিতেন অপর পণ্ডিতসমূহের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ছিল তাঁহার বিবেচনার ক্রটী স্বীকার করিতে পারা যায় না তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল বা ইচ্ছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি যাঁহাকে যাহা দেয় তাহা কএক পত্র করিয়া যান তদ্বিশেষঃ। বাবু নিমাইচরণ মল্লিক আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিকের নামে এক উইল করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহার পুত্র দুই জন এবং শ্রীযুত বাবু রামতনু মল্লিক বাবু রামকানাই মল্লিক শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক বাবু হিরালাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু সরূপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক এই আট জনে প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন অবশিষ্ট কোম্পানির কাগজ নগদ তালুক ও বাটী ও ভূম্যাদি ও এলবাস পোশাক ও সোণারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহেরপ্রভৃতি সম্পত্তির কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন এবং ঐ দুই জনে পিতার দেনা দিবেন পাওনা আদায় করিয়া লইবেন ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন আর সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম করিবেন যখন যে যে পুণ্যকর্ম্ম কিম্বা অন্য কর্ম্ম করিবেন তখন তাঁহারদিগের অন্য ছয় সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে তাঁহারা সম্মত হন তবে আট সহোদর মিলিয়া সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন সম্মত না হন তবে তাঁহারা দুই জনে যাহা ভাল বুঝেন তাহা করিবেন তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করেন সে অগ্রাহ্য এবং আর এক কোডেসেল করেন তাহাতে ঐ দুই জনকে অনেক পুণ্যকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং আর দুই কোডেসেল করেন তাহাতে দশ হাজার টাকা করিয়া ঐ দুই জনের নিকট রাখিয়া তাহার দুই কন্যাকে প্রতিবৎসর আট শত টাকা করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞা করে ১২১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের যে দিবস ৺ প্রাপ্তি হয় তাহার তৃতীয় দিবসে ঐ ছয় সহোদর ঐ দুই সহোদরের নামে সুপ্রিম কোর্টে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় যে নিমাইচরণ মল্লিক যে উইলপ্রভৃতি

করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং মঞ্জুর হইল তাঁহার পুত্রদিগকে যে তিন লক্ষ টাকা করিয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহা দিয়া এবং যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে লেখেন তাহা একবার ঐ দুই জনে করিবেন সে কর্ম্ম হইয়া যে ধন থাকিবেক তাহাতে সমান স্বত্বাধিকারী আট পুত্র সেই অবশিষ্ট ধনের কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন। এই সকল বিষয়ের হিসাব স্থির করিয়া শীঘ্র রিপোর্ট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল নিমাইচরণ মল্লিকের আজ্ঞার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ স্বকুলের ধারামতে ঐ দুই জন তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে সাত লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিলে ঐ ছয় জন আপত্তি করিলেন যে সত্তরি হাজার টাকা ব্যয় করিলে উপযুক্ত হইত। পরে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইলে মাষ্টর ঐ ছয় জনের পক্ষে রিপোর্ট করিলে দুই জনে একসেপসন করার কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট না মঞ্জুর হইয়া হুকুম হয় যে শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন তাহাতে তাবৎ বিতরণ কারক দ্বারা প্রমাণ হইলে মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপোর্ট করিলে উভয় পক্ষের একসেপসন হইয়া কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট মঞ্জুর হুকুম হয় ঐ হুকুমে অসম্মত হইয়া উভয় পক্ষে বিলাত আপিলের দরখাস্ত করেন কিন্তু দুই জনের প্রোশডিং অর্থাৎ কাগজাত কোন কারণে যাইতে না পারিবায় ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া পুনর্ব্বার তদারক করিবার জন্যে মাষ্টরকে ভারার্পণ করিতে হুকুম দেন তাহাতে মাষ্টরের নিকট ঐ ছয় বাবুরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণের ব্যয়ের টাকা এবং পুণ্যকর্ম্মের ব্যয়ের টাকা অনেক ন্যূন করিবার নিমিত্তে ইষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিয়াছেন। মধ্যে গত সেপ্তম্বর মাসে ছয় জনের দরখাস্ত মতে নিমাইচরণ মল্লিকের ইষ্টেটসংক্রান্ত যতটাকা ঐ দুই জনের নিকট ছিল তাহা সমুদায় অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের টাকাসমেত কোর্টে দাখিল করিতে হুকুম হইয়াছে পরে ঐ দুই জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে মাতার শ্রাদ্ধের ২০৫১০০ টাকা কোর্টে না গিয়া তাঁহারদিগের নিকট থাকে কারণ তিনি অতিবৃদ্ধা ও পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতে কোর্ট হুকুম দিলেন যে এ টাকা স্বতন্ত্র থাকিবেক যখন আবশ্যক হইবেক তখনি পাইবেন কিন্তু তাঁহার ৺ প্রাপ্তি হইলে ঐ শ্রাদ্ধের টাকা শীঘ্র পাইবার দরখাস্ত দুই জন করিলে মাষ্টর রিফেরেনস আরম্ভ করিয়া সাবেক প্রোশডিং দৃষ্টে এবং সংপ্রতিও পণ্ডিত ও কৃতকর্ম্মা বড় মানুষদ্বারা সাবুদ লইয়া শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক ইহা শ্রাদ্ধের দুই তিন দিবস থাকিতে রিপোর্ট করিলেন।

ইহাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন মল্লিক বাবুদিগের মোকদ্দমা ২২।২৩ বৎসরপর্য্যন্ত হইতেছে অদ্যাপি শেষ হয় নাই দুই পক্ষে খরচও অনুমান ১৮।১৯ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবেক অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে ইহারা অতিধনী এ জন্য অদ্যাপি যুদ্ধ করিতেছেন অন্যের অসাধ্য।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

খেদজনক মৃত্যু ।—এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইঁহার মৃত্যু সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতু তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ বৎসরের অধিক নহে অতি সুশীল সুপুরুষ ধার্ম্মিক বিচক্ষণ সাধ্যানুসারে সদাচারে ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে দৈব পিত্রাদি কর্ম্মে ত্রুটি ছিল না অপর বিষয়-কর্ম্মেও তৎপর ছিলেন তৎপ্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় জমীদারীপ্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিলক্ষণরূপে সুশাসনপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ম্মের দেওয়ান ছিলেন তাহাতে যশস্বী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর সুপ্রিম কোর্টে সরিফ দপ্তরে মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ব্বদিবসপর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম ধারামত সুসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত দপ্তরখানায় কর্ম্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবলপরাক্রম দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা ওলাউঠার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সুজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়াছি এই ওলাউঠা পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর দুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের বিষয় অধিক কি লিখিব পার্ব্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জ্জলিপর্য্যন্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি। [সমাচার চন্দ্রিকা]

(২০ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

গত ৭ রবিবার কলিকাতার নিম্বতলা সন্নিকৃষ্ট নিবাসি পীতাম্বর লানামক এক ব্যক্তি জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবসপর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তর গত হন তাহাতে তৎসম্পর্কীয় তাবল্লোক অত্যন্ত খেদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও সুশীল সদন্তঃকরণক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আঠার বৎসরপর্য্যন্ত তিনি শ্রীযুত আনরবিল সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেবের নিজ মুহরী ছিলেন এবং যাহাতে শ্রীশ্রীযুতের সন্তোষ জন্মিত এমত কর্ম্ম তিনি সতত নির্ব্বাহ করিতেন ইঙ্গরেজী ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুগণেরা তাঁহার যে ভরসা রাখিতেন তাহা নির্দ্দয় কৃতান্তের শাসনেতে এইক্ষণে লোপ হইল।

(২৯ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১৭ মাঘ ১২৩৭)

…মোকাম শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহুড়ি মহাশয় যিনি মীর্জাপুরের প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন তেঁহ এক্ষণে আমার-দিগের ভাগ্যক্রমে এই কোর্টের [আলিপুরের কোর্ট আপীলের] তৃতীয় বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু।—গত শনিবার ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

…বাবু রঘুরাম গোস্বামী শহর শ্রীরামপুরে জন্মিয়াছেন এবং বাল্যকালাবধিই ঐ শহরে সপরিবার বাস করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে পামর কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন।…

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎপত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংবাদ সুধাকরনামক এক অধর্ম্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির বক্তব্য যাহা তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুণ যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখো বিধর্ম্মপত্রের এক জন প্রধান অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের সাহায্যকারী এতৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিধার্ম্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মৎস্যইত্যাদি আহার করেন না ও স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন এবং মদককৃত ও ভৃত্যআনীত মিষ্টান্নসকল গ্রহণ করেন না এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং ঐ মহাশয় তুলসীমাহাত্ম্যবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্বারা রচনা করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্ম্মতৎপর ও ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্মী হইয়া যে কুপথাবলম্বি সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এইক্ষণে চমৎকার বোধ হইল যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধর্ম্মের নাম শ্রবণে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধর্ম্মে অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি ঐ সুধাকরপত্রে আদ্যাবধি অদ্যপর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে ইহা দেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে সুগোচর আছে। ইহা দেখে শুনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ্যে বাবু প্রেম বাবুর প্রেমসাগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন।… … …সং প্রং।

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৪৬)

অতি বিলপনীয় ঘটনা।—হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর মহাজন অতি সম্ভ্রান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ভগবান

নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্নে যোড়াবাগানে গরাদি রহিত দোতালা বাটীর ছাদোপরি ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। [কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজার]

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

শারদীয় পূজা।—...উক্ত বাবু [প্রসন্নকুমার ঠাকুর] হিন্দু দেবদেবীর নিন্দক। যদ্যপিও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠেরদের অনুরোধে অথবা তাঁহার মিত্রের সন্তোষার্থে তিনি শারদীয় পূজা করিলেন তথাপি তিনি দেবদেবীর পূজা ছেলেখেলার ন্যায় জ্ঞান করেন। অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক লেখেন যে তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যাকরা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিত সময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কিমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহাঁর তুল্য অবিবেচক আর নাই। এই সকল কথা অমূলক যেহেতুক বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও কালীকুমার ঠাকুর ও নন্দকুমার ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কিছুই মানেন না কেবল বাবু হরকুমার ঠাকুর হিন্দুরদের আচারে রত। তাঁহারদের বংশের মধ্যে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রধান রিফার্ম্মর এবং সর্ব্ববিষয়েতেই তিনি আপনার ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রিকা কিনিমিত্ত ঐ বাবুরদিগের উপাসনা করেন ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যে সতীধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় সহী করিবেন ইহা তিনি কখন মনে না করুন। সতীবিরুদ্ধ ক্লোনিজেসিয়ানের পক্ষে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন ঐ দরখাস্তে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বহস্তে সহী করিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাপ্রকাশক জ্ঞাত নহেন। তবে চন্দ্রিকাপ্রকাশকের তাঁহারদিগের অনুরোধকরণে অভিপ্রায় কি তিনি কি ইহাঁরদিগের দ্বারা ধনোপার্জন করিতে চাহেন...। কস্যচিৎ সত্যবাদিনঃ।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯)

৺ চন্দ্রকুমার ঠাকুর।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর গত ৫ আশ্বিন বুধবার জ্বরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুণ্ঠবাসি ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্য্যাদক ছিলেন ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ৺বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ব্বরূপে পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণকরত অনেক দিবস উত্তমরূপে

সংসারের সুখভোগ করিয়াছেন শেষ ইহাঁর কনিষ্ঠ বাবুরা বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহাতেও চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসম্বাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি এতন্নগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলি প্রায় এক্ষণে আপন২ মতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যিনি এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্মকে সুপরষ্টেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কর্ম্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রকুমার বাবুর মতের অন্যথা করিতে পারেন নাই শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি দৈবকর্ম্ম করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন বিশেষতঃ ঐ বাবুর মরণাবধারণ হইলে অর্থাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহাঁর জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন ঐ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীসুরধুনীতীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন যাঁহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের কাহার সাধ্য হইল না যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাযাত্রা করিবার আবশ্যক কি পরে পতিতপাবনীর তীরে দুই দিবস বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন বাবুও অপূর্ব্বজ্ঞানপূর্ব্বক স্বীয়েষ্টদেবতা স্মরণকরণ পুরঃসর সুরপুরী গমন করিয়াছেন। যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম)

(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

(পত্রপ্রেরক হইতে।) আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা-নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায়২ তাঁহার মৃত্যু নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি ঐ রোগকুল হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা কিছু কাল সজীব থাকিয়া ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি দুই প্রহর তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার পরিবারেরা গঙ্গাতীরে লইয়া পৌত্তলিক ব্যবহারানুসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন ঐ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি তবে আমারদের অকৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়েরও সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ধনি মহাশয়েরা মৃত্যুর পরে চিরস্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন কিন্তু প্রার্থনা করি যে সৎলোকেরা বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক তাঁহারদিগের সততাতে দুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্ উপকার সম্ভব।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

গৃহদাহ।— ৺ গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্টালিকাতে তাঁহার পরিজন থাকেন ঐ অতিবৃহৎ সুদৃশ্য অট্টালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দগ্ধ হইয়াছে।

ঐ অট্টালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পোলীস যে জলযন্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কার্য্যোপযোগী হইতে পারিল না। একটা কাষ্ঠের সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয়া চতুর্দিকস্থ বারাণ্ডায় লাগিল। অনেক কাগজপত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য ও ন্যূনাধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকস্থ প্রকোষ্ঠ রক্ষা পাইয়াছে।

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

ইশতেহার।—যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের পুত্র অথচ উত্তরাধিকারী ও উইলের টর্ণি শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত ২৫ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীর হুকুমক্রমে মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের মহাজনেরদিগকে এবং যাঁহারা তাঁহার সম্পত্তি দানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারেন তাঁহারদের প্রতি হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরিউক্ত কোর্টে শ্রীযুত মাষ্টর সাহেবের আপীসে তাঁহার সমক্ষে আগামি অক্তোবর মাসের ১ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে কোন তারিখে হাজির হইয়া আপন২ কর্জ বাবত পাওনা ও দানদ্বারা পাওনাবিষয় সাব্যস্ত করেন তাহা না করিলে উপরিউক্ত হুকুমের দ্বারা যে উপকার হইত তাহা হইবে না।

মাষ্টর আপীস ১ জুন ১৮৩৭

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

সুপ্রিমকোর্ট।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত জুলাই মাসের ১৮ তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামি আপ্রেল মাসের ১ তারিখ সোমবারে মধ্যাহ্ন ১২ ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিম কোর্টে মাষ্টর আফিসে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে উক্ত ডিক্রীর ফলসিদ্ধির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা পাবনার ও জিলা ফরিদপুরের কিয়ৎ অংশের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত পরগনা মহিমশাহী নামে বিখ্যাত মৃত লাডলি মোহন ঠাকুরের ইষ্টেটের মধ্যে যে এক তালুক তাহার সদর মালগুজারি জিলা যশোহরের কালেকটরীতে ১৭০১৫৷৶৮ টাকা দেওয়া যায়।

ইহার আর২ বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর উকীল শ্রীযুত উলিয়ম তামসন সাহেবের নিকটে অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে।

কলিকাতা। সুপ্রিম কোর্ট। মাষ্টর আফিস। ডবলিউ গ্রাণ্ট।
১৮ ফেব্রুআরি ১৮৩৯। মাষ্টর।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক।—

শ্রীযুত বাবু নবকিশোর সেন সকলকে জ্ঞাত করাইতেছেন তাঁহার শ্রীরামপুরের বাটীহইতে গত ১৯ পৌষ সোমবার রাত্রে সিঁদ দিয়া বহুবিধ দ্রব্য লইয়া গিয়াছে…।

হীরার কণ্ঠা। ………১ ছড়া বালা।……………………১ জোড়া
সোণার কামারাঙ্গাহার।…১ ছড়া রূপার হুঁকার খোল।…………১টা
সোণার কোমরপাট্টা। …১ ছড়া মাঠামাদুলি। ……………১ জোড়া
মুড়্কিমাদুলি। ………১ জোড়া ধানিমাদুলি ……………১ জোড়া

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ৬ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়।—গত শুক্রবারের ইনকোয়েরর পত্রে লেখেন যে শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তাঁহার তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অপর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্ম্মে যোগ্যতাবিষয়ে ঐ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। যদ্যপি তিনি তদুচ্চপদ প্রাপ্ত হন তবে স্বীয় বুদ্ধির নৈপুণ্যপ্রযুক্ত তৎকর্ম্মের যে সুসম্পাদন করিবেন এবং কর্ম্মসুসম্পাদকতাদ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রশংসনীয় হইবেন যে উত্তরকালে তিনি প্রধান সদর আমীনের পদ প্রাপ্তিযোগ্য হইবেন এমত আমারদিগের দৃঢ় বোধ আছে।

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪। ৬ মাঘ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক [কৃষ্ণজীবন] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম

বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত লার্কিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর চার্লস্ ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।

বাবু হরিহর দত্তের···পিতামহ ৺রামনিধি দত্ত অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত কষ্টম হৌসে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরগত হন এতদতিরিক্ত উক্ত বাবুর পিতা দেওয়ান তারাচাঁদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর বিষয় আছে এবং আরো জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব কএক বৎসরপর্য্যন্ত কোন জামিন না লইয়া ঐ ডিপার্টমেণ্টের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাঁহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে ঐ দেওয়ানী কর্ম্মনিমিত্ত তাবদ্ব্যক্তিরদেরই জামিনস্বরূপ কোম্পানির কাগজ আমানৎ করিতে হইয়াছিল। পুনশ্চ গত বিংশতি বৎসরাবধি ঐ দত্তজ মহাশয় অবাধে গবর্ণমেণ্টের নানা দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে অনেক সম্ভ্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন···।

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে ঐ বাবুর কোন অমর্য্যাদা হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঙ্গলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন···। বরং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে তাঁহার সহযোগে আর২ যে মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যেও কেহ২ এতদ্রূপ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।—কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০)

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে] চাকর হন ইহাতে যদি কাহার সন্দেহ হয় তবে কষ্টম হৌসের বহি দেখিবেন।···—চন্দ্রিকা।

(১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।···চন্দ্রিকাকারের [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের] পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা

৺ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺ বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকায় কলিকাতা নিবাসী।...

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৬ ভাদ্র ১২৪১)

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষয়ক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু।—কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজী-ওলকোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্দ্ধমান জিলার চৌঘরিয়া গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্লা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি আমরা অত্যন্ত দুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদল্লা সাহেব আপন দেশে গিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দিবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু সেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহাঁর বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্য অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কর্ম্মসমাধাবিষয়ে কোন ত্রুটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফ্‌তী ছিলেন এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন।

(১৯ মে ১৮৩২। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

...লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী সুবাজাতের বন্দোবস্তের কর্ত্তা তাঁহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেঁহ যেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি আছে। গবর্নর্ বেন্সীডর [Vansittart] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবর্নর্ বেরল্স [Verelst] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবর্নর্ হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজা গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্লভ। এবং খালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহাঁরা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কর্ম্ম সুশৃংখলে করিয়া সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপযশ হয় নাই।—সং চং।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—...কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর-নামক গ্রাম যথায় ৺ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান যাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি খ্যাতি

প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে। তাঁহার নানা স্থানে ৺ দেব দেবী স্থাপনাপ্রভৃতি বিবিধ কীর্ত্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্তৎস্থানেই নিরূপণ আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাঁহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ খিদিরপুরের বাটীতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাঁহার সেবার বাহুল্যতা এবং দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তদ্রূপ সেবা চলিতেছিল। পরে তাঁহার পত্নী ৺ রাজেশ্বরী দেবী ও তাঁহার পুত্রের জামাতা ৺ তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৺ দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হওয়াতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্যরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদায় উপস্বত্ব আপনারা গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা এবং দীনদুঃখি ও অনাহূত ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যাঁহারা ঐ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাঁহারদিগের প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের প্রয়োজন রাখে না তথাচ ঐ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে সুতরাং এবিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর এতদ্বিষয়ে আপনকার সদ্বক্তৃতা যাহা থাকে তৎসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাঁহার মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধারণদ্বারা শ্রীশ্রী৺ জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া উপরি-উক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে। এই সম্বাদ যদ্যপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় প্রকাশ্য পত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার রহিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সেবা চলিতে পারিবেক। কেষাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাসি জনানাং।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলে ভুলুয়া পরগনে অম্বরাবাদ সাকিম রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শর্ম্মণো বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা মজকুরে ন্যায়বতি কর্ম্মে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন পরে সন ১২৩৩ সন বাঙ্গলায় ঐ জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষ্মীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গা হইয়া একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে জিলা মজকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দওরার তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সর্ফদ করিয়াছিলো…।

(২৭ জুন ১৮৩২ । ১৫ আষাঢ় ১২৩৯)

······বাবু রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহা জানি যে যখন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতিশিষ্টতারূপ। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বাস্য। উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান্ এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক সোসৈটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহাহইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিয়ৎ জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।······

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ । ২৯ আশ্বিন ১২৪৪)

[কোন পত্রপ্রেরকহইতে।]

দরবার।—গত ৪ অক্তোবর তারিখে বেলা ৪ ঘণ্টার সময় গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীল-শ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা এক দরবার হয়। যৎকালীন শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের এবং স্বীয় সেক্রেটরী অর্থাৎ শ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও শ্রীযুত কালবিন সাহেব এবং অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এক বিশেষাগারে আগমন করিলেন তৎসমকালে শ্রীযুত নওয়াব তহব্বর জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত নওয়াব হোসাম জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর স্ব২ পদানুসারে যথাক্রমে মর্য্যাদাপুরঃসরে শ্রীশ্রীযুতের সমীপোস্থিত হইয়া সাদরে গৃহীতানন্তর আতর ও পান প্রাপণে বিদায় হইলেন।

অপর রাজোপাধিনিমিত্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর খেলায়ৎদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন।

শ্রীশ্রীযুত দরবারগৃহে পদার্পণমাত্র তৎসম্মুখবর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ সরাজপতাকা এবং বাদ্যদ্বারা অভিবাদন করিল পরে ভিন্ন২ রাজার উক্তিকার ও অন্যান্য মান্য জনগণ রীতিমত সাক্ষাদনন্তর এবঞ্চ কেহ২ খেলায়ৎ প্রাপ্ত হইলে দরবার ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত ও শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দ্বয় একত্রে চতুরশ্বযোজিত শকটারোহণপূর্ব্বক শরীররক্ষক অশ্বারোহীকর্ত্তৃক শোভাবিশিষ্ট ছিলেন।

(২৫ মার্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহুদর্শী বাঙ্গলা পার্সি আদি নানা বিদ্যার পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্য অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষৈক ধার্ম্মিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়া উর্দ্ধগতি পীড়োপলক্ষে গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দা তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা ৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি স্বজনগণ সাক্ষাতে মায়া মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শরীরার্দ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্দ্ধ কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে জাহ্নবীকূলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইয়াছিল মহারাজার মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়াও ধন্য পুণ্যবান্ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্য মৃত্যু নহে।

যথা।

শুক্লপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে
ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে।

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাদুর বৈকুণ্ঠবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত এবং তন্নিয়মানুগামী হইয়া এতাবৎ কাল দৈবপিত্রাদি কর্ম্ম যথা কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব এবং বাসন্তীপ্রভৃতি পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্ব্বরীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তদ্বিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বিশেষ মর্য্যাদা ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্তু অনুগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অর্থ ব্যয় দ্বারা সর্ব্বদা উপকারে যত্নবান হইতেন অধিকন্তু বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সৎপরামর্শ দ্বারা তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই সুমন্ত্রিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও সর্ব্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে কত শত বার সৎপরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা লিপি বাহুল্য

মাত্র। অপরঞ্চ ধর্ম্মপরায়ণ যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় তদুপায়ে চির চিন্তিত ছিলেন গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবকর্তৃক সতী নিবারণের আইন হইলে ঐ ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহৃত ধর্ম্ম চিরস্থায়ি জন্য যে ধর্ম্মসভা স্থাপন হয় তদুদ্যোগে অগ্রগণ্য অর্থাৎ সভার রীতিবর্ত্ম ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা সমাজে পাঠ হইবামাত্র তাবদধ্যক্ষের গ্রাহ্য হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্দেশীয় ধার্ম্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং মরণপর্য্যন্ত ঐ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষা করিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত অতি নিকট কুটুম্বও তাঁহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে। তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে আমারদের লেখনী শক্তা নহেন স্থূল২ কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্ব্বক আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহা আমরা সমাদরপূর্ব্বক চন্দ্রিকায় উজ্জল করিব। যাহা হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন কেন না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো অধীন হয় না এবং লজ্জা ভয় শূন্য অনেক লোক হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাঁহার বিশেষ মান্যতা ছিল তৎপ্রমাণ কাহারো কোন সৎকর্ম্ম রাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্ম্মকর্ত্তা জানিতে পারিলে মহাসুখী হইতেন এবং কাহারো কুকর্ম্ম অন্যত্র রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্তু রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্ম্মকারী লজ্জিত ও ভীত হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া জানাইব।—চন্দ্রিকা।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা।—যে অতি গুরুতর মোকদ্দমা সর্ব্বত্র রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ যে মোকদ্দমা ১৪ বৎসরঅবধি চলিতেছে এবং যাহাতে ১৫ লক্ষ টাকা লিপ্ত আছে সেই মোকদ্দমা আগামি সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে বিচার হইবে এবং বোধ হয় তাহার তজবীজ করিতে পাঁচ ছয় দিবস লাগিবে মোকদ্দমার মূল কথা এই যে পয়বস্তি ভূমিতে অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হয় এবং এই বিষয়ে সাধারণ জমীদারেরদের অত্যন্ত ক্ষতিবৃদ্ধি লিপ্ত বিশেষতঃ ১৮২১ সালে লাটরির কমিটি গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা প্রস্তুত করণার্থ আপনারদের সংগৃহীত টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ১৮১৪ সালের আইন অনুসারে কার্য্য স্থির করিলেন ঐ আইনক্রমে জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের প্রতি কিয়ৎ২ সীমার মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করিতে হুকুম আছে কিন্তু ঐ রাস্তা যদি কোন ব্যক্তির ভূমির উপরে পড়ে তবে তাহার মূল্য ভূম্যধিকারিকে দিতে হুকুম আছে এবং যদ্যপি তাহাতে উভয়ের সম্মতি হয় তবে আপোসে বন্দোবস্তে দ্বারা ঐভূমির মূল্য নির্ণয় করিতে হুকুম হইল কিন্তু তাহাতে যদি সম্মতি না হয় তবে তাহার মূল্য জুরির বিবেচনার দ্বারা স্থির করিতে হুকুম

হইল। অপর নূতন টাকশাল অবধি নিমতলার ঘাটপর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া সুতানুটি তালুকের মধ্য দিয়া রাস্তা পড়িয়াছে ঐ তালুক রাজা গোপীমোহন দেবের পৈতৃক এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার অধিকারী। ঐ রাস্তা নির্ম্মাণের বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেব তৎসময়ে কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু সুতানুটির জমীদার বা তালুকদার বলিয়া উক্ত আইন অনুসারে আপনার ভূমিতে রাস্তা হওন প্রযুক্ত তাহার মূল্যের দাওয়া করিলেন এবং লাটরির কমিটি ও গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূম্যধিকারির দাওয়া দেওনে অস্বীকৃত হওনেতে তিনি একুটিতে এক বিল ফাইল করিলেন ইহাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অনন্তর রাজা গোপীমোহন দেবের মৃত্যুর পরে রাজা রাধাকান্ত দেব গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা করিলেন যে এই বিষয় সালিসের দ্বারা বা প্রকারান্তরে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবেরদের বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে ফরিয়াদী রাজা রাধাকান্ত দেব সুপ্রিমকোর্টে পুনর্বার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও লাটরি কমিটির প্রধান উত্তর এই যে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই কিন্তু তাহাতে মৌরুসী পাট্টাদারেরই স্বত্ব এবং কমিটির সাহেবের ঐ পাট্টাদারেরদের স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ অনুমতিই তালুকদারের দাওয়ার বিষয়ে উত্তর স্বরূপ লেখেন। তাঁহারদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে ঐ রাস্তা যে ভূমির উপর হইয়াছে সেই ভূমি জোয়ারের জল যে পর্য্যন্ত উঠে তাহার নীচস্থ এবং রাস্তা নির্ম্মাণ সময়ে ঐ ভূমি জোয়ারের জলের নীচে ছিল অতএব তাঁহারা কহিলেন জোয়ারের জলের নীচস্থ ভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের অধিকার অতএব রাস্তার ঐ অংশ ভূমিতে কোন ব্যক্তিকে মূল্য দিতে হইবে না। তাঁহারদের প্রথম উত্তরে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদার ও পাট্টাদারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির স্বত্ব ইহা নির্ণয় হইবে। এবং দ্বিতীয় উত্তরে জোয়ারের জলের রেখার নীচস্থ ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অধিকার আছে যে তাহার উপরে রাস্তা করিলে তালুকদারকে মূল্য দিতে হইবে না এই মোকদ্দমার এইক্ষণকার অবস্থায় আমারদের কোন পক্ষেই কিছু কহা উচিত নহে। কেহ২ বোধ করেন যে বাজেয়াপ্ত ভূমির বিষয়ও এই মোকদ্দমাতে লিপ্ত আছে কিন্তু দৃষ্ট হইবে এই অনুভব অমূলক। [হরকরা]

(২৪ জুলাই ১৮৩৩। ১০ শ্রাবণ ১২৪০)

সংপ্রতিকার রাজোপাধি প্রদান।—···শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সংপ্রতি যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কলিকাতা সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক আন্দোলন দেখিয়া আমারদের খেদ জন্মিল।···শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি যে অতিগুণ প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হওনের পরেই যিনি প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহার সন্তান তিনি অতএব এবম্বিধ সম্ভ্রমসূচক উপাধি

প্রদানের অত্যুপযুক্ত পাত্রই বটেন। পক্ষান্তরে অস্মদাদির বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন দেবকে শ্রীলশ্রীযুতকর্তৃক যে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রীলশ্রীযুতের অত্যন্ত সদ্বিবেচনাই দৃষ্ট হইতেছে। যদ্যপি সতীবিষয়ক অথবা ভারতবর্ষীয় মঙ্গলসূচক অন্যান্য বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেবের সঙ্গে আমারদের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকুক তথাপি আমরা সচ্ছন্দে কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতার স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে যেমন মান্য তেমন অন্য ব্যক্তি দুর্লভ অতএব তাঁহাকে এই উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে যেমন সাধারণের সন্তোষ অন্যান্যকে উপাধি প্রদানে তাদৃশ নহে।...

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

দরবার।... [কুরিয়র পত্রহইতে নীত।] গত বৃহস্পতিবার বেলা এগার ঘটিকার সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে এক সাধারণ দরবার হইয়াছিল তৎকালে শ্রীশ্রীযুত যোদ্ধপরিচ্ছদধারণপূর্ব্বক স্বীয় মোছাহেব আর পারসী দপ্তরের সেক্রেটরী শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব এবং প্রাইবেট সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেন্‌হাম সাহেব সমভিব্যাহারি হইয়া দরবার প্রকোষ্ঠে পাদার্পণ করিলে অনেক চোবদার মোরছলবরদারপ্রভৃতি শ্রীশ্রীযুতের পশ্চাতে এক শ্রেণীবদ্ধপুরঃসর দণ্ডায়মান রহিল। গবরনর্ জেনরল বাহাদুর মর্য্যাদানুযায়ি সভাস্থদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসাকালীন যুবরাজ শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকটে আগমন করিলে রাজা স্বীয় প্রস্তুত এক পুস্তক অর্পণ করিবাতে শ্রীশ্রীযুত আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এক জন পারিষদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

এতদুপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভদ্রলোকের খেলায়ৎ সিরোপা হইল।

শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরকে সাত পার্চার খেলায়ৎ, জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা, ঢাল, তলওয়ার, প্রদত্ত হইল তৎকালে এক স্বর্ণের মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে দোদুল্যমান দর্শন হইল। রাজা বাহাদুরের পুনরাগমন কালীন প্রায় ২৫ জন চোবদার সোটাবরদার বল্লমবরদার তৈনাতি ছিল আর চারি ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ দুই জন অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া স্বীয়াবাসে পুনরাগমন করিলেন।

শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব খেলায়ৎ ও তদঙ্গের তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।...

শ্রীযুত আতর ও পান দিয়া গমন করিলেন।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

সুপ্রিম কোর্ট।—গত শুক্রবার ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে উক্ত আদালতের অনুজ্ঞাক্রমে মাষ্টর সাহেবের রিপোর্টমতে এলিয়াট মাকনাটন সাহেব শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবয়স্ক তদ্ভ্রাতৃগণের পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারণ রিসিবর অর্থাৎ তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং কোন পক্ষের বিন্যস্ত

তালিকানুসারে স্বদ্ধ বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরক ও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি আভরণাদিতে বহুসংখ্যক বোধ হইতেছে এবং অনুমান হয় ঐ সকল দ্রব্য রাজবাটীর ভাণ্ডারে উক্ত সাহেবের সাবধানতায় থাকিবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শুভজন্ম।—সোমবাসরে ৩০ জানুআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রসূতা হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধর্ম্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথমা অপত্যা।

(১ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৭ আশ্বিন ১২৪৩)

রিসিবর আফিস।—৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ইষ্টেটের তাবৎ স্থাবরবিষয় ইজারা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখের সুপ্রিম কোর্টের হুকুমপ্রমাণ শ্রীযুত এলিয়াট মাকনাটন সাহেব উপরিউক্ত মহারাজের তাবৎ ইষ্টেটের রিসিবর মোকরর হইয়া জমিদারীপ্রভৃতি ইজারা দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অতএব সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৭ অক্তোবর শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর আফিসে নীচের লিখিত জমিদারিদিগর চারি খণ্ড করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবেক। ইজারার মিয়াদ ঐ সময়ে নিরূপিত হইবেক অতএব যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হন ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

প্রথম খণ্ড। জিলা ত্রিপুরার পরগনা গঙ্গামণ্ডল ওগয়রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশপরগনার পরগনা মুড়গাছা পরগনা হেতেগড় মায় পানা রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি এবং মহত্রাণ রাস্তা ইং বেহালা লাং কুলপি মৌজে পেনেটি আগড়পাড়া এবং ভবানীপুর মৌজে নাটাগোড় ও বাগান আগড়পাড়ার হাট ও জলকর ওগয়রহ।

তৃতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশপরগনার কিসমত বারবাকপুরের মায় গুদিমহল ও জিলা হুগলির বাজে শ্রীরামপুর কিসমত বাণসই স্বর্ণপাড়া মাহেন্দ্রপুর কিসমত বেণিপুর ওগয়রহ।

চতুর্থ খণ্ড। বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বর বাগান ও রাইয়তী মহল তালুক সূতালুটি ও বেঁশোহাটা হাটসূতালুটি চার্লসবাজার ওগয়রহ বাজার সূতালুটি সাহেবান বাগিচা সিতি জয়পুর সাতগাছি দক্ষিণরাড়ি বাগবাজার শ্যামবাজার জায়গা মায় জলকর বাগবাজার কুলিমহল ফিচেলওয়ালা জায়গা ও চাঁদনির জায়গা ও ইটালি সিন্দুরেপটি যোড়াসাঁকো বৈঠকখানা মহল মনোহর মুখোপাধ্যায় মহল মাতা গোস্বামী কালীশঙ্কর নেউগি ওগয়রহ ও রাধাবাজার

জায়গা রাণীওয়ালা বাটী যোড়াবাগান মহল গোপীবাগান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাগান হোগলকুড়ে মায় জলকর ওগয়রহ এবং মল্লিকের বাগ ওগয়রহ। রিসিবর আফিস ২৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৬।

(২৭ মে ১৮৩৭। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] সুপ্রিম কোর্ট। ষ্টেট ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।—শ্রীমতী মহারাণী ও রাণীদিগের ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গের এবঞ্চ ধর্ম্ম কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে ব্যয়বিষয়ে উক্ত আদালতের আজ্ঞানুসারে তথাকার মাষ্টর সাহেব রিপোর্ট করেন যে রাজবাটীর পরিবারের সাম্বৎসরিক ব্যয়নিমিত্ত ২৭ আগস্ত ১৮৩৬ সালাবধি প্রতিবর্ষে ৩১৫০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

এই রিপোর্ট বর্ত্তমান ১৬ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত চিফ জুষ্টিস সাহেব দ্বারা গ্রাহ্য হয়।

উক্ত মাষ্টর সাহেব অন্য রিপোর্টের পাণ্ডুলেখ্যে ব্যক্ত করেন যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যয় কারণ প্রতিবৎসরে ৮০০০ টাকা উপযুক্ত বিধায়ে ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হয়।

এই টাকা কোম্পানি বাহাদুরের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিকটহইতে আনয়নার্থ উভয় পক্ষের উক্তিকার শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ্ সাহেব ও শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব এজেণ্ট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত।—…গত বুধবার অপরাহ্নে ৫ ঘণ্টা সময়ে মহারাণী অর্থাৎ শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী ঠাকুরাণী দেহ পরিত্যাগ করিলেন তৎকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবঞ্চ বৈরাগিগণ খোল করতাল দ্বারা শোকসূচক গান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু বংশ্যদিগের মধ্যে অতি প্রচলিত আছে।

ঐ মহারাণীর আশীবৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইয়াছিল।

উক্ত মহারাজ এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গ ৺ প্রাপ্ত রাণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করণের উদ্যুক্ত আছেন।

(১৮ জুলাই ১৮৩২। ৪ শ্রাবণ ১২৩৯)

বালশাস্ত্রী জম্ববী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে পুণ্যনগরে গবর্ণমেণ্টের পাঠশালার প্রধান শাস্ত্রী বালশাস্ত্রী জম্ববী গত সোমবারে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোকগত হন। তিনি পুণ্যনগর ও বোম্বাই রাজধানীস্থ তাবৎ প্রধান২ হিন্দু লোকের নিকটে অতি-

পরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বিদ্যাবান্ এমত সকলেই জ্ঞাত ঐ শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যায় অতি-নিপুণ ও কবি অলঙ্কার ও নাটক শাস্ত্রেও বিলক্ষণ প্রজ্ঞ। এডুকেসন সোসৈটির কর্ম্মে তিনি ১৮২৪ সালে নিযুক্ত হইয়া ঐ সোসৈটির নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক ডিক্স্যনরি প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হাটিন সাহেবের গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করিতেও উদ্যুক্ত ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসেতে তাঁহার সাহায্য ও গুণের দ্বারা অনেক ফল দর্শিবে এমত অনেকের ভরসা ছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম ছত্রিশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল।—বোম্বে দর্পণ।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভাদ্র ১২৩৯)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৺ দেওয়ান রায় রামসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপীসে সিরিশ্তাদারি কর্ম্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবি-নিউর সিরিশ্তাদারি কর্ম্মে আছেন তথা নদীয়া চাকদানিবাসি ৺ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্টী মোতালকে প্রধান২ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন…।

(২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি আনওয়ারপুর পরগনার মধ্যে মোং বারাসত নিবাসি ৺ রায় দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রনামক এক ব্যক্তি অতিবড় ভাগ্যবন্ত দয়াশীল ধার্ম্মিক ছিলেন। সন ১২২৬ সালের মাহ শ্রাবণে উত্তরাধিকারী দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হইলে ঐ দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রায় নীলমণি মিত্র· কনিষ্ঠ রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্র উভয়ে ঐক্যতায় কালযাপন করিয়া সন ১২৩৯ সালের ১০ বৈশাখে ঐ নীলমণি মিত্র আপন পুত্র রায় রসিকলাল মিত্রকে রাখিয়া পরলোকগত হইলে রসিকলাল মিত্র পিতার বিষয় সকল রীতিমত পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন এক অবীরা স্ত্রী শ্রীমতী মতিসুন্দরী দাসীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ৺ প্রাপ্ত হইলে পর ঐ অবীরা স্বামির যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া ঐ বারাসতের বাটীতে পীড়িতা হইলে স্বামির পিতৃব্য আপন সৌভাগ্য জ্ঞানে চিকিৎসার বৈপরীত্যকরণোদ্যোগী হওয়াতে ৺ ইচ্ছায় ঐ অবীরার পিতা কলিকাতার গরাণহাটানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় বসুজ প্রতিপালকবর মহাশয় ঐ ভবনে কন্যার সন্নিধানে গিয়া তথাকার ধর্ম্মকর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিয়া ঐ কন্যাকে স্বভবনে আনিয়া যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা সুস্থা করিয়া ঐ অবীরার স্থাবরাদি বস্তুসকল রক্ষণাবেক্ষণ

করণাশয়ে সদর দেওয়ানী ইত্যাদির বিচারকর্ত্তারদিগের অনুমতিতে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।...কস্যচিৎ শ্রীউমেশচন্দ্র বসোঃ।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

৺ হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন।—আমরা শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গ বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটিনিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন অতিপ্রধান বিখ্যাত লোক তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তরগমন সম্বাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসরের অধিক নহে সুপুরুষ শিষ্টশান্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক দেব পিতৃকর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত সর্ব্বত্র সম্মানান্বিত বিশেষতঃ প্রধান রাজকর্ম্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টাণ্ট-মাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্ব্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ তদ্দেশীয় লোকসকল জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতাদির সহিত যে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশে যাহা প্রকাশ আছে তৎস্মরণেও লোকোপকারিতা গুণ বিবেচনা হইতে পারিবে। আদৌ ঐ ফুক্কন মহাশয় এতদ্দেশের বিশেষতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশস্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়া সমাচারপত্রে প্রচার করিয়া-ছিলেন তত্তৎ সমাচার রাজা প্রজার গোচরহওয়াতে অনেক উপকার হইয়াছে। পরন্তু আসাম বুরঞ্জি পুস্তকপ্রকাশে তাঁহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় ঐ পুস্তকমধ্যে তদ্দেশের রাজাবলী ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা রাজ্যশাসন রীতি ব্যবহার চরিত্র লোকের ক্ষমতা বিদ্যা এবং নদ নদী পর্ব্বতাদির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্যব্যাপারেরও কি রীতি এবং শস্যাদির উৎপত্তি-বিষয়ক বহুতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে আপন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অনেক করিয়াছেন কেন না ঐ গ্রন্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া নিজার্থব্যয়দ্বারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি।

অপর ধার্ম্মিকতাবিষয়ে অর্থাৎ দেব পিতৃকর্ম্মে কিপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ লিখি। দুই বৎসর গত হইল আপন বিষয়কর্ম্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গমন করিয়া নানা ধামে কায়িক কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বহুধন ব্যয় করিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় ও তত্রস্থ লোক অনেকে জ্ঞাত আছে।

অপর কামাখ্যাযাত্রাপদ্ধতি এক গ্রন্থ নানা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল ঐ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমূহ গুণান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে দুঃখ হইবেক। সং চং

দর্পণসম্পাদকের উক্তি।...চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্য এক

বিষয়ের প্রশংসাকরণের সুযোগ করাই। কিয়ৎকাল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতুর্য্যরূপে লিখিত যে পত্র কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাও ঐ হলিরাম ঢেঁকিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব এইক্ষণে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না নতুবা তাঁহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা পাইলেও হিন্দুধর্ম্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহ্নুত ছিল।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৮ ভাদ্র ১২৩৯)

বর্দ্ধমানের নৃপতির লোকান্তর।—বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া পরিবারসহিত অম্বিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাঁহার উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জ্বরও হইত আর আমাশয়ের ব্যামোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেক্‌সন সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ঔরসজাত সন্তান সন্ততি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অম্বিকার রাজবাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাঁহার উনত্রিংশ বৎসর কএক মাস বয়ঃক্রম হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাঁহার পুত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাঁহার কেবল দুই রাণী আছেন এবং তাঁহারা এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজবাটীমধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ করিতেছেন যদিও মহারাজ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জ্বলকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাঁহারদের জননীও লোকান্তরপ্রাপ্তা হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুত্রের শ্রীযুত কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান সন্ততি হইলেন না।

এক্ষণে তাঁহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন মহারাজ তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে শ্রীমতী

মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইহাঁরই সমুদয় হইবেক।

আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহহওয়াপর্য্যন্ত কোন উইল করেন নাই অথচ তাহা কর্ত্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তথাকার শ্রীযুত জজসাহেব ইহার বৃত্তান্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইলদ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাঁহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর২ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্য্যন্ত পাই নাই। মহারাজ দীর্ঘকালপর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহাঁর তুল্য ধনশালিজন এ রাজ্যে দৃশ্য হয় নাই মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে সুতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা অম্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আনুকূল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্ত্তব্য জানিয়া অত্যন্ত হেয় করিয়াছিলেন।—কৌমুদী।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপর্য্যন্ত বার্ত্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ কহিতেছি শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটীতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ হইয়াছে।…

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া বিস্তর খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লস্কর যিনি পাঁচালি গানদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত ঐ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লস্কর তুমি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় হইয়াছ তাহাতে লস্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর জানিয়া পূর্ব্বরীত্যনুসারে উত্তর করিলেন।…জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্ব্বত্র শুনা

যাইতেছে…। ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা শ্রীযুতের নিকট পূর্ব্বে দান-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কে পাঠকবর্গের সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু গত তাবৎকাগজে সন্দিগ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ঐ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর সওদাগর বিচর সাহেব তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার নামও কহিলেন।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন লোকেরা এই সম্বাদশ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে পারেন শ্রীযুত বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য্য যিনি গণনাতে লোকেরদের বিশ্বাস্য এবং অনেকে বিশ্বাস করেন তিনি দৈবীশক্তিতেই ভূতভবিষ্যদ্বিষয় কহিতে পারেন ঐ ভট্টাচার্য্য আসিয়া বহুলোকের সাক্ষাতে গমনপূর্ব্বক কহিলেন আমি সাহস করিয়া বলিতেছি এই মহাশয় মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজ্যাধিকার অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন যদি একথা মিথ্যা হয় তবে শাস্ত্র এবং আমার ব্রহ্মণ্যদেব মিথ্যা হইবেন। নারদ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—স্বয়ং রাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া যে ব্যক্তি পতাকা উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র কি না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটীর প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে অম্বিকা গমনের চারি দিবস পূর্ব্বে তাঁহার জ্বর হয় তাহাতে বারম্বারিতেই থাকেন ঐ পীড়া শান্ত্যর্থ রাজ কবিরাজেরা অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি ঔষধের মধ্যে তাজা বিষ দেন কিন্তু মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয় পাত্র এক বৈদ্য পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন মহারাজকে তাজা বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সাক্ষাতে আনিবামাত্র প্রিয় পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়া নিষেধ করিলেন। এই প্রকার উদ্যোগ তিন চারি বার হয় এবং বৃদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসিয়া ভক্ষণার্থ উপরোধ

করেন তাহার কারণ এই যে গোপনীয় বিষ প্রয়োগের ব্যাপার বৃদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কদাচ সে ঔষধ গ্রহণ করিলেন না এবং এক হস্তীর উপর ডঙ্কা অন্য হস্তীতে আম্বারি বসাইতে হুকুম দিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাযাত্রার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধূরাণী যুবরাজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাঁহার মহলে গেলেও আমার প্রাণ রক্ষা হইবেক না। অতএব ছোট রাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আসুন নতুবা সময়ান্তরে যদি ভগবান করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্গাযাত্রা কালে ন্যূনাধিক সহস্র লোক নবীনবাগে একত্র হইয়াছিল। এবং বোধ করি পরাণচন্দ্র বাবুও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বারদ্বারি হইতে নামিয়া হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাতে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা অম্বিকাতে গিয়া পাচ দিবস ছিলেন তাহার পরে কেহ বলে মরিয়াছেন কেহ বলে জলে অদৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অদর্শন যাহা হউক শ্রীযুত বসন্তলাল বাবু নিশ্চয় বলিতে পারেন। কেননা তৎকালে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী ও ঘাসী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি নিকট ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজও অম্বিকায় যাইতে ছিলেন কিন্তু পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার অন্তেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং রাজবাটীতে গিয়া বধূরাণীদিগের হস্তে যে সকল চাবি ছিল তাহা লইয়া কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন।

তাহার পরে রাজবাটীর যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মরিলে স্ত্রীলোকরা একত্র বসিয়া নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই এখন পতাকাচিহ্নিত অনিশ্চিত রাজার আগমনেতে এই সকল বিষয় উত্থাপন হইতেছে। এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের মরণের পর এক দিবস বাবু বাহির সর্ব্বমঙ্গলা পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু চতুর্দ্দিগে লোকের করতালিধ্বনিতে পাল্কীর কপাট দিয়া সত্বর আসিতে হইয়াছিল যাহা হউক ফলে নিশানধারি ব্যক্তি বর্দ্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবেন। এবং রাজবাটীস্থ প্রাচীন লোকেরাও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত প্রতাপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের মরণাবধারণার্থ যদি বর্দ্ধমানের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের আবেদন করেন তবে এবিষয়ের অনেক আন্দোলন হইবেক এবং মরণের কারণ গুপ্তাভিপ্রায় সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ভ্রমণকারিণঃ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বর্দ্ধমানের মোকদ্দমা।—গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের রাণীরদের ব্যাপার বিষয়ে কলিকাতার মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে তৎপ্রযুক্ত আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্রহইতে তদ্বিবরণ গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমানের রাজা দুই রাণী অর্থাৎ বড় রাণী শ্রীমতী কমলকুমারী ও ছোট নীরা

শ্রীমতী বসন্তকুমারীকে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। এবং তৎসময়ে ছোট রাণীকে অনেক স্থাবর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তাহার কিয়দংশ কলিকাতার মধ্যে আছে এইক্ষণে তাহা শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড় রাণীর দখলে আছে। শ্রীমতী বসন্তকুমারী সুন্দরী অথচ যুবতী আপনার বিষয় অধিকার করণার্থ নালিস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বড় আদালতের উকীল শ্রীযুত হেজর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন তাহার সাক্ষী ঐ রাণীর এতদ্দেশীয় দুই জন দাসী ছিল ঐ মোক্তারনামার সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ লওনার্থ বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবের প্রতি বড় আদালতের এক হুকুমনামা প্রেরিত হয় তাহাতে এই আজ্ঞা ছিল যে ঐ মোক্তারনামা দুই জন দাসীর সাক্ষ্যের দ্বারা প্রকৃত কি না তজবীজ করিবেন। তাহাতে অনেক দিন ঐ দুই দাসী বর্দ্ধমানের আদালতে উপস্থিত থাকে। পরিশেষে শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব শ্রীযুত মেলিস সাহেবকে আজ্ঞা করেন যে ঐ হুকুমনামা জারী করিয়া ফিরিয়া পাঠান। তাহাতে ঐ সাহেব তদনুরূপ করিয়া শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবকে কহিলেন যে ঐ হুকুমনামা আমার নামে প্রেরিত হয় নাই অতএব আমি তাহা জারী করিলে মঞ্জুর হইতে পারে না তৎপ্রযুক্ত অন্য এক হুকুমনামা শ্রীযুত ওগেলবি ও শ্রীযুত মেলিস উভয় সাহেবের নামে প্রেরিত হইল কিন্তু তাঁহারা তাহা জারী না করিয়া লিখিলেন এই হুকুমনামানুসারে কর্ম্ম করিতে আমারদের আপত্তি আছে। পরে অন্য এক জন সাহেবের নামে অপর এক হুকুমনামা প্রেরিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জারী করিলেন। অতএব এইক্ষণে ছোট রাণীর পক্ষে মোক্তারনামা সিদ্ধ হওয়াতে অগৌণেই সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। বোধ হইতেছে এইক্ষণে শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড়রাণী কমলকুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারী নজরবন্দী আছেন। অতএব শ্রীযুত হেজর সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিলেও ঐ রাণীর সহিত কোন কথোপকথন হইতে পারিল না। কুরিয়র পত্রে লেখে যে এইরূপে চারি মাস গত হইলে পর ঐ সাহেবের প্রতি আদালতের অনুমতি হইল যে আপনি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।— আমারদের নিবেদন যে আপনারা নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন।

আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের মহারাজ ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭ পৌষে ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং

ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন কিন্তু যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে ঐ জমীদারী বৃদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে ঐ পিতাই তাঁহার মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র ঐ সকল ভূম্যধিকারের স্বামিত্বপ্রযুক্ত তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাইতেন।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্ববৎ ঐ সকল জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর তাবদ্ব্যাপার তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন এবং ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ দেওয়ানী ও কালেকটরী কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ঐ অধিকারের মধ্যে যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও প্রচুর সাক্ষী আছে তদ্দারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৺ প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর পূর্ব্ব অনেক কাল ঐ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন। বর্দ্ধমানের জজ ও মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং ঐ জিলার তৎকালীন রেজিষ্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং ঐ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও বর্দ্ধমানস্থ যুদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্ব্যক্তি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতদ্ভিন্ন সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী প্রিন্সেপ সাহেব মার্কুইস হেষ্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া সাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্ভ্রম ও খেলাৎ বর্দ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্ভ্রমপূর্ব্বক খেলাৎ প্রদান করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রূপ সম্ভ্রম করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্বিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে ঐ প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন।

তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিষ্টরী করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনার্থ রাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন কিন্তু হুগলি জিলার মধ্যে ঐ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৺ প্রাপ্ত স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ঐ জিলার জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত

করিয়া আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত বিপরীত।

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী কেবল নাম মাত্র অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাঁহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না কেন না তাঁহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং ঐ মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা আছে এবং যাঁহারা তাঁহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করা গেল অথচ তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্ম কারকেরদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন।

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রীর কোর্ট আপীলে আপীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া ওকলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্ত্তৃক নিষ্কলঙ্করূপে স্বীকৃত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া ঐ রাজার তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি ঐ জমীদারীর প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোর্ট আপীলের সাহেবেরা হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তদনুসারে ঐ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথা করিলেন এতদ্রূপে এই মোকদ্দমার প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষতঃ আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমরা নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহা ঐ সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল। জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা না হইয়াও স্বদ্ধি ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী

বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও আশ্চর্য্য বোধ হইল।

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজচন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারদের যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারান্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরসা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরা দুঃখিনী অনাথা বিধবারদিগকে এতদ্রূপ অত্যাচার ও নির্দয় ব্যাপার হইতে রক্ষা করিবেন। আমারদের শ্বশুর এতদ্রূপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে আমরা যে কেবল যথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের এমত নিস্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল আমরা এতদ্রূপে দুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও শ্রীযুত কালবিন কোং ও শ্রীযুত প্লৌডন কোম্পানিকে কর্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজা তেজচন্দ্র আমারদের অন্যান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া ঐ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমরা একেবারে সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে ঐ স্থান হইতে বিলাত আপীল করিতে পারিবেন তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতদ্রূপ মোকদ্দমার খরচ যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রেরা কেবল দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ ল্যেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে ঐই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব

এতদ্রূপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভরসা ছিল তাহা দূরগত হইল আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্দ্ধমান ২১ জুন ১৮২৪।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫)

প্রতাপচন্দ্রের মোকদ্দমা। ...ষষ্ঠবিংশ দিবস। ৩ জানুআরি।—কলিকাতা নিবাসি ডেবিড হের সাহেব সাক্ষ্য দিলেন আমি কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের সেক্রেটরী যখন বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণের আমার অনেক উপায় ছিল তাহা ১৮১৭।১৮ সালে হয়। আমি ছয় সাত বার রাজার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে তাঁহার বাটীতে যাইতাম প্রত্যেকবার এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতাম আমার বোধ হয় আসামী রাজা প্রতাপচন্দ্রের ঠিকতুল্য। মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতের নিকটবর্ত্তি কুঠরীস্থ ছবি আমি দেখিয়াছি ঐ ছবির সঙ্গে আমি আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিলাম এবং আসামীর নাসিকা ও ছবির নাসিকা ও চক্ষু তুল্যই দেখিলাম এবং থুঁতি ও অধর ছবির সদৃশই আছে। ছবির মুখ ও রং আসামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারি ও গৌরবর্ণ কিন্তু সামান্য আকার তুল্যই আমার বোধ হয় যে আসামী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন আসামী কৃশ হওয়াতে প্রথমত আমার বোধ ছিল যে রাজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা কিন্তু তাঁহার দীর্ঘতা ও আমার দীর্ঘতা ঐক্য করিয়া দেখিলাম যে আসামী ঠিক প্রতাপচন্দ্রের তুল্য লম্বা অর্থাৎ আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা প্রতাপচন্দ্রও এই রূপ দীর্ঘ ছিলেন আমি অদ্য জেহেলখানাতে আসামীকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম প্রথমত আসামীর স্মরণ ছিল না যে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছিলাম কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন যে তুমি রামমোহন রায়কে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আসিয়াছিলা এবং তোমার সঙ্গে বন্দুকের সিন্দুকের ন্যায় একটা সিন্দুক ছিল তাহার মধ্যে একটা দুরবিণ ছিল সেই দুরবিণের দ্বারা আমরা উভয়ে ছাদের উপরে উঠিয়া চন্দ্র দেখিলাম তিনি আরো কহিলেন যে তোমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য এক পিঁজরা ছিল তাহার মধ্যে দুই পক্ষী ছিল। তদ্রূপ পিঁজরা আমার নিকটে ছিল তাহা আমি তৎপরে অযোধ্যার রাজাকে দিলাম আমি সেই পিঁজরা কখন রাজা প্রতাপচন্দ্রকে দেখাই নাই কিন্তু হইতে পারে যে আমার কোন চাকরে তাঁহাকে দেখাইয়া থাকিবে। তিনি দুরবিণের বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপে কহেন নাই কিন্তু তাহার লম্বাইর কথা ঠিক কহিলেন। যে জিজ্ঞাসার বিষয় আমি আসামীকে কহিলাম তাহা আমি কখন কোন ব্যক্তিকে কহি নাই কেন না তাঁহার প্রত্যাগমনের বিষয় এবং তাঁহার মৃত্যু ও জমীদারী ত্যাগ করিয়া যাওনের বিষয় অতি বিরুদ্ধ জনরব শুনিয়া বোধ হইল ইহাতে আমাকে সাক্ষী মানিতে পারে অতএব এই সকল জিজ্ঞাসা আমি গোপনে রাখিলাম। অদ্য তাঁহাকে দেখনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর আমি দুই বার দেখিলাম একবার পানীহাটিতে রাজকৃষ্ণ চৌধুরীর বাটীর নাচে গিয়াছিলেন তৎ সময়ে আসামীর দাড়ি ছিল

অতএব তাঁহার মুখের অধোভাগ আমি দেখিতে পাইলাম না কিন্তু মুখের উপরি ভাগ প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় অনেক প্রকারে বোধ হইল দ্বিতীয় বারে সুপ্রিমকোর্টে তাঁহাকে দাড়ি রহিত দেখিলাম এবং তৎ সময়ে বোধ হইল যে ইহাঁর আকার প্রকার ঠিক প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় তাহাতে আমি লিথ সাহেবকে তাহা কহিলাম বুঝি তৎপ্রযুক্ত আমার প্রতি এই সফীনা হইয়াছে। আমি আসামীকে নিতান্ত বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য তারিখের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কখন কথা কহি নাই আমি আসামীর নাসিকাতে একটা আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম তাঁহার নাসিকাতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে জেহেলখানায় অন্য কোন আসামীর এইরূপ ঘর্ম্ম হয় না।

(২০ অক্টোবর ১৮৩২। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যা (Late Editor of the Gyanunweshun)।—কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছাত্র বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পূজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ভ্রংশন হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাঁহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় তাবদ্বন্ধন খণ্ডন করিয়া নূতন গ্রাহ্যোপদেশানুসারে আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যথাসম্ভবানুসারে তাঁহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উক্ত তৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাঁহার কেবল শ্বশুর তাঁহার প্রতি স্নেহদয়াপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছিলেন। গত শীতকালে তাঁহার কএক বান্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নূতন২ গ্রাহ্যোপদিষ্ট ব্যক্তিরদের পরামর্শ না শুনিয়া উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি বিরক্ত তাঁহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণসীতে পঁহুছিলে পর কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে দুঃখসূচক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার মনের আশ্চর্য্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তত্রাপি বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যূনতা ছিল এবং তাঁহার চক্ষুষ্মত্তা এমত ন্যূন হইয়াছিল যে কিছুকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুর প্রতিই দৃষ্টির স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার বিশেষ ঔষধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার ঐ ঔষধ সেবনের লক্ষণ বটে। কিছুকাল হইল ঐ ধামহইতে উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ সময়ে তাঁহাকে ঐ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটীতে আসিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্তু তাঁহার অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ তাঁহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল। এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার

আরোগ্যকরণার্থ আহূত ছিলেন কিন্তু তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা আমরা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে ঐ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ ঐ ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুরবাটীহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মিত্রগণগোচর নহেন। ঐ যুববাবু যে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ঐ রোগের লক্ষণপ্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাক্যপ্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাঁহার প্রতি কোন অনুপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে। আমারদের বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত। কিন্তু যদি তাবদ্বিষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে ঐ বাবুর প্রতি অন্যায় দৌরাত্ম্যাচরণ থাকে তবে তদ্বিষয় আদালতে তজবীজহওনের যোগ্য। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাঁহার পিতামহের মৃত্যুসময়ে তিনি অশীতিসহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কাগজপত্র ইত্যাদি তাঁহার পিতার হস্তেই আছে।—ফিলানাথ্ পিষ্ট।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

নূতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে।—তোমারদিগকে পূর্ব্বক্ষণে সাবধান করা যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কপ্পুরিয়াকে দিবা না যেহেতুক তেঁহ যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহা হইতে ঐ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব দিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের লিখিত নামক ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবা ইতি। উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ডবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব। শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী। কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

৺ মদনমোহন সেন।—বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকান্তরগত হওয়াতে বেঙ্ক বাঙ্গালের দেওয়ানী পদশূন্য হইয়াছে যেহেতুক ঐ মান্য সেন মহাশয় কতক কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন।...

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী।—আমরা বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্ম্মে এতন্নগরের জোড়াবাগান নিবাসি বাবু মদনমোহন সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি গত ৪ নবেম্বরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন ঐ

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত হয় ঐ আটজনের মধ্যে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এক। ঐ সকল দরখাস্ত কমিটিতে বিবেচনা হইয়াছিল ঐ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু রামকমল সেন এতৎ কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র তাঁহার অন্যত্রীয় কর্ম্মের সুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ দুই শত টাকা মাসিক বেতন আর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর সেন বাবু কমিটির অনুমত্যনুসারে সেক্রেটরী সাহেবকর্তৃক কর্ম্মে নিযুক্তিবোধক লিপি প্রাপ্ত হইয়া যথা কর্ত্তব্য করণানন্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের কর্ম্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্বাদ।—আমরা মহাখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি জনাইনিবাসী বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসন্তরোগোপলক্ষে গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অশুভ সংবাদ প্রকাশ করিতে যখন লেপনীধারণ করিলাম তৎকালে তাঁহার রূপ গুণ দয়া ধর্ম্মাদি স্মরণ হইবাতে নয়ননীরে পত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। আমরা নিশ্চয় বোধ করি এ দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ আদৌ মহাবংশোদ্ভব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। শীলতা ও লোকলৌকিকতায় কিপর্য্যন্ত লোককে সন্তুষ্ট করিতেন তাহা যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইয়াছে তিনিই জানেন দৈব-কর্ম্মে এবং পিতৃকর্ম্মে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও সচ্ছীলতা প্রকাশ ছিল তাহাতে মহাযশস্বী ছিলেন এবং বিষয় কর্ম্মোপযুক্ত বিদ্যায় উপযুক্ত পাত্র হইয়া বহুদিবসাবধি স্বকীয় এবং রাজকীয় বিবিধ ব্যাপার সম্পন্ন করণক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। যদ্যপিও পৈতৃক ধনে ধনী ছিলেন তথাচ স্বয়ং উপার্জ্জনে আলস্যমাত্র ছিল না ইত্যাদি নানাগুণে গুণনিধির পরলোক গমন দুঃসহ সংবাদ কি সহ্য হয়।…—চন্দ্রিকা।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

কলিকাতার নূতন বাজার। [পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্‌কিন্স লো এণ্ড কোম্পানির সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের দক্ষিণে ছিল) ঐ মৃত সাহেবের ত্রষ্টিরদের অনুমতিক্রমে বিক্রয়-

হওয়াতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০০০ একান্নহাজার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন ঐ বিষয়ের মূল্য পূর্ব্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার প্রধান২ হৌসসকল দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অল্প দামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থানে নূতন অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরম্য এক বাজার করিবেন এ স্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেবলোক আপন স্বেচ্ছামতে ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আসিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারদ্বারা বিশেষ লাভ করিতে পারিবেন ইতি।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট।—হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কাওয়াসজি।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—সমুদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি পঁহুছিয়াছে। ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং ঐ বাবু ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ি সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে ঐ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করণ।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।—গত সোমবার রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যূনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন করাইয়া পরমসন্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য ও বহ্ন্যুৎসবজনক ও অত্যুৎকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমন্ত্রিত মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল। অনন্তর বাদ্য বাদনারম্ভ হইয়া বাজিতে অগ্নি দেওয়া গেল ঐ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই

অতিপ্রশংসা করিলেন। তৎপরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ২ সকলই ভোজন পান করিলেন অনন্তর মহানাচ আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্টের তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও জনেক দুই জন সেনাপতি সাহেব এবং কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়েরা তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ সদাশয় নিমন্ত্রক বাবু নিমন্ত্রিতেরদের সন্তোষার্থ যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩)

গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে সুদর্শনার্থ যে সকল বস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য দুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল তাহার এক গাড়ু শ্রীলশ্রীযুক্তের ব্যয়ে পিটর কোম্পানিকর্তৃক প্রস্তুত হয় দ্বিতীয়টা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হামিণ্টন কোংকর্তৃক নির্ম্মিত হয়। শেষোক্ত গাড়ুর ওজন হাজার ভরির ন্যূন নহে উভয়েরই কারুকরী অতিবিস্ময়নীয় তাহাতে এতদ্দেশীয় কারিকরেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। ঐ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড় দৌড়ে পুরস্কারার্থ প্রদত্ত হইবে। এই বৈঠকের অপর এক প্রকোষ্ঠে অত্যদ্ভুত মাইক্রসকোপ অর্থাৎ যাহার দ্বারা অতিক্ষুদ্র পদার্থ অতিবৃহৎ দৃষ্ট হয় এমত একপ্রকার দূরবিন বিশেষ দর্শিত হইল।…

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা করিলেন।

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্বারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম না হউন তথাচ আমারদিগের সর্ব্বগুণান্বিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও ধন দ্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্ব্বক দানহেতু অনেকের প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্য্যোপযুক্ত করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অত্যুত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্য ধর্ম্মে রত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ এইহেতু অনেক

সহায়হীন মনুষ্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কার্য্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢ্যের উপযুক্ত যে কর্ম্ম তাহা করিয়াছেন আমরা শ্লাঘ্যপূর্ব্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা ৫ বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্ভিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই।

আমরা এক চিত্তে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু সুস্থ হউন তিনি মফঃসলে প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার দৃষ্টে মফঃস্বলস্থ তাবৎ বিষয় তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন কিন্তু আগমন হইলে তাহারা পরমাহ্লাদ করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ মার্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৺প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গ্লানি বিষয়ক মোকদ্দমা।—শ্রীযুত কাপ্তান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে চারি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে নিষ্পত্তি হইল।…

দ্বিতীয় মোকদ্দমা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। বোধ হয় যে থাকারি সাহেব হরকরা সম্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্ব্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিতা আছে তৎপ্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব ঐ গ্লানি বিষয়ে তাঁহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্য ক্রুটি স্বীকার করেন তবে আমি মোকদ্দমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি ঐ পত্র লিখি নাই তাহা ছাপাইবার পূর্ব্বে দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি ক্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে হরকরা সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গ্লানি আমারদের বোধ হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির করিলেন।…

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—ভ্রান্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জানুআরি শনিবারে উক্তবাবুর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক অতিগুণান্বিত এক পুত্রের লোকান্তর হইল এবং তাহার দুই দিবস পরেই তাঁহার ভার্য্যার পরলোক হইল।

(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬)

নাট্য শালা।—সম্প্রতি যে ভূমিতে [চৌরঙ্গীস্থ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঐ ভূমিতে বৃহৎ দুই বাটী নির্ম্মাণার্থ স্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি শ্রীযুত চেষ্টর সাহেবের ও তাঁহার পরিবারের সর্ব্বস্ব ঐ নাট্যশালার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে এই নিমিত্ত তাঁহার উপকারার্থ কলিকাতায় এক চাঁদা হইয়াছে এবং ঐ চাঁদাতে কলিকাতাস্থ মহাশয়েরা অতি বদান্যতাপূর্ব্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—গত বুধ বারে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজন করাইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। ঐ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি মনোরঞ্জক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল।

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া মহা ভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

প্রাসাদারম্ভ।—বর্ত্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা নয় ঘণ্টার সময়ে আঁন্দুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের রাজধানীতে আনন্দধাম-নামক এক বৃহদট্টালিকা আরম্ভ হওয়নকালে প্রথম যথাশাস্ত্র পঞ্চরত্ন গ্রন্থিত হইল এই আনন্দজনক শুভকর্ম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত রাজধানী হইতে পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতন্মহানগর কলিকাতার টৌনহালের ন্যায় নির্ম্মাণ হইবেক যদ্যপি প্রাগুক্ত বৃহদ্ব্যাপার সুসম্পন্নহইতে

দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা অনুমান করি ত্বরায় সুসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে।—চন্দ্রিকা।

(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

রাজা রাজনারায়ণ রায়।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে আমারদের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব আন্দুলনিবাসি রাজা রাজনারায়ণ রায়কে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

শুভজন্ম।—আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১০ জুন শুক্রবার আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের এক নবকুমার শুভজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শুভবার্ত্তা বহুসংখ্যক তোপধ্বনিদ্বারা উক্ত রাজধানীতে সুপ্রকাশ করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্বাদ শ্রবণে রাজবাটীস্থ এবং ভিন্ন২ গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে যে তদবধি নিরন্তর রাজকোষ-হইতে বদান্যতা প্রকাশ দ্বারা দীন দরিদ্রগণকে সন্তোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং ঐ কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে উক্ত শ্রীমন্মহারাজ স্বীয় দলস্থ ও মহানগর কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের ভিন্ন২ দলস্থ ভূরি২ লোকদিগকে সামাজিক দ্রব্য প্রদানার্থ পিত্তল নির্ম্মিত কলস ও স্থাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বৃহদ্দানারম্ভ করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতিগ্রাহকগণ অত্যন্তাপ্যায়িত হইতেছেন।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ৪ ফাল্গুন ১২৪১)

শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্তি।—আমরা কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিলা যশোহর নড়াল গ্রাম নিবাসী পরে কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে দিবা আড়াই প্রহরের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন পুরঃসর অপূর্ব্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত শ্রীশ্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যদ্যপিও মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বদাই অশুভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ সুখী হইতে পারেন তৎপ্রমাণ মরণং যত্র মঙ্গলং। আমরা শুনিয়াছি ঐ রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জ্জনের পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তৎচিহ্ন তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং ঐ কাল পর্য্যন্ত যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহা এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব পিতৃ কর্ম্ম এবং বিষয় কর্ম্মে অবসন্ন হইয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়া কাশীবাসী

হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ধন জন পরিবার সুখৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগযজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়া মোহ শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকালে সপ্রমাণ হইল।...চন্দ্রিকা।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

...কৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বসুজের কন্যার সহিত সুগন্ধ্যাবাসি হাল সাকিন কলিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ হইয়াছে। উক্ত বসুজ ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য।...কস্যচিৎ হোগলকুড়িয়া-নিবাসিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২)

ইশতেহার।—খড়দহর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুসড়ির বাগানের ভিতর এক দোতালা কুঠী ও পুষ্করিণী এবং ঐ কুঠীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জায়গা ও ঘাট খালি আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাকে তবে খড়দহ কিম্বা কলিকাতার দরমাহাটায় ঐ বাবুর বাটীতে গেলে ভাড়ার ধার্য্য হইবেক। এবং চাণকের পূর্ব্ব নীলগঞ্জের নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যোড়া ও পাকা বড়ী গুদাম মায় বৃহৎ এক পুষ্করিণী ও কমবেশ ২৫।২৬ হাজার টাকার লহনাসমেত ভাড়া দেওয়া যাইবেক...।

(৫ মার্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২)

আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বাবুজী মহাশয় ন্যূনাধিক ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্নবীতীরনীরে জ্ঞান পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্বাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু ইদানীন্তন এতাদৃশ ধনি ধার্ম্মিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব। যদিও তাঁহার গুণগ্রাম দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যনুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্ম্মিকতাব্রত এই ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এই যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী। দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর সুচারু বচন রচন সেবার পরিপাটী আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ

"প্রাণতোষণী" "প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি" শব্দাম্বুধি ইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের সুরীতি সুনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব্ব সংগ্রহ প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ঐ ঔষধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেঁতের বৈদ্য রূপ খ্যাত তাহারা সেই গ্রন্থ দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের সূচনা শুনা গিয়াছে। পরন্তু বহুতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও ধার্ম্মিকতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।—চন্দ্রিকা।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩)

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।—অত্র প্রমাণ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান দুই লক্ষ টাকা পণ বাহাতে খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা যথাকর্ত্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় ঐ দুই লক্ষ টাকা শোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭৷৷৵০ টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮৵০ টাকা আর সিক্কা ৯৵০ সর্ব্বসুদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু ঐ টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থান মোহর ও ৯৵০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুনা যায় তাঁহার পিতার মহাজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ কারণ হরলালের পিতৃঋণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাঁহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া যাই মহাশয়েরা তালুক ও বাগান দুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি দুই লক্ষ টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অতিদয়ালু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ তালুক হরলালের নিকট দুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল

করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাঁহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর গ্রাণ্ডজুরিরদিগের নিকট দুই বাবুর নামে দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিল ফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্য করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইণ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত ১৮ আপ্রিল সোমবার ঐ মোকদ্দমার বিচারারম্ভ হয় এমোকদ্দমা পিটী জুরির দ্বারা তজবীজ না হইয়া স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়র্সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত লিথ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাঁহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্‌টী এণ্ড এক্কুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়া পরিষ্কৃত হইলেন। তৎপরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতেও প্রমথনাথ বাবু ঐ প্রকার নির্দোষী হন।···—চন্দ্রিকা।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···জিলা যশোহরনিবাসি ৺ মহারাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগনা কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৺ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইয়াছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের নিয়মাতীত না হইতেই ঐ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া বিনামীতে ঐ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে ঐ মহারাজা মহাশয় অতিপুণ্যবান এবং দেবদ্বিজানুগত হেতুক ব্রাহ্মণেপর ধর্ম্ম ভাবিয়া হাকিম সংক্রান্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া কিয়দ্দিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পরে ঐ মহারাজার পৌত্র শ্রীযুত মহারাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে সুপ্রিম কোর্টের

বিচারাধিপতির নিকট আবেদন করাতে ঐ বিচারাধিপতি মহাশয়েরা ঐ বিষয়ের সাক্ষির দ্বারা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চনা ও শঠতা জানিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসরের গত বিষয় রাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন ঐ জমীদারীতে প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর দিনপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল লক্ষ টাকা ও জমীদারীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকার অধিক।...কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

জেলা যশহরান্তঃপাতি চাঁচড়া বাসি ৺ রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয় বর্ত্তমানে দুরবস্থা প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণা নামক এক পরগণা কলিকাতার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহস্র মুদ্রা কর্জ লইয়াছিলেন পরে কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রয় করাইয়া ঐ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুয্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দিবস ভোগী হইয়া নদীয়া জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়া নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে ঐ চৌধুরী ঐ সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী আছেন পরে ঐ বৈকুণ্ঠবাসী ৺রাজা শ্রীকণ্ঠের পৌত্র রাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলে কোর্টের সুবিচারাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের সুবিচারে অসিদ্ধক্রয় ও ঐ মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা বোধে প্রায় ঐ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের উপস্বত্ব ও আদালতের খরচা সর্ব্বসুদ্ধ আটত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তির ডিকিরি হইলে ঐ ৺মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৺শম্ভুচন্দ্র মুখো ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত না হইয়া বেলাতে আপিল করাতে সুপ্রেমকোর্টে ধর্ম্মাবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্ম্ম নিষ্পত্তি পত্র ধর্ম্মসাপক্ষ হইয়া বজায় রাখিয়া বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে অগ্রাহ্য হইয়াছে...। কস্যচিৎ মোক্তারস্য।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু।—স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিখ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্রহইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল চন্দ্রিকাতেও তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক বার্ত্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ৺ প্রাপ্তব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিসুবিদিত ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্টা পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐ বাবুর মরণে কেবল তাহার আত্মীয়বর্গের মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাঁহার মরণে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাকা ঘাট বন্ধন এবং এক রাস্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিবেন তাঁহার আরো ইচ্ছা ছিল হিন্দুকালেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত করেন কিন্তু হায়২ এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল আশাই শেষ করিল যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে তৎকালঅবধি জীবন শেষপর্য্যন্তই একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন।—জ্ঞাং।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

রাজা বাবুর মৃত্যু।—রাজা বাবুর মৃত্যুবিষয়কবার্ত্তা চন্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺ প্রাপ্ত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আনুকূল্যে নানা উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত [রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

জিলা মুরশিদাবাদ পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবাসি ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌত্র ৺ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজা বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস ২৬ দিন বয়ঃক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বিদ্যাতে ও নানা শিল্পকর্ম্মে ও সংগীত শাস্ত্রাদিতে নিপুণ ভগবৎপরায়ণ সদাচার সত্বগুণাবলম্বী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেন্দ্রিয় পৈতৃকধর্ম্ম স্থানে২ দেশ বিদেশে শ্রীশ্রী৺ সেবা ও অতিথিসেবা পরিপাটীরূপে নির্ব্বন্ধ রাখিয়া জমীদারী কর্ম্মে তৎপর হইয়া শ্রীশ্রীরাজলক্ষীর বিশেষ অনুকম্পান্বিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্নিকট কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী গমনান্তে জ্বরাদি রোগে পীড়িত হইয়া দিনে২ ক্লিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে সুবে হিন্দুস্থান ও সুবে

উড়িষ্যা ও সুবে বেহারের অন্তঃপাতি জিলা হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয় এলাকা লিখিয়া দিয়া এবং তাঁহার দুই রাণীর প্রতি পোষ্যপুত্রের অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীশ্রী৺ গঙ্গার তীরে দানাদি ও শ্রীশ্রী৺ নাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রী৺ নাম স্মরণপূর্ব্বক পরম ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগ্যবান শ্রীমান গুণি গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী৺ দৈব ইচ্ছার বলবত্ব। জমীদারীর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধর্ম্ম শ্রীশ্রী৺ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি কেন না ঐ কর্ম্ম ঐ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা বড় বুদ্ধিমতী ৺ দেওয়ান লালা বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন ধামে বাস করিয়াছিলেন তৎকালীন ঐ জমীদারী ও শ্রীশ্রী৺ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজা বাবুর যোগ্যতায় নিশ্চিন্তা হইয়া শ্রীশ্রী৺ আরাধনা করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আরবার তাঁহার ঐ বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা হইতে হইল ইতি ১০ জুন।—চন্দ্রিকা।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—জমুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার ভূরি২ মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনেরা বিলাপ করিতেছেন এবং তাঁহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচনা উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যন্তানুরাগ হইয়াছে অতএব আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি।

৺প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটীতে বহুকালাবধি পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বারা স্বস্থ হওনার্থ ঐ বাটীহইতে আগোমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশয্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত ডাক্তর মাকফারসন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। ঐ সাহেব সময়মতে পঁহুছিয়া যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ৺ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ জ্যৈষ্ঠ লোকান্তরগত হইলেন। তাঁহার পুত্র নাই কেবল দুই কন্যা এবং রীতিমত দুই পত্নীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি করিলেন। ঐ পুত্রেরা প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাঁহারদের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাপর্য্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাবৎসম্পত্তি অর্পণ করিয়া যান ঐ মাতা অত্যন্ত কার্য্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঙ্গালা লেখা পড়াতে অতিনিপুণা জমিদারী ব্যাপারও উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগি-সময়ে তাবৎ কার্য্যই ঐ রাণী নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্যক নাই

শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই ঐ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমানা আছে ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হন তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া নানা কীর্ত্তি সংস্থাপন এবং স্বীয় বংশের ধারাবাহিক যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি ছিল তাহা আরো বর্দ্ধিত করিলেন।

পরে তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহও তদনুগামী হইলেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হতভাগ্য শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনাবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগানুরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপস্যার ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রূপ অপর দর্শন দুর্লভ।

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রূপে এতন্মহাবংশ্য পাঁচ পুরুষ সৌজন্য বদান্যাদিগুণেতে অতিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। প্রাপ্তব্যবহার হইয়া কেবল দশ বৎসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বর্য্য প্রভু হইয়াও কোন অনিষ্টকার্য্য করেন নাই কেবল পরিমিত ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার করিয়াছেন।...কস্যচিৎ তত্ত্বাবধারকস্য। ১০ জুন ১৮৩৬।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

...মৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী শিবসুন্দরি বধূরাণী...।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পুত্র।—রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে রামদয়াল সিংহকে হত্যা করণ বিষয়ে যে নালিস হয় তাহা গ্রাণ্ড জুরিকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে। ফলতঃ কলিকাতার মধ্যে এত মান্য ব্যক্তিরা যে ঘোরতর অপরাধের নিমিত্ত এককালে আদালতে অর্পিত হন এমত পূর্ব্বে প্রায় কখন দৃষ্ট হয় নাই। দেখুন রাজা রাজনারায়ণ রায় সম্প্রতি ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেপ্তার করণাপরাধে এইক্ষণে আপনিই কএদ হইয়াছেন। টেপুর রাজবংশ্য ক্ষুদ্র এক জন দোকানদারের অনিষ্ট করণ বিষয়ে কএদ হইয়াছেন এবং রাজা বৈদ্যনাথের দুই পুত্র এক জন সামান্য ব্যক্তিকে খুন করণাপরাধে কএদ থাকিলেন।

(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের দুই পুত্রের মুক্ত হওন।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের আপন বাটীতে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে

খুন করণ বিষয়ে গত মঙ্গলবারে সুপ্রিমকোর্টে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে জুরির দ্বারা তাঁহারা নির্দোষী হইলেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩)

বাবু রামকমল সেন।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী হওয়াতে শ্রীযুত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত আসিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

ডেপুটি কালেকটরী পদ।—কিয়ৎকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাঁহারা নূতন ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ পদাভিলাষিরদের মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাঁহাকেই তৎপদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবেরা শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাঁহার দ্বারা ডেপুটি কালেকটরী পদের অবশ্যই সম্ভ্রম হইবে।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

রূপলাল মল্লিক।—১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যূন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন্যা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধর্ম্মার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে শ্রাদ্ধর্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

প্রেরিত পত্র।—বৈকুণ্ঠ গমন।—আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরনিবাসি যশোরাশি বৈকুণ্ঠবাসি কীর্ত্তিশশি পবিত্র চরিত্র ভগবদ্ভক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্য পুণ্যশীল সুশীল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর ৺বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সজ্জনাদি পুত্র পৌত্র সমীপে ৷৺ পতিতপাবনী ত্রৈলোক্যতারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে সজ্ঞানে

পরম প্রেমানন্দান্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন ইতি।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—শ্রীযুত বাবু কুমার সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সংপ্রতি ডাকের দ্বারা কাশীধামে গমন করিয়াছেন তাঁহার পত্র এবং ঐ ধামস্থ তদীয় মিত্রবর্গের পত্রদ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম বিশেষতঃ তদ্দেশীয় রাজা ও অন্যান্য মান্য মহাবংশ প্রসূতেরদিগকে খেলাৎপ্রভৃতি দান করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে আপনকারও তদ্রূপ জন্মিবে বোধে ঐ সকল খেলয়াৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিরদের নাম প্রেরণ করিতেছি···। ৮ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত ঐ স্থানে এক দরবার করিলেন তাহাতে এই সকল মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা এই সকল পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা উদিতনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর ও জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র তাঁহার নাম জ্ঞাত নহি ও শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু হরিনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কুমার সিংহ ও শ্রীযুত রাজা পত্নীমল্ল ও শ্রীযুত কুমার উদিত-প্রকাশ সিংহ ও শ্রীযুত কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন।

এবং পশ্চাৎ লিখিতব্য মান্য মহাশয়রা লিখিতব্যমত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর সপ্ত পার্চার খেলাৎ ও এক হস্তী ও এক অশ্ব ও এক পালকি এবং মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী এবং ঢাল তলবার।

বাবু জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র সপ্ত পার্চার খেলাৎ এবং ঢাল তলবার ও মুক্তাহার ও শিরপেঁচ কলগী। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর সপ্ত পার্চার কলগী। ও মুক্তাময় হার ও এক পালকি। বাবু হরিনারায়ণ সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও এক ঘোটক। বাবু কুমার সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং এক যোড়া শাল। রাজা পত্নীমল্ল সাত পার্চার খেলাৎ ও মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী। কুমার উদিতপ্রকাশ সিংহ ছয় পার্চার খেলাৎ ও শিরপেঁচ কলগী।—ভূকৈলাস রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমার লিখিত পোলীসের কোন আমলার অন্যায় বিষয়ক পত্র যাহা দর্পণে অর্পিত হইয়াছিল ২ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে তাহার উত্তরাভাস প্রকাশ হইয়াছে ঐ আভাস লেখক উভয়পক্ষের কোন পক্ষীয় নহেন এই কথা লিখিয়া পূর্ব্বেই স্বীয় সততাজ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং নাম স্বাক্ষর স্থলে আপনাকে যথার্থবাদী ব্যক্ত করেন কিন্তু তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি ঐ সততা ও নামানুরূপ

কার্য্য করা হয় নাই যাহা হউক আমি এবিষয়ে তাঁহাকে অধিক বলিব না। কিন্তু যে দুই আইনের উল্লেখ করিয়া পোলীসের ঐ আমলার অব্যস্থিত শক্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেরদের ভ্রম জন্মিতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

পত্র প্রেরক লেখেন দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহার করণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে আমি খেদপূর্ব্বক বলি যদি পত্র প্রেরক উক্ত দুই আইনেতে দৃষ্টি করিতেন তবে কদাচ এরূপ লিখিতেন না। তিনি কাহার মুখে শুনিয়া কেবল আমাকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আইনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন!

আমি উক্ত দুই আইনের প্রতি প্রকরণ বিবেচনা করিয়াছি তাহাতে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের মধ্যে অধিক চাকর রাখনিয়ার বা আগন্তুক লোকের প্রতি দারোগার কার্য্যের নামোল্লেখ মাত্র নাই আর ১৮১৭ সালের ২০ আইনে যাহা লেখা আছে তাহাতেও দারোগা অধিক চাকর রাখনিয়াকে বা আগন্তুক ভদ্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তাহাকে এমত পরাক্রম প্রদত্ত হয় নাই বরঞ্চ ১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থাতে দারোগার প্রতি যে আজ্ঞা আছে আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি এই আজ্ঞা দেখিয়া লেখক মহাশয় স্বীয় ভ্রম সংশোধন করুন।

১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থার ৩০ ধারার প্রথম প্রকরণে লেখেন। যদি কোন লোক অসাধারণ সংখ্যক অস্ত্রধারি সৈন্য প্রস্তুত করেন এবং নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ অথবা পুরাতন দুর্গ পরিষ্কার কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপযুক্ত বস্তু আহরণ আরম্ভ করেন তবে সরহদ্দের দারোগা নিয়ত এ বিষয়ে মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিবেন।

ঐ ব্যবস্থার ৩১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে লেখেন বাদশাহের কার্য্যেতে কিম্বা সম্রান্ত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল বা মিলেটরী সম্পর্কীয় কার্য্যেতে নিযুক্ত নহেন এমত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি দারোগার সীমাবচ্ছিন্নের মধ্যে বাসেচ্ছু হয়েন তবে ঐ দারোগা মাজিস্ত্রেট সাহেবের গোচর করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় পোলীসের কোন আমলা আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল পত্র প্রেরক এই আইনের নাম লিখিয়া বলিয়াছেন তাহা যথার্থ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে আমার প্রতি তাহার যথার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না আপনি বিচার করিবেন। যথার্থবাদী নামধারি লেখক এবিষয়ে কেবল আমাকে দোষী কহিয়াছেন এমত নহে অতি সদ্বিচারক মাজিস্ত্রেট সাহেব যিনি সর্ব্বদা আইন দেখিয়া সাবধানপূর্ব্বক বিচার করেন তাঁহার প্রতিও বলিয়াছেন যে তিনি আইন দৃষ্টি না করিয়া ঐ আমলাকে ধমক দিয়াছেন। অতএব জ্ঞানি লোক সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি মহাশয়েরা

বিবেচনা করিবেন স্বয়ং আইন দৃষ্টি না করিয়া যিনি ঐ মহামহিমাস্পদ বিচার কর্ত্তাকে ব্যবস্থানভিজ্ঞ বলেন তিনি কিরূপ নিন্দনীয় হয়েন।

পত্র প্রেরক প্রথমার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম শেষার্দ্ধের উত্তর এইক্ষণে লিখিব না কেননা তিনি স্বীয় নাম ধাম গোপন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়াছেন। যদি আমাকে কোন বিষয়ে দোষি করিতে পারেন তবে নাম ব্যক্ত করিয়া লিখিবেন তাহার পরে যেরূপ লেখা দেখিব আমিও তদনুরূপ ব্যবহার করিব। নতুবা তিনি লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন আমি রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে ধরিতে পারিব না তবে নিরর্থক বিবাদে কেবল আমার সময় নাশ ও মহাশয়কে বিরক্ত করা হইবে অতএব তাহা করিব না। কিন্তু অবশেষে পত্র প্রেরক মহাশয়কে একটি সমাচার দিতেছি তিনি যে দারোগাকে ভাবিয়া দোষ উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে গরীব কএকদিন হইল পদচ্যুত হইয়াছে অতএব এই সময়ে যদি পারেন তবে অগ্রে তাঁহার উপকারের পন্থা দেখুন। শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। [বর্দ্ধমান, ১০ ডিসেম্বর ১৮৩৭]

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—আপনি গত শনিবারে আমার যে পত্র বর্দ্ধমানের দারোগার বিষয়ে শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্রের উত্তর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষান্তর করিতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে লিখিতেছেন যে গৌরীশঙ্কর কি ইহা অপহ্নব করিতে পারিবেন যে তাঁহার কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দেওন কালে তিনি অপ্রতিভ হন নাই সে স্থানে মুনিবের না হইয়া মুনিব হইবেক অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর কি ইহা জ্ঞাত নহেন যে তাঁহার মুনিব কোন স্থানে সাক্ষ্য দেওনকালে অপ্রতিভ হন নাই দ্বিতীয় যে স্থানে উকীলের পরওয়ানা ভাষান্তর করিয়াছেন সে স্থানে পরওয়ানা না হইয়া অস্ত্র স্বরূপ উকীল লইয়া বর্দ্ধমানে গিয়াছেন কি না ইহা হইবেক ইহা নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

রাণী বসন্তকুমারী।—বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত হেজর সাহেব শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারীর পক্ষে উকীল স্বরূপ সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানের সিবিল ও সেসন জজের কএক হুকুম অন্যথা করণার্থ এক দরখাস্ত করিলেন বিশেষতঃ উক্ত রাণী শ্রীমতী রাণী কমলকুমারী ও প্রাণ বাবুর সঙ্গে এক মোকদ্দমা করিতেছেন। ঐ মোকদ্দমাতে অনেক সম্পর্ত্তির দাওয়া আছে। গত জানুআরি মাসে তিনি প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তৎপরে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া কহিলেন যে আমি প্রাণ

বাবুর দ্বারা কারাবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, আছি অতএব প্রার্থনা করি যে আমার উকীল ও মোক্তারের সহিত স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারি। গত মার্চ মাসে শ্রীযুত ওয়াইট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আমাকে রাজবাটী হইতে গোলাবাটীতে থাকিতে অনুমতি হইল কিন্তু প্রাণবাবু ঐ বাটীর চতুর্দিগ পদাতিকের দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন তাহাতে আমি সেই স্থানেও কএদির ন্যায় থাকিয়া ঐ বাবুকর্তৃক অত্যন্ত অপমানিতা হইতেছি এবং যে স্থানে আমি বদ্ধপ্রায় আছি ঐ স্থান এমত কদর্য্য যে বর্দ্ধমানস্থ চিকিৎসক সাহেব আপনিই কহিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট কএদিরদিগকে যদি এমত স্থানে রাখিতেন তবে অবশ্য তাঁহারদের গ্লানি হইত এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত এমত স্থানে বাস করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায় বাঁচিতে পারে না।

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬)

মহারাণী বসন্তকুমারী।—সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব পরিশেষে উক্ত রাণীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিশেষতঃ গত শনিবার শ্রীযুত বেলি সাহেব রাণী কমল কুমারীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে বর্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট সাহেব রাণী বসন্তকুমারীকে চৌকি দেওনার্থ কোন পেয়াদা বসান নাই কিন্তু তাঁহার রক্ষার্থে রাণী কমল কুমারীকে আপনার লোক দ্বারা চৌকি দেওনার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন। আরো কহিলেন যে পরলোকপ্রাপ্ত তাঁহারদের স্বামী রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের দান পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল যে যুব রাণী বড় রাণীর অধীনে থাকিবেন।

শ্রীযুত টকর সাহেব কহিলেন আমি নিশ্চয় বোধ করি যে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ ও আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখের মাজিস্ট্রেট সাহেবের যে হুকুম তাহা অবৈধ ও অনিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত অন্যথা করিতে হইবে যেহেতুক উভয় রাণীর তুল্য ক্ষমতা অথচ ঐ আজ্ঞার দ্বারা রাণী বসন্তকুমারীকে বড় রাণীর অধীনে রাখা গিয়াছিল। আরো কহিলেন যে উভয় রাণীর অস্ত্রধারি ব্যক্তিরদিগকে একত্র আসিতে অনুমতি দেওয়াতে মাজিস্ট্রেট সাহেব অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে দাঙ্গা হইতে পারিত। অপর এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ রাণী স্বেচ্ছা মতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। শ্রীযুত টকর সাহেব আরো হুকুম করিলেন যে তথাকার সিবিল ও সেসন জজ সাহেব আপনার হুকুমের আপিল হইবে জানিয়া সেই হুকুম জারী করাতে অনুচিত করিয়াছেন অতএব তাঁহার সেই হুকুম স্থগিত করণের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

রাণী বসন্তকুমারী।—গত শনিবারের দর্পণে আমরা লিখিয়াছিলাম যে রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমায় বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব যে দুই আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সদরদেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত জজ সাহেব বেআইনী ও অন্যায় নিশ্চয় করিয়াছেন। এইক্ষণে আমরা

জ্ঞাত হইলাম যে ঐ হুকুম মাজিস্ত্রেট সাহেব করেন নাই কিন্তু ঐ জিলার জজ সাহেব করিয়াছিলেন অতএব সদরদেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে দুই হুকুম রদ করিয়াছেন তাহা ঐ জজ সাহেবের।

কলিকাতা রাজধানীস্থ এই সপ্তাহের এক সম্বাদপত্রে লেখে যে তথাকার জজ সাহেব শসপেণ্ড হইয়াছেন এবং তদ্বিষয় তজবীজ করণার্থ এক কমিস্যন প্রেরিত হইয়াছেন কিন্তু তৎপরে ঐ সাহেবের শসপেণ্ড হওনের লিখন ঐ সম্বাদ পত্রে অন্যথা লেখেন কিন্তু সকলের এমত বোধ হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমা অতিসূক্ষ্মরূপে তজবীজ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে প্রাণ বাবু ও রাণী কমলকুমারী প্রবোধেতে রাণী বসন্তকুমারীর বিষয়ে অতি বেআইনী ব্যাপার হইয়াছে।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

ইশতেহার।—সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের কলিকাতা নগরের পাতরিয়া ঘাটার ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান দেবনারায়ণ ঘোষ যে উইল করিয়া যান ঐ উইলের প্রোবেট সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্ট এক্লিজিআষ্টিকল এলাকার সম্পর্কে উক্ত উইলে লিখিত দুই টর্ণি পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে অদ্য প্রদান করিলেন। ঐ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত টর্ণিরদিগকে অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবেন কিম্বা কাহারো স্থানে ঐ মৃত ব্যক্তির পাওনা থাকে তিনি ঐ টাকা উক্ত টর্ণিরদের স্থানে অগৌণে অর্পণ করিবেন।—হেজর ও ইস্মালী। কলিকাতা ১২ দিসেম্বর ১৮৩৭।

(১৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ১২৪৪)

বাবু রসময় দত্ত।—শ্রীযুত বৃজিগ সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিস্যনররূপে নিযুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীযুত মেকলোড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—হরকরা সম্বাদ পত্র পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তরূপে ঐ তৃতীয় কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অতি সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাস্য পদে নিযুক্ত হইবেন।…

(১৯ মে ১৮৩৮। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

মহামহিম শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা হুগলির সেওড়াপুলির জমিদার ৺ প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয়ব্যসন পূর্ব্বক দরবার করত আপনার জমিদারি সেওড়াপুলিতে ঐ পুরাণাহাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয়পূর্ব্বক বহুসংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া ঐ সোণার হাট বসাইয়া মাত্র স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজমহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালগ এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসি অতিধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়া ছিলেন কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় ভূষণ করিয়াও তাহাতে প্রায় তাদৃশ কৃতকার্য্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালগ বালক ও ঐ অবলারদের হাটের উপর বল প্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোকেরদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি২ নৌকা শনি মঙ্গল বারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে না যায় সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেব বাবুর হাটে আসিতেই হইবেক ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্ত্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত।···কস্যচিৎ পরদুঃখ কাতরস্য।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—প্রণামা নিবেদনং বিশেষঃ জেলা পুরণিয়ার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৺রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার বাহাদুরের বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তস্য জমীদারি বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওনা সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে তস্য লাখেরাজ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণা ও মহারাজগঞ্জ তৎপট্টী সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও সাহেবান সদর বোর্ডের হুকুমানুসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী ১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বহুভান সাকিনের নবকান্ত দাস নামক একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়া বয় নামা ও আমল নামা পাইয়া মফঃসল দখলীকার থাকিয়া পরে ঐ দাস মজকুর বাঙ্গালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে ঐ নীলাম খরিদাবস্ত আমার শ্বশুর ৺ বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাকা পণ বাহাতে খোষ কবালায় বিক্রয় করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র ঐ বিষয়ে দখীলকার থাকিয়া ঐ এলামাত মহালের সালিয়ানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সনং পাইয়া শ্রীশ্রী৺ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদিগের লোকান্তর পরে বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব

ও স্পেসিয়ল কমিস্তনরির হাকীমান ঐ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি না হওয়া ওজরে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে ঐ খরিদাবস্তু যাহা সরকার বাহাদুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক না লিখিয়া দিয়া ঐ বস্তু আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এবিধায় নিবেদন আপনি অনুমোদনপূর্ব্বক আমার এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে পর্য্যাপ্ত করিয়া সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের সুসিদ্ধ করিয়া দেন তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি। ১২৪৫ সাল ২৪ আষাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

রষ্টমজী কওয়াসজীর পরিবার।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহবাসি শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাইহইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যে রূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্র পথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রী লোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম এক জন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের সম্পাদক যে লেপটেনেণ্ট টী স্প্রাই সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে এবং আসামের সদরেঃ সদুর যে যজ্ঞরাম খরঘরিয়া ফুকন তিনিও মরিয়াছেন ইহাঁরা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

মুর্শিদাবাদের রাজা।—৺ প্রাপ্ত রাজা উদ্বন্ত সিংহ বাহাদুরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত রাজা রামচন্দ্র বাহাদুর কিয়দ্দিবস হইল লক্ষ্মণৌস্থ শ্রীযুত নবাব মমতাজদ্দৌলা বাহাদুর সমভিব্যাহারে কলিকাতা মহানগর দর্শন কারণ আগমন করেন।···

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫)

অতিখেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদ্দেশীয় ভাষায় অনেক

গ্রন্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক ছিলেন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবদ্বীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্ত্যর্থ আর সি জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তাভাবে ও নূতন লাভের উপায় অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্য্যে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল জড়ের ন্যায় সর্ব্বদা অন্তঃকরণ আর্দ্র থাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা আমরা এতৎ বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে সুবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম২ দ্রব্য বিষয়ের বাণিজ্য দ্বারা যাহা উতপন্ন করিতেন তাহার অর্দ্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেননা তাদৃশ লভ্য হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে। এমত সকল বৃহত২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যদ্বারা কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন। যেমন ইংলণ্ডীয়েরা স্বীয় ধনদ্বারা সুখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতদ্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শী ঐ কর্ম্মচার ব্যক্তিদিগেরা রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া দেশস্থ লোকদিগের আশীর্ব্বাদ জনক সুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনারা সুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে সুখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ নিন্দনীয় কিঞ্চিদ্দস্তুরি প্রাপ্ত্যর্থ আপনার টাকা লইয়া মণিব ইংলণ্ডীয়ের অনুমতি পাইবামাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য এই যে তুচ্ছ পদ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্ত্যর্থ যত্ন করেন এবং কেবল অত্যল্প পরিবার ও কুটুম্ব লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল মনুষ্যের কর্ম্মেই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থ প্রদান করিতেছেন তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেষান্তর আছে দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্তু সেই ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক চরমে ইষ্টদায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ বিলক্ষণ বিবেচনা করিবেন যে এই রূপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত কার্য্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও

যেমন দেশ এবং ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া সাবধানে আচরণ করিবে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

মৌজে গড়পার ব্রজাপুরের মধ্যে বাহির রাস্তার ধার মাণিক তলার দক্ষিণ ৺ শান্তিরাম সিংহের বাগানের সম্মুখ ও সরকিউলর বোর্ডের নিজ পূর্ব্বধার ৺ গোবিন্দ প্রসাদ বসুর এক-বাগান অত্যুত্তম একতালা বৈঠক খানা ও অন্তঃপুর ও গুদাম ও পাকের স্থান ইত্যাদি অনেক ঘর আছে এবং নিচু পিচ প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ ও উত্তম চান্দনীযুক্ত বান্দাঘাট ও উত্তম পুষ্করিণী আছে ঐ বাগান ভাড়া দেওয়া যাইবেক যাঁহারদিগের লওনেচ্ছা হয় ইহার বৃত্তান্ত শিমুল্যা সাকিনের শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বসুর নিকট জানিতে পারিবেন ইতি।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

রায় পরশুনাথ বসু।—জিলা বৰ্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বসু স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেণ্টকর্তৃক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ঐ নওয়াব সরকারে অতি বিশ্বাস্য এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নূতন পদের বেতন মাসে ১৫০০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বাহাদুরের পদ বৃদ্ধি হইবার সংবাদাবলোকনে আহ্লাদার্ণবে মগ্ন হইলাম যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ রায় বাহাদুর যেমন ইষ্ট নিষ্ট শিষ্ট পোষক পরোপকারক তেমনি পরমেশ্বর তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইনি অল্পকাল যাবৎ বর্দ্ধমান জিলাতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমে এডিসনল প্রধান সদর আমীন পরে ৪০০ শত টাকা মাসিক বেতনে প্রধান সদর আমীন তৎপরে ঐ কর্ম্মে ৬০০ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি পুরঃসর সংপ্রতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন···। কস্যচিৎ প্রধান সদর আমীন গুণানুবাদিনঃ।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত কাকরেল কোম্পানির হাউসে ডাক্তরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন অপর তিনি কলিকাতার মধ্যে প্রধান এক সওদাগরের হাউসে ঐ কর্ম্মে অতি ত্বরায় নিযুক্ত হইবেন এতদ্বিষয় আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

…জেলা নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমান্য ও ধার্ম্মিক শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর ও তস্য মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হস্ত্যারোহণে জমিদারির পূর্ণসরঞ্জামের সহিত আপন বাটীর ৺কার্ত্তিকবিসর্জনান্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরিলিখিত চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্যজন সমূহ দাঙ্গা করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা মুক্তা স্বর্ণাদি নির্ম্মিতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নির্ম্মিত আসাসোটা বরশি চামর ছেনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আঘাতি করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে তলআরের চোট মারেন ৺ ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎ ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তর শ্রীযুত ক্ষে বি ফোলের সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন… ।

উক্ত মোকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমরা যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রীযুত ক্ষে রিড সাহেবের হুজুরে সুপ্রকাশ হইয়া ৺ ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে নির্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানা গেলো যে অদ্যাপি ধর্ম্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্পণৈক পার্শ্বে স্থান দিলে অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিক মিতি। শ্রীরাধানাথ গোস্বামী। শ্রীজশোদানন্দ গোস্বামী। শ্রীরাধামাধব গোস্বামী। শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবন গোস্বামী। শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।…শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামনৃসিংহ শিরোমণি। শ্রীহরপ্রসাদ তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদাস বিদ্যাবাগীশ। শ্রীশ্যামাচরণ তর্কপঞ্চানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামরত্ন বিদ্যালঙ্কার। শ্রীকালাচাঁদ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্টাচার্য্য। শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত মহা মহানুভব যুব ব্যক্তি ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ডদেশের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ স্থাপন বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদিগকে প্রবর্ত্ত করণার্থ মহোদ্যোগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার চতুর্দিগে যে সকল অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁহারা কহেন যে কুমার লিবরাল হইয়াছেন এবং স্বধর্ম্ম বিষয়ে হীনানুরাগ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে এই আরোপিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন।

(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

ইশ্‌তেহার।—ইহার দ্বারা বিজ্ঞপ্ত করা যাইতেছে যে নিম্নের স্বাক্ষরকারিগণ আপনারদিগের পূর্ব্বের প্রচলিত মোহর হইতে অব্যবস্থিত রূপে বঞ্চিত হইয়া নূতন মোহর আপনারদিগের নামে বাঙ্গালা সন ১২৪৬ সালের মাহ কার্ত্তিকে প্রস্তুত করিলেন অদ্যাবধি সমুদয় রসিদ এবং অন্যান্য নিদর্শন পত্রী উক্ত নূতন মোহরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইবেক।

স্বাক্ষর শ্রীমতী রাণী সুসারময়ী ৺ রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বাসির মাতা এবং তাঁহার উপেক্ষিত বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ তথা শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী উক্ত বৈকুণ্ঠবাসী রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের বনিতা এবং তাঁহার বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মোং কলিকাতা

২৪ অক্তোবর সন ১৮৩৯ সাল

মোং ৮ কার্ত্তিক সন ১২৪৬ সাল।

(২৩ নবেম্বর ১৮৩৯। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরীর প্রকোষ্ঠ হইতে ২০।২৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করণ বিষয়ে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী ও অন্যেরা ফরিয়াদী এবং কুমার কৃষ্ণনাথ রায় আসামী। সেই মোকদ্দমায় গত ১৪ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সুপ্রিম কোর্টে প্রার্থনা করিলেন যে মোকদ্দমার শুননি দুই সপ্তাহপর্য্যন্ত মুলতবী থাকে যেহেতুক আসামীর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হওয়াতে আসামী এইক্ষণে কর্ম্ম করণে অক্ষম। তাহাতে আদালত অনুমতি করিলেন।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয়ে অতি গুরুতর এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। আর চারি পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া স্বীয় পৈতৃক তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে যুবরাজ ও তদীয় মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ২৪ তারিখে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় উকীল শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও পোলীসের শ্রীযুত মেকান সাহেব ও অন্য দুই তিন জন সাহেব সমভিব্যাহারে আপন মাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকেরদিগকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা স্থানান্তর হইলে তিনি সাহেবেরদিগকে ঐ স্থানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহারদের সমক্ষে কএকটা সিন্ধুক রজ্জু দ্বারা বন্ধন ও মোহরাঙ্কিত করিয়া আপনার সংসারাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে সি সি সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ সিন্ধুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। এই ব্যাপারের দিনেক দুই দিন পরে এই তাবদ্বিষয়ে পোলীসের সম্মুখে

আবেদন হইল। এবং তাঁহার মাতা কহিলেন যে অন্তঃপুরে বিদেশীয় ম্লেচ্ছ লোকেরদের প্রবেশ করাতে আমার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে এবং বলপূর্ব্বক অনেক টাকা লুঠ হইয়াছে যুবরাজের পক্ষে ও তাহার মাতার পক্ষে কএক জন উকীল সাহেবেরা ছিলেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না আমরা শ্রুত হই নাই। সুপ্রিম কোর্টের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে যে ঐ মোকদ্দমা তথায় আনীত হয়। ২০।৩০ লক্ষ টাকার এমত ভারি মোকদ্দমা অনেক দিনাবধি ঐ আদালতে দৃষ্ট হয় নাই। আমরা আগামি সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ের নিশ্চয় সম্বাদ অবগত হইতে পারিব এবং তাহা পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে ক্রটি করিব না।

গত দুই তিন দিবসে রাজকুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দমা পুনর্ব্বার পোলীসে উপস্থিত হইল। শ্রীযুত লিথ সাহেব রাণীর পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব যুবরাজের পক্ষে উপস্থিত হইয়া অনেক বাদানুবাদের পর নির্দ্ধার্য্য হইল যে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও শ্রীযুত লামব্রেথট সাহেব ও শ্রীযুত মেকান সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্র ইহাঁরদের প্রত্যেকের জামিন দিতে হইবে। শ্রীযুত লিথ সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবেরও জামিন দিতে হইবে কিন্তু তাঁহার নামে কোন অভিযোগ না হওয়াতে তাঁহার তলব হইল না। এইক্ষণে কথিত আছে যে সিন্দুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল না কিন্তু ২০ লক্ষের কিঞ্চিদধিক ছিল।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—এইক্ষণে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও তদীয় ধন সম্পত্তি সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে পতিত হইলেন। পাঠক মহাশয়রা অবশ্য স্মরণ করিবেন যে কএক সপ্তাহ হইল তিনি পোলীসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ রাণীরদের প্রাসাদ হইতে বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করত আপনার টর্ণি ["guardian"] শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন। অপর রাণীরা কহেন ঐ সকল টাকা আমারদিগের এবং কুমার কহেন ঐ টাকা আমার। তাহাতে এই বিষয়ক মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে মেলা উকীল ও কৌন্সলী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষেরই অতি দীর্ঘকাল ও অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য যুদ্ধ হইয়া ঐ মূল ত্রিশ লক্ষ টাকার অনেকাংশ ক্ষয় সম্ভাবনা এইক্ষণে এই মোকদ্দমার তজবীজ হইবে।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা রাণীরদের প্রাসাদ হইতে স্থানান্তর হইয়া শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পিত হওয়াতে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও রাণীরদের মধ্যে যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ক বার্ত্তা শুনিয়া আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদিত

হইলাম যে তাহা আপোসে নিষ্পত্তি হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে। গত সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে এই মোকদ্দমা হইল এবং যুবরাজের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব কহিলেন যে আমি নিশ্চয় বোধ করি যে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া প্রকাশ করিতেছি যে কোঁচবেহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজবংশীয় নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই রাজা সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল তন্ত্রের মতে করিতেন কেবল শিব পূজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজা হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাঁহার হিন্দুর ব্যবহার কিছুই ছিল না এবং বিবাহ করণেতেও জাতীয়বিচার করিতেন না যে কোন জাতির কন্যা সুন্দরী জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ ঐ বিবাহ পাগল রাজার এমত বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোককেও বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া রাণীপালের মধ্যে রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাঁহার ১২০০ রাণী এইক্ষণেও বর্ত্তমান আছেন। অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন২ স্থানে রাণীরা বাস করেন ঐ দুর্গের মধ্যে অনেক বিচারস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত ফৌজদারী রাণীরাই করেন ১২০০ শত রাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী রাণী রাজার অতি মান্যা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারূঢ় কালীন রাজ মহিষী আগতা হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু রাজাকে দেখিয়া মহিষী গাত্রোত্থান করিতেন না কোঁচবিহারী রাজ বংশের মধ্যে এই রীতি পুরুষানুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমেতেও বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাঁহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল না কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়া অন্তঃপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাপন করিয়াছেন তাহাঁর রাজশাসনের ভার মন্ত্রিরদের হস্তে অর্পণ ছিল অতএব রাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ কার্য্য মন্ত্রিরাই করেন এই রাজার দুই পুত্র আছেন জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইবে।—ভাস্কর। [ইংলিশম্যান]

(৩১ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৬ ভাদ্র ১২৪৬)

...মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর...অন্যূন বর্ষচতুষ্টয় বয়ঃক্রম কালীন শ্রীলশ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সহায়তাতে বাঙ্গালা ১১৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই প্রদেশের মণ্ডলেশ্বরত্ব পদে অভিষিক্তানন্তর বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অবস্থা ত্রিতয় সংক্রান্ত সাময়িক অতুল্য সম্মান ও সুখভোগ বিশালে নিক্ষোভ হইয়া ভবদুস্তর নিস্তার তরি শ্রীশ্রীশ্বরীয় স্মরণ মনন ধ্যান পরায়ণে প্রায় বর্ষত্রয়াবধি এই মহৈশ্বর্য্য পদ তৃণবৎ জ্ঞানে ও অনিত্য ভোগোপহারে পরিহারা নরন্তর বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺ কাশী ক্ষেত্রে বিরাজ করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের ১৬

জ্যৈষ্ঠ দিবা দেড় প্রহর সময়ে উনষষ্টিবর্ষ সার্দ্ধ ত্রিমাস বয়ঃক্রমে মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীশ্বরসদনে যোগাসনে সজ্ঞানে অনিত্য দেহত্যাগ করিয়া সর্ব্বশক্তিধর শ্রীশ্রীপরমেশ্বরে সংলীন হইয়াছেন।... প্রধান রাজনন্দন মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বরাজলক্ষণে সুলক্ষিত যুবরাজ বাহাদুর রাজ্যস্থ সর্ব্ব-সাধারণের আকুঞ্চনে শুভক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর উপাধিতে প্রখ্যাত হইয়াছেন।...শ্রীআনন্দচন্দ্র ঘোষস্য। কৌচবিহার নিবাসিনঃ।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক দুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার বর্দ্ধমানের রাজবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহে অতি বিশ্বস্ততা প্রযুক্ত তিনি সর্ব্বত্র অতিখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যদ্দারা তাঁহার শিরোপরি এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা কহি অর্থাৎ তাঁহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সৎপথসদনুষ্ঠান করাইবার কারণ তাঁহার নিশ্চয় মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরঃসর অশ্রান্ত যত্ন অধিকন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢ়রূপে এই পথে চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন।

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন যে তিনি দৃষ্টিতে অতি সুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য দেখিবার ও গাম্ভীর্য্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ ছিলেন না।

প্রায় এক মাসাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা ভোগ করিয়া-ছিলেন ও ইহাতে তাঁহার শরীর ক্রমেতে দুর্ব্বল করাতে তাঁহাকে সকল শোভা ও কর্ম্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাঁহার স্কন্ধদেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক হইল ও ইহাতে তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে যদ্যপিও তাঁহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা ষ্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতি ও অনেকানেক বাঙ্গালি বৈদ্যেরা নানা প্রকার করাতে ও বহুবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিরূপায় হইল।—জ্ঞাং নাং।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

...জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুটা ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৺রাজা নরনারায়ণ রায় ধনী এবং মানী ছিলেন। তাঁহার দুই পক্ষের তিন সন্তান জ্যেষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ রায় বাকী দুইজনা নাবালগ। রাজা জীবদ্দশাতে ঐ জমিদারী যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও অংশ হইবার বিষয়ে ওসিয়ৎ নামা কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য না করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে ঐ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২।৩ ধারার লিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় ইহাতেই জ্যেষ্ঠ সন্তান ঐ

রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহন বসু এককেতা আর্জি মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে মৃতরাজা বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে রাজটীকা দিয়া নাবালগ দুই সন্তানের খোরপোষ ধার্য্য করিয়া নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃত রাজা এমত আরজী কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই ঐ আরজীর দস্তখত তদারক হইলেই কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক।...শ্রীহরিহর দাস।

(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

মেদিনীপুর জিলাতে বিষখাওয়ান।—জলামুটা রাজার অপমৃত্যু বিষয়ে নীচে লিখিতব্য পত্র গত শুক্রবার ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় যে মেদিনীপুর জিলাস্থ আমারদের কোন পত্রপ্রেরক ঐ অতিগূঢ় ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক পত্র দ্বারা আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন। ইঙ্গলিসমেনের পত্রের লেখক উক্ত রাজার বিষ খাওয়ান বিষয় অতি প্রসিদ্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ঐ বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ বিশেষ অবগত হইতে লোকের ব্যগ্রতা হইতেছে।

ইঙ্গলিসমেন পত্র সম্পাদক।

বোধ করি এই মেদিনীপুর জিলাতে আপনার পত্র প্রেরক অনেক নাই থাকিলে এই জিলার অর্দ্ধেকের জমীদার জলামুটার রাজাকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করণ ব্যাপার আপনি অবশ্য সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। উক্ত জমীদার হিজলিস্থ নিমক এজেণ্টের বাসস্থানের নিকট কাণ্টাই স্থানে দেহত্যাগ করিলেন এক্ষণে এমত জনরব আছে যে ডাক্তর সাহেব ইহার অনেক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর হইতে বিষ নির্গত করাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ স্থান অনেক দূর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তরিত হওনা প্রযুক্ত এখানকার মাজিস্ত্রেট সাহেব তথায় গমন করিতে পারেন নাই তাহাতে প্রতিকারের অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং মেলা ঘুস চলিতেছে। শুনা গেল যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই অতি ভারি ব্যাপার তজবীজ করণার্থ প্রথমত এই স্থানে আগমন করিবেন এবং সাহেব যেমন চালাক অবশ্য ঐ ব্যাপারের তাবত্তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

ব্রাহ্মণ ভোজন।—অনেক কালের পর সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিশ্চয় করেন যে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হয়।

উক্ত বিষয়ের বিবরণ এই যে ২০।২৫ বৎসর গত হইল রাস বিহারি শর্ম্মা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করণেতে অতি ধনাঢ্য হইয়া মুমূর্ষু সময়ে অনেক সম্পত্তি রাখিয়া

দান পত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার এই সম্পত্তি হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাণ যায়। তাহাতে কাশীমবাজারস্থ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত দ্রোজ [Droz] সাহেব এবং কলিকাতাস্থ একজন বাণিজ্যকারি শ্রীযুত পি মেটলণ্ড সাহেব তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৮ সালে এই বিষয় সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয় তাহাতে মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হইবে এবং তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত ইহা বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন পরে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে ঐ ব্যাপারেতে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং মৃত ব্যক্তির জামাতা দেবনাথ সান্যাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অত্যুপযুক্ত। তাহাতে জজ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ ঐ দুই জন টর্ণিকে উক্তসংখ্যক টাকা দেবনাথ সান্যালের হস্তে দেওনার্থ এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট টাকা কোর্টে দাখিল করণার্থ আজ্ঞা দিয়া তাঁহারদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিলেন। পরন্তু বোধ হয় যে ১৮২৭ সালের পূর্ব্বে দেবনাথ সান্যাল ঐ ব্যাপার আরম্ভ করিতে পারিলেন না। বিলম্বের কারণ আমরা অবগত নহি অপর তৎসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা বিলম্ব প্রযুক্ত সুদের দ্বারা ৬৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পরে সান্যাল সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন করিলেন যে আর ৪০০০০ অভুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না তাহাতে আপনার অধীনস্থ অবশিষ্ট ২৭০০০ টাকা কোর্টে জমা করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং বোধ হয় যে তদ্বিষয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ দেবনাথ সান্যালের লোকান্তর হইলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র সীতানাথ সান্যাল ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে পৈতৃক ধন বিভাগ করণ এবং ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণ বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে ঐ মোকদ্দমা এইক্ষণে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ কোর্ট তথাকার মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে এই২ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন যে দেবনাথ সান্যাল ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন কি না এবং ঐ ব্যাপারের নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার মধ্যে কত টাকা উদ্বৃত্ত আছে এবং আর অবশিষ্ট ৪০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত টাকা ব্যয় হইবেক।

রামমোহন রায়

(২০ নবেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক বিলায়তে গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রেতে বাবুর এই কর্ম্মেতে অতিশয় প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে এমত নানা সুদৃশ্য বস্তু আছে যে তাহাতে ঐ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদ্যা তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাঁহার তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিবে ইহা অবগত

হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাঁহার এই কীর্ত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে ঐ বাবু আপন পরিচারকদ্বারা যাত্রাকালে এবং ইংগ্লণ্ডদেশে বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারদের প্রতি কোন দোষ অর্পিত হয় নাই।

(২৭ নবেম্বর ১৮৩০। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

বাবু রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩১। ৩ মাঘ ১২৩৭)

১৮৩০, ২২ নভেম্বর।—আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্লণ্ডদেশে গমন করেন এবং তাঁহার কএক জন মিত্র তাঁহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যান।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।···১৮ জানুআরি।—আলুবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহারদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতা মাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে পাইলাম এবং তাহা আমরা দর্পণের দ্বারা প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম্ম নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের স্থরথালকরা মৌকুপ করেন।

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন।

জাতির বিষয়ে যাঁহারা অতিবিজ্ঞ তাঁহারা এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন কিন্তু যে যাত্রায় গমন করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত যে তাঁহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অনুমান হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে যে পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি।

(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পঁহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলেন এবং অন্য২ জাহাজারোহিরদের ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্তু নিয়মমত আপনার কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা লইয়া তাঁহার ভৃত্যেরা অহরহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ইঙ্গলণ্ডের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটীর সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ন করিবেন তৎপ্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপর হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে গমনকরাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন…।

•

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পত্রে লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্ব্বিঘ্নে ঐ নগরে পঁহুছেন এবং উপনীত হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কমিটীর কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে২ অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলাদ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালতসম্পর্কীয় কোন২ সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদির এক চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং

মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে তদ্দেশবহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রত্যকর্তৃক গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়।—বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে অবস্থিত তৎসময়ে তন্নগরস্থ তাবন্মান্য লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে ঐ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল সুদৃশ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চিষ্টরনগরে পঁহুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাঁহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিষ্কর্ম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং কর্ম্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ তাঁহাকে আসিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপুলে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ নগরে তিনি আরো নয় দিন অবস্থিতি করেন।

অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি দুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ডদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন তেমনি কোনস্থানে পর্ব্বত কোনস্থানে উপত্যকাভূমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও সাঁকো ও জমীদারেরদের বসতবাটী ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডদেশের এতাবদোৎকর্ষের চিহ্নসকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে [রাজারামকে] দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায়

লণ্ডননগরে পঁহুছিলে দুই শত অতিশিষ্ট মান্য জন তাঁহার নিকটাগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাঁহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে তাঁহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড্‌বার্ড হৈড ইষ্ট সাহেব কোন এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঐ সাহেব যে পার্লিমেণ্টের সুধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন। পরিশেষে তাঁহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন।

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক কথোপকথনানন্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।…

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার২ আবশ্যক তাহা ও তৎপ্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্ তাহা অবগত আছেন। এবং সংপ্রতিকার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে এবং যে২রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী এবং যাহাতে তাঁহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না এই প্রযুক্ত তাঁহার পরামর্শ অনেকেরি অতিগ্রাহ্য হইবে। এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে গমন করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের অতিশুভসূচক অনুমান করিলাম।

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বারা যে নিষ্পন্ন হইবে এমত আমারদের বোধ নয় তদ্বিষয় শ্রীযুত রাজমন্ত্রিরা আপনারদের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন…।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি প্রকাশিত কস্যচিদ্বিশ্বাসস্য ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমরা প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব ঐ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে আমরা অনেকবার চন্দ্রিকাপ্রকাশক

মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা সুজ্ঞাত হইয়া তদ্রূপ নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্ত্তব্য হয়। অতএব ঐ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথাঘটিতাংশ ত্যাগ করিয়া যদি কেবল তাঁহার সাধারণ কর্ম্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন তবে প্রস্তুত আছি।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা বাবু রামমোহন রায়কে সম্ভ্রমার্থে এক দিন ভোজন করান।

সেপ্তেম্বর, ৭। বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং শ্রীযুত তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—গত ১৭ সেপ্তেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার দর্পণে (শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বাসস্য) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনানুসারে উত্তর প্রদান করা উচিত অতএব কিঞ্চিল্লিপি।

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বি দশ পাঁচ জনের এবং তাঁহার পুত্রাদির আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না অপর তাঁহাহইতে এদেশের সাধারণ উপকার হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্ ইষ্ট যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎপ্রমাণ রামমোহন রায়ের বিদ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে এতন্নগরে লোক সকলে সুখে বাস করিতেছিলেন অর্থাৎ দৈবকর্ম্ম ও পিতৃ-কর্ম্মাদিকরণে আচণ্ডাল প্রভৃতির বিশেষ যত্ন ছিল এবং তিনিও স্বয়ং স্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বর্ত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিগ্বি সাহেবের অনুগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাযকর্ম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবদ্ব্যক্তির নিকটে যাতায়াতকরত এবং বাক্কৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয়

সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল ঐ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাঁহারদের অনুমান হইয়াছিল যে এই সমাজদ্বারা বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে সর্ব্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ ঐ সভায় কেবল দেবদ্বিজাদির দ্বেষমাত্র প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো ভদ্রলোক-সকল ঐ সভায় পুনর্গমনাগমন করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাঁহার আহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুরদের ত্যজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি।

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্ব্বের চিফজুষ্টিস সর এড্‌বার্ড হাইডইষ্ট সাহেব যখন হিন্দু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব তুষ্ট হইয়া কালেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালায় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে।

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুরদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় না এ কথা বিলাতে ইষ্টো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সপ্রমাণ হইবেক।

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপা করিয়া লোককে প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্ব্বক মিসন্যরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপূজা অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধতর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না।

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে ঐ বিষয় বারম্বার প্রকাশকরাতে কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দুঃখ মোচনার্থ ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি সকল তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য হইবে। ক্রমে২ ঐ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র লোকের

সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে সুতরাং তাঁহারদের ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম স্পর্শ-হওয়াতে ধর্ম্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা একেবারে সর্ব্বনাশ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা (সুপরিষ্টেসিয়ান) বলিয়া যদি কেহ মান্য না করেন তাহাতে হানিবিরহ।

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে তাঁহার বাঞ্ছা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তন্মতাবলম্বি শ্রীকালীনাথ রায়-প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া চাসবাস করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্। কস্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্য।

রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্বিষয়ক আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। ঐ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে পঁহুছে তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে এমত নহে কিন্তু ঐ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোধ হইয়াছিল যে তাহা শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক বিজ্ঞ মহাশয়কর্তৃক রচিত হইয়াছে কিন্তু শেষে ঐ পত্র তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিষয়ে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

…ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়-জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ও ৺শ্যামাপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটীতে এই

মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

(২৯ অক্টোবর ১৮৩১। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদেরকর্তৃক অতি সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ তাঁহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্‌সনামক সম্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনারা কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অল্পকালের মধ্যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত হইয়া তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজে অধ্যক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি হইলে ঐ সভাপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে আহূত করিলেন পরে তিনি ঐ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানাগুণোৎকীর্ত্তনানন্তর ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার যে সকল উদ্যোগ তৎপ্রস্তাব করিলেন। তৎপরে কহিলেন যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্য২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়েরা যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপর্য্যন্ত মান্য হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্দ্বারা সুগোচর হইবে···।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের ১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যূক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে ঐ ড্যূক অত্যন্তানুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র শ্রীযুত অর্ল মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয়াদি ছিল। ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্দারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন তদ্দৃষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ঐ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডদেশে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাল্গুন ১২৩৮)

ইঙ্গলণ্ড দেশ।—...ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উষ্ণীষ ও কাবা পরিধান করিয়া আগত হইলেন ঐ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্বুবর্ণমণ্ডিত।

(১৪ মার্চ ১৮৩২। ৩ চৈত্র ১২৩৮)

বাবু রামমোহন রায়।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যূক অফ কম্বর্লেণ্ট শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের ব্যাপারের বিষয়ে তাঁহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব।

(২৪ মার্চ ১৮৩২। ১৩ চৈত্র ১২৩৮)

রাজা রামমোহন রায়।—ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পর্কীয় কতক প্রশ্ন লিখিয়া রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজস্বের নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম সন্তুষ্ট

হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পর্কীয় নিয়মের যে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর সেপ্তেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদারপ্রভৃতির তাবন্নিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্নকরা ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের সহকারি এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্তকরা ও তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ দেওয়ানী ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবসূচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন।

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীযুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুরবংশের বংশধরের উকীল-স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত বাদশাহের মুকুটধারণ মহোৎসবসময়ে ইউরোপের নানা রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়া গেল।

অতএব উক্ত রাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সুফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্ম্মাবলম্বনবিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই। অতএব যে সময়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তস্বরূপ মহাব্যাপারবিষয়ক আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রামমোহন রায়ের সদ্বিবেচনা ও বহুদর্শিতার প্রকৃত ফলের সম্ভাবনা এমত সময়ে তাঁহার বিলায়তে গমনহওয়াতে আমরা এতদ্দেশের সৌভাগ্য জ্ঞান করিলাম।…

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২ সালের বর্ষফল।…জুন, ২০।—ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পর্কীয় হৌস অফ কমন্সের প্রতি শ্রীযুত রামমোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহা কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে এতদ্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাঁহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাদানুবাদ হয়।

(৩ নবেম্বর ১৮৩২। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি

উল্লঙ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থা অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

শ্রীযুত রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ডদেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

সতীবিষয়ক।—১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্ম্ম অশাস্ত্র ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডার্হ বলিয়া শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল যে আইন নির্দ্ধারিত করেন তদ্বিরুদ্ধে সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকট যে আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীশ্রীযুতের প্রবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগের সতীধর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হন কি না এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্থ বিতণ্ডিত হইল।

আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিণ্টন মেং ড্রিঙ্কওয়াটর ও মেং মাকৃডোগলসাহেবেরা বিতণ্ডাকারী হইয়া প্রথমে লসিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশাস্ত্রে লিখিত আছে…।

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চার্লস উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগ্ডন ও সরজেণ্ট স্পেঙ্কিপ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক।

অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ঐ কালীন উপস্থিত ছিলেন। ২৫ জুন।

২ জুলাই।

কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপতি শ্রীযুত লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্স বোর্ড অফ কাণ্ট্রোলের সভাপতি ফাষ্ট লার্ড আফ দি এডমাএরেল্‌টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মারকুইস ওএলেস্‌লি সর এল সেডওএল সর এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। আনরবিল উলিয়ম্ বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক হইলেন এবং শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বের ন্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন…।

৯ জুলাই।

সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেম্বরে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেলের বৈঠক হইল···। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন···। চন্দ্রিকা।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২ সালের বর্ষফল।···জুলাই, ১১।—শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে সতীধর্ম্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ভারতবর্ষীয় লোককর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকের মোকদ্দমার বিচারকরা এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টিস অফ পীসের কর্ম্ম করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত-হওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হয় তদ্বিষয়ক রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারের রিফার্মরপত্রে [২৭ জানুয়ারি] প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের উপকারকতা এই যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারতবর্ষের কিপর্য্যন্ত মঙ্গল। ঐপত্র অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভবে না। এবং ঐ ব্যবস্থা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছেপ্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে উক্ত রাজা এইক্ষণে ফ্রান্‌স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করিবেন।

(১৬ মার্চ ১৮৩৩। ৪ চৈত্র ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নূতন গ্রন্থ।—রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জমা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্বার্ত্তাবিষয়ক তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরদের শুশ্রূষা বোধে লণ্ডননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডননগরস্থ ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে

সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহারা বিজ্ঞবর এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে বহুকাল বাস করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা সকলই ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী।

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে ঐ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব তাবল্লোককর্তৃক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। রাজা আরো কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপন্ন হইতে পারেন না কিন্তু হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্ব্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা তাহা শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের ঐ জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবর্ষীয় লোক যেমন সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজা শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের অস্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে আমি ইঙ্গলণ্ডদেশে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে। পরে শ্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদ্যপিও কোলব্রুক সাহেব অজরামর নহেন এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্ত্তমান হইলেও তাঁহার গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাঁহার কীর্ত্তি ও সম্ভ্রম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে। তথাপি ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্ব্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন পুনর্ব্বার তদ্রূপ উপকার করিবেন।

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রুক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার নিয়ত আত্যন্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন।

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাসূচক কহিলেন যে উক্ত শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি জ্ঞাত নহি।

পরে সকলই ঐ প্রস্তাবে সুসম্মত হইলেন।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—বোম্বাই দর্পণসম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত হইয়াছেন যে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলণ্ডহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন

রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কার্য্যার্থ নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে ঐ কৌন্সেলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পাঁচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাদুরের চাকর তদ্ভিন্ন সাধারণ এক জন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে গত শনিবারে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পঁহুছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি পীড়িত হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশের বৃশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে অতিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবেরা চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখে তাঁহার লোকান্তর হয়।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের ষ্টেপল্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাঁহার পোষ্যপুত্র ও ভৃত্যবর্গ ও ইঙ্গলণ্ডীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

(১ মার্চ ১৮৩৪। ১৯ ফাল্গুন ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ।

কুমারিকা খণ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল।
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল॥
বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দ শাস্ত্র করে হাহাকার॥
অলঙ্কার হইলেন আকাররহিত।
দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত॥
বেদ উপনিষদের ঘুচিল সূচনা।
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা॥
ইঙ্গলণ্ডীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি।
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি॥
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচার্য্যবিহীন।
হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন॥
পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্ব্বশাস্ত্রে অতি।
রাজা রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি॥

যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি।
হরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি ॥
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলণ্ডীয় দেশে।
রবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে ॥
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত।
তদ্দৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত ॥

(২৬ মার্চ ১৮৩৪। ১৪ চৈত্র ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা ৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামি ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টাসময়ে টৌনহালে ৺ প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেমস্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লৌডন। রসময় দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল ক্লার্ক। রষ্টমজি কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্স। ডি মাকফার্লন। এ ত্রয়র। এচ এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উলিয়ম কব হরি। ডবলিউ কার। সি ই ত্রিবিলয়ন। ডেবিড হ্যার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। জেম্স সদর্লণ্ড। সি কে রাবিসন। ডি মাকিণ্টায়র। ডবলিউ এচ স্মোণ্ট সাহেব।

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলান্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় ঐ সকল ইঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা যাহার নিকট শুনিয়াছেন সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই থাকুক কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়া এবিষয় প্রকাশ করিলাম,…।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৮ চৈত্র ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি গুণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরস্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে তাঁহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভা করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়া অত্যন্ত বাক্‌পটুতাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাবপ্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্য্যে নিযুক্ত আছি ইহাঅপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সম্ভ্রমের কার্য্যে কখন নিযুক্ত হই নাই।

তৎপরে শ্রীযুত পাটল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও পরহিতৈষিতা গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যা বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ যে বহুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়েরা যে মহানুভব করেন সেই অনুভব যে উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে চিরস্মরণীয় করা উচিত এমত আমারদের বোধ হয়।

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্ব্বক পৌষ্টিকতা করিলেন এবং সকলই তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন তাহা এই যে।

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা করা যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃবর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাঁহারা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে।

তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন।

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্ষহইতে চাঁদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে তাঁহারা স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন।

সার জন গ্রাণ্ট। জন পামর। জেম্‌স পাটল। টি প্লৌডন। এচ এম পার্কর। ডি মাকফার্লন। টি ই এম টর্টন। রষ্টমজি কওয়াসজি। মথুরানাথ মল্লিক। জেম্‌স সদর্লণ্ড। কর্ণল ইয়ং। জি জে গর্ডন। এ রাজর্স। জেমস্ কিড। ডবলিউ এচ স্মৌণ্ট। ডি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল।

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম ঐ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল।

(১২ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১ বৈশাখ ১২৪১)

রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবিষয়ক।—...রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন ধারণ কুশাসনে শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু মথুরা-নাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীপ্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত ভক্ত প্রধান শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি হরকরা-সম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সপ্রমাণ হইবেক... এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য এখানে বর্ত্তমান আছেন তিনি ঐ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্ত্তব্য তাবৎ কর্ম্মের ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিষ্য অবশ্য পোষ্য বশ্য এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন।...রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটীহইতে কলিকাতার বাসায় আসিয়াছেন তাঁহাকে হরকরাসম্পাদক মহাশয় এক চিঠী লিখুন যে তুমি হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কি না তিনি এই পত্রের যে উত্তর লিখিবেন হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্ব্বসাধারণের নিকট কে মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক।...—চন্দ্রিকা।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১)

ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ চাঁদায় যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮০০০।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১৯ বৈশাখ ১২৪১)

রাজা রামমোহন রায়।—৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর	...	...	১০০০
মথুরানাথ মল্লিক	...	...	১০০০
রুষ্টমজি কওয়াসজি	...	...	২৫০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	...	১০০০
রায় কালীনাথ চৌধুরী	...	...	১০০০
রামলোচন ঘোষ	...	...	১০০
রমানাথ ঠাকুর	...	...	২০০

উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	...	১০০
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে	...	...	৫০
মথুরানাথ ঠাকুর	...	...	৫০
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে	...	...	৫০
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	...	...	২
অখিলচন্দ্র মুস্তোফী	...	...	৫
চন্দ্রশেখর দে	...	...	১৬
ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যে	...	...	৮
ভৈরবচন্দ্র দত্ত	...	...	৮
রাধানাথ মিত্র	...	...	৩০
প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড	...	...	৪
রামগোপাল ঘোষ	...	...	১৬
ভোলানাথ সেন	...	...	১০
বেণীমাধব ঘোষ	...	...	৫
পূর্ণানন্দ চৌধুরী	...	...	৫
কৃষ্ণানন্দ বসু	...	...	৫
মধুসূদন রায়	...	...	৫
গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	...	...	২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	...	...	৫
বলরাম সমাদ্দার	...	...	১০
আনন্দচন্দ্র বসু	...	...	৫
গোমানসিংহ রায়	...	...	৫
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে	...	...	৫
নন্দকুমার ঘোষ	...	...	২
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র	...	...	২
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা	...	...	৫
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার	...	...	৫
নিমাইচরণ দত্ত	...	...	২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৫০০
পূর্ণানন্দ সেন	...	...	৫০
মদনমোহন চাটুয্যে	...	...	২৫
রামপ্রসাদ মিত্র	...	...	৫

রামচন্দ্র গাঙ্গুলি	...	...	২৫
কালীপ্রসাদ রায়	...	...	৫
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	...	৫
অক্ষয়চাঁদ বসু	...	...	১০
রামরত্ন হালদার	...	...	৫
বংশীধর মজুমদার	...	...	৫
অভয়াচরণ চাটুয্যে	...	...	২
কৃষ্ণমোহন মিত্র	...	...	৫
বলরাম হড়	...	...	১৬
রামকুমার ঘোষ	...	...	৪
গোকুলচাঁদ বসু	...	...	৪
নবীনচাঁদ কুণ্ড	...	...	১০
গঙ্গানারায়ণ দাস	...	...	৫
ব্রজমোহন খাঁ	...	...	২৫
গঙ্গাচরণ সেন	...	...	৫
নবকুমার চক্রবর্ত্তী	...	..	৩
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা	...	...	২
রামচন্দ্র মিত্র	...	...	২
রামতনু লাহুং	...	...	২
তারাকান্ত দাস	...	...	২
বিশ্বনাথ মতিলাল	...	...	১০০

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

রাজা রামমোহন রায়।—অবগত হওয়া গেল যে ৺ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নির্দ্ধার্য্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নিদ্ধার্য্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় শ্রীলশ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।—কুরিয়র।

দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্য্যে রামমোহন

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ।—শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত দ্বিতীয় আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্বাদ পত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্তু ঐ সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বসনীয় তাহা এই যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্য্যন্ত বোধ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দ্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজপরিজনেরদের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ জায়গীরের সরবরাহ কর্ম্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্যের-দিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া দিলেন। এইক্ষণে ঐ ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজমন্ত্রিরদের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন।

(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

দিল্লীর বাদশাহের দরবার। রাজা রামমোহন রায়।—কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীযুত বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং ঐ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খাঁর পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্য আছে সংপ্রতি এক দিবস তাঁহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। ঐ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ এইক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা ঐ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব কেবল এতদর্থই আমরা ঐ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। ঐ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে কথা প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে। রাজা সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছল্যরূপেই ঐ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্য এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি কেবল আপনার কার্য্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অত্যন্ত রাগজ্বালিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অতিক্ষুদ্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়ায়িস খাঁর এক জন চাকর ছিলা পরে ঐ মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ তুমি ৭০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইয়াছে।

(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়।—গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাগ্রে রাজা পদ না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত হন।

রাজা রামমোহন রায় উকীলস্বরূপে বাদশাহের দরবারহইতে যে ৭০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগরা আকবরহইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি চন্দ্রিকা-সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে দিল্লীর দরবারের খোজা ঐ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি ঐ টাকা রাজাজী লইয়াও থাকেন তথাপি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল তদুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে রাজাজীকর্ত্তৃক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাঁহার ইহাও স্মর্ত্তব্য যে ঐ উক্তিও খোজার। অস্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলণ্ডদেশগত হইয়া উক্ত বাদশাহের ও স্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—ইঙ্গলণ্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্রূষা হইবে। তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইহাঁরাই মোঙ্গলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাঁহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অর্দ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাদুর তাঁহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং

বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃম্বস্রীয় ও পিতৃম্বস্রীয় ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ্য হইয়াও এক জন মসাল্‌চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুর্বিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের মাসে অন্যূন ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই ঐ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ড দেশে থাকনের তাৎপর্য্য এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত্ত নহেন তদ্বিষয় তাঁহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহকর্তৃক উপাধি প্রদান।—কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে মফঃসল আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল।···

অপর ঐ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর আছে। তদ্বিষয় ঐ পত্রে লেখে যে ঐ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে বর্ত্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্ব্বে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত রেসিডেণ্টসাহেব শ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের

নিকটে উপস্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা-পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন করিয়াছেন তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের উপকার দর্শিয়াছে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০)

রাজা রামমোহন রায়।—২০ আগস্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টাকা দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে যে তাঁহার বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন।

(৫ মার্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মির্জ্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহ্নব করিবেন না।

(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১)

দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি।—...আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বর্ত্তন বর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ঐ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৪। ২৩ আশ্বিন ১২৪১)

শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ।—ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবিকা বার্ষিক ৩ লক্ষ

টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা লইতে এবং অতিরিক্ত দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ন্যূনাধিক বার মাস হইল তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তরহওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই সুতরাং ঐ টাকাই লইতে হইল।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

রাধাপ্রসাদ রায়।—রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র যে কোম্পানি বাহাদুরের কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে ঐ বাবুর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্যপুত্রের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ এই দুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার পেনসিয়নেতে যাহা বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও তদর্থে অনেক দিবসপর্য্যন্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয় তাঁহার আশা সফল হইবেক না ঐ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্ভ্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা কেবল বাদশাহের সম্ভ্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাকা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাঙ্ক্ষ হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি।—উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া ৺ প্রাপ্ত রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তিনি ঐ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে উত্তরকালে ঐ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন দাওয়া না করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি স্থির করিয়াছেন কিন্তু অবগত হওয়া গেল যে কেবল বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার দান আরম্ভ হইবে। দিল্লীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে রাজবংশের নিমিত্ত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে রামমোহন

রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবেন।

বৰ্দ্ধমান-রাজের সহিত রামমোহনের মোকদ্দমা

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

রাজা রামমোহন রায়ের নামে বৰ্দ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দমা।—রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অনুবাদ দর্পণের এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে।

সদর দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালত।

শ্রীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে।

১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপেলাণ্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় রিস্পণ্ডেণ্ট আসামী।

দাওয়া। মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিস্তিবন্দি খত সুদসমেত ১৫০০২ টাকা।

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে ১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে নালিশ করেন। নালিশের কারণ এই।

আসামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাঁহার ৭৫০১ টাকা দেনা হইল ঐ টাকা বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক কিস্তিবন্দি খত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বৰ্দ্ধমানের জজ ও রেজিষ্টরসাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকান্ত রায় ঐ টাকা না দিয়া বাঙ্গালা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে ঐ দেনা আসল ও সুদসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়াছে। আসামীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিন্তু ঐ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদী তাঁহাদের নামে নালিশ করেন।

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিস্তিবন্দির খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৺ পিতাঠাকুর রামকান্ত রায় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যদ্যপি রাজস্বের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়া থাকিত তবে আমার স্থানে

না করিয়া তিনি বর্ত্তমানেই তাঁহার স্থানে ঐ দাওয়া করিতেন। আমার ৺ পিতাঠাকুরের উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক বিবেচনাপ্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নির্লিপ্ত হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেও তাঁহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক্ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিস্তিবন্দির খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সালে তাহা দেওনের করার ছিল ঐ তারিখের পর সাত বৎসরপর্য্যন্ত আমার পিতা বর্ত্তমান থাকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কিনিমিত্ত এপর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে দাওয়া করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে যদ্যপি যথার্থের ন্যায় স্বীকার করা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত বৎসরপর্য্যন্ত ঐ টাকার দাওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে। এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত। এই সুস্পষ্ট ত্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহার প্রথম ওজোর এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাঁহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী স্বয়ংকে জেলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই। যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তদ্বিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্যকই নাই। দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্যক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যায্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা পান নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাল রামগড় ও ভাগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস করিতেছেন হুগলিতেও তাঁহার বাটী আছে এবং বর্দ্ধমানের কালেক্টরী এলাকার মধ্যেও তাঁহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্তু ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাঁহার ভারি জমার অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাঁহার এই সকল বিষয় সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারো কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। এমত অন্যায় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুত্র মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের বাটীর দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোক-গমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ আদালতে তিনি ঐ রাণীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর

বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর সঙ্গে ঐ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে ঐ উকীল আসামীর পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়া থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী একেবারে তাঁহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী ভরসা করেন যে তাঁহার সম্ভ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাঁহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাঁহার এমত অসংখ্যক ধন আছে যে ঐ ক্রোধানুরূপ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হইতে পারে না।

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আসামীর পিতা তাঁহার অতিসম্ভ্রান্ত মোস্তাজের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাঁহার স্থানে কিস্তিবন্দির টাকা চাহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাঁহার মরণোত্তর ঐ টাকার দাওয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী জগমোহন রায়ের নিকটে করা যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের স্থানে করা গেল কিন্তু তাঁহারা উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাল করিয়া টাকা দিলেন না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্মৃত হইয়া এইক্ষণে ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ ষাইট বৎসরপর্য্যন্ত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে অতএব ঐ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে।

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই জওয়াবলজওয়াবে পুনর্ব্বার লিখিতেছেন অধিকন্তু এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ থাকিতে যদি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক্ হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপার্জন করেন এবং যদি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির কিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাপ্ত না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে কোন প্রকারেই এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে।

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনামা তাঁহার নামে বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা হাজির হন নাই।

প্রবিনস্থল আদালতের জজ শ্রীযুত ব্রাডন সাহেব অতিমনোযোগপূর্ব্বক তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকান্ত রায় ছয় বৎসরপর্য্যন্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাঁহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর ফরিয়াদী যে দাওয়া

করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন যে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাঁহার উপর কখন কোন দাওয়া হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব সুদ দেওয়া কখন হইতে পারে না। দুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হয় তৎপর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅনুসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইল।

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন।

ঐ আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক এই হুকুম করিলেন। অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদ্দমায় প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিয়াছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব ঐ২ হেতুতে প্রবিন্স্যল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় আদালতের খরচাসমেত আপেলান্টের মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

রাজারাম রায়

(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোর্ড কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সর জন হব হৌস সাহেব ৺ রামমোহন রায়ের পুত্রকে ঐ আপীসে ক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২১ মে ১৮৩৬। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ।—কিয়ৎকাল হইল ৺ রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড কন্ট্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেব-কর্ত্তৃক কোম্পানির কেরানিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহা এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল। এই যুব ব্যক্তি যখন বোর্ড কন্ট্রোলে কর্ম্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রকাশ ও স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বারা স্বীয় কার্য্য এমত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান ব্যক্তিকর্ত্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াচম্যান জানুয়ারি, ১৪।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

রামমোহন রায়ের পুত্র।—শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্তৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম রাজা তিনি ৺রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি ঐ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাঁহার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ডিক সাহেবকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতিপ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। —আগ্রা আকবর।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

৺রামমোহন রায়ের পুত্র।—গত ১০ আগস্ত তারিখের ইঙ্গলণ্ডীয় এক সম্বাদপত্রে লেখে রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনডাক [Lord Lyndock] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটীর নিকটবর্ত্তি আশ্চর্য্য বিষয়সকল দেখাইলেন। ঐ সম্বাদপত্রে লেখে রায়জীর পুত্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ কএক বৎসরাবধি ইঙ্গলণ্ডে বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।...৺প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুত্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্ট্রোলের আফীসে তাঁহাকে কেরাণিগিরি কর্ম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র।—এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে পঁহুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা নিতান্ত অসম্মত হইলেন।

রামমোহন রায়

রাজারাম রায়

দ্বারকানাথ ঠাকুর

রামকমল সেন

(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫)

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত।—অসাধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্ত্তমান মাসে শ্রীলশ্রীমান মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে নৃত্যগীতাদির আমোদ করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংশ্যদিগকে আহ্বান করেন ইঁহারা শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকর্ত্তৃক আদৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর্রা প্রাপ্ত্যনন্তর সকলে কুতূহলে স্বস্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমরা যাঁহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাঁহার দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

...কাপ্তান মার্সাল সাহেব...ও হের সাহেব...ও রিচার্ডসন্ সাহেব...শ্রীযুত বাবু কাশী-প্রসাদ ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও রাজা রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম দাস এবং তদ্ভ্রাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রামধন সেন এবঞ্চ বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি।

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।—আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমিবিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গদেশীয় নিষ্কর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়া শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে ঐ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গলণ্ডদেশে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লণ্ডননগরে প্রকাশিত টাইম্‌সনামক সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আদালতে তোমারদের নিষ্করভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না হইলে কদাচ বেদখল হইবা না কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবের-দিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই বিবেচনা মতে ঐ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা না হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে তাঁহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন

রদ বা মতান্তরকরণের আমি কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া ঐ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ্তারের ন্যায় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লণ্ডননগরে পঁহুছিয়া তাঁহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোর্টে নিবেদন করিলেন কিন্তু কোর্টের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তাঁহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ তাঁহারদের এক জন ভারতবর্ষীয় প্রজা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটী পরিজনাদি ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক কি অমূলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি ঐ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোর্টের সাহেবেরদের তাহা গ্রাহ্যকরণের রীতি নাই।...—বোম্বাই দর্পণ।

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

ইঙ্গলণ্ডদেশে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ।—...গত সোমবারের হরকরা পত্রে ঐ আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশ নিবাসিরা যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অদ্যপর্য্যন্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়।—...এপ্রদেশহইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তৎপরে নানা স্থানের জমীদারপ্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল হিন্দু ধার্ম্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তুত হয় নাই এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়নামক কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই বিবেচনা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা করিয়া ঐ আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি তাহাতে মঙ্গল হইত তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ্য হইল সুতরাং ঐ দীনহীনের নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি বল এতাদৃশ আশঙ্কা তাঁহার থাকিলে কি জন্য এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি লাখরাজ বিষয়ক মোকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষ হইতে পারেন তাহা হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা হইল না কিন্তু যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাহ্মণ কি অন্যান্যবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাস্পদ দিলেও ধার্ম্মিক হিন্দুরা জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন না।···—চন্দ্রিকা।

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।···চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ স্বাক্ষর করে নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না তবে যদি এমত বিবেচনা করিয়া থাকেন স্বয়ং ধনোপার্জ্জনে অক্ষম পিতার উপার্জ্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিম্বা দুই চারি বৎসরহইতে করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তদ্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চন্দ্রিকাকারের সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিম্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাকার ভূমিশূন্য জমীদার আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সান্যাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন চন্দ্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইহাঁরা জমীদার ও মান্যের মধ্যে গণ্য না হইবেন।···কস্যচিৎ তালুকদারস্য।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ । ১২ পৌষ ১২৪২)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।—

১৫ দিসেম্বর ।

শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্‌টর হইয়াছেন ।

ধর্ম্ম

ধৰ্ম্মকৃত্য

(১৩ নবেম্বর ১৮৩০। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩৭)

রাসযাত্রা।—এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক পূর্ব্বদিকস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ বিবি ও সাহেব-লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহার-দিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলাহইতে বহুবাদ্যকরকৃত অতিসুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ হইয়াছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বারাকপুর-হইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খ্রীষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি সাহেবেরা কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন ঐ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণসময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কস্যচিজ্জুবজনস্য।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি…।

উলাগ্রামনিবাসি শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীশ্রী ৺ শ্রীধর ঠাকুরের বহুকালাবধি দ্বাদশযাত্রাদি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্রা মহোৎসবার্থ যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্ম্মিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে ঐ বাটী পরিষ্কার অর্থাৎ মেরামৎকরণোদ্যোগে তৎপিতামহ ভ্রাতা শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশীতিবর্ষবয়স্ক ঐ যাত্রা মহোৎসব ভঙ্গকরণোদ্যুক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রাতে দশদিবসপর্য্যন্ত ন্যূনসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান ও হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে ঐ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার ধর্ম্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রীযুত অনুগ্রহপ্রকাশে এবং ধর্ম্মরক্ষণার্থে উক্ত বাবুর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক গ্রামের ভদ্র২ প্রধান জমীদার ও ধার্ম্মিক লোকেরদিগের প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া ঐ চান্দনীবাটী বামনদাস বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমরা গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার অতিশান্তমূর্ত্তি প্রিয়ভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্ব্বত্র হইলে প্রজা-লোকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বামনদাস বাবুর এই ধর্ম্মক্রিয়া বজায় রাখাতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রীযুতকে ধন্যবাদ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযুত অচিরাতে উচ্চ-পদাভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়া থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা যাঢ়স্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া।

শ্রীসদাশিব তর্কালঙ্কার শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতয়ঃ।

(২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১)

রথযাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাতা নগরে হইয়া থাকে এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যূন হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ মাঝের রাস্তা দিয়া যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয়া যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জনরব হয় যে এ বৎসর রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্যায় হয় নাই। তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নূতন এই সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নূতন রথ নির্ম্মাণ করিয়া আত্ম মাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন ঐ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা হয় নাই অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্য২ প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারদিগের বিদায়ও বিলক্ষণরূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদিগের বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এতদনুসারে পাত্রবিশেষে তাবতে বিদায়

প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

ফরাস ডাঙ্গাতে জাদু ঘোষের যে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড রথ আছে··· ।

(২৮ মার্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

হুলির উৎসব।—বর্ত্তমান কালীন হুলির উৎসবে নানা দাঙ্গাহঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল। পরে তাহারা অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্ব্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া এবং নানা কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।···

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

চড়ক পূজা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থে যদ্যপি কএকটি কথা শুদ্ধ করিয়া আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল অন্তরে রাখিব। (আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্মণ নিবাস কালীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি অর্থাৎ সরা ধরিয়া খাই হিন্দুরা যদ্যপি আপন ধর্ম্মচ্যুত হন্ কিম্বা দেশাচার রহিত করেন তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ায় প্রাতে শ্যামা পূজার রাত্রে মহাষ্টমী পূজার দিবসে ইত্যাদি পূজা পার্ব্বণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থূল কথায় আমরা বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিঙ্গি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক পূজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমারদিগের আবশ্যক) অতএব বলি আমারদিগের ধর্ম্মবিষয়ে কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন বিষয় নিবারণ আবশ্যক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে আপন মত লিখিয়া তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন কিম্বা পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন তাহাতে সকলের মত ঐক্য হইলে ঐ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এরূপ না করিয়া সহসা দেশাধিপতির নিকটস্থ হইয়া শাসনদ্বারা আপন দেশের নীতি লঙ্ঘন কারণ চেষ্টা পাওয়া কি বিবেচনা। সন্ন্যাস ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্তু এই ছোট লোকের মধ্যে শিবালয় কাহার আছে গাজন

কএক জনা উঠাইয়া থাকে সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়া কেহ বা মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্ন্যাস করে অতএব যদ্যপি ঐ গাজনওয়ালা মহাশয়েরা গাজন না উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে ছোট লোক কোথায় চড়কগাছ পায় যে চড়ক করে এমতে ঐ বৈঠক কালে সকল ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্ন্যাস ব্যাপার উঠিয়া যাইতে পারে) দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্যক রাখে না যদি বলেন প্রাচীন ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্ব্বোধ ইঁহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এঁহারা নব্য সাম্প্রদায়িক বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়া মত ঐক্য করিবার উপযুক্ত পাত্র নন তবে তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় নব্যদিগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্ব্বোধ ছিলেন নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইয়া উৎপন্ন বুদ্ধি হইয়াছে সে উপায়ের নাম তাহারদিগের পিতৃপিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোন পার্ব্বণ আহ্লাদ ছাড়া নাই এবং প্রত্যেক লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যায় সেই তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়া রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক পার্ব্বণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়া বেড়ান তাহাতে অন্য জাতি হাস্য বিদ্রূপ করে অপর পরস্পর সকলেই এক এক রকম আহ্লাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহারা আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যকে নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোরা দিই অনায়াসে সেই দোষ আপনাতে দোষ নাহি ভাসে।—কালী পুরোহিতস্য।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৩। ৯ বৈশাখ ১২৪০)

চৈত্রোৎসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্ত্র ইহা ভূয়োং লিখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব্ব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বাদে আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্তুষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্ব্বে এমত জনরব হইয়াছিল যে চৈত্রোৎসবের বাণফোঁড়া চড়কপ্রভৃতি কর্ম্ম সকল হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট নিবারণ করিবেন এবং কিম্বদন্তী দ্বারা জানা গিয়াছিল যে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব। ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতীনিবারণের আইন প্রকাশ

জন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার বিদ্যা ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা যত্নবান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা সকল স্ব২ ধর্ম্ম যাজন করিয়া সুখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক ধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে যে দুর্গোৎসবাদি প্রতিমা পূজা না হয় পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত করে সজ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মর্য্যাদা উঠিয়া যায় সস্ত্রীক হইয়া সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে এই এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাঁহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কিম্বদন্তী আছে "মহাজনো-যেন গতঃ স পন্থাঃ" যেমন শ্রীযুত রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তদ্দৃষ্টে অনেকেই তৎপশ্চাদ্‌গামী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি তাঁহারা বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম্ম করে না। উত্তর তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পূজা করা গর্হিত কর্ম্ম কিন্তু আপন বাটীতে প্রতিমা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সাহসী হইয়া এই অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সদুপায় সত্ত্বে সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজা প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক কি।...চন্দ্রিকা।

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

চরকপূজা।—চরকপূজার অতিঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্ত্তি প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থানসমূহ সর্ব্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলরব করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখান পিণ্ডাকার প্রায়

কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বস্থ গারদের নিকটে অপর একজন সন্ন্যাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক সন্ন্যাসী মদ্যপানে মত্ত হইয়া জঙ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে তাহার অবরোহণসময়ে হুঁস হইয়া কহিল যে অত্যল্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ হয়। [বেঙ্গল হেরল্ড]

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০)

গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।—দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইহাঁরা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দ্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐমত বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুধারাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধুহইতেও অধিক গুরুতর।

উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে এতদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় ও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।

কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তিকরাতে পাঠক-গণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতুক চরকপূজার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। (চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়পার্শ্বের বাটীর বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দলসকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্যসহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টাপর্য্যন্ত দেখা যায় পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্ম্মিত হিন্দুর দেবতারা ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাসা এই আছে যে কএকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখান ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় মুখটা ময়ূরাকার তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাদ্যকরত দাঁড় ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে২ ঘণ্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত

দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবায় অন্য এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল।)

পদপূজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র২ বস্তু লইয়া রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে চাপড়াচাপড়ি মারামারি বড়ই পড়িয়া গেল কিন্তু তাহারদের লম্বা অথচ শ্বেতবর্ণ গোঁপ দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্ম্মের কর্ম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া আমরা অধিকন্তু আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল।(একখান চিত্র বিচিত্র করা ডাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহা বেহারা লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারারা তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুর্দ্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই। ঐ ভাক্তযোগির নয়ন একবার বারান্দাস্থ স্ত্রীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব সংটার বড়ই তামাসা হয়। ঐ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা এমন সুদৃশ্যরূপে ঘূর্ণিত হয় যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ্ একবার ওদিগ্ দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে পারিবেন তাহা এই যে হিন্দু সন্ন্যাসি সাংসারিক ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগে মগ্ন হন ঐ সং একটা মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে নানা ছাপায় চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের ঝুঁটি এবং যোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আস্ফালন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ্ ওদিগ্ ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী হইয়া নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষসুখ। সাংসারিক লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধারীও বিবিধরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বর্গে গমন না করিয়া রাস্তারূপ স্বর্গে আসিলেন। যোগবাক্যে বিরত ঐ বৈরাগিগণের মধ্যে এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতিমনোরঞ্জক ইহাতে তাঁহার সহিত কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের পরমাহ্লাদে আপনারা নিমগ্ন।—জ্ঞানান্বেষণ।)

(১২ মে ১৮৩৮। ৩১ বৈশাখ ১২৪৫)

…আমি এই বার কোন স্থানে দুইমোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্যাসিকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে এক জন মহাদেবের ন্যায় বেশ ভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুড়িয়া ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্ণিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। আরও বারুণীপানোন্মত্ত হইয়া বারংবার

কহিতেছে দেপাক্ দেপাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারি জন সন্ন্যাসিকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলই মুমূর্ষুপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশ ধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণি-ফণান্বিত ভাক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবংচ তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎ কাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধ করি ঐ সন্ন্যাসী ছিড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত।...অস্মদাদির মানস যে ঐ প্রব্রজ্যা এক কালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর২ তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণ ফোঁড়া ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন...। ত্বদীয় শ্রীচুঁচুড়া নিবাসিনঃ।

(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

চড়ক পূজা।—আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শাস্তি রক্ষক মহোদয়েরা আগমন এতদ্দেশীয় চড়ক নামক পর্ব্বোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবেন কারণ আমরা শ্রুত হইয়াছি যে শাস্তি রক্ষক মহোদয়েরা গবর্ণমেণ্টহইতে এমত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্ব্বক সুনীতি সংস্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাঁহারা এই মানস প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্ন্যাসিরা কালীঘাট হইতে কলুটোলা ও মেছোবাজারের রাজবর্ত্ম দিয়া আগমন করণের যে প্রথা আছে তাহার পরিবর্ত্তে এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহারা উক্ত বর্ত্ম দিয়া আগমন না করিয়া সারকিউলর রোড অর্থাৎ নূতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক ঐ রাস্তা অতিশয় সুদীর্ঘ ঐ পর্ব্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক এজন্য বোধ করি যে নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অনুমতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে না গমন করিয়া এই আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমূহ ধার্য্য করিবেক এই সংবাদের দ্বারা এমত বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্ব্বোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় সুখজনক হইয়াছে। কং মার্চ ২৫ [কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজার]

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

বিজ্ঞাপন।—সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে চড়কপূজা সময়ে ৺কালী ঘাটহইতে যে সন্ন্যাসিরা শহরের মধ্যে দিয়া আসিত তাহারা পূর্ব্ব২ বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরে চৌরঙ্গী ও কসাই টোলার রাস্তা দিয়া আসিতে পারিবে না কিন্তু ভবানীপুর হইতে শহরের মধ্যে আইলে ভবানীপুরহইতে সরকিউলর রোর্ড অর্থাৎ বালির রাস্তা দিয়া নং ৯ সেদয়ার ফাঁড়ি অর্থাৎ মুনসির বাজার এবং নং ৮ অর্থাৎ রাজা রামলোচনের বাজার দিয়া গমন পূর্ব্বক চিৎপুরপর্য্যন্ত পঁহুছিবেক তথায় পঁহুছিয়া তাহারা উত্তর দিগে স্ব২ বাটীতে চলিয়া যাইবে।

কলিকাতা — এফ ডবলিউ বর্ট

৩ আপ্রেল ১৮৩৯। — পোলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

নববাবুদিগের নবকীর্ত্তি।—যদ্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ঔদাস্য না করিয়া অবশ্যই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণানুসন্ধান করিবেন এতদুৎসাহে উৎসাহী হইয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কৃপাবলোকন করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৺ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর-নিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুম্ভের খালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া নিবেদনপূর্ব্বক লিখিলাম ইতি। শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ঃ। সংবাদ প্রভাকর।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮)

চন্দ্রকোণা।—হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চন্দ্রকোণানামে এক স্থান আছে তথায় বর্দ্ধমানের রাজার পক্ষহইতে এক দেবালয় ও রঘুনাথ নামে মূর্ত্তি আছেন তথায় সেবাদিও উত্তমমতে হইয়া থাকে সে স্থানে চিরকালহইতে এইরূপ নিয়ম বদ্ধ আছে যে প্রতি বৎসর পৌষী পূর্ণিমাতে এক বৃহৎ জাত হইয়া থাকে সেই নিয়মমতে বর্ত্তমান বর্ষের ৫ মাঘ মঙ্গলবার পূর্ণিমাতে রীতিমতে জাত হইয়াছিল।

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

তুলাদান।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি শ্রীযুত বাবু দেব-নারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ যথাশাস্ত্র আত্ম শরীর পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত জলাধারাদি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা দ্বারা তুলা করিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য মান্য পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাদান ইহা গ্রহণ অবিহিত ইহাতে তৃপ্তির

বিষয় কি তাহা নহে সমূহলোক কর্তৃক ঐ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্য দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপর্য্য সামান্য দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১০ টাকা ৮ টাকা ৭ টাকা ৬ টাকা এক কলসীর ন্যূন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রায় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন এতন্নগরস্থ দোষিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্ব্ববাস দক্ষিণাঞ্চলের অধ্যাপকও অনেক এবং তদ্ভিন্ন উপস্থিত সুপারিস পত্র অন্যূন শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই ।০ ।০ চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যরূপে গণ্য এমত নহে বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই সদ্ব্যয় করা আছে এই তুলা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতদ্ভিন্ন নিত্য কর্ম্মেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক দুর্লভ।—চন্দ্রিকা।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা ও মাড় সাগর উপদ্বীপের এক টেঁকে একত্রহইতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগি ও সন্ন্যাসিরদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্য্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তকি ও নির্ম্মহী ও নির্ব্বাণী ও মহানির্ব্বাণী এবং নিরালম্বীতে এক২ শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ জানুআরি পর্য্যন্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৬০ হাজারের ন্যূন নহে এমত অনুমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদূর দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাইহইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত

হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যূন নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রহ্মদেশহইতেও অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক্‌হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্র২ দোকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।

ঐ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকেরা স্নানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতিকষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা হঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিদুষ্প্রাপ্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু ঐ মাসের ১৬ তারিখে ঐ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র রহিল না তাঁহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল।—হরকরা।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—প্রতিবৎসরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। ঐ স্থানে ন্যূনাধিক ৭০ হাজার নৌকা জমা হয় এবং কথিত আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহা প্রকৃত না হইবে। তদ্বিষয়ে আমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম তিনি লেখেন ঐ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহা সম্ভব বটে। এবং এমত কথিত আছে যে ঐ স্থানে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বিক্রয় হইয়াছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্যা শ্রীরমপটম লাহোর দিল্লী ও বঙ্গাদিপ্রদেশ এবং নেপাল ও ব্রহ্মদেশহইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

গঙ্গাসাগরের মেলা।—গত জানুআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলা হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রিরা ভারতবর্ষের চতুর্দিক হইতে কতক বা অতি দূর সীমা হইতে আগত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্নানের কএক দিবস পূর্ব্বাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখ্যোদ্দেশ্য স্নান পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিয়া স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

অপর তৎ সময়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহুতর ক্ষুদ্র২ দোকানঘর বাঁধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে ঐ স্থানে বহুসংখ্যক টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ৬০।৭০ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকও হইবেক। পরন্তু ঐ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত অধিকসংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যে২ দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হইতেই প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে।

(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪)

বৰ্দ্ধমানে মেলা।—প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর দিবস দামোদর নদের ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দ্দিগে চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে ধৰ্ম্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বহু লোক মেলা দর্শনার্থই আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার আহ্লাদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষীইত্যাদি ক্রীত হইল। অনন্তর শ্রীযুত পাদরি সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া ঐ লোকারণ্যের মধ্যে খ্রীষ্টের মঙ্গল সম্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেলাতে আশ্চর্য্য এই যে বলদাকৃষ্ট গাড়ির উপর অনেক পাল্কী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাল্কীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড়্খড়ীয়ার ছিদ্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে চোরেরা গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বহু প্রাণিকে রোদন করায়।—কস্যচিৎ পাঠকস্য।

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

মহাঘটাপূর্ব্বক কন্যাদান।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে গত ১৭ আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে কন্যাদান করিয়াছেন ঐ বিবাহ উদ্বাহতত্ত্বোক্ত বিধিবোধিত কৰ্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে অর্থাৎ সৎকুলীনে কন্যাদান করিয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ এক তালুক দান করিয়াছেন ঐ তালুকের নাম লাট মুকুন্দপুর মতালকে জিলা হুগলি ২৩ মৌজার কাত সদর জমা ১৩৬৪০৮১২॥ মুনাফা সালিয়ানা ৪০০০ চারি হাজার টাকা এ প্রকারে বহুমূল্যের ভূমিদান করাতে দাতার অধিক বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে কন্যা ও জামাতা একেবারে সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্ত অর্থ চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইবেন।

ধনি গোষ্ঠীপতির কর্ত্তব্য যে কুলভঙ্গ করিতে হইলে এপ্রকার সংস্থান করিয়া দিয়া সৎ-কুলীনে কন্যাদান করেন অপর কন্যাদান বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে রাজারা সৎকুলীনে অৰ্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতেন এ বিষয়ও তাদৃশ জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক পাত্র চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের সন্তান নৈকোষ্যভাবাপন্ন সৎকুলীন বটেন হালদার বাবুর কন্যা যেপ্রকার সুন্দরী ও মণিমুক্তাদি নানাভরণে ভূষিতা হইয়া সভায় আনীতা হইয়াছিলেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কে না রাজকন্যার তুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন পরন্তু চারি হাজার টাকার মুনাফার তালুকের মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হইবেক ইহা ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজস ও বিবিধ প্রকার বসনভূষণ শয্যাদির মূল্য অল্প নহে অতএব ইহার সমুদায়ের মূল্য অৰ্দ্ধেক রাজ্যের মূল্য তুল্য হইতে পারে।…[সমাচার চন্দ্রিকা]

(২৪ জুলাই ১৮৩০। ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

বিবাহে ঘটক কুলীন বিদায়।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদারের কন্যার শুভবিবাহের সমৃদ্ধি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি পরন্তু কুলাচার্য্য ও কুলীনের বিদায়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ হয় নাই এইক্ষণে জ্ঞাত হইলাম ঐ বিবাহে কুলাচার্য্যের প্রধান দান ১৬ ষোল টাকা মধ্যম দান ১২ বারো টাকা ন্যূন দান ৮ আট টাকা। এই রীতি ক্রমে পাঁচ শত কুলাচার্য্যকে বিদায় করিয়াছে এবং কুলীনের বিদায় প্রত্যেকে ২০ বিংশতি টাকা দিয়াছেন এবং উক্ত সম্প্রদান ব্যক্তিরদিগের প্রত্যেককে ১ এক মোন ভোজ্য অর্থাৎ সিধা দিয়াছেন পরন্তু কুলাচার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রামলোচন কবিভূষণ মহাশয়কে দুই শত টাকা এক জোড়া উত্তম শাল ও এক জোড় গরদবস্ত্র এই সকল বস্তু পারিতোষিক দিয়াছেন।

(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ।—বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের সহিত শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কন্যার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার হইয়াছে শুনিতে পাই রাজেন্দ্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত তাঁহার পিতৃদত্ত ধন সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাঁহার আত্মীয়গণেরা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যে প্রকার ঘটা হয় তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন রূপলাল বাবুর কন্যার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের বিবাহের ন্যায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন করিয়াছেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

মহানাচ।—শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একটা অত্যুচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মর্ম্মর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নির্ম্মিত ছিল পরে তাহা অত্যুত্তমরূপে সুশোভিত করা গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জ্বালান গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুয়ারিপর্য্যন্ত তাহাতে মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্ব্যতিরেকে নানা সারজন ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা ভোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাঁচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ রাত্রিতে বাটী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণা এবং তাঁহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্ত্তৃক সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্য্যাদা হইল অতএব যাঁহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তাঁহারদের নাম লেখা উচিত। অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ

বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায় ও শ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে ঐ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কীয় এত কর্ম্মকারক ও তাঁহারদের বিবি সাহেবেরা সমাগত হইলেন যে তাঁহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য··· ।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—আমরা লোকপরম্পরাবগত হইলাম গত ৩ ফাল্গুণ সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্যার শুভবিবাহ হইয়াছে শুনা গেল এই বিবাহে ঘটক কুলীনের বড় সমারোহ হইয়াছিল প্রসন্নকুমার বাবু বহুযত্নে এক জন নৈকষ্য কুলীনের সন্তান আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন তাঁহারদিগের পৈতৃক ধারার কিছুই অন্যথা করেন নাই···। সং চং।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—এতন্নগরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে ঐ বিবাহ মহাসমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় যদ্যপিও রূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবানুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন নাই তথাপি কলিকাতার বর্ত্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবশ্যক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতানিমিত্ত পিত্তলের তৈজস বস্ত্র তৈল হরিদ্রাদি দ্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পর্য্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহূত হইয়া এতদ্দেশীয় এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও মুসলমানাদি অনেকের আগমন হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস প্রিসীডেণ্ট শ্রীযুত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল। অপর নর্ত্তকীও উত্তমা২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্যাকর্ত্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভিব্যাহারে যে সকল রেশালার আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই কেননা মল্লিক বাবুর বাটীঅবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটীপর্য্যন্ত বান্ধা রোস্‌নাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় পর্ব্বত দালান নহবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকীপ্রভৃতির বিবিধ-প্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি অতএব এই কর্ম্ম সামান্য বলা যায় না তবে পূর্ব্বে২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তত্তুল্য নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় রূপলাল বাবু যেপ্রকার করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যূন কাহার না হয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম্ম বাহুল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—নিবেদনবিশেষঃ সন হালের ১৪ জানুআরি তারিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিলা হিজলীর এলাকার জলামুঠাওগয়রহের জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তারিখে স্থির করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা খরচের দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে রাজসভাসদ মন্ত্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ খানসামা ও শ্রীমুন্সী মুকুন্দরাম ও শ্রীসেবকরাম বসু পেস্কার ও শ্রীভোলানাথ দাস উড়ীয়া মুহুরির ও শ্রীহিশী মাইতি নাপিতপ্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্ত্তমান ভূপতি কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে সর্ব্বস্ব যাইতে পারে যাহাতে কল্পবৃক্ষের ন্যায় না হন এমত পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাবৎ আমলাগণে ঐক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ গলবস্ত্রে যোড়করে বিবাহের পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে উপস্থিত হইবাতে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি রাধাকৃষ্ণ কহিলেন আপনকার সরকারে পুরুষানুক্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এক্ষণে মহারাজ কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে যথাসর্ব্বস্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে পারিবেন না কারণ বিবাহের সম্বাদে বহুদেশের মনুষ্য আসিয়াছে এবং আসিবেক দশ লক্ষ টাকা তহবীলে মজুৎ আছে মাত্র কিন্তু মহলখুকী ইহাতে সরকারের খাজানা দুই লক্ষ তঙ্কা দিতে হইবেক বাকী আট লক্ষ তঙ্কা থাকিবেক এ বাক্য শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদিত হইয়া বিবাহের বিষয়ের ভারাভার আমলাগণে দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন ঐ সকল আমলা একে মনসা ছিলেন দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে অনুমতি হইবেক।

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাজরির কাগজাতের দ্বারা বোধ হইল যে বাদ্যকর ৭৯৬ জন ও বেহারা ৬৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামাজিক ২৭০৩ জন ও ভাট ৫২৩ জন ও ব্রাহ্মণ ২৫১৩ জন ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশিবিদেশিতে পঁহুছেন তৎপরে নিজাধিকারের কুলিবেগার আন্দাজী তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোকদিগকে খাদ্যসামগ্রী কোনরকমে কিছু না দিয়া বরসজ্জা করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ তফাত মথনানামে এক গ্রাম আছে তথায় রাহি হইলেন বারুদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাতিফুলছড়ির দ্বারা ॥৫ সের মোমবাতির রোশনাই হয়। তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন ছিল তাহা আড়া ও হাতমশালের দ্বারা রোশনাই হইল ইহাতে রাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে নাই পরদিবস দিবা চারি দণ্ডেরকালীন বিবাহ হইল ঐ দিবস তিনপ্রহরপর্য্যন্ত কেহ জল স্পর্শ করে নাই কারণ পল্লিগ্রামে পাইলেক না এবং ভূপতিও দিলেন না তৎপরে কতক লোক তথাহইতে পলায়ন করিয়া রাত্রিকালীন বাসুদেবপুর মোকামে পঁহুছিয়া আপন২ নিকটহইতে মুদ্রাদি ভঞ্জিত করিয়া মুদির নিকটে চালুইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদীতে যেপ্রকার ডাকাইতি করিলেক তাহা লিখন নহে

কিন্তু চালুসের ✓০ আনা বিরিদালির সের ৵০ আনা হাঁড়ি ও কাষ্ঠ রত্নের ন্যায় অধিক কি নিবেদন করিব।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আমলাওগয়রহ ও ভাট ও বেহারা-দিগকে দুই রোজের সীদাদেওনের হুকুম হইল ঐ সীদা রাজবাটীর উপযুক্ত তাহাও কেহ পাইল কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল।

তৃতীয়তঃ চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ ও অতিথি তাহারা নিরাহারে ৩।৪ রোজ থাকিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০০৲ মোন ও দালি ১০০৲ মোন প্রদান করিলে অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ভূপতিকে কহিলেন আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবর্ষে দেখি নাই।

চতুর্থ রাজা নিমন্ত্রণের দ্বারা তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ও পটাষপুরের মৌলবী অর্থাৎ জবনের শৌর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ক্রোকতহসীলদার ও থানার মালের পোলীসের দারোগা শ্রীযুক্ত মীরজাসাহেব এই ছয় জন সেওয়ায় ইহার লওয়াজিমাত ২০৩ জন মায় বেহারা ও ব্রজবাসী ও বরকন্দাজইত্যাদি গড় মোকামে পঁহুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা করেন এবং ৫ রোজ থাকেন ইতিমধ্যে ২ দুসরা রোজ সীদা পান তাহাও ১৷৷০ দেড় মোন কেবল চালুদালি বাজেলোকের উপযুক্ত নহে পরে মহাশয়েরা রাজব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া আপন২ তরফহইতে মুদ্রাদি বিতরণ করিয়া স্থানান্তর হইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ কালযাপন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে বিদায় হন তাঁহারদিগের বিদায়ের বিবেচনা যে যাহা লৌকিকতা দিয়াছিলেন তাহা ফেরত তৎসেওয়ায় ২৷৷০ টাকা মূল্যের এক২ থানমামনি এবং কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারদিগকে একত্র ৩ টাকার হিসাবে ১৮ টাকা দিবাতে কেহ বিদায় না লইয়া ফেরত দিয়া নিজালয় গমন করিলেন পুনরায় ভূপতি এপর্য্যন্ত তল্লাস করিলেন না।

পঞ্চম রাজনিমন্ত্রণে মৈসাদলের শ্রীযুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও সুজামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা গোপালেন্দ্রের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও জলামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহুরির ১৬ জন ব্যবহার লইয়া পঁহুছে তাহার যেরূপ বিদায় তাহা লিখন অতিঅনুচিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহারা গ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইতি।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ১১ আশ্বিন ১২৪২)

সংকীর্ত্তনে অনুমতি।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত করাইতেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্নগরে হইয়া

আসিতেছিল তাহা প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস করা যাইত যেহেতু লোকসমূহ একত্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বৎসরাবধি মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্দুলোকে বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল ঐ মহাদুঃখ শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকর্তৃক মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মত নহে যে নগরে সংকীর্ত্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি নগরকীর্ত্তনে কখন কোন দাঙ্গা হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়া থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ম্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বেলাকরিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহেন কখন কোন উৎপাত সংকীর্ত্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্ত্রেট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব দিনে সংকীর্ত্তন বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অতএব এক্ষণে সংকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ করহ।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

শুভান্নপ্রাশনং।—আমরা আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর সোমবারে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত নৃপাভিনবজাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত হইয়া শুভান্নপ্রাশন কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎশুভ বার্ত্তা বহু সংখ্যক তোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে সুপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে রাজবাটীস্থ এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহ্লাদিত হইলেন ঐ দিবস রাজকোষহইতে বদান্যতাদ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ্চ বহুতর দীন দরিদ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।—সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিণ্ডিয়ান জানবুল ইণ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবেরা প্রসন্ন-কুমার বাবুর দেবীপূজাকরণবিষয় লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাঁহারদিগের বোধে এ কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। তাঁহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে

নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্ব্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমৎকৃত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকেরা প্রায় সেইমত আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি ঘৃণার কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি সুবুদ্ধি বিদ্বান্ বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোদ্ভব বৈকুণ্ঠবাসি ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধন্য মান্য দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশূন্য অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ব্বাদিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহার২ অত্যন্ত অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক তাঁহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও তাঁহার নিকট তত্তুল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক। এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বাবু গণ্য ছিলেন তৎপ্রমাণ দেখুন শ্রীশ্রী৺ বিষ্ণুবিগ্রহ নিজবাটীতে স্থাপনা করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে ৺ গঙ্গাতীরে ৺ কালীমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটী করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তিদর্শনে লোকসকল চমৎকৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক ঐহিক পারত্রিকের কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে।

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম্ম দেবদেবীপূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার বাবু-প্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম।

অপর তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহাঁর তুল্য অবিবেচক আর নাই।...

অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা যত্তপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পূজাদি কর্ম্ম পরমার্থ-বিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহার-দিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য কৌশল পূর্ব্বের রাজারা করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালীয়দমনযাত্রা চণ্ডীযাত্রা রামযাত্রাপ্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে

পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্য করা হইল এমত নহে তত্তৎকর্ম্ম অকরণেই দোষ।

পরন্তু যদ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ ব্যয়দ্বারা অনুবাদিকা অর্থাৎ রিফার্ম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ করিয়া থাকিবেন যে রিফার্ম্মর ও ইণ্ডিয়ান এই দুই কাগজের প্রকাশকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের বাদানুবাদে ক্ষান্ত থাকুন যদ্যপি দুই চারি জন ইতর জাতির বালক তাঁহারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছোঁড়ার নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহারা অতিহেয় তাহারদিগের পরিবারেরা ঐ ছোঁড়াগুলাকে মলমূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা ঐ অর্ব্বাচীন বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা করাতে তাঁহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকেরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন।—সং চং।

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে[অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেরদের দ্বারে২ দেবপ্রতিমা বিশেষতঃ ৺ দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওনের যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন২ বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে]তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। [তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই ঐ প্রতিমা পূজা করেন।] আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয় তদ্বিষয়ে অনেক দোষোদ্ভাবন করিয়াছেন। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন অতএব লিখি যে এতদ্রূপে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ দুষ্টকর্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্তা হইলে তাহা লইয়া ঐ গৃহস্থের পূজা না করিলে নয় ঐ উৎসব সময়ে সুতরাং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কর্ম্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পূজা না করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। [বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থদণ্ড করা যায়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাঁহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনাধিক ৫০।৬০ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে এক রাত্রির মধ্যে ৫।৬ খান প্রতিমা যাহারদের ধনপরীবাদ আছে এমত ব্যক্তিরদের দ্বারাদিতে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে।] কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিরদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে কখন২ অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় যোত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন

ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুলা পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়। এবং ঐ গৃহস্থ সম্বৎসরব্যাপিয়া নানা ক্লেশে যে কএকটি টাকা জীবিকার্থ উপার্জন করেন তাহা এক উৎসবেতেই উড়িয়া দেওয়ায়। [এবং কখন২ ঈর্ষিব্যক্তিরাও স্ব২ শক্রুরদের উপর দ্বেষ করিয়া এতদ্রূপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদণ্ড করাইয়া প্রতিফল দেয়। এইরূপে যত পূজা হয় সমুদায় আমরা জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত যে অনেক স্থানে বার্ষিক শরৎকালীন এই পূজা অনেকই বলপূর্ব্বক হইয়া থাকে।] কিন্তু কোন২ স্থানে ইহাঅপেক্ষাও স্পষ্টরূপ বলপূর্ব্বক হয় সেই স্থানের নামও আমরা লিখিতে পারি। কলিকাতাহইতে অল্পদূর এমত কোন২ জমীদার আছেন। যে আপনারদের চক্রের মধ্যে যে ব্যক্তিকে ধনী বুঝেন প্রতিমা পূজাতে পরাঙ্মুখ দেখিলে তাঁহার ৫০ অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত গুনাহগারী করেন।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

দুর্গাপ্রতিমার দুরবস্থা।—এবৎসর প্রতিমা বিক্রয় না হওয়াতে যাঁহারা পূজা না করেন তাঁহারদের অনেকের দ্বারে প্রতিমা ফেলা বায়ুগ্রস্ত লোকেরা সংগোপনে প্রতিমা ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্যে কেহ২ দায়ে ঠেকিয়া অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ও ফুলে জলে ভাসাইয়াছেন ইহাও শুনিতে পাই যে কেহ২ সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া তাহাতে যে সরস্বতীর মূর্ত্তি ছিল তাহাই খুলিয়া রাখিয়াছেন কারণ শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শিবে যাহা হউক ইষ্টদেবতার প্রতিমা যে দ্বারে২ গড়াগড়ী পাড়িয়া গলিয়া পড়িবেন ইহাই ভক্তেরদের খেদের বিষয় ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম)

(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

দর্পণের প্রতি।—আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তৎপ্রকাশক মহাশয় এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল লোক কৃপণ শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটীতে রাত্রিযোগে প্রতিমা রাখিয়া যায় এ বিষয় অত্যন্ত অন্যায় এবং এমত কুকর্ম্ম কেহ না করিতে পারে তাহার সদুপায় জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত আমরা কিঞ্চিৎ যত্ন করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই ঐ প্রথা বহুকালাবধি আছে পূর্ব্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত সর্ব্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এপ্রদেশে বহুতর হিন্দু জমীদার আর রাজাই বা কহ ইহাঁরা থাকাতে উক্ত কর্ম্ম লোপ হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্দ্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত ইহাঁরদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাঁহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই

করিব।) এপ্রকারে কেহ২ পূজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পূজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি ধনবান্ অথচ পূজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় ঐ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানে এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন অতএব যথাবিধি অবশ্য পূজা কর্ত্তব্য সে ব্যক্তির বাটীতে পূজার ব্যয় অল্প বা অন্য কোন প্রকার অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথা বহুকালাবধি আছে ইহাতে দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে পারিবেন না কিম্বা সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটীর কর্ত্তা কাহার নামে নালিস করিয়াছে কিম্বা কেহ ঐ প্রতিমা পূজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা অমনি বিসর্জ্জন করিয়াছে কিম্বা প্রতিমা পূজা করিয়া একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা করা বিফল ইহাতে হাত দিলে হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হইবেন। বরঞ্চ রাস্তায়২ ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যে জন্য হিন্দু লোক সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া অহরহঃ প্রার্থনা করিতেছে। তাহারদিগের অন্যায় কি দর্পণকার দর্শন করিতে পান না না সে অন্যায় মনে স্থান দেন না বাটীতে প্রতিমা রাখিয়া গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০।৬০ টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল পরকালের ভাল হয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল একেবারে যায় এবং যে ব্যাক্তর মস্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি যায় শেষ সমন্বয় করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্ব্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ মজিতেছে ইহা কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এই কর্ম্মটী করিয়া দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে মহোপকার করিলেন ইহা সর্ব্বজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য অগণ্য ধন্যবাদ পাইবেন।—চন্দ্রিকা।

(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪)

দুর্গার দুর্দ্দশা।—আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুঁচুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুর্ভুজা দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পূজার্থ এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করে তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে দুই দল আছে একদল তাঁতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব ঐ মূর্ত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল পরে শুঁড়ি দলেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের ব্যতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদান

হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্ণবেরা পূজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুঁড়িরা বলিদান করিয়া পূজা করিতে পারিবে এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাঁতিরা পূজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসর্জ্জন দিল পরে শুঁড়িরাও ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসর্জ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জ্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহারা একদলে কেন বিসর্জ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে। কস্যচিৎ চুচুড়া নিবাসিনঃ।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫, শনিবার)

৺ শারদীয় পূজার বিদায়।—আগামী ৺ শারদীয় মহাপূজার বিদায়োপলক্ষে শনিবার অবধি আপিস বন্দ আরম্ভ হইয়া ৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিবে। যে হেতুক ঐ পূজা সমাপনের পরেই চন্দ্র গ্রহণ পড়িয়াছে।

✓ (২১ জানুয়ারি ১৮৩৭। ৯ মাঘ ১২৪৩)

এক দিবস দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃস্নানাদি সমাধাপূর্ব্বক মহামায়ার অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত চারি পার্শ্বে ধূপ ও ঘৃতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিস্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য এবং তদুপযুক্ত আর২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তদুপরি এক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত ঐ অদ্ভুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্ব্বক সেই সকল শোণিত ধৌতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেদ্য-প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্তু তাহার দুই চারি দিবস পরে উক্ত নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল ইহাতে সুতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ রূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে ঐ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহাকর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়ৎকালাতীত হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্রহইতে প্রায় সমুদায়িক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে কএকটা দাঁড়কাক ও একটা ঘোটক বধ হইয়াছিল তথাপিও ঐ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী৺ রক্ষিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্ত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপর্য্যন্ত হয় নাই সে যাহা হউক অদ্যাবধি বর্দ্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী বধ বা জীবৎ হইতে পারে। হায়২ কি খেদের বিষয় আমারদিগের বাঙ্গলার মনুষ্যগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না। কস্যচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ। শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবস্য।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

আমরা গত সপ্তাহে জ্ঞানান্বেষণে বর্দ্ধমানের সন্নিহিত রক্ষিনী দেবীর নিকট যে নরবলির সম্বাদ প্রভাকরহইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা আরো জানি এই রক্ষিনী দেবীর নিকট পূর্ব্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।

এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা বলিয়া থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্বাদ প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাঁহারা বিবেচনা করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে অধিক উপকার হইবে কি না।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

বর্দ্ধমানে নরবলি।—অতি নিকটবর্ত্তি বর্দ্ধমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তৎপ্রস্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যায় তবে আমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে লিখেন কিন্তু এমত অদ্ভুত ব্যাপার যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়া থাকে ইহা অসম্ভব ভাবিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ বিষয়ের সত্যতার

অনুভব সরকারী কর্ম্মকারকেরদেরো মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্বিষয় প্রতিকারার্থ বিলক্ষণরূপে অনুসন্ধান করা যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্ব্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দ্ধমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং ঐ বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্যক বোধ করেন। সংপ্রতি ঐ বংশের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল এমত জনশ্রুতি আছে। ঐ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে ৫টা নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহ্নব করেন এমতও শুনা যায় না কিন্তু ঐ নরবলি ঐ নরের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই বলিকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ তাহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্ট্যর্থ তোমার মস্তক চ্ছেদন হওয়াতে যে দুঃখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমনোত্তর ঐ মস্তক যোজিত হইয়া নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। সংপ্রতি রাজবাটীর মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার একটি পুত্র ছিল এক দিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে ঐ বেওয়া দাসী ঐ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুত্রকে অবশ্যই বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্ত্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। ঐ নরবলির মস্তকমাত্র আবশ্যক তাহা উৎসর্গানন্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং ঐ জিলাস্থ সকল লোকের এমত অনুভব আছে যে যে বেদীতে ঐ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলম্বে খনন করিলে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এতাবৎ সম্বাদ আমরা যেমন পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্যতা নির্ণয়ার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে ঐ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এবং যদ্যপি এমত ঘোষণা করা যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে।

(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

শ্রীযুত ডেবিড মেকফার্লেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট।

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের-দরখাস্ত।

আমরা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যামা পূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফিরিঙ্গি এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজ্বলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ অগ্নিময় পাঁকাঠির দ্বারা মনুষ্যকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্যামাপূজার রাত্রিতে ঐ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমরা অতিনম্রভাবে

নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে একর্ম্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর।

আমরা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম।—এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২ ভাদ্র ১২৪০)

...যে সকল লোক অতিশয় রোগে ক্লিষ্ট হইয়া দুই এক দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুলোকেরদের রীত্যনুযায়ি ৺ গঙ্গাতীরে আনীত হয় সেই সকল লোকেরদের কারণ ঐ নদীর তীরে নিমতলায় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে দুই তিন অতিবৃহৎ খড়ুয়াঘর অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় এরূপ কর্ম্মে দয়াপ্রকাশার্থ দেশাধিকারির-দিগকে প্রশংসা করি যেহেতুক উপযুক্ত ও নিকটবর্ত্তি ঘরের অভাবপ্রযুক্ত যখন কোন মৃতকল্প হিন্দু আপন পরিজনকর্তৃক গঙ্গাতীরে আনীত হয় তখন গঙ্গার সুশীতল বায়ুর মধ্যে রাখাতে তাঁহারদের অধিক অস্বাস্থ্য ও ক্লেশ জন্মিয়া থাকে। কোন২ ব্যক্তি চূণের গোলায় রাখেন বটে কিন্তু তাহাও অতিক্লেশদ নিবেদনমিদং। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

(২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২)

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে দুই এক দিবসপর্য্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সম্ভাবনীয় পীড়াসকল তাহার মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই এমত ব্যক্তিকেই গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে ঐরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে লইয়া অর্দ্ধ শরীর জলমগ্ন করিয়া অর্দ্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনন্তর দুই এক জন আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা লেপন করিয়া হরিবোল২ বলত কিঞ্চিৎ২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্তু এমতও হইতে পারে যে ঐ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিতে থাকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া লইয়া যাও তাহাতে আত্মীয় স্বজন ঐ যমসম চিকিৎসককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন যে এখন ফিরাইয়া লইয়া

গেলে আমার অসম্ভ্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহাঁর আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অনুচিত। অতএব ঐ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যাদি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির কোমরপর্য্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপে টানাটানি করাতে কখন২ তাহার শরীরের কোন২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না এইরূপ নির্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপর্য্যন্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন২ তাদৃশ যাতনা না দিয়া কিঞ্চিৎকাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্তু অতিদুর্ব্বল শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে সুতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীঘ্রই উপস্থিত হয় তখন পুনর্ব্বার লইয়া গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার অতিশীঘ্র মৃত্যুর চেষ্টা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়া দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায়।

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তিরা গঙ্গাতীরে লইয়া যান না। দিন২ সহস্র২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ হইয়া ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ হইতে পারে।

এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্ম্মরে এইরূপ লেখেন যে যে শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে। তৎপরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত বোধ করেন যে আর ৬০ বৎসর পরেই তদ্রূপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে পাইব না সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর কোন্ সোজা পথ পাইবেন তাঁহারদের অযুক্তধর্ম্ম বজায়রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর কোন্ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাঁহারা এই অতিনির্দ্দয় ও ঘৃণ্য অন্তর্জলের ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা এমত জ্ঞানোদয় হইবে যে গঙ্গামাহাত্ম্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ ৬০ বৎসর অতীত না হইতেই অবশ্য

সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে যে কালপর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্যের সীমা আছে তৎকালের পূর্ব্বেই কেন তদ্বিষয়ে বিরত না হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শাস্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অতএব এই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করুন।—রিফরমর।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্রনামক এক ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন এবং তিনি ঐ ঘাটে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থান-হইতে ফি শব ৩ টাকা করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী চব্বিশপরগনার কালেকটরের স্থানহইতে তহসীলদারী লইয়া গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার কুঠীঘাটাতে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত রাখিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানে শব প্রতি ৩ টাকা লইতেছেন। তাহাতে উপরি উক্ত বিষয় শ্রীযুত কমিস্যনর পিণ্ড সাহেবের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্যায় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীঘ্র তত্ত্বাবধারণার্থ মাজিস্ত্রেট সাহেবকে হুকুম দিয়াছেন।

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

…গত ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত কাঙ্গালি আসিয়াছিল…ঐ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুখ্যাতি কাহার না স্মরণ আছে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার দুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধনহইতে প্রাপ্ত হন অবশিষ্ট নিজহইতে দেন মাতৃশ্রাদ্ধেও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজহইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন যেহেতু চারি রূপার দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোণার ষোড়শ ১৬ বৃষ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণদিগকে শাল পট্টবস্ত্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোভার সীমা দেখিয়া কে না ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। এমত মল্লিক বাবু উক্ত তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও কাঙ্গালি বিদায়ে সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই ইহাতে অন্যাপরে কা কথা। ইহার পূর্ব্বে কাঙ্গালি বিদায়ের কলঙ্ক অনেকলোকের শুনা গিয়াছে অতএব অনুমান হয় এ বিষয় রহিত হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক কাঙ্গালিরা বিস্তর ক্লেশ পাইয়া গিয়াছে অনাহারে দ্বারে২ ভিক্ষা করে এবং নগর গ্রাম লুঠ করিয়া খাওয়াতে প্রহারাদি ক্লেশে প্রায় প্রাণবিয়োগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারদিগের দুঃখ দেখিয়া নগরের অনেক ভাগ্যবান লোক আহারের দ্রব্য দিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব তাঁহারদিগের বেলগাছিয়ার বাগানে যে অতিথিশালায় সদাব্রত আছে তাহাতে কাঙ্গালি গমনাগমনের প্রায় আট দিবসপর্য্যন্ত অকাতরে অন্নদান করিয়াছেন ঐ শ্রাদ্ধে আর২ বাবুরা যে সকল দানাদি করিয়াছেন তাহাও পশ্চাৎ লিখিব।—সং চং

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭)

কলিকাতায় মহাশ্রাদ্ধ।—কলিকাতার কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকল সমাচারপত্রে সংপ্রতি কলিকাতার পরম ধনি শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ১৬ বৈশাখে যে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন সেই শ্রাদ্ধে আগত দরিদ্র লোকদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু মল্লিকবংশেরা কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে সমৃদ্ধশ্রাদ্ধকারিত্বরূপে অত্যন্ত খ্যাত এবং বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে যে অগণ্য কাঙ্গালিলোকেরা আসিয়া থাকে তাহারদিগকে টাকা বিতরণদ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ। সংপ্রতি অনুমান হয় যে তাঁহারদের দানশৌণ্ডতার সুখ্যাতিপ্রযুক্ত যখন দেশময় এমত জনরব উত্থিত হইল যে মল্লিক বাবুরা শ্রাদ্ধ করিবেন। তখন আবালবৃদ্ধবনিতা আতুর লোভাকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার মধ্যে ভূরিশঃ আসিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি যে ঢেঁড়ারা দ্বারা ঘোষণা হইয়াছিল যে জন প্রতি ১ টাকা কেহ কহেন ২ টাকা করিয়া দান করা যাইবে। ইহাতে সুতরাং দরিদ্র লোকেরদের ব্যগ্রতার আতিশয্য হইয়াছিল এবং কএক দিবসপর্য্যন্ত কলিকাতার তাবৎ রাস্তা ঐ শ্রাদ্ধে আগত জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনুমান হয় কলিকাতার দিগ্বিদিক্ ১৫ ক্রোশপর্য্যন্তের অর্দ্ধেক লোক এককালে গ্রামশূন্য করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। এবং সে গ্রামের সেই সকল লোক কেবল বংশপ্রতি এক জন বাহির হইয়াছিল এমত নহে একেবারে বংশসুদ্ধ আগত হইয়াছিল বিশেষতঃ পিতা মাতারা অতিশিশু সন্তান সকলকে হাত ধরিয়া কাহাকে বা ক্রোড়ে করিয়া বা কক্ষে বা বক্ষে বা মস্তকে বা স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক একটাকার লোভে স্ব২ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কথিত আছে যে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতা নগরে এতদ্রূপ ২০০০০০ লক্ষ লোক এককালে আগত হইয়াছিল। তাহারদিগকে রীতিমত মল্লিক বাবুরদের ও তাঁহারদের মিত্রগণের দানবাটীতে পূরিলেন কিন্তু তত্তৎবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা স্থানাভাবে প্রায় স্পন্দরহিত হইয়া তাহারদের নিদ্রার কিছুমাত্র উপায় ছিল না এবং তাহারা সে২ বাটীপ্রবিষ্ট হইয়া দুই তিন দিন প্রায় নিরাহারে অবস্থিত ছিল অপর তাহাদের অধিকাংশেরা এক কপর্দ্দকো না পাইয়া বিদায় হইল। হরকরা সমাচার পত্রে লেখে যে এতাদৃশ মহাজনতার মধ্যে কেবল ৪০০০ হাজার টাকা বিতরণ হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুমাত্র পায় নাই।

অপর এই জনসমূহ নগরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া দুই তিন দিন অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এবং স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমনের দীর্ঘকাল সাধ্যতার নিমিত্তে আপনারদের কিম্বা এতদ্রূপ অত্যন্ত অনাহারে আর্ত্ত যে সকল বালক তাহারদের জীবিকা ক্রয়করণোপযুক্ত এক কড়াকড়িও না থাকাতে তাহারা সর্ব্বত্র দোকান লুঠ করিতে লাগিল এবং যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে সেই স্থানেই তাহা তাহারা কাড়িয়া লইতে লাগিল। পরে তাহারদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি হইল যে তাহারা যে স্থানে যাহা প্রাণধারণোপযুক্ত দ্রব্য পাইতে পারে সেই স্থানহইতে তাহা লইবে

গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে। বাস্তবিক এই আজ্ঞা মিথ্যা কিন্তু তাহাতে তাহারদের লুঠকরণে লালসার আরো বৃদ্ধি হইল। ইহাতে কেহ২ প্রাপ্তাহার হইল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকাংশেরা নিরাহারে মৃতপ্রায় ছিল। তাহারদের এই দুরবস্থা কালে কলিকাতাস্থ অনেক ধনি বাবুরা স্ব২ সাধ্যানুসারে এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অগ্রগণ্য কারণ যে তিনি স্বকীয় সদাব্রত স্থানে প্রার্থনামত আট দিন তাহারদিগকে আহার যোগাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মফঃসলের জমীদারেরা লোকেরদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত সদয় হইয়া তাঁহারদের বাটীর বহির্দ্বার দিয়া গমনশীল লোকেরদিগকে স্ব২ ভাণ্ডার-হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুরবস্থার ঘটনাতে কত লোকের যে প্রাণ হানি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য কিন্তু ইহাতে এই মহাশ্রাদ্ধযাত্রাতে অনেকের অগস্ত্য যাত্রা হইয়াছে ইহার কিছু সন্দেহ নাই।

এতদ্রূপে এই মহাশ্রাদ্ধ ঘটার ঘটনা সমাপ্ত হয়।

চন্দ্রিকাপত্রে লেখেন যে কাঙ্গালিরদিগকে এমত ধন বিতরণকরণ শ্রাদ্ধের মুখ্য কাণ্ড নহে অতএব এই কুরীতি যে শীঘ্র রহিত হয় এমত ভরসা করি। যেহেতুক ইহাতে কেবল দেশের মহোৎপাত ঘটিতেছে ইহাতে পরিশ্রমি ব্যক্তিরা আপনারদের ব্যবসায়েতে ঘরে থাকিয়া নিজপরিশ্রমদ্বারা যত টাকা উপার্জন করিতে পারিত তত টাকা অমনি প্রাপ্তির আশায় অনেক দিবসের ক্লেশ অঙ্গীকারপূর্ব্বক যাত্রা করেন এই কুরীতি দ্বারা কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রায় এক সপ্তাহপর্য্যন্ত তাবৎ কর্ম্ম বন্ধ হয় এবং যাঁহারা দরিদ্রলোকেরদিগকে বৈতনিক কর্ম্ম দেন তাঁহারদের ও সেই বেতন ভুক্ত লোকেরদের মহা অনুপকার হয়। এই মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধের ঘটার ঘটনাতে ভরসা হয় যে এই ব্যবহারের প্রায় ক্ষয় হইতে পারে।···

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯)

মহাঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গত ২৯ পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তি দিবসে জিলা নদীয়ার কুশদহ পরগনার গোবরডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা নানাদিগ্‌দেশবর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তিপ্রভৃতি ব্যক্তিসমূহের সুগোচরকরণ যুক্তিসিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কএক পংক্তি লিখিতেছি প্রকাশপূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

মুখোপাধ্যায় বাবুর মাতা ঠাকুরাণী গত আষাঢ় মাসে লোকান্তরগমন করেন তৎকালে সংক্ষেপ কাল এবং বর্ষাকাল এপ্রযুক্ত সমোরোহপূর্ব্বক আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই তথাচ যথাবিধি কর্ত্তব্যকর্ম্মেরও অন্যথা হয় নাই কিন্তু তাহাতে বাবুর মনঃখিন্নতা দূর হয় নাই এজন্য যাণ্মাসিকে বড় ঘটা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন···।

আদৌ সভা দানাদিদ্বারা কিপ্রকার সুশোভিত হইয়াছিল শ্রবণ করুন্।

রজতনির্ম্মিত জলাধার বস্ত্রাধার তাম্বূলাধার গন্ধমাল্য দীপাদি আধার প্রশস্তপাত্র ইত্যাদিতে দুই দানসাগর অর্থাৎ ৩২ যোড়শ এই দুই দানসাগর উভয় পার্শ্ব স্থাপিত তন্মধ্যবর্ত্তি এক হিরণ্ময় যোড়শস্থিত তৎশিরোভাগে মস্‌লন্দ তাহাতে অপূর্ব্বোপবেশনাসন এবং গন্ধাধার অর্থাৎ আতরদান গোলাবপাস ও পানদান আড়ানি মৌরছোল পাঙ্ক্ষা চৌরী আশাসোটা ইত্যাদি তদুত্তর বিলক্ষণ বিলক্ষণা শয্যা তাহার পারিপাট্যের ত্রুটি নাই ঐ খাটের পাটীপটী কাষ্ঠসকল রজতমণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব পট্টসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রে মশকনিবারক আচ্ছাদিত হওয়াতে বিলক্ষণ সুসজ্জিত হইয়াছিল। অপরঞ্চ উক্ত প্রত্যেক যোড়শদানের সঙ্গে গো বিনিময়ে প্রায় লোকে গোমূল্য কার্ষ পণ বরাটিকাই দিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে তাহা নহে অপূর্ব্ব দুগ্ধবতী বৎসসহিত ধেনু প্রত্যেক দানের নিকট দোখায় বান্ধা ছিল আর তাবৎ শয্যা ও ছত্র পাদুকাদির বিশেষ লেখা লিপিবাহুল্য ফলতঃ সকল দ্রব্যই সভা উজ্জলকার বটে এই দানসন্নিধানে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির উপবেশন স্থান তদুত্তর কায়স্থাদি বিশিষ্ট শিষ্ট সভ্য ভব্যাঢ্য মহাশয়দিগের বসিবার আসন দেওয়া যায় তদুত্তর নানাবিধ লোকের আসন সভার চতুর্দ্দিগে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তনকারি কারিকানেক সংপ্রদায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বিবিধ বাদ্যোদ্যমে মৃদুমধুর সুস্বরে বাল্য গোষ্ঠাদি লীলার গানে লোকসকলকে মোহিত করিয়াছিল অপর সকলকে কিঞ্চিৎ দূরে সুসজ্জীভূত নানা বর্ণে চিত্রিত আঁওয়ারিসহিত এক বৃহদ্ হস্তী তৎপার্শ্বে মহাহর্ষে দণ্ডায়মান ঘোটক তাহার চটক কি কহিব তন্নিকটবর্ত্তী সারথি ঘোটকাদিসহিত রথ অর্থাৎ অপূর্ব্ব একজুড়ি ঘোড়াসহিত চেরেটগাড়ি তদব্যবহিত স্থানে দোলাযান অর্থাৎ অতি চমৎকৃত চিত্রিত মেয়ানা পাল্কি সভাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা নদীপরে আশ্চর্য্য নৌকা অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতর ভাউলিয়া তাহা দেখিয়া কে না তন্নৌকারোহণে পারে যাইতে চাহে। অপর ভূমিদানের বিশেষ কহি। দুই ঘর ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত দুইখানি বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দানগ্রাহিদিগের উপপত্ত্যপযুক্ত ভূমি দান করিয়াছেন ঐ বাটী ভূমি দান গ্রহণপূর্ব্বক দুই জন ব্রাহ্মণ সপরিবারে ঐ স্থানে বাস করিয়াছেন।

নিমন্ত্রিত বিদেশস্থ অধ্যাপকদিগের বাসাঘরের পারিপাট্য শ্রবণ করুন একখানি সুদীর্ঘ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার তিন শত কুটীর অর্থাৎ কুঠরি প্রত্যেক কুঠরিতে রন্ধন স্থান শয়ন স্থান এবং ভৃত্যের পৃথক্ স্থান ও তাহার দ্বারবন্ধ করিবার সদুপায় ছিল ঐ কুঠরির দ্বারে সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেওয়া গিয়াছিল যে অধ্যাপকের পত্রে যে নম্বর তিনি সেই নম্বরের কুঠরিতে বাসা পাইয়াছিলেন সেই বাসাঘর দেখিলে বোধ হয় কোন এক প্রধান অধ্যাপকের টোল হইয়াছে তাহাতে বাস করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আশ্চর্য্য জ্ঞানকরত মহাসুখী হইয়াছিলেন তদ্বিশেষ শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্বদিবসে দূরস্থ অধ্যাপকসকলের আগমন হইবামাত্র পত্রাবলোকন-পূর্ব্বক কর্ম্মনির্ব্বাহকেরা নম্বরমত সিদা দিয়া বাসায় বিদায় করিলেন সিদাও সামান্য নহে ১ মোন ৮০ শের ॥০ শের ।০ শের এই ওজনি সিদায় সন্দেশ ঘৃত চিনি ময়দা তণ্ডুল তৈল লবণ দালি ঝালমসলা মৎস্য দধি ইত্যাদি বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী তদ্ভিন্ন আসন কম্বল

জলপাত্র লোটাঘটী একটা হাতা বাউলি দীপ রাখিবার পিলসুজ এবং নস্তসহিত একটী২ নস্তদানী ঐ সিদার মধ্যে এমত দ্রব্যের অভাব ছিল না যে তজ্জন্য ভট্টাচার্য্যের ক্লেশলেশও হয় এই সকল দ্রব্য বাসায়২ প্রেরণজন্য অপূর্ব্ব ডুলি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সিদার সামগ্রী রাখিয়া দিলে চারি জন গোয়ালা ভারী লইয়া বাসায়২ দিয়া আইসে ভট্টাচার্য্য ফর্দ্দমত মিলাইয়া লন তাহার কোন দ্রব্য নষ্টহওনের সম্ভাবনা ছিল না এমনি সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন।

পরন্তু কাঙ্গালি বিদায় করিবার নিমিত্ত একটা প্রশস্ত স্থান করা গিয়াছিল তদাখ্যা কাটগড়া সে প্রায় এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ তাহা অতিদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় বার দ্বার করা যায় কাঙ্গালিদিগের জলপানার্থ ঐ কাটগড়ার মধ্যে দীর্ঘিকা খাত করিয়াছিলেন তচ্চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়া পাতপাতিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নসামগ্রী ভোজন করিয়াছে ইহাতেই বিবেচনা কর সেস্থান কত বড় প্রশস্ত হইয়াছিল আর এইকালপর্য্যন্ত দেখা বা শুনা যায় নাই যে কাঙ্গালিদিগকে বাসা দিয়া মিষ্টান্ন কেহ ভোজন করাইয়াছেন এমত চমৎকার ব্যাপার যিনি দেখিয়াছেন তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন ইহা শ্রবণেও লোক চমৎকৃত হইবেন অপরঞ্চ যাহারা সূত্রধারী রাঘব তাহারা কাঙ্গালির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করে না এজন্য পৃথক্ স্থান প্রস্তুত ছিল তাহাতেও অপ্রতুল হইল না। ঐ সকল লোক তাদৃশ সুখাদ্য দ্রব্য কখন ভোজন করেন নাই তাহারা তাহাতেই সুখী হইয়া বাবুকে বার২ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়াছে।

অপর কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য গ্রামস্থ অর্থাৎ দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধনাঢ্য লোকও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বাসা নানা স্থানে২ দিয়াছিলেন তাহার পারিপাট্য বিবেচনা করুন বড়মানুষ সকল আপন২ দিন নির্ব্বাহোপযুক্ত তৈজস শয্যাদি তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কাহার তল্পী খুলিতে হয় নাই তাবৎ বাসায় পূজার সজ্জা এবং শয্যাদি উপযুক্ত মত প্রস্তুত ছিল তাঁহারদিগের খাদ্য দ্রব্য বাদাম বেদানা পেস্তাপ্রভৃতি মেওয়া সিদাতে দেওয়া যায় আর২ উত্তম দ্রব্যের কথা কি লিখিব কলিকাতা-নগরের শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবপ্রভৃতিরা দ্রব্যের উত্তমতাতে এবং সুধারা দৃষ্টে সুখী হইয়া বাধিত হইয়াছেন বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় বাবু সুজনতার সীমা করিয়াছেন তদ্বিশেষ শ্রবণ করুন্ গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া অধ্যাপকাদি তাবৎ লোকের বাসায়২ ভ্রমণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে স্তব করিয়াছিলেন তাঁহার বিনয়বাক্যে পাষাণও দ্রবমান হয় এমত সুজন নিরহঙ্কারী অল্প সম্ভবে ঐ বিনয়ী মহাশয় বিনয়বাক্য সহিত কি প্রকার তুষ্ট করিয়া নিমন্ত্রিত ও রবাহূত লোক সকলকে বিদায় করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

অধ্যাপক কাশীপর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধা ৬০০ ছয় শত চলিত পত্র হয় আর অনুরোধক্রমে জ্ঞানবান অধ্যাপক কল্প ২০০ দুই শত পত্র দেওয়া যায় ইহা ভিন্ন উপস্থিত

মতে অর্দ্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়া গিয়াছিল তদনন্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ ব্রাহ্মণ ১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ ১২০০ বার শত পত্র নম্বর দিয়া বিলি করা যায় এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধান কল্প রূপা ও নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মধ্যম ৩০ তন্ন্যূন ২৫।২০।১৫ পর্য্যন্ত দেওয়া গিয়াছে। উপস্থিত ও অর্দ্ধ পত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭।৬।৫।৪ টাকার ন্যূন নাই। টিকিটের বিদায় এক টাকা শেষ রাঘব ॥০ কাঙ্গালিরদের ।০ চারি আনা।

পরন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় কি লিখিব যে স্থলে কাঙ্গালি নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে পায় সে স্থলে ব্রাহ্মণ সকল কি প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবেন কিন্তু পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতে আমি কখন দেখি নাই। তৎপর দিবস অন্নভোজনেও চারি সহস্র লোক একত্র ভোজন করিলেন ইহা ভিন্ন শূদ্রাদিও পাঁচ হাজারের ন্যূন নহে এক্ষণে এইপর্য্যন্ত লিখিলাম পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্ব বিদায়ের বিষয় লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি লিখিয়া পাঠাইব। মহাশয় ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হন তবে উক্ত বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক নিবেদন ইতি ৭ মাঘ ১২৩৯ সাল। কস্যচিৎ দর্শকস্য।—চন্দ্রিকা।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

কাঙ্গালি বিদায়।—গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৺মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ২ কহে ৫০।৬০ হাজার কেহ কহে ৭০।৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিদরিদ্র মজুরি করিয়া দিনপাত করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করে। যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত।

৺প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও রূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কাঙ্গালি ভগ্নাশা হইয়াছিল তৎপ্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রত্যূষ পাঁচ ঘণ্টা সময়ে তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোরা গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া গিয়াছে। আমরা ঐ স্থানে গিয়া দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্য্যন্ত আনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। ইহার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা। নিমতলার রাস্তার ধারে বাবু মথুর সেনের বাটীতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল। এবং ঐ বাটীর কর্ত্তা বাবু ঐ প্রসূতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে ঐ শিশুসন্তানসুদ্ধ বাটীতে

পঁহুছাইয়া দিলেন। দুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঙ্গালি বিদায় সমাপন হইল। —হরকরা।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারাণসীহইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্ব্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহু সংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অন্যূন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ॥০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।০ করিয়া দিয়াছেন।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৭। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাবু আশুতোষ দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ।—গত সপ্তাহের শেষে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে বহুতর কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকা করিয়া পাইবে এই জনরব রাষ্ট্র হওয়াতে দুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইরূপ প্রত্যাশাতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ ন্যূনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ জনতা একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্রূপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রূপ হইয়াছে। এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা দুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া কেবল ।০ পাইল। তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে অনেক কাঙ্গালি উঠিয়া হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল ঐ নৌকা উণ্টিয়া পড়াতে অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কার্ত্তিক ১২৪৫)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহদ ব্যাপার হইয়াছে ইংলণ্ডীয় পাঠক বর্গের তচ্ছ্রবণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমিত্ত আমরা তাহার স্তোকরূপে লিখি।

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটীর সম্মুখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল নানা দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী দুই ব্রহ্মদিশীয় ঘোটক সহ এক শকট ও এক উত্তম পাল্‌কি এবং ভাউলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের অল্পতাপ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম ঐ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহারদিগকে সম্মান রূপে প্রদত্ত হইবে ঐ পণ্ডিতগণ ঐ সভায় ধর্ম্ম শাস্ত্র ও রাজনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদ হইয়াছিল ঐ সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শাস্ত্র

ও ধর্ম্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুসারে দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাঁহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাকা দিয়াছেন কিন্তু পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমরা শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় নাই ইহার প্রতি কারণ এই যে যাঁহারা কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ভদ্র সন্তান বটেন কিন্তু তাঁহারা ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালিরা বিমুখ হইয়াছে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬)

অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৺ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ বর্ত্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং ঐ শ্রাদ্ধে আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্ব্বেই আমরা তদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। যদ্যপিও উক্ত বাবু তদুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দান করণ স্থির করিতেন তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তন্নিবারণার্থ মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্তু শুনা গিয়াছে যে উক্ত বাবু ঐ সকল লক্ষ্মীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান নিবারণার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ইংলিশম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর]

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

বাবু আশুতোষ দেব।—শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কাঁঙ্গালির সমারোহ হয় নাই।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহীর শ্রাদ্ধ।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ সমারোহপূর্ব্বক শোভাবাজারস্থ নৃপনিকেতনে মহারাজ এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক হইয়াছিল তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমূহ ও হিন্দুবংশ্য ভদ্রলোক ও মহাজনগণ এবং নানা রাজ্যের উক্তিকারচয় অর্থাৎ নেপালের ও যোধপুরের ও জয়পুরের এবঞ্চ নাগপুরের মহারাজদিগের প্রতিনিধি প্রভৃতি সমাগমন করেন।

বহুমূল্য দানাদি প্রস্তুত ভূরি২ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত থাল ও ঘড়া ও আতরদান ও ফুলদান ও ছত্র ও আড়ানী ও চামর ও পর্য্যঙ্ক ও সুবর্ণশোভিত মছলন্দ ও হস্তী ও অশ্বদ্বয়

যোজিত শকট ও আরোহণার্হ ঘোটক ও পাল্কী ও বজরা ইত্যাদি তদ্ভিন্ন পিত্তল নির্ম্মিত কলসী ও গাড়ু ও থালা দুই স্তূপাকারে বিন্যস্ত ছিল এই সাকল্য সামগ্রী কেবল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হয়। কুরিয়র ২২ ফেব্রুআরি।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

কাঙ্গালী বিদায়।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য প্রাতে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্বর্গীয়া পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় পোনের হাজার কাঙ্গালী একত্রিত হয় ইহারা প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বঞ্চিত অথবা প্রাণে পীড়িত হয় নাই যদিও অনেক জনতা হইয়াছিল।

এতৎ কার্য্যে ৩।৪ দিবস গ্রামস্থ কাঙ্গালী আইসে নাই কারণ আমারদিগের অনুভব হয় যে পূর্ব্বে প্রধান শ্রাদ্ধ কালীন তাহারা শারীরিক অনেক কষ্ট পাইয়াছে।

(২৯ মে ১৮৩৩। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

প্রতিমার নামকরণ।—দেবপ্রতিমা স্থাপকেরা আপনার নামযুক্ত তত্তদ্দেবতার এক২ নাম রাখিয়া থাকেন তাহার ঔচিত্যানৌচিত্যবিষয়ক বাদানুবাদ সংপ্রতি বোম্বাইতে হইতেছে বোম্বাই দর্পণের পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তি ১০ মে তারিখের পত্রে তদ্বিষয়ে লেখেন যিনি মন্দির করিয়া দেব প্রতিমা স্থাপন করেন তাঁহার স্বীয় নামযুক্ত ঐ প্রতিমার নামকরণব্যবহার হিন্দুরদের মধ্যে আছে তাহার যুক্তাযুক্তত্ববিষয়ক গেজেট সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু উল্লেখ্য নাই। কিন্তু নীচে লিখিত শাস্ত্রবচন আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি ঐ ব্যবহার শাস্ত্রসিদ্ধ আমার এই কথা তদ্দৃষ্টে সপ্রমাণ হইবে।

প্রতিষ্ঠামুখ গ্রন্থের ভূমিকার পরেই এই বিধি আছে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্য নাম কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা লোক ব্যবহারার্থঃ।

দেব প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি স্মরণার্থ সর্ব্বদা প্রতিমার নামকরণ এমত করিবেন যে তাহাতে আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা ত্রিবিরা পদ্ধতিতে লেখে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্যনাম বিদধ্যাৎ।"

প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম রাখিবেন।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

আমারদিগের ইংলণ্ডীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নূতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এ প্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যদ্রূপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা বিষয়ে ন্যূনতা নহে পরন্তু দেশের রীতি ও বিদ্যা বর্দ্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বনে হ্রাস হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার নিরূপণ

এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে তন্ত্রবায়ের বাটীতে এক দেবতা স্বয়ং উত্থাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ঐ স্থানে দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণাদি জ্ঞান থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নাম ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞ্চিৎও নিরূপণ করিতে পারিলে ঐ নানা দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এই এক খান রথ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে নিয়োজিত তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে ঐ দেবতার আকৃতি বিন্যাসিত আছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে স্ত্রীপুরুষ দণ্ডায়মান পরন্তু কিয়ৎ কাগজ ও লেখনী আছে ঐ দেবতার নিরূপণ অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবাসী তন্ত্রবায়ের মাতা নিরাহারে রহিয়াছেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

হিন্দুর তীর্থ যাত্রা নিবারণ।—কাবলের অধ্যক্ষের কর্ম্মকারক এক জন স্বীয় পরিবারের নিকটে এতদ্রূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে হিন্দু লোকেরা গঙ্গাস্নানার্থ গমনোদ্যত ছিলেন আমিও তাঁহারদের সহচর হইতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকার অনেক আমীরেরা একত্র হইয়া শ্রীলশ্রীযুত রাজাকে কহিলেন যে গত বৎসরে তীর্থ যাত্রোপলক্ষে এই রাজ্যহইতে যে সকল হিন্দুলোক গমন করিয়াছিল তাহারদের এক প্রাণীও প্রত্যাগত হয় নাই সকলই পেসওয়ারে বাস করিতেছে অতএব বোধ হয় বর্ত্তমান বৎসরেও যাহারা তীর্থ যাত্রা করিবে গত বৎসরের যাত্রির ন্যায় তাহারদেরও অগস্ত্য যাত্রা হইবে অতএব ঢেঁড়রার দ্বারা এই ঘোষণা করা গেল যে ব্যক্তিরা পরিবার ব্যতিরেকে যাইতে চাহে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কিন্তু যাহারা পরিবারসুদ্ধ যাইবে তাহারদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া ঘর বাটী বিনষ্ট করা যাইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু লোক তীর্থ যাত্রাতে নিবারিত হইয়াছে।

(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

সতীর পক্ষীয় আরজিতে আগামি দিবস সহি হইয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরিত হইবেক অতএব এ বিষয়ে ধর্ম্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা আপনারদের পক্ষীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া পার্লিমেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংসা পার্লিমেণ্টে হইতে পারিবে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭)

স্ত্রীদাহ নিবারণ।—হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৺ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জরা ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তর্কালঙ্কারের পুত্র বৈদ্যসমূহকর্তৃক উক্তিতে পিতার রক্ষার

প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জাহ্নবীতে আনিতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রসূতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গা যাত্রা করাইতে নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার গৃহিণীর সহমৃতা হইবার বার্ত্তা ঘোষণা হইবাতে তদঞ্চলের থানার দারোগা এবং ভূম্যধিকারির লোকেরা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহারদিগকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতুক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বহু গোষ্ঠী একত্র হইয়া সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া স্ব২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যতা স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহারে ছিলেন কিন্তু পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্ম্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ অস্মদ্দেশের শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কি সুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা অস্মদাদির অবশ্যকর্ত্তব্য হয়।—সং কৌং।

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

জামজাঁহানুমানামক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এমত শুনা গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশংসা পত্র ঐ দত্তজ পাঠ করেন এবং বাঙ্গলা পত্র শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী পাঠ করিয়াছিলেন···। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।")

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সতী।—সতীব্যবহারের পুনঃস্থাপনবিষয়ে যে দরখাস্ত হইয়াছে তদ্ঘটিত নীচে লিখিতব্য শুশ্রূষণীয় সম্বাদ ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত জাহাজের দ্বারা পঁহুছিয়াছে।

হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণে আত্মঘাতিনী হইতে না পায় এমত প্রার্থনাসূচক এতদ্দেশীয় কতক মহাশয়েরদের এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সডৌন কুলীনেরদের সভায় দরপেশ করেন। তিনি কহিলেন যে বর্ত্তমান গবর্নর্ জেনরল অতিশয় কঠিন ও নির্দ্দয় সতীর ব্যবহার নিবারণার্থ এক আইন করিয়া বিধবাগণের আত্মঘাত নিবারণার্থ পোলীসের সাহেবেরদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ রীতি এতদ্রূপে রহিত হইলে কতক হিন্দু একত্র হইয়া বাদশাহের মন্ত্রিরদের সভায় এক দরখাস্ত দরপেশ করেন তাহাতে লেখেন যে এতদ্রূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অত্যনুচিত অতএব আপনারা যথার্থ আচার করিয়া রাজমন্ত্রির সভাতে আমারদের কৌন্সেলি সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করুন। পরে ঐ রাজমন্ত্রী কহিলেন যে ঐ প্রার্থনাকারিরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মনির্ব্বাহকেরদের

কৌন্সেলের দ্বারা সওয়াল জওয়াব করিতে যদি নিতান্ত বাসনা থাকে তবে রাজমন্ত্রির সভ্যেরদের তাঁহারদের প্রার্থনোক্তি নিদানে শুনিতে হইবে। অপর কহিলেন যে এই দরখাস্ত এতদ্দেশে পঁহুছনের পর ভারতবর্ষের অতিবিজ্ঞ মান্য বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাবু রামমোহন রায় এইক্ষণে এতদ্দেশে আছেন তাঁহার সঙ্গে আমার এতদ্বিষয়ক কথোপকথন অনেক হইয়াছে ঐ মহানুভব মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন যে সতীপক্ষীয় আরজী রাজমন্ত্রির সভায় দরপেশ না হইয়া কুলীনেরদের সভায় হইবে এমত অনুমান ছিল অতএব তদনুমানে অনেক বিজ্ঞ পারদর্শি ব্রাহ্মণেরা কুলীনেরদের সভায় এক দরখাস্ত প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন দরখাস্তে লেখেন যে গবরনর্ জেনরলের সতীনিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। উক্ত ব্যবহারের মূলবিষয়ক অত্যন্তানুসন্ধানপূর্ব্বক বিবেচনাকরাতে আমারদের এই বোধ হইয়াছে যে তাহা হিন্দু ধর্ম্মমূলক নহে কিন্তু রাজারদের ঈর্ষামূলকমাত্র তাঁহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া ঐ ব্যবহার স্থাপন করেন। অতিগুরুতর মনুর ব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যরূপে কালক্ষেপণ করিতে বিধবার প্রতি আজ্ঞা আছে এবং মনুসংহিতার কোনস্থানেই পতিমরণানন্তর পত্নীর আত্মঘাতের আজ্ঞা নাই। পরে ঐ রাজমন্ত্রী কহিলেন যে কুলীন মহাশয়েরা এইক্ষণেই অবগত হইবেন যে তৎপ্রকার উক্তি অর্থাৎ সতীপক্ষীয় যে উক্তি রাজমন্ত্রির সভায় নিবেদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণেরদের অনুমতি নাই অতএব সতীবিরুদ্ধ বিষয়ক এই প্রার্থনা যেমত গুরুতর তদনুসারে আপনারা কার্য্য করিবেন।

(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

স্ত্রীদাহ নিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন।—শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রবি কৌন্সেলে হিন্দুরদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবেদনলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগিরা শ্রীলশ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাজন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বানলিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহনিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণগৃহ ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন ইতি ১২৩৯ সাল ২২ কার্ত্তিক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়।
শ্রীরমানাথ ঠাকুর।
শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
টরষ্টীস।

ধৰ্ম্মব্যবস্থা

(২৩ অক্টোবর ১৮৩০। ৮ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীশ্রী৺ শ্যামাপূজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ কেহ ব্যবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন···পটলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য সুপণ্ডিত এবং ব্যাপকাধ্যাপক ইনি শনিবার পূজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত প্রস্তুতপূৰ্ব্বক মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান···।

তৎপরে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে শুক্রবার পূজা কর্ত্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন···।—সং চং।

(২ এপ্রিল ১৮৩৬। ২২ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণস্য শ্রীশ্রীকাশীস্থ বুধগণসমীপে প্রণতস্য নিবেদনমিদং। নিম্নে লিখিত মদীয় প্রশ্ন কৃপাবলোকনপূৰ্ব্বক স্মার্ত্ত বিধানসহ প্রমাণ ঋষিগণের নাম ও গ্রন্থের বচনসহিত প্রকাশিলে অতিবাধিত ও উপকৃত হইব। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় রাজাধিরাজকর্ত্তৃক যদি বৈধ ধৰ্ম্মযাজি জাতীয় চতুৰ্ব্বিধ সকল অথবা উহারদিগের মধ্যে কাহারোপর তাঁহার আজ্ঞামত এমত দণ্ড নির্ণীত হইয়া ঐ চতুৰ্ব্বর্ণের মধ্যে যে২ ব্যক্তি দ্বীপান্তরে বহিত্র অর্থাৎ জাহাজআরোহণে উপদ্বীপে গমনকরণক ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট শুষ্ক অথবা পক্কান্ন জল ভোজন ও পানে রত থাকনপূৰ্ব্বক গমন করিয়া ঐ উপদ্বীপে ম্লেচ্ছইত্যাদি বর্ণসঙ্করের স্পৃষ্ট উপরের নিবেদিত অন্নভোজী ক্রমশঃ সাত বৎসর থাকিয়া যদি ঐ চাতুৰ্ব্বর্ণিকের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষৈকদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় পুনরাগমন করে বিধ্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তকরণক সে ব্যক্তি ঐ পাপহইতে মুক্ত হইতে পারে কি না যদিস্যাৎ স্বীয় পাপহইতে ত্রাণযুক্ত হয় তবে তাহার স্বজাতীয় বন্ধুগণ তাহাকে আপন মণ্ডলীতে পবিত্ররূপে স্বকীয় পংক্তিতে অর্থাৎ ভোজন ও বাসে গ্রহণ করিতে পারে কি না ইহার যথাশাস্ত্রসহ প্রমাণ বিজ্ঞানবাঞ্ছিত নিবেদনমিদং কস্যচিৎ স্মার্ত্তধৰ্ম্ম মৰ্ম্ম বিজ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ।

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তকরণে সৰ্ব্বেষামেব পাপানাং ক্ষয়ঃ। উদ্‌গচ্ছন্ যদ্বদাদিত্যস্তমঃ সৰ্ব্বং ব্যপোহতি। তদ্বৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সৰ্ব্বং পাপং ব্যপোহতি। পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সৰ্ব্বৈৰ্ম্মহাভ্রৈরিবচন্দ্রমাঃ। ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃতাঙ্গিরোবচনাৎ কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তমিতি ব্যাখ্যাতং। পাপক্ষয়েপি ন ব্যবহাৰ্য্যঃ।

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতোব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে। ইতি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।

শ্রীরামকিশোর দেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীরামকানাই দেবশর্ম্মণাম শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীমহেশদত্ত পণ্ডিতস্য শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণঃ

অত্রার্থে সর্ব্বেষাং সম্মতিঃ। শ্রীকাশীস্থ পণ্ডিতগণস্য।

কশ্চন কৃতাপরাধবিশেষো দণ্ডনার্থং দ্বীপান্তরং প্রাপিতো নৌকাযানে তত্র দ্বীপেচ সপ্তবর্ষং ম্লেচ্ছ সম্পর্কপূর্ব্বং শুষ্কান্ন পকান্নাশন সহাসন শয়নানি কৃতবান্ পুনশ্চ রাজাজ্ঞয়া স্বদেশং প্রাপ্ত এবম্বিধোজনঃ প্রায়শ্চিত্তার্হোন বা যদি তদর্হ স্তদা জাতীয়পংক্তি ভোজনাদ্যর্হো নবেতি পর্য্যনুযোগে উত্তরং তস্য পুরুষস্য বর্ষত্রয়াদূর্দ্ধং স্বচ্ছন্দং তথাচরণ স্থিতত্বেন তদ্দ্বীপান্তরস্থ জনাচরণত্বেনচ প্রায়শ্চিত্তানর্হত্বেন জাতীয়সম্বন্ধপংক্তিভোজনাদি ব্যবহারানর্হত্ব মিতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতং। তথাচ মিতাক্ষরাধৃতাপস্তম্ব বচনং। উর্দ্ধ সম্বৎসরাৎকলপ্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ সম্বৎসরৈস্ত্রিভিশ্চৈব তদ্ভাবং সনিগচ্ছতীতি এবং সতিপ্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেন ইত্যাদিবচনানি নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিষয়ানীতি সংক্ষেপ।

অত্রার্থে সম্মতিঃ পাণ্ডেয়পাহ্বেশ্বরদত্তশর্ম্ম পণ্ডিতস্য।
বদন্ত্যেনমর্থং নারায়ণ শাস্ত্রিণঃ।
সম্মতিরত্রার্থে বিঠল শাস্ত্রিণাং।
সমনুমত মস্মিন্নর্থে শুক্লোপাহ্বোমারাম শর্ম্ম পণ্ডিতৈঃ।
এতদর্থে জাতসম্মতিশ্চতুর্ব্বেদ হীরানন্দ শর্ম্ম পণ্ডিতঃ।
সম্মতিরেতদর্থে পুন্ত্রোপাহ্বঃ কাশীনাথ শাস্ত্রিণঃ।
অত্রার্থে সম্মতিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মণঃ।

(৩০ জুলাই ১৮৩৬। ১৬ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধনমৃত ব্যবস্থার ভাষা। ক্রোধাদি হেতুক উদ্বন্ধনদ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই নাই ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহার পতিতত্ব অভিধান করিয়া পতিতানাং নদাহঃস্যাদিত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে নিষেধ আছে। যদি বল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মৃত কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তিরও উদ্বন্ধন মরণোদ্যমের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণদ্বয়ব্রতানুকল্প পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তদুত্তরাধিকারিরা দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করুন। ইহা বক্তব্য নহে যেহেতুক উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তি পতিতত্বপ্রযুক্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত সকল প্রকারেই অযুক্ত বরং পতিত প্রায়শ্চিত্ত আঙ্গিরসোক্ত যে ষড়ব্দপ্রাজাপত্যব্রত সেই উচিতের ন্যায় হয় কিন্তু সেও এই স্থলে সম্ভবে না যেহেতুক জীবনাবস্থাতে যাহার যে কর্ম্মে অধিকার থাকে সেই কর্ম্মেতেই

তৎপুত্রাদি স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায় প্রতিনিধি হয়। এই স্থলে মরণদ্বারা পাতিত্য নিশ্চিত হইলে মৃত ব্যক্তির তৎপ্রায়শ্চিত্তকরণে অনধিকারপ্রযুক্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায়ে উত্তরাধিকারিরও তৎকর্ম্মে অনধিকার এই হেতুক স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য উদ্বাহতত্ত্বে কহিয়াছেন যে পিতা বিদেশে থাকিলে পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব হয়। এবং মরণাদিদ্বারা পিতার অনধিকার হইলে পুত্রাদি আপন পিত্রাদির আভ্যুদয়িক করিবেন। ইহাতেই মৃত ব্যক্তির অনধিকার হেতুক পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। অন্যথা অনধিকারি শূদ্রাদির পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধি হইয়া অগ্নি হোত্রাদি যাগ করুন।

কিঞ্চ শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে উদ্বন্ধনেন হিংস্রস্তু ইত্যাদি বচনদ্বারা হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহিয়াছেন তাহাতে সকল হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহা যায় না যেহেতুক রাজ্ঞা রাজকুমারস্থ শ্চৌরেণ পশু হিংসক ইত্যাদি তাঁহার বচনে বিরোধ হয় অতএব হিংসা বিশেষকেই উদ্বন্ধনপ্রয়োজক অবশ্য বলিতে হইবেক তাহাতে ব্রহ্মপুরাণ বচনদ্বারা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনমৃত কতকগুলির দাহাদি নিষেধ করিয়াছেন এবং কূর্ম্মপুরাণ বচনদ্বারা কতকগুলির দাহাদি বিধান আছে তাহাতে ঐ বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত উদ্বন্ধন প্রযোজক হিংসা দুই প্রকার বলিতে হইবেক। তাহার মধ্যে ব্যাপাদয়ে দথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন্যুদকাদি ভিরিত্যাদি বচনদ্বারা আত্মঘাতির উদ্বন্ধনপ্রযোজক জন্মান্তরীয় বহুতর গুণযুক্ত শরণাগতাদিবধরূপ গুরুতর পাতক অনুমান করিতে হইবেক অতএব স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির জন্মান্তরীণ তৎপাপক্ষয়ার্থে পুত্রাদিকর্তৃক প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলেও শরণাগতবাল স্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যবচনবোধিত তাহার অব্যবহার্য্যত্ব প্রযুক্ত দাহের অযোগ্যতা হেতুক শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই। অতএব কোন মুনি বা কোন প্রামাণিক সংগ্রহকার স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির দাহাদি ব্যবহার কহেন নাই এবং সকলদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সেই প্রকার।

শ্রীনিমাইচন্দ্র শর্ম্মনাং।	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাং।
শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাং।	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মণাং।
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাং।	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মণাং।
শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাং।	সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতানাং।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্ডিতসভা। শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। প্রথমে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিকা এক নিপ্প্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ করেন।

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ঐ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুত বাবু রামরত্ন

রায় মহাশয় কাশীপুরের বাসাবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুত ভবশঙ্কর ন্যায়রত্ন শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তর রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার আপনি কি প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে ঐ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়া লিখিত আছে। যথা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। চান্দ্রায়ণ দ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোব্রবীৎ। ঐ বচন দেখিয়া সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে ঐ বচন নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কৃষ্ণনগরের বাঁড়ুয্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে ঐ সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে ঐ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন বাঁড়ুয্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া গেল না। ইহাতে ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে স্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভুল স্থূল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।—তৎসভাস্থস্য কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—খানাকুলকৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্নভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি আমরা সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে ব্যবস্থা লিখিয়াছি দুই দিবস পূজা হইবেক। এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগসুই বাক্‌সা কুন্টি মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবদীয় পঞ্জিকাকারেরা লিখিয়াছেন দুই দিবস পূজা হইবেক তিন দিবস পূজা করা অশাস্ত্র কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়া শ্রীযুত গুরুদাস তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যের নাম আপন স্বেচ্ছাতে মিথ্যা চন্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন অতএব নিবেদন যে উক্ত

বাহাদুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের নাম পোষকার্থে দিয়াছেন ইতি।—শ্রীযুধিষ্ঠির দেবশর্ম্মণঃ শ্রীগুরুদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীরঘুনন্দন দেবশর্ম্মণঃ শ্রীরামতারণ দেবশর্ম্মাণাম্ শ্রী শ্রীরাম দেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ শ্রীবংসীধর দেবশর্ম্মণাম্।

(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭। ১১ ভাদ্র ১২৪৪)

মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষকরণবিষয়ক পূর্ব্বে অশ্রুত এমত আশ্চর্য্য ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ করেন তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচনা করিয়া আপনকার নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে সন্তোষ জন্মাউন।

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বর্দ্ধনে চন্দ্ররূপ অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক পরোপকারক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে ৺ শম্ভুচন্দ্র করজমহাশয়ের মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অনুসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীঘ্র কৃপা করিয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিবেন।

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত ব্যবস্থা দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন যেহেতুক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের অনেক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ হইবেক। অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহা পণ্ডিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্যে আবশ্যক নাই এইপর্য্যন্ত থাকুক। শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্নঃ।—কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স্ অতীত হওয়াতে রজো দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা ঐ ভগিনীর বিবাহ দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্ব দিনে পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ করিবেক কি মাসিকাপকর্ষ না করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র সম্মত লিখিবেন।

উত্তর।—কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্যার দশ বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজস্বলা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ঐ ভগিনীর বিবাহার্থ পূর্ব্ব দিবসে তাহার পিতার মাসিকাপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ।

ইহার প্রমাণ।—...শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং সিমলা। শ্রীরামকান্ত শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার।

শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাম সাং বরাহনগর। শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার। শ্রীরামধন শর্ম্মণাম সাং বাগবাজার। শ্রীগৌরহরি শর্ম্মণাম্ সাং কোদালে। শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম সাং হরিনাভি।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরাণপকর্ষ কর্ত্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। ইহার প্রমাণ।…শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম সাং ভবানীপুর।

অপ্রাপ্তপ্রেতভাব ব্যক্তিরও পুত্রাদি বিবাহাদির নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণাপকর্ষের নিশ্চয় করিলে মাসিক সকলেরো অপকর্ষ করা যুক্ত বটে… । শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণাম সাং ভূকৈলাশ।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা কন্যার দশবৎসর বয়স অতীতপ্রযুক্ত রজোদর্শন আশঙ্কাতে ঐ কন্যার ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্ব্বদিবসে মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্ম করিয়া পরদিবসে ঐ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা পণ্ডিতেরদের মত। শ্রীরামকমল শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীরামহরি শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মণাম সাং বালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম সাং বালি।

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণ্ডীকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য মাসিক সকলেরও অপকর্ষকরা শাস্ত্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারো সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীরামধন শর্ম্মণাম সাং সিঙ্গুরে।

ষষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ব্বদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণাম সাং জনাই।

(১০ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহামহিম শ্রীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু।—প্রশ্ন। এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম্ম হইতে পারে কি না ইহার শাস্ত্রানুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ম্ম হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ।
ইহাতে প্রমাণ।— … … …

ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তর্কভূষণ ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শর্ম্মণাম্

ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীগঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীপ্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ঐ
পাঠশালাস্থ শ্রীসর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ঐ
কাশী পাঠশালাস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শর্ম্মণাম্
সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তর্কালঙ্কার ঐ
তথা মহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীভোলানাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণাম্
তথা শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাম্
পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতির্বিচ্ছ্রীমন্যু শর্ম্মণাম্ বরেলি নিবাসি শ্রীচেতেন্দ্র শর্ম্মণাম
খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্
কুমারহট্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শর্ম্মণাম্
খামারপাড়া নিবাসি শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঐ
আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঐ
নৈহাটি নিবাসি শ্রীরামকমল ঐ
উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীউমাকান্ত ঐ
বালি নিবাসি শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণাম্
ফরাস্‌ডাঙ্গা নিবাসি শ্রীভবদেব শর্ম্মণাম্
বাঁশবেড়িয়া নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঐ
যশোহর নিবাসি শ্রীবিরূপাক্ষ শর্ম্মণাম্
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহরচন্দ্র ঐ
পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরাম ঐ
সর্য্যুপার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্ম্মণাম্
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মণাম্

ধর্ম্মস্থান

(১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

দ্বারকা।—দ্বারকা গুজরাট প্রদেশের সমুদ্রতটস্থ এক নগর তাহার শামিল একুশ গ্রাম আছে তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত ষাটি ঘর এবং অনুমান তাহাতে প্রায় ১০ দশ হাজার লোক বাস করে। সেই স্থান এখন ওকানামক অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যে মুলুমাণিক সম্যানি অতিশয় প্রবল তাহার দখলে আছে। ইং ১৮০৭ সালে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত এই নিয়ম করেন যে আমি আপনার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বোম্বেটিয়া গিরী করিতে দিব না এবং যে জাহাজ কোন উৎপাতে স্থগিত হয় তাহা আমি লুঠ করিব না। এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সেই মন্দিরের স্থরক্ষণ করিতে সেই সময়ে অঙ্গীকার করিলেন।

অপর দ্বারকাতে কৃষ্ণের নিবাস করা প্রযুক্ত তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক মথুরাহইতে তাড়িত হওনের পূর্ব্বে এবং পরেও তিনি সেখানে বহুকাল বাস করেন। হিন্দুরদের মধ্যে যে শাস্ত্র অতিশয় প্রমাণ তাহাতে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মরণের কএক দিবস পর ঐ স্থান সমুদ্রেতে লীন হইল তথাপি সে স্থান অদ্যাপিও অতিপবিত্র জ্ঞান করে এবং ১৫ সহস্র যাত্রি লোক সেই স্থানে প্রতিবৎসর উপস্থিত হয় এবং যাত্রিরদের দানের দ্বারা পূজারিরদের লক্ষ টাকা লাভ হয়।

৬০০ বৎসর হইল রঙ্করনামক কৃষ্ণের অতি মূল্যবান প্রতিমূর্ত্তি কেহ চুরি করিয়া গুজরাটের ঢাকুর নামক স্থানে স্থাপন করিল এবং অদ্যাপিও সেই স্থানে তাহা আছে। তাহাতে দ্বারকার ব্রাহ্মণেরা অন্য এক মূর্ত্তি দ্বারকাতে স্থাপন করিল কিন্তু ১৩০ বৎসর হইল সেই প্রতিমূর্ত্তিও চুরী করিয়া সঙ্কুদ্বারদ্বীপে কেহ লইয়া গেল অপর তাহার পরিবর্ত্তে দ্বারকার মন্দিরে অন্য এক মূর্ত্তি স্থাপন হইয়াছে।

যাত্রিরা দ্বারকাতে পঁহুছিলে গোমতী নামে এক পবিত্র নদীতে অবগাহন করে তাহার অনুমতিপ্রাপণার্থে দ্বারকার অধ্যক্ষকে প্রত্যেক জনের ৪।০ সওয়া চারি টাকা কিন্তু ব্রাহ্মণের ৩॥০ টাকা করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শুচি হইলে যাত্রিরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দান ধ্যান করে ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়। অপর ঐ যাত্রিরা অরমরা স্থানে গমন-পূর্ব্বক সেখানকার এক ব্রাহ্মণের দ্বারা একটা লৌহের চিহ্ন ধারণ করে ঐ চিহ্নেতে শঙ্খ ও চক্র ও পদ্ম মুদ্রিত আছে। সেই লৌহময় অঙ্কন তপ্ত করিয়া যে স্থানে মনে করে সেই স্থানে চিহ্ন লয় বিশেষতঃ বাহুতে প্রায় সর্ব্বদা বালকের গাত্রে সেই চিহ্ন দেওয়া যায়। যাত্রিরা কেবল যে আপনারদের নিমিত্তে চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্তু আপন২ মিত্রেরদের পুণ্য জন্মিবার নিমিত্তেও গ্রহণ করে এবং তাহার পুণ্যভাগী ঐ২ মিত্র হয়। চিহ্ন লইতে ১॥০ টাকা লাগে।

অপর যাত্রিরা নৌকারোহণপূর্ব্বক ভাট অর্থাৎ শঙ্কদ্বারদ্বীপে গমন করে সেখানে পঁহুছিলে

ঐ দ্বীপের স্বামিকে ৫ টাকা কর প্রদান করে। তাহার পর দেবতাকে কোন উত্তম বস্ত্র দান করে এবং তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করে। সেই দ্বীপস্বামী ব্রাহ্মণ তিনি সেই নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যৎকিঞ্চিৎ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই বস্তু অন্য২ যাত্রিরদিগকে নিবেদনকরণার্থে প্রদান করেন এইরূপে একজনের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় কিন্তু যত বার হস্তান্তর হয় তাহাতে পুরোহিতেরি লাভ।

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

বৈদ্যনাথ।—বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে ঐ সকল মন্দিরবাটীর পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্নিহিত স্থানে তিনটা পুষ্করিণী খনন হইয়াছে ঐ সকল পুষ্করিণীর জল পদ্মপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। ঐ বাটীতে গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ হস্ত পরিমিত এবং ঐ সকল মন্দিরের চূড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও ঐ সকল মন্দিরের চত্বর প্রস্তর নির্ম্মিত ও তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাগুলি অতিশয় খর্ব্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মূর্ত্তি সে মহাদেবের এবং ঐ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে একটা আলোক অতিদূরহইতে সন্দর্শন হয় ও ঐ দেবালয়সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অপর যে সকল যাত্রিরা ঐ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিদ্বার এবং অন্য২ পবিত্রস্থানহইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক যেমন ঐ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে তেমন তদ্দ্বারা ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ম্য ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য২ সকল অতিপবিত্র-স্থানের মাহাত্ম্যের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্ ও তৃণমালি স্থান যদ্রূপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তদ্রূপ ঐ বৈদ্যনাথ স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ। অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সেই স্থানে প্রতিবৎসরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট ঐ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্ত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ গ্রাম প্রদান করেন।

ঐ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় না যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি নামক মঠের বহির্দ্বারের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্বারা বোধ হয় যে ঐ সকল মন্দির শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবালয়ের সন্নিহিত চতুষ্ক্রোশের মধ্যে আরো কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের ব্যাপ্য। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ দুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক মন্দির। সেই মন্দিরের পূজকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলদ্বীপহইতে আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব তাঁহারা ঐ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন দুই

বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং ঐ গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকণ্ঠের এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ত্রিশূল কুণ্ডনামক একটা অতি আশ্চর্য্য চৌবাচ্চা আছে তাহা ১৬০ হস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দ্দিগ প্রস্তরেতে মণ্ডিত সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্ব্বদা ঐ আকরহইতে জল উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্তবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ তন্নৈঋ্যতকোণে চৌল পর্ব্বতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তি।—লণ্ডন নগরের কোম্পানি বাহাদুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইণ্ডর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন।

গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৯৯২০৫০
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	৪৫৫৯৮০০
গত ষোল বৎসরে প্রয়াগে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	১৫৯৪২৯০
গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।	২০৫৫৯৯০
সর্ব্বসুদ্ধ। ...	৯০২২১৫০

(৯ মে ১৮৩২। ২৮ বৈশাখ ১২৩৯)

সংপ্রতিকার হরিদ্বারের মেলা। [আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত এই সম্বাদ।]

দ্বাদশ বৎসরান্তে এতদ্বর্ষে হরিদ্বারে যে কুম্ভ মেলা হয় তন্নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক আয়োজন হইয়াছিল বিশেষতঃ চারি ওথারার গোস্বামিরা এক বৎসর পূর্ব্বে তথায় সমাগত হইয়া আপনারদের নিশান প্রোথিত করিয়া এবং স্ব২ দেবমন্দিরে নানা অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করত পূজোপবেশনীয় স্থানসকল মেরামত করাইলেন এবং শত২ মোন সুজি ফুটকলাই ঘৃত লবণ কাষ্ঠ গুড় তণ্ডুল চিনিপ্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। বাণিজ্যকারিরা সুজি এবং অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিল এবং তৎস্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের যাহার যে ঘর ও স্থান ছিল তাহারা অগ্রেই তাহার ভাড়া দিল এবং ঐ সময়ে এক২ কুঠরীর ভাড়া ৪০ টাকা করিয়া এবং চতুরস্র দুই হাত স্থানের ভাড়া ২ টাকা করিয়া ভাড়াওয়ালারদের স্থানে লইতে লাগিল। যে সকল রাজা ও অন্যান্য ধনি ব্যক্তির তথায় যে বাড়ী ঘর ছিল পাছে কোন লোক সে সকল স্থান দখল না করে তাঁহারা দিন থাকিতে আপনারদের লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আটক করিয়া রাখিলেন।

পোলীসের আমলারা পূর্ব্বাবধিই সতর্ক ছিলেন এবং পোলীসের সাহায্যার্থে সৈন্যেরা রীতিক্রমে তথায় সমাগমন করিয়া কেহ২ নিজ হরিদ্বারে কেহ বা তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে কংখালে ছাউনি করিয়া রহিলেন। তথায় স্নানকরণ সময়ে কি জানি লোকের রহটে চাপা পড়ে এই ভয়ে অনেক যাত্রী ফেব্রুআরি মাসে আসিয়া স্নান করিল এবং হোলির সময়ে অর্থাৎ মহাসংক্রান্তির এক মাস পূর্ব্বে প্রায় লক্ষ সংখ্যক যাত্রী স্নান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল বস্তুতঃ তৎপরদিবসঅবধি করিয়া প্রতিদিনই অপমৃত্যু ভয়ে হাজার দুই হাজার করিয়া যাত্রী স্নান করিয়া স্বস্বাবাসে যাইতে লাগিল। এই সকল যাত্রিকেরা স্নান করিয়া এতদ্রূপে প্রত্যহ প্রস্থানকরাতে সংক্রান্তির দিনে মেলার সময়ে অথবা তৎপরদিবসে তাদৃশ জনতা দৃষ্ট হইল না পূর্ব্ব২ বৎসরে আমি যেমন দেখিয়াছি তাহা স্মরণে এবং ঐ সকল স্থানভূমি শূন্য দৃষ্টে বোধ হয় যে তৎসময়ে লক্ষ লোকের অধিক ছিল না বরং তাহারো ন্যূন হইবে।

অপর নানা দেশহইতে যাত্রিরদের তথায় সমাগম সময়ে অতিসুশোভিত দর্শন হইতে লাগিল। কোম্পানি বাহাদুরের প্রদেশহইতে যাত্রিগণ যানবাহনে এবং সামান্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া আগমন করিতে লাগিল। মাড়য়ারপ্রভৃতি অন্যান্য বিদেশাগত ব্যক্তিরদের যানবাহনাদি রেলের দ্বারা চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ছিল এবং মরুভূমিহইতে আগত ব্যক্তিরদের শকট চক্রের বহিস্থ হাড়ি সংজ্ঞক কাষ্ঠসকল দিগুণীকৃত ছিল এবং ঐ চক্রসকল পাখি রহিত। শীকেরা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের সরদারেরা হস্ত্যারোহণে সমাগত হইলেন। এবং শত২ উষ্ট্রারোহণে মাড়য়ার দেশীয়েরদের পরিজনেরা আগত হইল এবং শত২ যোগির দল কেহ পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের মহান্ত হস্ত্যারোহণে উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ রণজিৎসিংহের মোখ্তারকার রাজা ধ্যায়ন সিংহ ও রাজা যশঃসিংহ ও সদাসিংহ মহারাজের দরবারের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া সৈন্যের বেশ ভূষা ও অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আগত হইলেন। অপর বিকানীর রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা অতিশয় বীর্য্যবন্ত রজপুত সওয়ারের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক আপনারদের পিতৃ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এক গুপ্ত দান বিশেষতঃ এক বর্ত্তুলাকার ধাতুময় বস্তু অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক রাজা গঙ্গাজিকে সমর্পণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ মহারাজ কতিপয় অশ্ব এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্রাহ্মণেরদিগকে বিতরণ করিলেন। এবং রাজা ধ্যায়ন্ সিংহও বদান্যতা প্রকাশ করিয়া জনতার মধ্যে বহু মুদ্রা ছড়াইলেন এবং হস্তী অশ্ব শাল ও হরিপয়রির নিকটে তাঁহার যে এক বৃহদ্গৃহ ছিল তাহাও ব্রাহ্মণেরদিগকে দান করিলেন। এতদ্বৎসরে ঐ স্থানে দান বিতরণ দশ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বরং প্রায় পঞ্চদশ লক্ষপর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ দত্ত বস্তুপ্রভৃতি যে ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাঁহারি থাকে সাধারণ পাণ্ডারদের মধ্যে অংশ হয় না প্রত্যেক পাণ্ডা আপন২ যজমানেরদের উপর নির্ভর রাখেন কিন্তু মধ্যে২ কোন মহা ধনি ব্যক্তি তাবৎ পাণ্ডারদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদিগকে সাধারণে ২।৩।৪ শত টাকাপর্য্যন্ত দান করেন। অপর আচার্য্য উপাধিতে

খ্যাত এক সংপ্রদায় ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আছেন তাঁহারা নিয়ত হস্তে একটা২ চুপড়ি লইয়া প্রত্যেক যাত্রিরা নদী মধ্যে যে অস্থি নিক্ষেপ করে ঐ সকল অস্থি বালুকা ও মৃত্তিকাসমেত চুপড়ির মধ্যে তুলিয়া লন পরে প্রত্যেক দ্রব্য আঙ্গুল দিয়া২ দেখেন তাহাতে ঐ সকল অস্থি মৃত্তিকা ও ভস্মের মধ্যে কখন২ কোন চাকচিক্যবিশিষ্ট ধাতবীয় দ্রব্যও লাভ হয় তাহা সুরক্ষণার্থ তৎক্ষণাৎ মুখে নিক্ষেপ করিয়া তিন চারি ঘণ্টা রাখেন এবং তৎসময়ে জলের মধ্যে কোন লড্ডুকাদি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও তুলিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলেন।

পূর্ব্ব২ বৎসরের কুম্ভমেলাতে গোস্বামি ও উদাসীনেরদের যুদ্ধে এবং লোকের চাপাচাপিতে যেমন লোক মারা পড়ে এবৎসরে তেমন নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে যেহেতুক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব সেই স্থানের ঘাট অতিপ্রশস্ত করিয়া একটা পাকা রাস্তা করিয়া দেন এবং শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব অতিসুবিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্রবাচারি ঐ গোস্বামিপ্রভৃতির অস্ত্রশস্ত্রসকল কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহারদের দল রাস্তার মধ্যে কিম্বা ঘাটে না মিশিতে পারে এমত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই বৎসরে চুরীও অনেক হয় নাই। অনুমান হয় সাত স্থানে অগ্নি লাগে…। ঐ অগ্নি…যাত্রিকের খড়ুয়া ঘরসকলে ও ব্যবসায়িরদের দোকান ঘরে লাগিল এবং তিন দিবসপর্য্যন্তও নির্ব্বাণ হইল না। কথিত আছে যে তৎসময়ে ১২৫০০০ টাকার জিনিস দগ্ধ হয়।…

পূর্ব্ব২ বৎসরের মত এ বৎসরে বাণিজ্যের কর্ম্ম হইল না অত্যল্প অশ্ব ও শাল তথায় বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। এবং পর্ব্বতীয় লবণ কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না যেহেতুক রণজিৎ সিংহ তথাহইতে রফ্‌তানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ রফ্‌তানী করে তবে তাহার তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করিতে হুকুম করিয়াছেন নির্ভাঁজ ও মিশ্রিত হিঙ্গু অতিশয় বাহুল্যরূপে তথায় আসিয়া কতক বারআনা করিয়া ও কতক ৫ টাকা করিয়া শের বিক্রয় হইল।

ঐ স্থানে শালব মিসরির অধিক আমদানী হয় নাই কিন্তু কাবোল দেশহইতে অতিশুষ্ক ফল অনেক আসিয়াছিল সকলের অপেক্ষা ছিল যে যাত্রিকেরা সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিবে কিন্তু তাহারা মেলা সমাপ্ত না হইতেই যে তথাহইতে চলিয়া যাইবে ইহা কেহ অনুভব না করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে তাবদ্দ্রব্য সামগ্রী বাজারে আনিয়াছিল তাহাতে সুজি এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যে অতিশয় সুমূল্যে বিক্রয় হয় তৎপ্রযুক্ত কোন অনাটন হইল না এবং উপযুক্তমত টাকায় পয়সায়ও বিক্রয় হইল।

অপর মেলাতে আগত নানা যাত্রিকেরা উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত২ ধন্যবাদ করিয়া কহিতে লাগিল যে ধন্য তেরা রাজ। তেরারাজ যুগ২ রহে। কেসা চাইনকা কুম্ভ করায়া। কলিযুগমে সত্যযুগ বরতায়া। পরে যাত্রিকেরা নূতন রাস্তা দিয়া যাইতে২ দেখিতে লাগিল যে গবর্ণমেণ্ট চল্লিশ হাত উচ্চ এবং পোনের হাত প্রশস্ত ও তেত্রিশ শত হাত দীর্ঘ এমত এক পর্ব্বত সমভূমি করিয়াছেন এবং তাহারা অতিপ্রশস্ত পয়রি অর্থাৎ ঘাটের সোপানে নামিয়া ও মনুষ্যের চাপাচাপি কিম্বা লাঠি বা তলওয়ার বা আভরণহারিরদের বিষয়ে ভয় না করিয়া

যেমন স্বচ্ছন্দে স্নানাদি কর্ম্ম করিয়া ফিরিয়া আগত হইল তেমনি শত২ উপরিউক্ত ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ঐ অলঙ্কার হারকেরা ইহার পূর্ব্বে যাত্রিকেরদের নাসিকা ও কর্ণহইতে অলঙ্কার আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে একেবারে রক্তময় করিত কিন্তু এইক্ষণে যাত্রিকেরা তাবৎ কর্ম্মকরত নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়াছে।

অপর নিরঞ্জনি নাগা ও গোস্বামিগণ যেরূপ সমারোহে ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করিলেন সে অতিসুদৃশ্য বিশেষতঃ আড়াই শত বা তিন শত এককালে যাত্রা করে এবং তাঁহারদের অগ্রে দুই জন কৃত্রিম যোদ্ধা তলবার ভাঁজিতে২ চলিল এবং তৎপরে দুই জন লাঠিয়ারা এবং তদনন্তর জরীকা নিশান অর্থাৎ সোণার ফুলযুক্ত পতাকাধারী তৎপরে দুই জন উচ্চীকরণপূর্ব্বক অতিসুশোভিত দুইটা বর্শাধারণ করিয়া চলিল অনুমান হয় যে ঐ বর্শা তাহারদের আরাধনীয় হইবে। বর্শাধারিরদের পরে তাহারদের দলের মহান্ত চলিলেন পরে তূরীওয়ালারা এবং অশ্বোপরি নানা ঢোল এবং হস্তাপরি করতালসকল ও বৃহৎ ঢক্কা তদনন্তর নাগাগণ পাঁচ ছয় হস্ত্যারোহণে চলিলেন এবং মধ্যে২ রেশমের অতিবৃহৎ পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঘাটে পঁহুছিলে জন পঞ্চাশেক স্নানার্থ জলে অবতরিত হইয়া আরাধনীয় ঐ বর্শার শোভক আভরণ বস্ত্রাদি খুলিয়া তাহা স্নান করাইল অনন্তর ঐ বর্শা পূর্ব্ববৎ আভরণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল। এই বৎসরে গোস্বামিরদের স্বর্ব্বনাথনামক এক জন একটা মন্দির গ্রথিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন কথিত আছে যে তাহাতে দুই লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হইয়াছে। মেলার সময়ে প্রতিদিনই কএক সপ্তাহপর্য্যন্ত একটা সদাব্রত ছিল তাহাতে প্রত্যহ বিংশতি মোন সুজির ন্যূন ব্যয় হইত না।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হরিদ্বারের ঘাট।—গত সপ্তাহে হরিদ্বারের মেলাবিষয়ে আমরা এক জন পত্রপ্রেরকের পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তিনি লিখেন যে সেখানকার নূতন ঘাট এবং উত্তম রাস্তা শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে নিৰ্ম্মিত কিন্তু ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে তাহা শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্টের আজ্ঞাতে এবং কলিকাতা কুড়িয়র পত্রে লেখে যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের অনুমতিতে হয়। অতএব আমরা বোধ করি যে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবকর্তৃক এই সকল কৰ্ম্ম আরম্ভ হয় পরে শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব তাহা চালান্ অনন্তর বর্ত্তমান দেশাধিপতিকর্তৃক তাহার সমাপ্তি হইয়াছে।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হরিদ্বারের বিবরণ।—[আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে ইহা প্রাপ্ত।]

হরিদ্বার দিল্লীর উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চল্লিশ ক্রোশ এবং হিন্দুরদের তীর্থ স্থানের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থ। যে দেশে হিন্দুর ধর্ম্ম অতিপ্রবল অথবা যে দেশে হিন্দু শাস্ত্রের

যৎকিঞ্চিন্মাত্র মান্যতা আছে এই উভয় প্রকার দেশহইতেই প্রতিবৎসর সহস্র২ লোক ঐ তীর্থে আগমন করে। এবং আবাল বৃদ্ধবনিতা স্তন্যপায়ী ও মুমূর্ষু সাধারণ সকলেই আসিয়া তথায় স্নান এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষেরদের অস্থি ও ভস্মাদি গঙ্গাতে সমর্পণ করে। হরিদ্বারে যে কেবল গঙ্গাই তীর্থ এমত নহে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অতিপবিত্র জ্ঞান করিয়া যে স্থানে ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান পূজাদি করিয়াছিলেন সেই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। অন্যান্য ঘাট অপেক্ষা সেই স্থানের যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বোধ হয় না কিন্তু সেই স্থান অতিপবিত্র। ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে ও তৎসন্নিহিত স্থানে যে অস্থি ভস্মাদি যাত্রিকেরা সমর্পণার্থ পুট্‌লি করিয়া আনয়ন করে তাহা ক্ষুদ্র এক টুকরা স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের সঙ্গে একত্র করিয়া সমর্পণপূর্ব্বক তথায় স্নানাদি করে।

ব্রহ্মা যে স্থানে পূজাদি করিয়াছিলেন কথিত আছে তৎস্থানব্যতিরেকেও হরিদ্বারের পথের মধ্যে অন্যান্য অনেক তীর্থ আছে বিশেষতঃ যে হরিদ্বারকে কৈলাসদ্বার অথচ মায়াপুরী কহে ঐ হরিদ্বারসমেত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তীর্থ আছে সে সকল স্থানেই যাত্রিকেরা গমন করিয়া থাকে ঐ সকল তীর্থ বার ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতোপরি কোন তীর্থ বা কোন তীর্থ উপত্যকা ভূমিতে। ঐ তীর্থসকলের নাম তপোবন হৃষীকেশ কুব্জামার ত্রিবেণী বীরভদ্র ভীমকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড লক্ষণকুণ্ড সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড স্বর্গদ্বার গৌঘাট কুশাবর্ত্ত নীল পর্ব্বত চন্দ্রিকা কনখল দক্ষেশ্বর গণেশঘাট নারায়ণশিলা গৌরীকুণ্ড তিলভাণ্ডেশ্বর রাজরাজেশ্বর শাখেশ্বর হরিকাচরণ নীলেশ্বর। এই সকল স্থানের মধ্যে চারি পুষ্করিণী ও চারি দেবালয় অবশিষ্টসকল হরিদ্বারের দিগে গঙ্গার পশ্চিম তটস্থ ঘাট। জ্বালাপুরনামক অতিক্ষুদ্র যে গ্রাম তাহাতে ব্রাহ্মণের বসতি আছে সেই স্থানঅবধিই হরিদ্বারের সীমারম্ভ তাহা প্রকৃত স্থানহইতে চারি ক্রোশ তথাহইতে প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বে আম্র এবং অন্যান্য ফল ফুলের ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে এবং যে স্থানে এবম্বিধ বন নাই সেই স্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৃহৎ২ মাঠসকল এবং তাহার বাম তীরে শস্যাদি ক্ষেত্রসকল পর্ব্বতের নিম্নভাগপর্য্যন্ত। সেই স্থানঅবধিকরিয়াই পর্ব্বত শ্রেণীর আরম্ভ। জ্বালাপুরহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ ঐ স্থান ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে কনখল নগর আছে সে অতি বাণিজ্যের স্থান এবং তথায় রাজাসকল এবং গঙ্গাভক্ত ব্যক্তিরা প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত অতিসুন্দর বৃহৎ২ দুই তিন তালার অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় স্রোতঃ স্থানের শুষ্ক ভূমিতে অতিবাহুল্য-রূপে চূণে পাতর প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তথাকার ভাটিতে অতিশুভ্র অথচ অতিতীক্ষ্ণ চূণ প্রস্তুত হয় তাহার পর দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র একটা পথ আছে তাহার উভয় পার্শ্বে নাগাসন্ন্যাসিরদের ওখারা অর্থাৎ উপবেশনীয় আসন ঐ সকল নাগাসন্ন্যাসিরা একপ্রকার দিগম্বর যোগী এবং সেই স্থানে তাঁহারদিগের এক২ জনের এক২ দেবালয় আছে তাঁহারা সহস্র২ জন ছয় অথবা বার বৎসর অন্তরে তথায় আগমন করিয়া প্রত্যেক জন এক২ পতাকা উত্থাপিত করেন ঐ ক্ষুদ্র পথ নদীর পশ্চিমতীর দিয়া কিন্তু প্রধান পথ ক্ষুদ্র পর্ব্বতদিয়া যায়

তাহার এক পার্শ্বে শস্য ক্ষেত্রসকল অন্য পার্শ্বে নানা বৃক্ষের বন। ঐ বর্ত্মের সীমান্তে গঙ্গা দেখা যায় তৎস্থানীয় গঙ্গার উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে এবং উপত্যকাভূমি আয়তনে দুই ক্রোশ দীর্ঘে চারি পাঁচ ক্রোশ তাহার মধ্যস্থানে বালুকা ও প্রস্তরময় একটা চড়া পড়িয়াছে ঐ চড়া বৃহৎ২ বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ তাহাতেই তত্রস্থা গঙ্গা দ্বিধাবিভক্তা হন হরিদ্বারের দিগে পশ্চিমের প্রবাহের নাম গঙ্গাজী এবং পূর্ব্ব দিগের স্রোত নীল পর্ব্বতের তলদিয়া বহে তাহার নাম নীলধারা। ঐ স্থানীয় প্রবাহ বড় চৌড়া ও গম্ভীর নয় কিন্তু অতিশয় স্রোত পরন্তু নীলধারাতে শঙ্কাও আছে কোন২ স্থানে পর্ব্বতের অতিসন্নিহিত তলদিয়া স্রোত বহে অন্যান্য স্থানে গঙ্গা ও পর্ব্বতের অন্তরাল কিঞ্চিৎ২ ভূমি আছে তাহা বনেতে আবৃত বা কৃষির নিমিত্ত প্রস্তুত। এমত এক স্থানে গঙ্গার পশ্চিম তটে হরিদ্বার নগর গ্রথিত ঐ নগর বৃহৎ২ সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী ও বাজারসমেত দীর্ঘে প্রায় আধ ক্রোশ এবং নূতন রাস্তা লইয়া অনুমান এক পোয়া ভূমি চৌড়া। ঐ মহোপকারক পথ শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে প্রস্তুত হয় এবং যে স্থানে কনখলের রাস্তা বন্দ হয় সেই স্থানঅবধি এই রাস্তার আরম্ভ তাহা চৌড়ায় বিংশতি হাত দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ। হরিকা পয়রি অর্থাৎ হরিপাদচিহ্নিত স্নানঘাটপর্য্যন্ত ঐ রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা প্রস্তুতকরণার্থ চল্লিশ হাত উচ্চ পর্ব্বতের শত২ হাতপর্য্যন্ত কাটা গিয়াছে। ঐ পর্ব্বত বালুকাময় প্রস্তর এবং একপ্রকার রক্তবর্ণ মৃত্তিকাঘটিত এবং ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষেতে আবৃত হরিপয়রি ঘাটপর্য্যন্ত আগত ঐ রাস্তা ১৮২০ সালের পর যে নূতন রাস্তা হইয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে। এবং দেরাধুন শ্রীনগর কেদার ভদ্রী ও সীমলার রাস্তার সঙ্গে মেলে। তথাকার পর্ব্বতসকল অত্যুত্তম সুদৃশ্য বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ এবং তাহাতে বৃহৎ২ কাষ্ঠ ও জালানি কাষ্ঠ এবং কয়লা বেত্র নলপ্রভৃতি এবং পশ্বাদির ভক্ষণীয় একপ্রকার শুষ্ক তৃণ ও গৃহ নির্ম্মাণকরণোপযুক্ত বাঁশ ও খড় জন্মে। এ সকল গবর্ণমেণ্ট ইজারায় দিয়াছেন। হরিদ্বারে সামান্যতঃ কতক বণিক হালুইকর পশারি শরাফ কংসবণিকপ্রভৃতি বাস করে তদ্ভিন্ন কতক গোস্বামিরা তথায় থাকিয়া পর্ব্বতজাত দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্য করেন। দেরাধুনে তণ্ডুল গাছমরিচ হরিদ্রা আর্দ্রকপ্রভৃতি জন্মে এই সকল দ্রব্য ধুন্‌নিবাসি ও বৈদ্যনাথ পর্ব্বত নিবাসি লোকেরা আনয়ন করিয়া লবণের পরিবর্ত্তে দেয়। হরিদ্বারে বর্ষাকাল অতিঅস্বাস্থ্যজনক হয় তৎকালে গমন করিলেই লোকসকল জ্বর শোথ উদরভঙ্গপ্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। মেলার সময় অর্থাৎ মার্চ আপ্রিল মাসে কালগতিকের কিছু নিশ্চয় নাই কখন অতিশয় গ্রীষ্ম কখন বা অসহ্য শীত এবং কখন বা অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি এবং মধ্যে২ শিলাবৃষ্টিও হয়।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

ভাস্কর পুষ্কর।—কাশীর অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডে প্রভাস ও পুষ্কর নামে দুই মহাতীর্থ আছেন বর্ষাকালে প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণে অলক নন্দার জল বৃদ্ধি হইয়া অসিসঙ্গমের বর্ত্ম দিয়া ঐ দুই

তীর্থের সহিত প্রবাহপূর্ব্বক সংমিলন হইলে মহা২ যোগ হয় তাহাকে এদেশের লোক ভাস্কর পুষ্কর কহিয়া থাকেন তাহা ২৪ শ্রাবণাবধি ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত। ঐ কয় তীর্থের মেলা হইয়াছিল পরে জলের হ্রাস হইতেছে এবিধায় তথায় প্রায় কাশীবাসীমাত্রেই এবং নানা দিগ্‌দেশীয় লোকে আসিয়া স্নান তর্পণ ও দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন। প্রভাস ও পুষ্কর তীর্থে স্নানাদি করিলে যাদৃশ ফল জন্মে তাহার অনন্ত গুণ ফল উক্ত রূপ ভাগীরথীর মেলনে স্নানাদি করিলে হয় দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্র তৃতীয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা চতুর্থ কাশীতে ত্রিলোকের তাবৎ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান অতএব কাশীর সদৃশ স্থান স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নাই তথায় সৎকর্ম্ম করিলে কীদৃশ ফল জন্মে তাহা ভগবান্ শিবই কহিতে পারেন নচেৎ সাধ্য কার।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

ইন্দ্রদ্যুম্ন।—কাশীহইতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরীর পত্রের দ্বারা অবগতি হইল অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকার তীরে সূর্য্যবংশজাত অযোধ্যাপতি রাজচক্রবর্ত্তি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকর্তৃক এক শিব স্থাপন দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরনামে বিশ্বসংসারে বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গঙ্গার জল অতিনিম্নভাগে প্রবাহবিশিষ্ট হন বর্ষাকালে তথাহইতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমাণে উর্দ্ধে জলবৃদ্ধি না হইলে উক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের গাত্রে জলস্পর্শ হয় না এ বৎসর ক্রমেতে লিখিত পরিমাণে জলবৃদ্ধি হইয়া ২৭ শ্রাবণ শুক্রবারে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর জলমগ্ন হইয়া ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিলেন এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর যৎকালীন হন তৎকালীন তাবৎ কাশীবাসী পুণ্যশীল আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় উপনীত হইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিয়া স্নান করেন যে ব্যক্তি অতি ভক্তিপূর্ব্বক সংযত হইয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নান তর্পণ পূজা সমাপনান্তে ঐ জলমগ্ন ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকে আর ভবে আসিতে হয় না কিন্তু প্রদক্ষিণকরা অতিসুকঠিন কারণ ঐ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের বেদির উপরিভাগে সুরতরঙ্গিণীর অতিবেগবান্ তরঙ্গ বহিতে থাকে অধিকন্তু তন্মধ্যে ক্ষণে২ জলের হ্রাস বৃদ্ধিও হয় এবং বেদির নিম্নভাগে অগাধজল প্রদক্ষিণকালে চরণ বিচলিত হইলে এককালে গভীরজলে নিমগ্ন হইতে হয়। অতিবলবান্ এবং সন্তরণে যে ব্যক্তি সুনিপুণ তিনিই ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর সঙ্গমে সম্যকরূপে ফলভাগী হইতে পারেন।

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯)

জলবৃদ্ধি।—গঙ্গার সহিত প্রভাস ও পুষ্করের মেলন প্রতিবৎসর হয় না ৪।৫ বৎসরের পর অপর পক্ষের সময়ে হয় ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐরূপ। সন ১২৩০ সালের ১৩ আশ্বিনে গৌড়মণ্ডলে অতিশয় জল প্লাবন হইয়াছিল কিন্তু সে বৎসর কাশীতে ভাস্কর পুষ্কর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন হয় নাই পরে ৩৪ সালে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছিল আর এ বৎসর হইয়াছে এমতে অতি প্রাচীন কাশীবাসী যাঁহারা জীবিত আছেন এবংপ্রকার শ্রাবণ মাসে জল বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা অনুমান

করেন যে পুনর্ব্বার অপর পক্ষের সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইবেক এবং যেরূপ জলবৃদ্ধি শ্রাবণ মাসে হইয়াছে ইহাপেক্ষা যদ্যপি অপর পক্ষ সময়ে আরবার ৭।৮ হস্ত পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় তবে মৎস্যোদরী হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে মৎস্যোদরী নামে এক তীর্থকুণ্ড আছেন তাহাতে গঙ্গার জল গমন করিলেই মৎস্যোদরী হয় কেহ২ কহেন গঙ্গার জল কাশীর পঞ্চ ক্রোশ বেষ্টন করিলে মৎস্যোদরী হয় যাহা হউক ইহার একমত হইলেই উভয় মতের সংস্থাপনের সম্ভাবনা যদ্যপিও এ মহাপুণ্যজনক বিষয় বটে তত্রাপি বিশ্বেশ্বর না করেন যে এমত দুর্ঘট ঘটনা না ঘটে কেন না ৮০ বৎসর গত হইল একবার মৎস্যোদরী হইয়াছিল তাহাতে কাশীবাসিরা বিষম বিদশাপন্ন হইয়াছিলেন এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হওয়াতেই দশাশ্বমেধের ঘাটের সমীপে গোদাবরীর পুলের উপর দুই হাত জল উঠিয়াছিল এবং ঐ পুলের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ভূতেশ্বর শিবের বেদীর নীচে যে পথ তাহাও জল প্লাবনে ৭ দিবস রুদ্ধ হইয়াছিল।

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯)

কুরুক্ষেত্র।—গত ১২ ভাদ্রের পত্রে বোধিত হইল পূর্ব্বাপেক্ষা দুই হাত জলবৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছে অধিকন্তু কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে দুর্গাবাড়ীর ঈশান ভাগে কুরুক্ষেত্র নামে তীর্থ কুণ্ড রহিয়াছেন ঐ কুণ্ডে জাহ্নবীর জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইলে মহা২ যোগ হয় কিন্তু বহু দিবস এরূপ সংমেলন হয় নাই কারণ ঐ কুরুক্ষেত্রের সমীপে শ্রীমন্ত মহারাজাধিরাজ অমৃত রাও ভাও পেসোয়া বাহাদুরের সৈন্য থাকিত। কুরুক্ষেত্রের সহিত গঙ্গার মেলন কালে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণা হইয়া রাজসেনারদিগের আশ্রম পীড়া জন্মাইত একারণ উক্ত শ্রীমন্ত মহারাজ ঐ জল আসিবার প্রবল যে নল ছিল তাহা রোধ করিয়াছিলেন তদবধি কুরুক্ষেত্র হয় নাই এবৎসর ১০ ভাদ্রের রাত্রিযোগে জলের বেগে ঐ নলের প্রস্তর ছুটিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন ইতি।—চন্দ্রিকা

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

আসামদেশের উমানন্দ পর্ব্বতের অঙ্গ হীন।—গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ব্বদেশেই বিপদ্ ঘটিয়াছে…ঐ ঝড়ে যে অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্ব্বত পড়ে ঐ ঝড়ে তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভস্মাচলনামক পর্ব্বত তাহাতে শ্রীশ্রীউমানন্দ নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগে প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই গত বৎসর ঐ পর্ব্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে ঐ পর্ব্বতের

অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন ইতি ২৬ আশ্বিন। কস্যচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ।
—চন্দ্রিকা।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

শ্রীবৃন্দাবন।—শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিম্নে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফঃসল আকবর-হইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সন্তোষার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্যই তাঁহারদের সন্তোষ জন্মিবে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ। এবং বঙ্গদেশীয় ধর্ম্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা ঐ তীর্থে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাঁহারদিগকে দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাঁহারা বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশহইতে আগমন করেন ঐ উভয় দেশীয় যাত্রিকারা হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঘরা পরিধান না করিয়া পুরুষের ন্যায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবর্ত্মে এবং কখন২ বা শাখানগরে চঙ্ক্রম্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাপ্রভৃতির রাজারদের খরচে ঐ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোন২ মটর দেওয়া যায় ঐ পশুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল দুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব ঐ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকেরা অত্যন্ত রাগোন্মত্ত হইয়া সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবেরা ঐ অতিসঙ্কটে পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সন্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকান্তরগত হইলেন।

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্য করেন তাহার কারণ এই যে বৈষ্ণবের পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ এগার বৎসরবয়ঃপর্য্যন্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত আছে এবং তিনি সেই ধামে নানা নামে পূজ্য। সেই স্থানে তাঁহার নানা নামেতে নানা মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাঁহার উপাসক বৈষ্ণবগণ তাঁহার নানা নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ উচ্চস্বরে গান করিয়া থাকেন।

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অট্টালিকা ও অনেক২ সুদৃশ্য স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অট্টালিকাদির যেমন শ্রেণী তদনুসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে। নানা সুদৃশ্য বস্তুর মধ্যে প্রথমতঃ অতিসুচারু কদম্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান আছে। কথিত আছে যে ঐ স্থানহইতে কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়াছেন এবং কহে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নেতে ঐ কদম্ব বৃক্ষ চিহ্নিত আছে ইহা স্মরণার্থই তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাপিয়া কদম্ববন রোপিত হয় ঐ বনের নাম কদম্বখণ্ডী।

ঐ বিখ্যাত কদম্বতরুর কিঞ্চিন্নিম্নভাগে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ এক মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দ্দিগেও তদ্রূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত অনেক ক্ষুদ্র২ কুঠরী আছে। ঐ মন্দিরের

চূড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্ণীষের ন্যায় এক আকৃতি নির্ম্মিত আছে তাহা এমত দৃশ্যমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রন্থিবিশিষ্ট একটা রক্তবর্ণ বস্ত্রের স্তম্ভবিশেষ। তাহা কাবল অথবা পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনকা মন্দিরনামে বিখ্যাত ঐ মন্দির অতিসুদৃশ্য ও অতিদূরদৃশ্যও বটে তাহার নিকটে অপর দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদন্তরিত পূর্ব্বভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গঙ্গারাণীকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটী আছে। ঐ রাজবাটী সর্ব্বত্র কাছারীবাটীনামে বিখ্যাত ঐ বাটীর দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান ঐ রাজবাটী দোতালা। এবং ভরতপুরের অন্তঃপাতি ভুবাসস্থানের সন্নিহিত অতিনির্ম্মল শিশুমৃগের ন্যায় বর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত যে রাজবাটী তাহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠের তাবন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা অতিসুদর্শনীয়। মথুরাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবেরা বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন তাঁহারা প্রায় ঐ স্থানেই ভোজনাদি করেন।

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহা প্রস্তর বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী নৃত্যাদি করিতেন ঐ স্থানহইতে কিঞ্চিদন্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদ্দূরে জয়পুরের বর্ত্তমানা রাণী শ্রীকৃষ্ণের সম্মানার্থ এক অত্যুত্তম নূতন মন্দির গ্রন্থন করিয়াছেন। ঐ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিগ্রহের নিজমন্দির শুক্লবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ঐ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মূর্ত্তির কৃষ্ণের ন্যায় মুখ এবং তাহাতে স্বর্ণময় বংশী ন্যস্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ এই যে কৃষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ণীষ আছে।

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদন্তরে গোবিন্দজীকা মন্দির নামে এক অতিসুদৃশ্য মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্ব্বে ঐ মন্দিরই বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের সামগ্রী ছিল এবং অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্নাংশসকল আছে সেও পরমসুন্দর কিন্তু পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির অতিবিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত। তাহার নির্ম্মাণ প্রকার হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকৃতি এক প্রকারে রোমাণ কার্ত্তলিকেরদের গির্জাঘরের ন্যায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষট্টি হাত। পূর্ব্ব কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণাকৃতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত উচ্চ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চূড়ার ন্যায় দৃশ্য হয়। অট্টালিকার ঐ ভাগে কৃষ্ণের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মূর্ত্তি স্থাপনার্থ ঐ মন্দির গ্রথিত হয় কিন্তু ঐ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উত্থাপনপূর্ব্বক জয়পুরে নীত হয় ঐ তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তন্মধ্যে প্রস্তরে নির্ম্মিত উত্তম২ ছবি আছে।

নগরের পূর্ব্ব কোণে গঙ্গাতীরহইতে কিঞ্চিদন্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতিসুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটী শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়েরা মন্দিরের অন্তর্ভাগ

দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পারিলাম না।

শ্রীবৃন্দাবনে আরো অনেক২ সুদৃশ্য ক্ষুদ্র২ রাজবাটী ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত হিম্মত বাহাদুরের অট্টালিকা আছে এবং বৃন্দাবনের ইতস্তত আম্র ও তিন্তিড়ীর অনেক উদ্যান আছে তদ্ব্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটী মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্ ব্যক্তির লালসা না জন্মে।

(২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আষাঢ় ১২৪৪)

গোবর্দ্ধন।—গোবর্দ্ধন হ্রদে প্রতিবৎসরে যাত্রি লোকেরা স্নান করিয়া থাকে তাহা এই বৎসরে মথুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা রহিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে ঐ হ্রদের জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক তাহাতে স্নাত ব্যক্তিরদের অতিশয় জ্বর হয়।

(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।—আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় প্রকাশ হইয়া জনপদের বহুবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহারদের সদুপায় দর্পণদ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ করিয়া মানদান করিবেন। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাঁহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কৃষ্ণানন্দ নামে এক জন দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এবং তাহাতে প্রজাসকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব। যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতিধার্ম্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার জজ মাজিস্ত্রেট ছিলেন। দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবায় তিন চারি মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। তৃতীয়তঃ দুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম সুখে কালযাপন করিতেছিল।

সংপ্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের সাহেবেরা তজবিজ করিয়া ঐ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে জিলায় কালেক্টরীতে অনুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশ্‌তেহার জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমানন্দনামে অতিজ্ঞানবান।

দ্বিতীয় অচ্যুতানন্দ ঐ দুষ্কর্ম্মান্বিত দণ্ডির চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্‌টর সাহেব পরীক্ষায় পরমানন্দ দণ্ডিকে অতিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহ্যকরত অচ্যুতানন্দকে অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথাবলম্বন কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃসল সুরতহালের অনুমতি লইয়া কএক জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্ হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়া সুরতহাল করিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে মোকামমজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন ফলতঃ আমলারদিগের সহিত কৃষ্ণানন্দ দণ্ডির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্লোকই ভীত ও দুষ্টলোক সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্ব্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্ম্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছে। এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে দুই তিন খান মহাজনি নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেক্‌টরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল দৌরাত্ম্যের কতক২ কালেক্‌টরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাসকলই তাহার সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাজিস্ত্রেট সাহেব অতিসদ্বিবেচক কিন্তু ঐ দণ্ডির চেলা পুনর্ব্বার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই ভয়ে মাজিস্ত্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম। হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণপার্শ্বে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই যেহেতুক পরোপকারে ধর্ম্ম আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

নেপাল।—পশুপতি সত্তীর্থস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্ত্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিয়াছেন তাহা ঐ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে। মাতবর সিংহ নৈয়ন সিংহ মহাবংশ্যের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ঐ জ্যেষ্ঠতাপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কর্ম্ম অথচ যে কর্ম্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাঁহারদের যুবতী স্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণাবেক্ষণকরণ। সত্যযুগে বিধবারা স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা হওনপ্রযুক্ত প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিযুগে শাস্ত্রের আজ্ঞা বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভপ্রযুক্তই। যেহেতুক কোন শাস্ত্রেও যদি

সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্ত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা ঐ সকল স্ত্রীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্ব্বক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর জীবিতা থাক তবে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্দশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন। অতিযন্ত্রণাঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও দরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বারা ঐ দারুণ মৃত্যুভয়ও দূর হইতে পারে। তবে বঙ্গ দেশীয় লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ যে অত্যুত্তম জ্ঞান করিতেন সে অতি-ঘৃণ্যই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখ্যকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের নির্দ্দয়তা ও লোভ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানে শাস্ত্র অতিমান্য ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্যল্প।

অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরা ইহা বিবেচনা করুন এবং যুক্তি সহ এই আপত্তি যদ্যপি খণ্ডন করিতে পারেন করুন। বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও হইত কিন্তু জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল নির্দ্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধাম্মিক এবং অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি যেহেতুক আমিও ঐ পশুপতিনাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। ফলতঃ ঐ সিংহজী অতিদয়ালু ও সংস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাঁহার পরিবারস্থ বিধবারা আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়া স্ব২ বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও সুশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে নির্দ্দয় ব্যবহার শাস্ত্রানুগামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ ঐ ব্যবহার যে তিনি সচ্ছীলান্তঃ-করণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ঐ বিধবারদের আশীর্ব্বাদ পাইতেছেন। অন্য যাত্রী। নেপাল।

(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪)

জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয়।—কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আজ্ঞাবশত গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ ডৈরেকটরের ইচ্ছানুসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিব।

১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত বেতন যাহা দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কার্য্য তাহাতে যেন ইঙ্গরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে হয় তন্নিমিত্ত ১৮০৯ সালের ৪ আইনানুসারে খুরদার রাজার প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ হয় পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যত বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লার্ড মিণ্ট সাহেব

৫৬,০০০ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিম্বা বনাত ক্রয়করণে পাণ্ডারদিগের অক্ষমতা-প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার সুবেদারেরা যেমত পূর্ব্বে দিত এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্য্যন্ত দিয়াছিলেন তদনন্তর বনাতের গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্ত্তে ১০০০ টাকা করিয়া দিতেন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বার্ষিক ২১,০০০ টাকা উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্যান্য উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা অধিকারানন্তর ২ বৎসরপর্য্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্দ্ধারিত হয় নাই ইহার পর জগন্নাথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও প্রয়াগেতে কর লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জানিতে ইচ্ছা করেন তন্নিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো লিখিতেছি।

পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সালপর্য্যন্ত

কর গ্রহণে আয়	২৪,৩৭,৫৭০ টাকা
সর্ব্বসুদ্ধ	২৪,৩৭,৫৭০
প্রতিবৎসর	১,১৬,০৭৪
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১১,৫৪,৪৪০
প্রতিবৎসর	৫৪,৯৭৩
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১২,৮৭,৭৯০
প্রতিবৎসর	৫১,১০১

প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সালপর্য্যন্ত।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	১৬,৪৬,৬৫৭ টাকা
প্রতিবৎসর	৮২,৩৩২
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	১,৪০,৭৮৮
প্রতিবৎসর	৭,০৩৯
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	১৫,০৫,৮৬৯
প্রতিবৎসর	৭৫,২৯৩

গয়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সালপর্য্যন্ত ২৮ বৎসরে।

সর্ব্বসুদ্ধ আয়	৬৩,৪৬,৭৬২ টাকা
প্রতিবৎসর	২,২৬,৬৭০
সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয়	৯,৯৭,১৮৩
প্রতিবৎসর	৩৫,৬১১
সর্ব্বসুদ্ধ লাভ	৫৩,৪৯,৫৭৯
প্রতিবৎসর	১,৯১,০৫৬

অদ্যপর্য্যন্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমরা দুঃখিত আছি কিন্তু গয়া ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেণ্টদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যূন এবং শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহাতে যে ব্যয় আর যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ গবর্ণমেণ্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তদ্ব্যতিরেকে লাভ হয় না।

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্দ্ধারিত ছিল ঐ মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পর্কীয় লোক বিক্রয়সময়ে আবশ্যক হইতে পারিত কিন্তু ইহা হইলে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মিত এই জন্যে ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটা মূল্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এই টাকা বাদে গবর্ণমেণ্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহা দিতেন তথাপি সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে তাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ আর ইহাতে মিসেনরি মহাশয়রা নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্যানুসারে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করাতে মিসেনরি মহাশয়রা গবর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করেন এই জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া দর্শনেচ্ছুক সহস্র২ যাত্রিসমূহের নয়নগোচর হইবেন যদ্যপি ঐ ফ্রেণ্ড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথযাত্রা সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌনপ্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি যে যাহারা দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা দেখিয়াছে তাহারা পুরীতে তদ্রূপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয়া পুনর্ব্বার কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছা করে না গত কএক বৎসরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৫০০০ লোক একত্র হয় ইহারা অত্যন্ত দুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়া চীৎকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়া থাকে ইহা হামিণ্টনকৃত ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অর্দ্ধেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে যে সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পূজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক২ বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব বোধ হয় যে মিসেনরি সাহেবেরা যখন২ সে স্থানে গমন করেন তখন তাঁহারা কেবল পাণ্ডাদিগের ঐ অভ্যাসহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি সাহেবেরা সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা কেহই বুঝে না এবং যে পুস্তক তাঁহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাঁহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধ কদাচ হয় না কেননা তাঁহারা যে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে ইস্পেনদেশীয় লোকেরদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ যখন নির্ম্মাল্য গোধূমপিষ্টক তাহারদিগের

সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্ম্মিক তাহারদিগের মনে অন্য প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে যেমত নিষ্ফল হয় তদ্রূপ রথযাত্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদিগের উপদেশ বৃথা হয়।

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাকা অঙ্গীকারমতে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাকা লইয়া থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা কেবল দুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদিগের কোষহইতে প্রতিবৎসর ৩৬,০০০ টাকা দিউন কিম্বা ঐ টাকা বার্ষিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্ত্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই যে খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হউক যে তিনি ঐ কর গ্রহণ করিয়া ব্যয়ব্যতীত অবশিষ্ট টাকা নিজস্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না কেবল গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে কেননা তাহারদিগের ৩৯,০০০ টাকা দান করিতে হইবেক আর তদ্ব্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাকা রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন কিন্তু যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিম্বা মিসেনরিরা যদি আর কোন উপায় দেখাইতে পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়া এ টাকার উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরিরা জানিবেন যে তাঁহারাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের বাদ্যকরের বেতন দিয়া থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্তু তাঁহারা ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ কর দেবপূজা বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেণ্ট যে ঐ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহা পাণ্ডারদিগের হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলস্যবান হইয়া থাকিবে না দ্বিতীয় পন্থা স্থির করা দুষ্কর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরদিগের পথ উত্তরে কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই দুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে আছে আর যাত্রিরা কেবল কালেকটরের আপীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে হইতে পারে না আর যে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের নিষ্করে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীর বাহিরে করা আবশ্যক কেননা স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথদ্বারা প্রায় এক ক্রোশ পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকেরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়া এক পয়সাও না দিয়া ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইহা করিলে সর্ব্বদা বিবাদ জন্মিবে যে২ ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে রাজা হয়তো আসিতে দিবেন না সুতরাং অনেকে একত্র হইয়া কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইবেক ইহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সহকার্য্য প্রার্থনা করিবেন। রাজা কিপ্রকার যাত্রিগণহইতে

টাকা বলদ্বারা আদায় করিবেন তাহা অনুভব করা দুষ্কর নহে ইহাতে যাহারা বিহিত কর দিবেক না তাহারা সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্করে গমন করিতে পারে যে সিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর যে২ পর্ব্বতীয় রাজার প্রতি লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন যশস্বী অতএব দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে তাহা হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদিগের অধ্যক্ষের দোষে কিপর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমসর দেশের নিকটবর্ত্তি দুই দেশের রীতি ধারা এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই অতএব এপ্রকার কার্য্য কর্ত্তব্য নহে সুতরাং অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে পুরীতে ঐ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক।

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া পাণ্ডাদিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা শ্রেয় কেবল পাশ দিবার বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে আয় হইবে তাহা পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনার্থ এডিউকেসন কমিটির হস্তে দান করা উচিত ঐ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং ২,০০০ টাকা করিয়া উত্তম ইঙ্গরেজী লেখককে পুরস্কার করা কর্ত্তব্য এই লেখার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবেক আর যাহারা কিয়ৎকাল ঐ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিবে তাহারাই এ প্রকার পরিতোষিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি ও সুচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক। এবং ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫)

হিন্দুকালেজের নিকটবর্ত্তি প্রস্তাবিত গির্জা।—হিন্দুকালেজের নিকটে যে গির্জা স্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত আর্চডিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে গত সপ্তাহের সম্বাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত সাহেবেরা ঐ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যেকে ধর্ম্মোপদেশকতা কর্ম্মে নিযুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবর্ত্তি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে ঐ গির্জা নির্ম্মাণের তাবৎ বন্দোবস্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে পাতর পুঁতিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেবের নিকটে গমন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দুকালেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ করিবেন যে

বালকেরা পাছে খ্রীষ্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতদ্রূপ এক দরখাস্ত ঐ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন ঐ দুই দরখাস্ত পাইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়া হিন্দুকালেজের কমিটিকে কহিলেন যে ঐ স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অন্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রূপ অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদিগকে দেন এবং ঐ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দেন তবে ঐ স্থানে গির্জা স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ করিয়া দেওয়া যাইবে যে তাঁহারা বালকেরদিগকে ঐ গির্জাতেও না যাইতে দেন।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

নূতন মন্দির।—সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।

আরো অবগত হওয়া গেল যে টেপুসুলতানের বংশ্য একজন ধর্ম্মতলা ও কসাইটোলার রাস্তার কোণাকোণি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্য ঐ স্থানে এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন।

ধর্ম্মসভা

(১৭ এপ্রিল ১৮৩০। ৬ বৈশাখ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক।—গত ২৩ চৈত্র রবিবার বৈকালে বটতলার গলিতে বাবু কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকের স্থূল বিবরণ প্রথমতঃ সম্পাদককর্তৃক গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না উত্তর উত্তম হইয়াছে কোন প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন।

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন তাঁহারা কোন দিবস শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

চাঁদার টাকা আদায়ের ফর্দ্দ দর্শান গেল যাঁহারদিগের নিকট অদ্যাপি টাকা পাওয়া যায়

নাই তাঁহারদের নাম ঐ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগামিতে শুনিবেন। চাঁদার নিমিত্ত যে কএকখান বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল ঐ সভায় উপস্থিত করাতে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর হয় নাই তাঁহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব।

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সহমরণ মীমাংসাপত্র পূর্ব্বে সংক্ষেপরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাজে অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয়োজনমতে দিবেন সতীসংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেরিতপত্র পাঠে তাঁহাকে সভার আহ্বানের অনুমতি হইল পরে নানাস্থানহইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহাশ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপর্য্যন্ত আরজী বিলাত না যাইবেক তাবৎকাল প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্তু আগামি রবিবার মহাবিষুবসংক্রান্তি সে দিবস বৈঠক হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর রবিবারে বৈঠক হইবেক।

অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীচের লিখিতব্য কএক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত।
শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত।
শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল। শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের অভিপ্রায়ে
শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক। শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী।
শ্রীযুত বাবু রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী।
শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের সাহায্য যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিন্দাসূচক যে সকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে তাহাতে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়া দূরে থাকুক বিনামূল্যে দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চন্দ্রিকাকার সকল গ্রন্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের মত হইল। সং চং

(১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভার একাদশ বৈঠক।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল পূর্ব্ব বৈঠকের বিবরণ অবগত হইয়া বিবেচকগণের পুনর্ব্বার বৈঠককরণের অনুমতি হইল এবং সমাজের অন্য২ বিষয়াবগত হইয়া বিহিত অনুমতি হইল। অপর শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াবধি অনবকাশতাপ্রযুক্ত সভায় আগমন করিতে পারে নাই ঐ দিবস আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রায় রত্ন সিং ও শ্রীযুত রায় গিরিধারী লাল বাহাদুর সভায় আগমন করিয়া বিষয়াবগতিপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ মত ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ ইহাতে তাঁহারা সম্মত আছেন এবং সমাজের সাহায্যকরণে নিতান্ত বাঞ্ছিত হইলেন। শ্রীযুত সিংহ জমীদার বাবু চাঁদার বহি তাঁহার নিকট পাঠাইতে অনুমতি করিলেন। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে চাঁদার স্বাক্ষর করিবার বহি তিনখান লইয়াছিলেন তাহা তিন জিলায় প্রেরণ করিয়াছেন পুনর্ব্বার একখান বহি চাহিয়া লইলেন কোন জিলাহইতে তাঁহার নিকট কেহ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন তথায় প্রেরণ করিবেন শ্রীযুত বাবু মধুসূদন রায় সমাজে প্রার্থনা করিলেন আমাকে একখানি চাঁদার বহি দিলে আমার আত্মীয়বর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি অনুমতি হইলে তৎক্ষণাৎ রায় বাবুকে একখানি বহি দেওয়া গেল। সতীর আরজী বিলাত পাঠান বিষয় বিবেচকগণের বৈঠকের পর পাঠকগণকে অবগত করাইব। সং চং।

(৩১ জুলাই ১৮৩০। ১৭ শ্রাবণ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভার বৈঠক।—···এক্ষণে সভার বৈঠক কি প্রকার হইবেক। তাহাতে উক্তি হইল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে যদ্যপি কোন বিশেষ কর্ম্মের আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজনমতে সভায় আহ্বান করিতে পারিবেন। অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটীপ্রস্তুত-নিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বাটীপ্রস্তুত না হইবেক তাবৎকাল বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত তত্ত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা সম্পাদক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হয় নাই কেবল স্থূলবিবরণদ্বারা এ পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক বিধায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভারার্পণ হইল তাঁহারা ভারগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন অধ্যক্ষগণের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন উঠিয়া সমাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান

কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্ব্বক ইহাঁকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইঁহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্যপিও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা জ্ঞাত করাই। পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণন করিলেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাবৎ যথার্থ কহিয়া ধন্যবাদ করিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপকৃত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারি না। যদ্যপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়া থাকি তাহা ধন্যবাদের প্রতি কারণ নহে। যেহেতুক অবশ্য উপাস্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু কাল-সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু আমারদিগের উচিত ইঁহার প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ধর্ম্ম-সভার বাটী প্রস্তুত হইলে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করা যায়। পরন্তু শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অদ্যকার বিবরণ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন যেহেতুক ইঁহার আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার মত গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে ইহাতে দোষাভাব। অপর চন্দ্রিকা-হইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক।

পরন্তু শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং ব্যবস্থা-পত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইঁহাকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভ্যগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্ব্বক তরজমা

করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট পূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে। পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব বাবুর ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা করা ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহা যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ করিবাতে দেব বাবু উঠিয়া মধুমৃদুস্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশপূর্ব্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুত্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রথমতঃ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যদিগরের সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্বাক্ষরার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ বুধগণ যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ করা উচিত এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে বিশেষ ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্যবাদ করিলাম। তৎপরে সভার আর২ কর্ম্ম-সম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সং চং

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

১৮৩০—জানুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্লণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধর্ম্মসভা স্থাপিতা হয়।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল…। শ্রীযুত বেহারিলাল চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল সম্পাদক ইঁহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাইবেন অপর তাঁহার সংপ্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন।—সং চং।

(৩ মার্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮)

ধর্ম্মসভা।—গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৺নাথুরাম শাস্ত্রির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্ম্মসভাধ্যক্ষৈক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য্য অভিষিক্ত হইলেন···। সং চং।

(২৩ জুন ১৮৩২। ১১ আষাঢ় ১২৩৯)

···শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ইনি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কেমন পারগ তাহার প্রমাণ লিখি বিবেচনা করিবেন। সতীপক্ষীয় যে আরজী বিলাতে গিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে That the petition is one of the cleverest thing I ever heard. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতাপ্রকাশক আবেদনপত্র যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি। এই আরজীর পাণ্ডুলেখ্য উক্ত বাবুকর্তৃক প্রস্তুত হয়।···

(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ঐ সভায় সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্ব্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহা সমাজের বিদিত করা গেল···। তৎপরে [হাটখোলার] শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তের প্রেরিত পত্র পাঠ করা গেল তাহার তাৎপর্য্য ঐ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইহাঁরদিগের উপর সতীদ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর দলে তাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত করাইয়াছেন।···চন্দ্রিকা।

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভার দলে ভঙ্গদশা।—শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধর্ম্মসভার দল ভঙ্গদশা প্রাপ্ত হইতেছে কেননা শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ যত্ন করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে শুনিতেছি আঁদুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে অতিঘৃণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহিরা তাঁহাকে সতীদ্বেষী কহিয়া থাকেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান রামতনু রায় বরযাত্র হইয়া ঐ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন ঐ সকল সতীদ্বেষী

ও ব্রহ্মসভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীদ্বেষিদলস্থ বরেতে কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ব্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত হইয়া চন্দ্রিকাকার ঐ বাবুর নামাঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত পত্র চন্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিত্র বাবু রাগ করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু কদাপি চুপ করিয়া থাকিবেন না··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্দ্ধারিত হইলে প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল।

ধর্ম্মসভাসম্পাদকের উক্তি। আমি সবিনয়ে যথাবিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক সমাজকে নিবেদন করিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম্ম রক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতুক অরাজকে সজাতীয় বৈধর্ম্মিসমূহ হইতে পারে তৎসংসৃষ্টদোষে নির্দ্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অরাজক হইয়াছে তখনই ধার্ম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্ম্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইহাঁর মত এই স্বস্ব জাতীয় ধর্ম্ম আপনারা রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম্ম কর্ম্মজন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্ম্মযাজনকরণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্ম্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্ম্মনাশহওন সম্ভাবনা। অপর রাজাকর্তৃকও এক ধর্ম্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধাম্মক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিত করেন ঐ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে আমার কথনাধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি।

নিয়মপত্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক স্বধর্ম্ম দ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাগ অত্যাবশ্যক জানিয়া ১৭৫২

শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়েরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাও মহাশয়দিগের স্মরণ আছে যদ্যপিও স্মরণ না থাকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপত্র নির্দ্ধারিতহওনাবধি ধার্ম্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়েরা বিলক্ষণরূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্বিশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়া কুপথগামী হইবেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না এ বিধায় সকল দল ঐক্য হইল অতএব কোনপ্রকারেই কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন। এইমত দলপতি মহাশয়েরা করিতেছেন তৎপ্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের অমতে কোন দোষির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজা বাহাদুর সমাজকে জ্ঞাপনকরাতে সেই মহাশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার আহ্বানিত পত্রে নগরস্থ পাঁচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরও তাদৃশ দোষ জনরব হইবাতে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাঁহাকে রহিত করিয়া ধর্ম্মসভায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্থ কুমারহট্ট বাঁশবেড়িয়াপ্রভৃতি সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদৃশ অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই। চতুর্থ শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ জনরব হইয়াছিল তাহাও দত্ত বাবু নিয়মমত তাঁহারদের বিষয় সমাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন। অতএব ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টরূপে বোধ করিতেছি ইহার পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস আছে কেন না যদ্যপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগদ্বেষ থাকে সেই রাগের পরিশোধার্থ কেহ ধর্ম্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছেন বটে কিন্তু কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্ম্মসভার নিয়ম রক্ষার পক্ষে ঐক্য থাকা ভার হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন কেননা মান করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে কেহ স্থগিত করিতে পারেন না এবং ক্রিয়া কর্ম্মও রহিত হইবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া সকল কর্ম্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব না ইহা হইলে অনায়াসে হইতে পারিত। যদি বল তাহা হয় না ধর্ম্মসভায় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া

এমত কর্ম্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের হাকিমত্ব ভার নাই যে তদ্দ্বারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরন্তু ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ কি "যএব লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ" ইত্যবধানে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপর্য্যন্ত কাহার মাৎসর্য্যাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাহসপূর্ব্বক অক্ষোভে সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে। মহাশয়েরা আমার এই বক্তৃতামধ্যে যদি কোন দোষ বুঝিয়া থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি তাহার ক্রটি স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে করিব না এই অভিলাষ। যদ্যপি আমার ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য সমাজের কোন কর্ম্মের ক্রটি হইয়া থাকে তাহাও মহাশয়েরা আমাকে দয়াপূর্ব্বক মার্জনা করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব আমি এপর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম রক্ষা হয় আর ধার্ম্মিকসকলের মান রক্ষা পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হাস্য না করিতে পারে মহাশয়েরা এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন অধিক বক্তৃতা বাহুল্য।

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অদ্যকার আহ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই যদ্যপিও তাবৎ অধ্যক্ষ এপর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না যেহেতুক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন সভাস্থ হইলে সভার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যূনে সভা হইতে পারিবেক না। অপর ঐ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হইলে বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্ত্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সন্তুষ্টতাই প্রকাশ করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে অদ্যকার বৈঠকে নূতন বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত রামলোচন ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই।

কল্যাণীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়েষু।

নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ শুভাশিষাংরাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ। আমি শ্রীকালীনাথ মুন্সীর বাটীতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে কিম্বা তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম ইহা সকল দলপতি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্টাচার্য্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোষ মার্জনা করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্ব্বত্র চলিত হইবেন।

রাজা বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জনা করিয়া সামাজিকতা-করণে স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিয়ম অতিরিক্ত কর্ম্ম যিনি করিবেন তাঁহার সহিত কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাঁহাকে পত্র লেখা উচিত যদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন এই পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করাণ উচিত।

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মথুরানাথ বাবুর বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাঁহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহার যে উত্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তদুভয় পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল এই।

শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। আমার ৺পিতাঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ১১ চৈত্র হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোং রামকৃষ্ণপুর শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে ৺দোলযাত্রায় সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন ঐ দোষ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না লিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৯ চৈত্র। শ্রীকালীচরণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত।

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং। মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্পৃষ্ট সভায় রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে দোলযাত্রায় সভাস্থহওয়া সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধায় তাঁহাকে অবিবাদে সংগ্রহ করিয়া লওয়া গিয়াছে কিমধিকমিতি। শ্রীরামমোহন দত্ত।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রামমোহন দত্তজ যে দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদকর্তৃক কথিত হইল তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজ কহিলেন আমার পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদহওয়াতে শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমার-দিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায়। এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব কহিলেন সমাজের নিয়ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে চলিত হইতে পারেন। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি রাঁগ করিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধৃত হইবেন না। সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্বেষ নাই তাৎপর্য্য এই যে সমাজের নিয়মাতিক্রম কৰ্ম্ম না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর পৌষ্টিকতা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন।

চতুর্থ। শিবপুরনিবাসি শ্রীরামকৃষ্ণ শৰ্ম্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত ছিল উত্থিত করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তিকে জানা গেল না অতএব তাঁহার পত্র সমাজে পাঠ করিবার আবশ্যক নাই।—চন্দ্রিকা।

৩ পৌষ রবিবার ধৰ্ম্মসভার বৈঠকে তৎসম্পাদক ধৰ্ম্মসভার নিয়মবিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়া চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন তাহাতে আমারদের কিঞ্চিৎ কহিবার আবশ্যক হইল যেহেতুক এইক্ষণে ঐ সকল নিয়মের অনেক ভঙ্গ দেখা যাইতেছে তিনি কহেন "ধৰ্ম্মসভার তাৎপৰ্য্য হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ" উত্তর হিন্দু শাস্ত্রবিহিত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম যাগাদি ব্যাপার এবং শিষ্টাচার সিদ্ধও বটে যেহেতুক পূৰ্ব্ব২ হিন্দু রাজারা কহিয়াছেন কিন্তু ধৰ্ম্মসভা-হওনাবধি বড়২ ধনি অধ্যক্ষেরাও তাহার নাম স্মরণ করেন নাই যদি কহেন পুত্তলিকা পূজাই তাঁহারদের ধৰ্ম্ম তথাপি তদ্দলস্থ অনেক মনুষ্য এইক্ষণে দুর্গোৎসব রাসপ্রভৃতি ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই বা সমাজহইতে তাঁহারদের কি নিন্দা হইয়াছে যদিস্যাৎ বেশ্যালয়ে গমন সুরাপান পরস্ত্রী হরণ মিথ্যা কহন ইত্যাদিই ধৰ্ম্ম হয় তবে ঐ সভার নিয়ম রহিয়াছে আমরা স্বীকার করি যেহেতুক অনেকেই ধৰ্ম্মসভার জ্ঞাতসারে তত্তৎকৰ্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতেছেন। অপর লিখনের অভিপ্রায় এই যে "হিন্দুধৰ্ম্মদ্বেষিদিগের সহিত ধৰ্ম্মসভার অন্তঃপাতি লোকের

সংসর্গ না হয় ইহাও ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য।" উত্তর ধর্ম্মসভার এ নিয়মের ব্যাঘাত পূর্ব্বেই হইয়াছে কেননা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ চৌধুরীকে একঘরিয়া করণার্থে সম্পাদক বহুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি এক প্রধান দলপতির দলভুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ধর্ম্মসভার প্রধান ধর্ম্ম স্ত্রীদাহ যাহার নিমিত্তে ঐ সভার সৃষ্টি হইয়াছে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয় অতএব তাঁহাকে এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজদিগকে ঐ ধর্ম্মদ্বেষী কহিতেছেন কিন্তু ঐ সমাজাধিপতির মধ্যে অনেকের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে অগ্রেই শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদের আহারাদি করাইয়া থাকেন এবং শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি ধর্ম্ম-সভার এক প্রধান সাহায্যকারী তিনিও স্বেচ্ছাধীন সতীদ্বেষির হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন এইক্ষণে সম্পাদক মিত্র বাবুকে একঘরিয়া করেন কি তাঁহার জাতি মারেন তাহাও দেখা যাইবেক ইহা মনেও করিবেন না যে সমাজ হইতে মিত্র বাবুর কোন অনুপকার হইতে পারে যেহেতুক তিনি ভাগ্যবান্ দলাদল করিয়া ধর্ম্মসভা কেবল গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই বিত্তচ্ছেদ করিতে পারেন যেহেতুক তাঁহারা কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকটে ছায়ার ন্যায় উপাসনা করেন কিন্তু বড় লোকের প্রতি যে ধর্ম্মসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধর্ম্মসভার পরমধর্ম্ম যে স্ত্রীহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজেরা তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি ঐ সমাজাধিপতিরাও তাঁহারদিগের খোসামোদ করিয়া বেড়ান তাঁহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে তোমরা হিন্দুর ধর্ম্মদ্বেষী কেননা যদ্যপি তাঁহারদের রাগ হয় তবে বেতন কাটা যাইবার সম্ভব তবে যে সম্পাদক বারবার বকেন ইহার কারণ তাঁহার অন্তরের বেদনা যেহেতুক তাঁহার হস্তের সুখ উঠিয়া গিয়াছে এখনও স্ত্রীহত্যাকরণের প্রত্যাশায় রাজ্যাধিপতির গোচরার্থে ওলাউঠা রোগে যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকেও পতিপ্রাণা সতী বলিয়া লিখিয়াছেন তাহার বিস্তারিত এই যে জিলা হুগলির অন্তর্গত সুখরিয়া গ্রামের শ্রীযুত কাশীগতি মুস্তৌফীর এক প্রজা জগন্মোহন যোগী যে দিনে সে মরে দৈবায়ত্ত তাহার স্ত্রীও ঐ দিবসে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে যদবধি ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার মধ্যে নানা দেশহইতেই সম্বাদ আসিয়াছে যে এক২ দিবসের মধ্যে এক২ বাড়ীর পাঁচ সাত জন মরিয়াছে কিন্তু ঐ খলরোগে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এককালীন মৃত্যু হওয়া শ্রবণে সম্পাদক কতই রচিয়াছেন যে ইহাতেই প্রধানেরা বোধ করিবেন স্ত্রীহত্যাও সত্য২ পরমধর্ম্ম হায় কি ভ্রম যাঁহারা দূরদেশহইতে আসিয়া ভারতবর্ষ শাসিত করিয়াছেন এমত বুদ্ধিশালি লোকেরাও স্ত্রীহত্যাকে ধর্ম্ম বোধ করিবেন ইহাও বুদ্ধিতে লয় যাহা হউক চন্দ্রিকাকারের সাজান পাগলামি কএক পংক্তি জ্ঞানান্বেষণে মুদ্রিত করিলাম অনুমান করি তাহা পাঠকবর্গের পরিহাসের কারণ হইবেক তাহা এই যে "সন্তানেরা পিতার জীবনের আশাপরিত্যাগে রোদনপূর্ব্বক গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগে খট্টাদি অন্বেষণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইতিমধ্যে জগন্মোহনের স্ত্রী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিতে লাগিল হে প্রভু আপনি স্বস্থান

প্রস্থান করিবেন আমার কুলাচার ধর্ম্মের কি উপায় অর্থাৎ সহগমন তাহারদিগের বংশে যোগির মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদিক্রমে হইয়া আসিতেছে। তাহাতে উত্তর করিল যে দেশাধিপতির অন্যায় শাসনে আমার কি সাধ্য আছে তাহাতে স্ত্রী কহিল যদ্যপি এমত অন্যায় তবে তোমার ঐ ব্যাধি ঝটিতি আমার হউক যে একসঙ্গে গমন করিতে পারি এমত আজ্ঞা করুন পুরুষ কহিল তথাস্তু বলিবামাত্রেই একবার ভেদ হইয়া নাড়ীত্যাগ হইল ইত্যাদি” অপর লিখনের তাৎপর্য্য গঙ্গাতীরে গিয়া পুরুষ হরিধ্বনি করিয়া মরিবামাত্রেই স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া মরিয়াছে যাহা হউক পাঠকবর্গেরা বিবেচনা করুন যোগিরদের দাহক্রিয়া নাই এবং কোন শাস্ত্রে ইহাও লিখিত নাই যে জীবৎ মনুষ্যকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিবে ইহাতে যোগির সহদাহ হইবার সম্ভবই নাই এবং ঐ শবদ্বয়ের সমাজও এক গর্ত্তে হয় নাই তথাপি যে সম্পাদক ঐরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে তাঁহার পাগলামি কি না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ৯ মাঘ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসীয় সভায় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব সভাপতিত্বে নিযুক্ত হওনানন্তর গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইলে প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব পৃথক দলকরণ বোধক এক লিপি সমাজে প্রেরণ করেন ঐ পত্র সম্পাদককর্তৃক বৈঠকের পূর্ব্বে এক ঘোষণাপত্রদ্বারা নগরস্থ তাবৎ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এই।

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব গত ১০ পৌষে সমাজকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে আমি শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ ছিলাম এইক্ষণে মদীয় আত্মীয় সজ্জন লইয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিব ইত্যাদি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক উত্তর হইল যে ইহা পূর্ব্বে অবগত হওয়া গিয়াছে এবিষয় ভালই হইয়াছে এ পত্র সমাজের দপ্তরে রক্ষিত হউক।

দ্বিতীয় সম্পাদককর্তৃক উক্ত হইল যে গত ৪ মাঘের সম্বাদ রত্নাবলি পত্রে ১৭৫৪ শকের ২৫ পৌষের লিখিত কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সতী দ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী হইয়াছেন ইহাই ব্যক্ত করে তাহার কারণ দর্শায়।

“পাণিহাটী গ্রাম নিবাসি ৺ বাবু জয়গোপাল রায়চৌধুরীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও সভাসদ্ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সহিত একত্র সভারোহী হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

এই সম্বাদপত্রাবগত হইয়া সম্পাদক তৎপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিককে ঐ ৪ মাঘে এক পত্র লেখেন তাহার তাৎপর্য্য উক্ত পত্র লেখকের নামধাম জ্ঞাত হইবার আবশ্যক

আছে যেহেতুক সমাজের বিচার্য্যবিষয় ইত্যাদি তাহাতে মল্লিক বাবু ৬ মাঘে তাহার উত্তর লেখেন।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণামাঃশতকোটি শত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এদাসানুদাসের সুখমোক্ষ লাভ বিশেষ নিবেদন। পরন্তু ৪ মাঘের রত্নাবলি পত্রে (কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য) ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ পাইয়াছে তদুত্তর বিষয় ধর্ম্মসভার বিচার্য্য এপ্রযুক্ত তল্লেখকের নাম চাহিয়াছেন অতএব এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা আগামি রবিবারের সমাজে অবশ্য ব্যক্ত করিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৬ মাঘ।

সেবক শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ দাস বসোঃ।

রত্নাবলি পত্রাধ্যক্ষের উত্তরে সম্পাদককর্তৃক বিবেচ্য হইল যে এবিষয় অবশ্য সমাজে গ্রাহ্য হইয়া বিচার যোগ্য হইতে পারিবেক অতএব উচিত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবকে ইহা জ্ঞাত করাণ যায় তিনি একথা স্বীকার করেন কি না ইতিবোধক এক লিপি তাঁহার নিকট গত ৮ মাঘ পাঠান যায় তিনি তদুত্তরে এই লেখেন।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেষু।— সংখ্যাতীত প্রণতি পুরঃসর নিবেদন মিদং। মহাশয়ের ৮ মাঘীয় পত্রাবগতিপূর্ব্বক অবিলম্বে উত্তর প্রদান করিতেছি পাণিহাটী গ্রামের শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ এক জন এবং সমাজের নিয়মপত্রের স্বাক্ষরকারী তিনি নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করেন এমত কদাচ সম্ভবে না অতএব সে স্থানে নিমন্ত্রণে কদাচ সঙ্কুচিত হইয়া গমন করি নাই যাহা হউক যদ্যপিও তথায় সতীদ্বেষি সংসর্গী কোন ব্যক্তি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত নহি তথাচ আমি এই কহিতেছি যে।

অবোধাদ্বা ভ্রমাদ্বাপি মোহাদজ্ঞানতোপিবা। ময়া কৃতঃসতীদ্বেষিসংসর্গশ্চেৎ কথঞ্চন। তন্নাশয়ন্তু মে ধর্ম্মসভায়াঃ সাধবঃ ক্ষণাৎ।

যেমত অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবে তাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণংস্যাদিতি শ্রুতি॥

ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং ৯ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। সেবক শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

এতৎপত্র শ্রবণে সভাপতিকর্তৃক কথিত হইল দেব বাবু নির্দোষী হইয়া প্রশংসনীয় হইলেন যেহেতুক সমাজের নিয়ম বিলক্ষণ পালন করিতেছেন ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজও পৌষ্টিকতা করিয়া কহিলেন অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র বটেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজপ্রভৃতি সভাস্থ সমস্তই তাহাতে সম্মত হইলেন।

অপর ৩ পৌষের বৈঠকের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজর দোষি সংসর্গকরণবিষয়ে যে পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজকে লেখা গিয়াছিল তিনি তাহার যে উত্তর প্রদান করেন তাহা অবিকল এই।

পূজ্যবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।—

প্রণামানন্তর নিবেদন আপনকার পৌষস্য ষষ্ঠ দিবসীয় পত্রার্থাবগত হইলাম বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় দিবসে ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে বিশেষ কর্ম্মবশতঃ আমি উক্ত বৈঠকে সভাস্থ হইতে পারি নাই তন্নিমিত্ত বৈঠকে উক্ত বিষয় সমাজের অনুজ্ঞানুসারে লিপিদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ সমাজের নিয়মাতিক্রম করিয়া সতী দ্বেষির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যদ্যপি মিত্রজ বাবুর অপবাদ মাত্রই হয় তথাপি সমাজের নিয়ম রক্ষার্থ এতাদৃশ২ অনুসন্ধান করা তুষ্টিজনক হইল যেহেতুক সভ্যসমাজের সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা সকলেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান আছেন। মিত্রজ বাবুর বিষয় যদ্রূপ সমাজে উক্ত হইয়াছে ফলিতার্থ তাহা নহে মিত্রজ বাবুর কন্যার বিবাহমাত্র হইয়াছে। আর যে কথা উক্ত হইয়াছে সে সকলি অলীক যেহেতুকও রাত্রে মাল্যচন্দনাদিও হয় নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সতীদ্বেষী বিনাহ্বানে বরযাত্রের সমভিব্যাহারে আগত হইয়াছিলেন দোষী ব্যক্তি বাটীতে আগমন করিলেই দোষী হইতে হয় এমত নহে অতএব আমার মতে এতদ্বিষয়ে মিত্রজ বাবু সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী নহেন। কিমধিকং শ্রীচরণাম্ভোজে বিজ্ঞাপনীয়ং ১৭৫৪ শকাব্দীয় পৌষস্য পঞ্চদশ দিবসীয়েতি। শ্রীউদয়চন্দ্র দত্ত

এই পত্র শ্রবণানন্তর সমাজের উক্তি হইল এবিষয়ে সমাজের বক্তব্য যাহা তাহা শ্রীযুত দত্তবাবুর সাক্ষাতেই ব্যক্তকরা উচিত অতএব আগামি বৈঠকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পুনরুত্থানের আবশ্যক হইল।…[চন্দ্রিকা]

(২ মার্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—…গত বৈঠকে আর২ কর্ম্ম জ্ঞাপনকরণানন্তর পাণিহাটী নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক পত্র পাঠ হইল তাহা অবিকল এই।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

ত্বদীয় শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণো নমস্কারা নিবেদনমিদং। আপনকার ২৭ মাঘের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও তৎসভাসদ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার হইয়াছেন ইহা এখানে প্রকাশ হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারদের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহা নিবেদনমিতি ১২৩৯ সাল ৩ ফাল্গুণ।

এই পত্র সমাজকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়া চৌধুরী বাবুকে নিয়ম রক্ষাকারিতাজন্য প্রশংসাসূচক পত্র লিখিতে অনুমতি হইল।

৩। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজ মহাশয়ের দলস্থ ১৪ জন অধ্যাপক স্বাক্ষরপূর্ব্বক এক পত্র লেখেন তদবিকল এই।

ধর্ম্মসভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। মলঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজর পুত্রের বিবাহে

নিমন্ত্রণপত্র আমারদিগের লিখিষ্যমাণ কএক জনকে দিয়াছিলেন দত্তজ বাবু সতীদ্বেষি সংস্পৃষ্ট দোষে যদ্যপি ধর্ম্মসভায় মার্জনা না পান একারণ তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণে যাওনে এবং প্রতিগ্রহকরণে আমরা কোনক্রমে স্বীকৃত নহি এবং ইহার বিদায় আমরা কেহ গ্রহণ করি নাই ঐ পত্র ১৪ খান আমরা আপনারদিগের দলপতি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজর নিকট প্রেরণ করিলাম ঐ পত্র গ্রহণজন্য যদি কোনমতে আমারদিগের সংস্পৃষ্ট দোষ হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মসভা মার্জনা করিবেন ধর্ম্মসভায় সুগোচরার্থে ইহা নিবেদন করিলাম ইতি ২৯ মাঘ।

শ্রীরামধন শর্ম্মণাম শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম শ্রীব্রজমোহন শর্ম্মণাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীতারাচাঁদ শর্ম্মণাম্ শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মণাম শ্রীকবিচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীশ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য শ্রীবেচারাম দেবশর্ম্মণাম্।

এই পত্র শ্রবণে সমাজ অবগত হইলেন ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরদিগের দলপতি বসুজ বাবুর সম্মতিতেই পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে পত্র সমাজে গ্রাহ্য হইয়া উত্তর হইল যে তাঁহারদিগের দোষলেশও হয় নাই তথাচ যে লিখিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ করা গেল।

৪। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৪ মাঘে স্বীয় দলকরণ ও দলস্থদিগের সংস্পৃষ্টদোষ মার্জনাবিষয়ক এক পত্র সমাজের সুগোচরার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যকার বৈঠকে উত্থাপনের যোগ্য ছিল কিন্তু তিনি গত ৫ ফাল্গুণ এক পত্র লেখেন তাহা অবিকল এই।

পোষ্টৃবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

নমস্কারা নিবেদনমিদং। ১৪ মাঘ রাত্রে দলবিষয়ক যে লিপি আপনকার নিকট ধর্ম্মসভায় বিজ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্তকরণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব আপনি উক্ত পত্র শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহের স্থানে দিবেন শ্রীশ্রী৺ সভার দিন অতিসংক্ষেপ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইতে চাহে কিমধিকং নিবেদনমিতি তারিখ ৫ ফাল্গুণ ১২৩৯ সাল। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণঃ।

……৭। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য এই পত্র লিখিয়াছেন।

মহামহিম ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। সতীধর্ম্মদ্বেষি শ্রীকালীনাথ মুন্সী ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া আমার যে দোষ জনরব হইয়াছে সে সকলি অলীক আমি ঐ ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কখন করি নাই এবং করিব না অতএব ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়রা আমার যে জনাপবাদ হইয়াছে তাহাহইতে মুক্ত করুন আমি স্বীয় জনাপবাদজন্য দোষ ক্ষালনার্থ শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম নিবেদনমিতি ৩০ মাঘ ১৭৫৪ শক।

শ্রীবৈদ্যনাথ শিরোমণি

নিবাস হেদুয়ার পাড় চতুষ্পাঠী।

এই পত্র শ্রবণে অনুজ্ঞা হইল তাঁহার দলপতি নিকট গিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করুন।

৮। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় এই দুই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করা যায় শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সংখ্যাতীত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদং। শ্রীযুত নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার শ্রীযুত সনাতন তর্কবাগীশ ও শ্রীযুত বালকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ইঁহারা ৩ জন আমার দলস্থ নূতন বাজারনিবাসিনী ৺ হরেকৃষ্ণ সেট জীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ রাধারমণজীউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা গত ২৪ মাঘে করিয়াছেন ঐ কর্ম্মে সতীদ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না এ কারণ ঐ তিন জন ব্রতী হইয়াছিলেন কর্ম্ম সম্পন্ন পরে সতীদ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি বিনাআহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন একথা ঐ ব্রতিদিগের প্রমুখাৎ ও লিপিদ্বারা অবগত হইলাম সতীদ্বেষি দোষিদিগের আগমন দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দক্ষিণা ও বিদায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং লইবেনও না যদিস্যাৎ দোষির দৃষ্টিতে কোন দোষ হইয়া থাকে তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুস্মরণে নির্দ্দোষী হইয়াছেন ইহা মহাশয় ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে সমাজকে জ্ঞাত করিবেন। পরন্তু শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রও এতৎপত্রসম্বলিত পাঠাইতেছি ইহাও সমাজে দর্শাইবেন শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৮ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

উক্ত ভট্টাচার্য্যত্রয় শ্রীযুত আশুতোষ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পরমকল্যাণবরেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। নূতন বাজারের ৺ হরেকৃষ্ণ সেটজীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ২৪ মাঘ করিয়াছেন তাহার ব্রতী আমরা ৩ জন হইয়াছিলাম পূর্ব্বে আমরা অবগত ছিলাম কোন সতীর দ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না কিন্তু ক্রিয়া সম্পন্ন পরে দেখিলাম সতীর দ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ইঁহারা দুই জনে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন কর্ম্মকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন বিনাহ্বানেতে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা হউক দোষির দৃষ্টিহওয়াতে দক্ষিণা ও বিদায় লই নাই এবং লইব না তথাচ আনুষঙ্গিক যদিস্যাৎ দোষ হইয়া থাকে ঐ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম ইতি ২৮ মাঘ। শ্রীনবকুমার শর্ম্মা শ্রীবালকরাম দেবশর্ম্মা শ্রীসনাতন দেবশর্ম্মা।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে সমাজ কহিলেন ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দোষ স্পর্শে না কিন্তু এতাদৃশ লেখাতে অধিক সাবধানতা প্রকাশ হইল তজ্জন্য প্রশংসিত হইলেন।

এই দিবসীয় সভায় যে সকল বিষয় হইয়াছিল তাহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করা গেল।—চন্দ্রিকা।

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

ধৰ্ম্মসভা।—...আমরা নূতন মহারাজের অনুপম শাসন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি ধৰ্ম্মসভার নিয়মপত্রে লিখিত আছে যে সতীদ্বেষী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দলপতি মহাশয়েরা কেহ ব্যবহার করিবেন না ইহা সভাসম্পাদক চন্দ্রিকাপত্রে ব্যক্ত করিয়া থাকেন আর ব্যক্ত করেন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্বেষী এ বিষয় প্রকাশকের নিগূঢ়াভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না যেহেতুক উক্ত ঠাকুর বাবুর বাটীতে যে বৃহৎ কৰ্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষ ধৰ্ম্মসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কোম্পানির পাঠশালায় বসিয়া পত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন আমার এক ভ্রাতা ঠাকুরবাবুর চাকর আমিও ঐ বাটীর পত্র পরিত্যাগের পাত্র নহি অপাত্রেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক্ ইহা শুনিয়া শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর ক্রোধান্বিত হইয়া ধৰ্ম্মসভার নিয়মপত্র স্মরণপূৰ্ব্বক উক্ত ভট্টাচার্য্যকে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটীর পত্র দিতে বারণ হুকুম দিলেন ঐ হুকুমানুসারে পালের বাটীর অধ্যক্ষ বালক অন্য কোন হতপর লোককে সহকারি করিয়া প্রায় দুই প্রহরপর্য্যন্ত পত্র না দিয়া রাজচরিত্র বিচিত্র ভাবনা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন তাহাতেই মহারাজা সন্তুষ্ট ইহাতে মহারাজের ধৰ্ম্মে সমবৰ্ত্তিতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বোধ হইতে পারে কিন্তু ধৰ্ম্মসভাসম্পাদকের উক্ত বিষয় ব্যক্তকরার ব্যর্থতা বোধ হয় কি না বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন ইতি।

কুমারহট্টনিবাসিনঃ কস্যচিন্নিবেদনং।

(১৫ মার্চ ১৮৩৫। ৩ চৈত্র ১২৪০)

ধৰ্ম্মসভা ও ধৰ্ম্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চর্য্য ব্যবহারের দ্বারা গত সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিশেষ বৃত্তান্ত এই সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে তাঁহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্য। বাবু মথুরানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন যে ঐ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন ধৰ্ম্মসভার এক বৈঠক করাইয়া ঐ সভার প্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধান২ দলপতিরদিগকে ঐ বিবাহে নিমন্ত্রিত কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মাইলেন তাহাতে তদনুকারি এক হুকুম জারী হইল এবং ঐ বিবাহে যে ঘটক কুলীনেরা গমন করিবেন তাঁহারদিগকে অব্যবহার্য্যতার ভয় দর্শান গেল তৎপ্রযুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন আরো ধৰ্ম্মসভা প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ একরারনামা লিখিয়া লইলেন তাহার প্রতিলিপি এই।

ধর্ম্মসভার প্রতিজ্ঞাপত্র।

গৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্ম্মসভার অনুমত্যনুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে গত ২০ ফাল্‌গুণ রবিবার রাত্রে ধর্ম্মসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থসকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে সুনিয়ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে যিনি ঐ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া সর্ব্বসাধারণে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্ম্মসভায় স্বেচ্ছামতসময়ে আসিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়েরা পত্রের দ্বারা স্ব২ নাম ব্যক্ত করিলে স্বাক্ষরকারিদিগের শ্রেণীমধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্‌গুণ ১২৪০ সাল ধর্ম্মসভা দপ্তর।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য।

শ্রীশ্রীধর্ম্মসভা বরাবরেষু।

প্রতিজ্ঞাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর শুনিলাম ঐ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুত্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্যার সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কায় আমরা ঐ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে সংস্রব করি নাই কিন্তু কএক জন ঘটক ও কুলীন ঐ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা ঐক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম ঐ সংসর্গিদিগের সহিত কুলকর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্‌গুণস্য ১৭৫৫ শকস্য চ।...

(৫ এপ্রিল ১৮৩৪। ২৪ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে আমরা প্রণিপাতপূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাঙ্ক্ষি আছি।

প্রথম প্রশ্ন। সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্ণবেরদিগের ধর্ম্ম বিষয়মতের সর্ব্বদা বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে ঐ উভয়পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্ত্রার্থবোধে বাদানুবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরামৃত ভক্ষকেরা ত্যাজ্য না হওনের হেতুবাদ কি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসন্তান ধর্ম্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না।

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোদ্ভব পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্ব্বক জবন ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া আনারোনাম্নি জবনি

রমণীকে মহম্মদীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনেরা তাহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তে এজ্জতআলী খাঁ নামকরণ করে তিনি ঐ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজা নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খাঁ সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত ভক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি ঐ এজ্জত আলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা যাঁহারা খাঁ সাহেবের সমন্বয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না।

চতুর্থ প্রশ্ন। এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নান্নিজান ও সুপনজান ও নিক্কিপ্রভৃতি জবনী নর্ত্তকীদিগের সহিত তাবৎকাল নানারূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মির্জা জান তপসের সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নভুক্ত থাকিয়া নগরকীর্ত্তনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দুদিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে বিশেষ অনুরাগ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না।

যদি উপরিউক্ত মহাশয়েরা হিন্দুসমাজে মান্য ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম্মসভার বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্ম্মসভার অগ্রাহ্য হয়। আমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দ্দোষি নিষ্কলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ধর্ম্মসভার দলভুক্ত আছেন তাঁহারা কি উক্ত বিষয়ে পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি। নিবেদনপত্রী কস্যচিৎ শ্যামবাজার নিবাসৈকস্য বিপ্রস্য।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···সংপ্রতি একটা শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্তু শুনিয়াছি ব্রহ্মসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি অতিপরিপাটীরূপে হয়। তদনন্তর শাখা ধর্ম্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় পরন্তু প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় আমরা অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্ম্মসভা কিয়ৎ কালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা উত্তম নৃত্য করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেককাল নৃত্য করিতে২ ময়ূরের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্ম্মসভা তাদৃশ হইবেক। ২১ আগস্ত ১৮৩৫ সাল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। ধর্ম্মসভার পতিবিয়োগ।—প্রায় সকলেই জ্ঞাত

আছেন যে ধর্ম্মসভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল ঐ সভার প্রতিজ্ঞায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংপ্রতি দলকলকুশল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মানস সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতুক গত সংক্রান্তি দিবসে ঐ বাবুর বাটীতে তুলার অতুলা সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান ধাৰ্ম্মিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি বাবু মথুর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্যাপ্রদান করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ যাঁহার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহকালীন ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধর্ম্মভয়ে দলাদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মিত্রজ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজ আর ধর্ম্মসভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়া শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রের স্বকৃত দল সকল ঐক্য হইয়া মাল্যচন্দন করিয়া সভান্তরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মসভা পতিবিরহিণী অতিদুঃখিনী হইয়া শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এক পদ ধর্ম্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা করিতেছেন। সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধর্ম্মসভা চীরকালীন পতিব্রতা প্রিয়তমা ছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপতিরা যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ গানবাদ্যাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যাসক্তা প্রিয়তমার অনুরক্ত হইতে উদ্যুক্ত হয় তাহারা কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট ইতি। কস্যচিৎ সমদর্শিনঃ।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩)

এই বৎসরে গত দিবসের অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

অপর সভাসম্পাদক গত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিলে রীতিমত সভার নানা ব্যাপার সম্পাদন হইল।

পরে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের স্থানহইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন তাহার চুম্বক পাঠ করিলেন তাহাতে ঐ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গল-বর্দ্ধক প্রকৃতোপায় ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের প্রতিপোষণকরণ।

অনন্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মসভাতে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তদ্বিবরণ চন্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ না হয় যেহেতুক তাহা প্রকাশকরণেতে লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমারদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ষাঈর্ষি জন্মে এবং পরিণামে ধর্ম্মসভারো লোপসম্ভাবনা। আরো কহিলেন যে রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ক বিবেচনার্থ এই সভাতে সর্ব্বজাতীয় লোকেরা উপস্থিত হওনে কোনপ্রকারে সকলের মতের ঐক্য হইতে পারে না। অতএব আমার পরামর্শ এই যে একটা শাখা সভা অবিলম্বে স্থাপন হয় এবং এইক্ষণকার সভাতে অপ্রয়োজনীয় যে নানা বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা ঐ

সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের হিতজনক জমিদারী ও কৃষিকর্ম্মাদির আন্দোলন করা যায়।

সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন যে ঐ শাখা সভা স্থাপনার্থ কোন স্থান নিরূপণ ও ঐ সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়া উচিত এবং কলিকাতার মধ্যে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে সকল জমিদার ও তালুকদার ও পত্তনিদার আছেন তাঁহারদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাপন-পত্রের দ্বারা ঐ সভাতে আগমনার্থ আহ্বান করা যায়। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলের সম্মতি হইল কিন্তু সভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আপত্তি করিয়া কহিলেন যে ঐ সভাতে নানাজাতীয় লোক একত্র উপবিষ্ট হইলে অনেক অনিষ্টসম্ভাবনা কিন্তু তাঁহার কথায় প্রায় কেহ মনোযোগ করিলেন না অতএব এই স্থির হইল যে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ এক শাখা সভা স্থাপিত হয়।

অনন্তর প্রদোষে সাড়ে সাত ঘণ্টা সময়ে বৈঠক ভঙ্গ হইল।

(২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার গরাণহাটার ৺গৌরমোহন বসাকের বাটীতে এক শাখা ধর্ম্মসভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি মহাশয় ভগবদ্গীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উক্ত সর্ব্বতত্ত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম্মকাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্ডীয়বিষয়ে যাঁহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ সিদ্ধান্ত পাইবেন। আরো তিনি প্রমুখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতন্মহানগরের মধ্যে যদি কোন তত্ত্ববিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাঁহারা নিকটবর্ত্তি হইয়া বিচার করিলে বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। একারণ আমরা তত্ত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন যে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশকরণে অশক্ত হইল।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান সভা ও ধর্ম্ম ব্রহ্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খৃষ্টীয়ানেরা আপনারদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্ব্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য দুই সভার লোকেরদের তাদৃশ মনোযোগ নাই আমার বোধ হয় যেরূপ বেগে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দলবৃদ্ধি হইতেছে ইতর সভাদ্বয়ের দল তেমনি হ্রাসতা পাইতেছে সহমরণ বারণের পর বহুতর ভাগ্যধর হিন্দু একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা করেন তাঁহারদিগের অভিপ্রায় ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ব্বাবধি যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা স্থির রাখিবেন একারণ দেশে২ চাঁদাও করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতহইতে

সহমরণ বারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিয়া অবধি ঐ সভার ক্রমে শ্রী নাশই দেখিতেছি যদিবা সম্পাদক মহাশয় দলাদলির কৌশলে কিঞ্চিৎকাল গৌরব রাখিয়াছিলেন সভার অন্তঃপাতি মহাশয়েরা সেপথেও কণ্টকার্পণ করিতেছেন।

সহদাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধর্ম্মসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের মতস্থ লোকেরদের ছায়া স্পর্শ করিবেন না কিন্তু ঐ সভার প্রধান এক সভ্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র যিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে২ কপালে শালগ্রাম করিয়াছেন তিনিই শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের ঘরে কন্যাদান করিলেন এবং সিংহের দল যাহার নাম শ্রবণে ধর্ম্মসভা বিষ্ণু স্মরণ করেন ঐ দলস্থ শ্রীযুত রসিকলাল সেনের ভায়াকে ঐ মিত্র বাবু অন্য কন্যা দিয়াছেন অনন্তর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ যিনি ধর্ম্মসভার প্রধান স্বামী তিনিও ধর্ম্মসভাকে ত্যাজ্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু যিনি দলাদলি বিষয়ে ধর্ম্মসভার পোষক ছিলেন এইক্ষণে ঐ সভার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহা চন্দ্রিকাতেই প্রকাশ হইয়াছে অতএব ক্রমশ ধর্ম্মসভার শেষাবস্থাই ঘটিল এইক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মসভার সর্ব্ব ধন বেথি সাহেবের গর্ভেতেই গিয়াছে না সঞ্চিত কিঞ্চিৎ আছে যদি থাকে তবে সভার চিরস্মরণীয় কোন কীর্ত্তি স্থাপন করুন চতুর্দ্দিগে পাঁচ সাত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া যাহার অধিকার উত্তরকালীন লোকেরা কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে সরণ করিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

নিখিলগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই সভাদ্বয় আছে তাহার পূর্ব্বোক্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেরি এক২ দল আছে তাঁহারা সকলে ঐক্য হইয়া ব্রহ্ম সভার অধ্যক্ষ অথবা তৎসভাস্থ ব্যক্তিরদিগের সহিত আহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঐ সভাধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুত মহারাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলক্রান্ত গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা ও সিদ্ধান্তশেখর শিরোরত্ন ফাঁকিচার্য্য বেদান্তবাগীশ ও তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরা ও গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা উক্ত ঘোষজার বাটীতে শ্রাদ্ধ দিবসে প্রত্যূষে বিড়ালের ন্যায় শেয়ালী জাঙ্গালী করিয়া আসিয়াছেন এবং শিদাদীও গ্রহণ করিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন২ রত্ন মহাশয়েরা প্রথমে অপ্রাপ্ত হইয়া বিসাদে প্রায় নিষ্প্রত্যাশ হইয়াছিলেন পরে বহু যত্নে ফাঁকি তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহা হউক উক্ত মহাশয়েরা এই প্রথম ঘোষজার বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন এমত নহে প্রায় সকল ক্রিয়াতেই যাইয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে রাজা বাহাদুর অথচ ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ নাম ধারণ করেন কিন্তু ইহার কিছুই বিবেচনা করেন না বরঞ্চ ঐ সকল ব্যক্তিরা তাঁহার দল মধ্যে প্রধান রূপে কর্ত্তৃত্ব করিয়াও থাকেন। এইক্ষণে অস্মদাদির বোধে রাজা বাহাদুরের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে তিনি মুখে ধর্ম্মসভাস্থ কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ না করিয়া

স্পষ্টরূপে ব্রহ্মসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হয় তাহা হইলে নগরের তাবৎ গণ্ডগোল নিবারণ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তিরা যুগল তরিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদের নিকটে ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন ইতি। কস্যচিত কলিকাতা নিবাসি জনানাং।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

নূতন ধর্ম্ম সভা।—আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নূতন এক ধর্ম্ম সভা স্থাপনের কল্প হইতেছে। সংপ্রতি ধর্ম্ম সভান্তর্গত কোন২ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাঁহারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার হইল·না ইহাতে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নূতন ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ফলতঃ প্রভাকর সম্বাদপত্রের দ্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয় না কিন্তু নিস্ব ব্যক্তিরা যদি ক্ষুদ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধর্ম্ম সভাতে অব্যবহার্য্য হন।

(৪ এপ্রিল ১৮৪০। ২৩ চৈত্র ১২৪৬)

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম সহমরণ রহিত করিবেন সেই তাৎপর্য্যানুসারে লার্ড উলিএম বেণ্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা প্রকাশ হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কালেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহদ্ব্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনাজন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্টালিকা [নাই] এই সুযোগে প্রস্তুত বাটী কিম্বা স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটী প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম্ম অতএব চাঁদার দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর চাঁদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেথি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্ত্তারা ধর্ম্ম সভার ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সুতরাং ধর্ম্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাঁদার টাকা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন ঐ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়া দেখিলেই ক্রয় করা যায়। আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রয়ার্থে চাঁদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে পারি না।

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধর্ম্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল ঐ সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্য্য কেবল দলাদলিতে পর্য্যাপ্ত হইল আর স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে ঐ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন এই কথা বলিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি ঐ সমূহ টাকা শূন্যে২ উড়ীয়া গেল আমরা দেখিতেছি ঐ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে।

ধর্ম্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্বকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্মরক্ষা করিবেন এবং সতীদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধেও সংস্রব রাখিবেন না কিন্তু এইক্ষণে সতীদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম্ম সভার পত্র চাটা চাটি হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপর্য্যন্ত মঙ্গল কর্ম্ম কি হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং বিপরীত হইয়া উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্যে আছে তাহা বলিতে পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত সুসার হইয়া থাকিবে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ কায়েস্থেরা মধ্যে২ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য হইতেছে অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকেরদের পরস্পর প্রণয় যে মহা সুখের কারণ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং ঐ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম্ম করিয়া কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধর্ম্ম সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন হইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা ঐ সভা স্বকৃতি ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটী করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহা উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন যখন পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না।

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নানা প্রকার বিদ্যা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়েরা বিদেশীয় সভ্যলোকের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপর্য্যন্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা হইয়াছে আর আপনারা ধার্ম্মিক অন্যেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে ঐ মহাশয়েরা মহা বংশোদ্ভব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি তাঁহারদিগের ঘৃণাজনক নিন্দাকর হয় না

অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত মহানুভব লোকেরা এবিষয় বিবেচনা করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শূদ্র কৈবর্ত্তাদির কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত থাকেন পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম্ম কর্ম্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্কর।

ব্রহ্মসভা

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থানে ব্রহ্মসভানামক এক সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মবিষয়ক গান হইয়া থাকে ঐ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাঁহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণানন্তর তৎসভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন এতদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে ও তৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ ভাদ্র শনিবার ঐ সভায় ন্যূনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আগত হইয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন বহু ছাত্রেরো সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পত্রানুসারে ১৬।১২।১০।৮।৬।৫।৪।৩।২। তঙ্কা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহূত ও উপস্থিত ও পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই তাবতেই অর্চিত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে তদধ্যক্ষেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিং নাং।

(১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা।—গত শনিবার [১০ নবেম্বর] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম্য সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিঠি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যাবশ্যকরূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব্ ডিরেকটর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল

ভূকৈল গী
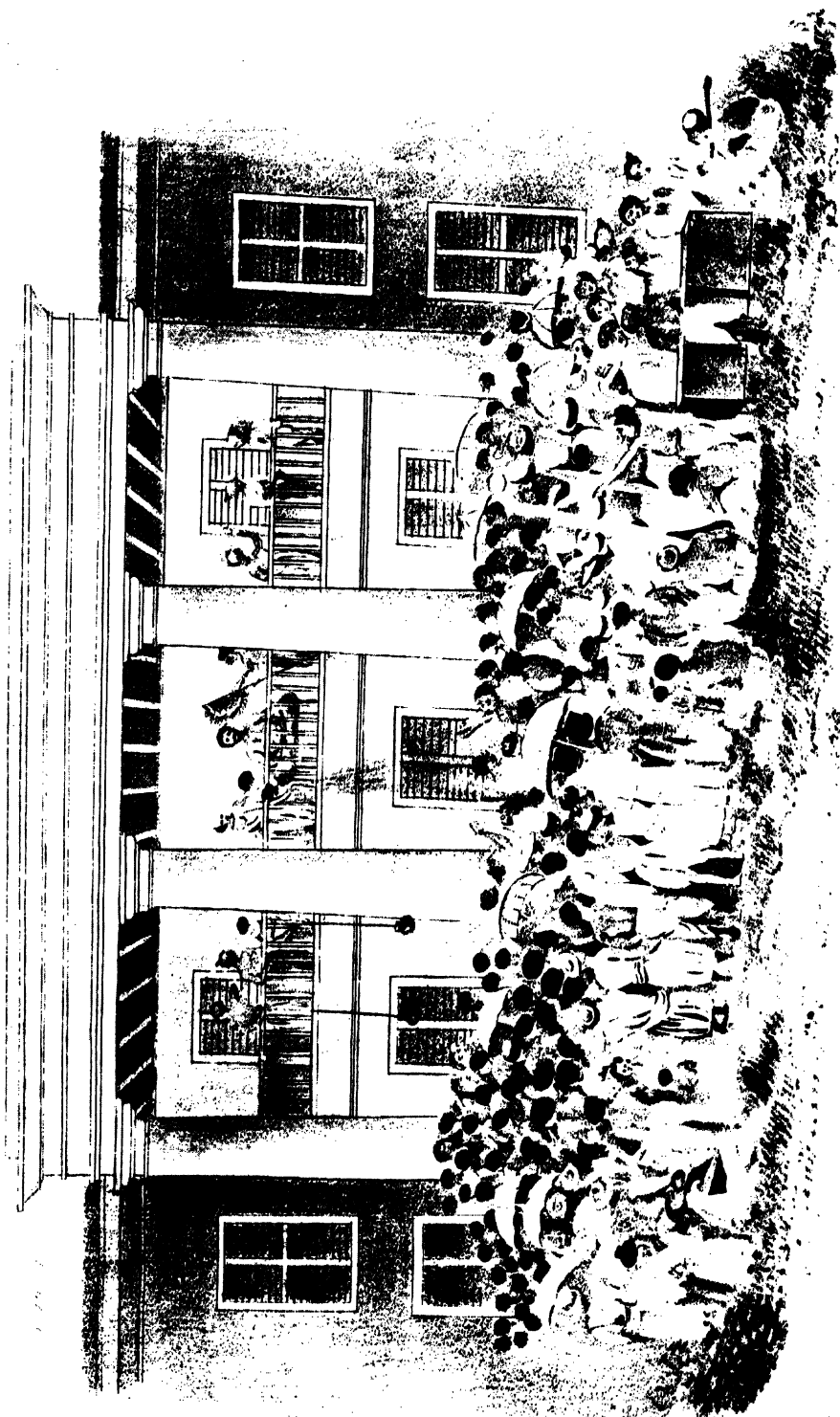
তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেণ্টীঙ্ক গবর্নর্ বাহাদুর অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাঁহার ধন্যবাদ দেওয়া অতিকর্ত্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

বিবিধ

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

ধর্ম্মকালেজ।—ইদানীন্তন অনেকানেক অবিদিত নিজশাস্ত্র ছাত্রেরা কুতর্ক গর্ব্বি কুসংসর্গিকর্তৃক কি অদ্ভুত নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশে স্বমার্গ রক্ষা না করিয়া কুমার্গগামী হইয়া ধর্ম্মবর্গ ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম মার্গ প্রবল করিতেছেন ইহা দৃষ্টি করিয়া কোন শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু ধর্ম্মিষ্ঠ মহাশয়েরা ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মকালেজনামক সুবিদ্যা মন্দিরকরণ কারণ বীজ রোপণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন এ বিষয় শ্রবণে সাধু সদাশয় জনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিপর্য্যন্ত উল্লসিত হইলেন তদ্বর্ণনে অসমর্থ আর আমারদিগের কর্তৃক জ্ঞাত হইল যে উক্ত ধর্ম্মকালেজে এক বিশেষ সুরীতি সংস্থাপিতা হইবেক যথা দিনস্য সপ্তমে ভাগে বালকদিগের অগণ্য সৌভাগ্যোদয় জন্য মনের মালিন্য ও পৈশুন্য ত্যাগহেতু দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণ উপপুরাণাদি উক্ত চারি দণ্ড কাল তাবচ্ছাত্রে শ্রবণ করিবেন তাহাতে তাহাদিগের ঐহিক পারত্রিক অনর্থকারিকা নাস্তিকতা দূর হইয়া পরমার্থ সাধিকা আস্তিকতা দেদীপ্যমানা হইবেক আমরা কায়মনে ধর্ম্মের নিকটে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলাম যে উক্ত ধার্ম্মিক মহাশয়ের মানস ধর্ম্ম অচিরাৎ পরিপূর্ণ করুন।

(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯)

যোগির আগমন।—এতন্নগরে প্রায় দুই তিন সপ্তাহাবধি অত্যন্ত জনরব হইয়াছে যে এক জন যোগী আগমন করিয়াছেন তিনি নানা স্থানে অর্থাৎ কএক দিবস শিবপুরে এবং কএক দিবস কলিকাতায় ছিলেন এক্ষণে ভূকৈলাশে অর্থাৎ শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল মহাশয়ের শ্রীশ্রী৺ পতিত পাবনীর বাটীতে বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনার্থ বহুতর লোকের গমন হইতেছে তদ্বৃত্তান্ত অনেকের শুশ্রূষ্য জানিয়া আমরা যাহা দর্শন স্পর্শন এবং লোক প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি তাহা লিখি।

ঐ মহাপুরুষের বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অধিক কোন প্রকারেই বোধ হয় না এবং তিনি যে হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই তৎপ্রমাণ কর্ণবেধ চিহ্ন আছে। পরন্তু দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ অপূর্ব্বরূপ আশু দর্শনেই বোধ হয় শরীরের সুখ দুঃখাদির অনুভব শূন্য বাহ্য জ্ঞান রহিত এবং নয়ন মুদ্রিত সুপ্রকাশ আস্য অথচ ওষ্ঠাধর সংলগ্ন ও চক্ষের নিমেষ আছে দিগম্বর তাবৎ শরীর দর্শন হয় কটিদেশে বস্ত্রাদির চিহ্নও বোধ হয় না মস্তকের এবং শ্মশ্রুর কেশ অত্যল্প অর্থাৎ দুই তিন মাস ক্ষৌর হইয়া থাকিবেন এমত বোধ হয় শুনা গেল কোন ব্যক্তি মস্তকের জটা ও দাড়ি এবং হস্তের নখ ছেদন করিয়া দিয়াছে। বিশেষ মনোযোগে অবশ্যই বোধ হয় শরীরের স্পন্দ রহিত যেহেতু হস্তপদাদি যদি কেহ কোন দিগে রাখে তাহা তাবৎ কাল সেই দিগেই থাকে যাবৎ কেহ অন্য দিগে না রাখে। আহারের বিষয় শুনা গেল যদি কেহ বলপূর্ব্বক মুখব্যাদান করাইয়া কিঞ্চিৎ পেয় দ্রব্য দেয় তবে তাহা কতক বাহিরে পতিত হয় কতক বা গলাধঃকরণ হয় যে স্থানে লইয়া গিয়া যদবস্থায় রাখে সেই স্থানে তদবস্থাতেই থাকেন।

এই লক্ষণদ্বারা বোধ হয় এই সাধু সদাশয় যোগ নিদ্রায় আছেন চিত্ত স্থির হইয়াছে বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া পরমজ্ঞানে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন কিন্তু ইঁহার এ কোন অবস্থা তাহা আমরা বিশেষ স্থির করিতে পারি নাই অর্থাৎ ইঁহাকে কি বলা যায় ইনি কি পরমহংস কি সমাধিলক্ষণাক্রান্ত বা মৌনযোগী ইহার নিশ্চয় হয় নাই······।

···এক্ষণে উক্ত শ্রীযুত রাজা বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল মহানুভব ঐ মহাশয়ের বিষয়ে বিশেষানুসন্ধান করিতেছেন অর্থাৎ ইনি কোন্ স্থানে ছিলেন কিপ্রকারে এখানে আইলেন ইহা তথ্য হইলে সকলেরি সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক। এক্ষণে জনরব হইয়াছে সুন্দর বনে ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী কোন ব্যক্তি আনিয়া ইচ্ছাপুরে গঙ্গাতীরে রাখিয়া যায় তথাহইতে হরি সিংহনামক এক ব্যক্তি শিবপুরে আনিয়াছিল।······সং চং

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯)

জাবা উপদ্বীপে হিন্দু লোক দর্শন।—জাবাহইতে সংপ্রতি আগত এক পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅন্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলম্বী ন্যূনাধিক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করা প্রায় অনাবশ্যক যে চারি শত বৎসর হইল ঐ উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুমতাবলম্বী ছিল কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা জাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি লোক এককালীন দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও ঐ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্বিরদের অবশিষ্ট বংশ্য।

(৩ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৮ আশ্বিন ১২৪২)

বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।—চারি শত বৎসর হইল জাবা উপদ্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার দ্বারা প্রমাণ হয় এমত নহে

কিন্তু যে নানা দেববিগ্রহ ও দেবালয় ঐ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা প্রত্যয় হয় কিন্তু ঐ উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই জাবনিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমরা বোধ করি যে ঐ উপদ্বীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপর্য্যন্ত বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই। আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্বীপের মধ্যেও পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম চলিত ছিল এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ জাবা উপদ্বীপের পূর্ব্বসীমাহইতে অতি-ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত। যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বসতি তথাপি তত্রত্য অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি বর্ণের প্রভেদ কেবল ঐ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব ঐ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু লোকেরা অত্যন্ত দুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনাস্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণপোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্য্য করে না কেবল স্ত্রীলোক যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা প্রাণধারণ করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ সেবনেতে যাপন করে কখন২ কৃষিকর্ম্মও করিয়া থাকে কিন্তু ঐ কর্ম্মেতে তাহারদের সময়ের কেবল চতুর্থাংশমাত্র লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্ত্রীলোকেরা রোজকার করিয়া যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়া থাকে যে বালি উপদ্বীপে স্ত্রীলোকেরদের রোজকারে পুরুষেরা জুয়াখেলা ও আফিন খাইতে পায়।

স্ত্রীলোকের অবস্থা অতিজঘন্য তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ গোলামের ন্যায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা নাই এবং যে বিধবারা সন্তানহীন বা যাহারদের কন্যামাত্র আছে তাহারা রাজার সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হয়। ঐ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া উপপত্নী করেন অবশিষ্টারদিগকে রাজবাটীতে খাটান।...

ঐস্থানীয় লোকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ দুর্গা এবং অন্যান্য প্রতিমাদিও পূজা করে কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে সুশোভিত নহে। ঐ স্থানে মধ্যে২ বলিদানও হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাঁহারা অত্যুত্তম ভাষা লইয়া ব্যবহার করেন বোধ হয় ঐ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে। কিন্তু যে সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ যাজক ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না। যদ্যপি ঐ বালিনিবাসি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও না হয় তথাপি বৈদিকধর্ম্মাবলম্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা অন্যান্য পশুহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করে না তন্মধ্যে মহিষ ও শূকরের ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্ম্মণ্য বিদ্যা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল না

তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষা অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বারা ভাষামাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রতা নাই এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত তাহারদের ইচ্ছাও নাই। তাহারা দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আসিতে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও তবে প্রস্থান কর।

ঐ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে ঐ দেশদর্শক সাহেবেরা এই সম্বাদ দেন যে প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীতে ৭৪ জনের ন্যূন নহে পুড়িয়া মরিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও স্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্তু সে কদাচিৎ। পরন্তু নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজা মরিলে তাঁহার বিধবা যত থাকে সমুদায় সহমৃতা হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীরদিগকে কথিত হয় যে তোমরা সহগামিনী হইবা কি না যদি তাহারা কহে যে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতন্ত্রা রাখিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অত্যুত্তম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে এবং যথেচ্ছ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহারা ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্ব্বে যত সুখ ভোগ করিতে চাহে তাহা করিতে পারে। রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা যায় এবং যে সকল স্ত্রীরা দগ্ধহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা যায়। ঐ স্থানে গমন করিলে স্ব২ আভরণাদি ত্যাগ করিয়া লোককে দেয়। পরে ছুরির দ্বারা বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্ব্বক ঐ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মাচানে আরোহণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দেয়।···

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম।—···মণিপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর গ্রাণ্ট···মণিপুর প্রদেশের যে কতিপয় বিবরণ বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের অবস্থাবিষয়ক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। বোধ হয় যে তাহাতে পাঠক মহাশয়েরদের অবশ্য শুশ্রূষা হইতে পারে।···

পঞ্চাশদ্বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল মণিপুর দেশে প্রথম হিন্দু ধর্ম্ম চলিত হইল এবং এইক্ষণে ঐ দেশীয় লোকেরা যেমন ধর্ম্ম নিয়মে রত তদ্রূপ এতদ্দেশের কোন অংশে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ১৭৮০ সালে গম্ভীর সিংহের পিতা জয় সিংহের রাজ্যসময়ে জয়পুরের অতি প্রাচীন গোবিন্দ মূর্ত্তির সদৃশ অপর এক মূর্ত্তি মণিপুরে ঘটারূপ পূজানন্তর অতি সমারোহপূর্ব্বক স্থাপিত হইল। অতএব যুক্তি সহ অনুভব হয় যে যাহার পূর্ব্বে মণিপুরদেশীয় লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মের নিয়ম তাদৃশ জ্ঞাত ছিল না। যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ মণিপুরে আইসেন তাঁহারা এইক্ষণেও আছেন এবং আপনারদের পরিচয় বিষয়ে কহিয়া থাকেন যে আমরা কাণ্যকুব্জহইতে আসিয়াছি।

অনুমান হয় ১৭৭৪ সালে মণিপুরের নিকটস্থ কাছাড় দেশে কোন২ ব্যক্তি প্রথম হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইল কিন্তু কথিত আছে যে ১৭৯১ সালে সর্ব্বসাধারণেরই ধর্ম্মপরিবর্ত্তন হয়। তৎসময়াবধি উপত্যকা ভূমিস্থ কাছাড় দেশীয় লোকেরা নূতন ধর্ম্মানুযায়ী হইল কিন্তু যে পর্ব্বত কাছাড় ও আসামের বিভাজক তৎপর্ব্বতীয় লোকেরা প্রাচীন ধর্ম্মেই স্থিরতর আছে।

যে সময়ে গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি স্থাপন হয় তৎসময়ে রাজা জয়সিংহ এক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন তাহাতে লেখেন যে আমি ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি বিপদ্‌হইতে মুক্তহওনার্থ আপন রাজ্য ৺ গোবিন্দ দেবকে সমর্পণ করিলাম। এবং ঐ রাজা প্রায় তৎসমকালেই বৃন্দাবনচন্দ্রনামক অপর এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এমত দৃঢ়তর নিয়ম করিলেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে যাঁহার নিকটে এই দুই বিগ্রহ না থাকিবেন তিনি কোনপ্রকারে সিংহাসনাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইক্ষণে ঐ নিয়ম রাজা জয় সিংহের সন্তানেরদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদের কারণ হইয়াছে। যেহেতুক ১৭৯৯ সালে রাজা জয় সিংহের স্বর্গগতহওনঅবধি ১৮২২।২৩ সালে গম্ভীর সিংহের সিংহাসনোপবেশনপর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রেরা এই বিবেচনায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন যে ঐ বিগ্রহ অধিকার করিতে পারিলে আমারদের রাজ্যের প্রভুত্বের দাওয়া সম্ভবে।

ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক বারম্বার ঘোরতররূপ আক্রান্ত হইলেও ১৮০০ সালঅবধি মণিপুর দেশে হিন্দুধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। মণিপুরস্থ ব্রাহ্মণেরা অতিপরাক্রান্ত দল হইয়াছেন এবং তাঁহারদের এই নিয়ত চেষ্টা আছে যে প্রজারদের উপরে আপনারদের ধর্ম্মবিষয়ে পরাক্রম দৃঢ় করেন এবং নানা ছলে রাজাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট আছেন। রাজা গম্ভীর সিংহের আমলে তাঁহারদের পরাক্রমের সীমা ছিল না। ঐ রাজা সংপ্রতিকার ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানে যত টাকা পাইয়াছিলেন সে সমুদায়ই ঐ বেটারদের হাতে দিয়া বৃন্দাবনের মন্দির গ্রন্থনেতে ব্যয় করিলেন। যাহারা মণিপুরের রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিতে ইচ্ছুক হইত তাহারা ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে বিলক্ষণ রূপ সেবা করিত এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতিরেকে ধন ও মানের আর কোন পথ ছিল না।···

(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—···অতিশয় খেদপূর্ব্বক মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে যে ধর্ম্ম উৎপত্তি হয় তাহা এইক্ষণে হ্রাস হইতেছে যদ্যপি কোন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ জপ তপ করিয়া কালক্ষেপণ করেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়াও ফোটাস্বরূপ গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিয়াও জাবনিক সভাতে সভাস্থ না হইয়া যদ্যপি আপনার শরীর শুদ্ধ রাখেন এবং নীচে লিখিত শ্রীহরির বচনানুসারে মাংসাদি ভক্ষণ না করেন মাংসাশী নচ মাংস্পৃশেৎ মৎস্যাশী নচ মাংস্মরেৎ। শ্রীহরি কহিতেছেন যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করিবে না এবং যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমার নাম লইতে পারিবে না তবে

নব্য সভ্য ভব্য বন্ধুগণ তাঁহাকে অভব্য ভণ্ড তপস্বির ন্যায় গণ্য করিবেন কিন্তু কেবল প্রাচীন বন্ধুসকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিবেন যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পূজা না করেন ও গঙ্গা-মৃত্তিকার উর্দ্ধপুণ্ড্র না করেন ও গঙ্গাস্নান না করেন ও উপরি লিখিত বচন উল্লঙ্ঘন করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করেন এবং যদ্যপি কেবল সুদৃশ্যতা নিমিত্ত রক্ত চন্দনের টিপ করেন ও কঙ্কতিকা দ্বারা কেশের বেশ করেন তবে তিনি নব্য গুণসিন্ধু বন্ধুদিগের কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইবেন কিন্তু প্রাচীন বন্ধুগণকর্ত্তৃক ঘৃণিত হইবেন। সম্পাদক মহাশয় অস্মদাদির নব্য ভব্য বন্ধুগণের সংখ্যা প্রাচীন বন্ধুগণের সংখ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়াতে অধার্ম্মিক অধিকাংশ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হন এবং অল্পাংশ ধার্ম্মিককর্ত্তৃক ঘৃণিত হন। হে মহাশয় কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিবার সময়ে তাঁহার মনোবিবেক তাঁহাকে কুকর্ম্ম করিতেই লওয়ায় এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিও যদি তাঁহার কুকর্ম্মকরণের জন্য নিন্দাকরণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রশংসা করেন তবে তাঁহার মন আরো অন্য কুকর্ম্ম করিতে উচ্চাটন হয় কারণ এক কুকর্ম্ম। অপর কুকর্ম্মকে আকর্ষণ করিবার রজ্জু অতএব ইহা আমার বোধ হয় যে কএক বৎসর পরে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের যখন লোকান্তর হইবে তখন যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন সে ব্রাহ্মণকে সকলে ঘৃণা করিবে। …কস্যচিৎ ধর্ম্মোদ্দেশি শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—…কলিকাতাস্থ কতিপয় ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়েরা হিন্দুধর্ম্মের দাস সজ্জনগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশ করণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া আবার এক সভা স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। ইহা মহাশয়ের গত শনিবাসরীয় দর্পণ দ্বারা জ্ঞানান্বেষণের জল্পনায় অনুভূত হইলাম। এই সভা বিশিষ্ট শিষ্টগণের পরিজনের বিদ্যা শিক্ষার উপায় কালে যদ্যপষ্টস্তে অহিত ·অসম্ভাবনা ও বিচক্ষণ জনগণকর্ত্তৃক আপত্তিরও উৎপত্তি হইবেক না কেবল তাহারই চেষ্টা করিবেন না বরং অবয়স্থা বিধবাদির পুনরুদ্বাহ যদ্দারা হিন্দুদিগের বিশিষ্ট অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তজ্জন্যেও যত্নবতী হইবেন। হউন না কেন তাহাতেই যে কৃতকার্য্যা হইবেন দর্পণ সম্পাদক মহাশয় এমত অপেক্ষা না করেন। কেন না তৎপতির কি এমত শক্তি হইবে যে ব্রহ্ম সভার অতিপ্রবল পতির ন্যায় অনায়াসে সুসাহসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়া সতীরীতি নিবারণের ন্যায় বিধির অবিধি করিবে তথাপিও যদি জ্ঞানান্বেষণের লেখনী ও ব্রহ্ম সভা ভগিনী হিতকারিণীর আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সভা এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া পতিদিগের মনঃ সন্তর্পণ করিতে না পারেন তবে কি সত্য২ প্রতিবাসিনী ধর্ম্ম সভার উপহাসে কলঙ্কিনী হইবেন না। কস্যচিদ্ধর্ম্মদাসস্য।

বিবিধ

রাস্তাঘাট

(২২ মে ১৮৩০। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের আড়পার-পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খালের উপরে যে জিঞ্জিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই এমারতের এক দিগে যেপর্য্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯)

চিৎপুরের রাজপথে জলসেচনার্থ চাঁদায় স্বাক্ষরকারিদের সভা।—চিৎপুরের রাজপথে জল সেচনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা গত ১০ জানুআরিতে প্রধান মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মাকফার্লন সাহেবের দপ্তরখানায় সমাগত হন। ঐ সাহেব সভাপতি হইয়া রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্ম্ম এই। চাঁদায় যত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৩২০০০ তাহা সমুদায় কোম্পানির ভাণ্ডারে ন্যস্ত আছে। তদতিরিক্ত বাবু কুণ্ডার বনমালীলাল ২০০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তদ্ভিন্ন চাঁদায় স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে দত্তাবশিষ্ট আরো দশ বার হাজার টাকা প্রাপ্তি সম্ভাবনা অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ৬৫০০০ টাকা সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই কার্য্যসম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে এক বাষ্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায় কিন্তু নিম্নে লিখিত তিন কারণেতে কমিটী মহাশয়েরা ঐ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দিতেছেন। প্রথম কারণ এই যে টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুলায় না। দ্বিতীয় প্রকারান্তরে অল্পব্যয়ে ঐ কার্য্যসাধন হইতে পারে। তৃতীয় স্থানে২ চিৎপুরের রাস্তা এমত সঙ্কীর্ণ আছে যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবর্ত্তি পুষ্করিণীহইতে জলসেচনের কার্য্যে যেপর্য্যন্ত সুসার হইয়াছে তাহা ঐ রিপোর্টে ব্যক্ত হয়। ঐ তৎকর্ম্মসম্পাদনে গত বৎসরে কেবল ৮৮৩৶৯ টাকা ব্যয় হয়। ঐ রিপোর্টে কার্য্যসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল প্রথম পরামর্শ এক বা দুই অধিক পুষ্করিণী খনন করা যায়। দ্বিতীয় এই যে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ত্রেটসাহেব উপরি উক্তমতে এই কার্য্যে যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয় পরামর্শ যে এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত মকালক সাহেবকে এই কার্য্যসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যায়।

এতদ্রূপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিম্নে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল। শ্রীযুত মাক্‌-ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ্য এবং যে টাকা কোম্পানির কোষে ন্যস্ত আছে তাহার সুদহইতে মাক্‌ফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৶৯ টাকা দেওয়া যায়।

বাস্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন করা পরামর্শসিদ্ধ।

কোন্‌স্থানে পুষ্করিণী খনন করা উচিত এতদ্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযুত চীফ মাজিস্ট্রেটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হন।

শ্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্লিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি হাজার টাকা প্রাপ্যবশিষ্ট আছে তদর্থ তাঁহার নিকটে পত্রের দ্বারা নিবেদন করা যায়।

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাঁদার দ্বারা ক্ষুদ্রা টাকা সংগ্রহার্থ অন্যান্য লোকের নিকটে নিবেদন করা যায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকর্তৃক মুদ্রা প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারদের নিকটে লিপিদ্বারা নিবেদন করা যায়।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

কলিকাতার নর্দ্দমা।—অবগত হওয়া গেল যে ইঞ্জনিয়রসম্পর্কীয় শ্রীযুত কাপ্তান রিগিবি সাহেব এবং যাঁহারা ভিত্তিভেদ সুড়ঙ্গ করেন এমত যে ছয় জন ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়াছেন তাঁহারদিগকে কলিকাতার কোন২ স্থানে নর্দমাকরণকার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। শহরের যে অংশ উত্তমকরণার্থ কোন উদ্যোগ করা যায় নাই অথবা যে অংশেতে বিশেষ মনোযোগকরণের আবশ্যক তাহা মাচুয়া বাজারের রাস্তার সন্নিহিত স্থান অতএব তাহার তত্ত্ব করিতেছেন।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

গঙ্গাতীরস্থ পথ।—নূতন টেঁকশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত ভাটার সময়ে চড়া পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি ঐ স্থান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যে এক নকসা বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কিন্তু ঐ স্থান রাবিস দ্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের সময়ে ঐ রাবিস ভাসিয়া যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন বিবেচনা করিতে গেলে ঐ খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি ঐ স্থলে বাটী নির্ম্মাণ করা যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় কিন্তু তৎপূর্ব্বাংশে যে সকল বাটী আছে সে সকল বাটী কেলাইব ষ্ট্রিটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মুল্য স্বল্প হইতে পারে।

এতদ্দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পর্য্যন্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ কিঞ্চিৎ দূর লইয়া চড়া পড়িলে শাঁকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার সুসাধ্য হইতে পারে ইহাও অসম্ভাবনা নহে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

গঙ্গার উপরি পুল।—আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি পুল করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন ঐ পুল নির্ম্মাণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে কিম্বা হইবে। এবং এই সহরে সুবিখ্যাত যে কল নির্ব্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকর্ম্মের ভারার্পণ হইবে। ঐ পুল লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং এমত রূপে নির্ম্মিত হইবে যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [বেঙ্গল হেরাল্ড, ৪ নবেম্বর]

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

নূতন সাঁকো।—শ্রুত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্যস্থ নূতন খালের উপর এক সাঁকো নির্ম্মাণারম্ভ হইয়াছে।

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭)

লাটরীর কমিটী।—হরকরা পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটী রহিতকরণের আজ্ঞা শ্রীযুত কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

এতৎ শ্রবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সন্নিধি স্ত্রীলোকের স্নানার্থে একটা নূতন ঘাট প্রস্তুত হইবেক এ অতি সৎকর্ম্ম বটে কেননা আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্য হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি অন্যায় হয় কিন্তু এতৎকরণে তৎসমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মনুষ্যের মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি দুঃস্বভাব ব্যক্তি সকল অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে ক্ষরিতে দেয় না। ধর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যেরা সময়ান্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন তজ্জন্য সময়াতীত হওনে সুতরাং ঐ ব্যক্তিরদিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অনুচিত ব্যাপার হেতু গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গা হুগলি যমুনা গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রূপ করিলে অতি উত্তম হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্য২ লোকের ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্ত্রেট সাহেব ঐ সকল ঘাটের দিক নির্দ্দিষ্ট করণের হুকুম প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অস্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত অনহেত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

কলিকাতার লাটরি।—অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের যে লাটরি বৎসরে দুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা ঋণহইতে মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বৎসর হইল যে ব্যাপারের দ্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার সৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপস্বত্ব বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়াতে তাঁহারদের হস্তে টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা। সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নূতন এক লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠব করণীয় ব্যাপারের তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডি মাকফার্লন সাহেব সভাপতি।

শ্রীযুত মেজর আরবিন ও শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মেম্বর।

শ্রীযুত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে আমারদের বোধ হয় যে ঐ ব্যাপারেতে কেবল মনুষ্যের নীতি ভ্রষ্ট হইয়া জুয়াচুরী বৃদ্ধি হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীয় ভাণ্ডার হইতেই দান করিতে পারেন কিম্বা নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নূতন মাসুল বসাইতে পারেন কিন্তু প্রজারদের অসৌষ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে অত্যন্ত প্রতারণা বদ্ধমূলক ক্ষুদ্র২ লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পর্য্যন্ত নানা ক্ষুদ্র২ জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গঙ্গাসাগরে তেলিগ্রাপ।—শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত যে তেলিগ্রাপের শ্রেণী তাহা প্রায় প্রস্তুত এবং মাসৈক দ্বয়ের মধ্যে তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। ঐ তেলিগ্রাপ-সমূহ সরকারী ব্যয়েতে গ্রথিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মাসিক খরচা কলিকাতার সওদাগর মহাশয়েরদের উপর পড়িবে। এতদ্রূপ তেলিগ্রাপস্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ। এইক্ষণে খাজুরী ও গঙ্গাসাগরে জাহাজ পঁহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টার ন্যূনে আগত হয় না কিন্তু তেলিগ্রাপের দ্বারা তৎস্থানে জাহাজ পঁহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় অল্প মিনিটের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এবং যে জাহাজ উজানে কি

ভাটিয়ালে যাইতেছে তাহার যদি কোন বিভ্রাট জন্মে তবে অত্যল্প মিনিটের মধ্যে তৎসম্বাদ দিতে পারা যাইবে এবং তাহার উপকারার্থে উদ্যোগ অতিশীঘ্র চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে তাহাতে অনেক সময়ের লাভ।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

দামোদর নদ।—দামোদর নদের জল বৃদ্ধিপ্রযুক্ত যে ক্ষতি নিয়ত হয় তন্নিবারণার্থ এক খাল কাটনের বিষয়ে সংপ্রতি অনেক আন্দোলন হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব আমরা রিফার্ম্মর পত্রহইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

দামোদর নদ রামগড় ও বর্দ্ধমান দিয়া পূর্ব্বদিগ্‌বাহী হইয়া চেচাই ও সিধাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্ট অতিদৃঢ়রূপে এক পুলবন্দি করিয়াছেন তৎপরে দক্ষিণ দিগে বহিয়া সেলামাবাদে দুই স্রোতে বিভক্ত হয়। প্রধান ভাগ শ্রীকৃষ্ণপুর ও রাজবলহাট দিয়া ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত বহিয়া ফলতার কিঞ্চিৎ ভাটিয়ানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলে। ঐ নদের উভয় দিগেই অতিশক্তরূপে পুলবন্দি আছে। অপর স্রোতের নাম কানা নদী দক্ষিণ দিগ বাহিনী হইয়া বন্দিপুরপর্য্যন্ত চলে। তৎপরগতা নদীর অনেক বাঁক আছে কিন্তু ঠিক দক্ষিণে গোপালনগরপর্য্যন্ত যায় তৎপরে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশ বহিয়া চন্দননগর ও হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নয়াসরায়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে। এই খালের মোহানা সেলামাবাদের নিকটে বালিতে এমত পুরিয়া গিয়াছে যে প্রধান নদে যদি অধিকতর জল বৃদ্ধি না হয় তবে ঐ বালির উপর দিয়া জল চলিতে পারে না জল বৃদ্ধি হইলেও অত্যল্প চলিবে এই নিমিত্ত তাহার নাম কানা নদী। এতদ্রূপে দামোদরের জল বৃদ্ধি হইলে তাহার বেগ যাহাতে কোন বাধা নাই এমত দুই খোলাসা মুখে না বহিয়া এক প্রণালীতে পুলবন্দিতে প্রতিবন্ধকতা অপর প্রণালীতে বালিতে প্রতিবন্ধকতা স্থতরাং তৎপ্রযুক্ত বন্যা হয় এবং বর্ষাকালে ঐ বন্যা অতিপ্রবল ভয়ানক দৃষ্ট হয় জলের কল্লোল কোলাহল অনেক ক্রোশপর্য্যন্ত শুনা যায় ঐ জল হয় সলালপুরের নিকটস্থ পুলবন্দির উপর দিয়া আইসে নতুবা পুল ভাঙ্গিয়াই বাহির হয়। কখন২ উভয়প্রকার দুর্ঘটনাই ঘটে। পুলের যে দিগে ভাঙ্গে সেই দিগেই মহানিষ্ট জন্মে পুলের উপর দিয়া জল গেলে চৌমুহা বাহিরগড়া আড়সা এবং বেলিয়ার কিয়দংশ ও পাঁড়ুয়া পরগনা ভাসিয়া যায় পুল ভাঙ্গিয়া চলিলে মণ্ডলঘাট ভুরস্থট বেলিয়া বোরো ও বাহির পরগনার তদ্রূপ দুরবস্থা হয়। আমি স্থূলেই কহিতে পারি যে প্রত্যেকবারের বন্যাতে ফসল ও বলদ গৃহ বাটিইত্যাদিতে দেড় লক্ষ টাকার ন্যূন নহে সম্পত্তি ক্ষতি। এইক্ষণে এই বন্যা বারণার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। প্রথম এই যে সলালপুর-হইতে বক্রভাবে এক খাল কাটিয়া হরিণগ্রামে কানা নদীর সঙ্গে দামোদরকে মিলান যায় ঐ খাল দুই ক্রোশ যাইতে পারে ইহা হইলে বালি পড়িয়া যে চড়া হয় তাহা হইতে পারে না। ঐ স্থানহইতে দুই তিনবার বালি উঠাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তাহা

উঠাইলেও পুনর্ব্বার পড়ে পরে বন্দিপুর অবধি নদীর অনেক বাঁক আছে অতএব বন্দিপুর-হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বালির খালপর্য্যন্ত এক খাল কাটনের প্রস্তাব হইয়াছে। বন্দিপুর-হইতে বালির খাল ৮ ক্রোশ অন্তর। প্রথম পাণ্ডুলেখ্য এই। দ্বিতীয় পাণ্ডুলেখ্যেতে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আছে যে বন্দিপুরহইতে বালির খালপর্য্যন্ত খাল না কাটাইয়া গোপাল-নগরহইতে বৈদ্যবাটীপর্য্যন্ত এক খাল কাটা যায় এই স্থান সাড়ে চারি ক্রোশ অন্তরিত মাত্র ইহাতে কিঞ্চিৎ কম খরচ পড়ে বটে কিন্তু তাহা হইলে গোপালনগরের উজানের নদীর যে কৌটিল্য ভাব আছে তাহা থাকে তাহার প্রতিকার প্রথমোক্ত পাণ্ডুলেখ্যেতে হইতে পারে।

তৃতীয় পাণ্ডুলেখ্য এই যে একেবারে কানানদী স্পর্শ না করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সলালপুরহইতে বিজলি জলার নিকট গুয়ানদীপর্য্যন্ত এক খাল কাটা যায় এই খাল সাড়ে তিন ক্রোশপর্য্যন্ত কাটিতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র গুয়া নদী ঐ জলাঅবধি আরম্ভ হইয়া গোপালনগরের নীচে কানা নদীর সঙ্গে মিলে তথাহইতে হয় বৈদ্যবাটী নতুবা বালির খালপর্য্যন্ত উচিতমতে মিলাইতে হয়। এই শেষ পাণ্ডুলেখ্যে এই উপকার দর্শে যে পূর্ব্বোক্ত দুই পাণ্ডুলেখ্যাপেক্ষা ইহাতে পথ সোজা ও খর্ব্ব হয় কিন্তু খরচ অধিক পড়ে।

(১৬ অক্টোবর ১৮৩০। ১ কার্ত্তিক ১২৩৭)

পাকাসেতু।—পরম্পরা শুণা যাইতেছে যে শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানস্থ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানাবধি অম্বিকাপর্য্যন্ত ইষ্টক ও তৎখণ্ড দ্বারা সেতুনির্ম্মাণার্থে বহু লোক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান ও অম্বিকা ইহার মধ্য চারি২ ক্রোশানন্তর রাজবাটী ও হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই২ শিবালয় এক২ পুষ্করিণী প্রস্তুত হইতেছে অনুমান যে এবিষয় ত্বরাতেই প্রস্তুত হইবেক যেহেতু তৎকর্ম্মে বহুলোক নিযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ বাটীপ্রভৃতি যেরূপ মসলা দিয়া প্রস্তুত করাইতেছেন তাহাতে বর্ষাপ্রযুক্ত বিলম্বহওনেরও সম্ভাবনা নাই অপর শুণা গিয়াছে যে দুই অশ্ব ও এক শকট সাতহাজার টাকায় ক্রীত হইয়া কলিকাতাহইতে তথায় নীত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন পঞ্চবিংশতি বহু মূল্যের একাকৃতি অশ্বও ক্রয় করা গিয়াছে এ সকল বিষয় দৃষ্টে কেহ২ অনুমান করেন যে ঐ মহারাজ প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবার মানসে এতাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে যাহা হউক এক্ষণে এই মহোপকার দৃষ্ট হইতেছে যে যাহারা পদব্রজে কিম্বা যানবাহনে বর্দ্ধমানহইতে অম্বিকা বা অম্বিকাহইতে বর্দ্ধমান গমন করিতেন তাঁহারা তৎপথ ক্লেশে অত্যন্ত ক্লেশিত হইতেন ইদানীং তাহা দূরগতহওয়াতে অনেকেই সুখী হইলেন ইতি। সং কৌং

(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯)

বর্দ্ধমানের রাস্তার সৌষ্ঠবকরণ।—নিম্নভাগে লিখিত বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটহইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে। সংপ্রতি মধ্যমবিত্ত এক ব্যক্তির অতিপ্রশংস্য উদ্যোগের

সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অতিযথার্থ এবং তাহাতে পাঠক মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

কলিকাতাহইতে বৰ্দ্ধমান যাইতে নৌকা পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় ঐ ঘাট বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম দুই ক্রোশ। পূর্ব্বে ঐ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে রাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এই ক্ষণে ঐ কান্তার অতিকান্ত হইয়াছে ঐ রাস্তা একপ্রকার সমুদায়ই নূতন হইয়া ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে। জনাইর অগ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে সরস্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একটা পাকা সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে সেই স্থানে ঐ নদীর পাটা পঁয়ষট্টি হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পঙ্কিল ভূমি ছিল সেই স্থানে অপর একটা সাঁকো নির্ম্মাণ হইয়াছে। এই সকল উপকার্য্য কার্য্যে পৃথক ব্যক্তিরদের অত্যন্তোপকার এবং তচ্চতুর্দিগস্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে। যে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ-সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রজপুতানা দেশে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন তৎসময়ে ঐ মহাশয় তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সাহেবের স্থানহইতে মধ্যে২ কোন২ অনুগ্রাহক চিহ্ন প্রাপ্ত হন। সংপ্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্যের কুঠীতে অল্পবৈতনিক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস পাত্র হইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অনুমান দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন যে এই প্রশংস্য এতদ্দেশীয় মহাশয়ের যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম। কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পরহিতৈষিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌষ্টিকতা করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তাঁহারা বিবাহাদি নানা উৎসব কর্ম্মে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র আয়াস কি ব্যয়ের আনুকূল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তাঁহার ঐ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে।

শুনা গেল যে ঐ ব্যাপারের এমত সুফল দৃষ্ট হইয়াছে যে ঐ প্রদেশের উন্নতি দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ গঞ্জে অনেক নূতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুদ্র২ দোকান বসিয়াছে এবং ঐ গঞ্জহইতে প্রতিদিন চারি পাঁচ শত বলদ বোঝাই তণ্ডুল বৰ্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত হয়। এবং আরো শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্ষাকালে ঐ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য তণ্ডুলাদি দুর্মূল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার হইয়াছিল।

(২৭ নবেম্বর ১৮৩০। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

হুগলি জিলার উন্নতি।—গত কএক বৎসরেতে অতি প্রশস্ত পাকা রাস্তা এবং লৌহ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অতিদৃঢ় সাঁকো প্রস্তুতকরণেতে এবং অতিবৃহৎ২ পুষ্করিণী খননকরণেতে জিলার একেবারে রূপান্তর হইয়াছে এই সকল ব্যাপার কেবল বর্ত্তমান জজসাহেবের উদ্যোগেতে সম্পন্ন হয় তিনি লোকেরদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতাতে জিলার ধনাঢ্য ব্যক্তিরদের স্থানে চাঁদা করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনক এই কর্ম্মনির্ব্বাহ করেন। অপর সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী ও মগরাতে দুইটা লৌহনির্ম্মিত এবং ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো প্রস্তুত হয় তাহাতে ব্যয় পঞ্চশত সহস্র মুদ্রা। হুগলির তিন ক্রোশ উত্তরে নবশরাইয়ের খালেতে এইক্ষণে একটা নূতন সেতু প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে অনুমান বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবেক কথিত আছে যে ইহা সম্পন্ন হইলে অপর দুই সেতু এক ঘোড়াশালায় আর এক দ্বারপাড়াতে প্রস্তুতকরণের কল্প আছে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

ভাগীরথী নদী এইক্ষণে মহানাঅবধি বরম্পুরপর্য্যন্ত একেবারে বন্দ কিন্তু বরম্পুর অবধি নবদ্বীপপর্য্যন্ত স্থানবিশেষে ন্যূন সংখ্যায় এক হাত জল আছে। জলঙ্গীতে যে নৌকা আড়াই হাত জল ভাঙ্গে সেই নৌকা এইক্ষণে গমন করিতে পারে যেহেতুক যেস্থানে অতি অল্প জল সেই স্থানে তত্তুল্য জল আছে। মাথাভাঙ্গায় পৌনে দুই হাত জল ভাঙ্গে যে নৌকা সে নৌকা এইক্ষণে চলিতে পারে।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

মেদিনীপুর।—এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়া নূতন রাস্তা প্রস্তুতকরণে সংপ্রতি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরের জেলার মধ্যে এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্মল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্তু তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া ঐ নূতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাঁচ দল পদাতিক সৈন্য তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা গিয়াছে।

(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০)

১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইণ্ডিয়া গেজেট-হইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন মধ্যবৃত্ত লোক মোং ডানকুনির নিকটহইতে নৈইটিপর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথা বিস্তারিত রূপ অবগত না হওয়াপর্য্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ ঐ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট এক কেতা দরখাস্ত করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুরপর্য্যন্ত বারাণস রোড

যে শালিখার রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্শ্বে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় আর ডানকুনির এক রাস্তা ৺সরস্বতীর ধারপর্য্যন্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে ঐ ডানকুনির রাস্তার শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যগুপি ঐ বাবুজী মহাশয়ের মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদনুযায়ী উত্তম ও পরিপাটী হইত কারণ ঐ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা ব্যয় বিনা তেমত স্বন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম্ম মধ্যবৃত্ত লোকের নহে যেমন কাঙ্গালকে ঘোড়া রোগ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাং কোণনগর। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম)

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলা নবদ্বীপান্তর্গত উলানামক গ্রাম সর্ব্বোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সৎকুলীন ধার্ম্মিক জনসমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়েরা নিরন্তর দৈব পিত্রাদি কর্ম্মোপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্বারা গ্রামের সৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু লিখিত গ্রামে সৎপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাবপ্রযুক্ত মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্ত্যশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত চৌকীদার লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দর্পণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ ত্রাণকরণৈকতানমানস করুণাসাগর সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেন্টীঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়া কৃপাকটাক্ষপূর্ব্বক উক্ত জিলার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর স্ববিচারতৎপর ও বিচক্ষণাগ্রগণ্য তাঁহার প্রতি অনুমতি হইলে উক্ত সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত বাবু গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মনুষ্যদিগের প্রতি এক চাঁদার হুকুম দিয়া ঐ জিলাস্থ শ্রীশ্রীযুতের কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিরদিগকে প্রেরণ করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরন্তু ঐ চাঁদার টাকাহইতে রাস্তাবন্ধনার্থ আগত বন্দিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা করুণাকণা বিতরণপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারে সাহায্য করিয়া দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষাশ্বিনস্য ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন ১২৪০ সাল।

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯ পৌষ ১২৪০)

…গত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণকরত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়া গ্রামের প্রত্যেক পথ এবং গ্রামের প্রান্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া সেই সকল রাস্তা উত্তমরূপ নির্ম্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণ করাইবার মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি ঐক্যবাক্যরূপে একটা চাঁদা করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে সুন্দররূপ প্রস্তুত হয় তাহা কর পরে ঐ সকল মহাশয়ব্যক্তিরা শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে চাঁদাকরণে স্বীকার করিলেন। তদ্বিবরণ……

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ।…	১২০০
শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ।…	১০০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী ।…	১০০০
শ্রীযুত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফী ।…	৫০০
শ্রীযুত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী ।…	২০০
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।…	১০০
শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।…	১০০
শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ।…	৫০
শ্রীযুত তিতুরাম বসু ।…	৫০
শ্রীযুত গঙ্গাধর পোদ্দার ।…	১০০

বাকী যাঁহারা দিবেন তাঁহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইব।

(২৯ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ চৈত্র ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে কএক পত্র আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণপূর্ব্বক অস্মদাদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদানে মহোপকৃত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাঁদার সৃজন করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয়

কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষানুগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিদিগের নামে প্রত্যেকে পরবানা দিতেছেন তদ্বিধায় অনেকেই চাঁদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং যাঁহারা দেশান্তরে আছেন তাঁহারাও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের চাঁদার নিয়মিত মুদ্রা উক্ত সাহেবের হজুরে অর্পিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরন্ত উক্ত চাঁদা সংগৃহীত মুদ্রাদ্বারা যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ত্রুটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্ম্মিকবর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ঈদৃশানুমতি করিয়াছেন যে উক্ত চাঁদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ধব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব আমরা এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকার্য্য উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের অনুগ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের যাদৃশ মনোযোগ এতদ্বিধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর সুসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও অনুমান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্টরসাহেব ও শ্রীযুত জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটসাহেব ইহাঁরাও এতৎকার্য্যে আনুকূল্য করিতে পারেন যেহেতুক ধর্ম্মার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাযশস্বীও হইবেন অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদনমিতি।

চাঁদায় স্বাক্ষরকারী।

শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	...	...	১২৫
শ্রীযুত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	১০০
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত সর্ব্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৫
শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়	...	...	২০
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	...	১২॥০
শ্রীযুত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	..	১২॥০
শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	১০
শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১০
শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৫
শ্রীযুত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৫
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী	...	...	১০০
শ্রীযুত কাশীনাথ বসু	...	...	৩০
শ্রীকাশীনাথ কর	...	...	২৫

শ্রীনীলাম্বর খাঁ	...	...	২৫
শ্রীরাজকৃষ্ণ খাঁ	...	...	২৫
শ্রীপীতাম্বর কর	...	...	১৫
শ্রীশিবরাম মদক	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ সরকার	...	...	২৫
শ্রীশ্যামচাঁদ নন্দন	...	...	১০
শ্রীপ্রাণনাথ পাল	...	...	১০
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মদক	...	...	১০
শ্রীভাগবত মদক	...	...	১০
শ্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি	...	...	১০
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল	...	...	১০
শ্রীরামমোহন শাহা	...	...	১০
শ্রীঅদ্বৈত শাহা	...	...	১০
শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	১০
শ্রীগোরাচাঁদ কর	...	...	১০
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র	...	...	১০
শ্রীহরচন্দ্র বসু	...	...	১০
শ্রীরামনারায়ণ বসু	...	...	১০
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস	...	...	৭
শ্রীভজহরি দে	...	...	৭
শ্রীমদনমোহন কর	...	...	৭
শ্রীশম্ভুচন্দ্র কর	...	...	৭
শ্রীকিনুচন্দ্র মিত্র	...	...	৫
শ্রীগৌরহরি কর	...	...	৫
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক	...	..	৫
শ্রীরাধানাথ দাস	...	...	৫
শ্রীপ্রাণহরি দাস	...	...	৫
শ্রীগৌর পোদ্দার	...	...	৫
শ্রীমনোহর মদক	..	...	৫
শ্রীরামচন্দ্র মদক	..	...	৫
শ্রীকাশীনাথ মদক	..	...	৫
শ্রীব্রজমোহন মদক	...	...	৫

শ্রীফকিরচাঁদ প্রামাণিক	...	...	৫
শ্রীপীতাম্বর ডাক্তর	...	...	৫
শ্রীসরূপচন্দ্র ডাক্তার	...	...	৫
শ্রীদর্পনারায়ণ কর	...	...	৫
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত	...	...	৫
শ্রীজগন্নাথ দত্ত	...	...	৫
শ্রীগোপীনাথ মিত্র	...	...	৫
শ্রীনিমাইচাঁদ স্বর্ণকার	...	...	৫
শ্রীকালাচাঁদ স্বর্ণকার	...	...	১০
শ্রীরামকুমার মদক	...	...	৫
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র	...	...	৩
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার	..	...	২
শ্রীরামমোহন স্বর্ণকার	...	...	২

(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪। ৩ কার্ত্তিক ১২৪১)

উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন যে ঐ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ জিলার সরকারী কর্ম্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী হইয়াছেন এবং ঐ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে চাঁদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের ঐক্য না হইলে এতদ্রূপ ব্যাপার নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রূপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম।

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—...জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রাবট হালকেট সাহেব বাহাদুর...নিতান্ত প্রজাহিতৈষী সুবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকার্য্য নির্ব্বাহক মহোৎসাহপূর্ব্বক মহোদ্যোগী হইয়া থানায়২ ভ্রমণপূর্ব্বক চৌর দস্যুভয় ও দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধপ্রভৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরন্তু যে সকল জমীদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অতি সূক্ষ্মবিচার দ্বারা বিবাদ শান্তি করিয়া বাদিপ্রতিবাদিকে নিতান্তই শান্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের হিতার্থে যে সকল আশ্চর্য্য উদ্যোগ করিয়াছেন তৎদ্বারা বহুধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলান্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রাস্তা করণার্থ কৃপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে

আগত হইয়া মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে চাঁদার সৃষ্টি করিয়া উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ টাকার সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও উৎসাহপূর্ব্বক যথাযোগ্য মনুষ্য নিযুক্তদ্বারা উত্তম ব্যাপার অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানেং পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ কার্য্যের কিঞ্চিদবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযুত সাহেব অন্য এক সর্ব্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্বিস্তার উক্ত জিলান্তর্ব্বর্ত্তি শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের প্রবল রাস্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় বারোমাসিয়া-নামক একখাল এবং বাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তর-প্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদায়ক বিশেষতঃ বর্ষাকালে নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের খাজানাবাহক ও সৈন্যগণের গতিরোধ হয় এবং বর্ষাবসানে পঙ্কাদি দ্বারা আত্যন্তিক ক্লেশকর হইয়া থাকে অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালদ্বয়ে উত্তমরূপ মহাসেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্ম্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাঁদা সৃজন করিয়াছেন এবং ঐ চাঁদার কিয়ৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আরম্ভ হইবার প্রতিবন্ধক বর্ষাকাল সম্মুখবর্ত্তী। পরে হেমন্তাদিতে উক্ত কার্য্যের নির্ব্বাহ হইবার কল্প আছে অপর কৃষ্ণনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ করিয়া জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চাঁদা করিয়া বহুজনোপকারক কার্য্য বিদ্যাদানরূপ পরমধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নক্সা করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত করিয়াছেন···। এক্ষণে আমরা সমাচার পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু সাহেব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এতদ্বিধায় অস্মদাদির যাদৃশ মনোমালিন্য ও দুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত হয় না···। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ। জিলানবদ্বীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান ও প্রজাবর্গাণাং ন্যূনসংখ্যকসার্দ্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং।

(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫। ১ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জেলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত রবার্ট হলকট সাহেব বাহাদুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে ও উলাগ্রামের প্রান্তভাগে বারমাসিয়ানামক যে দুইখাল পথিমধ্যে আছে তদুপরি মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্যং মনুষ্যাদি গমনাগমনের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইহা আমরা পূর্ব্বং পত্রে বাহুল্যরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন সুশীলতা ও মহাত্মতা প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাক্য পুষ্পোপহার দ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহানুভব ব্যক্তি ব্যয়ের ফর্দ্দে

স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাতন করিয়াছেন তাঁহারদিগের নামসম্বলিত নীচে লিখিতেছি…। ইতি আশ্বিনস্য ১৭ দিবসীয়া লিপিঃ ১২৪২ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

তপসীল নাম			অঙ্ক
শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়	…	…	৫০০
শ্রীযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী	…	…	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র পালচৌধুরী	…	…	২০০
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী	…	…	১০০
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী	…	…	১০০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	…	…	৫০
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী	…	…	৫০
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার	…	…	
শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসু	…	…	৫০
শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	…	…	১০০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	…	…	২০০
শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	…	…	১০০

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২৫ মাঘ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—বিবিধ বিনয়পুরঃসর নিবেদনঞ্চাদৌ। এতন্নগরান্তঃপাতি ত্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহনার্থ বিত্ত ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্যবরেণ্য অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়েরা বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন লোকেরা পাদব্রজীক হইয়া প্রতিবৎসরেই ঐ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানকরত মহামহোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতে ঐ দিনে উক্ত স্থানে ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র লোক ও চারি পাঁচ শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যল্প লোকের সমাগমহওন ও দীনদুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশপ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলেও তল্লিখনে নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ করিয়া তদীয় স্থূলার্থ কিঞ্চিন্নিবেদনে সমর্থ হইলাম। যৎকালে এতৎস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত ডি সি স্মিথ সাহেব বাহাদুর বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তৎকৃপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের ব্যয়ব্যসনে এই জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত হইয়া সেই শোভায় বহুদিবসাবধি সুশোভিত ছিল। বিশেষতঃ চুঁচুড়ানিবাসি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনোযোগে ঐ গ্রামস্থ সরস্বতী-নামক নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ বিদেশীয় যাত্রিসকল অবগাহনার্থ

গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হইয়া সে সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভাদ্র পদে দামোদর নদের জলপ্লাবন করিবায় ঐ বন্যার বিষম প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড২ হইয়া যাইবায় এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি প্রজাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণদিনে দীন দুঃখি জনগণের পারাপার হইবার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিন্নিবেদন করিতেছি। দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ষিক রীত্যনুসারে বর্ত্তমান বৎসরের উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে ঐ নদী পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় স্নানযাত্রিগণ অনবরত পার হইতেছে। এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবানুঘটনাক্রমে একবার ঐ তৃতয়তরি বহু লোকারোহণে ও তাহারদিগের অস্থিরতাজন্য অস্থিরা হইয়া মধ্য নীরে নিমগ্না হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত ঐ আকুল ব্যক্তিরা ব্যাকুল হইয়া সকলই কুল পাইল নতুবা অনেকের কুল সমূলে নির্মূল হইত এমত স্থূলবোধ ছিল। দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেববাহাদুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ কারণ তাঁহারাও ঐ দীন দুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও দুরাত্মা পারকারিদিগের বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা স্ব২ দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে ঐ নদীর সেতুঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ ক্লেশ অসহ্য বোধ করিয়া কিয়দ্দিবসাবসানে উত্যক্তান্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় ঐ তীর্থে সুতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্যবরেণ্য সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক চাঁদা করিয়া যদ্যপি পুনর্ব্বার ঐ নদীতে এক সেতু নির্ম্মাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকেরা অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্লাদে গমনাগমন করিয়া পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহঃ উক্ত মহাশয়দিগের অতুলৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করিয়া চিরকাল উপকারে বদ্ধ থাকে। যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহপ্রকাশে স্ব২ সম্বাদপত্রৈকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি কস্যচিৎ সাধারণহিতৈষিণঃ।

(৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আষাঢ় ১২৪৩)

রামেশ্বর সেতুবন্ধ।—সকলই অবগত আছেন যে অযোধ্যাধামের রাজা শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমনসময়ে মহাদ্বীপ ও লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল তাহাতে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরদের মধ্যে ঐ সেতুর নাম আডাম্‌স ব্রিজ এতদ্দেশীয়েরদের ব্যবহারে তাহার নাম রামেশ্বর সেতুবন্ধ। সেই সমুদ্রীয় পথ এতদ্রূপে অবরুদ্ধ হওয়াতে যে জাহাজ অল্প জল ভাঙ্গে কেবল তাহাই ঐ পথদিয়া যাইতে পারে। বৃহৎ জাহাজ হইলে লঙ্কা ঘুরিয়া যাইতে হয়। অতএব বৃহৎ জাহাজ যাইতে পারে এনিমিত্ত ঐ পথ মুক্তকরণার্থ বারম্বার মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিরা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা ঐস্থানীয় পর্ব্বত বারুদের দ্বারা উড়িয়া দেওনার্থ ৫০০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে ঐ স্থানে পরিশেষে দশ হাত জলমাত্র থাকিবে।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

নূতন রাস্তা।—কৃষ্ণনগরহইতে গঙ্গাঅবধি যে নূতন রাস্তা হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে ঐ রাস্তা দীর্ঘে ছয় ক্রোশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েই নির্ব্বাহ হইল।

নানা কথা

(২২ মে ১৮৩০। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাষ্পের জাহাজের দ্বারা গমনাগমনের সুগমকরণে যে শ্রীযুত টেলর সাহেব এমত ব্যগ্র আছেন তিনি আপন কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থে স্থলপথে ইংগ্লণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

মেজর রেনল।—ইংগ্লণ্ড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্টাশীতি বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকান্তর গত হইয়া উএষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি হইয়াছে। ঐ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিদ্যাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নক্‌শা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তদনন্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি তাঁহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

জেনরল ডুবাইন।—আমরা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ডু বাইনর সাহেবের মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধর্ম্মার্থে দান করিয়া গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সুদ চিরকালপর্য্যন্ত দীনহীন লোকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২ । ৪ ভাদ্র ১২৩৯)

হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা। হেষ্টিংশ সাঁকো।—লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা ও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন গত ১৩ সোমবারে তাঁহারদের টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুত চেষ্টর সাহেব সভাপতি হইতে আহূত হইলেন।

শ্রীযুত ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইল।

ঐ অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ ৬০৫২১ টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৪৭৩ টাকা হস্তে আছে অবশিষ্টসকল গবর্ণমেণ্ট হৌসের লালদীর্ঘিকার সম্মুখস্থ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ব্যয় হয়।

উক্ত মৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যে টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর হয় তাহার সংখ্যা ৩০৫৭১ তন্মধ্যে ২৫৩৩১ টাকা তৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়াছে উদ্বৃত্ত টাকা উপরিউক্ত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া ১২০০০ হয়। অতএব ঐ বৈঠকের অভিপ্রায় এই যে এইক্ষণে ঐ টাকাতে কি কার্য্য করা যাইবে। তাহাতে ঐ সাহেবেরা সকলেই একবাক্য হইয়া এই স্থির করিলেন যে কোম্পানির বাগানের আড়পার ও কলিকাতা এই উভয় স্থানের মধ্যে যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে সংক্রম সুসম্পন্নার্থ ব্যয় হয়। এবং ঐ সংক্রম উত্তরকালে হেষ্টিংশ সাঁকোনামে খ্যাত হয়।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯)

জাকিমো [Monsr. Jacquemont] সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এই মাসের সপ্তম দিবসে জাকিমো সাহেব একত্রিংশবর্ষবয়স্ক হইয়া বোম্বাইতে পরলোকগত হন। তাঁহার অত্যন্ত নৈপুণ্যদৃষ্টে এতদ্দেশসম্পর্কীয় পশু ও বৃক্ষ-ইত্যাদির অনুসন্ধানকরণার্থ ফ্রান্সীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। ১৮২৯ সালের আপ্রিল মাসে ঐ সাহেব ফুদচেরীতে [Pondicherry] পঁহুছেন পরে তদ্বর্ষেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বাসকরণানন্তর উক্ত বিষয়সকলের

তত্ত্বাবধারণ করণার্থ হিন্দুস্থানের উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করেন তৎপরে হিমালয়প্রভৃতি দর্শন করিয়া পাঞ্জাবদিয়া গমনপূর্ব্বক গত বৎসরে মে মাসে কাশ্মীর দেশে গমন করেন। তদনন্তর তীব্বদ্দেশে পর্য্যটন করিয়া চীন দেশসংক্রান্ত তার্ত্তার দেশপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের মে মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে পঁহুছিয়া তারদ্দক্ষিণদেশ ব্যাপিয়া কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্তের তত্ত্বাবধারণার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে রজপুতানা দেশে তাঁহার যে ক্ষয়কাশ জন্মে তদুপলক্ষেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ সাহেব অনেক লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দারা ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে। এই মাসের ৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক-সাহেব ও অন্যান্য অনেক সাহেবেরা তাঁহার শবানুগমনপূর্ব্বক তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইল।

(১৫ মে ১৮৩৩। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক আমারদের আনরবিল গবর্নর্ হলন্বর সাহেবের মৃত্যু জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে তাঁহার এই অত্যন্ত শোকজনক মৃত্যু গত শনিবারের [১১ই মে] অতি প্রত্যূষে হয়...। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শবের সমাধি সম্পন্ন হইল।...শ্রীরামপুরনিবাসি প্রায় প্রত্যেক জন খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার সম্ভ্রমসূচক শবানুগমনপূর্ব্বক কবরপর্য্যন্ত গমন করিলেন।... তাঁহার আয়ু সমসংখ্যক মিনিটে২ আটত্রিশ তোপ হইল।...

হলন্বর সাহেব ১৮২২ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম আগমনকরত শহরের জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজকীয় সভান্তঃপাতী হইলেন কর্ম্মে প্রবিষ্টহওনঅবধিই প্রজার হিতকার্য্য ও জ্ঞান বৃদ্ধিজনক কার্য্যেই নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পদোপলক্ষে দুষ্টদমন শিষ্ট প্রতিপালন এবং নির্ম্মলবিচারাদি সম্পাদন ইত্যাদি কার্য্যেই নিরন্তর নিরত হইয়া শ্রীরামপুর শহরে যদ্রূপ রাজকীয় কার্য্য চলিতেছিল তাহার অনেক রূপান্তর করিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই শহরে স্নানযাত্রাদি উৎসবসময়ে চীনীয় লোকেরা আসিয়া রাস্তার ধারে অনেক ঘর করিয়া জুয়া খেলাপ্রভৃতি করাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক রাজস্ব লাভ হইত কিন্তু সাহেব ঐ পাপাশ্রয়াদি ব্যাপার হেয়বোধে কোনপ্রকারেই করিতে দিলেন না। অপর সতীনিবারণার্থ নিত্যোৎদ্যোগী ছিলেন কিন্তু তাঁহার উপরি পদস্থ কর্তৃত্বকারক সাহেবের দ্বারা কখন২ তাঁহার ঐ কারুণিক উদ্যোগ বিফল হইলে প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। এক বৎসরে অত্যন্ত দুঃসময়প্রযুক্ত পীড়িত ও মুমূর্ষু যাত্রিক লোকেতে প্রায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে আদালতের ঘর চিকিৎসালয় করিয়া এই শহরের চিকিৎসক সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং শহরের নিকটস্থ দুই তিন ক্রোশপর্য্যন্ত রাস্তায় স্বয়ং অশ্বারোহণে গমন করিয়া ঐ সকল দরিদ্র পীড়িত লোককে শহরে আনয়ন করাইলেন অপর এক সময়ে প্রায় তাবদ্দেশ জলপ্লাবিত হইয়া ভূরি২ লোকেরদের তাবদ্গৃহ বাটী পতিতহওয়াতে ঐ সকল দুঃখিলোকেরদের দুঃখোপশমক উপায়করণার্থ এই শহরের তাবদ্ভদ্র প্রধান২ আঢ্য লোকেরদের আহ্বানপূর্ব্বক

সমাগমেতে চাঁদা করিলেন এবং শহরে যে সরকারী এমারত আছে তাহাতে ঐ আশ্রয়হীন ব্যক্তিরদিগকে স্থানদান করিলেন এবং শহরস্থ যত লোকের বাড়ীঘর পতিত হইয়াছিল প্রত্যেক লোকের বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহারদের নিকটে গিয়া উপকারার্থ চাঁদার দ্বারা সংগৃহীত টাকা তাহারদিগকে বিতরণ করিলেন। ইত্যাদিরূপ অশুভ সময় উপস্থিত হইলেই তিনি লোকেরদের এতদ্রূপ উপকার্য্য কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার নিজ-পরিবারের মধ্যে তত্তুল্য সচ্ছীলতা নিত্য প্রকাশ করিতেন।

জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে হলন্‌বর সাহেব অনুপম ন্যায্য ও যথার্থ বিচার করিতেন যদ্যপি তাঁহার কখন যৎকিঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা যে ছিল সে কেবল ধনি ও পরাক্রমি ব্যক্তিরদের প্রাতিকূল্যে দীন দরিদ্র লোকেরদের আনুকূল্যার্থই। কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ সত্যতা নিশ্চয়করণার্থ যে পর্য্যন্ত আয়াস পরিশ্রম করিতেন তাহা প্রায় অনির্ব্বচনীয়। যেহেতুক আদালতের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিতে হইত তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত লিখিতে আলস্য ছিল না।

পরে শ্রীযুত স্বদেশে গমন করেন ১৮২৭ সালে নগরে প্রত্যাগত হইয়া ১৮২৮ সালে ক্রাপটিন সাহেবের মৃত্যুপর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক এই শহরের গবর্ন্‌রী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মহানুভবের পদে প্রবিষ্ট হইয়াও তাবল্লোকের মনোভিরাম হইলেন। এবং নিজ অপ্রকাশ্য-রূপেই তিনি পরিবারের মধ্যে প্রায় বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারের যৎপরোনাস্তি স্নেহ-পাত্র ছিলেন। যত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ কুশল ছিল তাঁহারা অতিপ্রীতি প্রণয়েতেই বদ্ধ ছিলেন ফলতঃ তাঁহার নিকটে যত লোকের গমনাগমন ছিল তাঁহারদের কর্তৃক অন্তর্বাহ্যে তুল্যরূপ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সম্মানিত ছিলেন।

(১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীরামপুরের বড় সাহেবের শুভাগমন।—গত শুক্রবাসরে শ্রীলশ্রীযুত কর্ণল রিলিং সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহকর্তৃক শ্রীরামপুরের বড় সাহেবীপদে নিযুক্ত হন তিনি সাগর-হইতে যে বাষ্পীয় জাহাজ আরোহণে আগমন করেন ঐ জাহাজেই শ্রীরামপুরে পঁহুছিলেন এবং তৎসময়ে শ্রীরামপুরের তোপখানাহইতে যথারীতি সেলামী তোপ হইল। এই বড় সাহেব ভারতবর্ষীয় কার্য্যে বহুকালপর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছেন এবং ইহার পূর্ব্বে তৈলাঙ্গবাড়ের গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহ এই বড় সাহেবকে বিশেষরূপ বিশ্বাসপাত্রের চিহ্নস্বরূপ দানিবোরোব উপাধি প্রদান এবং কর্ণলী পদেও নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীরামপুরের গবর্ন্‌র্‌।—শ্রীযুক্ত হেনসন সাহেব মহাপ্রতাপী শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কের বাদশাহ

কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের গবরনরী পদে নিযুক্ত হইয়া গত বুধবারে কলিকাতা নগরে উত্তরণানন্তর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরামপুর রাজধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবতরণ সময়ে সম্ভ্রমসূচক সেলামী তোপ ধ্বনি হইল।

(২৮ জুন ১৮৩৪। ১৫ আষাঢ় ১২৪১)

লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত আসিয়ানামক জাহাজের দ্বারা লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ শুনা গেল। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গভূমির সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক ১৭৮৬ সালে সুপ্রিম কৌন্সেলে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিলে পর ঐ সাহেব সর জন সোর নামধারী হইয়া কলিকাতার গবরনর্ জেনরলীপদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ১৭৯৮ সালে তৎকর্ম্মে ইস্তফা দিলে লার্ড মার্নিংটন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন পরে ঐ লার্ড মার্নিংটন লার্ড মার্ক্ ইস উএলেসলি নাম ধারণ করিলেন। অপর লার্ড টেনমথ সাহেব ত্র্যশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ২৬ মাঘ ১২৪১)

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বৈঠক।—…গত ৩০ জানুআরি শুক্রবার হিন্দুকালেজে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগ্‌নিবাসি এতদ্দেশীয় অনেক২ মহাশয়েরদের এই অভিপ্রায়ে সমাগম হইল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক অতিশীঘ্র ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিবেন তন্নিমিত্ত কিরূপে শ্রীলশ্রীযুতকে তাঁহারদের খেদ জ্ঞাপন করিতে পারেন।

অপর ঐ সভাতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পোষকতাকরাতে শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সভাপতি হইলেন।…

অপর শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত…এইরূপ উক্তি করিলেন…শ্রীলশ্রীযুতের রাজশাসনের প্রথমকার যে কার্য্য আমারদের বিবেচনীয় সে এই যে তিনি এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একেবারে মুক্ত করিলেন এবং ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে অতিপ্রসিদ্ধ আইন ছিল তাহা একপ্রকার পণ্ড রাখিলেন। যন্ত্রালয় মুক্ত হওনেতে উপকার এই যে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণ লোক দেশে কোন্ স্থানে কি হইতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে অবগত হইতে পারেন এবং দেশীয় লোকেরদের প্রকৃত অবস্থা ও ভাব জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা রাজা ও প্রজার মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস জন্মিতে পারে এবং অহিতাচারের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাও হইতে পারে। গত কএক বৎসরের মধ্যে যন্ত্রালয়ের দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেক উপকার হইয়াছে এবং এতদ্দেশের মধ্যে হওয়া বহুতর অনিষ্ট ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এবং শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের আমলে যেমন মুদ্রাযন্ত্র নিত্য মুক্ত ছিল তেমন যদি বরাবর থাকে তবে অবশ্য তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের সুখ ও মঙ্গলের বৃদ্ধি হইবে। যখন প্রজারদের প্রতিনিধিস্বরূপ

কোন ব্যক্তি রাজশাসনের মধ্যে অংশী নহে তখন যন্ত্রালয়ের মুক্তি হওয়াতে দেশের বিশেষ উপকার আছে যেহেতুক কেবল তদ্দ্বারাই দেশীয় লোকের অভিপ্রায় ও উক্তি জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।···

···শ্রীলশ্রীযুতের ভারতবর্ষহইতে কল্পিত প্রস্থানের বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের খেদজ্ঞাপক এবং শ্রীলশ্রীযুতের সমাদর ও তাঁহার চরিত্রবিষয়ক সম্ভ্রম ও তাঁহার রাজশাসনবিষয়ক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উপযুক্ত এক আবেদনপত্র তাঁহাকে দেওয়া যায়। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল পৌষ্টিকতা করিলেন এবং তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন। তৎপরে বাবু রসময় দত্তের হস্তে যে আবেদন পত্রের পাণ্ডুলেখ্য ছিল তাহা বৈঠকে পাঠ করিতে অনুমত হইয়া নীচে লিখিতব্য ঐ পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম কাবেণ্ডিস বেন্টীঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বরাবরেষু।

···এইক্ষণে আপনকার আমলে যে২ নিয়মেতে দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিতাহিত লিপ্ত আছে তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনি নিয়তই দেশীয় লোকের অবস্থার মঙ্গল ও তাহারদের ভাব চরিত্রের উন্নতিবিষয়ের পরমচেষ্ট ছিলেন। এবং সম্প্রতিকার পার্লিমেণ্টের আকৃটের দ্বারা ধর্ম্ম বা জন্মভূমি বা কৌলিন্য বা শারীরিক বর্ণপ্রযুক্ত যে প্রতিবন্ধকতা তাহা রহিতহওনের পূর্ব্বেই আপনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ও লাভজনক পদ প্রদানেতে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারদের মহামহোচ্চপদের চেষ্টার পথ মুক্ত করিলেন এবং কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের বিচারে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি দিলেন এবং তদ্দ্বারা আপনি এতদ্দেশীয় ভূরি২ ব্যক্তিরদিগকে নূতন২ কার্য্যে নিযুক্ত ও নূতন২ বিষয়ের অধিকারি করিয়া যথার্থ ও মহানুভাবক ভাবসকল তাঁহারদের মনের মধ্যে বর্দ্ধিত করিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে অপমানক শারীরিক শাস্তিদেওন ব্যবহারের দ্বারা তাহারা অধমাবস্থায় পতিত ছিল এবং তাহাতে অতিভারি নূতন২ অনিষ্টবিষয় জন্মিত সেই ব্যবহার আপনি রদ করিয়াছেন এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অতিযথার্থ বিবেচনীয় আচার ব্যবহার করেন এতদর্থ তাবৎ সরকারীকর্ম্মের মধ্যে আপনি অতিআঁটাআঁটিরূপ নূতন২ নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এবং যে অন্যায়জনক ঘৃণ্যব্যবহারের দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর অপমান ও অবিশ্বাস জন্মিত ঐ ব্যবহারের প্রতি আপনি বিমুখ হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের উন্নতিবিষয়ে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধিবিষয়ে লোকেরা যাহা চেষ্টা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে পোষকতা করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহাতে স্বচ্ছন্দে শিষ্টালাপাদি হয় তদ্বিষয়ে অতিকৃতযত্ন হইয়াছেন। ইত্যাদি নানা কার্য্যের দ্বারা আপনকার হিতৈষিতা ও অতিবিবেচনার অভিপ্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে।···

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ২৬ মাঘ ১২৪১)

গত শনিবারে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় মহাজন ও ইউরোপীয়েরদের এক্সচেঞ্জঘরে এক

বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের এতদ্দেশহইতে গমননিমিত্ত নীচে লিখিতব্য এক আবেদনপত্র শ্রীলশ্রীযুতকে প্রদানকরণ স্থির হইল।

অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত আপনি স্বীয় অত্যুচ্চপদ পরিত্যাগ করিতে এবং যে দেশে প্রায় সপ্ত বৎসরাবধি রাজশাসন করিতেছেন সেই দেশ চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে যে কাল স্থির করিয়াছেন সে আগতপ্রায়। অতএব আমরা নীচে লিখিতব্য মহাজন ও এজেণ্ট ও দেশোৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকারি ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আপনকার এতদ্দেশহইতে প্রস্থানকরণজন্য যে অনিষ্ট তাহাতে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে এবং আপনকার গমনের যে কারণ অস্বাস্থ্য তাহাতে আমারদের মহাদুঃখ হইয়াছে। এইক্ষণে আমরা যে সকল ব্যক্তির একপ্রকার প্রতিনিধি হইয়া আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারদের পক্ষে আমারদের অতিকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির এবং দেশীয় অসংখ্যক প্রজারদের নীতি ও সাংসারিকবিষয়ের উপকারক বিশেষতঃ দেশীয় বাণিজ্য ও কৃষিসম্পর্কীয় উপায়বর্দ্ধক আপনকার নিষ্পত্তিকরা ও প্রস্তুতকরা নানা নিয়মের বিষয়ে আমরা আপনকার নিকটে পরমবাধ্যতা স্বীকার করি। আপনি যে সকল সুনিয়ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিকৃতজ্ঞ আছি এবং যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার নিষ্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থব্যক্তির প্রতি থাকিল। তদ্বিষয়ে যদ্যপি উত্তরকালে তাঁহার নিকটে আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে তথাপি ঐ সকল সুনিয়ামকগুণের কিয়দংশ অবশ্য আপনিই আদর্শের ন্যায় জন্মাইয়াছেন এবং রাজশাসনের যে ভাব আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই ঐ সুনিয়মের মূল ইহা আমরা বোধ করি।

নানা বিষয়ে আপনকার রাজশাসন পূর্ব্ব২ গবর্নর্ জেনরলেরদের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন আছে। তাঁহারদের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকৌশল ও বহুতর ব্যয় ছিল। আপনার উপরে তাবদ্বিষয়ের দৃঢ়তা ও রক্ষা ও সুনিয়মকরণ ও রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ ও অর্থের অতিদারুণ অনাটনের উপশমকরণ এবং অতিকঠিনরূপে পরিমিত ব্যয় ও খরচের লাঘবকরণের ভার পড়িয়াছে ইত্যাদি ভার যদ্যপি লঘুগণ্য তথাপি তাহা অত্যন্ত উপকারক ও সুকঠিন। আপনকার আমলে কলিকাতার বাণিজ্যকুঠীর অপূর্ব্বরূপে দুঃখ ঘটিয়াছে। ঐ অভদ্র সময় এইক্ষণে অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি আমারদের বিস্মরণের বিষয় নহে যে ঐ অতিদুঃসময়ের আরম্ভে যখন সরকারের উপকারকরাতে দুর্ঘটনার উপশম সম্ভাবনা ছিল তখন আপনি অতিবদান্যতাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলকরণার্থ অথবা দেশীয় উন্নতির শক্তি ব্যক্তকরণার্থ যে সকল উপায় নিষ্পন্ন বা কল্পিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আপনার চেষ্টা আমরা আপনারদের অতিকৃতজ্ঞতাজনক স্বীকার করি।

কলোনিজেসিয়ন এবং এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরদের স্বচ্ছন্দে গমনাগমন ও অবাধে বসতবাসকরণ এবং ভূম্যাদি ক্রয়করণবিষয়ে আপনার যে মহানুভাবক অভিপ্রায় ছিল তাহাতে আমরা পরমোপকৃতি স্বীকার করি। এবং আমারদের এই নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে

ভারতবর্ষের উন্নতিবিষয়ক ঐ মহোপায়ে আপনি সপক্ষ হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে সকলের সম্মুখে যে সাহসিক হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্তই এই দেশের মহোন্নতির ঐ উপায় হইয়াছে।

বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা এতদ্দেশের মধ্যে এবং বহিঃসমুদ্রে গমনাগমনের বিষয়ে আপনি অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও আঁটাআঁটিরূপে যে পৌষ্টিকতা করিলেন তাহাতে এই ফলোদয় হইল যে আপনকার কথাক্রমেই এইক্ষণে পার্লিমেণ্টে ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীযুত কর্ত্তা মহাশয়েরা তদ্বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সন্ধি পত্রক্রমে সিন্ধুনদী ও তন্মধ্যবাহিনী নদী দিয়া গমনাগমনের পথ সাহসিক মহাজনেরদের প্রতি এইক্ষণে প্রথম বার যে মুক্ত হইয়াছে এবং ঐ নদীর তীরস্থ ভিন্নজাতীয় নানা রাজবর্গ স্ব২ ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে ঐ মহা কল্পনার সাহায্য করিতেছেন ইহা আপনারই গুণকার্য্য এমত বোধ করি এবং আমারদের নিতান্ত ভরসা আছে যে এই অঙ্কুর কাল ও সদুপায় জলসেচনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর বাণিজ্য ও বাণিজ্যমূলক সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে।

আমারদের ভরসা আছে যে আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাস্থল এবং এতদ্রূপ রাজকরের অতি অসভ্য ও সেকাল্‌কার শৃঙ্খলহইতে তাবৎ ভারতবর্ষের আন্তরিক বাণিজ্য মুক্তহওনের বিষয়ে আপনি কল্পনা করিয়াছেন। এবং আমারদের প্রার্থনা যে আপনকার এই অতি হিতৈষার কল্পনা অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় এবং এতদ্দেশোৎপন্ন প্রধান দ্রব্য অর্থাৎ নীল মফঃসলহইতে কলিকাতায় আমদানীহওনের যে সুগম করিয়াছেন অতএব আপনার এতদ্রূপ সুযোগ কল্পের চিহ্ন দেখিয়া আমরা পরমবাধ্য হইলাম। এবং আপনকার আমলে কলিকাতায় ষ্টাম্পের মাস্থলের যে শৈথিল্য হইয়াছে তাহাতেও আমরা বাধ্য আছি। যে রূপে ঐ টাক্স বসান গিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এবং আমারদের অনুত্তেজি বাণিজ্যের অতি অনুচিতরূপ ভার থাকনপ্রযুক্ত তাহা কলিকাতাবাসি লোকেরদের অতি ঘৃণ্য ছিল। এবং আমারদের মধ্যে নগরীয় উন্নতি এবং আমরা যে নিজে এক প্রকার রাজশাসনীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করি ইহাতে এবং আমারদের জন্মভূমিতে যে প্রকার সামাজিক নির্ব্বন্ধ আছে সেই প্রকার এতদ্দেশেও যে আপনি করিতে প্রবোধ জন্মাইয়াছেন ইহাতেও আমরা পরম সন্তুষ্ট আছি। এই সামাজিক নির্ব্বন্ধের মধ্যে চেম্বর অফ কমর্স ও ত্রেড আসোসিএসন ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পিসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণ এবং কনসলবেন্সী অর্থাৎ নগর রক্ষণাবেক্ষণের সুনিয়মকরণ এবং কলিকাতার অর্থ বিতরণীয় সমাজের পোষকতাকরণ এবং সঞ্চয়ার্থ বেঙ্ক স্থাপনকরণ এবং নগরীয় স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি চেষ্টাকরণ এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের ঝিলহইতে জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ এবং যে নূতন খাল এইক্ষণে অতি দৃঢ় সংক্রমের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে তদ্দ্বারা কলিকাতা রাজধানী বেষ্টিতকরণ এবং ভাগীরথীর সঙ্গে সুন্দরবনের পথ সংলগ্নকরণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহৃষ্ট আছি। অপর

আন্তরিক গমনাগমনীয় পথের আপনি যে সুগম করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন এবং প্রধান বন্দর মীর্জাপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে অতিদৃঢ় অথচ মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন এবং ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যে এক মহাখালকরণের দ্বারা অতিগ্রীষ্মকালে গমনাগমনের পথ মুক্তকরণের যে কল্প করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে আপনি এতদ্দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিষয়ে নিতান্ত চেষ্টিত আছেন। এবং আপনকার আমলের আরম্ভে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনি গমনাগমন করিতে ও পরামর্শ লইতে প্রস্তুত ছিলেন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং নিত্যই সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপাদি যে করিয়াছেন এবং আপনকার পূর্ব্বতন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রালয়ের দ্বারা তাবৎ নিয়মের আন্দোলনকরণবিষয়ে যে অতিভীত ও প্রতিবন্ধক ছিলেন তাহাতে আপনি ভীত না হইয়া বরং প্রতি পোষকতা করিয়াছেন ইত্যাদি নানা বিষয়েতে আমারদের যে ভরসা জন্মিয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে।

আমরা যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের হিতার্থ আপনি যে সকল উপায় করিয়াছেন তাহার কতিপয় বিষয়ের বর্ণন করিলাম।…

(১৭ আগষ্ট ১৮৩৯। ২ ভাদ্র ১২৪৬)

লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহার পূর্ব্বে উক্ত সাহেব পীড়িত হইয়া পারিস নগরে স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল তাঁহার ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তদীয় মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত খেদিত হইবেন যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে ভারতবর্ষে যত বড় সাহেব আসিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এতদ্দেশীয় লোকের উপকার করাতে অধিক প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাবৎ রাজ শাসন সময়ে তাঁহার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে উত্তম সৌষ্ঠবাবস্থায় রাখেন এবং অতি সম্ভ্রান্ত উদ্যোগে তাঁহারদের প্রবৃত্তি দেন এবং সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহারদের নিমিত্ত উত্তম পুরস্কার স্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্টের অধীনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বাহুল্যরূপে উচ্চ২ পদ অর্পণ করা কেবল তাঁহারি কর্ম্ম। লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে পরও এতদ্দেশের মঙ্গলের পক্ষে তিনি অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে ও ইঙ্গলণ্ড দেশের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা গমনাগমন স্থাপন করাতে উভয় দেশের মধ্যে বিলক্ষণ মঙ্গল হইবে এই বোধে তিনি তদ্বিষয়ে মহাযত্নবান হইয়াছিলেন।

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা।—গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা

করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত চিনরী [Chinnery] সাহেব আরোহী আছেন। ঐ সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপঢৌকন দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন। শুনা গিয়াছে যে ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে অতিমনোরঞ্জক মণিমুক্তাদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিসুদৃশ্য এক আসন ও অত্যুৎকৃষ্ট এক তলওয়ার ও হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিদ্রব্য এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্‌সন্ সাহেবকর্তৃক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহ উপযুক্তমতেই গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেরূপ সম্ভ্রম করেন তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ইংলিশম্যান্]

(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—····সংপ্রতি অবগত হইলাম যে শ্রীযুত আনরবল উইলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে স্বদেশ গমন করিবেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকসকলে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণাভাব। অতএব শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর শ্রীলশ্রীযুত আনরবল কোম্পানি বাহাদুরের যেপর্য্যন্ত লভ্য ও এতদ্দেশীয় দীন দরিদ্র প্রজালোকের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি···।

১ দফা। যৎকালীন শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জজ মাজিস্ত্রেটীপদে নিযুক্ত ছিলেন তৎসময়ে দীন দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিজ খরচের দ্বারা তথায় এক মশাফির-খানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে প্রতিদিবস হাজার দেড় হাজার দীন দরিদ্র লোক জমা হইলে তাহারদের নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী দিতেন। আর চোর ডাকাইতেরদের এমত শাসন করিয়াছেন যে মহাজন লোকসকল আপন২ ব্যবসায়ের জিনিসপত্র লইয়া এবং মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছে।

২ দফা। যে সময় শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিম প্রদেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টীপদে নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন চোর ডাকাইতের এমত শাসন করিলেন যে তাহাতে প্রজাসকল নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল ও মহাজনসকল জিনিস-পত্র লইয়া দেশব্যাপিয়া কারবার করিতেছিল। কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত হয় নাই আর যে২ জিলার মাজিস্ত্রেটলোক তদারকের গাফিলে ছিলেন তাঁহারদের মোনাসিব দমন করিলেন।

৩ দফা। যে সময়ে জিলা কটকের সকল বিষয়ের তদারকের ও কোর্ট সরকট ও কোর্ট আপীলের কমিস্তনরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তৎকালীন রেবিনিউ মোতালকের অনেক মহল সরকারের খাসে ছিল। ঐ সকল মহল তদারক করিয়া এমতপ্রকার বন্দোবস্ত জমীদারলোকের

সহিত করিলেন যে তাহাতে সরকারের অনেক টাকা লভ্য করিলেন এবং জমীদার-লোকও তুষ্ট হইয়া বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল। আর ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকল বিনাপক্ষপাতিত্বে এমত ফয়সলা করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলই ধন্যবাদ দিতেছে। অপর দীন দরিদ্র লোকের কারণ জলেশ্বরঅবধি শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্থানে২ দশ বারটা মশাফিরখানা তৈয়ার করাইয়া প্রতিদিবস নিজ খরচের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী দিতে লাগিলেন। আর ৺ জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ যে সকল দরিদ্র লোক যাইত তাহারদিগকে অসংখ্যক টাকা প্রদান করিতেন ইহাতে দরিদ্রলোকের কিপর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন সরকারের আরো কিপর্য্যন্ত কিফাত করিয়াছেন জিলা কটকে সালিয়ানা ছয় লক্ষ মোন পাঙ্গা লবণ পোক্তান হইত। শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব-বাহাদুর তদারক করিয়া কটক জিলাকে দুই ভাগ করিলেন এক ভাগ কটক অপর ভাগ বালেশ্বর ইহাতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঘোষাল লবণপোক্তানির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর তাঁহাকে দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ১৬ লক্ষ মোন নিমক পোক্তান করাইয়া সরকারী গোলা শালিখায় চালান করিলেন। তৎকালীন এপ্রদেশে ১০০ মোন লবণ নীলামে ৫০০ টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে সাবেক পোক্তান ৬ লক্ষ মোন লবণ বাদে সালিয়ানা ১০ লক্ষ মোন লবণ বেশী পোক্তান হইয়া ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। তাহাতে সরকারের হর রকমে খরচ ১০ লক্ষ মোন লবণে ১০ লক্ষ টাকাবাদে ৪০ লক্ষ টাকা সালিয়ানা মুনাফা হইয়া ১৮২৪ সালঅবধি ১৮২৮ সালপর্য্যন্ত ৫ বৎসরে বেশী মুনাফা ২ কোটি টাকা সরকারের হইয়াছে। তৎপরে সদর বোর্ড রেবিনিউ ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি হইয়া ও আগ্রা রাজধানীর গবর্নরীপদ ধারণ করিয়া যেপ্রকার দক্ষতারূপে কর্ম্মের আঞ্জাম করিয়াছেন তাহা সকলে দেখিয়াছেন…। ইতি তাং ১৪ মার্চ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠকস্য।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

সর চার্লস মেটকাফ সাহেবের প্রতি আবেদনপত্র।—গত শুক্রবারে এতদ্দেশীয় ন্যূনাধিক দুই শত মহাশয়েরা টৌনহালে সমাগত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে আমারদের মধ্যে কএক জন মুচিখোলাতে [গার্ডেন রীচে] গমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবকে আবেদনপত্র প্রদান করেন। ঐ পত্রের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত পশ্চাৎ প্রেরণার্থ অঙ্গীকার করিলেন। ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণকর্তৃক শ্রীযুক্তের সম্মুখে পঠিত হইল। ঐ পত্রে ২৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব বরাবরেষু।—

ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল আগ্রার গবর্নরী পদ ধারণার্থ আপনকার শুভগমনোপলক্ষে কলিকাতা ও তদঞ্চলস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা অনেক সম্ভ্রম ও স্নেহসূচক পত্র আপনাকে

প্রদান করিলেন। সরকারী কার্য্যে আপনকার অতিনৈপুণ্যপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থান দেশের সৌভাগ্যপ্রযুক্ত কএক মাসপর্য্যন্ত আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উপরি পদস্থ হইয়া এইক্ষণে তাহা হইতে অবরোহণ করিলেন তথাপি ঐ অল্প কালের মধ্যে আপনকার এমত কীর্ত্তি হইয়াছে যে তাহাতে আপনকার নাম আমারদের সন্তান সন্ততিক্রমে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে। অতিযথার্থ এক ব্যবস্থার দ্বারা আপনি তাবৎ ভারতবর্ষস্থ লোকেরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে উত্তরকালে আদালতের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করা যাইবে এবং কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে তাঁহার ধন বা উচ্চপদপ্রযুক্ত মার্জন হইবে না এবং অপরাধের দণ্ড ও ক্ষমা হইতে পারিবে না। তাবৎ রাজধানীর মধ্যে একই প্রকার টাকা চালায়নের দ্বারা আমারদের দেশ বিদেশীয় বাণিজ্যের সুগম ও উন্নতিহওনের সুযোগ হইয়াছে। বঙ্গদেশে পরমিট পঞ্চত্বরা চৌকী রহিত করাতে যে রাহাদারি মাসুলের দ্বারা দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছিল সেই মাসুলের অতিজঘন্য দুঃখদ ব্যাপারসকল আপনার আমলে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যদ্যপি নিমকের এক চেটিয়া ব্যবসায় না রাখিলে সরকারী কার্য্যের খরচ যোগান ভার হয় তথাপি নীলামের দ্বারা নিমক বিক্রয় করিতে যে নানা ষড়যন্ত্র হইত এবং মহাজনেরদের হাতে এক চেটিয়ার ব্যাপার থাকাতে যে অশেষ ক্লেশ হইত তাহা মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্ষুদ্রজরা বিক্রয়ের হুকুম দেওয়াতে উঠাইয়া দিয়াছেন। অপর আপনকার আমলের যে মুখ্য কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে তাহা এই যে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপার মুক্তকরণ। আপনিই প্রথমে ঐ ব্যাপার উত্তম নির্ব্বন্ধে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আমারদের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা লাভে উৎসাহ জন্মাইয়াছেন। আপনকার শাসনসময়ের মহাকীর্ত্তি এতদ্রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম ইহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকই আপনকার বাধ্য হইয়াছেন বিশেষতঃ আমারদিগকে অতিবাধ্য করিয়াছেন যেহেতুক এইক্ষণে আমারদের যে বিষয় এবং উত্তরকালীন যে ভরসা আছে সে সকল ভারতবর্ষীয় ভূমিসম্পর্কীয়। যে বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল এবং যে পরমপরহিতৈষিতার দ্বারা এই সকল কল্প নির্ব্বাহ হইল তাহা স্বীকার না করিলে আমরা এই মহোপকারের অযোগ্য হইতাম। আমরা আরো ইহা স্মরণ করি যে এই দেশব্যতিরেকে আপনার অন্য কোন দেশ নাই এমত জ্ঞানেই আমারদের মধ্যে বহুকালাবধি বাস করিয়া আপনি অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন এবং আপনকার পদোপলক্ষে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাহা এমত বদান্যতাপূর্ব্বক বিতরণ করিয়াছেন যে ঐ সকল অর্থ কেবল চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরদের তুষ্ট্যর্থই আপনকার হস্তগত হইয়াছিল এমত বোধ হইতেছে। এবং আমারদের দেশীয় রীতি ব্যবহারের বিষয়ে এমত সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছেন যে আপনি যে দেশ শাসনার্থ আসিয়াছেন ঐ দেশ নিজেরই এমত জ্ঞান না করিলে ঈদৃশ কার্য্য সকল হইত না। অতএব আমারদের হৃদয় এমত স্নেহেতে পরিপূর্ণ আছে যে আপনার কার্য্যের দ্বারা উত্তরকালীন গতিক বিষয়ে আমারদের যে অনুভব হইতেছে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ যদ্যপি সরকারী কার্য্য গ্রহণ না করেন তথাপি আপনি যে স্থানে বাস

করিবেন সেই স্থানেই আমারদের প্রার্থনা আপনকার অনুগামিনী হইবে। যদ্যপি আপনি দেশীয় কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করেন তবে আপনকার কার্য্য দৃষ্টে আমারদের উত্তরকাল বিলক্ষণ ভরসাই জন্মিবে। অতএব আপনি এইক্ষণে অন্যতর যে কল্পনা অবলম্বন করিবেন তাহাতে এই নিশ্চয়ই জানিবেন যে যে কোটি২ লোকের প্রতিনিধি হইয়া আমরা আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারা আপনার বাধ্যতা ও স্নেহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করেন।—এতদ্দেশীয় কলিকাতা ও তদঞ্চলস্থ ভূরিশো জনানাং।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

ডবলিউ আদম সাহেব।—যে শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্য্যন্ত ছোট আদালতের এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

কলিকাতার ইস্কুলবুক সোসাইটি যে সভা এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যা বিষয়ের মহোপকারক হইয়াছেন সেই সভার সেক্রেটের শ্রীযুত পাদরি ইয়েট সাহেব ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম এমত দুঃখিত আমরা আর অন্য কোন বিষয়ে হই নাই। এই পাদরি সাহেব বাহির রাস্তার নিকটে গীর্য্যা আছে তাহার পাদরি ইনি বাঙ্গালা বিষয়ে যেমত উত্তম বিজ্ঞ এমত বিজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মধ্যে প্রায় নাই। ঐ পাদরি সাহেব বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কর্ম্মস্থানের যে রীতি নীতি এবং তদ্বিষয়ের পারিপাট্য জানিতেন এবং তাহার যে প্রকার শীলতা সর্ব্ব সমীপে নম্রতা আর স্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক বৎসর ঐ কর্ম্ম করিতেছেন ইহাতে তিনি ঐ কার্য্যে অতিনিপুণতম হইয়াছেন। ঐকর্ম্ম স্থানের মান্য মেম্বরগণ এইক্ষণে চেষ্টিত আছেন যে ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্মে তত্তুল্য মনুষ্য পাইলে ভাল হয়। এবং ঐ সভার মেম্বরগণ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া সভাকে পূর্ণা করুন কিন্তু আমরা বলিতে ভীত হই কেননা ঐ পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন। আমরা অনুমান করি যে নিম্ন লিখিত প্রকারে যদি ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্ম তিন চার জনকে বিভক্ত করিয়া দেন তবে সুলভ হইতে পারে বাঙ্গলার বিষয়ে এক জন বাঙ্গালি এবং পারশির কার্য্যে মোসলমান সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং ঔড্র দেশীয় কার্য্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত এমত অনেক মনুষ্য বলিতে পারিবেন যে এমত উত্তম বিদ্বান মনুষ্য পাওয়া অতি সুকঠিন কারণ সর্ব্বগুণান্বিত

ব্যক্তি প্রায় পাওয়া যায় না। এই প্রতিবন্ধকের আমরা উত্তর করি যে যাহার যে দেশীয় বিদ্যা তাহাতে তিনি ভাল হইবেন অতএব উত্তম রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমরা লিখিবার সময়ে শুনিলাম যে ইস্কুল বুক সোসাইটী শ্রীযুক্ত পাদরী ইয়েট সমীপে নিবেদন করিয়াছেন যেপর্য্যন্ত শ্রী পিয়ার্স সাহেব এতদ্দেশে না আইসেন সেইপর্য্যন্ত ঐ পাদরি সাহেব ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

জি এ প্রিন্সেপ সাহেবের মৃত্যু।—…জি এ প্রিন্সেপ সাহেব ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে গত মঙ্গলবার ওলাউঠারোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সাহেব প্রায় সর্ব্ব সাধারণ বালকের পরিচিত বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের অতি মান্য ছিলেন পামর কোম্পানির কুঠি দেউলিয়া হওনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া উক্ত কুঠির অংশী হইয়া ছিলেন কিন্তু অবিলম্বেই কুঠির দুরবস্থাতে পতিত হইলেন। তৎপরেই সাহেব কলিকাতা কুরিয়র পত্র সম্পাদক হইলেন এবং সাহেব যেরূপে ঐ পত্র সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করিলেন তাহাতে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎসমকালেই তিনি গবর্ণমেণ্টের খরচে অতিভারি নিমকের কারখানাতে প্রবর্ত্ত হইলেন ঐ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহেবের নিয়ত এমত এমত চেষ্টা ছিল যে অত্যল্প খরচে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করেন। এবং সাহেবের উৎসাহ গুণে ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ লভ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহেই তাঁহার অনেক সময় ক্ষেপণ হইত তৎপ্রযুক্ত উক্তপত্র সম্পাদকতা কার্য্য উপেক্ষা করিতে হইল। নিমকের কারখানা ভারি রূপে চালাইবার নিমিত্তে গত দুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ টাকার এক সমাজ স্থাপনার্থ কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কল্প করিতে২ অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া সাহেবের ইহ লোক ত্যাগ করিতে হইল।

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নিস্পৃহরূপে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা এবং সন্মান পাইবার উপযুক্ত এবং যৎকালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা লোকান্তর গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্ত্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরস্মরণের নিমিত্তে এক কীর্ত্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব যিনি বিলায়ত গমনোদ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি এতদ্দেশীয় লোক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘৃণা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ভৃত্য বর্গের দ্বারা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ

করিয়াছেন এই মহানুভব সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক সূচনা প্রথমতঃ হয় ইনিই সুশীল বিদ্বান অপর ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের সাহায্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সের বিরোধী হইয়া সহ্য করিয়াছেন যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাঁহার স্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই অদৃষ্ট বলে পূর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এতন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় বন্ধুবর্গের প্রতি অস্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাঁহারা ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ মহানুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ করুন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

পিয়র্স সাহেব।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে কলিকাতাস্থ ব্যাপটিষ্ট মিসন যন্ত্রালয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পিয়র্স সাহেব পঞ্চচত্বারিংশত্তম-বর্ষ বয়স্ক হইয়া অত্যল্পকালীন রোগোপলক্ষে পরলোক গত হন…।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৪০)

—শ্রীলশ্রীমতী বেগম শমরু বাষ্পীয় জাহাজের চাঁদাতে সহী করিয়াছেন।

(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কার্ত্তিক ১২৪০)

শরদানার বেগমের অতিবদান্যতা।—শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বারা দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে ঐ সাহেব তাঁহার নামে লণ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন যেহেতুক ঐ সোসৈটির প্রতি তাঁহার বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদার এই দান। শ্রীমতী আরো নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জমা আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০)

বেগম শমরুর দানশৌণ্ডতা।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া শরদানার একাধিপত্যরূপ রাণী বেগম শমরুর অতিদানশৌণ্ডতার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার সুদহইতে মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তাঁহারদিগকে বেতন দেওয়া চলিবে। তিনি আরো ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা যাইবে।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

শরদানা।—শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য চড়তি করিয়াছে। তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের কার্য্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়া শস্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের অনেক ক্ষতি হয় ইহা কহিয়া ব্যবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় ও পুষ্করিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে দিবা কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে কদাচ জল লইতে দিবা না। এইরূপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ সুফল দর্শিল তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শস্যের দুর্মূল্য করাতে তাঁহারদের দুর্মূল্য জল ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমরা আগামি ছয় মাসপর্য্যন্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তণ্ডুলাদি বিক্রয় করিব।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২০ মাঘ ১২৪০)

ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবরাদেশে নিশ্চিত আমেরিকা প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি।

বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করেন ঐ নগরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরস্বরূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্ব্বে বৎসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে ৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব্বে এক নর্ত্তকী ছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা ও মাতার নাম বা কোন্ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির শমরু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্ব্বদা আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না ঐ দুরাত্মা ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঠীর সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা ইহার অল্পকাল পরেই পাটনা পুনর্ব্বার লুঠ করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমে গমনকরত প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটনা হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরু এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি অসভ্য সম্ভ্রমে অতিবিরক্ত হইয়া ইউরোপে যাইবার মনস্থ

করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্যের প্রধানেরদের গোপনে জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে ধৃত হন কারণ তাহা হইলে পরিত্যাগের কারণ তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত হইবেন। অতএব তাঁহারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটী প্রস্তুত ছিল এবং তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ানুযায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের সৈন্যাদি দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এই বার্ত্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে ঐ লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমার্জ্জনী দেখান গেল ইহাতে তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক হস্তী আরোহণ করিয়া আপনি যে সৈন্যেরদের প্রমত্ত স্নেহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে সৈন্যেরা যুযুৎসব করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার শিবিরে লইয়া গেল।

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের বিষয় সকল করিতে লাগিলেন। কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ কৃষিকর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু করিতে মনোযোগ করিয়াছেন, তাহার ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তেজস্বী ও ফলবন্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সুখী ও শ্রীমান্ তিনি নিরন্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাঁহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্য স্থির ও সত্য হয়। পূর্ব্বে তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন এবং ঐ ধর্ম্মের অনেক যাজক ও কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন রাজধানীতে তিনি সেণ্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গ্রির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে তাহার মূর্ত্তি খর্ব্ব ও বর্ণ অতিশয় শুক্ল ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ্ণ কিন্তু চতুর তাঁহার হস্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও প্রশংসার উপযুক্ত।

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ঠুরাচরণ করেন তাঁহার এমত অপবাদ আছে তাহারও একটা নিষ্ঠুরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা, এক অল্পবয়ঃক্রমি দাসীকে ধূর্ত্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাঁহাকে জীয়ন্তে পুঁতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ নিষ্ঠুর আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং ঐ বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ঠুরা বেগম আপনশয্যা আনাইয়া ঐ কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক খাইয়া তদুপরি নিদ্রা গেলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বেগম শমরুর সম্পত্তি।—মিরটের দরবারে [*Meerut Observer*] লেখেন যে গত মাসের মধ্যে বেগম শমরু কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ডাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়ান্ত দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইস সাহেব বেগম শমরুর পূর্ব্ব স্বামি শমরুর কুটুম্ব। শমরু অনেক বৎসরপূর্ব্বে লোকান্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ব্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তাবৎ সরবরাহ কার্য্য ও সৈন্যাধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরু তাঁহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা হইলেন এবং ঐ সাহেব কএক বৎসরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন ঐ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার নামে দানপত্র না হইয়া তাঁহার পুত্রের নামে হইয়াছে। এবং ঐ দানপত্র ক্রমে ঐ পুত্র বেগমের সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে যে ঐ ডাইস স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে শমরু নামধারী হইবেন ঐ দান পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত পূর্ব্বকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভূম্যাদি অর্থাৎ শরদানা ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে জায়গীর আছে তাহা সন্ধিপত্রক্রমে তাঁহার মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জ্জিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে।

(২ জুলাই ১৮৩৪। ১৯ আষাঢ় ১২৪১)

বেগম শমরুর গুড়গাঁর নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা।—বেগম শমরুর দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তত্রস্থ প্রজারদের স্থানে তিনি কর অত্যন্ত শুষিয়া লইতেছেন। ইহাতে তাহারা অদৃষ্ট অশ্রুত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাদশাহপুরের আমিল কিল্লার নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ডাকাইতী হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন রাজকীয় লোকেরই মনোযোগ নাই।—দিল্লী গেজেট।

(১৪ মার্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১)

শরদানা।—অবগত হওয়া গেল শরদানার কর্ত্রী শ্রীমতী বেগম শমরু গত কএক দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাঁহার রাজকোষে যত টাকা ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের খাজানাখানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন যে ঐ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনে অর্পিত হয়। কথিত আছে যে তিনি যে টাকা প্রেরণ করেন তৎসংখ্যা ৩০।৩৫ লক্ষ টাকা হইবে তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ফরক্কাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

অবগত হওয়া গেল যে হত ফ্রেজর সাহেবের হন্তাকে যিনি ধরিয়া দিবেন তাঁহাকে পুরস্কার

দেওনার্থ দিল্লীবাসি ইউরোপীয় সাহেব লোকেরা যাহা সহী করিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্তও দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ্ পুরস্কারস্বরূপ ১২,০০০ টাকা নগদ ও বার্ষিক ৬০০ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং বেগম শমরুও ঐ হত সাহেবের প্রতি স্বীয় স্নেহ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপনার্থ ধারক ব্যক্তিকে ১০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

বেগম শমরু।—শুনা গিয়াছে যে শ্রীমতী বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিত টাকা প্রদান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে স্বীয় গির্জাঘর বা কাটিড্রল প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ও রোমান কাতোলিকমতাবলম্বিরদের নিমিত্ত এক বিদ্যালয়স্থাপনে লক্ষ টাকা এবং মিরটস্থ স্বীয় গির্জাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

সরদানা।—অবগত হওয়া গেল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব শ্রীমতী বেগম সমরুকে অত্যুত্তম সুদৃশ্য এক ছবি দিয়াছেন ঐ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জা ঘরে স্থাপিত হইয়াছে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—বেগম সমরু বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানায় রাজ্যভোগ করিয়া এইক্ষণে বার্দ্ধক্যে পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার তাবৎ ন্যস্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফাল্গুন ১২৪২)

শরদানার প্রধান গ্রিজাঘরের মধ্যবর্ত্তি কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ব্বক বেগম শমরুর সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সম্ভ্রমার্থ ৮৭ তোপ হইল। পরে তাঁহার পরিবারেরা রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে বেগম শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যল্পকালের মধ্যেই মিরট জিলান্তঃপাতি করা গেল উত্তর কালে ঐ রাজ্য ঐ জিলাভুক্তই থাকিবে। তাঁহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি এইরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পত্তি সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দানপত্রদ্বারা তাঁহার পৌত্র শ্রীযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্গুন ১২৪২)

বেগম সমরু।—শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধাস্ত্রীকে মৃতা বেগম নিত্য-কিছু২ দান করিতেন অতএব কেবল ঐ কএক জন স্ত্রীব্যতিরেকে বেগমের মৃত্যুতে প্রায় সকলই হৃষ্ট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতিনির্লজ্জতারূপেই টাকা কসিয়া লইতেন তাঁহার লোকান্তরহওয়াতে সুতরাং জমীদারেরা অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়াছেন। বেগমের ন্যূনাধিক নব্বই বৎসর বয়স্ হওয়াতে অতিবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব তাঁহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইস রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবদ্ধনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্গলা ও হস্তী উষ্ট্র অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার ন্যূন সম্পত্তি হইবে না আছে এতদতিরিক্ত গত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা ৪ টাকা সুদের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে এই সকল সম্পত্তি ডাইস শমরুর হইবে কিন্তু তিনি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক না হওনপর্য্যন্ত কেবল ঐ টাকার সুদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর। বেগম স্বীয় তাবৎ প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া যান নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০।৩০।৪০ বৎসর-পর্য্যন্ত তাঁহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাজার টাকা এবং ডাইস সাহেবের ভগিনীপতি ক্রূপ সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তাঁহার অন্য এক ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে এই সেনাপতি সাহেবকে উদাসীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্ব্বসুদ্ধ তাঁহার দানের মধ্যে উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিষ্ট তাবদ্ধন ডাইস সাহেবই পাইয়াছেন। ঐ যুব ডাইসের পিতা প্রাচীন কর্ণল ডাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্ম্মকারক ছিলেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অকৌশল হওয়াতে তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। সর্ব্বপ্রকার হাসিলসমেত বেগমের বার্ষিক রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ টাকার অধিক হইত না।

(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২)

বেগম শমরু।—মৃতা বেগম শমরুর প্রাচীন কর্ম্মকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে মানস ছিল তদ্বিষয়ক প্রস্তাব আমরা জ্ঞাত না হইয়া পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তৎপরে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মকারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দ্দ চাহিয়াছেন। অতএব আমারদের ভরসা আছে যাঁহারা বিলক্ষণ কার্য্যোপযুক্ত তাঁহারদেরই মুশাহেরা মঞ্জুর থাকিবে। অপর বেগম শমরু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া যান তাহার সুদেতে দুঃখী ব্যক্তিরদের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু যাঁহারা কেবল স্বার্থার্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গেলে পর

বেগমের চাকরীতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের ঐ টাকাতে প্রত্যাশা নাই এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন দাওয়া নাই। এইক্ষণে শ্রীযুত ডাইস শমরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন।

শ্রুত হওয়া গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহা বলিয়া দাওয়া করিয়াছেন যে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রে তাঁহার উত্তারাধিকারির অধিকার নাই কিন্তু সে রাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। এই বিবাদ নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত তাহা দিল্লীর অস্ত্রাগারে রাখা গিয়াছে। উত্তরকালীন এতদ্বিষয়ক নিষ্পত্তিবার্ত্তা শ্রবণে আমারদের লালসা আছে। [মীরাট অবজারভার]

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

বেগম শমরু।—শুনা গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে ৩০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে তদ্ব্যতিরেকে বাটী জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীই পাইবেন। কিন্তু এই বহুল সম্পত্তি যে তিনি অবিরোধে প্রাপ্ত হন এমত বোধ হয় না যেহেতুক আগ্রা আকবারের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার পিতা শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব মিরটের দেওয়ানী আদালতে ঐ বিষয়ের কিয়দংশপ্রাপণার্থ নালিস করিয়াছেন।

(১৬ এপ্রিল ১৮৩৬। ৫ বৈশাখ ১২৪৩)

মৃতা বেগমের জায়গীর।—মৃতা বেগম শমরুর অধিকারের মধ্যে বাদশাহপুরের জায়গীর গুরগাঁওস্থানে প্রতিবৎসরে মেলা হইয়া থাকে তাহাতে চতুর্দ্দিগহইতে ভূরি২ লোক সমাগত হয়। এইপর্য্যন্ত বেগমের ১০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য ও ৪ পল্টন সিপাহী ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার আমলে নানাপ্রকার অত্যাচার হইত। কিন্তু বেগম শমরুর মৃত্যুর পরঅবধি উক্ত জায়গীর কোম্পানির হস্তগত হইয়া এইক্ষণে শ্রীযুত চার্লস গবিন্স সাহেব যে জিলার কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন ঐ জিলাভুক্ত হইয়াছে। ঐ স্থানে এই মাসে যে মেলা হয় তাহাতে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা যদ্যপি অধিক জনতা হয় এবং অল্প সওয়ার ও বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকে তথাপি সাহেবের সুনিয়মপ্রযুক্ত অত্যাচার মাত্র হয় নাই।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

শীতলাদেবী।—পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তির পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গুরগাঁওর নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতে হিন্দুর বসন্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতলা দেবীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশহইতে অনুমান তীর্থযাত্রী ২ লক্ষ লোক

প্রতিবৎসরে তাঁহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং মৃতা বেগম শমরু ধর্ম্মবিষয়ক ঐ প্রবঞ্চনাতে বার্ষিক রাজস্ব বিশ ত্রিশ হাজার টাকা করিয়া পাইতেন। কিন্তু গুরগাঁওস্থান এইক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করি যে ঐ সকল অবোধ যাত্রিরদের স্থানে ঐপ্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীঘ্রই রহিত হইবে ··।—দিল্লী গেজেট।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস সম্বরের উপঢৌকন।—যে শ্রীযুত ডাইস সম্বর সাহেব মৃত বেগম শমরুর সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিল্লীর রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক রাজপরিজনেরদিগকে যে২ উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে ঐ মহাশয়ের বদান্যতাসূচক প্রমাণ সকলই অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্জন সুচারু পাঠক এক পক্ষীপ্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেগমকে মৃতা বেগম শমরুর অতিসুদৃশ্য রাজশকট ও ইঙ্গরেজী সাজসমেত চতুষ্টয় ঘোটক প্রভৃতি।

যুবরাজকে পিত্তলের তারময় শয্যাপ্রভৃতি।

যুবরাজ শালিম্‌কে অতিসুশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক যোড়া পিস্তলপ্রভৃতি।

যুবরাণীকে কলিকাতার নির্ম্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।

এবং বেগম শমরুর রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তীপ্রভৃতি শ্রীযুক্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহকে উপঢৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন। ঐ উপঢৌকন মহারাজের নিকটে প্রেরিত হইবে। তদ্ব্যতিরিক্তও বেগম শমরুর এবং স্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধুতাসূচক ভূরি২ দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন।

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

ডাইস শমরু।—শ্রীযুত ডাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্টোবর মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন। মৃতা বেগম শমরুর প্রায় অস্থাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। বাদশাহপুর জায়গীরের উপর ঐ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা ব্যতিরেকেও তিনি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। ঐ জায়গীরের নিমিত্ত তিনি ইঙ্গলণ্ডে শ্রীলশ্রীযুত বাদসাহের হজুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম সমরু আপন পৌত্র ডাইস শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইস সমরুর

পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল ডাইস গত শনিবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়া আপন পুত্রের নামে গ্রেফ্তারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তুল্য টাকার জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাঁহার তত্তুল্যেরো অধিক ৪০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত আছে।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

মহা বদান্যতা। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে পেরেণ্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাইস সমরু সাহেবও ঐ বিদ্যালয়ে তত্তুল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে কিয়ৎ-কালাবধি সুপ্রিমকোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুত ডাইস সমরু সাহেবের মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুনিয়া পয়মাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে ঐ মোকদ্দমা রফা হইয়াছে এবং ডাইস সমরু পিতার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাকা দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা বোধ করি ঐ মুশাহেরা সম্পর্কীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮। ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

কর্ণল ডাইস সাহেব।—স্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনাধিকারী হইয়াছিলেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাঁহার সহিত তদীয় পিতা কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে মোকদ্দমা হইয়াছিল এই বিষয় পাঠক মহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে। ডাইস শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া ছিল তাহা প্রাপণার্থে সুপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব মোকদ্দমা করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা এইরূপে নিষ্পত্তি হয় যে ডাইস শমরু আদালতে ৪ লক্ষ টাকা ন্যস্ত রাখিবেন তাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবনপর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ঐ বৃত্তিভোগ ছিল না তাবৎ কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়া কেবল সহীকরণের অপেক্ষা ছিল কিন্তু যে দিবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ ওলাউঠারোগে কর্ণল ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল। এই অশুভ ঘটনা অষ্টাহ হইল গত বুধবারে ঘটিল।

(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত ডাইস সমরু।—আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকের সর্দানাস্থ বেগম সমরুর পৌত্র অথচ উত্তরাধিকারি ডাইস সমরু সাহেবের বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবেক। কথিত ছিল যে ঐ বেগম মৃত্যুসময়ে উক্ত সমরুকে অন্যূন ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। ঐ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চর্লস মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক জাহাজে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তিনি ইটালি দেশে গমনপূর্ব্বক রোমনগরে অতি জাঁক জমকে বাস করিতেছেন।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭)

কলিকাতায় ভোজ।—গত ১০ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত ফ্রান্সীয় সাহেবেরা ফ্রান্সদেশে সংপ্রতি যে রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে স্বীয়২ মিত্রেরদিগকে টৌনহালেতে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন। ঐ রাজপরিবর্ত্তনের বিবরণ ইহার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি ঐ ভোজনসময়ে দুই শত সাহেব একত্র হইয়া সেই মহা-কীর্ত্তিতে যেরূপ উত্তেজনা জন্মে সেই উত্তেজনাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

রাজমহালের ভগ্নাট্টালিকা।—হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজমহালে যে কএক অট্টালিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহাহইতে কএক জন ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকখান প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যাওয়াতে আপনারদিগকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছেন। তৎস্থানের রাজবাটীর অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল দুই প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান আছে কিন্তু অসভ্য মনুষ্যেরদের দ্বারা তাহার তাদৃশ অপচয় হয় নাই। তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য এক মসজিদ আছে তাহার অন্তর্ভাগ ও মেজ্যে শ্বেতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরেতে মণ্ডিত এবং ঐ প্রস্তরোপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে। অন্য প্রকোষ্ঠ উভয়পার্শ্বমুক্ত বারাণ্ডার ন্যায় তাহার স্তম্ভ ও মেজ্যে ও ছাদ ও প্রাচীর সমুদায়ই কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরেতে নির্ম্মিত এবং অতিসুদৃশ্যপ্রকারে সংঘটিত।

খামখা কোন২ ব্যক্তি এই উত্তম অট্টালিকার মর্ম্মর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার খোদিত অক্ষরসকল তুলিয়া লওয়াতে ঐ অট্টালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে পতিত হইয়াছে।....

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথাহইতে মর্ম্মর প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক ঐ প্রস্তরের মূল্যেতে তদ্‌গ্রাহকেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ ঐ সকল প্রস্তর অট্টালিকার ছাদরক্ষক এক অঙ্গ তাহা এতদ্রূপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীঘ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে।

বেগম সমরু

D. O. Dyce Sombre

স্যর চার্লস উইলকিন্স

ওয়ার্ড

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

ভূমিকম্প।—···কলিকাতাঞ্চলে যেমন ভূমিকম্প হইয়াছিল উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তদপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। লক্ষ্ণৌহইতে আগত পত্রে লেখে যে ২৬ আগস্ত তারিখের রজনীযোগে লক্ষ্ণৌতে চারিবার ভূমিকম্প হয় প্রথমবার সূর্য্য অস্ত হওন সময়ে অপর তিনবার রাত্রি দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হয়। দুইবারের কম্পন বাষ্পীয় জাহাজের আন্দোলনের তুল্য। ঐ আন্দোলনেতে গৃহের কড়িকাঠের মড়২ শব্দ এবং লাণ্টনের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল ঘরের কার্নিসের কিয়দ্ভাগ পড়িয়া গেল। ঐ কম্পেতে বৃক্ষস্থ পক্ষি সংঘ কিচ্‌মিচ্ করিয়া ডাকিতে লাগিল এবং নগরের চতুর্দিগহইতে জনতার আল্লা আকবরও অর্থাৎ ঈশ্বর মহান্‌ও এতাবন্মাত্র শব্দ হইতে লাগিল।···

···১৮৩৩ সালের ২৭ আগস্ত তারিখের পাটনাহইতে আগত পত্রের চুম্বক এই। গত রাত্রের এগার ঘণ্টাসময়ে এই স্থানে এমত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয় যে তদ্রূপ কখন আমি দৃষ্ট ও শ্রুত নহি। চারিবার ভূমিকম্প হইল এবং ঐ কম্প এতাদৃশ প্রবল যে তাবৎ পাটনা শহর মহাতরঙ্গে দোলায়মান নৌকার ন্যায় বোধ হইল অনেক ঘর দ্বার পড়িয়া গেল এবং অন্যান্য নানা প্রকার ক্ষতি হইল। রাজা খাঁ বাহাদুরের অশ্বশালা পতিত হওয়াতে সাত অশ্ব মারা পড়িল।

শ্রীযুত কাপ্তান এলিয়াট সাহেবের বহির্দ্বার পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল। শ্রীযুত ডেকাষ্টা সাহেবের ঘর নানা স্থানে ফাটিয়া গেল এবং ঐ ঘরের কএকটা দেওয়ালগিরিও পড়িয়া যায় ইহাতে নগরস্থ লোকেরা এমত ভীত হইল যে সপরিবার বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া তাবৎ রাত্রিক্ষেপণ করিল।

১৮৩৩ সালের ২৭ আগস্ত তারিখের ছাপরাহইতে আগত পত্রে লেখে যে গত রাত্রের এগার ঘণ্টাঅবধি অরুণোদয় কালপর্য্যন্ত এই স্থানে সাতবার ভূমিকম্প হইয়াছে এবং উদয়াবধি আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত আরো চারিবার হইল। তাহাতে আমি ভীত হইয়া বাহিরে ধাবমান হইলাম প্রথমবারাবধিই শঙ্কাতে আর আমি শয়ন করিতে পারিলাম না। একবারের কম্পন চারি মিনিটব্যাপিয়া থাকিল।

দিনাজপুর জিলাহইতে আগত পত্রে লেখে যে সংপ্রতি এই স্থানে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছে কিন্তু গত ২৬ তারিখের যে প্রকার ভূমিকম্প এমত আমার জ্ঞানগোচরে হয় নাই। ঘরের তাবৎ পাখা ও দেওয়ালগিরি ও কুঠরীস্থ তাবদ্দ্র‍ব্যাদি এককালে কম্পান্বিত হইল কিন্তু গত মাসের ভূমিকম্পে যাদৃশ শব্দ হইয়াছিল তাদৃশ শব্দ এইবারের কম্পনে হয় নাই এবং তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই আরো একবার তদপেক্ষা অধিক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া তিন মিনিটপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিল।

মুঙ্গেরহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে লেখে যে ঐ স্থানে অত্যন্ত দুর্ঘটনা হইয়াছে বিশেষতঃ ২৬ তারিখের অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টাঅবধি ২৭ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে আট

ঘণ্টাপর্য্যন্ত ইতিমধ্যে ত্রিশবারের ন্যূন নহে ভূমিকম্প হয় তাহাতে কোন২ বারের কম্প এমত প্রবল যে তাহাতে অনেক উত্তম২ ঘর বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য অপকারও হইল। মুঙ্গেরের তাবল্লোক ভীত হইয়া ঐ রাত্রি বাহিরে ছিল।

অপর পুরণিয়াহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে লেখে ২৬ তারিখের বৈকালের পাঁচ ঘণ্টাঅবধি পর দিবসের প্রাতঃকালে আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত দশবার ভূমিকম্প হয়। তৃতীয় বারের কম্প ২৬ তারিখের রাত্রি এগার ঘণ্টার আঠার মিনিট পূর্ব্বে হয় ঐ বারের কম্পই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এমত প্রবল যে তাহাতে পক্ষিসকল আপনারদের বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। মনুষ্যেরা পদভরে দাঁড়াইতে পারিল না এবং পশুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এই কম্পেতে অনেক পুরাতন গৃহের ভিত্তি পড়িয়া গেল এবং একখান ঘরের একাংশ একেবারে বসিয়া গেল।

আরাহইতে ঐ তারিখের আগত পত্রে লেখে যে গতরাত্রে ঐ স্থানে দুইবার ভূমিকম্প হয় দ্বিতীয় কম্প প্রাথমিকাপেক্ষা প্রবল। আরম্ভ সময়ে কেবল কিঞ্চিন্মাত্র দুলিতে লাগিল কিন্তু ক্রমশো বৃদ্ধি হইয়া অতিভয়ানক কম্প হইতে লাগিল এবং বোধ হইল যে মৃত্তিকার নীচে মেঘ গর্জনের ন্যায় গড়২ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। দ্বার ও খিড়কী এবং মেজইত্যাদি কাঠরা জিনিস অত্যন্ত দোলায়মান হইল অনেক প্রাচীর পড়িয়া গেল অনেক ছাদ পড়িয়া গেল। ভয়ে সকলই রাস্তায় ধাবমান হইয়া কম্পিত কলেবর হইল।

বারাণসহইতে ঐ তারিখের পত্রে লেখে যে সেই স্থানে ঐ দিবসে তিনবার ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং আল্লাহাবাদেরও তত্তুল্য সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩০ ভাদ্র ১২৪০)

ভূমিকম্প।—নেপালের উপত্যকা ভূম্যন্তর্গত কাটমাণ্ডু স্থানে গত ২৬ আগস্ত তারিখের রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অতি দারুণ এক ভূমিকম্প হয় তাহাতে তত্রস্থ আট দশ হাজার ঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনুমান হয় উপত্যকা ভূমির সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে। ঐ উপত্যকা ভূমির সীমান্তরের পূর্ব্বদিগেও অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। কম্পের বেগ উত্তর পশ্চিম দিগহইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগ দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার আন্দোলনেতে স্থাবর সকল উর্দ্ধ ও অধোগত হইল।

দিল্লী নগরেও ভূমিকম্পের আতিশয্য হইয়াছিল কিন্তু কাটমাণ্ডুর তুল্য নহে।

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

ভূমিকম্প।—নেপালহইতে পুনশ্চ সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে তীব্বদ্দেশে লাসাস্থানে গত আগস্ত মাসে অতিদারুণ ভূমিকম্প হইয়া নিবাসি ব্যক্তিরদের প্রাণ ধন এবং অট্টালিকাদির

যেমন অপচয় হইয়াছে তদ্রূপ অন্যত্র হয় নাই। শুনা যাইতেছে ঐ ভূমিকম্পের তাবদ্বৃত্তান্ত আসিয়াটিক সোসৈটির জর্ণলে প্রকাশ পাইবে।

(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২)

বেলুন।—গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পালকি নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাঁহারা বেলুন যন্ত্রে আকাশে গমন অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্য্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত আছে কিন্তু উর্দ্ধে উঠিয়া কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা কহেন এসকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রাবর্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন পূর্ব্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌন্সেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্যকার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবুদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠহইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫)

বেলুন।—সকলই অবগত আছেন যে রাবটসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে বেলুন যন্ত্রের দ্বারা প্রথম উর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিন খান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১৫ ফাল্গুন ১২৪৩)

কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখ্যা।—পোলীসের স্থপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব কলিকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন॥

কলিকাতা ১ জানুআরি ১৮৩৭ সাল।			স্ত্রী পুরুষ।
ইংলণ্ড জাত	...	...	৩১৩৮
খ্রিষ্টীয়ান	...	...	৪৭৪৬
পোর্ত্তুগালজাত	...	...	৩১৮১
ফ্রান্সদেশীয়	...	...	১৬০
চীনদেশীয়	...	...	৩৬২
আরমানি	...	...	৬৩৬
য়িহুদি	...	...	৩৬০
পশ্চিমদেশীয় মোসলমান	...	...	২৬৬৭৭
বঙ্গদেশীয় মোসলমান	...	...	৪৫৬৭
পশ্চিমাহিন্দু	...	...	১৭৩৩৩
বাঙ্গালিহিন্দু	...	...	১২৩৩১৮
মোগল	...	...	৫২৭
পারসি জাতি	...	...	৪০
আরব	...	...	৩৫১
মোগ	...	...	৬৮৩
মান্দ্রাজি	...	...	৫৫
বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান	...	...	৪৯
নীচজাতি	...	...	১৯০৮৪
			২২৯৭১৪
ইহার মধ্যে পুরুষ		১৪৪৯১১	
স্ত্রীলোক		৮৪৮০৩	
পাকাবাড়ী		...	১৪৬২৩
খোলার ঘর		...	২০৩০৪
খড়ুয়া ঘর		...	৩০৫৬৭
			৬৫৪৯৪
পোলীস সম্পর্কীয়		...	১৩৫৮

কিন্তু খিদিরপুর মুচিখোলা শিবপুর হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাস্তার পূর্ব্বাংশ এই সকল স্থানের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে নহে।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

কলিকাতার মৃগয়ু।—মৃগয়া কার্য্যানুরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান সাহেব ও অন্যান্য কএক জন সাহেবেরা কুক্কুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সংপ্রতি শ্যামপুকুরেরদিগে ব্যাঘ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে একটা চিতাবাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব কুক্কুর লইয়া অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুক্কুরেরা দুইটা শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহারদিগকে মারিয়া ফেলিল কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অতিবৃহৎ চিতা বাঘ তাঁহার অতিনিকটে ঝাঁপটা মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তাবল্লোক ঐ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে অনেক দূরপর্য্যন্ত গেল কিন্তু পরে অতিগ্রীষ্মপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব কলিকাতায় যে ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঐ ব্যাঘ্রের অন্বেষণার্থ যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

...এইক্ষণে এ স্থানেতে পূর্ব্বাপেক্ষা রোগের হ্রাস হইয়াছে তাহা যে২ লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রবাস করিতেছেন তাঁহারা উত্তম জানেন এইরূপ পীড়া হ্রাস হইবার তিন কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে লাটরি কমিটি নগরের স্থান শোধন করিয়াছে—দ্বিতীয় কারণ এই যে বৈদ্যক শাস্ত্রের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৃতীয় কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা সকলে পরিমিত আহার ব্যবহার করিয়া থাকে এতদ্দেশে উষ্ণ বায়ুতে অনেক ব্যামোহ জন্মে বটে কিন্তু তথাপি তাহার বৃদ্ধির কারণ নষ্ট করিতে পারিলে তাহা করিয়া ব্যাধির আক্রোশ সহিবার কোন আবশ্যক নাই এবং স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মেতেও তাহা বৃদ্ধি করিলে মূঢ়তা প্রকাশ হয় অতএব রোগবিষয়ক বর্ণনা কেবল নগরের অবস্থা ও লোকের নীতিবিষয়ের আলোচনা যদ্যপি আমরা সকল বিষয়ের উত্তম ব্যবহার করি তবে স্থান শোধন ও বুদ্ধির বৃদ্ধি সমতাতে চলিবে নূতন২ রাস্তা নির্ম্মাণ কিম্বা বন জঙ্গল ছেদ কিম্বা পুষ্করিণী বদ্ধ কিম্বা জল নির্গত হইবার পথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কর্ম্ম করাই কেবল শ্রেয় নহে কিন্তু হিন্দুদিগকে এমত কর্ম্মের আদর করিতেও শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক তাহা হইলে তাহারা আমারদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেক। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলেই ইহা হইতে পারিবেক বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেই লোকে ইউরোপীয় শাস্ত্রের

গুণ বুঝিয়া তাহা দিবসিক কর্ম্মে ব্যবহার করিতে পারিবেক হিন্দুরদিগকে পাণ্ডিত্যতে বিখ্যাতকরণ আমারদিগের মানস নহে কিন্তু তাঁহারদের বুদ্ধিদ্বারা কোন উপকারক কর্ম্ম মিথ্যা সমারোহব্যতীত করিতে চাহি তাঁহারদিগকে তর্ক বিদ্যা শিক্ষাইতে আমারদিগের ইচ্ছা নাই কিন্তু সামান্য বিষয়ে তাঁহারদিগের বৃদ্ধি করিয়া আপনারদিগের হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাহি যেন তাঁহারা স্বদেশের কুশলবিষয়ক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে কিন্তু আপনারদিগের কার্য্য দর্শন করাইয়া এই উপদেশ দিতে হইবেক হিন্দু লোকেরা শিক্ষাতে অনুরক্ত বটেন কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের ন্যায় তাঁহারদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন শক্তি কিম্বা সাহস নাই অতএব এ সকল আমারদিগকে করিতে হইবেক পরে তাঁহারা কেবল আমারদিগের কর্ম্ম দেখিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

আর যে২ কর্ম্ম শোধন সকলেই স্বীকার করেন যে কর্ত্তব্য কিন্তু অনেক দিন গত হইলেও নির্ব্বাহ করেন সে কর্ম্মসকল সম্পন্ন করা আমারদিগের আবশ্যক তদ্বিষয়ে বৃথা বাক্য উল্লেখ করিলে কিছু হইবেক না উপকথাতে যে বিদেশির বার্ত্তা আছে অর্থাৎ সে নদীর তীরে জল শুষ্ক হইলে পদব্রজে পার হইবেক এমত আশাতে দণ্ডায়মান ছিল আমরাও ঐ বিদেশির তুল্য কেননা আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও মনোযোগ করিয়া অনেক কর্ম্ম আরম্ভ করি কিন্তু শীঘ্র আমারদিগের মনোযোগের পতন হয়।...জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

দ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।—পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে কএক বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্ব্বতীয় ধাঙ্গড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যরূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে ১০০ স্ত্রী লোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলণ্ডদেশে পার্লিমেণ্টে আন্দোলন হওয়াতে তাঁহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং ঐ দোষ যথার্থও বটে যেহেতুক ঐ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত লোভ দেখাইয়া তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহারা প্রায় কিছুই পায় না যে দফাদারেরা তাহারদিগকে যোটাইয়া দেয় তাহারা ঐ বেতনের চারি অংশের তিন অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহারা পলাইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্যকতা হওয়াতে দফাদার কলিকাতা শহরের মধ্যে যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের মধ্যে অত্যল্প স্ত্রী ঐ কুলিরদের বিবাহিতা কিন্তু অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্যালয়ের ত্যাজ্য দুর্ভাগারা।

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম ৪ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবা না তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদারেরা দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যূনতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তৎপ্রযুক্ত বাণিজ্যকারি সাহেবেরদের সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক আছি অতএব পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্ত্তা প্রেরণ করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।...১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্ব্বে বরহি ও চুটিয়া ও কাচারি ও বারওঞা ও দরঙ্গি রাজা এ পঞ্চ রাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ রাজার স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্দ্রবীর্য্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ইন্দ্রবর প্রসাদাৎ সৈন্যাহরণ পূর্ব্বক যুদ্ধাক্রান্তে আসিয়া শকাব্দা ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুর্দ্ধদেব প্রতাপ সিংহের আমল পর্য্যন্ত ৫ রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামপৃষ্ঠ রত্নপৃষ্ঠ ভদ্রপৃষ্ঠ সৌমারপৃষ্ঠ চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাহুর মতে বিনা করে মহানন্দেতে সুপ্রতুল ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই মতেই ১৭০৯ শকপর্য্যন্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট লোকেরা দৌরাত্ম্য করণেতে মহারাজ গৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্ব্বক কর্ণওয়ালিস কামাণ্ডিন সাহেবকে সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়া দুষ্ট দুর্ম্মুখ মটক লোককে তাড়িত করিয়া রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর সিংহ ও চন্দ্রকান্ত সিংহ এ তিন রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুরেব প্রসাদাৎ সুখেতে রাজভোগ করেন মহামন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি ডাঙ্গরিয়া দিগপাল বং মুলুক শাসন রাখেন তাহার কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে ব্রহ্ম রাজার সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্য্যন্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত তস্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্তীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ

যুবাদের ৺রের কাছে নিয়ত প্রার্থনা রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও দীপ্তি সতত বৃদ্ধি করুন…। শ্রীমণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে কৃতকার্য্যতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাসূচক এক পত্র অর্পণ করণের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করণার্থ বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টা সময়ে পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েদের কর্তৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা আহূত হইয়াছেন।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর। নবকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকিঙ্কর পালিত। রামরত্ন রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষ্মীনাথ মল্লিক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী। মানক জী রষ্টমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ দেব। কানাইলাল ঠাকুর। গোপাল ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়।

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল। ১৮৩০ সাল।

জানুআরি ৩। দোআবের নূতন খাল কাটান সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে প্রথম যমুনা নদীর জল প্রবেশিত হয়।

৪। পামর কোম্পানির কুঠীর দেউলিয়া হওনের সম্বাদ রাষ্ট্র হয়।

৫। শ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১১। বিসপের কালেজে যে সাধারণ ছাত্রেরা পড়িতে পাইবেন এতৎসম্বাদ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আপ্রিল ৪। ধর্ম্মসভার অষ্টম বৈঠক হয় তাহাতে এই দুই নিয়ম হয় প্রথম সতীবিষয়ক আরজী শুদ্ধকরণার্থ ইংগ্লণ্ডীয় কোন একজন সাহেবকে অর্পিত হয় দ্বিতীয় হিন্দুর ধর্ম্মের নিন্দা যে সম্বাদপত্রে বা পুস্তকে হয় তাহা চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্যতিরেকে অন্য কেহ পাঠ করিতে পারিবেন না।

১৩। ফ্রি ইস্কুলে একটা নূতন গিরজা ঘরের সূত্রপাত হয়।

মাই ৪। এতদ্দেশীয় ঔরসজাত ব্যক্তিরদের দরখাস্ত শ্রীযুত উইন সাহেব পার্লিমেণ্টে দরপেশ করেন।

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭)

জুলাই ৫। কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়িরা টৌনহালে এক বৈঠক করিয়া কলিকাতা ত্রেড আসোসিএসননামক সমাজ স্থাপন করেন।

সেপ্টেম্বর ১৭। এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাসকর্তৃক নির্ম্মিত হাটখোলার এক নূতন ঘাট সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে খোলা হয়।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

১৮৩১ সালের বর্ষফল—

জানুআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় কেপে পঁহুছেন।

মার্চ, ৮। রাজা বৈদ্যনাথ রায় হস্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুক্ত হন।

জুলাই, ২। মারকুইস লান্সডৌন সাহেব ভারতবর্ষস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিব বটে কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই।

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জাঘরের গাঁথনি সমাপ্ত হয়।

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার সমাজ স্থাপিত হয় [সংস্কৃত] কালেজের পূর্ব্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ তাহার সেক্রেটরী হন।

বঙ্গদেশে এতদ্দেশীয় তুলা ও রেশমী বস্ত্রব্যবসায়ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ড ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরব হয়। তাঁহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তত্তদ্বস্তুর মাসুলবিষয়ে ইঙ্গলণ্ডদেশজাত তত্তদ্বস্তুর তুল্য হয়।

জুলাই, ২৮। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে ও জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের আন্দোলন হয়।

আগস্ত, ৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পত্র এই নামধারি এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে সাহেবেরা আপনারদের অবস্থা এবং কোম্পানি বাহাদুরের রাজ শাসনে এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন।

সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাঁহার মিত্রেরা হিন্দু ধর্ম্মে অত্যন্ত অসম্মত।

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়।

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদমা হইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

দিসেম্বর, ২৬। ইষ্টিণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলাওঠা রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত।

(১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ১, ৮ মাঘ ১২৩৯)

১৮৩২ সালের বর্ষফল—

মে, ৪। মৃত মার্‌কুইস হেষ্টিং সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক প্রান্তে স্থাপিত হয়।

জুন, ১৪। কলিকাতাশহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযুত পাদরী ডপ সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অত্যুত্তম পাঠশালা স্থাপন হয়। তাহাতে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা পারস্য ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।

সেপ্তেম্বর, ৯। সর্ব্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলৎজঙ্গ মুরশিদাবাদে পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা খাঁ অনেককালপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন।

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

নবেম্বর, ২৭। উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌত্র মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর একত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক হইয়া কলিকাতায় লোকান্তর গত হন। তাঁহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুত্রমাত্র আছেন।

দিসেম্বর, ১২। কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্র কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দ্বারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে।

(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪। ২২ পৌষ ১২৪০)

১৮৩৩ সালের বর্ষফল। [ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত।]

২ জানুআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় এক গাড়ু প্রদান করেন।

৫ জানুআরি। মাকিণ্টস কোং দেউলিয়া হন।

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবর্নর্ হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয়।

১৮ জুন। শিশু ছাত্রেরদের নিমিত্ত এক পাঠশালাস্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবের বাটীতে এক বৈঠক হয়।

২৭ জুলাই। বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন।

১৩ সেপ্তেম্বর। এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাবল্লোকের একটা জ্বর রোগ হয়।

২১ সেপ্তেম্বর। ডেপুটি কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন।

৭ অক্তোবর। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন।

ঐ তারিখে দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন।

২৫ নবেম্বর। ফার্গিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া হয়।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল।—

বৈশাখ।—...শ্রীযুত সি গ্রাণ্ট সাহেব চিত্রকর ডাং কারবিন কৃত ইণ্ডিয়া রিবিনিউতে বিজ্ঞ২ সাহেবদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ৺দয়ালচাঁদ আঢ্যের স্বজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। শ্রীযুত ডাং ওসেনেসি ও শ্রীযুত ডাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন। ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রাবল্য হয়।...সন্দিগ্ধ রাজা প্রতাপচন্দ্রের রাণীরদিগের সমভিব্যাহারে সাক্ষাতার্থ বর্দ্ধমানে গমন...খালের মাসুল হ্রাস হয়।

জ্যৈষ্ঠ।—...পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রকাশ হয়।

শ্রাবণ।—খিদিরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয়। হিন্দুকালেজে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা নামক সভাসংস্থাপন হয়।..শিমুল্যাস্থ শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটীতে কতিপয় যুবা কর্ত্তৃক এক সভা সংস্থাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা দেওনারম্ভ হয়। বর্দ্ধমানস্থ দামোদর নদ ভগ্ন হইয়া দেশে জলপ্লাবিত হয়।..সদর দেওয়ানীর একজন বিচারক হালহেড সাহেবের মৃত্যু।...

ভাদ্র।—শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রবোধ উজ্জ্বল নামে এক সভা সংস্থাপিত হয়।...চাঁপাতলায় প্রবোধ কৌমুদী নামে এক সভা হয়।

আশ্বিন।—···বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে ঐ পল্লিস্থ এবং চাঁপা তলাস্থ বাবুগণ কর্ত্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয়।

কার্ত্তিক।—শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্যের ওরিএণ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দানারম্ভ হয়।···কিনু রায় কোং দেউলিয়া হয়। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে যোড়া সাঁকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয়।···

অগ্রহায়ণ।···রাজ কার্য্যে ব্যবহৃত পারস্য শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহারোপযোগী শব্দে এক অভিধান শ্রীযুত বাবু নীলকমল মুস্তোফী প্রকাশ করেন।·· কর্ত্রনা অবধি মণিপুর পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা নির্ম্মাণারম্ভ হয়।

পৌষ।—···গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন।

মাঘ।—শিল্প কর্ম্মের প্রাচুর্য্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত হয়। শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহীর মৃত্যু ও তাঁহার শ্রাদ্ধ সমারোহে নির্ব্বাহ।

চৈত্র।—···সদর দেওয়ানী হইতে আজ্ঞা হয় যে সমস্ত রাজধানীর বাণিজ্য কার্য্যকারকেরা ষ্টাম্পে খাতা করিবেন। অপরাধি ব্যক্তিরা আপনারদের পক্ষীয় আপত্তি কোর্টে উকীল দ্বারা দর্শাইতে পারিবে এমত ব্যবস্থা হয়। ডব সাহেবের পাঠশালাস্থ এক বালক খ্রীষ্টিয়ান হওয়াতে তথাহইতে অনেক যুবা পাঠত্যাগ করে।···কোর্ট আফ ডৈরেকটর হইতে আজ্ঞা কলিকাতায় আইসে যে ভারতবর্ষের যে২ দেবালয়ের করাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক অধ্যক্ষতা করেন তাহা হইতে বিরত হন।···

—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

পরিশিষ্ট

'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে সঙ্কলিত

'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের চারি বৎসর পরে, 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতার ২৬ নং কলুটোলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা দ্বিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়। ১২৩৭-৩৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে বর্ত্তমান পরিশিষ্টটি সংকলন করা সম্ভব হইল।

শিক্ষা

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস হইতেছে ইহাতে তচ্ছাস্ত্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমোরকাদি নানা দেশের পূর্ব্বকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং তদ্দেশীয় পর্ব্বত নদ্যাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাজারদিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্য্যন্ত আর কোন অধিকারে কোন২ তীর্থ পর্ব্বত নদী ইত্যাদি বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় রচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন এবং অদ্যাপিও আছেন ইহা বোধ হইতে পারে আর নদী পর্ব্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার আবশ্যকতা বটে কিন্তু আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু আছে কিম্বা ছিল ইহা উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে পারি এক্ষণে ইডুকেশিয়ান্ কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব যিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক ছিলেন তৎ কর্ম্মহইতে সংপ্রতি বহিস্কৃত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে 'ইষ্টইণ্ডিয়েন' নামক এক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবেন—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু।—৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকাতে আমি এক পত্র লিখিয়া ছিলাম তাহার তাৎপর্য্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল হইয়াছে

তাহাতে বালকেরা বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে ঐ পত্রিকাবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তৎপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে—

"পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত বিদ্যালয়ের বিশেষানুসন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালকদিগের রীতি নীতি স্বভাবজাতি বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন তবে তদ্বিষয়ে বিবেচনার আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রেরা যদি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি না হন তবে তদুল্লেখে হিন্দুদিগের প্রয়োজনাভাব মাত্র।"

উত্তর ঐ পাঠশালার মধ্যে বালকেরা কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহা বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখি নাই স্থূল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদ্‌রি ডব সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের অধিপতি এবং শ্রীযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্ত্বাবধারক এবং সেখানে ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের বালকেরা পাঠার্থী হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী বিশেষে পুস্তকাদির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্যই হয় যে সকল বালকের অত্যল্প পাঠ তাহাদিগকে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা ঐ পাঠ শ্রবণ করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়া চিত্ত স্থির করণ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক ইহার অন্যথা হইলে সে বালক দণ্ডার্হ হয়—কস্যচিৎ যোড়াসাঁকোনিবাসিনঃ।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়।—অনেকেই অবগত আছেন এতন্নগরে গরান হাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্‌টেল সিমিনরি নামক এক ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ব্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঢ্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাঁহার অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে আঢ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সন্তান পাঠার্থী হইলে ঐ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাঁহার ধার্ম্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ধাম্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় বিজ্ঞবর সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রূপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়া অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ঐ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়—

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।—

ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয়।
এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায়॥
ঐ * * শুন বিবরণ।
ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন॥
স্থাপক তাহার হন আঢ্য মহাশয়।
নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায়॥
সুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ।
উক্ত শ * * বিদ্যা তাঁদের আছয়ে অশেষ॥
তার মধ্যে * * * *ল নামে একজন।
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ॥
প্রথম * * * শ্রেণী তাঁহার অধীন
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন॥
ঐ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়।
বিলক্ষণ উচ্চার* * * *র শুনা যায়॥
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ।
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ॥
প্রেনটেল * * তিনি সুবিখ্যাত অতি
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুমতি॥
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাঁহার অধীনে।
তাঁর অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২॥
পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ।
সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন॥
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তার কাছে
তাহাতেই তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে॥
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ।
এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন॥
অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয়॥
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম্ম হইবে বিদ্বান॥

আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়।
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ॥
সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ।
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন ॥

কস্যচিৎ পত্র প্রেরকস্য।

আমরা···পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধার্ম্মিক এবং বালকগণের যাহাতে সুরীতি হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আছে।

সাহিত্য

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন।—এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকর্ত্তৃক বিবিধ বুধ মনোরঞ্জক শব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভঞ্জক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদ্‌গ্রন্থালব্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত স্ববুদ্ধ্যনুসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ ঋষিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের রূঢ়ি যৌগিক বিশেষে অকারাদি ক্ষকারান্ত সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক এতৎ সংগ্রহে পর্য্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন বিশেষের সহিত নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক যথা অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্নিবোধক শব্দ সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্মা ও বায়ু ইত্যাদি কিন্তু বকারদ্বয়ের বিশেষ চিহ্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাশয়েরা উক্তাক্ষর দ্বয়ের ভেদ করিতে লেখেন তাহা অবশ্য করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্ত্তৃক বিবেচনাপূর্ব্বক সংশোধনানন্তর উত্তম প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদর্থ শ্রীরামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্বারা চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়া চর্ম্মাদি সহ বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রন্থের পরিসর অর্দ্ধতা পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্যাদি রচনাবিষয়ে যে উপকার তাহা এতদ্‌গ্রন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের এবং সংগ্রহকারের নাম নিম্নভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ানুকূল্য মূল্য নিরূপণে অসমর্থ অনুমান ন্যূনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১০ দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিন্নান্য

ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মূল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন অনুগ্রহপূর্ব্বক চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ের স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানন্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি—

পণ্ডিতত্রয়নামানি

শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার
শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার নিবাস বহুবাজার
শ্রীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার

সংগ্রহকারস্যনাম

শ্রীচৈতন্যচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাজার

(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।—পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে যাঁহার আবশ্যক হয় ঐ যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন—

পুস্তক		মূল্য
কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী	—	৬
ভগবদ্গীতা	—	৫
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী	—	৩
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা	—	৩
জয়দেব	—	৩
অন্নদামঙ্গল	—	৪
বিদ্যাসুন্দর	—	২
চন্দ্রকান্ত	—	২
চন্দ্রবংশোদয়	—	২
দণ্ডিপর্ব্ব	—	৩
হাতেমতাই	—	৪
তুতিনামা	—	২
উষাহরণ	—	২
সারদামঙ্গল	—	১।০
দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী	—	১
দায়ভাগ	—	২
দ্রব্যগুণ	—	২
জ্যোতিষ	—	১

কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক	—	১
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	—	২
নলদময়ন্তী উপাখ্যান	—	১
রত্নমালা	—	৩
রাসপঞ্চাধ্যায়	—	২
চোরপঞ্চাশিক	—	২
কবিতা রত্নাকর	—	৩
পার্সি ও ইংরাজী ডেক্সনরি	—	৬
হিতোপদেশ	—	৩॥০
রোগান্তকসার	—	২
বেতালপঞ্চবিংশতি	—	২
ন্যায়দর্শন	—	৩
কলিকাতা কমলালয়	—	১
নববাবু বিলাস	—	১
দূতী বিলাস	—	২
পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগ সার মাধব সুলোচনা উপাখ্যান	—	১
আনন্দলহরী	—	১
বিদগ্ধমুখমণ্ডল	—	।০
রসমঞ্জরী	—	॥০
প্রাচীন পদ্যাবলী	—	॥০
তীর্থ কৈবল্য দায়ক	—	।০
আদিরস	—	।০
সংসার সার	—	॥০
লক্ষ্মীচরিত্র	—	।০
চাণক্য শ্লোক	—	⁄০
শঙ্করী গীতা	—	॥০
মহিম্নঃস্তব	—	॥০
শ্রীমতী রাধিকার সহস্রনাম	—	॥০
গঙ্গারস্তোত্র	—	।০

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভাদ্র ১২৩৮)

পুস্তক বিক্রয়।...

পুস্তক		মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতসার	—	৬॥৹
বত্রিশ সিংহাসন	—	৩
মাধবসুলোচনার উপাখ্যান	—	১
১২৩৮ সালের পঞ্জিকা	—	১
জ্ঞানকৌমুদী	—	৩
ভগবতী গীতা	—	২
মাধবমালতীর উপাখ্যান	—	৩

(১২ মে ১৮৩১। ৩০ বৈশাখ ১২৩৮)

বর্ত্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহা লোকোপকার বটে কিন্তু তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজমা অর্থাৎ ভাষান্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্‌ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ ছাত্রেরা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ কোন২ গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শ্রবণে বাঞ্ছা হইত তজ্জন্য কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহবা তত্ব করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইতেন ভাষা হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তুত করাইবার প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রান্ত সাহেব লোকেরা মন্বাদি শাস্ত্রের কোন২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনার্হ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন—

এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক কৃত উক্তাভিধানের টীকা পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া মুদ্রিত করিব। অপর মনু কুল্লুক ভট্টের টীকা সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টীকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া মুদ্রিত করণে উদ্যোগ করিতেছি অপর মনু স্মৃতির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের ন্যায় প্রস্তুত হইবেক...।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩১। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮)

আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ।—বিজ্ঞবর মহাশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে আরেবিয়ান নাইট্‌স এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরঞ্জক এবং উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা গিয়াছে আর চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক। উক্ত পুস্তক যাঁহার২ লওনেচ্ছা হয় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই যন্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক—

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮)

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্ মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি ৺মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাঁণ তোষণী ক্রিয়াম্বুধি শব্দাম্বুধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি শব্দকল্পদ্রুম নামক এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ হইয়াছে আর এঁক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই…। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর পাষণ্ডপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন আসাম বুরুঞ্জি নামক এক গ্রন্থ * *।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রিফার্ম্মর।—এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্ম্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে যে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফার্ম্মর পত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই এতৎ প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান এবং ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বারা দূর হইবেক এবং এক্ষণে

যেপ্রকার সুশিক্ষা হইতেছে ইহারো ফল দর্শিবেক তাহা হইলেই এতদ্দেশীয় প্রশংসনীয় পাত্র হইবেন—

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাকিলে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমরা এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই সংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধারা বর্ত্ম এবং পার্সি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাদুরের পরলোক হইলে রাজকুমারের দিগের মধ্যে যাঁহারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারেরা ঐ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় সুশিক্ষিত হইবেন এমত ভার তাঁহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি ঐ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়া থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ্যা প্রকাশ করা অপূর্ব্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না যাহা হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ধাম প্রচার করিলে তাঁহার বিষয়ে আমরা লেখনীকে ক্লেশ দিতাম না—

(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—

বাঙ্গালা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে—

এই অপূর্ব্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচরপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

আমরা গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক…।

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * * * সমাচারের মর্ম্ম এবং অবিকল প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার টা বাঙ্গালা সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাঁহাকে ১২ বার টাকা দিতে হয় ইহা যদি দুই টাকায় পাওয়া যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন হইবেক

তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে না কেন না প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে দুইতা করিয়া প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ১৬ তা কাগজের ন্যূনে সম্পূর্ণ হইবেক না…।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভাদ্র ১২৩৮)

রত্নাকর।—গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি…।

(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮)

নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।—হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইণ্ডিয়ান ইষ্টনামক পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ড্রোজু সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় পত্র দ্বারা * * বিবাদ করিয়া * * *।

সমাজ

(৪ নবেম্বর ১৮৩০। ২০ কার্ত্তিক ১২৩৭)

দ্বিজরাজের খেদোক্তিঃ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাকর শুন মহাশয়।
নিবেদন করি কিছু মনের আশয়॥
ব্রহ্মকুলোদ্ভব হই দ্বিজরাজ নাম।
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজধাম॥
পরিচয় দিনু এবে মনোদুঃখ শুন।
কহিতে২ দুঃখ হইবে দ্বিগুণ॥
প্রথম বয়সে হই হরিপরায়ণ।
তিলক তুলসী কণ্ঠী করিয়া ধারণ॥
হরি বলে ফিরি গলে বান্ধি শালগ্রাম।
দেশে২ ভ্রমিলাম ছাড়ি নিজগ্রাম॥
ধন বিনা মান নাই বিশেষ বুঝিয়া।
কেমনে পাইব ধন না পাই ভাবিয়া॥
পাইলাম উপদেশ পারশী পড়িতে।
বহু শ্রম করিলাম তদর্থ বুঝিতে॥

যখন যবন বিদ্যা হইল উপার্জ্জন।
কুল ধর্ম্ম কর্ম্ম সব করি বিসর্জন ॥
ছিড়িলাম কণ্ঠী আর না করি তিলক।
শালগ্রাম লোড়া বুঝি গুরু প্রতারক ॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি ত্যজি যবন আচার।
করি সদা মনে ভাল বাসি সে বিচার ॥
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কব কি বিশেষ।
মহরমে বুক কুটি পরি কালা বেশ ॥
যবনী প্রয়িসী গর্ব্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল ॥
পরে দেখি এ বিদ্যায় নাহি হয় ধন।
শিক্ষিতে ইংরাজী বিদ্যা রত হল মন ॥
কোন খ্রীষ্টীয়ান দয়া করি অতিশয়।
শিক্ষাইল নানা বিদ্যা যাতে জ্ঞান হয় ॥
ক্রমে২ জানিলাম ক্রাইষ্ট মহাশয়।
করিতে পারেন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ॥
ইহাতে যবন ধর্ম্মে হইল অনাদর।
বিশেষ কহিতে তার হইবে বিস্তর ॥
মাহামুদ জ্ঞান হইল উটের রক্ষক।
মৌলবি মওলনা আদি সব প্রতারক ॥
জানিয়া সে ধর্ম্ম তেজি না মানি কোরান
সে আচার মধ্যে রইল খানা পরিধান ॥
খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে স্থির করিলাম মন।
হেন কালে হইল কিছু ধন উপার্জ্জন ॥
তাহার বিশেষ ভাই লেখা মত নয়।
পরে কি হইল তাহা শুন মহাশয় ॥
আসিয়া মিলিল এক দ্বিজ সুপণ্ডিত।
বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনি হইনু বাধিত ॥
কিছু কাল তাঁর কাছে শুনিয়া বিশেষ।
ক্রাইষ্ট প্রতি অতিশয় হইল দ্বেষ ॥
পরেতে হিবরু শাস্ত্রে পাইলাম মর্ম্ম।
যেমনে হইল জন্ম আর তাঁর কর্ম্ম ॥

হায় কি খেদের কথা কোন্ পথে যাব।
কারে জিজ্ঞাসিব হেন গুরু কোথা পাব॥
বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত।
পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত॥
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব।
আপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব॥
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা।
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্রণা॥
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই।
পূরিবে বাসনা তার সন্দেহত নাই॥
মনভ্রমে কয়েছিনু অবশ্য যাইব।
বিবাহের কথা কএ পাঞ্জা দেখাইব॥
সেই ব্যক্তি ঐ উক্তি রাষ্ট্র করি দিল।
লজ্জা ভয়ে ভীত হয়ে যাইতে হইল॥
কিন্তু কেমনেতে যাব হইতেছে ভয়।
সুবৃদ্ধ হয়েছি যদি পথে মৃত্যু হয়॥
ধন জন পরিবার সব হেতা আছে।
একাকি সেখানে গিয়া রব কার কাছে॥
যদ্যপি পৃথক থাকি পরিবার ছাড়ি।
তথাচ দেখিতে পাই পুত্র আদিবাড়ি॥
স্বদেশীয় বহুজন স্বজনসজ্জন।
সুখে সুখী হয় দুঃখে করয়ে ক্রন্দন॥
সেথা ওষ্ঠে প্রাণ এলে কে বলিবে আহা।
হায়২ কি হইবে কে শুনিবে তাহা॥
কি আর কহিব মনে কত আছে খেদ।
সবার সহিত এবে হইল বিচ্ছেদ॥
সকলের স্থানে আমি হইনু বিদায়।
সুখে থাক সবে আর নাহি কোন দায়॥

(৮ নবেম্বর ১৮৩০। ২৪ কার্ত্তিক ১২৩৭)

দ্বিজরাজের খেদোক্তির শেষঃ।

আমার দুঃখের এই শেষ পরিচ্ছেদ।
জানাইব সর্ব্বজনে হয়েছে যে খেদ।
ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনীরমণী।
পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয়বাদিনী॥
তার গর্ব্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা।
আমার নয়ন তারা রূপে গুণে ধন্যা॥
প্রথম পক্ষের পুত্রে তারা সমর্পিয়া।
কহিলাম গুণবতী কর শিক্ষা দিয়া॥
সে জন সুজন বড় পিতৃ আজ্ঞামত।
শিক্ষাইল নানাগুণ জানিত সে যত॥
উভয়ের গুণ শুনে শ্রবণ আর মন।
প্রতিক্ষণে সুখী হয় শুন সর্ব্বজন॥
এমন সন্তান আর সন্ততি যাহার।
বুঝহ কেমন হয় জননী তাহার॥
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল।
কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল॥
মহাজলে রাজ মার্গে নাহি সুখলেশ।
বুঝিবে চতুর সব তাহার বিশেষ॥
কুমার্গের ভয় মোর হয় সদা মনে।
কেবল হোসেন আলি যাবে সে কারণে॥
এ সকল মনস্তাপ যে দোষে ঘটিল।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিতে হইল॥
দেব দ্বিজ দ্বেষ আমি করিয়াছি যত।
তার প্রতিফল বুঝি হয় শাস্ত্রমত॥
দেশহইতে দূর হওয়া সামান্য ত নয়।
শহর বদল ভাই আর কারে কয়॥
অতি অপরাধি জনে জাহাজে পাঠায়।
হিন্দুর জাহাজে যাওয়া অতিশয় দায়॥
অবশ্য কহিবে লোকে পাপের এ ফল।
আমিও স্বীকার করি দণ্ড এ সকল॥

অতি উৎকট পাপ ফলে এই জন্মে।
আমি কি যাইতে চাহি নিয়ে যায় ধর্ম্মে ॥
কেন নাহি বাঞ্ছা হয় বারাণসী যাই।
বৃন্দাবনে যেতে দেখ অভিলাষ নাই ॥
যদি ডোর কৌপীন লয়ে তথা কুঞ্জ করি।
সুখে বাস করে যদি ভজিতাম হরি ॥
অথবা মুণ্ডন করি হইতাম দণ্ডী।
তবে এ সকল পাপে কেন হব দণ্ডী ॥
অতএব পাপ ভাগ অবশ্য কহিব।
ধর্ম্মের এসব কর্ম্ম আমি কি করিব ॥
এখন তোমরা মনে এই ভাব ভাই।
এতদিনে দেশহইতে গেল রে বালাই ॥
যাহা হউক এই এক সখ মনে আছে।
উইলের হুন পাওনা আছে যার কাছে ॥
সে সকল বুঝে লব কড়ায় গণ্ডায়।
এই মাত্র সুখ ভাই হইবে পাঞ্জায় ॥
এ সকল স্বপ্ন কথা জানিবা নিশ্চয়।
আপনার খেদকথা দ্বিজরাজ কয়।

(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। কেননা পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে নানা প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য শ্রীযুত

বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্ত্তমান এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক করে না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুৎসদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ইহাঁরা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইহাঁরা কেহ আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম অমান্য করেন নাই এবং নিষ্কর্ম্মান্বিত কখন নহেন ইহাঁরদিগের মধ্যে কেহ গ্রন্থকর্ত্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেস্তাদার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাবতেই প্রায় বিশ্বস্ত কর্ম্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন—

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না তৎ প্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না—

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের আহারের সংস্থান আছে পিত্রাদি বর্ত্তমান তাঁহারা স্নেহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথা করিতেছেন না কিন্তু ইহারদিগের দশা পরে কি হইবেক বলা যায় না অনুমান করি আধুনিক খ্রীষ্টীয়ানদিগের দশা প্রাপ্ত হইবেক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন ইশুখ্রীষ্ট ভজিবার যখন প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে খ্রীষ্টীয়ান হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্ত্যাশায় কএকজন ইতরজাতি মজিয়া ছিল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহবা দরয়ান কেহবা খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাস্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব ঐ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাঁহারা স্বয়ং পারেন অথবা রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর করুন—

পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারম্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন না কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোঁড়ার কথা লিখিয়া চন্দ্রিকার অর্দ্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার আবশ্যক কি—

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহা হয় তাহার অন্যথা করিতে কে পারে ইহা শাস্ত্র লিখিত আছে—

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা করিলে এমত লিখিতেন না অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর করিয়া কেহ ব্যাঘ্রাগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা যত্ন করিবেক তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে যত্ন কর্ত্তার দোষাভাব—

অপর শাস্ত্রে আছে ম্লেচ্ছদিগকে ভগবান মূর্চ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইতে হয় না—

(৫ মে ১৮৩১ । ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

...কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি দেবার্চনা এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অনুপকার ইত্যাদি লেখা তাঁহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা ঐ লেখকেরা মুখে যাহা কহেন সে প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্যক কি যেহেতু সংসার নির্ব্বাহার্থে অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত গোয়ালা ভারি ইত্যাদি ঐসকল লোক মধ্যে উক্ত দুই জন। যাহার যে কর্ম্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্য করিবার আবশ্যক কি ইত্যাদি সবলোটী লবলোটী কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কুশলাদি এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মও করিয়া ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রে স্তব করেন। ইহা দেখিতে শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্ত্তমান আছেন তিনি উর্ডিং ফুর্ডিং করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাঁহার বাপ মান্য করেন এবং তাঁহার মাতা তাঁহার কল্যাণে সর্ব্বদা উপবাস করণ পূর্ব্বক ৺ ষষ্ঠী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পূজা করান অপর তাঁহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রী উক্ত কর্ম্মের অন্যথা করিতে পারেন না অতএব হিন্দু ধর্ম্মে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন ঐ লেখকেরা ইহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

(৯ মে ১৮৩১ । ২৭.বৈশাখ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—গত ৫৮৬ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত

হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধাৰ্ম্মিক অথচ ইংলণ্ডীয় ভাষায় ভাল বিদ্বান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত আছেন এবং ধৰ্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট তাহা কেনা জানেন পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযুত বাবু শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ ও স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে।

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্ম্ম দ্বেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ হওয়া দূরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়া ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় লিখিয়াছেন আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহা লিখি কেহবা দশ কেহবা ষোল টাকা বেতনে উকীল অথবা দরজীর বাটীতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়া দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমভাবে বাক্য কহিবায় ও অভিবাদন দ্বারা মর্য্যাদার লাঘব করিবাতে তাঁহারা রাগত হইয়া অমর্য্যাদা করণ পূৰ্ব্বক দূর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়না হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই যেহেতু মহাশয় নাস্তিকতা দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়া বারম্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ॥ কস্যচিৎ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণঃ।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

…এক্ষণে নূতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রাম বাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূৰ্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্ত্তমান নাস্তিক ও অহংব্রহ্ম জানামি এবং স্বধৰ্ম্ম ত্যাগিরদের কুকৰ্ম্ম ভয়ে সাধু স্বধৰ্ম্ম পালক মহাশয়রা যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের সদুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না…।
৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রী ম, বি,।

(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮)

কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু।—আমরা মহাদুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি রাজা রামচাঁদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জ্বর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এই অশুভ সম্বাদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি সুজন এবং উদার চরিত্র ব্যয়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার ঐ এক পুত্রমাত্র বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই অনুমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক—

(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮)

বাবু হরসুন্দর দত্তের মৃত্যু।—আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরের হাটখোলা নিবাসী বিখ্যাত বংশোদ্ভব বাবু হরসুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ তীর নীরে, অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ যাটি বৎসর হইবেক ইঁহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু দত্ত বাবু অতি সুশীল এবং ধার্ম্মিক অবিরোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন প্রকারে অন্যথা করেন নাই এবং তাবতের সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল ঐ বাবুর অনুরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই—

(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু—

গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আফ দি ধর্ম্মসভা ইতি স্বাক্ষরিত * * * * * যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য তরজমা করিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন—

শ্রীযুত জানবুল সম্পাদক মহাশয়। আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া থাকিবেন ঐ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্তি দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাঁহার নাম বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাহস ও ধর্ম্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি—

ভাক্ততার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার প্রীত্যর্থে ইষ্টইণ্ডিয়ানেরা টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা যাঁহারা তৎ সুখাস্বাদনে নিবারিত হন ঐ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নূতন সমাচার পত্র প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি—

(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আষাঢ় ১২৩৮)

প্রতাপাদিত্য বংশ্য।—পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।—* * কালীনাথ বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী রামকান্ত রায় পূর্ব্বের গবরনর জেনরল বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ম্মে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকান্ত মুন্সী নামে খ্যাত হইলেন তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইহাঁর পরিচয় আমি আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয় * * প্রতাপাদিত্যের বংশ্য হন তবে তদবধি কালীনাথ বাবু পর্য্যন্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে প্রতাপাদিত্য নির্ব্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভঞ্জন হয়।

(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮)

অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জ্বরের প্রাদুর্ভাব * * তিন দিবসের * * ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া * *

সংপ্রতি তাদৃশ এক ক্ষুদ্র জ্বর রুদ্র অবতারের ন্যায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি ঐ ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্তু যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর জর্জ্জরীভূত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শত২ যষ্টি মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়াছে—

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ। তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু যাঁহার দিগের নিকট ঐ লেখকেরা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সকল লেখককে হিন্দুর দ্বেষি ভিন্ন জানেন না এবং হিন্দু সকল তাঁহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন না যেহেতু তাঁহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি যে দোষ দিয়াছেন তাহা সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিথিসেবা সদাব্রত ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে ঐ লেখককে কি বলিব তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছিল সে টাকা কোন্ দেশের লোক দিয়াছেন—

অপর সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা বিষয়ে যে সমাজ আছে তদ্দারা অবগত হইলেই জানিতে পারিবেন যে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা কত ধন তদ্বিষয়ে দান করিয়াছেন। অপিচ সতীর বিষয় যথাশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য যাঁহার যাহা সাধ্য তাহাই দেন

ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ বা যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক ধনী আছেন যে এক জনে ঐ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আনুকূল্য করিতে পারেন—

ঐ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনা নিমিত্ত কোন উপায় করেন নাই। উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেননা হিন্দু কালেজে মনোযোগ করাতে বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে যদি বল বাঙ্গালা লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যল্প ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে২ এক২ পাঠশালা আছে পরন্তু সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে কি না তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মোপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয়া থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাঁহারা চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাঁহারাই দান পাত্রাগ্রগণ্য হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যধিকারিরা অনেকেই তাঁহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি ঐ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত হয় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্ছা হয় তৎকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয়।

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ৬ মে জানবুল পত্রে কোন মহানুভাব কলনিযেসিয়ান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ স্থানে বসতিকরণপূর্ব্বক যদ্যপি কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি করে তাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্ত্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজেরা দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল সুপ্রিমকোর্ট পোলিস ইত্যাদিতে সিংহস্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্বল্যমান বসিয়া থাকাতেও এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোরা লোকের দৌরাত্ম্য সর্ব্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান না যে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেশীয় লোকেরা টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে সুতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাম্র বর্ণ ব্যাঘ্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কৃষকাদির দয়া হইতে পারে না বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্ব্বদাই মত্ত এতদ্দেশীয় তত্তুল্য লোকও তাহারদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করিতে পারে না যেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতো দীন অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা এতদ্দেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার সুতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কর্ম্ম পাইবে না… ।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৮ ভাদ্র ১২৩৮)

জলপথে চৌকীদারের উৎপাত।—শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু। আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণা হইয়াছে এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্রু পূর্ব্বে ছিল বোম্বেটীয়া নামক ডাকাইত। মেং ব্লাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের বংশ ধ্বংস হইয়াছে তৎপরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা শ্রীযুত মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীযুত কাং ষ্টীল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে রোগের উপশম হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাঁহারা * * * * বলোকন পূর্ব্বক চৌকীর পান্সি ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার তল্লাসি বলিয়া দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ বেআইন মাস্থল লইতে পারে না এবং অন্যায় করিয়া দুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে কিন্তু মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্নগর হইতে অনুমান লক্ষ লোক বাটী যাইবেক কেঁহ দুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাঁচ দিনের পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক ইত্যাদি। তাহারা বাটী গমনকালে জোয়ারভাটা * * * * রাত্রি দিন কিছুই বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীঘ্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় চৌকীওয়ালারা বাগ্ড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবেরা অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাঁহারা ইহার বিশেষ বিবেচনা করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না * * পুর প্রভৃতি স্থান হইতে বস্ত্রা * * * আনিতে পারে গমন * * * দ্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ স্থপারি খদির পিত্তল কাঁসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের সাজ সিন্দুর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাস্থল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত নাই উত্তর তাহাও করিয়া দেখিয়াছি রওয়ানা জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবেরা ইহার সদুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্লীগ্রাম নিবাসী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পূজার সময়ে চৌকীর পান্সি-ওয়ালারদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের স্থপারিষ চিটী লইয়া যাইবে তাহার উদ্‌যোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবেরা আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি—কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি ভুক্তজনস্য।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে সঙ্কলিত

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রতি পূর্ণিমায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১০ জুন ১৮৩৫। ইহার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন—হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা প্রথম বর্ষের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ১ম-৬ষ্ঠ ও ১০ম সংখ্যা দেখিয়াছি; তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

শিক্ষা

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

সংস্কৃত কালেজ।—কিয়দ্দিবস গত হইল শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকর্তৃক সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধ্যর্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরদিগের পত্রের প্রত্যুত্তরস্বরূপে এক আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে যে ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাসম্পাদনতার কোন প্রয়োজন নাই আমরা ঐ সম্বাদ অবগত মাত্রই হরিষে বিষাদান্বিত হইয়া আত্যন্তিকোৎকণ্ঠিত পূর্ব্বক সজল নয়নে অনাথার ন্যায় রোদনবদনে দেশাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্ট সদনে অধোলিখিত বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে সচেষ্টিত হইলাম কারণ শ্রীযুতের এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে যে সংস্কৃত কালেজে ভবিষ্যন্নিযুক্ত ছাত্রেরা বেতন পাইবেন না এবং কোন পণ্ডিত তাঁহার পদচ্যুত হইলেও সে পদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন না ঐ পদ একেবারে উতখাতন করিবেন এতাদৃশ আজ্ঞাদ্বারা অনুমান হয় যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থায়িত্ব সম্ভাবন হইয়াছে কেননা এই বিদ্যা মন্দিরে যে সকল ছাত্রেরা নিযুক্ত হন তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই বিদেশী ও দরিদ্র সুতরাং উপজীবিকাভাবে তাহারা নগরস্থায়ি হইতে অপারক পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শক্য হইবেন না যেসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বালকেরা দূরদেশ হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নার্থে এতন্মহানগরে আগমন করেন তাঁহারা যদ্যপি অন্যান্য ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন তাহাতে তদধ্যাপক নিজহইতে ঐ ছাত্রের জীবিকা দানপূর্ব্বক স্বীয় চতুষ্পাঠী স্থায়ি করিয়া তাহাকে শাস্ত্রাধ্যাপন করান অতএব দীন ও দূরদেশস্থ বালকেরা এতন্মহানগরে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যোপার্জ্জন করেন এমত সম্ভাবনা কোনমতে হয় না বিশেষত এক্ষণে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে বুঝি কোন বালক প্রবিষ্ট হইবেন না এবং যে সকল বালকেরা বর্ত্তমানাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাঁহারদিগের নিয়মানুসারে পাঠ সমাপ্তি হইলে কমিটীর সাহেবেরদিগের এক সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে নির্গত হইবেন অথবা যদ্যপি কোন পণ্ডিতের পদ পুনঃ স্থাপন না হয় তবে অত্যল্পকাল মধ্যে বিদ্যামন্দির শূন্য হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার ঐ পদ শূন্য হইলে অন্য এক পণ্ডিত ঐ শূন্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতের পদশূন্য হইলেও অন্যান্য লোক সেই২

পদে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে যে ঐ স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকের পদশূন্য হওয়াতে অন্য কোন লোক সে পদে পুনঃ স্থাপিত হইল না তাহাতে তদধ্যায়ি ছাত্রের-দিগের যে প্রকার মনোদুঃখ হইয়াছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না এবং তদধ্যেতব্য বালকেরাও আত্যন্তিক নিরাশান্বিত হইয়া অত্যল্পকাল বিলম্বে নির্গত হইবেন ইহাতে বোধ হয় যে তদনন্তরে ঐ বিদ্যালয়ের অর্দ্ধ সংখ্যক বালক হীন হইবেক তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ন্যূন দেখিয়া পণ্ডিতেরদিগের ২।১ পদশূন্য হইতে পারিবেক কিম্বা তাঁহারাও প্রায় সকলি প্রাচীন অতএব এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার চিরস্থায়িত্ব নষ্ট হইতে পারিবেক।

যথা শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং। শনৈর্ধর্ম্ম চ কর্ম্মাচ এতে পঞ্চশনৈঃ শনৈঃ।

অতএব সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে আমরা যে প্রকার নিবেদন করিতেছি ইহাতে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন বিশেষ উপায় দ্বারা ইহা রক্ষা না করেন তবে অবশেষে আমারদিগের বক্তব্য সকল বিষয় মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন কিন্তু এমত হইলে অত্যন্ত খেদের বিষয় তজ্জন্য আমরা শ্রীলশ্রীযুত সমীপে এই প্রার্থনা করি যে এই সংস্কৃত কালেজের বিষয়ে কিঞ্চিত সুদৃষ্টিপাত করেন কেননা তাঁহারদিগের মহোদ্যোগের দ্বারা যে এই সংস্কৃত বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে এমত বিদ্যা মন্দির এতদ্দেশীয়ের দিগের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া অতিকঠিন এবং নিজকোষ হইতে বেতন দেওয়াতে কখন সক্ষম হইবেন না এতাদৃশ প্রশংসনীয় গুরুতর ভারগ্রহণে রাজা অস্বীকৃত হইলে প্রজারা কখনই অন্য ভাবাক্রান্ত হইতে পারে না এবং ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের যে যশোভাণ্ডার এতন্নগরে ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্নি সংলগ্নদ্বারা ভস্মসাৎ করা [তা]হারদিগের কি অন্যায় বোধ হয় না এবং প্রজারদিগের যৎকিঞ্চিৎ সাহসস্বরূপ যে আশ্বাস আছে তাহাও এই সমভিব্যাহারে তদগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা কি ভস্মসাৎকরণ বিধান হয় না এমত করিলে এই মহানগরের বিশেষ অমঙ্গল হইতে পারিবেক।

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

নূতন বৈদ্যক পাঠশালা।—গত ৯ জ্যৈষ্ঠ সোমবারে শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব ইংরাজি ভাষায় বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যেতব্য ছাত্রেরদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিলেন ঐ উপদেশ বিলক্ষণরূপে এতদ্দেশীয় বালকেরা শ্রবণ করিলেন অনুভব হইল যে তৎকালে বর্ত্তমান দুই তিন জন যুবা ব্যতিরিক্ত তাবতেই লভ্য জ্ঞানে শ্রবণ করিলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেবের উপদেশ দ্বারা তাহার নিপুণতা ও বিশিষ্ট বিবেচনায় প্রতীত হইল যে ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎকালে মঙ্গল হইবে এমত বিবেচনা করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। আমরা ঐকান্তিক চিত্তে ভরসা করি যে তিনি এবং তাঁহার সাহায্যকারী শ্রীযুত ডাক্তর গুডিভ্ সাহেব বালকের দিগের আলাপ দ্বারা তাহার দিগের উৎসাহ ও কর্ম্ম

নৈপুণ্য জন্য পুরস্কার দিতে পারেন। উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীল-শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর এক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন ঐ অট্টালিকায় কেবল ছাত্রেরদিগের ইংরাজি বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন হইবেক।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

হিন্দু কালেজ।—...শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব যিনি লিটেরেরি গেজেটির সম্পাদক তিনি ৫০০ মুদ্রা মাসিক বেতনে শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন॥

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

হিন্দু ফ্রি স্কুলের সভা।—এতন্মহানগর মধ্যে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামক যে এক বিদ্যালয় আছে অর্থাৎ বিনা বেতনে হিন্দু বালকদিগের ইংলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যয়নার্থ হিন্দু কালেজস্থ কোন যুবা কর্ত্তৃক যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণ জনগণের বালকদিগের বিদ্যাভ্যাস করাইবার প্রয়াসে স্থাপিত হয়, এবং ব্যয়ও ন্যূন ছিল না, কিন্তু এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয়ও তদ্রূপ বাহুল্য হইয়াছে, এজন্যে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বিবেচনা করিয়া এক নূতন নিয়ম স্থির করণান্তঃকরণে গত ১৮ শ্রাবণ রবিবার বেলা ৪ দণ্ডের সময় উক্ত বিদ্যালয়স্থিত ছাত্রদিগের পিতা বা পালককর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মৃজাপুরের ১২২ সংখ্যক ভবনে উক্ত বিদ্যালয়ে এক সভা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যথা রীত্যনুসারে তৎসভায় গাত্রোত্থান করিয়া প্রথম এই প্রস্তাব করিলেন যে "এই বিদ্যালয় আমি প্রথম স্থাপন করি এবং এপর্য্যন্ত অনায়াসেই সাচ্ছল্য পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি দিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে নির্দ্ধারিত মুদ্রা হইতে নির্ব্বাহ হইবার ত্রুটি হয়, এজন্যে মহাশয় দিগের নিকট প্রার্থনা করি, যে সকলে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যাহাতে এ বিষয় সমভাব থাকে এমত করুন" তাহাতে উক্তাধ্যক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ে সকলে মনোযোগ করিয়া পৃথক বালক প্রতি ।০ চারি আনা মাসিক বেতন স্থির করিলেন, তৎপরে ঐ সভাস্থ শ্রীযুত মিডিল্‌টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সেন এতদুভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া অনেক বক্তৃতা দ্বারা হিতোপদেশ দর্শাইলেন, এজন্য তন্মহাশয়দ্বয়কে উক্ত সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিরা ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রশংসা করণানন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

আমি এবিষয়ে উক্ত বাবুকে এই প্রশংসা করি যে তিনি যাহা মানস করিয়া সম্পূর্ণ করিলেন তাহা অতি সুখজনক হইয়াছে, কারণ এরূপ না করিয়া যদ্যপি ঐ নিয়মিত ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপিত রাখিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ত্রুটি হইত, অতএব ।০ চারি আনা বেতন নির্দ্ধারিত করাতে কেহ বিরুদ্ধ ভাবেন এমত সম্ভব হয় না।

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার পূর্ণিমা)

ঢাকায় ইংরাজি পাঠশালা।—ইংলিসমেন সম্বাদ পত্রে এক জন পত্র প্রেরক দ্বারা অবগত

হওয়া গেল যে কলিকাতার সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধ্যর্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরা ঢাকা সহরে ইংরাজি বিদ্যাধ্যয়ন কারণ এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যয় নিমিত্ত প্রতিমাসে ৫০০ পঞ্চশত মুদ্রা দান করিবেন। ঐ বিদ্যা মন্দির স্থাপন নিমিত্ত স্থান ক্রয় বা ভাড়া করণার্থ তৎপ্রদেশীয়দিগের নিকটে চাঁদা দ্বারা মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কথিত এলাকার শ্রীযুত একটীং কমিস্যনর সাহেবেরা তথাকার লোকের দিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত পাঠশালায় তৎপ্রদেশীয়দের নীতিবিদ্যা ও জ্ঞানোদয় অত্যুত্তম রূপে হইতে পারিবেক যাহা হউক শ্রীযুত দিগের কৃপাবলোকনে এতদ্দেশীয় লোকের দিগের ক্রমেতে উপকার দর্শিতেছে কেননা বিদ্যা দান বিষয়ে ইঁহারা যাদৃগ্ যত্নবান তাদৃগ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২)

রাজ্যশাসন॥—……ইংলণ্ডাধিপতির অধিকারের একাংশে বঙ্গপ্রদেশ মধ্যে যে কতেক-গুলিন হিন্দু প্রজারা স্ব২ ধর্ম্ম প্রতিপালন নিমিত্ত সর্ব্বদা সযত্ন আছেন সে হতভাগ্য দিগের প্রতি ভূপতির দৃক্‌পাত কিছুমাত্র নাই যেহেতু কালবশতঃ দ্বিতীয় কাল স্বরূপ মিসিনরি দলপতিরা এতদ্দেশে আসিয়া হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশে অনায়াসে দেশ বিদেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন ও অনেকানেক লোককে তৎ পথাবলম্বী করিয়াছেন এবং কি প্রকারে একেবারে এদেশস্থ সমস্ত মনুষ্যদিগকে কুহকে ফেলিয়া তাহারদিগের জাতি ধ্বংস করিবেন তাহাতেই অবিরত অভিরত আছেন—

অতএব এতদ্বিষয়ে যদ্যপি রাজ্যাধিপতির মনোযোগ থাকিত তবে মিসিনরিদিগের পরম সহায় থাকিলেও সহসা এতাদৃশ দুঃসাহসিক কর্ম্মে উৎসাহপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতে পারিত না।—

দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের ধর্ম্মনাশের প্রধান কারণ এই দৃষ্ট হইতেছে যে এক্ষণে ধনোপার্জ্জন নিমিত্ত সর্ব্বত্রীয় জনগণ প্রায় আপন আপন ভাষার দুর্দশা করিয়া স্বীয়২ বালকদিগকে কেবল ইংলণ্ড দেশীয় বিদ্যাধ্যয়ন করণে প্রবর্ত্ত করান, সুতরাং ঐ সকল বালক শিশুকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে যদ্যপি সৌহার্দ্দ্য ভাবে তদ্বিদ্যাস্বাদনে কাল যাপন করে এবং আপনারদিগের ভাষান্তর্গত ইতিহাসাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত থাকে তবে তদ্ধর্ম্মমতাবলম্বী হইবে তাহাতে অসম্ভব কি দেখ বনের পক্ষিকে ধৃত করিয়া ক্রমাগত অবিরত পড়াইতে২ তাহারদিগের স্বজাতীয় রব বিস্মৃত হইয়া অনায়াসেই রাধাকৃষ্ণাদি নাম বলিয়া তৎপ্রতি পালকের মনস্কাম পূর্ণ করে। অতএব যদ্যপি শ্রীশ্রীযুত এমত আজ্ঞা প্রচলিত করেন যে পৃথক্২ দেশে স্বদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত রাখিয়া তত্তদ্ভাষা ও রাজ ভাষায় সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন হয় তাহাতে ধর্ম্ম হানি কোন মতে হইতে পারে না—

সাহিত্য

(৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

গত ১৮ ফাল্গুণ চন্দ্রিকার ক, খ স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরকের প্রতি

তৎ পত্রপ্রেরক মহাশয় উক্ত দিবসীয় চন্দ্রিকা পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম। যেহেতু তন্মহাশয় প্রথমতঃ লেখেন যে এপ্রদেশে যে কএক খান সংবাদ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তাহা মাসিকই বা হউক অথবা সাপ্তাহিক হউক সেসকল কেবল ইংরাজী সংবাদ পত্রের নকল অবশ্যই মানিতে হইবেক। তজ্জন্য ইংরাজী সংবাদ লিখিত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা সংবাদ লেখাই কর্ত্তব্য উত্তর "অস্মদ্দেশে পূর্ব্বতন কালে ছাপাযন্ত্রের অনুশীলন ছিল না বটে, এবং তদ্দ্বারা উপকার বোধ করিয়া ইংরাজ রাজ্যাধিপতিরা এ প্রদেশে চলিত করিয়াছেন তাহাও যথার্থ, এবং ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে অস্মদাদির মহোপকার হইতেছে ইহাও অবশ্যস্বীকার করিতেছি, তাহাতে ঐ যন্ত্রের দ্বারা যাহা উপকার বোধ হয় তাহা করিয়া স্বকার্য্য সাধন করাই কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে ঐ ধারা এতদ্দেশীয় রীতি ও বিদ্যাভাষার উন্নতি হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহারদিগের রীতি গ্রহণ করিয়া আপনারদিগের সহিত সংস্রব করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে, তৎপ্রমাণ দেখ বিজ্ঞানুবিজ্ঞ শ্রীযুত ধর্ম্মসভা সম্পাদক মহাশয় ছাপাযন্ত্রের দ্বারা সাহায্য জানিয়া যেসকল পুরাণাদি মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন সেসমস্ত পুরাতন ধারানুসারে তুলাৎ কাগজে পুস্তকাকৃতিই করিতেছেন, অতএব ইংরাজদিগের রীতি গ্রহণ করাতে প্রয়োজন কি" লেখক মহাশয় যদ্যপি কহেন যে একটা সামান্য সংবাদ পত্রের সহিত পুরাণাদির তুলনা করিবার কি প্রয়োজন, উত্তর। লেখক মহাশয় এমত জ্ঞান করিবেন না যে আমারদিগের এতৎপত্র কেবল খবরের কাগজ, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে প্রায় সমস্তই খবরের কাগজের বিপরীত যেহেতু যাহাতে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীদুর্গামাহাত্ম্য ও পদার্থপ্রবোধ নানা প্রকার হিতোপদেশ সদোপদেশ প্রভৃতি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে কি খবরের কাগজ বলা যায়, তবে লোকের মনরঞ্জনার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র, যদ্যপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে অবশ্যই একটা সপ্তাহিক কিম্বা অর্দ্ধ সপ্তাহে সমাচার পত্র প্রকাশ করিয়া ইংরাজি কাগজের নকল করিতাম। অতএব এবিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক কথা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য, যাহা হউক তাঁহার মতানুসারে ইংরাজী রীতি গ্রহণ করিবার আমারদিগের কিছুই আবশ্যক করে না।

(১০ জুলাই ১৮৩৫। ২৭ আষাঢ় ১২৪২)

জ্ঞানান্বেষণ প্রতি।—জ্ঞানান্বেষণ নামক যে এক সমাচার পত্র হিন্দুধর্ম্ম বিপক্ষে প্রচার হইয়া থাকে, তৎসম্পাদক অস্মৎ প্রকাশিত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়া

আষাঢ়স্য চতুর্থ দিবসীয় স্বীয়পত্রে হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে উপহাস ইতিহাস সহিত সপ্রমাণ দিয়া শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক ও অস্মৎপ্রতি যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমরা কিছু মাত্র কহিতে ইচ্ছুক নহি, যেহেতু হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনাশ হয় এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষায় ঐ পত্রের সৃষ্টি হইয়া জন্মাবধি ইষ্ট দেবতাদির নিন্দা ও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষতা অশেষতঃ প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ যিনি হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া পিতৃ পুরুষাদির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি।...

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা)

ভক্তিসূচক।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিসূচক নামক এক সাপ্তাহিক নূতন পত্রের সৃষ্টি হইয়া প্রতি বুধবাসরে প্রকাশ হইতেছে তৎপত্র সম্পাদকের অভিপ্রায় আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন কেননা তন্মহাশয়ের বাসনা যে সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তির আলোচনা উৎকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সুদুস্কর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ করণ মনন করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি মহাপুরাণান্তর্গত বচন রচনামৃত বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে যাহা হউক উক্ত সম্পাদক যে এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে অস্মদ্দেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করিলাম।

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২)

ইংরাজী নূতন সংবাদ পত্র।—কিয়দ্দিবস হইল "পোর্ট ফোলিও" নামক ইংলণ্ডীয় ভাষায় এক নূতন পুস্তকাকৃতি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শুক্রবাসরে প্রকাশারব্ধ হইয়াছে, এই পত্রের মর্ম্ম যে ইংলণ্ড দেশে অনেকানেক প্রকার মাসিক পুস্তক হইয়া থাকে সেই সকল পত্রের সার সংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়, যাহা হউক ঐ পত্র যদ্যপিও আমারদিগের ধর্ম্মের বিপক্ষ বটে তথাচ উপকারক বোধ করিতে হইবেক কেননা ইংলণ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন এতন্নগরে দুষ্প্রাপ্য যদ্যপিও প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ব্যয় অনেক হয় অতএব ইহা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বোধে উক্ত সম্পাদক যে একমুদ্রা মূল্যে প্রকাশ করিতেছেন ইহা এতদ্দেশীয় মনুষ্য দিগের আহ্লাদজনক বটে—

(৫ নবেম্বর ১৮৩৫। ২০ কার্ত্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

ইংরাজী নূতন সংবাদ পত্র উদিত।—হিন্দুকালেজের কতিপয় প্রধান ছাত্রেরা 'হিন্দু

পাইনিয়র' নামক এক মাসীক পত্র প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, দৃষ্ট হইল যে এই পত্রের রচনা অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।

(১০ জুলাই ১৮৩৫। ২৭ আষাঢ় ১২৪২)

বঙ্গ ভাষা আলোচনা॥—...হিন্দুবালকেরা যদ্যপি অগ্রে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পরে অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যা সাধন করেন, তবে পরমোপায় এই, যে তাঁহারা কখন স্বধর্ম্ম প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইংরাজ লোক এতদ্দেশের রাজা হইয়া অবধি তাঁহারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপন২ সন্তান দিগের ঐ রাজভাষা শিক্ষা হেতু বহুমতে যত্নবান হয়েন, ঐ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক বা না হউক সর্ব্বদা তাহার ইংরাজি লেখা ও পড়ার প্রতি সাবধান করেন, তদ্দৃষ্টে যদ্যপি কোন ব্যক্তি সঙ্কেতে কিছু হিতোপদেশ দেন, তাহাতে কহেন যে রূপে অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব ইহাতে এই বক্তব্য যে ধনলোভে ধর্ম্মহানি, এবং এবিষয়ে এক্ষণে অনেক খেদ করিয়া থাকেন, যে তাঁহার দিগের পুত্রকে যদ্যপি প্রথমে উত্তমরূপে স্বীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, তবে তাহারা স্বধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া কখন কুপথগামী হইত না, এবং প্রবীণ লোকের সদুপদেশ উপহাস করিয়া তাদৃশ ঔদাস্য করিত না। অতএব এতদ্দেশস্থ সমস্ত ভদ্র হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা তাঁহার দিগের আপন২ সন্তান দিগকে অগ্রে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করুন, নতুবা সাধারণ অমঙ্গল যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে এই মহানগরে অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নগরস্থ প্রায় সকল বালক তদ্ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে যাহারদিগের পিতামাতা নিজ পুত্রের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন, সেই সকল বালক আপন২ বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য থাকেন, কেননা মনঃ সংযোগ বিনা কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ যে যদ্দেশস্থ হউক তাহারদিগের স্বীয় ভাষা না জানিলে কখন অন্য ভাষা শিক্ষা করিয়া বিচক্ষণ হইতে পারেন না। কিন্তু বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছা-দ্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন, তৎকালে তাহারদিগের পিতামাতার যেরূপ আজ্ঞা তদনুসারে চলিলে চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারেন, তথা "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥ কস্যচিৎ হিন্দু বালকানাং হিতৈষিণঃ।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

পুস্তকালয়॥—শ্রীলশ্রীযুত স্যার চার্লস মেটকাফ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা চিরস্মরণার্থ এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয় দিগের সাহায্য দ্বারা অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইবে। এবং যাঁহারা এবিষয়ে দানাঙ্গীকৃত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুত উইলেম থেকর সাহেব কাবেট সাহেবের কৃত হিষ্টরি আফ ইংলেণ্ড ও ইষ্টেট ট্রায়েল

এই প্রকারদ্বয়ে ২৯ খান পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত জেম্‌স কিড ও শ্রীযুত পি এস ডি রোজারিও ও শ্রীযুত গরথি সাহেব ইহারা তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত সাহেব দ্বয় পরম্পর ১০০ পুস্তক দিবেন।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৫। ২০ কার্ত্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

হিন্দুথিয়েটর দর্শকের পত্র প্রকাশ না করত শ্রীযুত নবীণচন্দ্র বসু বাবুর প্রতি নিবেদন যে ভবিষ্যতে অনাহূত দর্শক ভদ্রসন্তানদিগের প্রতি কোন নিয়ম স্থির করেন, ইহাতেই লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

সমাজ

Imp De rozio Pupils

(৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্গুন ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়াঁ হয়ে পথে চলে, কাছ্ দিয়া গেলে, বলে
গো টো হেল। পেনট্‌লুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে,
সদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে
করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন
ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি
সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন॥
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্‌ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে
হিয়েরে২ ফিয়ের গাড২। বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ
রোড টো গো হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো
নিয়ের লাড২ পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিসৃষ্ট,
লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রভু যিশুখ্রীষ্ট।
আমি যাহা কহি নিষ্ঠ, ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা
স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড্ কেষ্ট, পাইয়া
যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ কহে এক ষণ্ড,

কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড, ইংলণ্ডে যাইব চল সবে। ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড, ইহাভিন্ন নেদরলেণ্ড, আইলণ্ড ও এর্লণ্ড, হোলেণ্ড পোলেণ্ড গিয়া ষণ্ড বুদ্ধি খণ্ডাইব তবে॥ প্রথমে লণ্ডনে যাব, রিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খানা খাব, সিটী টৌন আদি বেড়াইব। মনার্ক নিকটে রব, আদর্ ঢঙ্গে কথা কব, বাঙ্গালায় নাম পাব, বিধবার বিয়া দেওয়াইব॥ এইরূপ কহে কথা, হেনকালে আইল তথা, সঙ্গে দরবান ছাতা, পদদ্বয়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন। একখানি গ্রন্থকরে, অতিপুলকিতান্তরে, উপনীত সেই ঘরে, দেখি সবে সমাদরে, আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন॥ গুড্‌মারনিং শব্দান্তরেঃ সকলে সেকেহেন করে, সমাদর পুরঃসরে, যত্ন করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল। বাবুগণ যত্ন দেখি, বসিলেন হয়ে সুখি, কিছুমাত্র নহেন দুঃখি, সকলের মুখামুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল। কতবা লিখিব তার, উক্ত ব্যক্তি সভাকার, পরে শুন চমৎকারঃ যে ব্যাপার কৈল সকলেতে। আর বা লিখিব কত, মদ্য মাংস আদি যত, আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে২, ইথে মম হয় মনে, ঘোর কলির আগমনে, কলিকাতা এত দিনে গেলো৩। তল্লক্ষণ দেখা যায়, সকলে কুকর্ম্মে ধায়, ধর্ম্ম পানে নাহি চায়, দিব্য বুট্ দিয়া পায়, ইংরাজ সহিতে খায়, একথা কহিব কায়, হায়২ একাকার হলো৩। কস্যচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপূরনিবাসি অত্যাচারদর্শিনঃ॥

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি।—আমরা পূর্ব্বে অন্যান্য সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত ছিলাম যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয় ফিবর হাসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম, যে তিনি তদ্বিষয়ে সপ্তসহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করেন নাই।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

জুরী॥—দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পাদনার্থে যে সকল জুরী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং হইবেন, আসামী ও ফরিয়াদি ও জজসাহেবের মতানুসারে সকল মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ইহারদিগের ক্ষমতা থাকিবে। এবং সামান্যতঃ জুরীর কর্ম্মে ৪ জন নিযুক্ত থাকিবেন ইহারদিগের অধিকাংশই অর্থাৎ তিনজন যাহা স্থির করিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তাহারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফয়সলা দিবেন, এবং তাহারদিগের মধ্যে এক জন

অসমর্থ হইলে ও তাহা তাবৎ জুরী কৃত নিষ্পত্তি জ্ঞান করিতে হইবেক এবং জুরিদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ না হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিবস চারি তঙ্কা বেতন পাইবেন।

(৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

নিষ্কর ভূমি ॥—বহুদিবসাবধি উপায়হীন দীন ব্রাহ্মণদিগের দিনপাতের নিমিত্ত রাজার অনুমতি ক্রমে যে সকল ভূমি নিষ্কররূপে প্রদত্ত হইয়াছে তদুপস্বত্বভোগী অধিক দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করিয়াছেন, যে তাহার মধ্যে প্রতারণাপূর্ব্বক অনেকেই নিষ্কর ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের কোষভুক্ত করিবেন, তাহাতে যে সহস্র২ ব্যক্তির নয়ন বারি ঝরিত হইয়া অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ হইবেক সেপক্ষে কোন বিবেচনা দেখিতেছি না, এতদ্বিষয়ে নানা সমাচার পত্র সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বাপক্ষ হইয়া বলেন যে রাজার উপায় বৃদ্ধি না হইলে দেশের উপকার চিন্তন ব্যর্থ, যেহেতু শূন্য ভাণ্ডার হইতে ব্যয়ের মনন কিরূপে হইবেক। এবং এই প্রসঙ্গে আরো বিবেচনা করেন, যে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক টাকা নিষ্কর ভূমির কর পাবন, তাহা হইলে মাশুল ও টাক্‌স প্রভৃতি উঠাইয়া দেউন। এবং এক্ষণে ঐ নিষ্কর ভূমির কর নিশ্চিত করাতে প্রজারদিগের যেমত দুঃখদ হইবেক তাহা পশ্চাৎ তাহারদিগকে রাজকর্ম্মে উচ্চ পদভুক্ত করিয়া তাহার উপায় দ্বারা পরিশোধ করিতে পারেন। হায় এ অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, বহুসংখ্যক দেশে নানা মত উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোষে এক কপর্দ্দক রহিল না কেবল এই বাঙ্গালা দেশে যাহা তাঁহাদিগের উপায়ের শতাংশের একাংশ মহল এবং ঐ মহলের সহস্র প্রকার বিভক্তের এক প্রকারে যে উপায় হইবেক তাহাতেই রাজার কোষ পূর্ণ হইবেক এবং ঐরূপ কর গ্রহণে যে সকল প্রজারা পীড়িত হইবেন ইহারা যে সকলেই রাজার প্রদত্ত উচ্চ কর্ম্ম তাহারা করিবেন এমত কখন মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না কেন না নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে পল্লিগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত তাঁহারা শাস্ত্রালোচনাপূর্ব্বক ভূমির উপস্বত্বে কাল যাপন করেন তাহারা রাজকর্ম্ম কিরূপে করিবেন—

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে এই কর উপলক্ষে অধিক টাকা কোষগত হওয়াতে নগরের টাকস্‌ ও মাশুল উঠাইবেন এমত বোধগম্য হওয়া দুষ্কর কেননা যখন যাহা বলিয়া প্রজার উপর যেরূপ হুকুম জারি করেন তাহা সমাধান হইলে ও তদুপায় জনক কর্ম্ম রহিত করিতে আকাঙ্ক্ষিত হয়েন না। টাকস্‌ যাহা নগরের সৌন্দর্য্যতা হেতু কিছু কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানানুমতি হইয়াছিল তাহা আর রহিত হইল না এক্ষণে তাহা প্রজারদিগের পৈতৃক বা উদর পোষণের ঋণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিতে হইতেছে কাহারো দেওন শক্তি না থাকিলে উদরান্নে লালায়িত হইলেও বসবাস অথবা সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লইতেছেন। ইহাপেক্ষা ক্লেশকর আর কি বোধ হইতে পারে। দেখুন বঙ্গরাজ্যের

প্রজার তাদৃক উপায় নাই। যে২ রূপ কর্ম্মে ইচ্ছা তাহারদিগকে ব্যয় করাইবেন ইহাতে এমত কহিবার অভিপ্রায় নাই যে গবর্ণমেণ্টে যে টাকা প্রজারদিগকে ব্যয় করেন তাহা মন্দ কারণযুক্ত, কেবল ইহাই কহনাবশ্যক যে প্রজারা প্রদানে অক্ষম। অতএব এসমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যয়জনক কর্ম্মে উপায় হীন প্রজারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

চা বৃক্ষ।—আমরা অবগত হইলাম যে ডাক্তর ওয়ালিচ সাহেব তাঁহার সহকারির সমভিব্যাহারে চা বৃক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহার মনোনীত বিষয় সিদ্ধ্যর্থ গোয়ালপাড়া প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বোটানিক্যাল নামক উদ্যানে যেসকল সুস্নিগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রস্তুত আছে তাহা ডাক্তর রয়েল সাহেব কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সাহরণপুর নামধেয় স্থানে রোপণ করিবেন।

ধর্ম্ম

(৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

শুভ বিবাহ।—এতন্মহানগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব স্বীয় পুত্র শ্রীমৎ গিরিশ্চন্দ্র দেব বাবুর বিবাহোপলক্ষে বহুবিধ ধন বিতরণ করিতেছেন বিশেষতঃ অদ্য ৩।৪ দিবস হইল নৃত্যগীতাদি হইতেছে তাহাতে নিজালয়ের চতুষ্পার্শ্বে ও রাজপথে নানাপ্রকার গেট ও আলোকময় এবং স্বীয় আলয় কৈলাশসদৃশ দীপ্তিমান করিয়াছেন। যাহা হউক বহু দিবসাবধি এতন্নগরে এবম্প্রকার আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এক্ষণে প্রার্থনা যে শ্রীশ্রী৺ নির্ব্বিঘ্নে এই শুভবিবাহ নির্ব্বাহ করুন।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

এতন্মহানগরমধ্যে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হওয়াতে ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিদিগের মানসিক কর্ম্ম সিদ্ধহওনের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রায় অনেকানেক অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরা কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন। আমরা প্রায় দেখিতেছি যে হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলিন বালক এক২ ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছেন তন্মধ্যে কোন২ ব্যক্তিরা যথাশক্তিমতে এক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিয়া সংপ্রতি ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষপ্রতি কটাক্ষ করতঃ এবং অনেকানেক বিশিষ্ট স্বধর্ম্ম রক্ষক ব্যক্তিদিগেকে ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুদিগের কি হানি হইতে পারে কেননা তাহারদিগের এতাদৃশ চেষ্টায় এপর্য্যন্ত কোন মানসিক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারদিগের এ আকিঞ্চন কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র অধিকন্তু তাঁহারা কি এমত মনন করিয়া থাকেন যে তাঁহারাই

সদ্বিদ্বান ও সদ্বোদ্ধা এবং তাঁহারদিগের পিত্রাদি সকলেই মূর্খ ও নির্বোধ ছিলেন হায় একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে স্বধর্ম্ম কর্ম্মের মর্ম্ম কিছু মাত্র জ্ঞাত না হইয়া অন্য ধর্ম্মানুরক্ত হওতঃ ও অখাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেই কি চতুর্ভুজ হয়েন, তাহারা এমত মানস করিবেন না যে ইংরাজদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিলে তাহারদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিবেন, বরঞ্চ তাহাতে অবিশ্বাসের সম্ভাবনা বটে ইহাতে আমারদিগের এই বক্তব্য যে নাস্তিক বা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ধনী মানী ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। যদ্যপি দুই একজনকে দেখাইতে পারেন বটে, সে কেবল তত্তদ্ব্যক্তিদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত ধনের গৌরব অতএব হে স্বদেশস্থ সদ্বংশজাত নাস্তিক অধার্ম্মিক ব্যলীক বন্ধুরা আপন২ হিতাহিত বিহিতরূপে চিন্তনে চেষ্টিত হও, যদ্যপি এমত নির্দ্ধারিত করিয়া থাক যে সৎকর্ম্মে বা কুক্রিয়াতেই হউক নাম রাষ্ট্র করাই আবশ্যক তাহাতে আমারদিগের নিষেধ ও বিধি নাই॥

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২)

শাখা ধর্ম্মসভা।—কিয়ন্মাসাবধি এতন্মহানগর মধ্যে শাখা ধর্ম্ম সভা স্থাপিত হইয়া উত্তমোত্তম গান সকল বিস্তৃত হইতেছে, আমরা বিবেচনা করিলাম যে ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে ফলদায়ক বটে অতএব ইহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দুদিগের সাহায্য স্বরূপ বারি প্রদান করা আবশ্যক যাহাতে ক্রমে শাখার পল্লব হওতঃ সতেজোন্বিত হইয়া হিন্দুদিগ্‌কে ছায়াপ্রদান করিতে পারিবেক এমৎ সম্ভাবনা বটে—

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২)

নবদ্বীপে ধর্ম্মসভা।—আমরা শ্রুত হইয়া পরমসন্তোষযুক্ত হইলাম, যে কিয়দ্দিবস হইল নবদ্বীপে এক নূতন ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব অনুমান করি বুঝি হিন্দুধর্ম্মের প্রাখর্য্যতা ক্রমেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এবং বিপক্ষ দিগের প্রতারণাজাল অচিরকাল মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাবে যাহা হউক এক্ষণে শ্রীশ্রী৺ স্থানে অস্মদাদির এই প্রার্থনা যে উক্ত সভার চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক।

দ্রষ্টব্য

১৬ পৃষ্ঠার, ২০-২৩ পংক্তি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধীয়। এই কারণে উহা ৭ পৃষ্ঠার ৪র্থ পংক্তির পরে বসানো উচিত ছিল।

১৩৭ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে "গুরুপ্রসাদ রায়" 'সমাচার দর্পণে'র মুদ্রাকরপ্রমাদ—উহা "গুরুপ্রসাদ বসু" হইবে।

সম্পাদকীয়

পৃ. ১-১২—কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

বর্ত্তমানে আমরা যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেরও আগে,—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে। প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে পটলডাঙ্গা স্কোয়ারে ডেবিড হেয়ারের নিকট হইতে ক্রীত জমিতে* সরকারী ব্যয়ে বার্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১লা মে তথায় স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকলেজও এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল। কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রে প্রকাশ :—

> "...the buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows :—The Centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindoo College."—Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen, Secretary, Sanscrit College, to the General Committee of Public Instruction.

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঠারম্ভ হয়। সেকালের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে যিনি যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
ব্যাকরণ :—	হরনাথ তর্কভূষণ	...	৪০
	রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন	...	৪০
পাণিনি :—	গোবিন্দরাম উপাধ্যায়	...	৪০
অলঙ্কার :—	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	...	৬০
কাব্য :—	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	...	৬০
স্মৃতি :—	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	...	৬০
ন্যায় :—	নিমাইচন্দ্র শিরোমণি	...	৬০
বেদান্ত :—	রুদ্রমণি দীক্ষিত	...	৬০
গ্রন্থাধ্যক্ষ :—	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	...	৬০
হিসাবরক্ষক :—	রামকমল সেন	...	৪০

* "...the ground upon which the College now stands was sold by him at a considerable sacrifice ;..." *The India Gazette* for June 14, 1830 (as cited in the *Modern Review* for Jan. 1934, p. 47.)

সেকালের সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া অপর কেহ পড়িতে পাইত না। ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইত। তখন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত না;—প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে কলেজ বসিত না। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ পড়িত।

সেকালের কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যে-যে শ্রেণী ছিল তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
সাহিত্য
অলঙ্কার
স্মৃতি
ন্যায়

পাণিনি ব্যাকরণ	...	এই শ্রেণী ১৮২৮ সনের জানুয়ারি মাসে রহিত হয়।
বেদান্ত	...	এই শ্রেণী ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রহিত হয়।
জ্যোতিষ	...	১৮২৬ সনের জুন মাসে এই শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।
বৈদ্যক	...	এই শ্রেণী ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৩৫ সনের মার্চ মাসে রহিত হয়।
ইংরেজী	...	এই শ্রেণী ১৮২৭ সনের মে মাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে রহিত হয়। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে এই শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
বাংলা : গণিত ও পদার্থবিদ্যা	...	এই শ্রেণী ১৮৩৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৪২ সনের মে মাসে রহিত হয়।
পুরাবৃত্ত	...	১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত ও ১৮৪৩ সনের নবেম্বর মাসে রহিত হয়।

এই সকল শ্রেণীতে যে-সকল পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদের পরিচয় আমি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ—৪৮ বর্ষ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি।

সংস্কৃত কলেজে প্রথমে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ বলিয়া কোন পদ ছিল না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্ব্বপ্রথম ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যালের পদ অলঙ্কৃত করেন। তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটরীর পদ ছিল। বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা সেক্রেটরী ছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকা :—

মেজর ডবলিউ. এ. প্রাইস	(১৮২৪ জানুয়ারি—১৮৩২ জানুয়ারির মধ্যভাগ)
লেঃ এইচ. টড	(১৮৩২ ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ—মার্চ)
ক্যাপ্টেন এ. ট্রয়ার	(১৮৩২ মে'র মধ্যভাগ—১৮৩৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি)
রামকমল সেন	(১৮৩৫, ২৭ ফেব্রুয়ারি—১৮৩৯, ১ জানুয়ারি)
জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড	(১৮৩৯, ২ জানুয়ারি—২৬ মার্চ)

রাধাকান্ত দেব (১৮৩৬, ১৩ ডিসেম্বর—১৮৩৭ মার্চ)
মেজর জি. টি. মার্শাল (১৮৩৯, ২৭ মার্চ—১৮৪০ এপ্রিল)
ডাঃ টি. এ. ওয়াইজ (১৮৪০ মে—১৮৪১ এপ্রিলের মধ্যভাগ)
রসময় দত্ত (১৮৪১, ১৭ এপ্রিল—১৮৫১, ৬ জানুয়ারি)

পৃ. ৬, ৩৯৭—খুদিরাম বিশারদ

১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। খুদিরাম কবিরাজ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮২৬ সনের নবেম্বর হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি মাসিক ৬০৲ বেতনে সাড়ে তিন বৎসর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দীর্ঘকাল কলেজে অনুপস্থিত থাকায়, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩১ সনে কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

পৃ. ৬—মধুসূদন গুপ্ত

খুদিরাম বিশারদের স্থলে ১ মে ১৮৩০ তারিখ হইতে বৈদ্যক-শ্রেণীরই এক জন কৃতী ছাত্র—মধুসূদন গুপ্ত মাসিক ৬০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এক জন ছাত্রের অধ্যাপক-পদপ্রাপ্তিতে কতকগুলি ছাত্রের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণী লোপ পাইয়াছিল। মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি পর্য্যন্ত বেতন লইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন।

মধুসূদন সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর জন্য হুপারের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ (Hooper's *Anatomists' Vade-mecum,...*) সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ সনে 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' ও ১২৫৯ সনে 'এনাটোমী অর্থাৎ শারীর বিদ্যা, ১ম ভাগ' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ সনের নবেম্বর মাসে মধুসূদনের মৃত্যু হয়।

পৃ. ১১—রসময় দত্ত

১৮৪১ সনের ১৭ই এপ্রিল হইতে ১৮৫১ সনের ৬ জানুয়ারি পর্য্যন্ত রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক এক শত টাকা। ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন :—

> "গত ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবা ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান নিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুরা রোগে বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে সুরতরঙ্গিণী তীর সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম

লাভ বা অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠতার বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্ত্তমান যুগের যোগ্য পাত্র নহেন, অস্মদাদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম্ম কর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদা উদ্যুক্ত থাকিতেন, তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ঐ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনে একখানি অসামান্য গ্রন্থ উদিতের সম্ভাবনা তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ কহি। তিনি নগর কলিকাতার মান্য ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কৃত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া প্রথমত তত্কালের পরিগণনীয় বিগিমের্স: হক্ ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিক্কা ১৬ যোল টাকা বেতনের এক কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক ব্যবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে না পারায় ঐ হৌসের লণ্ডনীয় কার্য্যালয়ের কর্ম্ম কর্ত্তারা শিষ্টতা রূপে জানান যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে পরিশেষ করিতে পারিবেন তাঁহাকে অযুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতোষিক ও মাসিক সিক্কা ৫০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইবেক। তদনুসারে রসময় বাবু হিসাব পরিষ্কার করিয়া দিয়া পারিতোষিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন্ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩০ সালে ঐ হক্ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোত্র হীন হইলে মিশিয়ের্স ক্রুটেণ্ডেণ্ট মেকিনব কোম্পানি অনায়াস লভ্য বহুমূল্য রত্ন প্রায় যত্ন করিয়া রসময় বাবুকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কার্য্যালয়ে নিবিষ্ট করেন তদনন্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকালের সৎকারে মেকিলব কোম্পানি যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কার্য্য অন্যান্য স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগে তৎকালের বাইস্ প্রেসিডেণ্ট সের চার্লস: মেটকাপ:, এবং চিপ: জষ্টিস: সের: এড্ওয়ার্ড রেইন্ সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধীয় নানাবিধ কর্ম্মের আনুকূল্য করায় উক্ত মহাশয় দ্বয় সানুকূল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুম্ভে পতিতের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পদার্পিত হওয়ায় তদবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্যে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বাবু যে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এরূপ কোন বিচারপতি কস্মিনকালেও করিয়াছেন কি না সন্দেহ,...।”—‘সম্বাদ ভাস্কর,’ ১৮ মে ১৮৫৪।

পৃ. ১১—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২৯ সনের ১ জুন হইতে ১৮৪১ সনের মে মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দ্বাদশ বৎসর পাঁচ মাস ব্যাপী ছাত্রজীবনের সঠিক ইতিহাস সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করিবার মানসে ১ জুন ১৮২৯ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন ৯ বৎসর। এই সময়ে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেন কুমারহট্টনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের কথা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

> "১৮২৯ খৃষ্টীয় শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃতশিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।...
>
> কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।"—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ, ১৮৩০-৩১ সনের বার্ষিক পরীক্ষার পর) ১৮৩১ সনের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫৲ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। শম্ভুচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' (৩য় সং, পৃ. ২৫) ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র "কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন।" কৃতী ছাত্রদিগকে কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। যাহারা বৃত্তি পাইত তাহাদিগকে "Pay Student", এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না তাহাদিগকে "Out Student" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বৎসর—১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত, অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

> "প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।"—'শ্লোকমঞ্জরী,' বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপর্য্যুপরি তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। পারিতোষিকের পরিমাণ এইরূপ :—

১৮৩০-৩১ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় "আউট ষ্টুডেণ্ট"রূপে ব্যাকরণ ও নগদ ৮৲।

১৮৩১-৩২ সনের বার্ষিক পরীক্ষায়—অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস।

১৮৩২-৩৩ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় "পে ষ্টুডেণ্ট"রূপে নগদ ২৲। মদনমোহন তর্কালঙ্কার পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছিলেন।

ইংরেজী-শ্রেণী

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাষ্টন (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইত। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী-শ্রেণীতেও যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালীন সেক্রেটরী প্রাইস সাহেবকে লিখিত ওলাষ্টন সাহেবের ১৭ মার্চ ১৮৩০ তারিখের পত্রে প্রকাশ :—

> Accession of new pupils from the Mugdabodh Class to the English Class connected with the Government Sanscrit College.
>
> *　　　　*　　　　*
>
> The following is a list of the new pupils :—
> Ishwarchunder...
> Mooktarama.

১৮৩৩-৩৪ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫॥০ মূল্যের পুস্তক—*History of Greece* (Rs. 4), Reader etc. (Re. 1-8-0), এবং ১৮৩৪-৩৫ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে Poetical Reader No. 3 এবং English Reader No. 2 পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে এই শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য-শ্রেণী

১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত দুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে ছিলেন। এই দুই বৎসরও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৪-৩৫ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় (অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' ও দুই খণ্ড *History of British India* পারিতোষিক-স্বরূপ পান। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র পারিতোষিক—হিতোপদেশ ও রবিন্সনের *Grammar of History* পাইয়াছিলেন।

অলঙ্কার-শ্রেণী

১৮৩৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অধ্যাপনা করিতেন।

অলঙ্কার-শ্রেণীতেও মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়েই মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'রসগঙ্গাধর' পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৩৫-৩৬ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তর-রামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী ও মৃচ্ছকটিক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

জ্যোতিষ-শ্রেণী

১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাসে, উইলসন সাহেবের সুপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিত মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। আমার মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়নকালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন। তিনি যে এক সময় এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ, ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে।

বেদান্ত-শ্রেণী

অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ সনের মে মাসে সহপাঠী মদনমোহনের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে যোগদান করেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' লিখিয়াছেন, "অগ্রজ মহাশয়, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া, অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে অগ্রে স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন।" শম্ভুচন্দ্রের এই উক্তি ঠিক নহে; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের অন্যান্য চরিতকারেরাও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

১৮৩৬ সনের মে মাস হইতে ১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত দিন তিনি মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ সনের মে মাস হইতে তাঁহার ও মদনমোহনের মাসিক বৃত্তি ৮৲ নির্দ্ধারিত হয়।

১৮৩৬-৩৭ সনের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিকের তালিকা সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে পাই নাই। এই কারণে এ-বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র কোন পারিতোষিক পাইয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। বেদান্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা মূল্যের পুস্তক—মনু (২৲), প্রবোধচন্দ্রোদয় (২৲), অষ্টাবিংশতি

তত্ত্ব (৫৲) এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা (১৲) পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ১৫ মে ১৮৩৮ তারিখে টাউন-হলে এই পুরস্কার বিতরিত হয়।

স্মৃতি-শ্রেণী

১৮৩৮ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববৎ মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাঁহাকে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৮-৩৯ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮০৲ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০৲। কিন্তু সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোষিক ১০০৲ পাইয়াছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত গদ্যরচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"লৌকিক কার্য্যে সত্যকথনস্যোপকারাঃ॥

সত্যং হি নাম মানবস্য সাধারণজনবিশ্বসনীয়তা প্রতিপাদকং বিশ্বসনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্যচিৎ কথঞ্চন সত্যকথনদর্শনেন সাধারণ সমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতিহিতস্য ক্রমশো নরপতি বিশ্বাসভাজনতা সমুদ্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং কিং নাম নরস্য দুরবাপমবতিষ্ঠতে অর্থিপ্রত্যর্থিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে সন্দেহাপার পারাবার বারিণি নিমগ্নস্য নরপতেন তন্নিস্তরণ-বিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচন তরণিরূপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চনসদুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বহুতর প্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্য পুনর্বচসি ন সত্যতা প্রতিভাসঃ কোনাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বসনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবন্তি চিরমেব সাক্ষিধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া অনেকশোদণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া নিশ্চিতোভবতি শৃণুত ভোঃ সখায়ো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যময়ং খলু মৃষাভাষীত্যেবমাদি গিরমুদ্গিরন্তীতি লৌকিককার্য্যে বহুধা সত্যকথনস্যোপকার ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণেতি।

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেকালে যাঁহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৩৯ সনের ২২ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয়। কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION.

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

Sd.	H. T. PRINSEP	President
„	J. W. J. OUSELY	Members of the Committee of Examination.

This Certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

Sd. J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee.

১৮৩৯ সনের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ সনে কলেজের পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।

ন্যায়-শ্রেণী

১৮৩৯ সনের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তখন এই শ্রেণীর অধ্যাপক।

এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটরী জি. টি. মার্শালের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্রবর্গের নামের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রেরও নাম আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং

…আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি ইতি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্ট দিবসীয়া—

১৮৩৯ সনে ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন (এই পুস্তকের পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য)। তিনি তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"পশ্চিম অঞ্চলে, [সাহারাণপুরের] জন মিয়র নামে, এক অতি মহানুভাব সিবিলিয়ান্ ছিলেন। ঐ মাননীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলাম।" (পৃ. ১৬)

এই সকল শ্লোক বিদ্যাসাগর-রচিত 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫০৲—এক শত টাকা নহে।

সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে ১৮৩৯-৪০ সনের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিকের কোন তালিকা পাই নাই, এই কারণে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি "দর্শনের প্রাইজ ১০০৲ টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" "বিদ্যার প্রশংসা" নামে সংস্কৃতে একটি পদ্য রচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিযোগিতায় এক শত টাকা পাইয়াছিলেন —এ কথা তিনি নিজেই 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১১ আগষ্ট ১৮৪০ তারিখে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে ন্যায়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ জয়নারায়ণেরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ন্যায়-শ্রেণীতে তাঁহাকে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলি ও শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৪০-৪১ সনে ন্যায়-শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন ; ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নগদ ১০০৲, পদ্যরচনার জন্য ১০০৲, দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্যন বিষয়ে পরীক্ষায় নগদ ২৫৲

—সর্ব্বসাকল্যে ২৩৩৲। তাঁহার পদ্যরচনার বিষয় ছিল—অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা; ইহা তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৪১ সনেও বিদ্যাসাগর কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধীনে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ৮৲ ঐ বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়া যাইবার উল্লেখ ২৪ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে প্রস্তুত ছাত্রদের বৃত্তির একটি তালিকায় পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।

প্রশংসাপত্র

২৭ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শাল সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী হন। বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন। মার্শাল বিদ্যাসাগরকে বড় ভালবাসিতেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মোন্নতির মূলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা অনেকটা কাজ করিয়াছিল। ২৮ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য মার্শাল আট মাসের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ছুটি লইবার কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র আদায় করিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that the bearer Issur Chunder Vidyasagar was a student in the Sanscrit College whilst I was Secretary and is still attached to this Institution having studied there, during his eleven years' residence, Grammar, Poetry, Rhetoric, Vedanta, Smriti or Law, Mathematics and Nyaya or Logic all with great success. He is now studying the lastnamed branch of learning. He obtained prizes in Law and for prose and poetical compositions, during my time and was remarkable for intelligence industry and attention. He holds a Certificate from the Hindoo Law Committee and will no doubt obtain one from the College for general acquirements, when his fixed time of study (12 years) shall be complete. I have much pleasure in giving him this Certificate according to his own earnest request, as he is an amiable and well disposed young man as well as a very distinguished pupil of the College.

College of Fort William — G. T. Marshall.
4th January 1841.

বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিদ্যাসাগর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতূহলী পাঠক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে তাহার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন। এই প্রশংসাপত্রে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীরূপে রসময় দত্তের নামও আছে।

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিত-শাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্	...	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	...	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্	...	শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্তৈস্তৈস্তেতুষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.
10 Decr. 1841.

ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস। যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে সরস করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট কম মূল্যবান্ হইবার কথা নয়।

পৃ. ১১—মদনমোহন তর্কালঙ্কার

নদীয় জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম নামক গ্রামে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাঁহার স্থলে স্থায়ী ভাবে ৯০৲ বেতনে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগকাল—২৭ জুন ১৮৪৬। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মদনমোহন যে-যে স্থলে চাকুরী করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

Previous Appointments

Vernacular Teacher of the Pathsala attached to the Hindoo College for 2 months in 1842.

Pundit of the College of Fort William from April 1843 to Decr. 1845.

Pundit of the Kissenagar College from Jany. 1846 to June.

—Annual Return...to 3 Jan. 1848.

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর মদনমোহন পদত্যাগ করেন ; তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন।

মদনমোহনের জীবনকাহিনী যাঁহারা পাঠ করিতে চান, তাঁহারা তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-লিখিত 'কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা' পুস্তক (সংবৎ ১৯২৮) পাঠ করিবেন। এই পুস্তক হইতে তাঁহার রচিত বাংলা পুস্তকগুলির কথা উদ্ধৃত হইল :—

> ...অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন। স্মৃতি শ্রেণীতে উঠিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে বাসবদত্তা [১৭৫৮ শকে] রচনা করেন। এরূপ শুনিতে পাই যে ভারতচন্দ্রকে পরাজয় করাই তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাসবদত্তা সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় বাসবদত্তা ও বিদ্যাসুন্দর উভয় পুস্তকের রচনা প্রণালী সমালোচনা করিয়া বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কখন কবিতা লিখিবেন না। তদবধি প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার শেষ ভাগের কবিতাগুলি ব্যতীত জীবনে আর কবিতা লিখেন নাই।...তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত শিশুশিক্ষা ভাগত্রয় রচনা করেন।...১২৫৪ সালে যখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রায় ছিল না সেই সময় তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামক অধুনা-সুবিখ্যাত মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন।
>
> ভারত-রচিত অন্নদামঙ্গল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

মদনমোহন বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এগুলির তালিকা ৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পাওয়া যাইবে।

২৭ ফাল্গুন ১২৬৪ তারিখে মদনমোহন ওলাউঠা রোগে কান্দীতে কালগ্রাসে পতিত হন।

পৃ. ১২—তারাশঙ্কর তর্করত্ন

তারাশঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়) তর্করত্নের নিবাস নদীয়া জেলার কাঁচুকুলি গ্রাম। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে তারাশঙ্কর মাসিক ৬০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারাশঙ্করকে এই পদের জন্য সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.
>
> Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years

> successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ১০০৲ বেতনে নদীয়ার সাব-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১ মে ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুলস-এর পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে জন-কয়েক সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অন্যতম। তারাশঙ্করের স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সনে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তারাশঙ্কর জীবিত। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ সনের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বাংলায় এক জন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত যে কয়খানি বাংলা পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

(১) ভারত বর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা। ইং ১৮৫০।

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে ৭ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

> স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভাহইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি প্াওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।…

১৮৫১ সালে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

(২) পশ্বাবলী। ইং ১৮৫২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ সনে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

> The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

(৩) কাদম্বরী। ইং ১৮৫৪। পৃ. ১৯২।

(৪) রাসেলাস। ইং ১৮৫৭। পৃ. ২৪২।

পৃ. ১২—মধুসূদন তর্কালঙ্কার

মধুসূদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের প্রথম সহকারী সম্পাদক। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তর্কালঙ্কার প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১ আগষ্ট ১৮৩৯ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে অতিরিক্ত কার্য্য হিসাবে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ১২—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে-সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে আমরা এই দুইখানি দেখিয়াছি :—

(১) বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

(২) মহাভারত—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

পৃ. ১৪—কৈলাসচন্দ্র দত্ত

কৈলাসচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র। এই গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে। কৈলাসচন্দ্র ১৮৩৫, ২৭এ আগষ্ট তারিখে 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পৃ. ১৪—রাধানাথ শিকদার

রাধানাথ শিকদারের প্রামাণ্য জীবনী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৩৪৮) পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃ. ১৮—রসিককৃষ্ণ মল্লিক ; তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ২০—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সকলেই বলেন, মাইকেলের জন্মের তারিখ—২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার)। এই তারিখ না-কি তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া। কিন্তু চরিতকারদের কেহ এই কোষ্ঠী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানা নাই। মাইকেলের এই জন্ম-তারিখ যে নির্ভুল নহে তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি।—

(১) মাইকেলের প্রচলিত জন্ম-তারিখ—২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ (১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার)। কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি হইলে বাংলা তারিখ ১২ই মাঘ শনিবার হয় না,—হয় ১৩ই মাঘ রবিবার। ইংরেজী ও বাংলা তারিখের সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এই জন্ম-তারিখের কোথাও-না-কোথাও একটা ভুল আছে।

(২) মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করেন—ইহাই সকলের জানা আছে। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের জন্ম হইয়া থাকিলে, ১৮৩৭ সনে হিন্দুকলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না, কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম এবং ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল না।—

> "The [Hindu] college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted...."—(*Asiatic Journal* for Sept.-Dec. 1832. Asiatic Intelligence—Calcutta, pp, 114-15)

তাহা হইলে মাইকেল নিশ্চয়ই ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তবে মাইকেলের জন্ম-সন কি, এবং কোন্ সনেই বা তিনি সর্ব্বপ্রথম হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন? এই দুইটি বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।—

(১) মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৪ নহে,—আমার মনে হয় ১৮২৩ হইবে। তিনি ১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে বিশপ্স্ কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর ছিল। পাদরি লং

তাঁহার *Hand-Book of Bengal Missions* etc., (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—খুব সম্ভব বিশপ্‌স্‌ কলেজ রেজিষ্টার হইতে—নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

List of the Students connected with Bishop's College in 1846.

Name	Date of Admission	Age. yrs. ms.	On what Endowment.
*		*	*
Mudhu Suden Dut	Novr. 1844	21	Lay Student.

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশকালে মাইকেলের বয়স ছিল ২১ বৎসর। ইহা দ্বারা তাঁহার জন্ম-সন ১৮২৩ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার সমাধিস্তম্ভেও এই জন্ম-বৎসর খোদিত আছে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে আরও একটা সঠিক তারিখ পাওয়া গেল। আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে মাইকেল বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশ করেন ১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে,—১৮৪৩ সনে নহে।

(২) প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মতে, মাইকেল ১৮৩৭ সনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু মাইকেল যে ইহার অন্ততঃ চার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৩৪ সনের ৭ই মার্চ কলিকাতার টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে মাইকেল একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই পুরস্কার-বিতরণী সভার বিবরণ এই গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

জানা গেল, ১৮৩৪ সনের মার্চ মাসে মাইকেল হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থীরূপে ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সনে, তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মাইকেলের জন্ম-সন ১৮২৩ হওয়া উচিত। তাহা হইলে তিনি হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে আনুমানিক ১০ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—প্রচলিত জীবনীগুলিতে যে ১৩ বৎসর বয়সের কথা আছে, তখন নয়।

১৮৪১ সনে 'জুনিয়র' 'সিনিয়র' বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে (*Friend of India*, 13 May 1841) মধুসূদন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে পাওয়া যায় :—

> Hindoo College.—The Annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the Town Hall. ...
>
> Students who obtained Junior Scholarships.
>
> Bhoodeb Mookerjie,—Junior Scholarship
> Bonnomally Mitter,— do
> Muddoosoodun Dutt,— do
>
> (Cited by the *Friend of India* for Jany. 13, 1842, p. 23).

পৃ. ৩১—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "সম্পাদকীয়"-বিভাগে (পৃ. ৪২৯-৩৫) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র নবম পুস্তক 'রামচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশ…' প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পৃ. ৩১—রামচন্দ্র মিত্র

রামচন্দ্র মিত্র প্রথমে হিন্দুকলেজে এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৬২ সনে তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ (২৫ কার্ত্তিক ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

> "বিবিধ সংবাদ।—২০এ কার্ত্তিক বুধবার।…প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাঁহার কর্ম্ম করা হইয়াছে।…"

১৮৭৪ সনে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়; তাঁহার মৃত্যুতে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ তারিখে 'সাধারণী' যাহা লেখেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "সংবাদ।—…প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অদ্য অষ্টাহ হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সাহেব শুভ ইঁহাকে ভাল বাসিত। ইনি পশ্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।"

রামচন্দ্র কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন; সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (১৩৪৬) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৩২—ডিরোজিও

১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

> "ধর্ম্ম সভার গত বৈঠক।…পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ শালাবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটা মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা অব্যবহার্য্য করেন। ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে সদা সর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষত

* অর্থাৎ পরস্পর বাদানুবাদার্থক সভা ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু বৎসরাবধি সভাপতি ছিলেন।

অতিসুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভান্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মত প্রকাশক সমাচার চন্দ্রিকাতেও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্ব২ বালকদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি বর্ত্ম অতিশীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবেক, ধর্ম্ম সভার সভ্যগণেরা এতদ্‌গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই।...

পৃ. ৩৩—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৩৪—হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ডেবিড হেয়ার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৩৪৮) পুস্তকে ডেবিড হেয়ারের প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

হিন্দুকলেজের আদিকল্পক কে—এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত মত আমাদের মধ্যে চলিতেছে। মেজর বামনদাস বসুই সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তিনি তাঁহার *Education in India Under*

E. I. Co. (p. 38) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক (prime mover)। এই উক্তির সপক্ষে তিনি সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের একখানি দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পত্রখানি হিন্দুকলেজ স্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কীয়। এই পত্রের যে-অংশটি ঠিক-মত না-বুঝিবার ফলে তিনি এই অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

> ...About the beginning of May [1816], a Brahmin of Calcutta, whom I knew, and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabitants, and also intimate with many of our own gentlemen of distinction, called upon me and informed me, that many of the leading Hindus were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner...

এখানে "a Brahmin of Calcuttn, whom I knew,..." কথাগুলি হাউড ঈষ্ট রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, মেজর বসু এইরূপ ধরিয়া লইয়া রামমোহন হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "a Brahmin of Calcutta, whom I knew,..." কথাগুলি সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—"This of course refers to Raja Ram Mohun Roy."

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "a Brahmin of Calcutta,"—যাঁহার সহিত হাইড ঈষ্টের পরিচয় ছিল ("whom I knew") তিনি যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, তাহা হাইড ঈষ্টের পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে ; এই অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রামমোহন রায়ের সহিত তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আদৌ পরিচয় বা পত্র-ব্যবহার ছিল না। হাইড ঈষ্ট লিখিতেছেন :—

> 'I do not know', I observed, 'what Rammohun's religion is'... 'not being acquainted or having had any communication with him ;,..'

হাইড ঈষ্টের পত্রের এই অংশটি মেজর বসু তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করেন নাই, যদিও ইহার ঠিক আগের ও পরের অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অংশটির উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়িলে তিনি কখনই রামমোহনকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়া ধরিয়া লইতেন না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হাইড ঈষ্টের "a Brahmin of Calcutta, whom I knew,..." তবে কে ? এই কথাগুলি হাইড ঈষ্ট যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার অন্যতম সভ্য রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে (হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

> "...আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।"—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ৪৭।

প্যারীচাঁদ মিত্রও লিখিয়াছেন :—

> "...Buddinath Mookerjee in those days used to visit the big officials. When he paid his respects to Sir Hyde East he was requested to ascertain, whether his countrymen were favourable to the establishment of a College for the education of the Hindu Youth, in English literature and science. He sounded the leading members of the Hindu society, and reported to Sir Hyde East that they were agreeable to the proposal."—*David Hare*, pp. 5-6.

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক কে? হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ডেবিড হেয়ার। এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। হেয়ার সাহেবের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সকলেই ডেবিড হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়াছেন।* এখানে কেবলমাত্র একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি যেটির ব্যবহার এ-পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

১৮৩০ সনে সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের মর্ম্মর-মূর্ত্তি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তির নিম্নে লেখা হইয়াছিল যে তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক। কিন্তু তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক, না ডেবিড হেয়ার, এই লইয়া সে-সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ হয়।† ইহার অল্প দিন পরেই ১৮৩২ সনের জুন মাসে *The Calcutta Christian Observer* নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় "A Sketch of the Origin, Rise, and Progress of the Hindoo College" নামে একটি সুলিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

> ...It is contended, on the one hand, by a Director of the Hindoo College, that on the [1]4th of May, 1816, Sir Edward Hyde East first convened a meeting of Hindoos at his house, for the

* "প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্ব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।"—রাজনারায়ণ বসু : 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত,' পৃ. ২০।

"The first move he [Hare] made was in attending, uninvited, a meeting called by Ram Mohun Roy and his friends for the purpose of establishing a society, calculated to subvert idolatry. Hare submitted that the establishment of an English school would materially serve their cause. They all acquiesced in the strength of Hare's position, but did not carry out his suggestion. Hare therefore waited on Sir Edward Hyde East, the chief justice of the Supreme Court...."—Peary Chand Mittra : *David Hare*, p. 5.

† ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত "David Hare as a Promoter of Education in India" প্রবন্ধে এই সকল বাদানুবাদের আভাস পাওয়া যাইবে।

purpose of subscribing to, and forming an establishment for, the liberal education of their children. It was contended, on the other hand, by one of the teachers of the Hindoo College, the late Mr. Derozio, who, from his intimacy with Mr. Hare and the Native community, as well as from his knowledge of the proceedings of the College, certainly had good grounds for the assertion which he so resolutely maintained, that "previous to the aforesaid meeting being held, *a paper, the author and originator of which was Mr. Hare, and the purport of which was, a proposal for the establishment of a College, was handed to Sir Hyde East by a Native* for his countenance and support." The learned judge having made a few alterations in the plan, did give it his countenance and support by calling the aforesaid meeting. But giving support or sanction to a measure proposed by any one, is not the same thing with originating that measure. Now, if it be the fact, as seems warranted by good authority, that Mr. Hare did first conceive the plan in his mind, and then circulated it, in writing, amongst the Natives, by one of whom it was subsequently submitted to the learned judge, for his approval, the merit of *originating* the Hindoo College must in justice be ascribed to Mr. HARE. (June 1832, p. 17.)

এই অংশটি পাঠ করিয়াও, ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক সে-সম্বন্ধে কেহ কেহ একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। এই কারণে হিন্দুকলেজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে *The Calcutta Christian Observer* লিখিলেন :—

It having been intimated to us, that some doubts still exist as to the accuracy of our account regarding the prime mover of the Hindoo College, or the particular circumstances which led to its formation, we feel a pleasure in meeting those doubts with a confident assurance, supported by the most unquestionable authority, that they are entirely without foundation. We have the evidence of some of the parties concerned, as well as of authentic documents, to substantiate what we have asserted. The following particulars, we therefore communicate, without fear of contradiction.

In 1815, a distinguished Native, not now in India, entertained a few friends at his house ; in the course of conversation, a discussion arose as to the best means of improving the moral condition of the natives. It will readily occur to most of our readers, that the distinguished individual alluded to was

Rammohun Roy, who, by his superior attainments in knowledge, and familiar intercourse with Europeans, became deeply imbued with a spirit of repugnance to the superstitious notions, and idolatrous practices of his countrymen. He was not only convinced of their errors, but animated with a fervent desire to correct them. For this end he proposed the establishment of a Brumha Sobha, for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta system,—a system, strongly deprecating every thing of an idolatrous nature, and professing to inculcate the worship of one supreme, undivided, and eternal God.

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, *the establishment of a College.* He wisely judged that, the education of native youths in European literature and science would be a far better means of enlightening their understandings, and of preparing their minds for the reception of truth, than such an institution as the Brumha Sobha.

This proposition seemed to give general satisfaction, and Mr. H. himself soon after prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Baboo Buddinath Mookerjya, the father of the present native Secretary, was deputed to collect subscriptions. The circular was after a time put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, and after making a few corrections, offered his most cordial aid in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, "That an establishment be formed for the education of native youth."

Thus it appears, that Sir Hyde East, though he had not the merit of *originating* the College, is nevertheless entitled to great credit, for the very prompt and effective aid which he afforded. By his example, his high station, and extensive influence, especially among the Natives, many doubtless were induced to lend their assistance, who would otherwise have regarded the proposal with indifference.

Besides holding frequent meetings at his house, he, as well as Mr. Hare, contributed largely to the fund, and exerted himself in various ways towards the success of so useful an undertaking. (July, 1832.)

আশা করি, ইহার পর ডেভিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক এই সত্য গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। হয়ত হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামমোহনের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল—হয়ত

তিনি হেয়ারকে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিলে হেয়ারের প্রতি অবিচার করা হয়।

মেজর বসুর মত ঐতিহাসিকের গ্রন্থে কোন মারাত্মক ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই এই দীর্ঘ মন্তব্য করিতে হইল। তাঁহার এই মত আরও অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান লেখকও তাহাদের মধ্যে এক জন—এ-কথা স্বীকার করিতে তাঁহার সঙ্কোচ নাই (*J. B. O. R. S.*, June 1930.)

পৃ. ৩৫—ডেবিড হেয়ারের চিত্র

শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র হেয়ার স্কুলে আছে। চিত্রে ডেবিড হেয়ার ও দুইটি ছাত্রকে দেখা যায়। ছাত্র দুইটির মধ্যে একজন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' (৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১২৬৩) "সহকারী বন্ধু হইতে" প্রাপ্ত ডেবিড হেয়ারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন; উহাতে এই অংশটি আছে :—

> "তৃতীয়তঃ হিন্দুকালেজের পুস্তকাগারে তাঁহার [হেয়ারের] চিত্রপট, শ্রীযুত বাবু রসিকমোহন মল্লিক ও এক ছাত্র সমেত, অতিমাত্র সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে।"

পৃ. ৩৫-৩৬—হেয়ারকে অভিনন্দন-পত্র দান

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদুত্তরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা— প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার *David Hare* পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এগুলি ২১ মার্চ ১৮৩১ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।—

Calcutta, 17th February, 1831.

To

David Hare, Esqr.

Dear Sir : Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of thankfulness in the minds of those whe benefit by it. What, then, must be the sentiments which animate the many who have enjoyed the happiness of receiving at your hands the best gift that it is possible for one thinking being to bestow upon another—education ? It has been the misfortune and reproach of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example, it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent services to this country may be overlooked by others, they are appreciated by those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait—a request with which we earnestly hope you will have no objection

to comply. Far be it from us to suppose that so slight a token of respect is adequate to the merit of your philanthropic exertions; but it will be a gratification to our feelings if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame, and to imitate immortality.

Waiting your kind compliance with the request contained in this address, and heartily wishing you health and strength to pursue the career which you have so long maintained,

We have the pleasure to be, dear sir,

Your most obedient servants,

[Signed by Dukinnundun Mookerjee, and 564 other young native gentlemen].

Mr. Hare's Answer.

Gentlemen : In answer to the address you have just presented to me, I beg to apologize for the feelings that overcome me; and I earnestly request you to bear with me. A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of the government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause ef education.

Gentlemen : I have now the gratification to observe, that the tree of education has already taken root; the blossoms I see around me; and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career already begun, is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors. It remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other countries in what manner they may render themselves useful.

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, for it expresses the unfeigned

sentiments of their hearts. I cannot contain myself gentlemen. This is a proud day to me. I will preserve this token of your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath. I will bequeath it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do good to their brethren.

Gentlemen : Were I to consult my private feelings, I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice, but to fill a private station in life. When I see, however, that the sons of the most worthy members of the Hindu Community have come in a body to do me honour—when I observe that the address is signed by most of those with whom I am intimate, and whose feelings will be gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request.

17 February, 1831. (Signed) D. Hare.

পৃ. ৩৭—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ-পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৪৪—হুগলী কলেজ

হুগলী কলেজের বিস্তৃত ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত K. Zachariah-প্রণীত *History of Hooghly College* পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৪৫—অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন

২০ আগষ্ট ১৮৩৬ তারিখে পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন হুগলী কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহার বেতন প্রথমে ৫০৲, পরে ৬০৲ হয়। হুগলীতে কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি পাঁচ বৎসর বৈদ্যবাটীতে মুনসেফ ছিলেন। ১৮৪৫ সনে তিনি 'দায়রত্নাবলী' নামে একখানি পুস্তক (পৃ. ২৭) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ৪৭—ডাঃ ইস্‌ডেল

ডাঃ ইস্‌ডেলই সর্ব্বপ্রথম এদেশে সম্মোহন-বিদ্যা (mesmerism) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসার সূচনা করেন।

পৃ. ৬৩—কালীনাথ রায় চৌধুরী

বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেকগুলি সংবাদে টাকীর কালীনাথ রায় চৌধুরীর উল্লেখ আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ROY KALEENATH CHOWDREE.

During the last week, native society has been deprived of one of its chief ornaments and benefactors, by the death of Roy Kaleenath Chowdree, of Takee. He was descended from one of the most ancient families among the landed aristocracy of the country. While almost all the rich and influential rajahs and baboos of Calcutta, who maintain a figure in society, belong to families which are but of yesterday, the Chowdrees of Takee were respected as zemindars for many years before the advent of the English. This naturally gave him a claim to distinction ; but a nobler and higher claim to honour arose from the liberality of his own views, and his large pecuniary generosity. He was among the most devoted admirers and followers of that truly great man, Rammohun Roy, and assisted with him in the establishment of the Brumha Subha. He was foremost in the ranks of those who came forward to congratulate Lord William Bentinck on the abolition of suttees, and he nobly threw the whole weight of his possessions, and the influence of his ancestral dignity, into the liberal scale, at a time when the members of the Dhurma Subha were raising so loud an outcry against the British Government in India. He subsequently established an English seminary at his family residence at Takee, in connexion with the mission of the General Assembly, which he continued in great part to maintain from his own funds. He also constructed a public road, a work of no ordinary utility, at an expense of Rs. 80,000. Following the example of his friend and associate in liberality, Dwarkanath Tagore, he has bequeathed a lac of rupees, of which the interest is to be applied to public objects after his death.

He died without a title. A title could scarcely have added to his reputation, but it would have redounded to the credit of the British Government ; and we are sorry that, when honours were bestowed on others, his name was passed over. There was doubtless some magnanimity in selecting for the distinction of *rajah* those who had organized a strong and violent opposition to Government, in reference to one of its most important

measures ; but the country would have been better without such an example. That there was wisdom, perhaps, in refusing to reward with honours those who had supported the enlightened measure of abolishing the suttee, we will not question ; but Roy Kaleenath Chowdree had other claims to distinction from his wealth, the antiquity of his family, and the public works he had completed ; and it was scarcely prudent to allow an impression to be created on the public mind that, but for the part which he took in that great question of humanity, his eminent public services would have been rewarded in the only mode in which Government has the means of recognizing them. When the ruffian, Raj Narayun Roy, whose only title to distinction arose from the accidental circumstance of his having presented an address of thanks to Sir Charles Metcalfe, was made a rajah, and Roy Kaleenath Chowdree was not, the conclusion, which the natives naturally drew, could not be favourable to the character of our Government.—*Friend of India*, Dec. 17.

When a native gentleman distinguishes himself from the great mass of his countrymen by the noble purposes to which he applies his wealth, his memory deserves to be rescued from the oblivion of the grave. Baboo Roy Kaleenath Chowdree, who for many years set an example of wise munificence and public spirit to his countrymen, died December the 12th, at the age of forty-three. This amiable and intelligent individual founded a school at Takee, where English, Bengallee, and Persian, were taught by competent instructors. At the same place, he established a dispensary, for the gratuitous distribution of medicine to the sick ; a professional European (Mr. H. Critchley) was placed in charge of it. Amongst other public works, the baboo constructed a road from Baraset to Bagundee, and built inns for travellers, who obtained gratuitous refreshment. He was always a kind and generous friend to the poor, and was also distinguished for the liberality of his opinions. His mother, at the age of seventy, still survives in health and strength. He has left two daughters, but the bulk of his property is divided between his four brothers. He has left one zemindary, of the value of a lac of rupees, to be devoted to the support of the public charities already mentioned.

Baboo Roy Kaleenath Chowdree was conversant with the English, Sanscrit, Persian, and Bengallee languages, and wrote

poetry in the two latter. He translated the celebrated Bengallee work of Bharut Chunder into Persian. He was not only successful as a student, but distinguished himself in public by his eloquence as an orator.—*Hurkaru*, Dec. 14. (See *Asiatic Journal* for March 1841 : "Asiatic Intelligence.—Calcutta," pp. 176-77.)

পৃ. ৬৮—রসিকলাল সেন

রসিকলাল সেন হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। ১৮৩৫ সনে তিনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ সনের জুলাই মাস হইতে (এই সময় টীড সাহেব নিযুক্ত হন) পর-বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্তও রসিকলাল সম্ভবতঃ মেদিনীপুর স্কুলেই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সনের মার্চ মাসে তিনি অক্‌ল্যাণ্ডের বারাকপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার স্মবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে মাসিক ২০০৲ বেতনে ওলাষ্টন (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্ত্তী ১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে এই শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রসিকলাল সেন মাসিক ৯০৲ বেতনে ইংরেজী-শ্রেণীর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার নিয়োগকাল ১ অক্টোবর ১৮৪২। ১৮৫৩ সনের জুলাই মাসে শিক্ষা-সংসদ্ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীটি নূতন করিয়া গঠন করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহার জন্য ইংরেজী-শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে অন্যত্র বদলি করার প্রয়োজন হইয়াছিল।* রসিকলাল ১৮৫৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে তাঁহার "Previous Appointments" সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :—

> A Translator of the Smuggled Salt Cases in the Tumluk Salt Agency and subsequently a Writer under J. Ward in 1834 and 1835 the Head Master of the Midnapoor School and 1835 [1837 ?] to 1842 to the same of Earl Auckland's School at Barrackpore.

অতঃপর রসিকলাল মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে পুরী-স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১ নবেম্বর ১৮৫৩ হইতে বছর-দেড়েক অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পৃ. ৭২—মে সাহেবের স্কুল

Chas. Lushington : *The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions,...*(1824) পুস্তকের ১৪৫-৫৫

* General Report on Public Instruction...from 30th Sept. 1852, to 27th Jany. 1855, p. 28.

পৃষ্ঠায় চুঁচুড়ায় যে সাহেবের স্কুলের বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহার সহিত সেকালের পাঠশালার দুইখানি চিত্র আছে।

পৃ. ৭৬- কালীকিঙ্কর পালিত

ইনি স্বনামধন্য তারকনাথ পালিতের পিতা। কালীকিঙ্কর সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন ঃ—

> "বদান্যতা ও দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা শহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'You are the architect of many a man's fortune in town'। কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।"

পৃ. ৮৪—মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুল

১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসে কয়েক জন উৎসাহী লোকের চাঁদায় মেদিনীপুরে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।* ১৮৩৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলটি গবর্মেণ্টের অধীন হয়। ১৮৩৬ সনের *Report of the General Committee af Public Instruction*-এ (পৃ. ১৪২) প্রথম মেদিনীপুর স্কুলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; লেখা আছে "was established and supported for some time by private subscription. It was made over to us in September last."

হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন ১৮৩৫ সনে মেদিনীপুর-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৬ সনের ৯ জুলাই হইতে এফ. টীড মেদিনীপুর-স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন—Report of the *late* General Committee of Public Instruction 1840-41 and 1841-42, (পৃ. ২১৫) দ্রষ্টব্য। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন—"টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়।" দেখা যাইতেছে, এই উক্তি ঠিক নহে।

১৮৪৭ সনে টীড সাহেব মেদিনীপুর হইতে ঢাকায় বদলি হন। ঢাকা কলেজের রিপোর্টে তাঁহার নিয়োগ-তারিখ ৯ জুলাই ১৮৪৭। তাঁহার স্থলে ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে মেদিনীপুর-স্কুলে সিন্‌ক্লেয়ার নিযুক্ত হন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে সিন্‌ক্লেয়ারের মৃত্যু হয়।

* "A teacher has been sent from Calcutta, and the school was opened in November 1834, with eighteen scholars,..." William Adam: *Reports on the State of Education in Bengal* (Cal. University), p. 51.

সিনক্লেয়ারের পর মেদিনীপুর জেলা-স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন—রাজনারায়ণ বসু। **"The present head master, Babu Rajnarain Bose, nominated by the Council of Education, joined his appointment on the 26th February 1851."** (*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* **for 1850-51, p. 136.)** রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের কর্ম্মে যোগদান করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন; এই পদে তিনি ১২ মে ১৮৪৯ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে প্রথম নিযুক্ত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পৃ. ৯০—বিশ্বনাথ মতিলাল

এই খণ্ডে বিশ্বনাথ মতিলাল সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'নব্য-ভারত ও শিল্প-সম্পদ' পত্রে (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

> "বিশ্বনাথ মতিলাল...১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামবল্লভ ছিলেন সেকালের উর্দ্ধতন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক এবং গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। জ্যোতিষচর্চ্চায় তাঁহার এত দূর আগ্রহ ছিল যে তিনি বিষয় সম্পত্তি কিছুই দেখিতেন না। অপরিমিত অধ্যয়নের ফলে অল্প বয়সে তাঁহার চিত্তবিকার ঘটে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুযোগ পাইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার বিষয়সম্পত্তি দখল করিতে থাকেন। বিশ্বনাথের জননী তখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতা দুর্গাচরণ পিথুড়ির শরণাপন্ন হন। ভগ্নীর দুঃখে বিগলিত হইয়া দুর্গাচরণ তাঁহাকে আর যাইতে দেন নাই। দুর্গাচরণের একটি মাত্র কন্যা ছিল এবং তাঁহার অবস্থাও তখন ভাল যাইতেছিল। তিনি বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ দুই ভ্রাতাকে পুত্রস্নেহে মানুষ করিয়া তুলেন।
>
> ...১৯০১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা সেন্সাস রিপোর্টের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছিল—'বিশ্বনাথ মতিলাল বহুবাজারের মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এক লবণের গোলায় মাসিক ৮ টাকার মুহুরী হইয়া তিনি জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ১৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।'...
>
> ...১৮১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাকিণ্টশ কোম্পানী এবং ক্রুটিণ্ডন কোম্পানী ফেল হয়। বিশ্বনাথ এই দুইটি কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ইহাদের হৌসে বিশ্বনাথের যথেষ্ট টাকা খাটিত। ইহার কিছুকাল পরেই কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিচালিত পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কও ফেল হয়। পর পর কতকগুলি কুঠি ও একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বিশ্বনাথকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। এই ঋণ পরিশোধের জন্য বিশ্বনাথের উইলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার অছিগণ মতিলালদিগের বড়বাজারের কাঁসারিপটি, ক্রশ ষ্ট্রীটের

কয়েকখানি বাড়ী ও অন্য কয়েকটি মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। বিশ্বনাথ তাঁহার কাশীধামের বাটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দিয়া যান। তিনি বিশ্বনাথের সম্পত্তির অন্যতম একজিকিউটর ছিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাষষ্ঠীর দিন এই কর্ম্মবীরের জীবনাবসান হয়।"

পৃ. ৯০—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের গোড়ার কথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ সনে বীটন-কর্ত্তৃক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; সেটি The Female Juvenile Society For the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. এই মহিলা-সমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক

* ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটরী পীয়ার্স (W. H. Pearce) সোসাইটির অন্যতম সভ্য ফর্বস (G. Forbes) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা হইতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, পীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন।—

> ...there are not more than two hundred Bengalee Schools, averaging twenty-one pupils each, or four thousand and two hundred Children under instruction from Chitpoor Bridge to Birjootulao.......Females too in Calcutta are in an inferior proportion,...from this number Hindoo *Girls* are excluded, a single School for this interesting, but neglected class of our fellow subjects having never, I believe, till without these last three months, existed in Calcutta.*
>
> * "Many attempts to collect a Female School had been previously made, but failed on account of the prejudices of the parents. The one here referred to was instituted at the expence of a small 'Society for the promotion of Female Bengalee Schools,' formed a few months ago in a Ladies' [Mrs. Lawson and Pearce's] Seminary in Calcutta."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year, 1818-19. P. 88.

এখানে ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ নয় তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নন্দনবাগানে জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন, 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রকাশ—

> "কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।"—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক', ৩য় সংস্করণ (১৮২৪), পৃ. ৯।

পৃ. ১০৪—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

পলাশী-যুদ্ধের পর প্রথম কয়েক বৎসর বঙ্গদেশে ব্রিটিশদের শুধু অধিকার-বিস্তারের যুগ। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের মন হইতে বিদেশী শক্র কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিহার আক্রমণের শেষ আশঙ্কাটুকু বিদূরিত হইবার পর ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকালে ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে দেশকে সুশাসন ও শান্তির বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করিবার আয়োজন সুরু হইল। কর্ণওয়ালিস যখন আসিলেন, তখন ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কারের যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়কার যে-সব রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়, তাঁহাদের মধ্যে সার্ উইলিয়ম জোন্স একজন প্রধান।

সে-সময় সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচার মুসলমান-আইন-মতে, এবং দেওয়ানী মামলার বিচার হিন্দুদিগের জন্য হিন্দুমতে এবং মুসলমানদিগের জন্য মুসলমান আইনমতে সম্পন্ন হইত। বাদশাহ্ আওরংজীবের আমলে সঙ্কলিত আইন-সারসংগ্রহ—'ফতাওয়া-ই-আলমগীরী'র সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী মামলার বিচার হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের এই ধরণের কোন লিখিত ব্যবস্থাপুস্তক ছিল না। বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাহার মীমাংসা করান হইত। হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কার্য্যোপযোগী একখানি ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্কলিত করাইবার প্রথম আয়োজন করেন—ওয়ারেন হেষ্টিংস। বাংলার এগার জন পণ্ডিতের* উপর তিনি (মে, ১৭৭৩) এই কার্য্যের ভার দেন। তাঁহারা দুই বৎসরে গ্রন্থ-রচনা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু সে-সময় খুব কম ইংরেজই সংস্কৃত ভাষা জানিতেন, কাজেই গ্রন্থখানিকে ইংরেজ-বিচারকদিগের কাজের সুবিধার জন্য দোভাষীর সাহায্যে ফার্সীতে তর্জ্জমা করান হয়। তাহার পর কোম্পানীর কর্ম্মচারী ন্যাথানিয়েল

* রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ব্রাসি হল্‌হেড গ্রন্থখানি ফার্সী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (মার্চ, ১৭৭৫)। ইহাই পর-বৎসর (১৭৭৬) বিলাতে *A Code of Gentoo Laws* নামে মুদ্রিত হয়।

দুঃখের বিষয়, দুই দুইবার ভাষান্তরিত হইবার ফলে গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে কিছু পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য একখানি বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক হিন্দু ব্যবস্থা-পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। সে-অভাব পূরণের জন্য অগ্রণী হইলেন—সার্ উইলিয়ম জোন্স।

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ সার্ উইলিয়ম জোন্স বঙ্গদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সুধীজনসমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং আইনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে সাহেবদের মধ্যে একমাত্র জোন্সই এই দুরূহ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৭৮৮ সনের ১৯এ মার্চ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রখানিতে আছে,—

> "হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থাসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও আর্বী—এই দুই কঠিন ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিখিবে, কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের পার্থিব কোন লাভ হইবে না। অথচ বিচার-সম্পর্কে যদি আমরা কেবল দেশীয় ব্যবহারজীব ও পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা যে প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে-বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।
>
> যুষ্টিনিয়ানের (রোম-সম্রাট্) আদেশে সঙ্কলিত, রোমীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যবহারজীবদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত করাই, এবং তাহার নির্ভুল ও যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে প্রয়োজন-মত বিচারকেরা এই গ্রন্থ দেখিতে পারিবেন; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবীরা আমাদিগকে ভুল পথ দেখাইতেছে কি-না, তাহা ধরা সহজ হইবে। আমরা কেবল উত্তরাধিকার এবং চুক্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সঙ্কলন করাইতে চাই, কারণ এই দুই শ্রেণীর মামলাই সচরাচর বেশী হয়।" (১৯ মার্চ, ১৭৮৮)

লর্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ আইন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া, গ্রন্থ-সঙ্কলনের সমুদয় ব্যয়ভার রাজকোষ হইতে বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। সার্ উইলিয়মের তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশ-মতে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু আইন-সারসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন (১) রাধাকান্ত শর্ম্মা—পাণ্ডিত্য ও বহু সদ্‌গুণের আধার বলিয়া বাংলা দেশের আপামরসাধারণের পূজ্য। (২) সব্বর তিওয়ারী (পাঠান্তরে সর্ব্বরী); ইনি বিহারী পণ্ডিত,—পূর্ব্বে পাটনা কাউন্সিলের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্যবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া স্বদেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই সার্ উইলিয়ম জোন্স এক মহাপণ্ডিতের সন্ধান পাইলেন। ইনি হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম নিবাসী, বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে গবর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিসের মন্তব্যে প্রকাশ,—

> "গবর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে জানাইতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন-সারসংগ্রহ

সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার সহিত সার্ উইলিয়ম জোন্সের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহার তত্ত্বাবধানের ভার সার্ উইলিয়ম জোন্সের উপর। এই কাজের জন্য পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা ছাড়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে লইবার জন্য সেই সময় সার্ উইলিয়ম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির বয়স অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মতামত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরই সর্ব্বোচ্চ ধারণা। তাঁহার সাহায্য পাইলে এবং সঙ্কলয়িতারূপে তাঁহার নাম যুক্ত থাকিলে গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা ও খ্যাতি যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

গবর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে আরও জানাইতেছেন যে, সার্ উইলিয়ম জোন্স জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মাসিক তিন শত, এবং তাঁহার সহকারীদিগকে মাসিক এক শত টাকা বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

সুপারিশ গ্রাহ্য হইল এবং সেইমতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।"*

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ তখনকার দিনের এক জন নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ পিতার অধিক বয়সের সন্তান; তাঁহার জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়স ছিল ৬৬। বাল্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আত্মীয়স্বজনরা অবাক হইতেন, এবং তিনি যে কালে এক জন অসামান্য ব্যক্তি হইবেন, সেই বয়সেই তাহার আভাস পাওয়া যাইত। বিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অসাধারণ নৈয়ায়িক বলিয়া চারি দিকে জগন্নাথের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কোন সমস্যায় পড়িলে ওয়ারেন হেষ্টিংস্, শোর, সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্ট্রার হ্যারিংটন্ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য প্রায়ই ত্রিবেণীতে ছুটিতেন। জগন্নাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য দেশের উচ্চনীচ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত† এবং অনেক ধনী জমিদারের নিকট হইতে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। শোভাবাজার-রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সে-সময়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হইত। পণ্ডিত জগন্নাথও এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। "মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে একখানি তালুক ও পাকা বসতবাটী নির্ম্মাণের উপযোগী অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা একবার তাঁহাকে বাৎসরিক লক্ষ টাকা আয়ের একটি জমিদারী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা বিলাসী হইয়া পড়িবে—ধনগর্ব্বে বিদ্যাচর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিবে। মহারাজা নবকৃষ্ণের সুপারিশেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হিন্দু-আইন সঙ্কলনে নিযুক্ত করেন।" ‡

জগন্নাথ অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প শোনা যায়।

---

* *Public Dept. Consultation*, 22 August 1788, No. 28. (Imperial Records.)

† জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

> "...,Jagannatha was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandana."—*Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property...*

‡ N. N. Ghose : *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*, p, 185.

তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক 'রামচরিত' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে-কাজের দ্বারা তিনি দেশ ও দশের মঙ্গলসাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এইবার তাহারই আলোচনা করিব।

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতভেদ-সঙ্কুল। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা করিলেন। এই কার্য্য তিনি একাই সম্পাদন করেন,—সময় লাগিয়াছিল তিন বৎসর। ১৭৯২, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আট শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সার্ উইলিয়ম জোন্সের হাতে দেন।

জোন্স আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত আইন-গ্রন্থখানি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিতে পারিবেন। ইহার ভূমিকার জন্য তিনি অনেক মূল্যবান্ উপাদানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি বাম হইলেন। ১৭৯৪, ২৭এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু জোন্সের সাধু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, গবর্ণর-জেনারেল সার্ জন শোরের নির্দ্দেশে, মীর্জ্জাপুর জিলা আদালতের জজ এইচ. টি. কোলব্রুক তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত ব্যবস্থা-পুস্তকখানি *Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৯৮ সালে ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদ-কার্য্যে কোলব্রুকের দুই বৎসরের কিছু অধিক সময় লাগিয়াছিল (ডিসেম্বর, ১৭৯৬)। পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট হইতে পনর হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

তর্কপঞ্চাননের রচনা-সম্বন্ধে কোলব্রুক তাঁহার অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

> "হিন্দু-আইনের অনেকগুলি সারসংগ্রহ, এবং টীকা হইতে চয়ন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভক্তিভাজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে মূল সূত্রগুলির যত প্রকার সম্ভব ভাষ্য করিয়াছেন।...আধুনিক হিন্দু-আইন-সারসংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) হেষ্টিংসের আদেশে সঙ্কলিত 'বিবাদার্ণব-সেতু', (২) সার্ উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে, মিথিলার আইনজ্ঞ সর্ব্বরী ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বিবাদ-সারার্ণব' এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সঙ্কলিত বিবাদ-ভঙ্গার্ণব —যাহা (অর্থাৎ শেষখানি) অনূদিত হইল।"*

তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত পুথি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচিত হইবার পর তর্কপঞ্চাননের মাসিক তিন শত টাকা বেতন সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের আমলে যে এগার জন পণ্ডিত প্রথমে ব্যবস্থাপুস্তক সঙ্কলন করেন, তাঁহারা কার্য্য শেষ হইবার পরও পেন্সন পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৭৯৩, জানুয়ারি মাসে জগন্নাথ শর্ম্মা গবর্ণর-জেনারেল শোরকে পেন্সনের জন্য একখানি আবেদন-পত্র পাঠান। পত্রখানি আমি ভারত-গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় আবিষ্কার করিয়াছি :—

* ***Miscellaneous Essays by H. T. Colebrooke,*** **A new edition, with notes, by E. B. Cowell, (1873), i. 405, 473.**

"হেষ্টিংস সাহেব যখন মহারাজা রাজবল্লভকে দিয়া আমার নিকট হিন্দু আইনগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন আমি উহাতে সম্মত হই নাই। হেষ্টিংস তখন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার-প্রমুখ নদীয়ার এগার জন পণ্ডিতের উপর ঐ কার্য্যের ভার দেন। বহু পরিশ্রমের ফলে তিন বৎসরে সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলে, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে পাঠান হয়, কিন্তু অনুবাদ সুবোধ্য না হওয়ায় উহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। একথা শোর সাহেব আমাকে জানান। তিনি আমাকে হিন্দু আইনপুস্তক সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিতে, এবং রচনা শেষ করিয়া সার্ উইলিয়ম জোন্সের হাতে দিতে বলেন। আমি জানিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত নদীয়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবার পর, এখনও নিয়মিতরূপে মাহিনা পাইয়া আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলাম, কার্য্যশেষে আমিও তাঁহাদের মত আমরণ বেতন পাইতে থাকিব। এই আশাতেই আমি কার্য্যভার গ্রহণ করি। আমার সঙ্কলিত আট শত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি ঠিকমত অনূদিত হইলে, আপনি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সঙ্কলন করিতে আমাকে কতটা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে [১৭৯২] সার্ উইলিয়ম জোন্সকে দিয়াছি, এবং সেই অবধি আমার মাহিনা বন্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি পরিবার ও শিষ্যবর্গ প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলাম, কিন্তু এখন বৃহৎ সংসার পরিচালনে অশক্ত। ১৭৮৮, ২২এ আগষ্ট আপনি অধীনকে এক খিলি পান দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোম্পানীর চাকরিতে বহাল থাকিব। এই কারণে আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, পূর্ব্বে আমাকে যাহা দেওয়া হইত, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দিবার আজ্ঞা দিয়া, বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করুন।"*

১৭৯৩, ১১ই জানুয়ারি বোর্ডের সভায় আবেদনপত্রখানি পাঠ করা হইল। জগন্নাথ শর্ম্মার পাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণের সম্মান-স্বরূপ তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল মাসিক তিন শত সিক্কা টাকা পেন্সন দিতে বোর্ড সম্মত হইলেন, তবে একথা পরিষ্কার করিয়া জানান হইল যে, পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বা অপর কোন আত্মীয় এই পেন্সন পাইবে না।†

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, শতাধিক বৎসর বয়সে ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন অবধি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ম্লান হয় নাই। তাঁহাকে তীরস্থ করিলে তাঁহার

---

* *Public Dept. Consultation*, dated 11 Jan. 1793, No. 11.

† *Public Dept. Procdgs.*, dated 11 Jany. 1793.

জগন্নাথ শর্ম্মার পেন্সন-প্রসঙ্গে গবর্ণর-জেনারেল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন :—"On our Proceedings of 11 Jany. 1793 a petition is recorded from Jagannath Sharma, the oldest Pandit in Bengal, and a man of great learning and of most respectable character......In consideration of the very favourable testimonies, we have received, of the petitioner, his great age, and numerous family, we have granted him a pension of Rs. 300 per mensem, but it is not to be continued after the death to his family or descendants."—*Bengal Public Letter to the Court of Directors*, dated Fort William 29 January, 1793, paras 56-57.

প্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র বলেন, "গুরুদেব! নানা শাস্ত্র পড়াইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু ঈশ্বর কি বস্তু তাহা এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই।"

অন্তর্জলী অবস্থায় তর্কপঞ্চানন ঈষৎ হাসিয়া, মনে মনে এই শ্লোকটি রচনা করিয়া ছাত্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নারাকারাম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে॥

—এক দল (ঈশ্বরকে) নরাকার বলেন, কেহ কেহ বা নিরাকারও বলেন। কিন্তু আমরা দীর্ঘসম্বন্ধের জন্য (অর্থাৎ বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য) নারাকারাকে (অথবা নীরাকারাকে) উপাসনা করি।

হুগলী ঐতিহাসিক সমিতির অনুরোধে সরকার ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের চণ্ডীমণ্ডপে মর্ম্মর-ফলকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর তারিখ—ইং ১৮০৬ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও আমি এই তারিখটি দেখিয়াছি। উমাচরণ ভট্টাচার্য্য নামে তর্কপঞ্চাননের এক আত্মীয় পণ্ডিতের যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করেন, সম্ভবতঃ তাহাই ভিত্তি করিয়া এই তারিখটি চলিতেছে। কিন্তু জীবনচরিত হিসাবে এই পুস্তকখানির মূল্য খুব কম,—কেবল জনপ্রবাদ ও প্রচলিত গল্পের ভাগই ইহাতে বেশী। 'বিশ্বকোষ' বা সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানেও তর্কপঞ্চাননের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতেও ভুল তারিখ দেওয়া আছে। জগন্নাথের মৃত্যু-তারিখ—অক্টোবর, ১৮০৭। ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানকালে, গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে লিখিত, তর্কপঞ্চাননের পৌত্র কাশীনাথ শর্ম্মার একখানি আবেদন-পত্র আমার নজরে পরে। পত্রখানির তারিখ ৫ জানুয়ারি, ১৮০৮। কাশীনাথ লিখিতেছেন, "তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গত অক্টোবর মাসে শতবর্ষের উপর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।"* ইহা হইতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু-তারিখ স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

কাশীনাথের আবেদন-পত্রে প্রকাশ, "তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; এই অর্থসাহায্য বন্ধ হইলে তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গের সংসার চালান দুর্ঘট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশধরগণের বিদ্যানুশীলনের পথও রুদ্ধ হইবে।"†

১৮০৮, ৮ই জানুয়ারি সরকার হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে কাশীনাথের আর্জীখানি পাঠাইয়া, তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

১৮০৮, ১৩ই এপ্রিল হুগলীর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ আর্ণষ্ট (T. H. Ernst) সাহেব উত্তরে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন,—

* The humble petition of Kashinath Sharmana, grandson of the late Jagannath Tarkapanchanan most humbly sheweth unto your Lordship that the said Jagannath Tarkapanchanan...*died in October last* [1807] at the age of more than 100 years..." *Public Dept. Con.* 8 January 1808, No. 100.

† কাশীনাথের আবেদন-পত্রখানি আমি *Modern Review* (Sep. 1929. pp. 261-62) পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

"তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গ আট শত বিঘা জমির মালিক। এই জমি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত এবং ইহা হইতে বছরে আট শত টাকা আয় হয়। পরলোকগত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহা খ্যাতিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ সময় অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার পেন্সনের টাকা বাহাল রাখিবার জন্য তাঁহার পৌত্র কাশীনাথ আবেদন করিয়াছেন; দেখা যাইতেছে তর্কপঞ্চাননের পরিবার-বর্গের বিদ্যানুশীলন ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা-কার্য্য বজায় রাখিবার জন্যই প্রধানতঃ কাশীনাথ এই আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যতটা জানি, আবেদনকারী কাশীনাথ অথবা বংশের অন্য কেহ তর্কপঞ্চাননের মত প্রতিভা বা উদ্যমের অধিকারী হন নাই। এই পরিবারের একমাত্র গঙ্গাধরই খুব যোগ্য লোক। তিনি কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগরে জজপণ্ডিত ছিলেন; পিতামহ জগন্নাথের দেহত্যাগের মাস-কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এই পত্র পাইয়া গবর্ণর-জেনারেল কাশীনাথের আবেদন মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কোন চিত্র আমি দেখি নাই। সম্প্রতি 'সোমপ্রকাশ' পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিতে দেখিতে তাঁহার এক ক্ষোদিত মূর্ত্তির উল্লেখ পাইয়াছি। ১১ জানুয়ারি ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' একখানি "প্রেরিত" পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানির অংশ-বিশেষ এইরূপ,—

"সেদিন মৃত মহাত্মা মার্ক্ইস কর্ণওয়ালিস সাহেবের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।...সমাধি গৃহটী অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রস্তররচিত। উহার মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরময় মঞ্চে মৃত মহাত্মার মুখাকৃতি ক্ষোদিত আছে, এবং তাহার এক পার্শ্বে জগন্মান্য পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ও অপর পার্শ্বে একজন মৌলবীর পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।... ... গাজীপুর।"

পৃ. ১০৪—হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী

হরিহরানন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯ম পুস্তক 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ১০৫—প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পুঁড়া-নিবাসী কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের অন্যতম পুত্র দেবনারায়ণ ঘোষের অনুরোধে প্রাণকৃষ্ণ একটি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহা ১৮৪১ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই রচনাটি আমি ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

পৃ. ১০৮—বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা

শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রসার মুদ্রাযন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধেও সর্ব্বদাই তাঁহাদের কৌতূহল দেখা গিয়াছে। এই কারণে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির বিবরণ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত ত হয়ই নাই, এমন কি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধানও হয় নাই। ইহার ফলে বাংলা দেশে মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ইউরোপে পৃথক্ হরফ সাজাইয়া মুদ্রণরীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে কাঠের ব্লক হইতে পুস্তক ছাপা হইত। এই সকল ব্লকে পৃথক্ অক্ষর ব্যবহৃত হইত না, একটি পৃষ্ঠা একসঙ্গে খোদাই করা হইত। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন, বাংলা দেশেও প্রথমে কাঠের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধারণা ভুল। এদেশে ছাপা ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তন করেন ইংরেজরা। সুতরাং যে-সময়ে উহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে ছাপার রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ ছিল, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা হরফ ও ছাপার উৎপত্তি হয়। এদেশের লোক যদি নিজের বুদ্ধিতে নূতন করিয়া মুদ্রণপদ্ধতি আবিষ্কার করিত তাহা হইলে হয়ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার কারণ থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া বাংলা দেশে একেবারে প্রথম হইতেই পৃথক্ সীসার টাইপ হইতে মুদ্রণরীতি প্রচলিত হয়।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। কোম্পানীর এক জন সিবিলিয়ান—ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড কর্ত্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত ইহা হইতেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ইংরেজরা এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজনের বশে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গবর্ণর-জেনারেল তখন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই পুস্তক লিখিত হইবার পর প্রশ্ন উঠে বাংলা টাইপ ভিন্ন উহা কি করিয়া ছাপা যাইতে পারে? উহার পূর্ব্বে উইলিয়ম বোল্টস্ বিলাতে এক প্রস্থ (ফাউণ্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা একেবারে বিফল হয়। এই অবস্থায় ওয়ারেন হেষ্টিংস চার্লস্ (পরে সার্ চার্লস্) উইলকিন্স নামে কোম্পানীর এক জন সিবিলিয়ানকে বাংলা অক্ষরের ছেনি কাটিয়া দিতে অনুরোধ করেন। উইলকিন্স এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংসের উৎসাহে ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ১৭৮৫ সনে প্রকাশ করেন, তৎপূর্ব্বে কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। এদেশের ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার নানা বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে শুধু নিজের খুশীতে বাংলা অক্ষরের দু-একটি ছেনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ওয়ারেন হেষ্টিংসের জানা ছিল বলিয়াই তিনি উইলকিন্সকে বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হল্‌হেডের সহিতও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এই কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার জন্য তিনি নিজের

হাতে ছেনি কাটা, ঢালাই ও ছাপা প্রভৃতি সকল কাজ করেন। এই ভাবেই প্রথম বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্ত্তন হয়। উইলকিন্সের এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে হল্‌হেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that his project, when compleated, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed.
>
> The advice and even solicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengali types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages."—N. B. Halhed : *A Grammar of the Bengal Language.* Preface, pp. xxii-iv.

হল্‌হেডের বাংলা ব্যাকরণ হুগলীতে এন্ড্রুসের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। সুতরাং হুগলীকে বাংলা ছাপার জন্মস্থান বলা উচিত। ইহার পর বাংলা ছাপার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮০০ সনে শ্রীরামপুরে কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনরীরা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপায়ে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং বাংলা পুস্তক ছাপা সম্বন্ধে স্বভাবতই

তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ হইবার কথা। এক দিকে এই মিশনরী আগ্রহ, আর এক দিকে প্রধানতঃ সরকারী আইন-আদালতের প্রয়োজন, এই দুইয়ের জন্য বাংলা দেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ও উন্নতি হইতে লাগিল। হল্‌হেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে—১৭৮৫ সনে—জোনাথান ডানকান কৃত সার্ ইলিজা ইম্পের রেগুলেশ্যনের বাংলা অনুবাদ "কোম্পানীর প্রেস" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক বলিয়া প্রকাশ। তাহার পর এন. বি. এডমনষ্টোন ১৭৯১ ও ১৭৯২ সনে কতকগুলি রেগুলেশ্যন বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কোন ছাপাখানায় সার্ উইলিয়ম জোন্স-সম্পাদিত কালিদাসের 'ঋতুসংহার' *The Seasons* নামে প্রকাশিত হয়। ইহাও সম্পূর্ণ বাংলা হরফে মুদ্রিত। ১৭৯৩ সনে বাংলা হরফে দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়; ইহার একখানি কর্ণওয়ালিসের কোডের হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার কৃত বাংলা অনুবাদ; অপরখানি কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত বাংলা অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধান 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ মিলারের *The Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' কলিকাতার কোন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ফরষ্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।* তত দিনে হল্‌হেডের ব্যাকরণে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল উইলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্ম্মকার তাহার কিছু উন্নতি করিয়াছিল। বাংলা ছাড়া নাগরী ও ফার্সী ভাষায় ছাপার অক্ষরের প্রবর্ত্তনও উইলকিন্সের চেষ্টায় হয়।† ষোল বৎসর এদেশে কাটাইয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া উইলকিন্স ১৭৮৬ সনে স্বদেশ গমন করেন। ১৮৩৬ সনের মে মাসে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা অক্ষর তৈয়ার করিতে প্রথম হইতেই উইলকিন্সের সহকর্ম্মী হয় এক জন বাঙালী; তাহার নাম পঞ্চানন কর্ম্মকার। উইলকিন্স স্বহস্তে তাহাকে অক্ষরের ছেনি কাটা শিখাইয়াছিলেন। এই পঞ্চাননের কর্ম্মপটুতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ সমসাময়িক বহু বিবরণে পাওয়া যায়। হল্‌হেডের ব্যাকরণে যে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল, পঞ্চানন তাহা অপেক্ষা আরও সুন্দর একটি সাট তৈয়ার করিয়াছিল। এই অক্ষরে ১৭৯৩ সনে কর্ণওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। অনেক দিন ধরিয়া এই অক্ষরের চলন ছিল। পঞ্চাননের জন্যই বাংলা হরফ নির্ম্মাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। মার্শম্যান তাঁহার বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ১৭৯৮ সনের গোড়ায় পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে "দেশীয় ভাষায় ছাপার কার্য্য চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অক্ষর-ঢালাইয়ের কারখানা (letter foundry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"; সার্ চার্লস্ উইলকিন্সের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই সেখানে ছেনি-কাটার কাজ করিত।‡

* শ্রীসজনীকান্ত দাস "বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম যুগ" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪৫-৪৬।

† "...he originated the models, prepared the materials, and shared the manual labor with his native assistants while he directed their operations.... To this fount of Bengalee types, he added others in the Nagree and Persian characters; and thus completely opened the way for the ultimate diffusion of knowledge throughout India."—*The Friend of India* for July 1818, p. 61.

‡ John Clark Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, (1859), i. 80.

১৮০০ সনের গোড়া হইতে পঞ্চানন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের ছাপাখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করে। কেরী তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পঞ্চাননকে নাগরী অক্ষরের একটি সাট রচনায় নিযুক্ত করিলেন। দেবনাগরে বহু যুক্তাক্ষর থাকায় সাত শত ছেনির প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৮০৩ সনের গোড়ায় এই কাজ প্রায় অর্দ্ধেকটা অগ্রসর হয়।* কাজটি সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য মনোহর নামে এক জন কর্ম্মপটু যুবককে পঞ্চাননের সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই মনোহর পঞ্চাননের জামাতা।† এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পঞ্চানন বাংলা অক্ষরের আরও একটি সাট তৈয়ার করে। নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ যে-অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নূতন অক্ষর তাহা অপেক্ষা আকারে ছোট এবং দেখিতে আরও সুন্দর।‡ ১৮০৩ সনে এই নূতন অক্ষরে নিউ টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতে আরম্ভ হয়।

শ্রীরামপুর মিশন পঞ্চানন কর্ম্মকারকে পাইয়া শ্রীরামপুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার বৎসর-তিনেক (১৮০৩-০৪) পরে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়।§ পঞ্চানন ও তাহার শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে শ্রীরামপুর মিশন ১৮০৭ সনে একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very artist who had wrought with Wilkins in that work, and in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter-foundry ; and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others,

---

* ১৮০৪ সনে দেবনাগরী অক্ষরের এই সাট তৈয়ারী হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

SHANSCRIT AND BENGALEE DEPT.

A new and improved Devanagari type has been cast for the Sanskrit language under the superintendence of Mr. William Carey.

1. In the font there are types of all the compound letters.

2. By the construction of certain initial medial and final letters, the characters come in contact in the Press as in writing.

A font of types in the Orissa character (being the first in that language) is now casting under the superintendence of Mr. Carey.—Home Miscellaneous Vol. No. 559.

† শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোটবহি হইতে জানা যায় যে পঞ্চাননই জামাতা মনোহরকে ছেনি কাটার কাজ শেখায় ; ইহাদের উভয়ের বাড়ী ছিল ত্রিবেণীতে। *B : P. & P.*, July-Sep. 1916, p. 140.

‡ Marshman : The *Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 178-79.

§ "One of the very men who had assisted Wilkins in the fabrication of his types, applied to the missionaries at Serampore when they had resided there only a few months ; and though he died in about three years, it was not till he had instructed a sufficient number of his own countrymen in the art ; who, in the course of eighteen years, have prepared founts of types in fourteen Indian alphabets,..."—*The Friend of India* for July 1818, p. 64.

that they carry forward the work of type-casting, and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists. These have cast for us two or three founts of Bengali ; and we are now employing them in casting a fount on a construction which bids fair to diminish the expense of paper, and the size of the book at least one-fourth, without affecting the legibility of the character."—*Memoir Relative to the Translations*, 1807, as quoted by Geo. Smith, p. 181.

বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা-প্রসঙ্গে ১৮৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের 'দি ক্যালকাটা খ্রীষ্টান অবজার্ভার' পত্রে যাহা লিখিত হয়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

"India had never seen printing in her own indigenous characters, till about twelve years before the arrival of the brethren Carey and Thomas in India. She was indebted for its existence to the ingenuity and unceasing efforts of Lieut. Wilkins, then a young man in the Bengal army, and now, the justly celebrated Dr. Wilkins. The attachment of this young man to Indian literature is testified both by Sir William Jones and by Nathaniel Brassey Halhed, Esq. the author of the first and the most elegant Grammar of the Bengalee language, which has yet appeared. This was printed at Hooghly, in 1784, with the first complete fount of Bengalee types Lieutenant Wilkins fabricated, respecting which, Mr. Halhed, then in the Civil Service, testifies in his preface, that in cutting this fount, Lieut. Wilkins performed all the various operations of the type founder, from cutting the punches with his own hand, to bringing them complete from the foundery.

* * *

...Suffice it to say, that when Mr. Ward had arrived from England with the printing apparatus, Bengalee types were still wanting. If written characters had been sent home to form the exemplar of a fount of Bengalee types, as Carey and Thomas had contemplated ; it had been found that the cutting of 600 punches at eighteen shillings each, the price in England for cutting the smallest Roman character, rendered it impossible for Fuller and his associates to advance the sum of more than five hundred pounds sterling, for merely cutting a Bengalee fount of types.

But what appeared beyond the means of both Carey in India, and Fuller and his companions at home, providence was pleased to supply in a way quite unexpected. About two months after

Carey's arrival at Serampore, with Mrs. Carey and his four sons, a native named *Punchanun*, of the caste of smiths, who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins, and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengalee fount of types, applied to us for employment, offering to cut a fount at *a rupee four annas* each letter. Filled with gratitude to God for an occurrence so unexpected, we instantly retained him, and a fount of Bengalee types was gradually created, for about 700 Rupees, instead of £540 sterling, the price they would have cost in cutting at home.

The New Testament was brought through the press within eleven months, Carey having taken an impression of the first page, March the 18th, 1800, and the last page being printed February the 10th, 1801. With the Old Testament he proceeded at press without delay ; and finding after he had occupied himself in translation so many years, that by far the greater part of the words in other dialects around him, derived from the same source, (the Sungskrit language,) were precisely the same in meaning and import, the translation of the New Testament into some of these, appeared quite within reach.—"Brief Memoir of the late Rev. W. Carey, D. D. [Abridged from Rev. Dr. Marshman's Funeral Sermon.]"—*The Calcutta Christian Observer* for September 1834, pp. 451-54.

মৃত্যুর পূর্ব্বে পঞ্চানন তাহার জামাতা মনোহরকে এবং আরও কয়েক জন ব্যক্তিকে ছেনি কাটা শিক্ষা দিয়া যায়। ইহারা আঠারো বৎসর কালের মধ্যে চৌদ্দটি বিভিন্ন বর্ণমালার টাইপ তৈয়ার করে।* মনোহর ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল শ্রীরামপুরে কাজ করিয়া চীনা, উড়িয়া প্রভৃতি নানা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রী আবার টাইপ তৈয়ার করিতে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। ১৮৫০ সনে কৃষ্ণ মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রায় সত্তর বৎসরকাল ধরিয়া বাংলা হরফ তৈরি করিবার কাজে একটি পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। কৃষ্ণ মিস্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণ মিস্ত্রীর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

* **"Panchanan's apprentice, Monohur, continued to make elegant founts of type in all Eastern languages for the mission and for sale to others for more than forty years, becoming a benefactor not only to literature but to Christian civilisation to an extent of which he was unconscious, for he remained a Hindoo of the blacksmith caste. In 1839, when he first went to India as a young missionary, the Rev. James Kennedy saw him, as the present writer has often since seen his successor, cutting the matrices or casting the type for the Bibles,...Serampore continued down till 1860 to be the principal Oriental typefoundry of the East."—Geo. Smith : *The Life of William Carey* (Everyman's Library edn.), p. 192.**

"কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিতা পুত্র দুই জন অক্ষর ও প্রতিবিম্বপ্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু। তাঁহারা যে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। ইঙ্গরাজ লোককর্ত্তৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বৎসরপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হয় নাই। ১৭৭৮ সালে হালহেড সাহেব বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণানন্তর তদ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক হইলেন। পরন্তু বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু শিল্পকর্ম্মি উইলকিন্স সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালে কোনক্রমে মনোহর মিস্ত্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিন্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব তাঁহাকে বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১৭৯৯ সালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারক কেরি সাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করণপূর্ব্বক যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহারদের নিকট কর্ম্ম পাইয়া বাঙ্গলা ও দেবনাগর ও উড়িয়াপ্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ঐ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরে২ পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ইঙ্গরাজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকান্তরগত হন তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ম্মেতে অতি পটু। সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম ঘটিত অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাঁহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরো ব্যক্ত আছে অতি প্রেয়সী ভার্য্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব্ব স্বর্ণময় এক হার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য সুরচিত প্রায় ধনাঢ্যের বাটীতেও দুষ্প্রাপ্য। আরো তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। পরন্তু সুবিজ্ঞ সুপটু সুরচক সুশীল হইলেও কালের ক্ষমাপাত্র কে। গত শুক্রবারে কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সুস্বাস্থ্যাবস্থায় আমারদের যন্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে তাঁহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণাপ্রযুক্ত অধিকতর সুশীতল জলপান করণানন্তর বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ঘর্ম্ম হইতে লাগিল তাহাতে রীতিমত ঔষধাদি সেবন করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বী রমণী আছেন পুত্র কন্যামাত্র

নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্ত্তমান তাঁহারাও কর্ম্মক্ষম বটেন।”—‘সত্যপ্রদীপ’, ২৫ মে ১৮৫০, শনিবার।

ইহার পর বাংলা ছাপার হরফের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য।

পৃ. ১০৮—জে. ডি. পীয়ার্সন

শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* পুস্তকের ২৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় পীয়ার্সনের বাংলা রচনাবলীর পরিচয় দিয়াছেন।

পৃ. ১০৮—উইলিয়ম কেরী

উইলিয়ম কেরীর কয়েকখানি জীবনচরিত আছে। কিন্তু সেগুলিতে বাংলা-সাহিত্যে কেরীর দানের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে ১৩৪৬ সালের ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসজনীকান্ত দাসের ‘বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম যুগ’ প্রবন্ধ পঠিতব্য।

পৃ. ১১৪—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৬০্ বেতনে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে তিন বৎসর—১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। ইহার পর তিনি কিছু দিন এশিয়াটিক সোসাইটিতে পণ্ডিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৮৪২ সনের ১ অক্টোবর হইতে সংস্কৃত কলেজে ‘পুরাবৃত্ত’ নামে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কমলাকান্ত মাসিক ৮০্ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পীড়িত হইয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন।

পৃ. ১১৬—কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়

এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১৮৯০ সনের জুন সংখ্যা *The National Magazine* (New Series) পত্রে প্রকাশিত এইচ. বেভারিজ-লিখিত “The Calcutta Public Library” প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ১২৫—রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় (১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যা) বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ১৮৪৫ সনের ২৬ জুন হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ২৬ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ১২৭—সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা

এই সভা সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

Calcutta 17th May 1838.

My dear Gobind,

* * *

You have, I presume, been already apprised of the progress that the new Society is making, yet I cannot forbear giving you a brief account of this. I send you one of our circulars. The circular was issued to the senior students of all the principal seminaries as well as to the young students of the same. I understand that about 300 young men were assembled (on the 12th March). What a gratifying sight this must have been to all true friends of India! What a circumstance of congratulation to us who were desirous of making a propitious beginning. But the proceedings were not quite so gratifying as one might wish. There was more talking than oratorical speaking. Two other good speeches were, nevertheless, made, which are so essential in attaching a due degree of importance to proceedings of this nature. The following officers were chosen on this occasion. President, Tara Chand, Vice-President Kala Chand Sett and myself, Secretaries Ram Tonoo Lahiry and Peary Chand Mitra, Treasurer Raj Kristo Miter. Committee Members are Krishna Mohun Banerjee, Rasik Lal Sen, Madhub Mulik, Peary Mohun Bose, Tariny Churn Banerjea, and Raj Krishna Dey. Madhub has since resigned his post. Many important points were overlooked at this general meeting owing to the want of previous arrangement. Another observation that has been made to me by several is, that the leading few did all themselves without endeavouring to get all classes to take an active part in the matter. The result of this has been, as I gather from the report that a disaffection towards several is general amongst the members of the Society. This, however, I hope and trust, will be healed up before long. In one of the meetings of the committee I spoke rather warmly and perhaps harshly about the mismanagement of affairs. On this account, 2 or 3 members of the

committee have, I suspect, been so seriously offended that I do not know, if it would not be for the interest of the Society for me to resign. But I shall take no such step without consulting some friends. Let me drop this unpleasant affair and proceed on.

We have secured the use of the Sanscrit College Hall for our monthly meetings, but they have placed no furniture, and lights at our disposal. We shall therefore have to provide ourselves with these. We have imposed no compulsory contribution of any kind. But a voluntary subscription has been opened to raise funds. Let us have from you and other Roy Bahadoor friends liberal remittances. The Rev. Mr. Norgate has given us Rs. 50 through Krishna Mohun, (Banerjea) and another European calling himself a Friend to the Society has sent through me a donation of Rs. 50. I should have told you that Mr. (David) Hare has been made the Honorary visitor of our Society. The first meeting took place last night (16th May 1838) and on the whole it was a gratifying one. It was a very dark night, and had been stormy and rainy in the evening, notwithstanding which a 100 young men were present—and heard with the utmost attention the discourse of the Rev. Krishna (Mohun Banerjea) "on the advantages of the study of history." It was as remarkable for its chaste and elegant language as well for the varied information with which it was replete. The illustrations were apt and striking, and were chiefly drawn from ancient History... Ramgopal Sanyal : *A General Biography of Bengal Celebrities* (1889), pp. 170-71.

৮ মার্চ ১৮৪৩ তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা সম্বন্ধে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।—গত মাসের ৮ তারিখে সংস্কৃত কালেজের হালে উক্ত সভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল, তথায় শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে কোম্পানীর তাবৎ আদালতের এবং পোলিসের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব রাজবিদ্রোহ ভাবিয়া পঠনা রহিত করেন সেই পত্র এতন্মাসের ২ এবং ৩ তারিখের হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাঞ্ছা এই যে তাঁহার লিখিত প্রস্তাব ক্ষুদ্র পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অল্পমূল্যে সাধারণের সমীপে প্রেরণ করেন। কাপ্তেন রিচার্ডসন, কলিকাতা ষ্টার এবং ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ইহারা উক্ত বাবুর রচনায় দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া যে অপরাধী করিয়াছেন, এক্ষণে দ্বেষহীন পাঠকবর্গ তদ্বিষয়ের বিবেচনা করুন। কাপ্তেন

সাহেব উক্ত বাবুর রচনা পাঠকালে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত সভার সভ্যেরা অপমান বোধ করিয়া কালেজহাল পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে ফৌজদারী বালাখানায় ৩১ নম্বরের বাটীতে তাঁহাদিগের বৈঠক হয়।

পৃ. ১৩৩—ভবানীপুরে জগমোহন বসু-প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুল

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় ভবানীপুরে জগমোহন বসুর স্কুলের কথা আছে। বসু মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ২০ জানুয়ারি ১৮৫৩ তারিখে "An Inhabitant of Bhowanipore" পরবর্ত্তী ২৪এ জানুয়ারি তারিখের *The Hindoo Intelligencer* পত্রে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে জগমোহন বসু ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুলের কথা আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

The sudden death of Baboo Juggo Mohun Bose of Bhowanipore, tho' at an advanced age, is deeply regretted by men of all classes. The eminent merits of the deceased ; his placid and calm temper, his zeal for the cause of education ; and his labors for its diffusion, are universally known. Throughout his whole life and throughout his connection with the place, no single inhabitant has ever had any cause but that of being pleased with his conversation and rejoiced at the pains he took disinterestedly for their welfare. The name of David Hare deserves to be [embellished] in letters of gold in the hearts of many [of our] educated countrymen at large and so is the name of Baboo Juggo Mohun Bose in a limited sphere. More than 37 years past, before many of the metropolitan Institutions had their existence, Baboo Jogo Mohun Bose had a school at Bhowanipore where English lessons had been daily given and prepared. Tho' not a professional teacher, his talents and leisure hours were devoted to the improvement of children of all classes with the co-operation of Sir Edward Ryan and his relative Major Ryan, with the assistance of David Hare and of the Ghosal Baboos of Kidderpore he made his school attain a very respectable name among the educational establishments in the country,—and tho' the Institution is not now in a similar condition, it was only on account of a broken constitution and the infirmities of age hastened by family losses, that he was unable to take so much pains for it as he did before, and this too for the setting up of a Missionary Institution on a very large scale in the place where to the utter shame and loss of our countrymen many send their

children. One circumstance may be added which is that almost all persons now holding respectable and creditable situations under Government and the agencies resident at Bhowanipore were educated in the Union School and formed their habits of life and business under the eyes of this man before whose time none of the middling and few of the higher classes set turbans on their heads and went to work. Such a man deserves to be remembered and his admirers are thinking of something best calculated to commemorate his memory in a manner suitable to their means. —*The Hindoo Intelligencer* for January 24, 1853, p. 28.

পৃ. ১৪৯, ২৩৩—'নববিবিবিলাস' ও 'নববাবুবিলাস'

১৮৫২ সনে প্রকাশিত 'নব বিবি বিলাসে'র একটি সংস্করণ ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকার-হিসাবে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে। ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'নববাবুবিলাসে'র একটি সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ৭ম সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; ইহাতে গ্রন্থকার-হিসাবে "প্রমথনাথ শর্ম্মা" নাম আছে। প্রকৃতপক্ষে দুইটি নামই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। ইহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৮৫১ সনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পুস্তিকায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

> "ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ংবেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে,…।"
> —'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' নং ১০, পৃ. ১/০।

পৃ. ১৫২—'পাকরাজেশ্বর'

'পাক রাজেশ্বরঃ' বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহার প্রকাশকাল "শকাব্দাঃ ১৭৫৩। বাং ১২৩৮।" পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ ভুলক্রমে ইহার রচয়িতা-হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ১২৬০ বঙ্গাব্দে "বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাপ চন্দ্ বাহাদুরের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত" হইয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়।

পৃ. ১৫৪—'দি পার্সিকিউটেড'

১৮৩১ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত *The Persecuted* নাটিকাখানি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। ১৯৪১ সালে *Calcutta Municipal Gazette* পত্রের ১৭শ বার্ষিক সংখ্যায় আমি এই নাটিকাখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

পৃ. ১৫৫—'বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা'

ইহা পুথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০। "কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রেণাঙ্কিতা শকাব্দাঃ ১৭৫৪"।

মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় প্রশ্ন করেন, "শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না। ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবেন কি না এবং শূদ্রবৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না।" ধর্ম্মসভার পণ্ডিতবর্গ—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি, শম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও হরনাথ শর্ম্মা এই প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যবস্থাপত্র দেন তাহা ভাষার্থসহিত এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মসভার সম্পাদকরূপে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মতিলাল শীলের যে কয়খানি পত্র-ব্যবহার হয়, তাহাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে।

পৃ. ১৫৬—যোগধ্যান মিশ্র

১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রবর্গকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাসে, উইলসন সাহেবের সুপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিত মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যোগধ্যান দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ২১ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে প্রিয়নাথ শর্ম্মা নিযুক্ত হন।

১৮৩৯ সনে সারসুধানিধি যন্ত্র হইতে যোগধ্যান মিশ্র (হরচন্দ্র ও উলেষ্টন সাহেবের সহযোগে) 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন। 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' হটনের ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত।

পৃ. ১৬২—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

অচ্যুতচরণ চৌধুরী-প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে প্রকাশ :—

> "গৌরীশঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য।...গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্করের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোরবয়স্ক, পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগে গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত বিষাদিত হন এবং একদা রাত্রিযোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরীশঙ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, পঞ্চদশবর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে. জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।...গৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে 'তর্কবাগীশ'

উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন, গুণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।" (৪র্থ ভাগ, পৃ. ৬৪-৬৬)

গৌরীশঙ্কর উদারমতাবলম্বী ছিলেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। বীটন যখন কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন,…।"

নানা সভা-সমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌরীশঙ্করের যোগ ছিল। ১৮৫৯ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরীশঙ্কর একাধিক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। তাঁহার পরিচালিত পত্রগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি; এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১। 'জ্ঞানান্বেষণ'। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। দক্ষিণানন্দন নামে সম্পাদক হইলেও ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর।

২। 'সম্বাদ ভাস্কর'। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে এই সাপ্তাহিক পত্র সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়।

৩। 'সম্বাদ রসরাজ'। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সম্বাদ রসরাজে'র তিরোধান ঘটে।

৪। 'হিন্দুরত্নকমলাকর'। ১৮৫৭ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকার হিসাবেও গৌরীশঙ্করের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, প্রকাশকালসহ সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি:—

১। ভগবদ্গীতা—৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত। ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫)।

২। ভগবদ্‌গীতা—সমগ্র অংশের অনুবাদ। ইং ১৮৫২।

৩। জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম খণ্ড। ২০ আষাঢ় ১২৪৭ (জুলাই ১৮৪০)।

৪। জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড। ১৬ মাঘ ১২৫৯ (২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩)।

৫। ভূগোলসার। ২৫ কার্ত্তিক ১২৬০ (৯ নবেম্বর ১৮৫৩)।

৬। নীতিরত্ন। ১১ জুন ১৮৫৪।

৭। মহাভারত, ২য় খণ্ড। সংশোধিত। উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। পৌষ ১২৬২।

৮। চণ্ডী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণসম্মতা টীকা সহিত। ১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদসার' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন :—

> "যদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব।"

গৌরীশঙ্কর সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৮ম গ্রন্থ 'গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ' পাঠ করিবেন।

পৃ. ১৬৪—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি প্রথমে এম. অ্যান্‌স্‌লি (Anslie) ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন। তৎপরে ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে তিনি কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্নের স্থলে মাসিক ৩০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুর প্রাক্কালে মাসিক ৫০৲ বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি সংক্ষেপে এই :—

> ১। 'সেতুসংগ্রহ'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। পুথির পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক (=ইং ১৮৩৫)।
>
> ১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ন সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌' প্রকাশ করেন; ইহাতে অন্যান্য টীকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকার সারাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।
>
> ২। 'খোসগল্পসার' (১৮৩৯)—ইহার কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বরচিত "বাল্যজীবনে" লিখিয়াছেন :—"হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী…গঙ্গাধর …কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ বাস করিতেন। ঐ গোবিন্দ সংস্কৃত কালেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসরের পর শিরোমণি উপাধি পাইয়া তৎকালে স্থাপিত জেলা হুগলীর কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—'৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত', হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত (১৯০৯), পৃ. ৯।

পৃ. ১৭০—'জ্ঞানাঞ্জন'

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের গোড়াতেই আছে ; যথা—"শাকে বহ্নি যুগাগচন্দ্রবিমিতে ন্যায়স্মৃতীনাং মতংমূলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদং পাষণ্ডাদ্যতিনিন্দিতাদ্যভিমতাচারাদি খণ্ডং পুনঃ শাস্ত্রং বৈদিক তত্ত্বসার মভবদ্বিদ্বজ্জনানাংমুদে।" অর্থাৎ, বহ্নি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১ = ১৭৪৩ শকে ন্যায়স্মৃতির মূল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদ, পাষণ্ডাদি-অতিনিন্দিতাদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্ত্বসার বিদ্বৎজনের আনন্দের নিমিত্ত হইল।

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের দেওয়ান এই গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যই তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানাঞ্জনে' রামমোহনের প্রতি কটাক্ষ আছে। ইহার ৪ পৃষ্ঠায় (২য় সং) আছে :—"মহাবিজ্ঞ [রামমোহন]… বেদান্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রন্থের প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারসীভাষাতে অর্ব্বদেশীয় ভাষা সংসৃষ্টে অনেক প্রকার ঐমত কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন।"

'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ৩০ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে নিম্নাংশ 'হরকরা' পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> "Gyananunyana.—A book under the above title has lately been written and published in the Bengally language, by Baboo Goury Kant Bhuttachargee a native gentleman of zillah Jessore, who is at present employed as Sheristadar under the salt agent at Tumlook. The author is a man deeply learnt in Oriental Literature and philosophy, which is amply testified by the work in question ; he is also a man of extensive observation."

পৃ. ১৭১—'খোসগল্পসার'

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশই 'খোসগল্পসার' রচনা করেন। এ বিষয়ে পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫)

লিখিয়াছেন :—"*Khos Galpa Sar*, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar."

পৃ. ১৭৩—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৬ মার্চ ১৮১২ তারিখে কাঁচরাপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি দুরন্ত ছেলে ছিলেন—লেখাপড়া বিশেষ শেখেন নাই, তবে মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইবার পর ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি অল্পস্বল্প শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। এই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্রের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। তিনি আরও কয়েকখানি পত্রের সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির নাম :—

(১) সংবাদ প্রভাকর।
(২) সংবাদ রত্নাবলী।
(৩) পাষণ্ডপীড়ন।
(৪) সংবাদ সাধুরঞ্জন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীর একটি তালিকা দিতেছি :—

১। কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। ৺রামপ্রসাদ সেনের কৃত। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধিত। ১৮৩৩ সাল।
২। কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত। ইং ১৮৫৫।
৩। প্রবোধপ্রভাকর। ইং ১৮৫৮।
৪। হিত-প্রভাকর। ইং ১৮৬১।
৫। মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত। ইং ১৮৬২...।

১২৮১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থাবলীর ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহার পর বোধ হয় আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া পরবর্ত্তী কালে গুপ্ত-কবির গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(ক) কবিতাসংগ্রহ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১ম খণ্ড (১২৯২); ২য় খণ্ড (১২৯৩)।

(খ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। বসুমতী আফিস, আশ্বিন ১৩০৬।

বসুমতী আফিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৩০৮ সাল।

৬। বোধেন্দু বিকাশ। ইং ১৮৬৩।

৭। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ১৯১৩। চুঁচুড়া, সাহিত্য-আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত।

* * *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা ১১শ-১৩শ বর্ষের 'বসুধা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে, ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১০ম পুস্তক 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' পাঠ করিতে পারেন।

পৃ. ১৭৫—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২য় সং. পৃ. ৪৪৩-৪৭) "সম্পাদকীয়"-বিভাগে গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৭ম পুস্তক 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যে' আমি গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ১৭৫—'বাঙ্গাল গেজেটি'

বাংলা ভাষায় আদি সংবাদপত্র কোন্‌খানি, ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অপর পক্ষ বলেন, এই সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য।

১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি লেখেন যে, শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক ১৮১৮ সনে প্রবর্ত্তিত 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র নহে,—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১২২২ কিম্বা ১২২৩ (ইং ১৮১৫-১৬) সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* পাদরি লং ১৮৫০ সনে 'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,† কিন্তু ১৮৫৫ সনে—সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি পাঠ করিয়া, তিনি পূর্ব্বমত বর্জ্জন করেন।‡ তদবধি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোন্‌খানি—এই লইয়া আলোচনা চলিয়া

---

* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ৮ মে ১৮৫২ তারিখের *Englishman and Military Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† *The Calcutta Review* for 1850, p. 145.

‡ Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works.*

আসিয়াছে, কিন্তু কেহই এ-যাবৎ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫-১৬ সনে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই —হইয়াছিল ১৮১৮ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক; ইহাও মনে হয় যে, 'সমাচার দর্পণ' সম্ভবতঃ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, তাহা নিশ্চিত। প্রমাণগুলি পর-পর উপস্থাপিত করিতেছি।

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত হয়—১৮৫২ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তির অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বে। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> "দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট। চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।*
>
> ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।"—'সমাচার দর্পণ', ১১ জুন ১৮৩১।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় না, কাজেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন পত্র 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য সহ তাহা স্বীয় পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিতেন। সুতরাং ১৮৩১ সনে যতটা তথ্য জানা ছিল, তদবলম্বনে 'সমাচার দর্পণে'র দ্বিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল।

১৮৩১ সন হইতে ১৮২০ সনে পিছাইয়া যাওয়া যাক। ১৮২০ সনে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

> The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga

* 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৬ জুন ১৮৩১।

Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.— "On the effect of the Native Press in India," pp. 134-35.

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই উক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের দুই বৎসর পরে এবং বিলোপের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহার মূল্য সমধিক।

এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষ্য ; এগুলি হইতে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে ও ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি বিজ্ঞাপনের প্রথমটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language ; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURRO-CHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta*, 12*th May*, 1818.

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee Language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included.

Calcutta, Chorebagaun Street, No. 145.

বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ সনে প্রকাশিত হয় নাই,—হইয়াছিল ১৮১৮ সনে, অর্থাৎ যে-বৎসর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই সকল বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ কথার প্রমাণ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই ১৮১৮ তারিখের মধ্যে কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জানা না গেলেও, ১৮২০ সনে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন

পরিচালক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহারা কেহ এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া, ১৮৩১ সনে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার সহিত অনুরূপ কথা বলেন; তাঁহার মতে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল 'সমাচার দর্পণে'র "কদাচ পূর্ব্বে নহে," "ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া" ইত্যাদি। এই কারণে 'সমাচার দর্পণ'কে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

* * *

এই প্রসঙ্গে একটি নূতন সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টার' পত্রিকা হইতে নিম্নের সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

BENGALEE NEWSPAPER.

> *From the Oriental Star, May 16.*—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects ; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টার' কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্ত্তিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি,' তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত) 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে কোন একটি দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পর-দিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য।

সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোন গলতি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; "the publication...has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই সকল কারণে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে'র সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—এ-বিষয়ে চরম কথা বলা উচিত হইবে না।

পৃ. ২৭০—সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার

এই প্রসঙ্গে ১৮৫১ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৫৮) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্র-প্রেরকেরা নানা প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহা পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ করেন নাই, সে বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগের মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সরু বস্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন তাঁহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্ব্বাঙ্গের সূক্ষ্ম রোম পর্য্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্ব্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্য দেশীয় মান্য লোকেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া নিকট গেলে তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, শ্রীযুতের পত্তনীদার কোন জমীদার সরু ধুতি চাদর পরিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর তাঁহার নমস্কারী অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দু স্থানীয় বাদশাহদিগের ব্যবহারানুরূপ পরিচ্ছদ পরেন, ঘণ্টায়২ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, ফলে বর্দ্ধমানাধীশ্বর ঐ ঘৃণিত ব্যবহার রহিত করণের আদি পুরুষ হইলেন অতএব আমরা তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হইল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীশচন্দ্র রায়

বাহাদুরও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন না, অতএব এতদ্দেশীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরদিগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ঘৃণাস্পদ হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি আর এক সুঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার কৰ্ম্মাধ্যক্ষ বা আত্মীয়াস্তরঙ্গাদি কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কথা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা শ্রীযুতকে শতং ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমন্মহারাজের এই উদ্যোগে পৃথিবীময় সত্য স্থাপন হউক।"—ভাস্কর, ১ আষাঢ়।

পৃ. ২৭৯... —নাট্যাভিনয়

যাঁহারা বঙ্গীয় নাট্যশালার বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পরিষৎ-প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (২য় সংস্করণ, ১৩৪৬) পাঠ করিতে পারেন।

পৃ. ২৯৭—মহম্মদ মহসিন

১৮১২ সনে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সনে সৈয়দ হাসেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (*Bengal : Past & Present*, Jany.—July, 1908, pp. 62-73).

পৃ. ৩২৫—মতিলাল শীল

মতিলাল শীলের মৃত্যু হইলে ২২ মে ১৮৫৪ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্রে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> We announce with extreme regret and tears in our eyes that the richest and the most virtuous Baboo Motilal Seal has fallen a victim to that cruel malady, cholera. He expired at about one o'clock on the morning of Friday last [20th May] on the banks of the river, surrounded by his sons and nearest relatives, while repeating the name of God....There are few men now living, who can be compared with the late Babu for good sense, candid temper, and charitable disposition. He began life as a common tradesman, and after acquiring a sufficient knowledge of his profession, aided by natural good sense, he amassed an immense fortune. It is impossible for us to give an exact idea of the amount of his wealth ; but suffice it to say that although he lost about 70 or 80 lacks of Rs. in various speculations and law suits, he always stood unshaken. Baboo Motilal never, never gave false hopes to his dependents. It is said that he was always a straight forward man and spoke truth on all occasions ; and that

in order to preserve the dignity of his high position, he spent, without hesitation, large sums of money. This munificence of the Baboo has given rise to remarks from some men ; but every one, we believe, will admit that it is the first duty of a man to preserve his own dignity. The *Thakur Bari*, which he has established in his garden at Belgariah and the daily distribution of boiled rice to hundreds of the poor will remain lasting monuments of his liberality here and make him acceptable before his Maker. Moti Baboo showed no common zeal for the education of the people of this country ; for at his own expense he established and supported the Seal's Free College, which a few months back was incorporated with the Metropolitan College ; and the late Baboo has all along paid 400 Rs. monthly towards the expense of this institution. We hear that at the time of his death, he desired his sons to do the same. These and the other liberal acts of the Baboo would, no doubt, be remembered by the latest posterity. Baboo Motilal Seal was always distinguished for his liberality towards his countrymen. He used to support many families, the members of which have become inconsolable by his sudden death. ...Moti Baboo was the originator of many charitable institutions and the saying that "that man is most worthy, who is the architect of his own fortune," might properly be applied to him
—*The Hindu Intelligencer*, May 29, 1854.

পৃ. ৩৪০—কার ঠাকুর কোম্পানী

কয়েক বৎসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠী বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তয়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরক্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানিরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।"

পৃ. ৩৭১—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসি মহাধনসম্পন্ন ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব তাঁহার আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই দুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পরশ্ব প্রাতঃকালে নিয়মানুসারে ভ্রমণ করিতে যান বেলা নবম ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিয়া বাটী প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।"

পৃ. ৩৯৯—বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনা

১৮৫২ সনের ২রা মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"...ঐক্যমতে সভা স্থাপনা পূর্ব্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ঐক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, ঐ সভার কল্যাণেই দলাদলির ঢলাঢলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিষ্ণুস্মরণ, গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সূচনা হইয়াছে, ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সিআমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্ম-সভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়েরা যদি অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন

তাঁহার সহিত গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড় দিবার নিয়ম ঐ সভার উদ্যোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকোর ৺কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য্য হয় নাই যদ্দারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা স্থাপিত হয়, মান্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া ঐ সভায় কয়েকদিবস বক্তৃতা করিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে ঐ সভার মত পোষক একখানা পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসি মৃত বাবু কাশীনাথ বসু ভূম্যধিকারী সভার পুনর্জ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বসু বাবু রাজদত্ত আশাযেঁাটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্নের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করা যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে ঐ সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত।…”

পৃ. ৪২৩—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের “আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে” পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীচরণ এক জন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় ‘সম্বাদ কৌমুদী’ পত্রে। ১৮২১ সনের ৪ ডিসেম্বর তারিখে ‘সম্বাদ কৌমুদী’ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর “অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়” তিনি ‘সম্বাদ কৌমুদী’র সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিল।

গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিতেছি :—

১। নববাবুবিলাস। ইং ১৮২৩ (?)।

২। কলিকাতা কমলালয়। সন ১২৩০।

৩। হিতোপদেশ। সন ১২৩০।

৪। দূতীবিলাস। ১৭৪৭ শক (ইং ১৮২৫)।

৫। নববিবিবিলাস। ইং ১৮৩১ (?)।

৬। শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ইং ১৮৩১।

৭। আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইং ১৮৩৫।

৮। পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। ইং ১৮৪৪।

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এগুলিরও একটি তালিকা দিতেছি :—

১। শ্রীমদ্ভাগবত। ইং ১৮৩০।

২। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং। ইং ১৮৩৩।

৩। মনুসংহিতা। ইং ১৮৩৩।

৪। উনবিংশ সংহিতা। ইং ১৮৩৩ (?)

৫। শ্রীভগবদ্গীতা। ইং ১৮৩৫।

৬। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন।

যাঁহারা ভবানীচরণের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিতে চান, তাঁহাদিগকে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার চতুর্থ গ্রন্থ 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' পড়িতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৪১৪-৫০৮—সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙালী-পরিবার

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ভারত-সরকারের "পররাষ্ট্র-বিভাগের [১৮৩৯ সনের] কাগজপত্র হইতে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও বংশপরিচয়" ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন; এই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল :—

১। বাবু জগন্নাথপ্রসাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, মহারাজা দুর্ল্লভরামের বংশধর। দুর্ল্লভরামের পুত্র মুকুন্দবল্লভ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। জগন্নাথপ্রসাদ, রাজবল্লভের ভগ্নীর বংশধর। তিনি মুর্শিদাবাদে বাস করেন, তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কাশীনাথপ্রসাদ কলিকাতার ভদ্রাসনে থাকেন।

২। মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। ইঁহার পিতা রাজা নবকৃষ্ণ মিরজাফরের নবাবী প্রাপ্তির সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। তখন তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ক্লাইভ তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। ১৭৯৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণ তখন নাবালক। তাঁহার ছয় পুত্রের

মধ্যে শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ। এই পরিবারের কালীকৃষ্ণ ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

৩। বাবু গোপীমোহন দেব, রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। নবকৃষ্ণের যখন সন্তান লাভের আশা ছিল না তখন তিনি ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে ইনি তাঁহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হন। গোপীমোহন ও তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু রাধাকান্ত দেব জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। ১৮৩৩ সালে বাবু গোপীমোহন দেব রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

৪। রাজা রামচন্দ্র রায়, ৺ রাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুখময় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জগন্নাথ যাইবার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর কর্ণেল ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্ণরদিগের বাণিয়া (Banker) হিসাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুখময় তাঁহার দৌহিত্র। তিনি সার্ ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানী করিয়া মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর আমলে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন। রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু বৈদ্যনাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায় ও বাবু নরসিংহ রায় রাজা সুখময়ের সম্পত্তির বর্ত্তমান মালিক।

৫। মল্লিক বংশ। এই পরিবার বহুদিন হইতে কলিকাতার অধিবাসী। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেই ইঁহাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। শুকদেব মল্লিক ও নয়ানচন্দ্র মল্লিকই এই বংশের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নয়নচন্দ্রের দুই পুত্র গৌরচরণ ও নিমাইচরণ। নিমাইচরণ নিমু মল্লিক বলিয়া সমধিক পরিচিত। গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের চারি পুত্র। তাঁহার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন এখনও জীবিত আছেন। নিমু মল্লিকের পুত্রেরাই অধিক সম্পত্তিশালী। তাঁহারা আট ভ্রাতা—রামগোপাল, রামরতন, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল (মৃত), স্বরূপচাঁদ ও মতিলাল। সুপ্রীম কোর্টে নিমু মল্লিকের সম্পত্তি লইয়া যে মামলা হইয়াছে তাহাতে ছয় লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এখনও বিলাতে এই মামলার আপীল দায়ের আছে।

৬। বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র লালাবাবু নামে সমধিক পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হেষ্টিংসের আমলের কৌন্সিল ও বোর্ড অফ রেভেনিউর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ।

৭। রাজনারায়ণ রায়, তারকনাথ রায় এবং অন্যান্য রায়েরা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত আন্দুলের অধিবাসী। ইঁহারা দেওয়ান রামচরণ রায়ের বংশধর। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ানী করিয়া রামচরণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

৮। কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র। অল্পদিন হইল কাশীতে

জয়নারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। সেই সূত্রে ইঁহারা সন্দীপের জমিদারী লাভ করেন। কালীশঙ্কর খিজিরপুরে (ডাকনাম খিদিরপুর) বাস করেন। তিনি কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ভূমি ও অর্থদান করিয়াছেন।

৯। ঠাকুর পরিবার। এই বহুবিস্তৃত বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এই বংশের প্রধান শাখার আদি পুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সাত পুত্র—রামমোহন (মৃত), গোপীমোহন (পিতৃ-সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১৮১৮ সালে পরলোক গমন করেন), কৃষ্ণমোহন (উন্মাদ), প্যারীমোহন (মূক), হরিমোহন, লাডলীমোহন এবং মোহিনীমোহন। গোপীমোহনের ছয় পুত্র সূর্য্যকুমার (অপুত্রক), চন্দ্রকুমার, কালীকুমার, নন্দকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার।

১০। গৌরচরণ শেঠ, কৃষ্ণমোহন শেঠ, ব্রজমোহন শেঠ, রাজকুমার শেঠ বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী (ব্যাঙ্কার) পরিবারের লোক। এই পরিবার বহুদিন হইতে এই অঞ্চলের অধিবাসী।

১১। রাধাকৃষ্ণ বসাক—ট্রেজারির খাজাঞ্চি। ইনি বড়বাজারের বিখ্যাত শরফ (Shroff) বংশের সন্তান ও শেঠদিগের আত্মীয়।

১২। রামদুলাল দে। ইনি বোধ হয় কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। বাণিজ্যসূত্রেই ইনি সম্পত্তি লাভ করেন। ইনি বহুদিন ফেয়ারলি কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদিগের সহিত ইঁহার কারবার ছিল। রামদুলাল এখন প্রাচীন হইয়াছেন কিন্তু এখনও নিজেই ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করেন।

১৩। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস রামহরি বিশ্বাসের পুত্র। ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের লবণের এজেণ্ট হ্যারিশ সাহেবের দেওয়ানী করিয়া রামহরি প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন। পুত্রেরা সেই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগমোহনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নাবালক পুত্রকে প্রাণকৃষ্ণ সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে তাঁহার অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার পুত্র আনন্দময় বারাকপুরের সন্নিহিত বহু ভূসম্পত্তির মালিক।

১৪। রাজকৃষ্ণ সিংহ, শিবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ট্রেজারীর ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চি প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ্ মিঃ মিড্লটন্ ও সার্ টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ তাঁহার পুত্র।

১৫। ভগবতীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ মিত্র এবং তাঁহাদের আর চারি ভ্রাতা, অভয়চরণ মিত্রের পুত্র। ইঁহারা বিশ্বনাথ মিত্রের পুত্র কাশীনাথ মিত্রের সহিত প্রপিতামহ

গোবিন্দরাম মিত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। গোবিন্দরাম কলিকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ের দ্বারা বিত্ত লাভ করিয়াছিলেন।

১৬। নবকৃষ্ণ মিত্র, হরলাল মিত্র, হরিশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। গোকুলচন্দ্র রসদের ঠিকাদারী করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং চিৎপুর রোডের নিকট বাগবাজারে সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন।

১৭। গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ধনী। কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই ইঁহার বিত্তলাভ হইয়াছে।

১৮। কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর অবস্থা প্রথম মোটেই ভাল ছিল না। তিনি লবণের ব্যবসায়ে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র ঈশানচন্দ্র (মৃত), প্রেমচন্দ্র, রতনচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী পিতৃসম্পত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের পিতৃব্য-পুত্রেরাও এই সম্পত্তির অংশীদার। সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথ সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক সাব্যস্ত হইয়াছেন।

১৯। রাজনারায়ণ সেন, রূপনারায়ণ সেন এবং অপর তিন ভ্রাতা মথুরামোহন সেনের পুত্র। মথুরামোহন শরফের (ব্যাঙ্ক) ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং জোড়াবাগানে এক বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

২০। রাধামাধব ব্যানার্জী এবং গৌরীচরণ ব্যানার্জী ফকিরচাঁদ ব্যানার্জীর পুত্র। ফকিরচাঁদের পিতা রামসুন্দর কুলীন ব্রাহ্মণ, রাজনারায়ণ মিশ্রের এক ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের দ্বারা এবং পটুয়ার আফিমের এজেন্সীর দেওয়ানী চাকুরীতে এই পরিবারের সমৃদ্ধি লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যানার্জী পদবীর আরও কয়েকটি ধনী কুলীন পরিবার আছে।

২১। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা রামলোচন ঘোষের পুত্র ও বিশাল সম্পত্তির মালিক। রামলোচন হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন।

২২। মৃত সনাতন মল্লিকের ভ্রাতা বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ইঁহাদের সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মল্লিকের ব্যবসায় লব্ধ। ইঁহাদের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মল্লিক-পরিবারের কোন সম্পর্ক নাই।

২৩। রসিকলাল দত্ত অধিকাংশ সময় বেনারসেই বাস করেন। তাঁহার পুত্র উদয়চাঁদ কলিকাতার ভদ্রাসনে থাকেন। রসিকলাল ও হরলাল মদনমোহন দত্তের পুত্র। হরলাল ১৮০০ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, মণিমাধব, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র এবং রাজচন্দ্র।

ইহার পর কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

বাগবাজার—

১। রাজা রাজবল্লভ বাহাদুরের পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের দত্তক পুত্র রাজা গৌরবল্লভ।

২। উদয়চরণ মিত্রের পুত্র ভগবতীচরণ মিত্র।

৩। গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র হরলাল মিত্র।

৪। দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির পুত্র শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি।

৫। দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির দৌহিত্র ভগবতীচরণ গাঙ্গুলী।

৬। তারিণীচরণ বসুর পুত্র কাশীনাথ বসু।

শ্যামবাজার—

১। কৃষ্ণকান্ত বসু জমিদারের পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু এবং কালাচাঁদ বসু।

২। তুলসীরাম ঘোষের পৌত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

৩। মহারাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় (অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র nephew ?) কাশীপ্রসাদ রায়।

৪। রায় জগন্নাথপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।

শোভাবাজার—

১। রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্র রাজা শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি।

২। রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার পুত্র।

৩। জগমোহন বিশ্বাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস।

৪। কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ।

৫। গুরুপ্রসাদ মিত্রের পুত্র জয়নারায়ণ মিত্র।

৬। বৃন্দাবন বসাকের পুত্র কৃষ্ণমোহন বসাক।

জোড়াবাগান—

১। রাধামাধব ব্যানার্জী।

গরাণহাটা—

১। পামার সাহেবের দেওয়ান গঙ্গানারায়ণ সরকারের পৌত্র শিবচন্দ্র সরকার।

নিমতলা—

১। কাশীনাথ দত্তের পুত্র বিশ্বেশ্বর দত্ত।

২। মদনমোহন দত্তের পৌত্র উদয়চাঁদের পুত্র মহেশচন্দ্র দত্ত।

সিমলা—

১। ফেয়ারলি কোম্পানীর দেওয়ান রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দে।

২। রামদুলাল সরকারের জামাতা রাধাকৃষ্ণ মিত্র।

৩। রসময় দত্ত।

জোড়াসাঁকো—

১। শান্তিরাম সিংহের পৌত্র ও প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ সিংহ ও নবীনচাঁদ সিংহ।

২। গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিক।

৩। শিবচন্দ্র সাণ্ডেল জমিদারের পুত্র মধুসূদন সাণ্ডেল।

পাথুরিয়াঘাটা—

১। রামলোচন ঘোষের পুত্র শিবনারায়ণ ঘোষ।

২। দেবনারায়ণ ঘোষ।

৩। গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

৪। হরিমোহন ঠাকুরের পৌত্র ললিতমোহন ঠাকুর।

৫। লাডলীমোহনের পুত্র শ্যামলাল ঠাকুর।

৬। মণিমোহন ঠাকুরের পুত্র কানাইলাল ঠাকুর।

৭। বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জির পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জ্জি।

৮। রামকৃষ্ণ মল্লিকের পুত্র বৈষ্ণবদাস মল্লিক।

৯। নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক।

১০। মহারাজা সুখময় রায়ের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুমার রাজনারায়ণের দত্তক পুত্র ব্রজেন্দ্র রায়।

১১। মহারাজা সুখময়ের পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ।

১২। মহারাজা সুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়।

১৩। রাজা শিবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র কালীকুমার মল্লিক।

১৪। রামনিধি ঠাকুরের পুত্র গোপীকণ্ঠ ঠাকুর।

১৫। রামরতন ঠাকুরের পুত্র কালিকাপ্রসাদ ঠাকুর।

১৬। রামহরি ঠাকুরেব পৌত্র শিবচন্দ্র ঠাকুর।

১৭। বৈষ্ণবদাস শেঠের পৌত্র রাজকুমার শেঠ।

১৮। সাবট্রেজারারের দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাক।

বড়বাজার—

১। দেওয়ান কাশীনাথের পৌত্র জগন্নাথপ্রসাদ দাস ও গোবর্দ্ধন দাস।

২। রামগোপাল মল্লিকের পুত্র উদয়চরণ মল্লিক।

৩। রামরতন মল্লিক।

৪। রামতনু মল্লিক।

৫। রামমোহন মল্লিক।

৬। মতিলাল মল্লিক।

৭। রামকানাই মল্লিকের পুত্র [illegible]

৮। জগমোহন মল্লিকের পুত্র প্রেমসুখ মল্লিক।

৯। গৌরচরণ মল্লিকের পৌত্র কাশীনাথ মল্লিক।

১০। কলভিন কোম্পানীর দেওয়ান বিশ্বম্ভর সেন।

১১। নীলমণি ধরের পৌত্র ব্রজনাথ ধর।

মেছুয়া বাজার—

১। রামমণি ঠাকুরের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর।

চোরবাজার—

১। মদনমোহন দত্তের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।

২। হরচন্দ্র ঠাকুর।

৩। গুরুপ্রসাদ বসু।

৪। ব্যাঙ্কের একাউন্ট্যাণ্ট কৃষ্ণমোহন দে।

কলুটোলা—

১। মতিলাল শীল।

২। মাধবচাঁদ দত্ত।

৩। বলরাম চন্দ্রের পৌত্র গোপাল চন্দ্র।

৪। রামকমল সেন।

৫। তারাচাঁদ দত্ত।

৬। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ ব্যানার্জী।

পটলডাঙ্গা—

১। রূপনারায়ণ ঘোষাল।

বহুবাজার—

১। হিদেরাম ব্যানার্জীর পুত্র অভয়চরণ ব্যানার্জী।

২। দুর্গাচরণ পিতুড়ীর দৌহিত্র অভয়চরণ ব্যানার্জী।

৩। দুর্গাচরণ পিতুড়ীর ভাগিনেয় বিশ্বনাথ মতিলাল।

মলাঙ্গা—

১। অক্রূর দত্তের পুত্র রামমোহন দত্ত।

২। রামতনু সরকারের পুত্র গোপীমোহন সরকার।

৩। কালীচরণ হালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র হালদার।

জান বাজার (John Bazar)—

১। রঘুনাথ পালের পুত্র দুর্গাচরণ পাল।

২। প্রীতরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্র মাড়।

৩। গোপীমোহন ঘোষের পৌত্র রামধন ঘোষ।

৪। কালীপ্রসাদ দত্ত।

খিদিরপুর—

১। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের দৌহিত্র গোবিন্দচন্দ্র ব্যানার্জী।

২। জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল।

কাশীপুর—

১। কালীনাথ মুন্সী।

২। কালীশঙ্কর রায়ের পৌত্র রামরতন রায়।

৩। প্রাণনাথ চৌধুরী।

ভবানীপুর—

১। শ্রীহট্টের জমিদার লালা গৌরহরি সিংহের পুত্র রায় রাধাগোবিন্দ সিংহ।

২। বৈষ্ণবচরণ মিত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশ-পরিচয় ও বর্ত্তমান তালিকা একই কাগজে পাওয়া গেলেও এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ বংশ-পঞ্জী সঙ্কলনের সময় যাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন তালিকা সংগ্রহের সময় তাঁহারা সকলে জীবিত ছিলেন না।

পৃ. ৪৭৫—রামমোহন রায়

গত কয়েক বৎসরের গবেষণায় আমি প্রধানতঃ সরকারী দপ্তর হইতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এ কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইতিমধ্যেই রামমোহন সম্বন্ধে নূতন খ্যাত্যাপন্ন দুই এক জন গবেষক আমি পূর্ব্বেই যে সকল উপকরণ উক্ত প্রবন্ধগুলিতে ব্যবহার করিয়াছি তাহার পুনর্ব্যবহারের দ্বারা প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির নাম ও ঠিকানা সকলে জানেন না বলিয়া নিম্নে কতকগুলি প্রবন্ধের নির্দ্দেশ দিলাম; যাঁহারা রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনা করিবেন, প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে।—

THE MODERN REVIEW.

April, 1926 The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England.

April-May 1926 Rajah Rammohun Roy's Mission to England.

[এই প্রবন্ধগুলির সাহায্যে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত আমার *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* পুস্তক লিখিত]

June, 1927 An Unpublished letter of Rajah Rammohun Roy. P. 764.

Oct.	1928	Rammohun Roy on International Fellowship. Raja Rammohun Roy at Rangpur. P. 434.
Dec.	1928	The English in India should adopt Bengali as their language.
Jan.-Feb.	1929	Rammohun Roy's Political Mission to England.
May,	1929	Rammohun Roy on the value of Modern Knowledge. P. 650.
June,	1929	Rammohun Roy and an English Official.
July,	1929	Rammohun Roy on Religious Freedom and Social Equality.
Oct.	1929	The Last Days of Raja Rammohun Roy.
Jan.	1930	Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi.
May,	1930	Rammohun Roy in the Service of the East India Company.
April, May, August,	1931	Rammohun Roy as a Journalist.
March,	1932	English Impressions of Rammohun Roy before his visit to England.
June,	1932	Rammohun Roy on the disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors.
Dec.	1933	Three Tracts by Rammohun Roy.
Jan.	1934	Rammohun Roy's Embassy to England.
May,	1934	Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly.
Oct.	1934	Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta —The Spiritual Guide of Rammohun Roy.
April,	1935	Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform.
Oct.	1935	Rammohun Roy's Reception at Liverpool.

JOURNAL OF THE BIHAR AND ORISSA RESEARCH SOCY.

Vol. XVI. Pt. II. Rammohun Roy as an Educational Pioneer.

THE CALCUTTA REVIEW.

Aug.	1931	A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy.
Dec.	1933	Rammohun Roy : The First Phase.
Jan.	1934	Rammohun Roy.

বঙ্গশ্রী

প্রবাসী

পৃ. ৪৭৫—রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা

পুত্র রাজারাম ও তিন জন সঙ্গীসহ রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করেন; তাঁহার সঙ্গী তিন জনের নাম—রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস (ওরফে রামহরি দাস) ও মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্স্ *। রামমোহনের সঙ্গীরা ১৫ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখে 'আলবিয়ন' (*Albion*) জাহাজে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। আলবিয়ন পালের জোরে মন্থরগতিতে চলিত। রামমোহন 'ফর্ব্বস্' (*Forbes*) নামক দ্রুতগতি ষ্টীমারে ১৯ নবেম্বর তারিখে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে খাজ্‌রিতে বিলাতগামী 'আলবিয়নে' উঠেন। ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল' (*Bengal Chronicle*) নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ:—

> *Rammohun Roy.* Rammohun Roy and about 15 native gentlemen of distinction who accompanied him, embarked on board the Steamer *Forbes*, on the 19th about 10 in the morning, to proceed down to the *Albion* at Kedgeree. As they did not get

---

* রামমোহনের মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্স্ ১৮৩৩ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসে। ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে কলিকাতার ম্যাকিণ্টশ কোম্পানি গবর্মেণ্টকে লিখিয়াছিলেন:—

> "We beg to enclose a Certificate from Captain Owen of the Zenobia of the return to this country of one of the native servants named Buxoo who went to England in attendance on Rajah Rammohun Roy and request the favor of your directing the Sub Treasurer to receive a Government Promissory note from us for Sa. Rs. 2000 returning the one for Rs. 8000 deposited at the General Treasury for 8 servants, as per Sub Treasurer's Certificate herewith sent."

এই সংক্রান্ত অন্যান্য চিঠিপত্র ১৩৪৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৪২০-২১) প্রকাশিত হইয়াছে।

down to the ship until next morning, these native gentlemen experienced the greatest inconvenience, which was increased by a heavy shower of rain at night and the want of sleeping accommodation for so many. They bore it all however with the greatest good humour, although they had never proceeded so far down the river before. They did not leave their friend until they saw him safe on board the *Albion*. When the *Forbes* passed that ship on her return, conveying them back to Calcutta, they joined the Captain, officers and European passengers in three hearty cheers in honor of the distinguished individual of whom they had taken leave with every token of cordiality and esteem, and some with heavy hearts and tearful eyes. The cheer was returned from the ship and most deeply felt by Rammohun Roy, when it was explained to him that it was in honor of him and his novel and singularly bold undertaking. When our letters left the *Albion*, the *Andromache* was a short distance astern of her in tow of the *Emulous*. Rammohun Roy was in excellent health and spirits.

পৃ. ৪৯০—রাধাপ্রসাদ রায়

৯ মার্চ ১৮৫২ তারিখে রাধাপ্রসাদ রায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ১২ই মার্চ (শুক্রবার) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"৺বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—আমরা বিপুল শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রোদনবদনে প্রকাশ করিতেছি ব্রহ্মলোকবাসি মৃত মহাত্মা ৺রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র বহু গুণান্বিত মহানুভব ৺রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া গত মঙ্গলবাসরে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিয়াছেন, এই মহাশয়, অতি ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান, প্রিয়ভাষী, নির্ব্বিরোধী, উদার চিত্ত, পরোপকারী, সদালাপী এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কখনই কোন বিষয়ে কাহার সহিত তাঁহার কোনরূপ বিবাদ দেখা যায় নাই, সকলের সঙ্গেই সতত প্রণয়ভাবে কালযাপন করিতেন, ইঁহার মহতী মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মাত্র নিরীক্ষণেই অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদের সঞ্চার হইত। কারণ চক্ষুঃ এবং মুখের ভঙ্গিমায় এমত বোধ হইত যে, জগদীশ্বর যেন সুশীলতাকে প্রণয়রসে আর্দ্র করত তাঁহার শরীরের উপর মর্দ্দন করিয়াছেন। ঐ মহাশয় কিছুদিন দিল্লীশ্বরের সভাসদের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া অতি উচ্চতর সম্মানের কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে এক প্রধান রাজার প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাধাপ্রসাদ বাবু স্বজাতীয় এবং ভিন্নজাতীয় বহু বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, অতএব তাঁহার লোকান্তর গমনে মনুষ্য মাত্রেই শোকাকুল হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি?"

পৃ. ৪৯১—রামমোহন-স্মৃতিসভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতা

এই সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক যে বক্তৃতা করেন তাহা ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসের 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্রে **Asiatic Intelligence—Calcutta** বিভাগের ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃ. ৫০৩—রাজারামের পরিচয়

রাজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র, পালিত পুত্র এইরূপ নানা পরিচয় আছে, কিন্তু কোনটির সপক্ষেই অকাট্য বা সাক্ষাৎ-প্রমাণ নাই। এই অবস্থায় নানা দিক হইতে টুকরা টুকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করি। আমার এই চেষ্টা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধের আকারে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। উহার পর এই বিষয়টিকে লইয়া ক্রমাগত তর্ক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। তবু বহু বৎসরের আলোচনার ফলে এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য ও নূতন যুক্তির অবতারণা হইয়াছে। সেজন্য প্রশ্নটি লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা আবশ্যক।

১

রামমোহনের সহিত রাজারামের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এ-সম্বন্ধে কি তথ্য-প্রমাণ আছে তাহা দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ-প্রমাণ কিছুই নাই—অবশ্য থাকিবার কথাও নয়। সুতরাং ঐতিহাসিককে বাধ্য হইয়া গৌণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই সকল গৌণ প্রমাণকে চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—(১) রামমোহনের নিজের উক্তি; (২) রামমোহনের জীবিতকালে অন্যের উক্তি; (৩) রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের উক্তি; (৪) পরবর্ত্তী কালের জনশ্রুতি বা উক্তি। রামমোহনের নিজের লিখিত সাতটি পত্রে রাজারামের উল্লেখ আছে। ইহাদের চারিটি মিস্ কিডেলকে লিখিত, দুইটি মিস্ ক্যাসেলকে লিখিত ও অপরটি ডবলিউ. জে. ফক্স নামে একজন পাদ্রীকে লিখিত। এই সকল চিঠিতে রামমোহন রাজারামকে "my son," "my youngster," ও "my little youngster" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের সকলগুলিকে এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইতেছে। ১৮৩৩ সালের ৯ই জুলাই তারিখে তিনি মিস্ কিডেলকে লিখিতেছেন,—

> I had yesterday the pleasure of receiving your letter of the 6th and rejoice to learn that you find my son peaceable and well-behaved.

ইহার কয়েক দিন পরে তিনি মিস্ ক্যাসেলকে লিখিতেছেন,—

> The account which Miss Kiddell and yourself have given of my son, gratifies me very much.

রামমোহনের জীবিতকালে বিলাতযাত্রা ও বিলাতপ্রবাস উপলক্ষ্যে রাজারাম সম্বন্ধে সংবাদ সমসাময়িক দেশী ও বিলাতী সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। আমি যত দূর দেখিয়াছি, এই সকল সংবাদে এক স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র রাজারামকে রামমোহনের 'পুত্র' বলিয়া উল্লেখ আছে; এই ব্যতিক্রম হইয়াছে একটি বিলাতী পত্রে—উহাতে রাজারামকে রামমোহনের পালিত পুত্র বলা হইয়াছে। রামমোহনের জীবিতকালীন এই সকল সংবাদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা প্রকৃতপক্ষে সংবাদ নহে—একটি কবিতা; ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তখন রামমোহনের বিলাত যাইবার আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। এই উপলক্ষ্য পাইয়া রামমোহনের মতামতের বিরোধী কোন ব্যক্তি রামমোহনের নিজের উক্তির রূপ দিয়া 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামে এই কবিতাটি রচনা করেন। উহাতে রামমোহন সম্বন্ধে নানা কথার মধ্যে রাজারাম সম্বন্ধে এই পংক্তি কয়টি আছে,—

"যবনী প্রয়িসী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল॥
* * * *
এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল।
কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল॥"

এইবারে রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী সাত-আট বৎসরের মধ্যে রাজারামের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৮৩৩ সনে রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার স্বরচিত রামমোহন-জীবনীতে রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ("youngest son") বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বৎসরেই জন্ কিং নামে এক জন চিত্রকর রাজারামের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। উহা পর-বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৪ সনে "Portrait of Rajah of Ram, son of Rajah Ram Mohun Roy" এই নামে রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ১৮৩৫ সনে রাজারাম বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের আপিসে কেরানী নিযুক্ত হন। তখন সমস্ত সরকারী কাগজপত্রে তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছিল, এবং এই বিষয়ে বে-সরকারী সাময়িক পত্রে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেও তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চারিটি সংবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের সকলগুলিতেই রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৮৩৮ সনে রাজারাম যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখনও যে-জাহাজে তিনি আসেন তাহার যাত্রী-তালিকায় তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। এই সংবাদটি যখন 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় তখনও তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, লেখক রাজারামকে "রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন," "রামমোহন রায়ের যে পুত্র বোর্ড কন্ট্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন," এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারাম তাঁহার পুত্র বলিয়া যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তিনটি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ, ১৮৩৫ সনে ডাঃ কার্পেণ্টার ভারতবর্ষ হইতে একটি পত্র পান (উহার

লেখক কে তাহার কোন উল্লেখ নাই), তাহাতে রাজারামকে রামমোহনের পালিত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ডাঃ কার্পেণ্টার তাঁহার রচিত রামমোহন-জীবনীতে রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহার উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রেরক লেখেন,—

> "কোন ভ্রম সংশোধন প্রয়োজন মনে করিলে তাহা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। রামমোহনের চরিত্রের সুনাম রক্ষার জন্য বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে এইরূপ একটি সংশোধনের কথা তাঁহার দেশীয় বন্ধুগণ আমাকে বলিয়াছেন। 'রাজা' নামে যে বালককে তিনি সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া যান সে তাঁহার পুত্র নহে, এমন কি হিন্দুপ্রথানুযায়ী গৃহীত দত্তক পুত্রও নহে ; সে পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক, অবস্থাচক্রে রামমোহনকে প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়। যে বিশেষ ঘটনার বশে রাজারাম তাঁহার আশ্রয়ে আসে, সে-কথা রামমোহন আমাকে বলিয়াছিলেন—তাহা এখনও আমার বেশ স্মরণ আছে এবং এ বিষয়ে আমার স্মৃতির সহিত অন্যান্য লোকের স্মৃতির মিল আছে। হরিদ্বারের মেলায় প্রতি বৎসর দুই-তিন লক্ষ লোক সমাগম হয় ; উহারই একটিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান ডিক (Dick) সাহেব এই শিশুটিকে অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়াইয়া পান। ইহার পিতামাতা হিন্দু কি মুসলমান, তাহারা শিশুকে হারাইয়া ফেলে কি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া যায়,—এ সব কথা কিছুই জানা যায় নাই। সে যাহাই হউক, ডিক সাহেবই বালকটিকে অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করেন এবং যখন তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাহার কি ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়ে রামমোহনের সহিত পরামর্শ করেন। আমার পরলোকগত বন্ধু দয়াপরবশ হইয়া কি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে ; যখন দেখিলাম একজন ইংরেজ—একজন খ্রীষ্টিয়ান—এক দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এই ভাবে যত্ন করিতেছেন, তখন এদেশের লোক হইয়া কেমন করিয়া আমি বালককে আশ্রয় দিতে—তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে ইতস্ততঃ করি ? ডিক সাহেব আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই—আমার বিশ্বাস বিলাতের পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বালকটি রামমোহনের কাছেই রহিয়া গেল। সে তাঁহার এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে—সময়ে সময়ে তাঁহাকে এ কথাও বলিয়াছি—অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাহার অনিষ্ট করিতেছেন।"

দ্বিতীয়তঃ, ১৮৩৬ সনের ২রা জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'আগ্রা আখ্‌বার' নামক পত্র হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হয়। সংবাদটি এইরূপ :—

> "রামমোহন রায়ের পুত্র।—শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকর্তৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডদেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্য্যে-নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম রাজা তিনি ৺রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি ঐ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাঁহার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে ঐ বেচারা পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিল-সম্পর্কীয় শ্রীযুত ডিক সাহেবকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন

রায়ের অতিপ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তর পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন।—আগ্রা আকবর।

তৃতীয়তঃ, 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন' নামক একটি পত্রিকার ১৮৩৬ সনের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায় 'হরকরা' হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়, উহাতে রাজারামকে রামমোহনের **'adopted son'** বলা হইয়াছে।

রামমোহনের জীবিতকালে ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারামের পরিচয় যে-যে স্থলে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যতগুলি আমার জানা আছে তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীত পরবর্ত্তী কালেও রাজারামের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বহু জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল ও নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। সাক্ষ্য হিসাবে এই সকল উক্তির মূল্য সমসাময়িক উক্তির সমান না হইলেও কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। ১৮৬৩ সনে রামমোহনের অন্যতম শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব রাখালদাস হালদারকে বলেন যে, "জনরব, এক সময় রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িনী ছিল; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাঁহারই গর্ভজাত। অনাথ বালক রাজারাম কিন্তু এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র—রামমোহন তাহাকে প্রতিপালন করেন।" ১৮৮৭ সনে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের সহকর্ম্মী মিঃ অ্যাডামের পত্নীর নিকট শোনেন যে, "রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার রাজারাম রায় নামকরণ করেন। মিষ্টার ডিগবী নামক একজন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন। একদিন রাজা ডিগবীর সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সস্নেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।" পক্ষান্তরে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজারাম প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের পালিত পুত্র কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন, এই তথ্য আমরা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের মুখে শুনিতে পাইয়াছি এবং রামগোপাল সান্যাল মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—**"Was Rajaram a foster son of the Raja? We have doubts on that point. The late Dr. Sambhu Chunder Mukherji, Editor of the Reis and Rayyet, held a contrary opinion."**

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজারাম ও রামমোহনের সম্পর্ক নির্ণয়ের সহায়ক যে-সকল উক্তি চলিয়া আসিয়াছে বা পাওয়া গিয়াছে তাহার কথাই বলা হইল, উহাদের কোন্‌টির মূল্য কতটুকু তাহার আলোচনা করা হয় নাই। এবারে সেই প্রসঙ্গ তোলা আবশ্যক। কিন্তু এই বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে-সিদ্ধান্ত লইয়া কোন মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। সেই সিদ্ধান্তটি এই যে, রামমোহনের জীবিতকাল হইতেই রাজারাম সম্বন্ধে দুইটি ধারণা চলিয়া আসিয়াছে—উহাদের একটির অনুযায়ী রাজারাম রামমোহনের পুত্র (মাতা যে-ই হউন না কেন), আর একটির অনুযায়ী তিনি রামমোহনের পালিত পুত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজারাম রামমোহনের পুত্র এই জনশ্রুতি

রামমোহনের নিন্দুকদের দ্বারা তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে প্রচারিত হয়—এই মর্ম্মে যে-উক্তি মিস কোলেটের রামমোহন-জীবনাতে পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে এই কথা সত্য যে, রাজারামের পুত্র-পরিচয় রামমোহনের জীবিতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কিভাবে রাজারাম রামমোহনের আশ্রয়ে আসেন, সে বিবরণ রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রথমে দেওয়া হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই দুইটি ধারণার মধ্যে কোন্‌টি সত্য হইবার সম্ভাবনা বেশী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যপ্রমাণের আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে পাই, রামমোহনের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজারাম সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে তিনটি স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র রাজারামের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ রাজারামের সহিত রামমোহনের সম্বন্ধ কি—এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে পুত্র বলা হয় নাই, শুধু রাজারাম স্বনামখ্যাত ব্যক্তি নয় বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখের সময়ে পরিচয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহার সহিত রামমোহনের সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে রাজারাম রামমোহনের পুত্র এই উক্তি লেখকগণ ইচ্ছা করিয়া বা বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে করিয়াছেন বলা চলে না। সুতরাং এই সকল উক্তিকে রাজারামের সহিত রামমোহনের সম্পর্কের বিশিষ্ট সংজ্ঞা বলা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এই প্রশ্নের আর একটা দিকও আছে। এক দিকে যেমন বলা যাইতে পারে যে, রাজারামের পুত্র-পরিচয় ব্যাপক অর্থে দেওয়া হইয়াছে, আর এক দিকে তেমনই বলা যাইতে পারে, ইংরেজী ভাষায় 'son' শব্দটি দুই ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হইলে যখন একমাত্র ঔরসজাত পুত্রকেই বুঝায় এবং রামমোহন নিজে যখন রাজারামকে একাধিক বার ইংরেজীতে 'my son' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও রামমোহনের জ্ঞাতসারে যখন রাজারাম নানা পত্রিকায় 'son' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ও রাজারাম নিজে যখন সরকারী কাগজপত্রে নিজেকে রামমোহনের 'son' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন, তখন পুত্রবাচক 'son' শব্দকে ব্যাপক অর্থে না গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট অর্থেই লওয়া সঙ্গত হইবে। ইহা ছাড়া 'সমাচার-দর্পণে'র লেখক যে রাজারামের উল্লেখ করিবার সময়ে "রামমোহনের যে পুত্র..." এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি রাজারামকে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহিতেছেন। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এই সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইবার পরও এই পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে অন্য যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, পালিত পুত্র বলা হয় নাই।

তথাপি একথা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে যে, এই সকল সংবাদকে রাজারাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-বিশেষের সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ 'পুত্র' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই। কিন্তু উপরে যে তিনটি বিশেষ সাক্ষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে এই সন্দেহের অবকাশ নাই। উহাদের একটি ১৮৩০ সনে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"—উহাতে রাজারামকে স্পষ্ট ভাষায় রামমোহনের "যবনী প্রেয়সী" গর্ভে জাত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি, ১৮৩৫ সনে ডাঃ কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত পত্র—উহাতে রাজারামকে পালিত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ও ডিক নামক সিবিলিয়ানের হাত হইতে তিনি কি করিয়া রামমোহনের আশ্রয়ে আসেন তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়টি, ১৮৩৬ সনে 'আগ্রা আখ্‌বারে' প্রকাশিত ও 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত

সংবাদ—উহার মর্ম্মও ডাঃ কার্পেণ্টারকে লিখিত পত্রের মর্ম্মের অনুরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজারাম রামমোহনের পুত্র অথবা পালিত পুত্র—এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ এই তিনটি সাক্ষ্যের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়াও পরবর্ত্তী নানা কালের জনশ্রুতি এবং চন্দ্রশেখর দেব ও মিসেস অ্যাডাম্ প্রদত্ত দুইটি বিবরণ আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে জনশ্রুতির বিশেষ কোন মূল্য নাই, মিসেস অ্যাডামের উক্তিকেও স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত হইবে না, কারণ উহা ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট লিখিত পত্রে প্রদত্ত ডিক-সম্পর্কিত কাহিনীর বিকৃত পুনরুক্তি মাত্র। চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি সম্বন্ধে আমার মত একটু পরে বলিব।

৩

যে তিনটি প্রধান সাক্ষ্যের কথা বলা হইল, এইবার তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক আলোচনার রীতি এই যে, কোন উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হয় যে-ব্যক্তি এই উক্তি করিয়াছেন তাঁহার বিষয়টি সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ আছে কি না, এবং সত্যকে গোপন বা বিকৃত করিবার কোন স্বার্থ আছে কি না। এই বিচার করিলে দেখা যায় যে, "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"কে সত্য বলিয়া মনে করিবার পক্ষে ও বিপক্ষে, উভয় দিকেই যুক্তি আছে। "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"-রচয়িতার নাম প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু উহা যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের নিজের না হইলেও দলীয় কোন লোকের লেখা সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এই দল রামমোহনের মতামতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে প্রতিপক্ষের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিবার কথা, অপ্রিয় তথ্য জানিতে পারিলে তাহা গোপন করিবার কথা নয়, তেমনই আবার মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত অপবাদ রটনা করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট লিখিত পত্রের এবং 'আগ্রা আখ্‌বারে' প্রকাশিত বিবরণের রচয়িতার বা সংবাদদাতার পক্ষেও সত্য গোপন করিবার স্বার্থ রহিয়াছে। ডাঃ কার্পেণ্টারের বন্ধু কে, তাঁহার নাম আমাদের জানা নাই। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, রামমোহনের দেশীয় বন্ধুদের অনুরোধে রামমোহনের সুনাম রক্ষার জন্য তিনি রাজারাম যে রামমোহনের পালিত পুত্র—এই সংবাদ দিতেছেন। এই বন্ধুদের পক্ষে রামমোহনের চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বিবরণ দুইটির রচয়িতা কে হইতে পারে তাহার বিচার করিলে এই ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়।

ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট লিখিত পত্রের লেখক কে, মিস্ কার্পেণ্টার তাহার উল্লেখ করেন নাই। 'আগ্রা আখ্‌বারে'র সংবাদও স্বাক্ষরিত নয়। তবু এ-দুইটি বিবরণের লেখক কে হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রথমে 'আগ্রা আখ্‌বারে'র কথাই ধরা যাক্। রামমোহন কলিকাতাবাসী ছিলেন; তাঁহার বিষয়সম্পত্তি কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটে অবস্থিত ছিল; আত্মীয়বন্ধুও কলিকাতাতেই ছিলেন। তবে রাজারামের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে সংবাদ সুদূর আগ্রায় প্রকাশিত হয় কেন? ইহার উত্তর খুব সহজ। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তখন দিল্লী অঞ্চলে ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করাইয়া দিতে পারিলে তিনি রামমোহনকে ও রামমোহনের সন্তানসন্ততিকে উহার এক অংশ দিবেন। রামমোহনের চেষ্টায় যখন

দিল্লীর সম্রাটের বৃত্তি বৃদ্ধির হুকুম হইল, তখন রামমোহন মৃত। এই কারণে পাছে বৃত্তির ভাগ তাঁহাদিগকে দেওয়া না হয় এই আশঙ্কা করিয়া সরেজমিনে তদ্বির করিবার জন্য রাধাপ্রসাদ স্বয়ং দিল্লী গিয়াছিলেন ও দুই বৎসরের অধিক কাল এই অঞ্চলে ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম-প্রবাসের সময়েই যখন 'আগ্রা আখ্‌বারে'র সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তখন উহা যে একমাত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে আসিতে পারে, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইবারে ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট পত্রপ্রেরকের কথা বিবেচনা করা যাক্। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, এই ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইল না কেন? তাঁহার উক্তি হইতে স্পষ্টই মনে হয়, ডাঃ কার্পেণ্টার স্বলিখিত রামমোহন-জীবনী তাঁহার নিকট সংশোধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ডাঃ কার্পেণ্টারের সহিত পরিচিত ও 'ইউনিট্যারিয়ান'দের সহিত যুক্ত কোন ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ ডাঃ কার্পেণ্টার ইংলণ্ডে রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং রামমোহনের নিজের মুখ হইতে তাঁহার জীবন-কাহিনী নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যদি কাহারও নিকট রামমোহনের জীবনকাহিনী সংশোধনের জন্য পাঠাইয়া থাকেন তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে, সেই ব্যক্তি রামমোহনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইউনিট্যারিয়ানদের সহিত সংশ্লিষ্ট অথচ রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এইরূপ ব্যক্তি ১৮৩৩-৩৫ সনে ভারতবর্ষে মাত্র একজন ছিলেন। তিনি উইলিয়ম অ্যাডাম্। সেজন্য অ্যাডাম্‌কে ডাঃ কার্পেণ্টারের নিকট লিখিত পত্রের লেখক বলিয়া গণ্য করিলে ভুল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠিবে অ্যাডামের নাম এই পত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল না কেন? মিস্ মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার রচিত রামমোহন সম্বন্ধীয় পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পত্রটি মুদ্রিত করেন। তাঁহার পক্ষে পত্রপ্রেরকের নাম গোপন করিবার কোন স্বার্থ ছিল না, বরং সংশোধনকারকের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করাই লেখকদের সাধারণ রীতি। এই কারণে মনে করা যাইতে পারে, পত্রপ্রেরক নাম প্রকাশে ইচ্ছুক না হওয়ার জন্যই মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। অ্যাডাম্‌ই যদি এই পত্রের লেখক হন তাহা হইলে এই নাম গোপনের একটা হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি রাধাপ্রসাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ও এক সময়ে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নাম প্রকাশ হইলে লোকের মনে স্বতঃই এই সন্দেহ উপস্থিত হইবার কথা যে, তিনি রাধাপ্রসাদ রায়ের প্ররোচনায় এই পত্র লিখিয়াছেন। রামমোহনের প্রতিপক্ষের পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করা যেরূপ স্বাভাবিক, পিতার সুনাম রক্ষার জন্য বা বৈষয়িক কোন স্বার্থের জন্য রাধাপ্রসাদের পক্ষে সত্য গোপন করাও তেমনই স্বাভাবিক। সেজন্য রাধাপ্রসাদ রায় বা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে রাজারাম সম্বন্ধে প্রতিবাদ আসিলে তাহা লোকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে না হইতে পারে, এই অনুমান করিয়া অ্যাডামের পক্ষে নাম গোপন করা অসম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই পত্রোক্ত উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে মিস্ কার্পেণ্টারের মনে সন্দেহ ছিল ও সেই জন্যই তিনি পিতার রচনায় যেখানে যেখানে রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ ছিল, তাহার সংশোধন না করিয়া শুধু পত্রটি পরিশিষ্টে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত হইলে যদি কোন সাক্ষ্যকে দুষ্ট বা নির্ভরের অযোগ্য বলিতে হয় তাহা হইলে রাজারাম রামমোহনের পুত্র এই উক্তি যেরূপ দুষ্ট, রাজারাম রামমোহনের

পালিত পুত্র সেই উক্তিও তেমনই দুষ্ট। কিন্তু শুধু এই কারণেই কোন সাক্ষ্যকে বর্জ্জন করা অন্যায় হইবে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইলেও অনেক উক্তি যে মূলতঃ সত্য হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিনই দেখি। সেজন্য দেখা প্রয়োজন, পরস্পরবিরোধী উক্তি দুইটির সপক্ষে বা বিপক্ষে অন্য কি যুক্তি বা তথ্য আছে। যদি স্বতন্ত্র তথ্যের বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উক্তিও যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা নাই।

এই দিক্ হইতে দেখিলে রাজারাম সম্বন্ধে ডাঃ কার্পেন্টারের বন্ধুর পত্রে এবং 'আগ্রা আখ্‌বারে' প্রকাশিত সংবাদকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমেই দেখিতে পাই, পত্রপ্রেরক বলিতেছেন ডিক নামে একজন সিবিলিয়ান বালকটিকে হরিদ্বারের মেলায় কুড়াইয়া পান ও তিনি যখন অসুস্থতানিবন্ধন বিলাতযাত্রা করেন তখন রামমোহন তাহার ভার গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত নয় জন ডিকের নাম ডড্‌ওয়েল ও মাইল্‌স্ প্রণীত 'Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, from 1780 to 1838' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায়; ইঁহাদের মাত্র একজনের ক্ষেত্রে রাজারাম-সংক্রান্ত গল্প প্রযোজ্য হইতে পারে। ইঁহার নাম জন্ ডিক্—যাঁহার ১৮২৫ সনে কলিকাতায় মৃত্যু হয়। কিন্তু ডড্‌ওয়েল ও মাইল্‌সের পুস্তকে ইঁহার কর্ম্মস্থলের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় তিনি কখনও হরিদ্বারে বা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিলেন না, কিংবা অসুস্থতানিবন্ধন বিলাতযাত্রাও করেন নাই। সুতরাং পত্রপ্রেরকের প্রদত্ত এই সকল সংবাদ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। 'আগ্রা আখ্‌বারে' প্রকাশিত সংবাদে অবশ্য হরিদ্বারের বা বিলাতযাত্রার উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিবে যে, উহার সহিত চন্দ্রশেখর দেবের প্রদত্ত বিবরণের বিরোধ কেন? যে-সময়ে ডিক্ সাহেবের নিকট হইতে রামমোহনের পক্ষে রাজারামকে পাওয়া সম্ভব, সেই সময়ে চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট ডিক্ সাহেবের নাম ও তাঁহার নিকট হইতে রাজারামকে পাওয়ার কথা কোনক্রমেই অবগত না থাকিবার কথা নয়। তবু তিনি রাজারামের পরিচয় দিতে গিয়া ডিক্ সাহেবের নামের ও তিনি কি করিয়া রাজারামকে পান তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া শুধু তাঁহাকে কোন সাহেবের দরওয়ানের পুত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন? সাহেবসুবার সহিত বাঙালীর সামাজিক সম্পর্ক সে-যুগে এবং এ-যুগেও এত কম ঘটিয়া থাকে যে, তাহার কথা কাহারও পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। রামমোহনের সহিত যে-সকল ইংরেজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁহাদের সকলেরই নাম আমাদের জানা আছে। একমাত্র ডিক্ সাহেবের ক্ষেত্রেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে, রাজারামের পরিচয় প্রসঙ্গে ডিকের উল্লেখ রামমোহনের মৃত্যুর পর রাধাপ্রসাদ রায় ও তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রথমে করা হয় এবং উহা সর্ব্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে রাজারাম যে রামমোহনের পুত্র হইতে পারেন, রামমোহনের ব্যবহার ও অন্য একটি তথ্যের দ্বারা উহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, রামমোহন নিজে রাজারামের পিতৃত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক তাহাকে পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, নহিলে নিজের পত্রে রাজারামের উল্লেখ যেভাবে করিয়াছেন সেই ভাবে করিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটা খুব গুরুতর প্রশ্ন বিবেচনা করিবার আছে। ডাঃ কার্পেন্টার রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলাতে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ হইতে পারে এই আশঙ্কায় রামমোহনের

দেশীয় বন্ধুরা এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য বলেন,—এই সংবাদ ডাঃ কার্পেন্টারের নিকট লিখিত পত্রে রহিয়াছে। কিন্তু রাজারামের পুত্র-পরিচয় রামমোহনের জীবিতকালেও অনেক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন রামমোহনের বন্ধুরা বা রামমোহন নিজে উহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন? রাজারামের পিতৃত্ব আরোপে জীবিতকালে রামমোহনের চরিত্রে যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া না থাকে, তবে কি মৃত্যুর পর শুধু ডাঃ কার্পেন্টারের একটি উক্তিতে উহার অপেক্ষা গুরুতর কোন কলঙ্ক হইবার কথা?

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখি রামমোহন রাজারামকে সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া যাইতেছেন, বিলাতে শিক্ষক রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। এই শিক্ষার ফলে শেষে সে ইণ্ডিয়া অফিসে কাজে ভর্ত্তি হয় (১৮৩৫) ও দেশীয় লোকের সম্বন্ধে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিতান্ত আপত্তি না হইলে সিবিল সার্ব্বিসেও প্রবেশ করিত। এই ধরণের ও এত যত্ন করিয়া শিক্ষা তিনি রাজারামের সমবয়সী নিজের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কেও দেন নাই। ইহার কারণ কি? অনেক দয়ালু ব্যক্তি অনাথ বালক-বালিকাকে প্রতিপালন করেন সত্য, কিন্তু উহাদিগকে উহাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থার অনুযায়ী শিক্ষাই দিয়া থাকেন। রাজারাম সম্বন্ধে যতগুলি গল্প আছে, তাহাতে তাহাকে নিম্নশ্রেণীর লোকের সন্তান বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জন কিং নামে একজন চিত্রকর দ্বারা ১৮৩৩ সনে অঙ্কিত ও পর-বৎসর রয়্যাল অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত যে চিত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, উহার পিছনেও রাজারামের পুত্র পরিচয় আছে। এই চিত্রটির প্রতিলিপি এই পুস্তকে অন্যত্র প্রকাশিত হইল। এই প্রতিকৃতির সহিত রামমোহনের চেহারার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সাদৃশ্য পোষাক-পরিচ্ছদের নয়,—মুখাবয়বের। এই চিত্রে রাজারামের সম্মুখে বাংলা দেশের একখানি মানচিত্র রহিয়াছে ও সে কলিকাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আছে। ইহাতে কলিকাতার সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব সুচিত হয়। এই সংস্রব কর্ম্মসূত্রে হইতে পারে, বাসস্থান হিসাবেও হইতে পারে। ষোল বৎসরের বালকের কর্ম্মস্থান থাকিতে পারে না, সুতরাং কলিকাতাতে রাজারামের বাসস্থান অনুমান করা বোধ করি খুব অসঙ্গত হইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা উচিত। এই চিত্র আঁকাইবার ব্যবস্থা রামমোহন জীবিতকালেই করিয়া যান, তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং রাজারামের পুত্র-পরিচয় চিত্রকর রামমোহনের নিকটই পান তাহাও নিশ্চিত।

৪

এই সকল কারণে আমি রাজারামের পালিত পুত্র পরিচয় অপেক্ষা পুত্র-পরিচয়কে বেশী সম্ভবপর মনে করি। এখন জিজ্ঞাস্য তাঁহার মাতা কে? পূর্ব্বোদ্ধৃত "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"তে তাঁহাকে স্পষ্টই রামমোহনের যবনী প্রেয়সীর গর্ভজাত পুত্র বলা হইয়াছে। এই উক্তির মূলে কি কোন সত্য আছে? না, উহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, রামমোহনের মুসলমান-সাহচর্য্য সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে এবং তিনি আচার-ব্যবহারে অনেকটা মুসলমানের মত চলিতেন ইহাও অবিসম্বাদিত। ইহা ব্যতীত তাঁহার মুসলমান-প্রণয়িনীও ছিল এরূপ উক্তিও তাঁহার সমসময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল উক্তির কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) ১৮২১ সনে রংপুর-প্রবাসী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রামমোহনের মতামতের প্রতিবাদস্বরূপ 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। উহার এক স্থলে আমরা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি পাই—

"মহাবিজ্ঞের [রামমোহনের] কিছু শাস্ত্রে বিশ্বাস করা তাৎপর্য্য নহে অথবা বৈরাগ্যাদি সাধন নহে……বিশেষত তুমি তাহার প্রতি শিশুতার কথা কহিলা তিনি কোন প্রকারে শিশু নহেন যেহেতুক শিশু কেবল মনুষ্যদুগ্ধ খায় কিন্তু তিনি পশুদিগের দুগ্ধ ও মাংস যথেষ্টরূপে ভোজন করেন আর শিশুর হিংসা ও কাম নাই কিন্তু তাহার কামের চিহ্ন নানাবর্ণে সন্তান বিদ্যমান এবং প্রতিদিন মাংস ভোজন করেন……।" (পৃ. ১৩৯-৪০)

(২) ১৮২২ সনে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্মনামে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর উমানন্দন ঠাকুর চারিটি প্রশ্ন করেন। উহার চতুর্থ প্রশ্নে পাই—

"অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে * প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকা পুরাণ মৎস্য পুরাণ মনু বচনানুসারে কি বক্তব্য।" (রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, পাণিনি আপিস সংস্করণ, পৃ. ২৩৯)।

(৩) উপরোক্ত প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের জবাব হিসাবে রামমোহন ১৮২২ সনেই 'চারি প্রশ্নের উত্তর' প্রকাশিত করেন। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" আবার 'চারি প্রশ্নের উত্তরে'র প্রত্যুত্তররূপে ১৮২৩ সনে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে আমরা পাই—

(ক) "অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিবেচনা করিবেন, যে, যাঁহারা, ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া বেদস্মৃতি পুরাণাদি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ এবং অবৈধ হিংসা, সুরাপান যবনীগমন ও শৈববিবাহাদি অদ্ভুত সৎকর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়,……।" (পৃ. ১১৯)।

(খ) "অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম, যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা, শৈববিবাহ যবনীগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড, বরাহতুণ্ড, হংসাণ্ড, ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন।" (পৃ. ১২৬-২৭)।

(গ) "কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয় আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবনীগমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের যবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব, ও যবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন……।" (পৃ. ১৫৮-৫৯)

---

* 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকাতে যবনীগমন উপলক্ষে রামমোহনের উক্তি :—

"তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়।…শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয়…।" রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ. ২৪০।

(ঘ) "নগরান্তবাসীর * অদ্যাপি যবনীগমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন।" (পৃ. ১৬৩) †

এই সকল উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন বা মিথ্যা যে না থাকিতে পারে তাহা নয়। কিন্তু এগুলিকে একেবারে অমূলক অপবাদ মনে না করিবার প্রধান কারণ রামমোহনের দিক্ হইতে স্পষ্ট প্রতিবাদের অভাব। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেও মুসলমানী সংসর্গ দূষণীয় নয়—এ কথা রামমোহন বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও উহা অস্বীকার করেন নাই। অন্য অন্য বিষয়ে যখনই যে-কেহ রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নীরব ও বৈদিক বিবাহ ও শৈববিবাহ যে সমতুল্য তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার উপায় থাকিলে রামমোহন কি নিরুত্তর থাকিতেন ?

পৃ. ৫০৪—রাজারাম রায়

বিলাত হইতে ফিরিবার কিছু দিন পরে রাজারাম সরকারী চাকরি পাইয়াছিলেন। ১ জুন ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়র' পত্রে প্রকাশ :—

> ...has been appointed, by Mr. Henry Torrens, to fill the office of an Examiner in the Secret and Political Department, on a salary of two hundred rupees a month.—*Bengal Herald*, May 31.

রাজারাম শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন :—

> Rajaram was the foster-son of Ram Mohun Roy and embraced Christianity.

পৃ. ৫০৫—রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

রামরত্ন মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শম্ভুচন্দ্র) রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি একখানি চিঠিতে নিজকে "রাজা রামমোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটরী" বলিয়া পরিচয়

* "'নগরান্তবাসী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে [রামমোহনকে] সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ চণ্ডাল।"—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৩য় সং, পৃ. ১৪৩।

† যবনী-বিষয়ে কোনও কথাই রামমোহন অস্বীকার করেন নাই। এই দোষারোপ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি :—"শৈব ধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না; যদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্র বোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়েই তুল্য রূপে মান্য হইয়াছেন….।"—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি : 'পথ্যপ্রদান,' পৃ. ৩৩১।

দিয়াছেন। রামরত্ন পরে "রায় বাহাদুর" হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবর্ন্মেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য একবার লেডী বেন্টিঙ্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি চাকরি দিবার জন্য ২৪-পরগণার জজ্‌—মুর সাহেব বড়লাটের নির্দ্দেশে লিখিত একখানি সুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন।

রামরত্ন ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কলেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন। হুদা ঈশানপুর খাসমহল তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আলস্যপরায়ণ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে অজ্ঞ—এই অপরাধে তাঁহার চাকরি যায়।—*Board of Revnue Cons.* *20 Feby. 1838*, Nos. 160-62 ; *25 Aug. 1841*, No 33. *13 Dec. 1844*, No. 30 দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫১২—সদাশিব তর্কালঙ্কার

সদাশিব তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৪ জুন ১৮৫১ (১ আষাঢ়, ১২৫৪) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' পাই :—

"উলা নিবাসি পণ্ডিত শিরোমণি ৺সদাশিব তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহোদয় ৮৯ বৎসর পৃথিবী মধ্যে ঋষ্যাদির ন্যায় কালক্ষেপ করণ পূর্ব্বক দুই পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া কিয়দ্দিবস সুরধনী তীরে বাস করত ৫ জ্যৈষ্ঠ দিবা ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্ব্বক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন ঐ পণ্ডিত চূড়ামনির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন, এমত মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত না লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম না, তেঁহ স্মৃতিশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করণানন্তর অধুনা অধ্যাপনা করিতেছেন, ইদানীং ঐ মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষুস্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা তাঁহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক হইতেন, শাস্ত্র যেন মুখাগ্রে ও এমত স্মারকতাশক্তি ছিল অনায়াসে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থা দিয়াছেন, এক দিবসের নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জ্জল আপনি করিতে কহিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,···ইতি তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ। উলা নিবাসি জন গণানাং।"

পৃ. ৫৫১—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সম্বন্ধে আমি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৭শ বর্ষ, পৃ. ৭-১৩, ১৬৫) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

পৃ. ৫৫৪—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বাড়ী ছিল বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে (খোসালচন্দ্র রায় : 'বাকরগঞ্জের ইতিহাস', পৃ. ১২৬)। টালার বাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬।

১৮২৬ সনের মে মাস হইতে শম্ভুচন্দ্র মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ২ মে ১৮২৬ তারিখে জেনারেল কমিটিকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

> ...Sambhu Chandra Vachespati, a Pundit who has long been known to the Secretary as an excellent scholar, well versed in the Vedanta and a man of good character. He has been in the employ of Mr. Wilson for about three years who will be able to bear testimony to his abilities...

শম্ভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার' (রামকৃষ্ণতীর্থ-বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নাম্নী টীকাসহ) শোধনপূর্ব্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

পৃ. ৫৫৫—হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী ছিল হরিনাভি; তিনি রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্ঞাতি ('বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক', ১৩৩৭, পৃ. ১০৩)। হাতীবাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৪।

১৮২৫ সনের ২২ জানুয়ারি তারিখে তিনি মাসিক ৩০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ৫৮০—নাথুরাম

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে পণ্ডিত নাথুরাম মিশ্র নামে এক জন গুজরাটী পণ্ডিত কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ২৪ জুলাই ১৮২৭ তারিখে তাঁহার বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—

> The individual [Nathuram] in question was in the College of Benares, where he bore a high character. He lost his appointment there, in consequence of exceeding his leave of absence, which it subsequently appeared was owing to family distress and not to any improper neglect.

১৮৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাথুরাম অসুস্থতার জন্য ছয় মাসের ছুটি লইলে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপনা করেন। পর-বৎসর—১৮৩২ সনের মার্চ মাসে নাথুরামের মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছিলে প্রেমচাঁদ তাঁহার পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন।

১৮২৯ সনে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া নাথুরাম ও সংস্কৃত কলেজের আর দুই জন অধ্যাপক—গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ—মিলিয়া রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন। উহা ১৮৩২ সনে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

পৃ. ৬৩৪—শিনারী

জর্জ শিনারী (Chinnery) একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামগোপাল সান্যালের *Bengal Celebrities* পুস্তকে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪১) শিনারী ও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

পৃ. ৬৩৭—উইলিয়ম অ্যাডামের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট

অ্যাডামের শিক্ষাবিষয়ক সম্পূর্ণ রিপোর্ট—Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838) গত বৎসর (ইং ১৯৪১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ বসু।

পৃ. ৬৩৯—বেগম সমরু

বেগম সমরুর বৈচিত্র্যময় কাহিনী যাঁহারা পড়িতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমার *Begam Samru* (1925) পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৬৪৬—ডাইস সোম্বার

বেগম সমরুর পোষ্যপুত্র—ডাইস সোম্বারের করুণ কাহিনী সম্বন্ধে ১৯১১ সনের জুলাই সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত, E. W. Madge and K. N. Dhar-লিখিত, "He Mourned in a Mad-House. The Tragedy of Dyce-Sombre" প্রবন্ধটি পঠিতব্য। *Dictionary of National Biography* গ্রন্থে G. C. Boase-লিখিত "Dyce-Sombre, David Ochterlony (1808-51)" প্রবন্ধটিও পাঠ করা উচিত।

পৃ. ৬৮৯—'হিন্দু পাইয়োনিয়র'

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা সকলেই 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'কে "মাসিক" পত্র বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা "পাক্ষিক" পত্র ছিল। ১৮৩৫ সনের ২৪এ অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্‌ল' পত্রে পাইতেছি,—

> We unintentionally omitted to notice the first number of the *Hindoo Pioneer*, a new bi-monthly periodical, when it came to us from the Editor.

এই কাগজখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৩৫ সনের ২৭এ আগষ্ট তারিখে। ১৮৩৫ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে'র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

> *New Publications.*—A periodical called the *Hindu Pioneer*, closely resembling in exterior the *Literary Gazette* and entirely the production of the students of the Hindoo College, has been published. The first number of the work was issued on the 27th August and on the whole reflects great credit on the contributors and editors.

রামবাগান দত্ত-পরিবারের কৈলাসচন্দ্র দত্ত এই কাগজখানির প্রথম সম্পাদক।

পৃ. ৭১১—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির বাড়ী ছিল—কাঁচরাপাড়া। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল মধুমালতী (শ্রীসতীশচন্দ্র দে : 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী', পৃ. ২)।

পৃ. ৭৪৩—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কলিকাতায় আড়কুলিতে কমলাকান্তের চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬। তিনি লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স প্রিন্সেপ (Prinsep) সাহেবের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (Vol. VIII, p. 527) প্রকাশ :—

> The Secretary [Dr. O'Shaugnessy] brought to the notice of the Meeting that the present Pundit, RAMGOVIND GOSSAMEE, has been found incompetent to decypher the Inscriptions to which the Society are most desirous to give publicity, either in their monthly publication, or in their Transactions, he therefore proposed that the celebrated KAMALAKANTHA VIDYALANKARA be appointed for that office, and also as the Librarian for the Oriental Books.—Proceedings 7 Aug. 1839.

১৮৩৭-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার কমলাকান্তের সাহায্যে হইয়াছিল।

৮ অক্টোবর ১৮৪৩ তারিখে কমলাকান্তের মৃত্যু হইলে, এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সহ-সভাপতি ও সেক্রেটরী এইচ. টরেন্স (Torrens) লেখেন :—

> I have, with much regret, to report the death of the aged, and highly respected Pundit Kamalakanta Vidhyalankara, the friend and fellow labourer of James Prinsep. With him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanscrit forms of writing; for although we now possess a key to these ancient characters, no Pundit has exercised himself in the act of decyphering to the extent to which has Kamalakanta. Like all learned persons of his class, he carefully avoided the communication of his peculiar knowledge, and latterly, having as he thought little chance of being contradicted, the old man became exceedingly dogmatical and opinionative. As I was totally destitute of that critical ingenuity and wonderful acumen which supplied in our lamented friend, James Prinsep,* the want of philological accuracy, and as I had not command of the time which he could devote to the careful and patient investigation of the readings of ancient inscriptions, I soon abandoned the attempt to avail myself of Kamalakanta's services in this department. His appointment about the Society was that of Sanscrit Librarian.
>
> He has left two wives, a married and one unmarried daughter, and a son now being educated at the Sanscrit College. His only other relative is a nephew, who has been latterly doing the old man's duties in the Library. He is an intelligent and active person, and is quite competent to conduct the duties of Sanscrit Librarian. I do not know the degree of his proficiency in Sanscrit, but he seems capable of answering all references respecting books made by parties who attend the Library. The Librarian's salary is Rs. 30 a month. I would for efficiency's sake have recommended our securing the services of a young Pundit, named Sarodha Purshad, who also assisted James Prinsep,

---

* ১৮৪০ সনে জেম্‌স প্রিন্সেপের মৃত্যু হয়। ভারতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস ১৮৪০ সনের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ ৩০ জুলাই ১৮৪০ তারিখে টাউন-হলে যে সভা হয় তাহাতে "Pundit Kamalakant of the Hindu College read a poem on behalf of the Pundits of Bengal." (R. Sanyal : *Bengal Celebrities*, ii. 11-12.)

and has been of much help to me. He is a man of real ability and learning; but as I can always command his services, (he being employed in my office); as Dr. Roer's proficiency in Sanscrit is now acknowledged; and as the Society owes a debt of gratitude to Kamalakanta, and of respect to him as the Collaborator of James Prinsep, I would propose to offer his nephew [Rasmohan Nayavagish] 20 Rs. a month, as Librarian...October 11, 1843. (*J. A. S. B.*, Vol. XII, pp. 1013-14 : Proceedings 13th Nov. 1843.)

প্রথম খণ্ডের

সম্পাদকীয় সংযোজনী

পৃ. ৪-৫, ৮৩—ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া এদেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্ত্তির বিশদ ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইঁহাদের নামোল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। মালদহের গোয়ামালটিতে জন্ এলার্টন্, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট, কালনা ও চন্দননগরে জন্ ডি পীয়ার্সন ও জে হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই যত্ন-চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংশ্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুল-সমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টুয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ

*** তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'মনোরঞ্জনেতিহাস'—"বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান"—রচনা করেন। 'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণই ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।**

পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়্‌যন্ত্র! কারণ ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহুকষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টুয়ার্ট সাহেব গবর্মেণ্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টুয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার-হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বর্ণমালা (?)*—১৮১৮।

ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

> 1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;...

---

* ১৮২৫ সনে "মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেবের ছাপাখানায়" "ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট" মুদ্রিত হয়।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮৩ দ্রষ্টব্য।

২। উপদেশ কথা। ইং ১৮১৭ (?)

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে 'ইতিহাস কথা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'উপদেশ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।* 'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

৩। তমোনাশক। ইং ১৮২৮। পৃ. ৩২।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Tomonasuck / or / *The Destroyer of Darkness.* / By / James Stewart. / তমোনাশক / অর্থাৎ / দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। / বৰ্দ্ধমানের জেমেস ষ্টুএর্ট সাহেবের কৃত। / কলিকাতায় ছাপা হইল / ১২৩৪ শাল। / Printed at Calcutta. / 1828. /

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক' (পৃ. ২০)—এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

যাঁহারা ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা J. Long : *Hand-Book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92 ; First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society ; এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৪ সালের ২য় সংখ্যা (পৃ. ৬০-৬১) পাঠ করিবেন।

পৃ. ২৬, ৭৪—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে "সম্পাদকীয়"-বিভাগে (পৃ. ৪১২-১৭) লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত আরও দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে :—

* 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha*, a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the "*Pleasing Tales.*"—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

(১) *Dayabhaga*, or Law of Inheritance, by Jimutavahana, with a commentary by Krishna Terkalankara. 1829.

(২) *The Mitakshara*: A Compendium of Hindu Law; by Vijnaneswara. Founded on the text of Yajnawalkya. The Vyavahara Section, or Jurisprudence. 1829.

পৃ. ২৯, ৫১—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই পদে কাশীনাথ প্রায় ১২ বৎসর কাটাইয়াছিলেন।

১৮২৫ সনের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখ হইতে বেতন লইয়াছিলেন এবং ১৮২৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

> "পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।"—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that

the said order did not prohibit his future employment...his name was registered in the Council's list for employment...

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ সনে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। রসময় দত্ত এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষদ্ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে তাঁহার দ্বারা চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিলাম।

১। মহর্ষি গোতমকৃত ন্যায়দর্শন; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয়

ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী। ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

২। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [ইং ১৮২২], পৃ. ১৮৯ + শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। সাধু সন্তোষিণী। ১৮২৬।

৫। শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র।

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

পৃ. ৪৫—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "সম্পাদকীয়"-অংশে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে (পৃ. ৪২৮) কিছু লেখা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

"...এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত ;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।...আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।

কিন্তু তাঁহার [রামমোহন রায়ের] অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"—'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১।

মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর প্রকাশকাল-সমেত একটি তালিকা দিতেছি :—

১। বত্রিশ সিংহাসন। ১৮০২।

২। হিতোপদেশ। ১৮০৮।

৩। রাজাবলি। ১৮০৮।

৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা। ১৮১৭।

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা। ১৮৩৩।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই সকল পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামে ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮১৯ সনের মাঝামাঝি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়।

যাঁহারা বিদ্যালঙ্কার-মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৩য় পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৪৭—কালীকুমার রায়

কালীকুমার রায় ১৮০৩ সনের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Bengalee Writing Master (খোশনবীস) নিযুক্ত হন।* এই কর্ম্মের বেতন ছিল মাসিক ৪০্। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক" পাদরি উইলিয়ম কেরী একখানি পত্রে কালীকুমার সম্বন্ধে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

> I observe that there is no Writing Master allowed to teach Bengalee or Sanskrit writing. One in the Bengalee Department is very necessary; if it be consistent with the proposed regulations, I very much wish the present writer, Kalee Koomar to be retained at his present salary of 40 Rupees per month,..." (Fort William College Proceedings : *Home Dept.* Mis. No. 559, pp. 445-46.)

১৮১৮ সনে কালীকুমার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "Bengalee Writing Master, and Surrishtudar" ছিলেন।†

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের (ইং ১৮১৮-১৯) রিপোর্টে কালীকুমার সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—

> 23. Your Committee have resolved on having six copper plate engravings executed of a set of the best *Exemplars* for *Bengalee* writing, from the handwriting of Calee Coomar Ray, the Bengalee Khooshnuvees of the College of Fort William. (P. 7.)

১৮২২ সনে কালীকুমারের মৃত্যু হয়।

---

* Roebuck : *Annals of the College of Fort William*, Appendix No. III, p. 50.

† *Ibid.*

পৃ. ৬৬, ৭৫—দ্বিজ পীতাম্বর

দ্বিজ পীতাম্বরের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

১। শব্দসিন্ধু। ১২২৪ সাল (কিন্তু ১৮১৮ সনে প্রকাশিত)।

২। 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' ও 'শ্রীউদ্ধবদূত'। ১৮২১। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃ. ৩২)।

৩। ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার। ১২৩১ সাল।

৪। সারজ্ঞানতত্ত্ব। তথা পঞ্চ উপাসক ও ষট্‌চক্রভেদ। ১২৫২।

৫। আগমনি—শারদীয় মহাপূজা প্রসঙ্গ। বিবিধ ছন্দবন্ধে বিরচিত। ১৬ আশ্বিন ১২৬৩। পৃ. ৪৬।

পৃ. ৬৮—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "সম্পাদকীয়"-অংশে (পৃ. ৪৪৭-৪৮) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই-চারিটি কথা জানা গিয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসর কাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোকগমন করেন।

পূর্ব্বে আমরা জয়গোপাল-রচিত 'শিক্ষাসার' পুস্তকের মুদ্রণকাল "১৮১৮" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ সনে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

পৃ. ৬৯—'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'

প্রথম খণ্ডের "সম্পাদকীয়"-অংশে (পৃ. ৪৫০) এই পুস্তকখানির রচয়িতা-হিসাবে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, "কাশীনাথ তর্কবাগীশ" কালাচাঁদ বসুর আদেশে ইহা রচনা করেন। এই পুস্তকের মলাটের উপর হস্তাক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আছে :—

॥ নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণা।
আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং ॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে আলোচ্য পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহা

লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

On the Burning of Widows.

. ...a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date ; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turku-bagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English Translation.—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33.

কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল ; এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসাদ বসু—কালাচাঁদ বসুর পিতা। ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪২৩ দ্রষ্টব্য)

পৃ. ৭৩—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'

এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের "সম্পাদকীয়" অংশে (পৃ. ৪০২-৩) গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। এখানে তাঁহার 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা প্রয়োজন, এই পুস্তকখানির ৩য় সংস্করণ আমরা "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির কোন সংস্করণেই গ্রন্থকারের নাম নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি—"Raja Radhacaunt offered the [Calcutta Juvenile] Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the *Stri Siksha Vidhyaka*..." হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ; ইনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, বজরাপুর-নিবাসী স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদরি লঙের *Bengal Missions* (১৮৪৮) ও বাংলা পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামের উল্লেখ আছে।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ঠিক কোন্ সালে প্রথম প্রচারিত হয়, সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল "বাং সন ১২২৮" "1822" পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের / শিক্ষার দৃষ্টান্ত। / কলিকাতার মিশ্যন মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল বাং সন ১২২৮. / The

Importance / of / FEMALE EDUCATION ; / or / Evidence in favour / of the / Education of Hindoo Females, / From the Examples of Illustrious Women, / Both ancient and modern. / Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, / For / The Female Juvenile Society for the Establishment / and support of Bengalee Female Schools. / 1822. /

১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য।)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়—ইহার উল্লেখ ঐ সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইল্‌সন) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৪ সনে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ :—

> Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

পৃ. ৭৯, ৩৮২, ৩৮৪—নীলরত্ন হালদার

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "সম্পাদকীয়" বিভাগে (পৃ. ৪৫৪-৫৯) নীলরত্ন হালদার ও তাঁহার রচনাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তকের নাম সম্প্রতি জানা গিয়াছে ; ইহা 'শ্রুতিগানরত্ন,' ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> "সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।—...অগ্রহায়ণ মাস।...বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় 'শ্রুতিগানরত্ন' নামে এক প্রকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন।"

রাজনারায়ণ বসু 'সে কাল আর এ কাল' পুস্তকে নীলরত্ন হালদার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> "বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও

সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু স-ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।"

পৃ. ৪১৯—জয়নারায়ণ ঘোষাল

জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে কিছু সংবাদ নিম্নোদ্ধৃত সাময়িক পত্রগুলিতে পাওয়া যাইবে।—

(১) 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ. ৩৫৬-৬০। গবর্নর-জেনারেলকে লিখিত ১৫ আষাঢ় ১১৯৪ তারিখযুক্ত জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পত্র।

(২) *Asiatic Journal*, Decr. 1819, pp. 589-91. ১২ আগষ্ট ১৮১৮ তারিখে চার্চ মিশনরী সোসাইটিকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র ও কাশীর স্কুল সম্বন্ধে সংবাদ।

পৃ. ৪৬৪-৬৬, ৪৮৮-৮৯—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

১৩৪৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১৭১-৮৩) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'আচার রত্নাকর গ্রন্থ' ১৮৩৪ সনে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৩৪ সনের নবেম্বর সংখ্যা *Calcutta Christian Observer* পত্রের ৫৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—

IX. *Account of certain Hindu Practices.*

FROM THE "ACHAR RATNAKAR GRANTH.

... ...

1.— *How the Brahman ought to reverence the Gods and his Guru.*

... ...

2.— *Rules for touching various parts of the body.*

... ...

3.— *Rules for cleaning the teeth.*

... ...

4.— *Of the mud of the Ganges.*

5.— *Of a Guru.*

... ...

6.— *Of gathering flowers for offerings.*

... ...

পৃ. ৪৩৯—রাধাকান্ত দেব

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "সম্পাদকীয়"-অংশে (পৃ. ৪৩৯-৪৩) রাজা রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি নূতন কথা জানা গিয়াছে।

(১) রামকমল সেন অসুস্থতানিবন্ধন কিছু দিনের ছুটি লইলে রাধাকান্ত তাঁহার স্থলে প্রায় চারি মাস—১৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ হইতে মার্চ, ১৮৩৭ পর্য্যন্ত—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

(২) ১৮৬৪ সনে রাধাকান্ত বৃন্দাবনে গমন করেন; তথায় তিন বৎসর পরে ১৮৬৭ সনের ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে তিনি 'পদাবলী' দুই ভাগে প্রকাশ করেন। কলিকাতার সুহৃৎ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আখ্যাপত্রহীন দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ:—

অথ ভনিতা।

গুরুপদ করি আস, রাধাকান্ত দেব দাস,
রাজোপাধি কলিকাতা বাস।
এবে বৃন্দাবনে স্থিতি, রচে পয়ার সংহতি,
গান করে গদাধর দাস॥

পৃ. ৪৮৬—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "সম্পাদকীয়"-বিভাগে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাঁহার প্রচারিত দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ জানা গিয়াছে:—

(১) প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি।—ইহা পুথির আকারে ছাপা। সংস্কৃত কলেজে ইহার এক খণ্ড আছে। গ্রন্থশেষে রচনাকাল এইরূপ দেওয়া আছে:—"শকাব্দাঃ ১৭৪০···· শ্রাবণস্য ষোড়শ দিবসে···প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি লিপিরিয়ং"।

(২) প্রাণতোষণী।—ইহার প্রকাশকাল ১৮২৩ সন। ১৮২৫ সনে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (ত্রৈমাসিক সংস্করণ) পত্রের তৃতীয় খণ্ড, ১১শ সংখ্যায় 'প্রাণতোষণী' সম্বন্ধে

বিস্তৃত আলোচনা, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশপরিচয় সমেত, প্রকাশিত হইয়াছে (পৃ. ৬১১-৩১ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে প্রকাশ :—

"Pran-toshuna ; a Compilation of the precepts and doctrines of the Tantras, pp. 616.—Calcutta, 1823."

পৃ. ৪৯২—রামমোহন রায় প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশের সংবাদ আছে। তাঁহার প্রচারিত আর একখানি নূতন গ্রন্থের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

অনেকেই জানেন, ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন ১৮১৫ সনে 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদসহ বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ১৮১৮ সনে ব্রহ্মসূত্র-সমেত শাঙ্কর ভাষ্য—'শারীরক মীমাংসা' বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই সংবাদ এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অবিদিত ছিল।

১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এখানে মূলতঃ এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। ১৮১৮ সনের প্রথম ভাগে রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে একখানি পত্র লেখেন; পত্রে তাঁহার নবপ্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'র কতকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করিবার অনুরোধ ছিল। তখন ছাপার হরফে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; পুস্তক-মুদ্রণও বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই কারণে কলেজ-লাইব্রেরির উপযোগী কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কতকগুলি খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করিতেন।

কলেজের সেক্রেটরী রামমোহন রায়ের পত্রখানি কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পাদরি উইলিয়ম কেরীকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। উত্তরে, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখে কেরী যে পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

To Captain Lockett,
Secretary to the College Council.

Sir,

I have delayed replying to your Note of June 21st accompanying a letter from Ram Mohun Raya, requesting to know whether the College Council will purchase a few copies of the Vedanta Durshuna lately published by him, because there was no copy of the work sent with it by which I could ascertain what particular work on the Vedanta Philosophy it is that he has published.

Since that, Ram Mohun Raya has presented me with a copy of it which enables me to report upon it with certainty. The title of the work is SAREERIKA MEEMANGSA. It is a work of great and deserved celebrity, and is considered as a scarce work. There is a copy of a work entitled Soreerika Bhashya in the College Library, which is a comment upon the Doctrines of the Soreerika Meemangsa, but as this work itself is not in the College Library, I recommend the purchase of, at least, ten copies of it, especially as if the higher branches of Hindoo Philosophy should at any time be studied in the College, this must be one of the principal works used in that study.

September 29th, 1818. I am, etc.
Wm. Carey.*

কেরীর পত্রে গ্রন্থখানির নাম জানিতে পারিলেও, এত দিন পর্য্যন্ত রামমোহন কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা'র কোন সন্ধানই পাই নাই। সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি যে লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সনেই প্রকাশিত, তাহার উল্লেখ গ্রন্থের পুষ্পিকায় এই ভাবে দেওয়া আছে :—

"চত্বারিংশদধিকসপ্তদশশতশকে শ্রীমল্লল্লুলালশর্ম্মকবিনা সংস্কৃতযন্ত্রেরঙ্কিতমেতৎ।"

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত দুইখানি 'শারীরক মীমাংসা'রই আখ্যা-পত্র না থাকায় উহা যে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। আখ্যা-পত্র মোটেই ছিল কি না এবং থাকিলেও রামমোহন রায়ের নাম ছিল কি না, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না; কারণ, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ—'বেদান্ত গ্রন্থে'র আখ্যা-পত্রেও তাঁহার নাম নাই। সুতরাং নাম না থাকিলেও, ১৮১৮ সনে প্রকাশিত এই 'শারীরক মীমাংসা'ই যে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখের পত্রে কেরী কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি না।

এইবার গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত; রয়েল আকারের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

* College of Fort William Proceedings.—*Home Miscellaneous No. 565*, pp. 155-56.

এই গ্রন্থের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ৮৲। কলেজ-কাউন্সিল ইহার ১০ খণ্ড ৮০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

কেরীর এই পত্রখানি আমি ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে (পৃ. ৭৫৮-৫৯) সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করি।

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

সমাপ্তমিদং শাস্ত্রং ॥ * ॥ * * * * ॥ * ॥

॥ * ॥০০॥ ০ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ছাপার হরফে মুদ্রিত আর কোন ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্য আমি দেখি নাই।

পৃ. ৭৩—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই পুস্তিকার লেখক—রাধাকান্ত দেব। কিন্তু ইহা যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের রচিত, ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের একখানি পত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পত্রখানি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল আমাকে দেখাইয়াছেন। রাধাকান্ত লিখিতেছেন :—

> On perusing the new edition of the Stri Siksha Vidayaka which you lent me the other day I find that the first part of it containing Dialogues between two Native females in a vulgar colloquial style is comparatively a modern addition made I believe by Goura Mohana Vidyalankara the late Pandit of the School Society in some of the subsequent editions of the Work—I knew nothing of it before—the second part is an exhortation to the Hindoo females by English ladies to enlighten their minds with education. It was also I think composed by the said Pandit—but most of the materials were supplied by me especially the instance of some Sanskrit Texts on behalf of female education and the examples of educated women both ancient and modern. To this extent I have a share in the execution of the work and no further. I cannot therefore conscientiously take upon myself the credit of an author.—20th March 1851.

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১২	২০	ফেব্রুয়ারি মাসে	১১ই জানুয়ারি
৪৩১			এই পৃষ্ঠার পাদটীকাটি বর্জ্জনীয়।
৪৩৯	৩১	'বাঙ্গলা শিক্ষক'	'বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ'
৪৪১	৪১	'বাঙ্গলা শিক্ষক'	'বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ'
৪৪৩	২১	হইতেছে কিন্তু	হইতেছে নিযুক্ত
৪৪৩	৩১	সন ১২২৫	সন ১২২৪
৪৪৫	১৩	নাম ছাপাখানায়	নাম ঐ ছাপাখানায়
৪৪৫	১৫	ভট্টাচার্য্যের নিকট পাইবেন	ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন
৪৫০	২৬	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	কাশীনাথ তর্কবাগীশ
৪৬৫	১৯	১৮৫২	১৮৫১
৪৬৬	২১	আচার-গ্রন্থ	আচার রত্নাকর
৪৮৪	১	'ব্রহ্ম পুত্তলিক সম্বাদ'	'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ'
৪৮৮	৩০-৩৩		এই কয় পংক্তি বর্জ্জনীয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, অভিধানখানি আখ্যাপত্রহীন
৪৮৯	৩৮	'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'	'সহমরণ বিষয়'

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৶০	১১	আপনং	আপনার
৬৯	১১	১।	১
৩০০	১৭	গাঙ্গুলিও	গাঙ্গুলি ও
৪৩৮	৩১	ছোট ণীরা	ছোট রাণী
৪৩৯	২৮	পূত্র	পুত্র
৫৯২	১৮	১৫ মার্চ ১৮৩৫	১৫ মার্চ ১৮৩৪

সূচী

ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
LIBRARY
28